শীর্ষক একটি প্রস্তাব যোজিত হইয়াছে।—যাহাতে গান গাহিবার সময় পাতা উল্টাইতে না হয়, সেই জন্য, (দীর্ঘ কীর্ত্তন ব্যতীত আর সমুদয় স্থলে) বাম ও দক্ষিণ দুই পত্রের মধ্যেই কয়েকটি গান সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। এই সকল প্রয়াসের অধিকাংশই অতিশয় শ্রমসাধ্য ও বহুসময়সাপেক্ষ ; এবার যে তাহাতে সম্পূর্ণ সফল হওয়া গেল, তাহা নহে। আশা করা যায়, ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই সকল বিষয়ে অধিকতর কৃতকার্য্যতালাভ করিতে পারা যাইবে।

কোন কোন গানের আরম্ভে 'ঐ', 'সে', 'আজ,' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ আছে কি নাই, এ বিষয়ে প্রায়ই সংশয় উপস্থিত হয়। গানের আদির সূচীতে এইরূপ গান উভয় প্রকারেই দেওয়া হইল। দুই প্রকার আরম্ভের মধ্যে যেটি পুস্তকে আছে সূচীপত্রে কেবল তাহাতেই রচয়িতার নাম দেওয়া হইল।

গ্রন্থমধ্যে কোন কোন গানের নীচে তারকাচিহ্ন আছে সেগুলিতে মূল হইতে কিছু পরিবর্ত্তন আছে বুঝিতে হইবে।

সংস্কৃত হিন্দী ও উর্দ্দু গানে কয়েকটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "ব" (অন্তঃস্থ ব) প্রধান। অপরগুলিতে অক্ষরের পার্শ্বে বিন্দু চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রণের সময়ে সর্ব্বত্র এই চিহ্নগুলি উঠে নাই।

কীর্ত্তন ও নগরসঙ্কীর্ত্তনগুলি নানা অমৃতময় ভাবের আধার, উহা কত মানুষের চিত্তকে প্রবল ব্যাকুলতার স্রোতে ভাসাইয়া ঈশ্বরের চরণের দিকে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা উৎসাহের সহিত ঐ সকল গান গাহিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এখন পরলোকে। এজন্য এবার দেখা গেল যে কীর্ত্তনের গানের মধ্যে অনেকগুলির সুর, এবং বিভিন্ন কলির বিভাগ, অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই জানা আছে। গাহিতে শিখিবার একটু সুবিধা হইবে বলিয়া এই সংস্করণে ঐ গানগুলিকে সমান তাল ও সুর অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহার একটি স্বতন্ত্র সূচী প্রস্তুত করিয়া দেওয়া

হইল। এই প্রয়াসে নিশ্চয়ই অনেক ভ্রম ও ত্রুটি রহিয়া গেল; আশা করা যায়, ভবিষ্যতে যোগ্যতর লোকের দ্বারা এই কার্য্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে।

"বিষয়সূচীর" প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক নিশ্চয়ই ইহা অনুভব করিয়া সুখী হইবেন যে ব্রহ্মসঙ্গীতের গানের মধ্যে সংসারের সম্বন্ধে অভিযোগের ও বিরাগের ভাব ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে। অপর দিকে, ঈশ্বরের করুণা প্রেম ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি, তৎপ্রসূত আনন্দ, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর, প্রফুল্ল চিত্তে দুঃখ ও সংগ্রাম বরণ, প্রভৃতি ভাবের গানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।—পাঠক ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, এখনও সঙ্কল্প-দ্যোতক গানের সংখ্যা বড়ই কম। পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর সেবা করিয়া ধন্য হইব, সংসারকে একটু অধিক বিমল ও সুন্দর করিয়া রাখিয়া যাইব, জীবনে ঈশ্বরের আদেশ পালনে আপনাকে অতন্দ্রিত ভাবে নিয়োগ করিব, পাপ ত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব,—এই সকল ভাবের গান এখনও অধিক রচিত হয় নাই। অনুতাপের ভাবটি অধিকাংশ গানে বেদনা ও বিলাপের আকারেই প্রকাশিত হইতেছে; অতি অল্প-সংখ্যক সঙ্গীতে তাহা আশা উদ্যম ও সঙ্কল্পের আকার গ্রহণ করিয়াছে।—তৎপরে, ইহাও বিবেচ্য যে, ধর্ম্মজীবনে সত্যতার সাধন বিষয়ে সহায়তা করিতে হইলে সঙ্গীতের ভাষা অনাড়ম্বর স্পষ্ট ও সরল হওয়া আবশ্যক।

ব্রহ্মসঙ্গীত সাধু ভক্ত ও দুঃখী পাপী সকলেরই হৃদয়ের ধন। ইহা বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ; ইহার দ্বারা বিগত যুগে বাঙ্গালীর চরিত্র, আশা, উদ্যম বহু পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, ব্রহ্মসঙ্গীত উত্তরোত্তর সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করিতে থাকিবে।

ব্রহ্মসঙ্গীত-রচয়িতাদিগের মধ্যে [illegible] এখন [illegible] —

নাই। তাঁহাদের ও যে-যে পুস্তক এবং অন্যকৃত যে সকল সংগ্রহ-গ্রন্থ হইতে গান সঙ্কলন করা হয়, ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রত্যেক সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সহিত সে সকলের উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এবারও আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে আদি ব্রাহ্মসমাজের "ব্রহ্ম-সঙ্গীত" হইতে, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "সঙ্গীতহার" হইতে, রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের "বাণী" ও "কল্যাণী" হইতে, কালীনাথ ঘোষ মহাশয়ের "ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী", "অনুষ্ঠান-সঙ্গীত" ও "নামসুধা" হইতে, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "কীর্ত্তন ও বন্দনা" এবং "সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন" হইতে, এবং অন্যান্য অনেক ভক্ত ও সাধকগণের গীতাবলী হইতে, এই পুস্তকে সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভারতীয় সঙ্গীত-মুক্তাবলী" হইতে রচয়িতার নাম, এবং প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়ের "বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত" হইতে রচয়িতার নাম ও কোন কোন তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সংস্করণের জন্য যাঁহাদিগের সহিত বিশেষ ভাবে পত্রব্যবহার হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষগণ রবীন্দ্রনাথের গান গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গীতাবলীর বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী "শ্রীদরবার" তাঁহার সঙ্গীত গ্রহণের এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ অন্যান্য কয়েক জন ভক্তের সঙ্গীত গ্রহণের অনুমতি, এবং যে যে সঙ্গীত বহুবৎসর পরিবর্ত্তিত আকারে মুদ্রিত হইয়া সেই আকারেই প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহার মূল পাঠ ফুটনোটে দিয়া পরিবর্ত্তিত পাঠটি গ্রন্থমধ্যে মুদ্রিত করিবার অনুমতি, প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় তাঁহার গান গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, এবং কোন কোন গানে প্রয়োজনানুরূপ পাঠ-পরিবর্ত্তন নিজেই করিয়া দিয়াছেন।

গানের আদির সূচীতে রচয়িতাদিগের নাম দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, কত বিভিন্ন যুগের ও কত বিভিন্ন শ্রেণীর

ভগবৎপিপাসু নরনারীর রচনার দ্বারা এই সঙ্গীতপুস্তক পরিপুষ্ট। বৈদিক যুগের মন্ত্ররচয়িতা ঋষিগণ; মধ্যযুগের কবীর, নানক, মীরাবাই প্রভৃতি ভক্তগণ; ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণ; তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁহার বন্ধুগণ ও পুত্র পৌত্রগণ; আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের যুগের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কুঞ্জবিহারী দেব, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি; তৎপরবর্ত্তী যুগের আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রভৃতি; কবি ও গায়ক দাশরথি রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এবং ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী; সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র রায়, ও রজনীকান্ত সেন; সাধক হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল), প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ফিকির চাঁদ) প্রভৃতি; জীবিত সঙ্গীত-রচয়িতাদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন, নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি; নারী কবি ও সঙ্গীত লেখিকাদিগের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, কামিনী রায় প্রভৃতি;— এইরূপ কত নরনারীর রচিত সঙ্গীত এই পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভূমিকায় সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নহে; কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই প্রতি আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ,
২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ডিসেম্বর, ১৯৩১

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সঙ্গীত-প্রকাশ কমিটির
সম্পাদক

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক বচন।

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সত্যমেবজয়তে।

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ

তদুপাসনমেব।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং, সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি, প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং, ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

গ্রন্থ-সূচী

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য।

১। ঈশ্বর এক, ও চিন্ময়। তিনি নিরবয়ব, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, নিয়ন্তা, বিধাতা। তিনি জ্ঞানময় মঙ্গলময়, প্রেমময়, পুণ্যময়, আনন্দময়।

২। মানবাত্মা অবিনশ্বর ও অনন্ত উন্নতির অধিকারী; সে তাহার কর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

৩। পরমেশ্বরের উপাসনা মনুষ্যের অবশ্যকর্ত্তব্য। তাহা দ্বারাই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। উপাসনা মনের দ্বারা করিতে হয়, বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা নয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই তাঁহার উপাসনা।

৪। কোন পরিমিত ব্যক্তি বা বস্তু ঈশ্বর রূপে বা তাঁহার অবতার রূপে অথবা মধ্যবর্ত্তীরূপে উপাস্য নহে।

৫। জাতি ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্রের ও সকল সাধুর উপদেশ হইতেই শ্রদ্ধার সহিত সত্য গ্রহণীয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি কিংবা কোন শাস্ত্র-গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত, বা ধর্ম্মসাধনের একমাত্র উপায় নহে।

৬। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্বই ধর্ম্মের সার কথা।

৭। ঈশ্বর পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের দণ্ডদাতা। এই পুরস্কার ও দণ্ড তাঁহার করুণা-প্রণোদিত; উভয়ই মানবাত্মার কল্যাণের জন্য।

৮। পাপের জন্য অকৃত্রিম ও ব্যাকুল অনুতাপ, এবং পাপ হইতে নিবৃত্তিই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

৯। জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতাতে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া নিরন্তর তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়াই মুক্তির অবস্থা।

ব্রহ্মোপাসনা।

ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চিত্তকে বহির্বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিতে হয়; ব্রহ্মসহবাসে থাকিবার আকাঙ্ক্ষাকে প্রবল করিয়া তুলিতে হয়। এই প্রয়াসের নাম উদ্বোধন।

ঈশ্বর আমার নিকটে আছেন, ইহা অনুভব করিয়া তাঁহার স্তুতি করা এবং তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করার নাম আরাধনা। আরাধনাই উপাসনার প্রাণ। ইহার দ্বারা আত্মা ক্রমশঃ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত, তাঁহার ইচ্ছার অনুগত, ও তাঁহার প্রেমানুভূতিতে অভ্যস্ত হইতে শিক্ষা করে।

ঈশ্বরের সান্নিধ্যের এবং তাঁহার প্রেম ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে নীরবে মনকে মগ্ন করার নাম ধ্যান।

আরাধনা ও ধ্যানের পর স্বভাবতই হৃদয় হইতে ঈশ্বরের অভিমুখে প্রার্থনা উত্থিত হয়।

উপাসনা দুই প্রকারের,—একাকী ও মিলিত। একান্ত মনে একাকী পরমেশ্বরের উপাসনা করা আবশ্যক; এবং সমবিশ্বাসিগণের এবং পরিবারস্থ সকলের সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়াও ঈশ্বরের উপাসনা করা আবশ্যক।

অনুকূল স্থানে এবং অনুকূল সময়ে উপাসনা করাই প্রশস্ত। কিন্তু যখন যেখানে মন ব্যাকুল হইবে, সে সময়ে ও সে স্থানেই ঈশ্বরের উপাসনা ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা উচিত।

নিম্নে একটি উপাসনার আদর্শ প্রদত্ত হইল। সামাজিক উপাসনায় সাধারণতঃ (১) প্রথমে, অর্থাৎ উদ্বোধনের পূর্ব্বে, (২) আরাধনার পূর্ব্বে, (৩) সাধারণ প্রার্থনার পরে, এবং (৪) উপদেশ ও প্রার্থনার পরে, চারি বারে চারিটি সঙ্গীত হয়। একাকী উপাসনায়, যখন মন ব্যাকুল হয় তখনই মনের ভাবের অনুকূল সঙ্গীত করা যাইতে পারে।

উদ্বোধন।

যিনি সুখে দুঃখে আমাদের একমাত্র সহায় ও আশ্রয়, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্তমঙ্গলের প্রস্রবণ পরমেশ্বরের উপাসনাতে আমরা প্রবৃত্ত হই। তাঁহার উপাসনাই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। শান্ত, সরল, ও ব্যাকুল চিত্তে আমরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই; তাঁহাকে মনের কথা নিবেদন করি। তিনি দয়া করিয়া আমাদের মনকে প্রস্তুত করিয়া দিন; যেন তাঁহার প্রেম অনুভব করিতে পারি; যেন তাঁহার হাতে আপনাদিগকে সমর্পণ করিতে পারি।

আরাধনা।

সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতম্। শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

হে পরমেশ্বর, তুমি সত্য। সকল সত্তার মূলে তুমি পরম সত্তা। তুমি আছ বলিয়াই যাহা কিছু সব আছে; তুমি আছ বলিয়াই আমরা আছি। এই বিশ্বজগতের সকলই তোমাকে প্রকাশ করে। প্রভাতে পূর্ব্বাকাশ যে সুন্দর আলোকে রঞ্জিত হয়, তাহা তোমারি প্রেম-মুখের আভা। রাত্রির যে অন্ধকার আমাদিগকে বেষ্টন করে, তাহা তোমারি স্নেহ-কোলের বেষ্টন। গিরি সাগর নদী, বৃক্ষ লতা, ফুল ফল, এই সকল তোমারি সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল। আমাদের গৃহ পরিবারে যত স্নেহ প্রেম ভক্তি, মানবজীবনে যত সুখ দুঃখ, জন্ম মরণ, তাহার মধ্যে তোমারি লীলা, তোমারি বিধি। আমরা তোমাতেই জন্ম লাভ করি, তোমাতেই জীবিত থাকি, তোমারি ক্রোড়ে থাকিয়া এই জীবনের সুখ দুঃখ সকল অনুভব করি; তোমারি দত্ত দায়িত্বসকল এই জীবনে বহন করি; এবং এই জীবনের অবসানে তোমাতেই নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হই।

হে জ্ঞানময়, জগৎ তোমার অপার জ্ঞান-কৌশলে রচিত। আমরা যখন তোমার সেই কৌশলের একটু পরিচয় পাই, তখন আমাদের অন্তর বিস্ময়ে ও আনন্দে প্লাবিত হইয়া যায়। মানবের সকল জ্ঞান বিজ্ঞান তোমার অপার জ্ঞানের এক এক কণিকা মাত্র।—আমাদের চেতনা তোমা হইতে; আমাদের মন বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেক, সকলি তোমা হইতে। আমরা আমাদের অন্তরে তোমার এই অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি, যে, আমরা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিব, হৃদয়কে বিকশিত করিব, বিবেককে চির-উজ্জ্বল রাখিব, এবং অন্তরে যখন তুমি তোমার যে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিব।

হে বিধাতা, আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমরা তোমার সকল বিধির মর্ম্ম অনুভব করিতে পারি না; জন্ম মরণ সুখ দুঃখ কখন্ কেন আসে, তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু শিশু যেমন পিতামাতার সব অভিপ্রায় না বুঝিয়াও অনুভব করে যে পিতামাতা তাহাকে ভালবাসেন, এবং সেই অনুভবের বলে একান্ত হৃদয়ে পিতামাতার মঙ্গল ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে, আমরাও তেমনি, তোমার সব অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিলেও, তোমার ভালবাসা অনুভব করিতে পারি, এবং একান্ত হৃদয়ে তোমার মঙ্গল ইচ্ছার উপরে নির্ভর করি।

হে অনন্ত, তোমার জ্ঞান, তোমার শক্তি, তোমার মহিমা অসীম। নক্ষত্র-খচিত রাত্রির আকাশ তোমার অসীমতার পরিচয় দেয়। চন্দ্রের জ্যোৎস্না, সাগরের গাম্ভীর্য্য, পর্ব্বতের উচ্চতা, তোমার মহিমা প্রকাশ করে। ভূকম্পে ঝটিকায় বজ্রে তোমার শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি। যাহাতে আমরা কেবল ক্ষুদ্র ভাবনা লইয়া না থাকি, যাহাতে আমাদের মন বড় হয়, হৃদয় বিস্ফারিত হয়, তাহার জন্য তুমি আমাদের চারিদিকে তোমার এই বিশাল

সৃষ্টিকে প্রসারিত রাখিয়াছ। আবার, আমাদের আত্মাতে তুমি জ্ঞানের জন্য অনন্ত পিপাসা দিয়াছ; যতই জানি, ততই মনে হয় কিছুই জানা হইল না। আমাদের হৃদয়ে তুমি ভালবাসিবার জন্য অসীম তৃষ্ণা দিয়াছ; প্রেমে যতই আত্মবিসর্জ্জন করি, ভালবাসিয়া যতই খাটি, ততই মনে হয় কিছুই করা হইল না। আমাদের অন্তরে তুমি অপরিসীম পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করিয়াছ; চরিত্রে যতই উন্নত হই, ততই বুঝিতে পারি যে আরও কত পবিত্র হইতে হইবে। তুমি মানুষের মনের সম্মুখে অনন্ত উন্নতির আদর্শটি ধরিয়া রাখিয়াছ। তাই যুগে যুগে মানুষের মন উন্নততর ও মানব-সমাজ বিমলতর হইতেছে; তাহাতে কত সাধু ভক্ত আত্মার অভ্যুদয় হইতেছে; তাঁহাদের চরিত্র-জ্যোতিতে তোমার মহিমা প্রকাশিত হইতেছে।

তুমি আনন্দস্বরূপ। তুমি কত আনন্দের দ্বারা জগৎকে ও জীবের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ; মানুষকে অন্যান্য জীব অপেক্ষা আরও কত উন্নততর আনন্দের অধিকারী করিয়াছ। যখন তোমার দিকে চাহিয়া আমরা সুখ আস্বাদন করি, তখন সে সুখের দ্বারা আমাদের অন্তর কত কোমল, কত পবিত্র হয়! যখন তোমার দিকে চাহিয়া আমরা দুঃখকে গ্রহণ করি, তখন সে দুঃখের দ্বারা আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়, তপস্যা দৃঢ় হয়, প্রেম উজ্জ্বল হয়। মানবজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র দুঃখ যে পাপের জন্য অনুতাপ, তাহাও মানবচরিত্রকে কেমন নির্ম্মল করে, উজ্জ্বল করে! জীবনে একদিন যাহা দুঃখ বলিয়া অনুভব করি, ক্রমে ক্রমে তোমার কৃপায় তাহারই মধ্যে কত কল্যাণ দর্শন করি; এমন দিন আসে যখন তাহার মধ্যে আনন্দও অনুভব করি। তুমি স্বয়ং আনন্দময়, তোমার জগৎ আনন্দময়, তোমার সকল বিধি আনন্দময়।

হে অমৃতস্বরূপ, তুমি তোমার প্রেমময় সান্নিধ্যে নিত্যকাল

থাকিবার জন্যই আমাদিগকে জন্ম দিয়াছ। এই পৃথিবীতে থাকিয়াই তোমার সঙ্গে ও কত প্রিয় আত্মাগণের সঙ্গে আমাদিগের পরিচয়ের আরম্ভ হয়, এবং প্রেমের সম্বন্ধের প্রথম উন্মেষ হয়। সেই পরিচয়কে ও সেই প্রেমের সম্বন্ধকে তুমি ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত কালে নিত্য বিকশিত কর। দেহের জন্য জরা ও মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মাকে ও প্রেমের সম্বন্ধসকলকে তুমি অমরত্ব দান করিয়াছ।

তুমি দয়াময়, তুমি প্রেমময়। পৃথিবীতে পিতামাতার স্নেহের তুলনা নাই; সে স্নেহ তোমার স্নেহের ক্ষীণ ছায়া মাত্র। তুমি তোমার প্রেম হইতে এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করিয়াছ। শুধু আমাদিগকে অন্নপান দিয়া, আমাদের অভাব পূরণ করিয়া, তুমি তৃপ্ত নও। যাহাতে আমরা পরস্পরের ভালবাসা বুঝিতে ও পরস্পরকে ভালবাসিতে শিখি, যাহাতে আমরা তোমার ভালবাসা বুঝিতে ও তোমাকে ভালবাসিতে শিখি, তাহার জন্য এ সংসারকে তোমার প্রেমের লীলাভূমি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ। তোমার সকল নিয়মের মূলে তোমার প্রেম; তোমার সকল বিধানের মূলে তোমার প্রেম। তোমার ঐ প্রেমমুখ না দেখিলে আমরা আমাদের সুখে স্বাদ পাই না, আমাদের দুঃখ বহন করিতে পারি না, আমাদের মানবীয় প্রেম উজ্জ্বল হয় না।

তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্। তুমি বিনা আমাদের অন্য উপাস্য নাই; তোমার সমান কেহ নাই। তুমি এক স্নেহে জগদ্বাসী সকলকে পালন কর; জগদ্বাসী সকলে এক ভক্তিতে, একরূপ ব্যাকুলতায় তোমাকে চাহে। তোমার কাছে আমরা সব ভেদ ভুলিয়া যাই, জগদ্বাসী সকলে পরস্পরের ভাই বোন্ হইয়া যাই।

তুমি শুদ্ধ, তুমি পরম সুন্দর। বাক্যে কার্য্যে চিন্তায় আমরা পবিত্র হই ও সুন্দর হই, ইহাই তুমি ইচ্ছা কর। তোমার নিকটে বসিলে, তোমার কাছে হৃদয় সমর্পণ করিলে, অন্তরে যাহা কিছু অশুদ্ধ ও কলুষিত, তাহাকে আর অন্তরে পুষিয়া

রাখিতে পারি না। তখন এমন ঘোর বেগে অন্তর আলোড়িত হয় যে পাপ-বাসনা অন্তর হইতে বিদূরিত না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। তুমি পাপহরণ, তুমি পাপদমন, তুমি পাপদলন। তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া কত পাপী পবিত্রাত্মা হইয়া গিয়াছে, কত দুরাচার মানব সাধুজীবন লাভ করিয়াছে। আবার, মানব-অন্তরে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব, যত সুকোমল বৃত্তি, তাহার উপরে তোমার কি স্নেহদৃষ্টি! তুমি সে সকলকে সযত্নে বিকশিত করিয়া, জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে মানবাত্মাকে বিভূষিত করিয়া, তাহাকে তোমার নিত্য সান্নিধ্যের অমৃতময় জীবন দান কর। ধন্য তুমি! এ জীবনে তোমার যত দয়া, কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্মরণ করি; তোমার প্রকাশিত যত আদর্শ, আদরে তাহা বরণ করি; তোমার যত আদেশ, একান্ত হৃদয়ে তাহা শিরোধার্য্য করি। আনন্দে ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তোমায় প্রণাম করি।

[আরাধনার পরে উপাসক নিস্তব্ধ হইয়া কিছুকাল ধ্যান করিবেন। মিলিত উপাসনায় ধ্যানের শেষে সকলে সমস্বরে নিম্নলিখিত প্রার্থনা উচ্চারণ করেন; ইহাকে সাধারণ প্রার্থনা বলা হয়।]

সাধারণ প্রার্থনা।

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয় যাও। অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও। হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

[সামাজিক উপাসনায় ইহার পর সঙ্গীত হয়। তৎপরে আচার্য্য সদ্‌গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করেন, অথবা মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দান করেন, এবং মণ্ডলীর অবস্থানুরূপ মণ্ডলীর জন্য, ও জগদ্বাসীর জন্য প্রার্থনা করেন।

সমস্বরে পাঠের উপযোগী সংস্কৃত স্তোত্র ব্রহ্মসঙ্গীতের ১০৪০—১০৪৩ পৃষ্ঠায় আছে।]

বিষয়-সূচী

[অধ্যায়-সূচী]

উদ্বোধন ও আরাধনা

নিবেদন, সঙ্কল্প, ও প্রার্থনা

বিশ্বজগৎ

মনোজগৎ

মানবজগৎ

উপদেশ

কীর্ত্তন

বিবিধ

[অধ্যায়-সূচীর অতিরিক্ত বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী]

গানের আদির সূচী

গান	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
আমি পাপে তাপে জরজর তুমি	নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৪৩
আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৬১
আমি বাছিয়া লব না তোমার দান	দয়ালচন্দ্র ঘোষ	৪০৩
আমি বৃথা আমার এ জীবন	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	৪৯৮
আমি মা মা বলিয়ে ডাকি তোমারে		১৪৬
আমি যাই যাই হে নাথ তব মহিমা	বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	৬৪০
আমি যে তোমার ওগো আমি যে	অমৃতলাল গুপ্ত (২)	৩১০
আমি রইলাম তোমার নামে প'ড়ে	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	৪১১
আমি সঁপিলাম প্রভু তোমারে মম	সুমতি দেবী	৪০৭
আমি সংসারে মন দিয়েছিনু তুমি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৫৩
আমি সকলি দিনু তোমারে মম	ইন্দিরা দেবী	৩২১
আমি সকলেরি মন যোগায়ে চলি	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫০৭
আমি সঙ্গে মিলিত হই পাপীর	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	৮০৪
আমি সাক্ষাৎ ভাবে দরব করে	মনোমোহন চক্রবর্ত্তী	৩৮২
আমি হব মা তোমার কোলের ছেলে	কৈলাসচন্দ্র সেন	৮০৭
আমি হে জেনেছি এবার, জীবে	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	৩৬০
আমি হে তব কৃপার ভিখারী	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫৪
আমি হে তোমারি কৃপার ভিখারী	দুর্গানাথ রায়	৩৬৪
আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৪৬
আয় আয় ভাই সবে মিলে যাই	শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৬৮
আয় তোরা ভাই নগরবাসী জন, ব্রহ্ম	শিবনাথ শাস্ত্রী	৯৮৮
আয় ভাই প্রেমে ডুবে যাই, তরঙ্গে	শ্রীনাথ চন্দ	৯৫২
আয় রে আয় প্রেমধামে আয় রে		৬৬২
আয় রে যাই সবে শান্তিনিকেতনে		৩২
আর আমায় আমি নিজের শিরে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৭৩
আর কত দিন তোমায় ছেড়ে থাকব	জগবন্ধু সেন	৪৫৩
আর কত দূরে আছে সে আনন্দ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৬০

* এটি ৯১২ পৃষ্ঠার "সে যে বুক ভরা ধন" গান,—তুমি-সম্বোধন যুক্ত।

[দুই জন সঙ্গীত-রচয়িতার নাম "অমৃতলাল গুপ্ত"। তাঁহাদের নামে (১) ও (২) সংখ্যা দেওয়া হইল। (১), কুমিল্লার স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ইনস্পেক্টর; এখন পরলোকগত। (২), ঢাকা-নগরীস্থ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত।]

ব্রহ্মসঙ্গীত

ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রথম অধ্যায়।

উদ্বোধন।

ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মপূজায় আহ্বান।

(উষায় ও প্রভাতে)

---

১ জাগো সকল অমৃতের অধিকারী,
নয়ন খুলিয়ে দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পূরব অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে,
বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয়-কপাট খুলি দেখ রে যতনে,
প্রেমময় মূরতি জন-চিত্ত-হারী;
ডাক রে নাথে, বিমল প্রভাতে
পাইবে শান্তির বারি।

[আসোয়ারী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১৪]

---

২ ভজ প্রাণারামে ভুবনমোহনে,

ভব-ভয়-হরণ পতিতপাবনে, পাবে পরিত্রাণ।

শান্তি-সুধা আর কোথায় পাইবে, তিনি এক শান্তিনিধান।

মগন হও রে তাঁর প্রেম নীরে, জুড়াইবে তাপিত হৃদয় ;

প্রাণসখা আসি হৃদে প্রকাশিলে, শীতল হবে মন প্রাণ।

মুক্তি-ভিখারী আছ যত নরনারী, ডাক রে করুণানিধানে ;

দীনহীনসখা তিনি, পরম কৃপাময়, দাসে দিবেন দরশন।

[আসোয়ারী, ঝাঁপতাল]

৩ ভোর হইল নিশা, ডাক রে মানস-বিহঙ্গ

নিজ রবে প্রাণেশে।

থেক না ভব-নীড়ে, করি রে বারণ, মৃতপ্রায় মোহনিদ্রাবেশে।

পোহাল যামিনী, নব দিনমণি বিকাশি নবীন বিভা গায় তাঁরে

তুমি নব রাগে, নব প্রেমে মাতি, গাও সে নিত্য মহেশে।

[রামকেলি, কাওয়ালি]

৪ গেল বিভাবরী, ভুবনমোহিনী উষা ঐ,

শুভ্র-বসনে, প্রসন্নবদনে, যতনে কুসুম তুলিছে ঐ,

পূজিবে আনন্দময়ী।

জাগ রে ও ভাই, জাগ গো ভগিনি, নয়ন মেলিয়া নেহার' ঐ

পূর্ণমঙ্গলা ভুবন-উজলা বিশ্বমনোময়ী মূরতি ঐ,

লোকমাতা ব্রহ্মময়ী।

নীলিম আকাশে রবির রক্তিমা মহেশ-মহিমা প্রকাশে,
বিহঙ্গ কূজনে ভাসায় ভুবনে, (তুমি) নীরবে রবে কেমনে !
সবে মিলে গাও ব্রহ্মময়ী ;

[আশা, একতালা]

৫ জাগরে প্রাণবিহঙ্গ, ত্যজ নিদ্রাবেশ।
ঝঙ্কারি ললিত তান, ডাক হৃদয়েশ।
বিমল প্রভাতে ডাক প্রাণনাথে,
মেলিয়ে প্রেমনয়ন হের অনিমেষ।
আনন্দ বদনে নাম গাও গাও অবিরাম,
অপার আনন্দে প্রাণ হইবে মগন ;
প্রাণেশ শোভন, বিভু মনোমোহন
দিবেন দরশন, রাজরাজেশ।

[ললিত, জলদ তেতালা]

৬ আনন্দ মনে, বিমল হৃদয়ে, ভজ রে ভব-তারণে।
ভরিয়ে হৃদয় প্রীতির কুসুমে, ঢালি দাও প্রভুর চরণে

[টৌড়ি, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৪।৭০]

৭ তাঁহারি শরণ ল'য়ে রহিও, শরণ ল'য়ে রহিও।
যাঁহার কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন, তাঁরে আগে দেখিও।

[কুকব, তেওট]

৮ গেল বিভাবরী, আইল শুভ্রবসনা উষা।
মগন হও রে অমৃত সাগরে, চিরদিন তাঁরে রাখ হৃদয়ে।
কেহ তাঁর সমান চোখে দেখে নাই, শুনে নাই শ্রবণে।
[টোড়ি, আড়াঠেকা]

---

৯ অয়ি সুষমময়ি উষে, কে তোমারে নিরমিল ?
বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল ?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখাল এই হাসি, কেবা সে যে হাসাইল ?
ভুবন মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে ?
বল কে সে, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যারে।
কমল-নয়ন মেলি, কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে প্রেম-অশ্রু নিরমল ?
এই ছিল জীবগণ মৃতপ্রায় অচেতন,
তব দরশন মাত্র পাইল নবজীবন ;
বারেক আমারে তুমি দেখাও দেখাও, দেখি তারে,
হেন সঞ্জীবনী-শক্তি যে তোমারে প্রদানিল।
[ললিত, আড়া]

---

১০ জগতমোহিনী উষা আগত অবনীতলে।
নয়ন মেল রে মন, জয় জগদীশ ব'লে।
যাঁর স্নেহময় কোলে, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ছিলে,
নিশা অন্তে ভক্তিভাবে নম তাঁরি পদতলে।

কবি-জন-মনোহরা, সুন্দর শ্যামল ধরা,
দিতেছে অঞ্জলি দেখ, অশ্রুসিক্ত ফুলদলে।
জড়তা ত্যজ রে মন, শীঘ্র হও সচেতন,
নাম জয়ধ্বনি শুন, বাজিতেছে জলস্থলে।
[ললিত, আড়াঠেকা]

---

১১ প্রাতঃসময় জাগ রে হৃদয়, স্মর রে ভবতারণে!
চেয়ে দেখ নিশি যায় যায় যায়, সরোজ-বান্ধব সমুদিত প্রায়,
ঝলসিছে নব নীল নীরদ, দেখ রে স্নিগ্ধ গগনে।
এই ছিল বিশ্ব নিস্তব্ধ নীরব, নিদ্রাগত প্রাণী, বিহঙ্গ, মানব,
জীবকোলাহল, আহা, ঐ শোন, উঠিল পুন ভুবনে।
যাঁহার প্রসাদে লভিলে জীবন, যাঁর কৃপাবলে মেলিলে নয়ন,
প্রেমমূর্ত্তি তাঁর হায় রে এখন হের না কেন নয়নে?
পুঞ্জীকৃত পাপ হইবে বিনাশ, পরিতৃপ্ত হবে আশার পিয়াস,
মনস্তাপরস প্রফুল্ল মানসে, সঁপ রে তাঁর চরণে।
[ভৈরব, একতালা]

---

১২ বিমল প্রভাতে, মিলি এক সাথে, বিশ্বনাথে কর প্রণাম।
উদিল কনকরবি রক্তিম রাগে, বিহঙ্গকুল সব হরষে জাগে,
তুমি মানব, নব অনুরাগে, পবিত্র নাম তাঁর কর রে গান।
[ভৈরব, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৫।১ : বৈতালিক ৫১]

---

১৩ উঠ জয় ব্রহ্ম ব'লে হও রে চেতন।
দেখ নিরখিয়ে, নয়ন মেলিয়ে, কিবা শোভা অনুপম !
মারুত-হিল্লোলে বনরাজি দোলে, করে সুরভি বহন ;
শিশির-সিঞ্চিত নব কুসুমিত শ্যামল উপবন।
সুমধুর রবে বিহঙ্গম সবে সুখে গায় বিভু-গুণ ;
সরসী-সলিলে প্রফুল্ল কমলে ঝঙ্কারে অলিগণ।
লোহিত বরণে পূরব গগনে উদিল তরুণ তপন,
হ'ল মনোহর, পরম সুন্দর, প্রকৃতির প্রিয় বদন।
মহা কলরবে জেগে উঠে সবে দেয় নিজ কার্য্যে মন ;
ছিল মৃতপ্রায়, বিঘোর নিদ্রায়, (এবে) পাইল নব জীবন
দিবসের কর্ম্ম, নিত্য ব্রত ধর্ম্ম, সাধনের কর আয়োজন ,
প্রণমি ঈশ্বরে, বিনীত অন্তরে, স্বকার্য্যে কর গমন।
হইয়ে প্রহরী যিনি বিভাবরী করিলেন জাগরণ,
সেই দয়াময়ে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কর রে জীব স্মরণ।
ছিলে তাঁরি কোলে ঘোর নিশাকালে গভীর নিদ্রায় মগন
তিনি প্রাণাধার, কর বার বার তাঁহারে অভিবাদন।
[ভৈরবী, একতালা]

১৪ গা তোল পুরবাসী, রজনী পোহাইল, দয়াময় নাম কর গা
কর হে ভজন, কর হে সাধন, কর হে চিত্ত-সমাধান।
অলস ত্যজিয়ে, হৃদয় ভরিয়ে, দয়াময় নামরস কর পান।
ভজ হে দয়াময়, পূজ হে দয়াময়, দয়াময় রূপ সদা কর ধ্যান

শয়নে দয়াময়, স্বপনে দয়াময়, দয়াময় নাম বল অবিরাম।
অনলে অনিলে, অচলে সলিলে, দেখ হে দয়াময় বিরাজমান।
নগরে প্রান্তরে, অন্তরে বাহিরে, দেখ হে দয়াময় বিরাজমান।
ভূতলে গগনে, অরুণ-কিরণে, দেখ হে দয়াময় বিরাজমান।
তরুলতা নীরবে, পশু পক্ষী মানবে, গাইছে সকলে দয়াময় নাম।
ভয়রোঁ, ঠুংরি]

১৫ সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা ;
আজ কর রে জীবনের ফল লাভ।
হৃদয়-থাল ভার, ভক্তি-পুষ্পহার, প্রভুর চরণে ছাওরে ছাও।
নব নব রাগ-রচিত বন্দন-মালা, গাঁথি গাঁথি দেও উপহার ;
বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগীত তাঁরি প্রচার সকল সংসার।
ভৈরব, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১]

১৬ ডাক রে সবে পরম ব্রহ্মে, মনের হরিষে যতনে।
জগত-কারণ জগতজীবন, ভবভয়বারণে।
সৃজন-কারণ, পালন, তারণ, বিঘ্ন-বিনাশন, পতিতপাবন,
সে জনে অন্তরে করিলে স্মরণ, ভয় কি বল শমনে ?
যাহার কারণে পেয়েছ জ্ঞান, গাও রে মন তাঁর গুণ-গান,
কাম, ক্রোধ, লোভ, মান অভিমান, অঞ্জলি দাও তাঁর চরণে।
[ভৈরব, একতালা]

১৭ পাপ-নাশনে কর রে স্মরণ, হইবে জীবন সফল।
সুখ-মোক্ষদাতা, অখিল-বিধাতা, পাপী-তাপীর সম্বল।
সেই পুণ্য-সূর্য্য হইলে প্রকাশ, মোহ-অন্ধকার হইবে বিনাশ,
ফুটিবে হৃদয়-সরসী-সলিলে, শত শত প্রেম-শতদল।
পুণ্যের সৌরভে হবে পুলকিত, আনন্দ-সাগরে ভাসিবে নিয়ত,
তাঁর পুণ্য-সহবাসে নিরন্তর ভুঞ্জিবে বাসনা সকল।
হৃদয়-মন্দিরে দেখ রে আজ, সেই পুণ্যময় করেন বিরাজ,
ভক্তি-পুষ্প ল'য়ে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে পূজ রে ভক্তবৎসল।
[ভৈরব, একতালা]

---

১৮ আনন্দে বিশ্বজন বন্দে বিশ্ব-জীবনে, প্রভাত মঙ্গল-গীত গায়।
মিলায়ে কণ্ঠ সে অনন্ত স্বরে, গাও সবে জয় জগদীশ হরে,
ডুব পরম ব্রহ্ম নাম অমৃত-ধারায়।
না ছিল এ ভব, না ছিল তপন, না ছিল শশী তারা অগণন,
তাঁহারি ইচ্ছায় হইল সৃজন, জাগিল নিখিলে নবীন জীবন।
আলোক-সাগরে করিয়া স্নান, গাহিল প্রকৃতি আদি নাম-গান,
বিরাজিত ভুবননাথ মহা মহিমায়।
[ভৈরব-মিশ্র, একতালা]

১৯ সবে মিলে গাও রে এখন ;
গাও তাঁরে, গায় যাঁরে নিখিল ভুবন।
বিহঙ্গ কাকলি ক'রে, যাঁর নাম-সুধা ক্ষরে,
মোহিত গগন গিরি, সুধাংশু তপন।

ছাড়ি মোহ-কোলাহল, সে আনন্দ-ধামে চল,
শোন সে আনন্দ-ধ্বনি, মুদিয়া নয়ন।
সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগত ভজনা করে,
প্রেম-নয়ন মেলি কর দরশন।
হৃদয়-মন্দির-মাঝে, দে'খে সে হৃদয়-রাজে,
মত্ত হ'য়ে কর তাঁর গুণানুকীর্ত্তন।
ভাই ভগ্নী সবে মিলি, গাও রে হৃদয় খুলি,
বিমল আনন্দ-রসে হও রে মগন।

[বারোঁয়া, ঠুংরি]

---

২০ ব্রহ্ম জয় ব'লে জাগ এবে সকলে
সচেতনে কর তাঁর নাম গান।
হৃদাসন পাতিয়ে প্রাণনাথে বসাইয়ে,
প্রাণ ভ'রে প্রেমসুধা কর পান।
সারানিশি যাঁর বুকে, ঘুমায়ে ছিলে হে সুখে,
দেও হে সকলে তাঁরে মন প্রাণ।
প্রণমি চরণে তাঁর, দেও প্রীতি উপহার,
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে মাগ বরাভয় দান।

[ভৈরবী, ঠুংরি]

---

২১ (আজি) মধুর প্রভাতকালে, মিলিয়ে সকলে,
প্রীতি-অঞ্জলি দিব মায়ের চরণকমলে।
(আজি) শুনিয়ে মায়ের মধুর আহ্বান, তাঁহার চরণে সঁপরে মনপ্রাণ,
ভক্তিরসে গ'লে, মা মা মা মা ব'লে, চল যাই মায়ের কোলে।
আমাদের জননী দিবস রজনী ডাকিছেন অমৃতের স্বরে ;
শুনি সে মধুর ধ্বনি চল ভাই ভগিনী, যাই সবে তাঁহার দ্বারে,
যদি কৃপা করি দিয়াছেন এ জীবন, তাঁর চরণে তবে করি সমর্পণ.
ঘুচিবে বাসনা, পাপের যাতনা, মোক্ষধামে যাইব চ'লে।
[ভৈরবী, কাওয়ালি]

২২ রাজেশ্বর, ব্রহ্ম পরাৎপর, বিরাজিত হের মহা সিংহাসনে।
ধায় শত শত আকুল চিত তাঁহারি অমৃত পানে।
গাহিছে বিহঙ্গ প্রেমে মাতোয়ারা, বন্দিছে নীরবে রবি চন্দ্র তারা
বীণাবাদিনী গাহে কল্লোলিনী, কি আনন্দধ্বনি উঠিছে ভুবনে।
এসগো ভগিনী, এসরে ভাই, পিতার সিংহাসন ঘিরিয়া দাঁড়াই,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমে গলিয়ে, প্রাণ খুলি পিতার যশোগীতি গাই।
যাঁর আবাহনে প্রাণ জাগিল, যাঁহার পরশে পাষাণ গলিল,
দেখি অনিমেষে, সে সত্য পুরুষে, হৃদয়-নিভৃত-কাননে।
[ভৈরবী, চৌতাল]

২৩ আনন্দ বদনে জয় জগদীশ বল রে।
জীবন সফল কর নাম-সুধা পানে রে।

যাঁহার ইঙ্গিত ক্রমে, দেখ পূরব গগনে,
লোহিত বরণে ভানু কি শোভা ধরিল রে!
এই যে মলয়ানিলে, বহিয়া মৃদু হিল্লোলে,
শীতলে জীবের প্রাণ তাঁহার আদেশে রে;
এই যে বিহঙ্গগণে, মোহন মধুর তানে,
তাঁহার মহিমা গানে ঢালিছে সুধায় রে।
এই যে কুসুমকুল, সৌরভে করে আকুল,
তাঁর প্রেম পবিত্রতা বিকাশে হাসিয়া রে;
প্রকৃতি শিশিরচ্ছলে, তাঁর প্রেম-রসে গ'লে,
ফেলিছে নয়ন-বারি আনন্দে মাতিয়া রে।
গাইলে তাঁহার নাম, সুখশান্তি অবিরাম
নিত্য প্রেম পবিত্রতা লভিবে জীবন রে;
সারা নিশি যাঁর বুকে, ঘুমায়ে ছিলাম সুখে,
সুখের প্রভাতে এস তাঁর গুণ গাই রে।

[আলাইয়া, ঝাঁপতাল]

২৪ বিমল প্রভাতে বিমল আলোকে বিমল হৃদয়ে জাগো
প্রীতি-কুসুম-অঞ্জলি ঢালি চরণে আশীষ মাগো।
বিমল প্রাতে বিহগ গাহে, নিখিল ফুল্ল-নয়ানে চাহে,
আজি, লুটায়ে হৃদয় তাঁহারি পায়ে, তাঁহারি শরণ মাগো।

[খাম্বাজ, তেওরা। ভোরের পাখী, ৪]

২৫ এই যে প্রভাত-আলো, এই যে কল-পাখী,
এই যে সবুজ শাখী, চিত্ত কোথায় ?
এই যে শ্যামল তৃণ, এই যে ফুলের রাশি,
হাওয়ার কল-বাঁশী, চিত্ত কোথায় ?
এই যে রবির কিরণ, মেঘের সজল কালো,
রাতের জ্যোৎস্না-আলো, চিত্ত কোথায় ?
আনন্দেরি ধারা বইচে পাগল পারা,
ধরণী তায় হারা, চিত্ত কোথায় ?
এই যে তাঁহার পরশ সকল দুঃখে সুখে
বীণা বাজায় বুকে, চিত্ত কোথায় ?
ডাক আসে যে তাঁর ভেঙ্গে সকল দ্বার,
খোঁজ করে আমার, চিত্ত কোথায় ?
[ভৈরবী, দাদরা। ভোরের পাখী, ১]

ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মপূজায় আহ্বান।
(সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে)

---

২৬ দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশঃ গাও,
কভু ভুল না, ভুল না রে করুণা তাঁর।
খুলে দাও হৃদয়-দ্বার, তাঁর মুখ-আলো দেখি নাশ মনের আঁধার।
[পূরবী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১।৯৬]

---

২৭ আনন্দে আনন্দময়ে ভজ মন নিশিদিন,
বিষয়-বিষাদ-বিষে, পুড়ে যে হ'লে মলিন।
অসারের ধ্যানে জ্ঞানে, চিনিলে না সার ধনে,
কারে দিতে কারে দিলে দুর্ল্লভ জীবনধন !
আনন্দ আলয়ে থাকি, আনন্দময়ে না দেখি,
সুধা ফেলে বিষপানে হ'লে কেন অচেতন ?

[পূরবী. একতালা]

---

২৮ দিবা অবসান হ'ল, কি কর বসিয়া মন ?
উত্তরিতে ভব-নদী ক'রেছ কি আয়োজন ?
আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখ না তায়,
ভুলিয়ে মোহ-মায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান।
নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও,
ভব-কর্ণধার যিনি, পাপ-সন্তাপ-হরণ।

[পূরবী, আড়া]

---

২৯ আনন্দে আনন্দময় ব্রহ্মনাম গাও রে,
ছেদিয়ে পাপ-বন্ধন, তাঁর পানে ধাও রে।
মিলে ভাই ভগ্নীগণে, প্রীতি-কুসুম চন্দনে,
প্রেমময়ের শ্রীচরণে প্রেমাঞ্জলি দাও রে।

[পূরবী, চৌতাল]

---

৩০ অন্তরে ভজ রে তাঁরে,
সৃজিত যাঁর এই দিনকর, শশধর, তারক,
যাঁর বিমল ভাতি সব গগন ছায় রে !
হৃদি-দরপণে মাজি যতনে, দেখ রে সেই প্রেমচন্দ্র,
সুধা বরষণ হইবে এখনি মধুর মধুর !
সেই অমৃত-হ্রদে সবে মিলি করহ স্নান, পাইবে প্রাণ,
তাপিত চিত শান্ত হইবে, দূর হইবে পাপ।
সঙ্কট-হর নিত্য নিকট ; কেন হে ভ্রম দূরে,
তাঁর শরণ লও, যাইবে ভবের পারে।
[ইমন ভূপালী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৭৩]

---

৩১ জগতবন্দনে ভজ, পবিত্র হবে জীবন !
পাইবে অনন্ত ফল, লাভ হবে পরম ধন।
অন্ধতম কে এমন, তাঁরে যে কভু দেখে না !
ধিক্ সে জীবন তার, পাপ-তাপে মগন ;
পরম করুণাধার সেই পতিতপাবন,
তাঁর পদে প্রণম, নাহি রহিবে মোহাবরণ ;
সুগভীর নিশীথে চন্দ্র সুন্দর মধুর
শোভয়ে যাঁর শোভায়, কেমন তিনি মনোহরণ !
[মোহিনীবাহার, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১১৮]

---

৩২ তাঁরে ভজ, ভজ রে মন, সেই আদিদেব ভুবননাথ,
পরম পুরুষ, পরমেশ্বর একায়নে।
ভক্তিযোগেতে পূজ অবিরত, মোক্ষ-সেতু পাপ-দমনে,
পবিত্র হৃদয়ে, শোভন স্বরে, গাও সতত
সেই জন্ম-মরণ-রহিত সনাতনে।

[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ২।৭১]

---

৩৩ ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং,
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং

[ইমনকল্যাণ, তেওট। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৯৯]

---

৩৪ ভাবিছ কি আর? ডাক না তাঁহারে, খুলি হৃদয়-দুয়ার!
প্রাণের ঈশ্বর যিনি, প্রাণে আসিবেন তিনি,
এ হ'তে সৌভাগ্য তব আছে কি বা আর?
প্রীতি-ফুল ফুটাইয়ে, রাখ হে তুলি হৃদয়ে,
আসিলে সে প্রাণেশ্বর, দিবে তাঁরে উপহার।

[ইমনকল্যাণ, আড়াঠেকা]

---

৩৫ মগন হও রে আনন্দে পরমব্রহ্মের ধ্যানে।
দিনকর, শশধর, তারক, গ্রহগণ সবে বিলীন যবে
সেই বিরাট ব্যোমে, সেই আদিম অন্ধকারে ;
তখন শূন্য পূর্ণ দেখ রে এক মহাপ্রাণে।

[ইমনকল্যাণ, মধ্যমান]

---

৩৬ যামিনী সমাগত, সুন্দর বেশে,
অর্পয় প্রাণ মন নিত্য মহেশে।
উজ্জ্বল তারকারাজি, মোহন সাজে সাজি,
গায় আনন্দে আজি রাজ রাজেশে।
অমৃত কিরণ জাল, ছাইল গগনথাল,
জন-নয়ন-রঞ্জন চন্দ্রমা প্রকাশে ;
কুন্দমল্লিকাচয় কি বা গন্ধ উপজয়,
মত্ত প্রকৃতি সতী ব্রহ্মপ্রেমাবেশে।

[ইমন, দ্রুত তেতালা]

---

৩৭ আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে ঘন রজনী,
নীরবে নিবিড় গম্ভীরে।
জাগ আজি জাগ জাগ রে, তাঁরে ল'য়ে প্রেম-ঘন হৃদয়-মন্দিরে

[বাড়ানা, চিমেতেতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৩৪]

---

৩৮ জাগে নাথ জ্যোৎস্না-রাতে ; জাগো রে অন্তর, জাগো।
তাঁহারি পানে চাহ মুগ্ধপ্রাণে, নিমেষ-হারা আঁখিপাতে।
নীরব চন্দ্রমা, নীরব তারা, নীরব গীত-রসে হ'ল হারা ;
জাগে বসুন্ধরা, অম্বর জাগে রে, জাগে রে সুন্দর সাথে।

[বেহাগ, ধামার। গীতলিপি ১।২১]

৩৯ বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার !
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে, উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি, পাই নে দেখা তার।
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পূরে,
জানিনে কোন্ বিপুল বাণী বাজে ব্যাকুল সুরে !
কোন্ বেদনায়, বুঝি না রে, হৃদয় ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে আপন কণ্ঠহার !

[বেহাগ, একতালা। গীতলিপি ৩।৪০]—৪ বৈশাখ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৪০ হরষে জাগো আজি, জাগো রে তাঁহার সাথে প্রীতিযোগে,
তাঁর সাথে একাকী !
গগনে গগনে, হের দিব্য নয়নে,
কোন্ মহা-পুরুষ জাগে মহা যোগাসনে,
নিখিল কালে, জড়ে জীবে জগতে, দেহে প্রাণে হৃদয়ে !

[হাম্বীর, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১৩]

৪১ নিশীথ-নিদ্রার মাঝে জাগে কার আঁখি-তারা,
স্বপ্ত লোক লোকান্তরে সে আঁখি নিমেষহারা !
শ্বাসহীন মহাপ্রাণ মহাকাশে স্তম্ভমান,
অচেতন বিশ্বে বহে অনন্ত চেতনা-ধারা।
ছাড় যোগী নিদ্রাবেশ, হের আঁখি অনিমেষ,
মিল' সে জাগ্রত প্রাণে, ভাঙ্গ এ কুহক-কারা।

[মিশ্র মেঘ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৯১]

ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মপূজায় আহ্বান।

(সাধারণ)

---

৪২ নিশিদিন চাহ রে তাঁর পানে, বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণ-গানে।
হের রে অন্তরে সে মুখ সুন্দর, ভোল দুখ তাঁর প্রেমমধু-পানে।

[যোগিয়া, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৫৯]

---

৪৩ জয় জগবন্দন সত্য সনাতন।
গাও তাঁহার যশঃ, আনন্দে হবে মগন।
প্রেম অঞ্জলি দেও তাঁহার চরণে, বসায়ে প্রাণেশ্বরে হৃদয়-আসনে।
দেখ তাঁর প্রেমমুখ নয়ন ভরিয়ে, ভক্তিভরে কর তাঁর প্রেম-কীর্তন।
তাঁর প্রেম-তত্ত্ব কে জানে সংসারে? প্রেমিক দেখে তাহা হৃদয়-মাঝে।
প্রেমে পরাজিত বিশ্ব-ভুবন, প্রেমসিন্ধু সেই ভুবনমোহন।

[বিভাস, কাওয়ালি]

---

৪৪ হৃদি পদ্মাসনে বসায়ে যতনে, কররে অর্চ্চনা সেই প্রাণেশ্বরে।
নব নব ভাবে, প্রেম অনুরাগে, গাও তাঁর যশঃ প্রাণ মন ভ'রে।
পরম সুন্দর পবিত্র চরণ, যতনে কররে হৃদয়ের ভূষণ,
ভক্ত-চিত্তহারী ভবার্ণব-তরী, অতুল মাধুরী বর্ণিতে কে পারে ?
পাপ-তাপ নাহি রবে, আনন্দ-নীরে ভাসিবে,
পুণ্যময়ের আবির্ভাবে নিমেষে সন্তাপ হরে ;
ছাড় আর যত অসার সাধন, হৃদয়ে দেখরে হৃদয়ের ধন,
হ'য়ে শান্ত-চিত প্রেমে বিগলিত, পিয় প্রেমামৃত প্রফুল্ল অন্তরে।

[বিভাস, একতালা]

---

৪৫ চিন্তয় মম মানস, পূর্ণ ব্রহ্ম নিরঞ্জনে।
বিষয়-মদিরা পানে, থেকো না অচেতনে, অসার সুখে অবশ।
দেখরে যতনে, মাজি হৃদি-দরপণে, অরূপ অপরূপ প্রাণ-রমণে ;
সফল করহ মানব-জীবন !
কিবা কাজ আছে আর আসি ভববাসে,
থাকিয়ে বন্দীসম মহামোহপাশে ?
কাট ভব-বন্ধন, স্মরি ভব-বন্দন, বিভু-প্রেম-সুধারসে হ'য়ে সরস।

[বিভাস, কাওয়ালি]

৪৬ পেয়েছ নিকটে তাঁরে, হারায়ো না হেলা ক'রে।
তিনি অন্তরের ধন, রাখিতে হয় অন্তরে।
সেই প্রাণসখা হ'তে, নাহি থেকো অন্তরেতে,
তবে অবিচ্ছেদে তাঁরে, পাইবে নিজ অন্তরে।
দেখিতে চাহিলে তাঁরে, দেখা দিবেন অন্তরে,
তিনি অন্তরের ধন, কভু না থাকেন অন্তরে।
যত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, নিরখিছে সেই চন্দ্র,
আমাদের প্রাণবল্লভ, পরম ব্রহ্ম বলে যাঁরে।
[বিভাস, কাওয়ালি, (মধু কানের সুর)]

৪৭ ভজ সে পরমানন্দে নিত্য নির্ব্বিকার।
আর মজ তাঁর পদারবিন্দে, ত্যজিয়ে অসার।
যেথা নাহি দুঃখ, নাহি পাপ, বিচ্ছেদ বিয়োগ তাপ,
নাহি রোগ, নাহি শোক, নাহি মৃত্যুর আঁধার।
যাঁতে অনন্ত জীবন-স্রোত, নিত্যানন্দে প্রবাহিত,
করে অক্ষয় অমৃত-রসে নিত্য জীবন সঞ্চার।
[কীর্ত্তন, একতালা]

৪৮ ভজ রে প্রভু দেবদেব, সরব-হিত-কারী রে!
মননে পাপ তাপ যায়, অন্তর-দুখ-হারী রে।
যাঁহার দয়ার নাহিক পার, অবিরত স্রোত বহিছে যার,
তাঁহারে সঁপিলে মন প্রাণ কি ভয় তোমারি রে?

তাঁহারি প্রীতি কুসুমকাননে, তাঁহারি শকতি অসীম গগনে,
হেরিলে পুলকে পূরয়ে কায়, উথলে প্রেমবারি রে।
অমৃত জলেরি সেই ত সাগর, কেন কাছে থাকি তৃষায় কাতর,
অনায়াসে পান কর রে সে জল, চরম-শান্তি-কারী রে।

[ঝিঁঝিট, একতালা]

---

৪৯ মন ভাব রে দয়াময়-পদ হৃদিমাঝে,
দাও ভক্তি-প্রেমাঞ্জলি সে চরণ-পঙ্কজে।
দেখ সরল অন্তরে বারেক চাহিয়ে,
হৃদয়-মন্দিরে সেই মহাপ্রভু বিরাজে।
রসনায় কর তাঁব নাম সংকীর্ত্তন,
মধুর দয়াল নাম কর সদা শ্রবণ ;
করযুগে কর সদা সে চরণ সেবন,
নয়ন ভরিয়ে দেখ হৃদয়ের রাজে।
বিনীত শান্তভাবে বসিয়ে নির্জ্জনে,
ভুবনমোহন রূপ দেখ যোগ-ধ্যানে ;
ভক্তিযোগে অনুরাগে হ'য়ে প্রেমে মগ্ন,
পান কর মকরন্দ বিভু-চরণ-সরোজে।

[ঝিঁঝিট, ঠুংরি]

---

৫০ এস হে ভব-কোলাহল ত্যজিয়ে।
নিরজনে সংগোপনে, হের প্রিয়তমে হৃদয়ে।
প্রাণ সদা চাহে যাঁহারে, যাঁহারে খুঁজি বিশ্ব চরাচরে,
দাঁড়াইয়া তিনি হৃদয়-দ্বারে, দেখ রে হৃদয় ভরিয়ে।
অমৃতবারি কর হে পান, এস এস অমৃত সন্তান,
হাতে ল'য়ে ব্রহ্মকৃপার নিশান, এস আনন্দ-আলয়ে।
হৃদয়-মাঝারে মধুর শোভা, শোভন সুন্দর বিমল বিভা,
বিরাজিত নাথ রজনী-দিবা, হের নয়ন মেলিয়ে।
[ঝিঁঝিট, একতালা]

---

৫১ ধীর গম্ভীর মনে, ব্রহ্ম-প্রেম আলাপনে,
দেখ রে হৃদয়াসনে অনন্ত রূপ-মাধুরী।
ব্রহ্ম সত্য জ্ঞানানন্ত, আনন্দরূপ অমৃত,
শান্ত মঙ্গল অদ্বিতীয় শুদ্ধ পাপহারী।
না রহিবে দুঃখ একবিন্দু, উথলিবে হৃদে সুখসিন্ধু,
যদি রে তার এক বিন্দু লভিবারে পারি।
হও রে শান্ত সংসার-তাপে, শান্তি-সলিলে পড় রে ঝাঁপে,
নির্ভয়ে কর সন্তরণ, পিয় রে শীতল বারি ;
তাঁর প্রেম-রস-আশে হৃদয়-ভাণ্ড আনিয়ে পাশে,
আসিয়ে সেই অমৃত-বাসে, শুধুই যেও না ফিরি।
[দরবারী, চৌতাল]

---

৫২ প্রথম নাম ওঁকার, ভুবন-রাজ দেব-দেব,
জ্ঞানযোগে ভাব হে, তিনি তোমার সঙ্গে।
ভুবনময় যে বিরাজে, ভকত-হৃদয় তাঁর সাথ,
প্রাণ-প্রাণ হৃদয়নাথ, ভুল না রে তাঁরে।
রাগ-সঙ্গীত-মানে, মিলিয়ে অনন্ত ধ্যানে,
তাঁর নাম একতানে গায় ত্রিভুবনে;
ভয় কি? অভয় দানে তোষেন জগত-জনে,
ডাক হে আনন্দময়ে, তিনি তোমার সঙ্গে।

[ব্রজয়ন্তী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৮৭]

---

৫৩ নিরঙ্কার নিরঞ্জন ধ্যাও ও রে মন।
চিন্ময় আনন্দরূপ হৃদয়-রঞ্জন।
সংযত করিয়ে চিত্ত, হ'য়ে শান্ত সমাহিত,
অনন্ত কালের হিত কর রে মনন।
যোগিজন-মনোহর রূপ অতুলন,
অরূপ রূপমাধুরী প্রাণ-বিমোহন;
বঞ্চিত হও রে কেন লভিতে পরম ধন?
সার্থক কর জীবন, হেরি সে হৃদি-শোভন।

[কেদারা, কাওয়ালি]

৩৪ ভাব তাঁরে, অন্তরে যে বিরাজে ; অন্য কথা ছাড় না !
সংসার-সঙ্কটে, ত্রাণ নাহি কোন মতে, বিনা তাঁর সাধনা ।
[বেহাগ, একতালা । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৩৭]

৩৫ দেখিয়ে হৃদয়-মন্দিরে, ভজ না শিবসুন্দরে !
কি ভ্রমে ভুলিয়ে তাঁরে, কর অযতন ? এখন করহ সাধন
এই সে পতিতপাবন, এই সে জগত-তারণ,
এই সে পরম কারণ, করহ তাঁরে মনন ।
হইয়ে বিষয়ে মত্ত, হারালে পরম তত্ত্ব,
ভাবিলে না সেই সত্য নিত্য বিভু নিরঞ্জন ;
হৃদয়ের প্রেমহার, দেও হে তাঁহারে উপহার,
পেয়েছ কৃপায় যাঁহার দেহ হৃদয় জীবন ।
[দেশ, সুরফাঁক্তা । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৪১]

৩৬ আর কি দেখ রে, সদা শুদ্ধ শান্ত মনে সচেতনে পূর্ণব্রহ্মে ডাক ।
ত্যজিয়ে সংসার আশা, পূর্ণ কর মন-আশা,
যে জন্যেতে ভবে আসা দেখো যেন ভুল না ক ।
ধন জন যৌবন, লজ্জা ভয় অভিমান,
সকল দিয়ে বিসর্জ্জন, পিতার চরণতলে প'ড়ে থাক ।
[সিন্ধু খাম্বাজ, যৎ]

৫৭ রাখো রাখো রে জীবনে জীবনবল্লভে ;
প্রাণ মনে ধরি রাখো নিবিড় আনন্দ বন্ধনে।
আলো জ্বালো হৃদয়দীপে অতি নিভৃত অন্তর মাঝে ;
আকুলিয়া দাও প্রাণ গন্ধ-চন্দনে।

[শ্যাম, কাওয়ালি। গীতিলিপি ২।১৮]

৫৮ নিভৃত অন্তরে আছে দেবালয়।
সেথা ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয় !
সেথা যে দেবতা জাগেন একা, তাঁরি পায় নমি আয়, নমি আয় !
সুখের লাগিয়ে মরিস্ রে ঘুরে, সুখ-আশে বৃথা যাস্ দূরে দূরে,
ব্যথাপেয়েশেষে আঁখি দুটি ঝুরে, ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয় !
অন্তর-ডালি সাজা' প্রীতি-ফুলে, হৃদয়-দুয়ার দে রে তুই খুলে,
মরমেরি মূলে চা' রে আঁখি তুলে, তুচ্ছ সুখ দুখ সকলি ভুলে ;
গভীর শান্তি নামিবে প্রাণে, ভরিবে হৃদয় কুসুমে গানে,
বাজিবে বীণা মধুর তানে, ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয় !

[সিন্ধু খাম্বাজ, তেওরা। পথের বাঁশী ৫৪]

৫৯ ডাকে বার বার ডাকে, শোনরে দুয়ারে দুয়ারে আঁধারে আলোকে.
কত সুখ দুঃখ শোকে, কত মরণে জীবন-লোকে,
ডাকে বজ্র-ভয়ঙ্কর রবে ; সুধা-সঙ্গীতে ডাকে দ্যুলোকে ভূলোকে।

[কেদারা, কাওয়ালি। গীতিলিপি ৫।১৩]

৬০ সে ডাকে আমারে।

বিনা সে সখারে রহিতে মন নারে !

প্রভাতে যারে দেখিবে বলি দ্বার খোলে কুসুম-কলি,

কুঞ্জে ফুকারে অলি যাহারে বারে বারে !

নির্ঝর-কলকণ্ঠ-গীতি বন্দে যাহারে,

শৈলবন পুষ্পকুল নন্দে যাহারে ;

যার প্রেমে চন্দ্র-তারা সারা নিশি তন্দ্রাহারা,

যার প্রেমের ধারা বহিছে শত ধারে !

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল । কাকলি ১।৫২]

৬১ তাঁরে ছেড়ে যেওনা দূরে !

নেহার' তাঁর প্রেম-মূরতি গভীর হৃদয়পুরে !

সকল শোভার মাঝে, হের, অতুল তাঁর মাধুরী রাজে,

তাঁর প্রেম-আঁখি জাগে, তাঁরে ভুলে থেকো না দূরে !

এস আপন হৃদয়ে ফিরে !

এই যে তিনি দুঃখে সুখে, কতই সুরে ডাক দিয়েছেন

গোপন প্রাণে গভীর বুকে !

ওরে মোহের নেশায় ফিরিস্‌নে আর দ্বারে দ্বারে হাজারো বার ;

অতুল শান্তি সুধার আধার, এক সে কমল হৃদয়-সরে,

সেথায় অলি আয়রে ঘুরে !

[বাগেশ্রী, ধামার]

৬২ ফিরো না ফিরো না আজি, এসেছ দুয়ারে।
শূন্য হাতে কোথা যাও, শূন্য সংসারে ?
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনগো ডেকে,
অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে।
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও ?
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চ'লে যাও ?
তোমার কথা তাঁরে ক'য়ে, তাঁর কথা যাও ল'য়ে,
চ'লে যাও, তাঁর কাছে রেখে আপনারে।
[টোড়ি ভৈরবী, আড়াঠেকা]

তাঁহাকে ভুলিও না।

৬৩ অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুল' না রে তাঁয় ;
থাকিলে তাঁহার সঙ্গে পাপ তাপ দূরে যায়।
হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে ?
সেই সখা বিনে সুখ-শান্তি দিবে কে তোমায় ?
ধন জন জীবন সব তাঁরি করুণা,
তাঁর করুণা মুখে বলা নাহি যায় :
এত যাঁর করুণা, তাঁরে কি ভুলিবে ?
তাঁরে ছাড়িয়ে ভবসাগরে ত্রাণ কোথায় ?
[সাহানা, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৯১]

৬৪ কেন ভোল, ভোল চিরসুহৃদে ? ভুল' না চিরসুহৃদে।
ধন প্রাণ মান সকলি যাঁ হ'তে, এমন সুহৃদে কেন ভোল ?
থেক না, থেক না, তাঁ হ'তে অন্তর ;
তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল ?
চিরজীবন-সখা চির-সহায়ে, করুণা-নিলয়ে কেন ভোল ?
[কুকব, আড়াঠেকা]

৬৫ দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান ;
ভুল' না তাঁহারে মন, ভুল' না কখন।
রোগ শোক পাপ দুখে তিনি হে থাকেন সম্মুখে,
ছাড়িয়ে দুর্ব্বল সুতে, নাহি করেন গমন।
হৃদয়-কপাট খুলি, ডাক তাঁরে পিতা বলি,
দেও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন।
[জয়জয়ন্তী, আড়া]

৬৬ ভুলো না ভুলো না, প্রাণসখারে ভুলো না, যাতনা রবে না।
যাঁর প্রেমমুখচ্ছবি, আকাশে প্রকাশে রবি, সুধাধার জ্যোৎস্না ;
কতবার প্রেমভরে দাঁড়ায়ে হৃদয়দ্বারে
ডাকিছেন তোমারে সুমধুর স্বরে ;
কেমন পাষাণ মন, কেমন কঠিন প্রাণ, শুনিয়েও শুন না।
[গৌড় সারঙ্গ, আড়াঠেকা]

৬৭ সম্পদ-কালে যদি ভুলে থাক তাঁরে মোহ-প্রলোভনে,
বিপদে দুর্দ্দিনে তবে দুস্তর ভবার্ণবে হবে পার কেমনে ?
স্মরিলে না সুখে সেই পরমসুখসদনে ;
পাবে কি ডাকিলে তাঁরে দুঃখের পীড়নে ?
রোগ শোক মৃত্যু-ভয়ে, বিচ্ছেদ-দহনে,
শূন্য প্রাণে নিরখিবে অন্ধকার নয়নে ;
অতএব ভক্তিভরে ভজ হরি নিরঞ্জনে,
ডাক তাঁরে সুখে দুঃখে, জীবনে মরণে।

[ছায়ানট, ঝাঁপতাল। সুর,—"বিপদ ভয় বারণ"]

৬৮ থেক না থেক না ভুলে সে ধনে ; প্রাণারাম পরম ধনে।
প্রাণের সম্বল সে ধন, রাখ প্রাণে যতনে।
ছাড়ি বিষয়-বাসনা, কর তাঁর উপাসনা,
ধ্যান-যোগে হৃদে তাঁরে কর স্থাপনা ;
চির সুখ শান্তি পাবে, যাবে প্রাণের যাতনা।
সর্ব্বস্ব ছাড়িয়ে প'ড়ে থাক তাঁর চরণে।
জীবনে কর সম্বল তাঁরি কৃপা, তাঁরি বল,
তাঁহাতে বিশ্বাস কর, পাবে মোক্ষ-ফল ;
ভক্তিভরে ডাক তাঁরে, জনম হবে সফল।
তিনি বিনা গতি নাই আর ভবার্ণব-তরণে।

[খাম্বাজ, কাওয়ালি]

৬৯ কেন ভোল, মনে কর তাঁরে ; যে সৃজন পালন করে সংসারে।

সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহি চরণ,
কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর,
নির্ব্বিকার বিশ্বাধার, কে পারে বলিতে তাঁরে ?

[খাম্বাজ, টিমেতেতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৫।১০৩]

---

৭০ হায় কি কঠিন তুমি ! কি ভুলে ভুলেছ তাঁরে,
তিলেকের তরে যিনি না ভোলেন তোমারে।
নিয়ে পুত্র-পরিজন, আছ সুখে অচেতন,
মোহের মধুর স্বরে ভুলিয়ে জীবনধন ;
ঐ দেখ তুমি যাঁরে, ভাব না তিলেক তরে,
নিদ্রা নাই চক্ষে তাঁর, বসিয়ে তব শিয়রে।

[সোহাগ, আড়াঠেকা]

---

৭১ কেমনে ভুলিবে তাঁরে, রে পাষাণ মন,
ভুলিলে ভোলে না যেই, ভাব সে কেমন !
পিতামাতা বন্ধু হ'য়ে, স্নেহ-সুধা বরষিয়ে,
গুরু হ'য়ে শিক্ষা দিয়ে, সঙ্গী সর্ব্বক্ষণ।
কিবা দিবা কি শর্ব্বরী, হ'য়ে তোমার প্রহরী,
অন্তরে বাহিরে যেই ছায়ার মতন।

[ঝিঁঝিট, কাওয়ালি। সুর—"অক্ষয় আনন্দধামে"]

শান্তিলাভের জন্য তাঁহার কাছে চল।

৭২ শান্তিনিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বল?
সংসারে শান্তির আশা,—মরীচিকায় যথা জল!
কভু সুখ-পারাবার, কভু হয় হাহাকার,
জীবন যৌবন ধন সকলি অতি চঞ্চল।
আজ পুত্রের আলিঙ্গন, কাল তারে বিসর্জ্জন,
আজ প্রিয়-প্রেমালাপ, কাল বিলাপ কেবল;
সংসারের এই দশা, কোথায় শান্তির আশা,
শান্তিসুখ চাহ যদি, সেই আনন্দধামে চল।
[ললিত, আড়া]

৭৩ এসেছি সকলে পিতার ভবনে; পিতা পিতা বলি ডাকিব সঘনে।
লইবেন পিতা সকলে, পাতিয়ে স্নেহের কোলে,
ঢালিবেন শান্তি-বারি তাপিত প্রাণে।
দেখাবেন প্রেম-আননে, আজি পুত্রকন্যাগণে,
মোরা আঁখি ভ'রে হেরিব সে আননে (আঁখি ফিরাব না)।
সে প্রেমের চাঁদ উদিলে, হৃদে সুখ-সিন্ধু উথলে,
আঁখি পান করিবে, সে চাঁদের কিরণে (চকোরের মত)।
আসিছেন পিতা আমাদের, জানিতে বেদনা হৃদয়ের,
এস লুটাইগে প্রাণ মন তাঁরি চরণে।
[ভৈরবী, কাওয়ালি]

৭৪ প্রাণ খুলে সবে মিলে ডাক রে তাঁরে ;
আসিবেন প্রাণেশ প্রাণের মাঝারে।
বৃথা চিন্তা পরিহ'রে, ভাব রে ভাব তাঁহারে,
অনুপম শান্তিসুখ পাইবে অচিরে ;
দুঃখপূর্ণ এ জীবন, সফল কর এখন,
বসায়ে হৃদয়-নাথে হৃদয়-মন্দিরে।
যাঁহার প্রেমের বারি একবার পান করি,
বহু দিনের পাপের জ্বালা যাই পাসরে,
কেমনে তাঁরে পাসরি বল এ জীবন ধরি ?
এস আজ প্রাণ ভরি ডাকি সেই প্রাণেশ্বরে।
[ভৈরবী, খং]

---

৭৫ আয় রে যাই সবে শান্তি-নিকেতনে,
বিষাদে ভ্রম কেন সংসার-কাননে ?
কত কাল বল আর রবে হে স্বপনে, ভুলে সেই প্রেমময় পতিতপাবনে ?
তাঁরে ছাড়ি' আর এ ছার জীবনে, কে পারে তারিতে বল পাতকী অধমে ;
ভক্তবৎসল বিপদ-বারণে এস হে ডাকি সবে আজি প্রাণপণে।
[ঝিঁঝিট, ঠুংরি]

---

৭৬ চলেছে তরণী প্রসাদ-পবনে, কে যাবে এস হে শান্তি-ভবনে।
এ ভব-সংসারে ঘিরেছে আঁধারে, কেন রে ব'সে হেথা ম্লানমুখ ?
প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না, হেথায় কোথা প্রেম, কোথা সুখ ?

এ ভব-কোলাহল, এ পাপ-হলাহল, এ দুখ শোকানল দূরে যাক্,—
সমুখে চাহিয়ে, পুলকে গাহিয়ে, চল রে শুনি চলি তাঁর ডাক।
বিষয় ভাবনা লইয়া যাব না, তুচ্ছ সুখদুখ প'ড়ে থাক্!
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘন ঘোরে, তখন কার মুখ চাহিবে?
সাধের ধন জন দিয়ে বিসর্জ্জন, কিসের আশে প্রাণ রাখিবে?
[মিশ্র মল্লার, রূপক]

---

৭৭ শান্তি কোথা আছে আর অমৃত-সাগর বিনা!
ভুলে সে অমৃতে যেই বিষয়-বিষের কুণ্ডে
করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রমবুদ্ধি তার।
ওরে সন্তাপিত জীব, বৃথা কেন ভ্রমিতেছ,
কাঁদিতেছ ভবারণ্যে হ'য়ে শান্তিহারা?
অমৃত সাগরে যাও, যাবে তাপ, পাবে শান্তি,
সকলেরই প্রতি আছে মুক্ত তাঁর দ্বার।
[বেহাগ, আড়া]

---

৭৮ কার মিলন চাও, বিরহী! তাঁহারে কোথা খুঁজিছ
ভব-অরণ্যে, কুটিল জটিল গহনে, শান্তিসুখহীন ও রে মন!
দেখ দেখ রে চিত্তকমলে চরণপদ্ম রাজে, হায়!
অমৃত জ্যোতি কি বা সুন্দর, ও রে মন।
[শ্রীরাগ, তেওরা]

শান্ত হও।

৭৯ শান্ত হ রে মম চিত্ত নিরাকুল, শান্ত হ রে ওরে দীন!
হের চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে সর্ব্ব চরাচর লীন।
শুন রে নিখিল-হৃদয়-নিস্যন্দিত, শূন্যতলে উথলে জয় সঙ্গীত,
হের বিশ্ব চির প্রাণ-তরঙ্গিত, নন্দিত নিত্য নবীন।
নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন, নাহি দুঃখ সুখ তাপ ;
নির্ম্মল নিষ্কল নির্ভয় অক্ষয়, নাহি জরা জর পাপ!
চির আনন্দ, বিরাম চিরন্তন প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরঞ্জন,
শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন, সান্ত্বন অন্তবিহীন।
[ঝিঁঝিট, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৫৭]

মগ্ন হও।

৮০ ব্রহ্মরূপসাগরে মগন হও রে মন।
সে সুধাময় জ্যোতি কর রে দরশন।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, পুরুষ মহান্ অনন্ত
উদার প্রশান্ত অলখনিরঞ্জন।
যাঁহার তেজ পরশে, সঞ্চারে নব জীবন,
হৃদয়-মাঝে বহে প্রেম-সমীরণ।

হেরিয়ে সে বিশ্বরূপে, সচকিত হয় প্রাণ,
যাঁহার প্রভাবে মোহিত ত্রিভুবন।
ত্যজিয়ে এ অসার চিন্তা কর চিত্ত সংযম,
যোগানন্দরস পান কর রে অনুক্ষণ।
জয়জয়ন্তী, একতালা]

---

৮১ বিজন মন-মন্দিরে বিরাজে শিবসুন্দর,
অরূপ সে রূপ হেরি, আনন্দে হও মগন।
ঢালো তাঁর পূত-পদে প্রেম-কুসুম-অঞ্জলি,
মিশাও তাহার সাথে, ভকতির চন্দন।
[সুরট-জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৬।১৪]

---

৮২ অপরূপ সৎস্বরূপ, চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ,
কর ধ্যান ওরে মন, হইবে ধন্য পূর্ণকাম।
ছাড়ি মোহ-কোলাহল, চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডে চল,
বিশ্বাস-অচল-শিরে কর ধীরে আরোহণ।
নিভৃত-হৃদি-কন্দরে, প্রেম-প্রস্রবণ-তীরে,
নির্ব্বিকার অন্তরে, পাবে তাঁর দরশন;
অতি সুন্দর সে স্থান, পুণ্যালোকে দীপ্তিমান,
যোগিজন পরমানন্দে করেন যথা যোগ ধ্যান।
জয়জয়ন্তী, চৌতাল]—মাঘ ১৭৯৬ শক (১৮৭৫)

---

৮৩ আনন্দস্বরূপে মগন হও রে মন !
অন্তরে বাহিরে দেখ আনন্দের নিকেতন।
ঐ দেখ নব রবি প্রকাশে আনন্দ-ছবি,
জগত জাগিয়া করে মধুর আনন্দ গান।
ঐ গানে প্রাণ মিলাইয়ে, আনন্দে মগন হ'য়ে,
দিবস রজনী কর নিত্য-জীবন যাপন।

[টোড়ি-ভৈরবী, একতালা]—৫ মার্চ্চ ১৯০০

---

৮৪ শিবসুন্দর চরণে মন মগ্ন হ'য়ে রও রে।
ভজ রে আনন্দময়ে সব যন্ত্রণা এড়াও রে,
বিভু পাদ-পদ্ম সুধা-হ্রদে ডুবে প্রাণ জুড়াও রে।
শুদ্ধ সত্য হিরণ্ময় মানস পটে তাঁরে
নিরখিয়ে সচেতনে পূর্ণকাম হও রে।

[সিন্ধু-ভৈরবী, একতালা]

---

৮৫ অসীম কাল-সাগরে ভুবন ভেসে চলেছে,
অমৃতভবন কোথা আছে তাহা কে জানে ?
হের আপন হৃদয়-মাঝে ডুবিয়ে,
এ কি শোভা ! অমৃতময় দেবতা সতত বিরাজে।
এই মন্দিরে সুধা-নিকেতন।

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল]

৮৬ মজ রে মন আমার বিভু-পদে।
কে মিটাবে এ পিয়াসা না ডুব্‌লে সেই সুধাহ্রদে ?
জলে মিটে জল পিয়াসা, ধনে পূরে ধনের আশা,
অনন্ত প্রাণের তৃষা মিটে কি রে এ সম্পদে ?
পথ চিনে মন পথ ধর, অসার অনিত্যে ছাড়,
মরুভূমে জলের আশে যেও না, প'ড়্‌বে বিপদে।
[ভৈরবী, ঠুংরি]

---

৮৭ খুলিয়ে দিয়েছি আজি হৃদয়-দুয়ার।
অনিমেষে নিরখিব স্বরূপ-সাগর।
চাহিব না দূরে দূরে, চাব না পশ্চাতে ফিরে,
সম্মুখে জলধি ওই অনন্ত অপার !
কিবা শোভা ! বীচিমালা নিকটে করিছে খেলা,
আঘাত করিছে মোর কুটীরের দ্বার।
মৃদু মধুর সমীরে, পরাণ শীতল করে,
বিমল আলোকে পূরে হৃদয়-আগার।
কে জানিত এত কাছে তরঙ্গ হিল্লোল নাচে,
এত শান্তি-সুখে ভরা আনন্দ সাগর !
কুটীর-দুয়ারে ব'সে, মগ্ন হ'য়ে প্রেমাবেশে,
একান্তে দেখিব এই শোভা মনোহর।
ভৈরবী, যৎ]

---

৮৮ মজ মন বিভু-চরণারবিন্দে ; গাও তাঁর গুণ পরম আনন্দে।
(সেই) চিত্তবিনোদন মূরতি মোহন, ধ্যান ধর সদা হৃদে ;
ত্যজিয়ে বাসনা, অসার কল্পনা, পিয় প্রেমরস অবিচ্ছেদে।
(সেই) যোগী-জন-চিত সদা প্রলোভিত যাঁর প্রেম-মকরন্দে
জীবন-সঞ্চার, পাতকী-উদ্ধার, হয় নিমেষে যাঁর প্রসাদে।
করিয়ে সাধন, ইন্দ্রিয়দমন, লহ স্থান ব্রহ্মপদে ;
গাও তাঁর জয়, হইয়ে নির্ভয়, সুখ-সম্পদ দুঃখ-বিপদে।
ভৈরবী, যৎ]

---

৮৯ হরি-পদ-কমল-পীযূষ-রসে, মজ রে পিপাসু মন-মধুকর
বিষয়-সুখ আশে কেন রে মায়াবশে ভব-কণ্টকবনে বৃথা ভ্রমণ ক'র
মধু-লোভে কত প্রেমিক ভকত বিহরিছে ও পদ-পঙ্কজ ভিতর,
বিমোহিত হ'য়ে আছে লুকাইয়ে, সুধাপানে আনন্দিত অন্তর।
ও চরণ-সরোজে, বিমল দল-মাঝে, মাধুর্য্যে সদা সুখে বাস কর,
নিশ্চিন্ত মনে, বসি পদ্মাসনে, পিয় [illegible] মকরন্দ নিরন্তর।
[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, ঠুংরি]

তাঁহার নাম গান কর।

---

৯০ সরল প্রাণে, সরল তানে, সরল সঙ্গীতে গাও তাঁরে।
গাও গাও গাও তাঁরে, প্রাণ খুলে গাও তাঁরে।
নামরসপানে নামগুণগানে, ভুলে যাও রও আপনারে।
গাও গাও গাও তাঁরে, প্রাণ খুলে গাও তাঁরে।

সরল শোভন সুন্দর দেবে ভজ রে, আজি ভজ রে,
পবিত্র তাঁর মধুর পরশে সফল কর জীবন রে ;
মোহ টুটিবে, আঁধার ঘুচিবে, দিব্য জ্যোতি খেলিবে প্রাণে রে,
গাও গাও গাও তাঁরে, প্রাণ খুলে গাও তাঁরে।
[ইমনকল্যাণ মিশ্র, একতালা]

৯১ গাও বীণা, বীণা গাও রে।
অমৃত মধুর তাঁর প্রেম-গান মানব সবে শুনাও রে।
মধুর তানে নীরস প্রাণে মধুর প্রেম জাগাও রে।
ব্যথা দিও না কাহারে, ব্যথিতের তরে পাষাণ প্রাণ কাঁদাও রে
নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী, প্রাণে নব বল দাও রে।
আনন্দময়ের আনন্দ-আলয়, নব নব তানে ছাও রে।
প'ড়ে থাক সদা বিভুর চরণে, আপনারে ভুলে যাও রে।
[মিশ্র টোড়ি, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৮]

৯২ আজ সবে গাও আনন্দে,
তাঁর পবিত্র নাম ল'য়ে জীবন কর সফল।
সরল হৃদয় ল'য়ে, চল সবে অমৃতের দ্বারে, কত সুধা মিলিবে
দুর্বল সবল, ভীরু অভয়, অনাথ গতিহীন হয় সনাথ,
সেই প্রেমশশী যবে মধু বরষে সাধুর হৃদয়াধারে।
[বাহার, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৫৪]

৯৩ চল গাই সেই ব্রহ্মনাম !

যে নাম-স্মরণে প্রাণারাম, মরণ ঘুচে রে।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়ে, মধুর রাগিণী তুলিয়ে,

গাও এক প্রাণে এক তানে, একেরি কীর্ত্তনে ;

ব্রহ্মনাম মহাধ্বনি, আহা কি মধুর পশিলে শ্রবণে !

শুনি শুনি গাই, গাইয়ে শুনাই, সরল ব্যাকুল অন্তরে,

কি আছে চিন্তা রে !

সে রাগে গাহিব ওঙ্কারে, ভ্রমর যেমন ঝঙ্কারে,

শুনিয়ে জগত হইবে মোহিত, পিয়াস পূরিবে ;

সঙ্গে ব্রহ্ম-নাম নিবে, হাসিবে কাঁদিবে, মাতিবে মাতাবে।

শত শত প্রাণ হ'য়ে একপ্রাণ ধর রে ধর রে ধর রে

স্বরগ স্ব-করে !

নামের ধ্বনির পুলকে সকল হৃদয় আলোকে,

এ লোক সে লোক উদয় এ লোকে লোকেশ-কীর্ত্তনে ;

বাঞ্ছা পূর্ণ প্রাণে প্রাণে, যে জানে সে জানে কি করে এ গানে

মরাকে বাঁচায়, খোঁড়াকে নাচায়, বোবাকে গাওয়ায় সুস্বরে,

দেখায় অন্ধেরে।

জান ত জান ত সকলে, নামেতে হৃদয়ে কি ফলে,

সাগর উথলে, নাচায় পুতুলে, হাসায় প্রাণ খুলে ;

ব্রহ্মনাম-গান তোলে, সে গান সে তান যে শুনে সে ভোলে

ভুলে ভুলে গায়, গাইয়ে ভুলায়, ভুলায় ভুলিবে কে তারে ?

ভুলায় কি ক'রে !

ব্রহ্মনাম-বলে হৃদয়ে উথলে পরম ব্রহ্মজ্ঞান,
কি বা মান অপমান, ভেদ-জ্ঞান অবসান !
ক্রোধ মোহ লোভ রহে না এ সব, অতুল বৈভব বিস্মরে
নামের সুস্বরে।
[সুর,—"সবে মিলে মোরা বিভুপদে"]

৯৪ সদানন্দে হাস্যমুখে গাও ব্রহ্মনাম রে !
দয়াল হরিনাম, মা আনন্দময়ী নাম রে।
ত্যজিয়া ভয় ভাবনা, অসার চিন্তা কামনা,
কর হরিপ্রেম সুধা পান অবিরাম রে।
হরি পিতা মাতা বন্ধু, অনন্ত আনন্দ সিন্ধু,
দয়াময় শান্তিদাতা প্রাণের আরাম।
হেরি তাঁর প্রেমমুখ, ভুলে যাও সব দুখ
প্রেমচক্ষে দেখ তন্ময় বিশ্বধাম রে।
[সিন্ধু. একতালা]

৯৫ গাও রে জগপতি জগবন্দন, ব্রহ্ম সনাতন পাতকনাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক, কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।
সেবক-মনোমদ মঙ্গল-দাতা, বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা।
যাচে চরণ ভক্ত করযোড়ে, বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত-চকোরে।
[ঝিঁঝিট, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৬৫]

৯৬ কর তাঁর জয় গান।

মধুর মিলনে, প্রেম-আলিঙ্গনে, প্রাণে প্রাণে তোল তান।

মকরন্দ পানে মধুকর মত, (হও) প্রেমানন্দ-রস পানে লালায়িত

গুঞ্জরি গুঞ্জরি মঙ্গল-সঙ্গীত গাও খুলিয়া প্রাণ।

(আজ) বহিছে কৃপা-পবন সুমন্দ, ঢালিছে প্রাণে কতই সুগন্ধ,

কতই সঙ্গীত, কতই ছন্দ, কত শত বন্দনা।

(হবে) হৃদয় বাহির আনন্দেতে ভরা

(বহে) আনন্দময়ের প্রেমানন্দ-ধারা।

(আজ) গাও ব্রহ্মনাম, হ'য়ে মাতোয়ারা, (ব্রহ্ম) প্রেমরস কর পান

[সিন্ধু, একতালা]

---

৯৭ গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,

দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।

জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে, কীর্ত্তি-ভাতি অতুল ভুবনে,

প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নব রাগে।

যাঁর নাম পরশ-রতন, পাপি-হৃদয়-তাপ-হরণ,

প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপ ভকত-হৃদয়ে জাগে;

অন্তহীন, নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁর হয় অপার,

যাঁর শক্তি বর্ণিবারে, বুদ্ধি বচন হারে।

[খাম্বাজ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯০]

ঈশ্বরের স্বরূপ, মহিমা, করুণা।

৯৮ কর তাঁর নাম গান ; যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি, জগত করে হে আলো,
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি, সকল-জীব-সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি ?
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে, দেশদেশান্তে, জলগর্ভে, কি আকাশে,
"অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর" এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে
চেতন-নিকেতন পরশ-রতন, সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে নাহি রহে দুখ-লেশ হে।
[ঝিঁঝিট. ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১১৮]

---

৯৯ ভজ রে ভজ রে ভবখণ্ডনে, ভজ রে বিশ্বজন-বন্দনে ;
জগত রঞ্জন ভকত-চিত্ত-বিনোদনে, মোদনে পালনে তারণে,
প্রণতজন-সৌভাগ্য-জননে।
শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানে, মুক্তিদাতা জগত-প্রাণে,
অন্তরযামী নিত্য পুরাণে, শাশ্বত বিভু কৃপানিধানে ;
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে, সমস্ত-পাতক-নাশনে,
সর্ব্বলোকাশ্রয়-প্রভবে, সত্যাত্মনে, প্রেমাত্মনে।
[নারায়ণী, যৎ। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১।১২০]

---

১৩১ এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে।
আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে ;
জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময়, সকলের আশ্রয়, দেখে সেই যেজন বিশ্বাস করে।
অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, বিরাজিত হৃদি-কন্দরে ;
জ্ঞান প্রেম পুণ্যে ভূষিত নানাগুণে, যাঁহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।
অনন্ত গুণাধার প্রশান্ত মূরতি, ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে,
পদাশ্রিত জনে দেখা দেন নিজগুণে, দীনহীন ব'লে দয়া ক'রে।
চিরক্ষমাশীল কল্যাণ-দাতা, নিকট সহায় দুঃখসাগরে ;
পরম ন্যায়বান, করেন ফলদান পাপ পুণ্য কর্ম্ম অনুসারে।
প্রেমময় দয়াসিন্ধু কৃপানিধি, শ্রবণে যাঁর গুণ আঁখি ঝরে ;
তাঁর মুখ দেখি সবে হও হে সুখী, তৃষিত মন প্রাণ যাঁর তরে।
বিচিত্র শোভাময় নির্ম্মল প্রকৃতি, বর্ণিতে সে রূপ বচন হারে ;
ভজন সাধন তাঁর কররে নিরন্তর, চিরভিখারী হ'য়ে তাঁর দ্বারে।

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, ঠুংরি]

১৩২ মহানন্দে হের গো সবে, গীতরবে চলে শ্রান্তিহারা
জগত-পথে পশু প্রাণী, রবি শশী তারা।
তাঁহা হ'তে নামে জড় জীবন মন প্রবাহ,
তাঁহারে খুঁজিয়া চলেছে ছুটিয়া অসীম সৃজন-ধারা।

[তিলক কামোদ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৮৫]

১৩২ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, অলক্ষ্য নিরঞ্জন,
নিরাময় অবিনাশী, অনাদিকারণ, পূর্ণজ্ঞান !
দীননাথ দয়াল, দারিদ্র্য-ভঞ্জন, শান্তি-সদন,
অন্তর্যামী, ভব-তারণ, হৃদয়-স্বামী, প্রাণের প্রাণ।
কে বা করিত হেথা বিচরণ, কে বা করিত জীবন ধারণ,
যদি আকাশে না হইত তাঁহার অধিষ্ঠান !
তিনি লোক-ভঙ্গ-নিবারণ সেতু, তিনি আত্মার চির উন্নতি-নিদান,
তিনি অমৃতের সোপান।

[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৪৬]

১৩৩ তাঁর গুণে পূর্ণ জগত।
ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মহিমা, প্রকাশে জগত তাঁর মহিমার কণিকা।
যাঁহার করুণা-বলে বাঁচিতেছে ক্ষুদ্র কীট,
ভুবন-পালক, দয়াল, দুর্ব্বল-বল, তিনি রাজ-রাজা।
চারিদিকে তাঁহার দয়া, তাঁহার করুণা বহিছে
অনুক্ষণ শোণিত-ধারে, নিঃশ্বাস-বায়ুতে ;
তাঁহার করুণা করে আনন্দ বিস্তার,
করে দান পরম জ্ঞান, পাপে ত্রাণ, তাপে শান্তি নীর।

[মূলতান, চৌতাল]

১৭৪ ভজ রে, ভজ তাঁরে ;

নিখিল বিশ্ব অবিরত দেশে কালে যাঁর মহিমা প্রচারে রে।
অপার যাঁর শক্তিসাধ্য, যিনি সুর-নর-পরমারাধ্য,
শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, বন্দ্য বেদ বন্দে যাঁরে রে।
যাঁ হ'তে পাইলে জনকজননী, যাঁ হ'তে দেখিলে বিশাল ধরণী,
যাঁ হ'তে লভিলে জ্ঞান-দিনমণি এ মোহ-অন্ধকারে ;
যাঁহার করুণা জীবন পালিছে, যাঁহার করুণা অমৃত ঢালিছে,
যাঁহার করুণা নিয়ত বলিছে, "ল'য়ে যাব ভবসিন্ধু-পারে" রে।

[বেহাগ, একতালা]

১৭৫ তাঁরে ভজ ও রে মন, যে মনের মন,
নয়নের নয়ন যিনি, জীবের জীবন।
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর,
সকলই অনিত্য, নিত্য একমাত্র তিনি হন।
জীব-জন্তু অগণনা, পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা,
অচিন্ত্য-রচনা বিশ্ব যাঁহার রচনা ,
যিনি সর্ব্ব মূলাধার, ভ্রময়ে নিয়মে যাঁর
সর্ব্বদা পবন, শশী, নক্ষত্র, তপন।

[বেশ, আড়াঠেকা]

১১৬ জাগি দেখ্ রে, কে তোর হৃদয়-কুটীর-দ্বারে !
ওরে ব্যাকুলিত জগজ্জন যাঁরে দেখিবার তরে।
হ'য়ে জগজ্জন-পিতা, জগতের পালয়িতা,
তোর কাছে প্রীতিধন চাহিছেন বিনয় ক'রে।
ত্রিভুবন যাঁর দ্বারে দিবানিশি ভিক্ষা করে,
সেই রাজরাজেশ্বর আজ রে হৃদয়-দ্বারে।
দে'খে তোরে জন্মদুখী, করিবারে চিরসুখী,
আজ শুভদিন দেখি এসেছেন কৃপা ক'রে।

[ভৈরবী, ঢিমেতেতালা]

১১৭ অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে ?
সে আঁখি জগতপানে চেয়ে রয়েছে।
রবি শশী গ্রহ তারা, হয় না ক দিশেহারা,
সেই আঁখি পরে তারা আঁখি রেখেছে।
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই ?
হৃদয়-আকাশ-পানে কেন না তাকাই ?
ধ্রুব-জ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে

[দেশ, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৬।৭৯]

১০৮ দিবানিশি জাগে রে ও কে হৃদয় মাঝারে?
(আমার) প্রাণমোহন হৃদিরঞ্জন সখা বা হবে রে!
(নইলে) কেন অকারণে, এ মলিন মনে বিহার করে রে
(নইলে) আমার সঙ্গে কি বা প্রসঙ্গে রঙ্গে রাজে রে?
পাপ নাশিয়ে, প্রেম বিকাশিয়ে, মোহ সংহারে,
(আবার) মাভৈঃ রবে অভয়বাণী শুনায় পাপীরে!
অপরূপ রূপে ভকত-পরাণ আকুল করে রে,
(আবার) হরণ করি ভব-জঞ্জাল লয় ভব-পারে!
এতেও কি রে পাষাণ পরাণ ঘুমায়ে র'বি রে?
(একবার) ছাড়ি মোহ-ঘোর, ও চরণে ভোর হইয়ে রহ রে।
[দেশ, একতালা]

১০৯ কি না পাই, নিরখিলে তাঁরে হৃদি-মাঝারে!
পাসরি সকল দুখ, ভুলি গৃহ-সংসারে।
তাঁর বলে বলীয়ান, তাঁর তেজে জ্যোতিষ্মান,
অধ ঊর্দ্ধ সর্ব্বস্থান, কেবলই দেখায় তাঁরে।
তাঁহার প্রভাব ভিন্ন না দেখি পদার্থ অন্য,
পরিপূর্ণ তাঁতে শূন্য, দেখি জ্যোতি আঁধারে!
দিবসে খদ্যোত-জ্যোতি যেমন হারায় ভাতি,
আত্ম-প্রভাব তেমতি মিশায় জ্যোতি-আঁধারে।
[পরজ, ঝাঁপতাল]

১১১ জীবন্ত ঈশ্বর এই ত বর্ত্তমান !

এ যে দেখিবার ধন, অমূল্য রতন, তৃপ্ত হয় কি মন ক'রে অনুমান?
এই ত সর্ব্বগত সকলের আশ্রয়, জাগ্রত প্রহরী পূর্ণ জ্ঞানময়,
এই ত পাপীর বন্ধু দীন দয়াময়, পূর্ণকর্ম্মা* পুরুষপ্রধান !
এই ত চিন্তামণি চিরন্তন ধন, এই ত দয়াল হরি হৃদয়রতন,
এই ত প্রাণেশ্বর প্রাণের ভিতর : কোথা যাব আর করিতে সন্ধান?
এই ত নিত্য সত্য ব্রহ্মসনাতন, মধুর প্রকৃতি প্রেমের গঠন,
কি বা পুণ্যপ্রভা, অপরূপ শোভা, শান্তিরসে ভরা প্রসন্ন বদন !
স্থানেতে "এখানে", কালেতে "এক্ষণ", প্রাণসখা আমার প্রিয়দরশন,
দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন, হারা'লে হৃদয় হয় যে শ্মশান !

[মিশ্র একতালা]

১১২ জীবন-পরমশাস্ত্র কর অধ্যয়ন, নিজে বিশ্বপতি প্রভু করেন রচন

নিত্য ব্রহ্ম-পদতলে, বসিয়া প্রাণ-বিরলে,
এই শাস্ত্র ভক্তিভরে কর আলোচন।
প্রতিক্ষণে সেই গুরু, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু,
স্বর্গের মহোপদেশ করেন বিতরণ।

[খট, যৎ]

* মূলের পাঠ,—"পূর্ণ কুণ্ঠ"।

১১২ কি ব'লে তার দিব পরিচয় !

সে যে দয়ার নিধি প্রেম-জলধি, দেখ্‌লে নয়ন শীতল হয় !

কোটি সূর্য্য এক করিলে, তুলনা তার নাহি হয় ;

সে অনন্ত আকাশ পূর্ণ, আশ্চর্য্য আলোকময়।

[ব উলের সুর, একতালা]

১১৩ চিনি না জানি না বুঝি না তাঁহারে, তথাপি তাঁহারে চাই ;

সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে তাঁর পানে ছুটে যাই।

দিগন্ত প্রসার অনন্ত আঁধার, আর কোথা কিছু নাই,

তাহার ভিতরে মৃদু মধুস্বরে কে ডাকে, শুনিতে পাই।

আঁধারে নামিয়া আঁধার ঠেলিয়া না বুঝিয়া চলি তাই ;

আছেন জননী, এই মাত্র জানি, আর কোন জ্ঞান নাই।

কিবা তাঁর নাম, কোথা তাঁর ধাম, কে জানে ? কারে শুধাই ?

না জানি সন্ধান যোগ ধ্যান জ্ঞান, ঘ্রাণে মত্ত হ'য়ে ধাই।

ডুবিব অতলে মহাসিন্ধুজলে, যা থাকে কপালে ভাই।

[ভৈরবী, একতালা]

১১৪ কে জানে বিভু কেমন !

যাঁর না পায় অন্ত কত শত যোগী ঋষি জ্ঞানী মহাজন

জ্ঞানে বিজ্ঞানে বুঝিতে হয় না যাঁর তত্ত্বনিরূপণ ;

ও সেই অনন্ত সচ্চিতে চর্ম্মচক্ষেতে না হয় দরশন।

বেদ-বেদান্ত আদি, ন্যায় পুরাণ ষড়দরশন,
সব তন্ন তন্ন ক'রে যাঁর না পায় কেহ অন্বেষণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাঁরে ক'রে অবলম্বন ;
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন হইয়ে জীবনের জীবন।
(কেবল) সেই পারে জানিতে তাঁরে, ভক্তিভাবে ডাকে যে জন ;
তিনি সরল সাধকের নিকট আত্ম-স্বরূপ করেন প্রকটন।

[রামপ্রসাদী সুর, একতালা]

১১৫ স্বরূপ তাঁর কে জানে! তিনি অনন্ত মঙ্গল।
অযুত জগত মগন সেই মহা সমুদ্রে।
তিনি নিজ অনুপম মহিমা-মাঝে নিলীন,
সন্ধান তাঁর কে করে? নিষ্ফল বেদ-বেদান্ত।
পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ অতি মহান্, তিনি আদিকারণ, তিনি বর্ণন-অতীত।

[কেদারা, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৬৭]

১১৬ অমৃতধনে কে জানে রে, কে জানে রে!
প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে ; তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে চাহ রে তাঁহারে, প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে ;
প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফেরে।

[বেহাগ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৮৭]

১১৭ অনন্তের পানে অনন্তের টানে জীবন-নদী ছুটিছে রে।
লোক-লোকান্তরে চেতনে জড়ে সতত তাঁহারে খুঁজিছে রে।
অসীম আকাশে পাই তাঁর দেখা, এ বিশ্ব-পুরাণে দেখি তাঁর লেখা,
নীরব অন্তরে মোহন স্বরে সে অনন্ত বাণী পশিছে রে।
ভিতরে বাহিরে যে দিকে তাকাই, অনন্তের রূপ দেখিবারে পাই,
বাঁধা তাঁর সাথে আছি তাঁর পথে ; ভুবন অনন্তে ডুবিছে রে।
আকুল পরাণ চাহে ধরিবারে, ধরা নাহি দেয়, যায় দূরে দূরে,
যতই প্রাণ চায়, ততই স'রে যায়, এ কেমন খেলা খেলিছে রে!
[খাম্বাজ, একতালা]

১১৮ কার কোলে ধরা লভে পরিণতি ?—সেই অপার কারণ-সিন্ধু!
কার জ্যোতি-কণা ব্রহ্মাণ্ড উজলে ?—সেই চিরনির্ম্মল ইন্দু!
কার পানে ছোটে রবি শশী তারা ?—
নাহি পথভ্রান্তি, স্থির আনি-তারা ?
ভ্রমে মেঘ-বায়ু হ'য়ে আত্মহারা ?—সে সচ্চিদানন্দ-বিন্দু!
কার নাম স্মরি দুখে পাই শান্তি ?
বিপদে পাই অভয়, মোহে যায় ভ্রান্তি ?
কার মুখকান্তি হরে ভব-শ্রান্তি ?—সেই নিখিল-পরমবন্ধু!
[পিলু, একতালা]

১১৯ প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার।
শুভ্র, সত্যস্বরূপ, সুন্দর, নাহি উপমা তাঁর।

যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়-ভার ;
সর্ব্ব সম্পদ তাহে মেলে, যখন থাকি তাঁর সাথ।
না থাকে সংসার-তাপ, করেন ছায়া দান ;
সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।
যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ,
ছাড়ি যাব অনায়াসে, তাঁরে করিব দান।
[বেহাগ, রূপক। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৬৩]

---

১২০ তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে? চাহে না সে তুচ্ছ সুখ ধন মান।
বিরহ নাহি তার, নাহি রে দুঃখ তাপ, সে প্রেমের নাহি অবসান।
[ভয়রোঁ, একতালা]

---

১২১ কেমনে বলিবি রে মন, পিতার প্রাণ কঠিন!
মুখপানে কে চাহিল, দেখি তোরে দীনহীন?
যাঁ হ'তে পালিত হ'লে, আগেই তাঁকে ভুলে গেলে,
(তিনি) সর্ব্বদা রাখিলেন তোরে না ভুলিয়ে কোন দিন।
যত যাও তাঁরে ছাড়িয়ে ততই তিনি সঙ্গী হ'য়ে,
প্রেমভরে স্নেহ-ক্রোড়ে ল'য়ে রাখেন চিরদিন।
যখন পথহারা হ'য়ে কাঁদ বিপদে পড়িয়ে,
অমনি অনাথ-নাথ ত্বরা আসি চখের জল করেন মোচন।
[সাহানামিশ্র, যৎ]—১ কার্ত্তিক ১৭৯১ শক, (১৮৬৯)

১২২ নয় রে কঠিন কোন দিন জননী আমার।
নিরাশ অন্তরে তবে কেন মন তুই কাঁদিস্ আর ?
মা যদি সন্তানে মারে, বল কে রাখিতে পারে ?
কিন্তু মায়ের প্রহারে বিনাশে দোষ দুরাচার।
বনের পশু দুষ্ট ছেলে, ভাল কি হয় মার্ না খেলে ?
মেরে ধ'রে লবেন কোলে, আদর ক'রে মা আবার।
[ঝিঁঝিট, মধ্যমান]

---

১২৩ জান না রে কত তাঁর করুণা !
যে জন দেখে না, চাহে না তাঁকে, তারেও করিছেন প্রেম দান।
রসনা, যাও তাঁর নাম প্রচারে,
তাঁর আনন্দ-জনন সুন্দর আনন, দেখ রে নয়ন, সদা দেখ রে !
[ছায়ানট, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯২]

---

১২৪ সে যে পরম-প্রেম-সুন্দর, জ্ঞান-নয়ন-নন্দন ;
পুণ্য-মধুর নিরমল জ্যোতি জগত-বন্দন।
নিত্য-পুলক-চেতন, শান্তি-চির-নিকেতন,
ঢাল চরণে, রে মন, ভকতি-কুসুম-চন্দন।
[সুরটমল্লার, সুরফাঁক্তা]

---

১২৫ মরি কি সুখের সম্বন্ধ ! যিনি মহান্ অনন্ত,
দেখেন পুত্রভাবে মলিন মানবে, ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত !

অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হ'য়ে, ক্ষুদ্র কীট জীবে দেখেন চাহিয়ে,
মরি কি আশ্চর্য্য (ভাই রে) দেখ রে ভাবিয়ে,
এ হ'তে আর কি আছে আনন্দ !
এমন দয়াল পিতা কোথা পাবে আর, দীনজনের যিনি লন সমাচার,
গিয়ে পাপীর দ্বারে, ডাকেন বারে বারে,
অন্ধে দেখাইয়া দেন স্বর্গের পথ।
ও রে ভ্রান্ত জীব, এমন পিতায় ছেড়ে,
কেন সুখ অন্বেষণ কর অন্তরে,
এত দয়া তবু (মরি রে) চিন্‌লিনে তাঁহারে,
সংসার-মোহে হইয়ে অন্ধ।
[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, একতালা]

---

১২৬ মা আছে আর আমি আছি, ভাবনা কি আর আমার ?
আমি মায়ের হাতে খাই পরি, মা লয়েছে সকল ভার !
প'ড়ে সংসার-পাকে ঘোর বিপাকে দেখিয়াছি অন্ধকার ;
সেই ঘোর আঁধারে মা আমারে (মাভৈঃ) বাণী শুনায় বারে বার।
এসে ছয় জনাতে একই সাথে পথ ভুলায় যে কত বার ;
সেই বিপদ হ'তে ধ'রে হাতে মা যে করিছে উদ্ধার।
আমি ভুলে থাকি, তবু দেখি ভোলে না মা একটি বার ;
এমন স্নেহের আধার কে আছে আর ? মা যে আমার, আমি মা'র !
[আলাইয়া, কাওয়ালি। সুর,—"কি ধন লইয়ে বল"]

---

১২৭ জননী সমান করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।
মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহ নীর, দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।
পাপী তাপী সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া ;
কেবা জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা,ল'য়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।
[জয়জয়ন্তী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৫৬]

---

১২৮ আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে !
আর কোন্ মা আছে এমন ক'রে পালিতে জানে ?
কি স্বদেশে, কি বিদেশে, মা আমার সর্ব্বদা পাশে,
প্রাণে ব'সে কহেন কথা মধুর বচনে !
আমি তো ঘোর অবিশ্বাসী, ভুলে থাকি দিবানিশি,
মা আমার সকল বোঝা বহেন যতনে !
এ অনন্ত সিন্ধুজলে, মা আমায় রেখেছেন কোলে,
কত শান্তি কত আশা দিতেছেন প্রাণে !
হায়, আমি কি করিলাম ! এমন মায়ে না চিনিলাম,
না সঁপিলাম প্রাণ-মন এমন চরণে !
[আলাইয়া, গৎ। (কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর)]

---

১২৯ তাই আজি মা বলিয়ে ডাকিতে এসেছি।
বড় মধুর মা নাম ; নামে শুষ্ক হৃদয় সরস হয়, তাহা যে জেনেছি।
সংসারে বেদনা পেয়ে, ডাকিলে মা মা বলিয়ে,
সব ব্যথা যায় চলিয়ে, তাহা ত দেখেছি।

এমনি মায়ের নামের গুণ, ভুলিতে চাহে না প্রাণ,
তাই আমরা নিশিদিন মা নামে প'ড়ে আছি।
মা আমাদের আপনার, মা বই আমরা নই ত কার,
মাকে জেনে সর্ব্বসার, হৃদয় প্রাণ দিয়েছি।
একবার হৃদয় খুলে, ডাকিব মা মা ব'লে
পাষাণ প্রাণ যাবে গ'লে, এই আশায় রয়েছি।
মা করিবেন উপবেশন, তাই পেতেছি হৃদয়-আসন,
ধোয়াইতে মায়ের চরণ, অশ্রুজল এনেছি।
[ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

---

১৩০ ও মন জীবন মরণে জননী চরণে শরণ লইয়ে রও না!
সংসারে এমন নিরাপদ স্থান কোথা আছে আর কও না!
মহা দুঃখে শোকে, ইহ পরলোকে, সহায় জননী-করুণা;
মা তোর কাছে কাছে থাকে, চোখে চোখে রাখে,
তবু তো বিশ্বাসী হও না!
মা তাড়াইলে কভু যায় না ছাড়িয়া,
রয় না অন্য কোন কাজে পাসরিয়া;
যেন আমা বিনা আর কেহ নাই তার, এ সংসার মাঝে আপনা।
দুঃখের ভিতরে সুখ দেয় পূরে, হাত পাতি কেন লও না?
মার মুখপানে চেয়ে অমৃত বলিয়ে, সব দুঃখভার সও না?
[মূলতান, একতালা]

১৩১ হৃদয়-মাঝে আমার মা রয়েছে ; এই যে আমার মা রয়েছে !
বিশ্বাস-নয়ন মেলি; প্রেমভক্তিভরে,
দেখ, আছেন জননী আমার, ভুবন আলো ক'রে !
দেহ মন প্রাণে তিনি, শোণিত-আধারে ;
এই পবিত্র মন্দিরে আছেন, ভক্ত সঙ্গে ক'রে !

[কীর্ত্তন, খেমটা]

---

১৩২ চল চল ভাই, মায়ের কাছে যাই, ভাই ভাই মিলে।
মোদের কে আছে সংসারে দয়াময়ী বিনে ?
দেখি কি না হয় দয়ার উদয়, ভাইরে, সেই দয়াময়ী মায়ের প্রাণে !
দুঃখী পাপী মোরা অসহায় দুর্ব্বল, নাহি ভজন সাধন, জ্ঞান বুদ্ধি বল,
মায়ের চরণ ভরসা কেবল, মা বিনে মোদের কি আছে সম্বল ?
পাপে তাপে ভগ্ন যাদের হৃদয়, কোথা বা যাইবে, কে দিবে আশ্রয় ?
দুঃখ দুর্দ্দিনে পাপ প্রলোভনে, ভাইরে,
বল কে আর নিস্তারে গতিহীন জনে ?

[বিভাস, একতালা]

---

১৩৩ হরিবোল হরি, চল যাই বাড়ী, বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল।
ফুরাল খেলা, ভাঙ্গল মেলা, আর কেন বিলম্ব বল ?
বিদেশে প্রবাসে ভবপান্থবাসে, কিছুই আর লাগেনা ভাল,
বাড়ীপানে মন ছুটেছে এখন, মা মা ব'লে ঘরে চল।

মায়ের আনন করি দরশন, তাপিত প্রাণ হবে শীতল ;
আছেন জননী দিবসরজনী আশাপথ চেয়ে কেবল।
মায়ের প্রাণ টানে সন্তানের পানে, ভাবিলে নয়নে ঝরে জল,
আহা মা আমার স্নেহের আধার, আপন প্রেমে আপনি বিহ্বল।
[মূলতান, একতালা]

---

১৩৪ চল্ রে চল্ মায়ের কাছে আমরা সবে ভাই !
অসার কাজে ধরার মাঝে কেন রে বেড়াই ?
মাকে ভালবাসিব, মায়ের কথা শুনে চল্‌ব,
মা বিনে এ ভুবনে আর কেহ নাই।
আনন্দে নিশিদিনে মায়ের নামটি গাই, মা মা মায়ের নামটি গাই !
এমন মায়ের সন্তান মোরা, কেন হই রে আত্মহারা ?
শোকে দুঃখে পাপে কেন ডুবিয়া যাই ?
সব দুঃখ দূরে যাবে, মাকে যদি পাই ; মা মা মায়ের নামটি গাই !
হিংসা দ্বেষ পায়ে ঠেলি, ভাই ভাই সবে মিলি,
মায়ের কোলে বসি মায়ের প্রেমসুধা খাই !
প্রেমসুধা পানে দগ্ধ পরাণ জুড়াই, মা মা মায়ের নামটি গাই !
নব মন্ত্রে লহ দীক্ষা, শেখ রে প্রেমের শিক্ষা,
এক ধ্যানে, এক জ্ঞানে এক হ'য়ে যাই।
প্রেমময়ীর প্রেমরাজ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ নাই ; মা মা মায়ের নামটি গাই
[মিশ্র, একতালা]

---

১৩৫ জননীর কোলে বসি কেন রে অবোধ মন,
করিছ রোদন সদা, মাতৃহীন শিশু প্রায় ?
দেখ রে মন আপনি, নিকটে তব জননী,
মা ব'লে ডাকিয়ে তাঁরে, শীতল কর হৃদয়।
[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

১৩৬ ভুবন হইতে ভুবনবাসি এস আপন হৃদয়ে !
হৃদয়-মাঝে হৃদয়নাথ আছে নিত্য সাথ সাথ,
কোথা ফিরিছ দিবারাত, হের তাঁহারে অভয়ে !
হেথা চির আনন্দধাম, হেথা বাজিছে অভয় নাম,
হেথা পূরিবে সকল কাম, নিভৃত অমৃত-আলয়ে।
[বড়হংস সারঙ্গ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৩।২৬]

১৩৭ প্রাণ-মন-ডুবানো এমন কেহ নাইরে, কিছু নাইরে।
জুড়াতে এমন বেদন-দহন কেহ নাইরে, কিছু নাইরে।
আঁধার হৃদয়ে দিতে আলো, নিমেষে ঘুচাতে সব কালো,
সব দিকে এত ভালো, কেহ নাইরে, কিছু নাইরে।
ঢালিতে সুধা বিষ-জ্বালায়, ভরিতে কুসুম হৃদি-ডালায়,
সাজাতে গেহ প্রীতি-মালায়, কেহ নাইরে, কিছু নাইরে।
তাঁরে এস সবে নমি, 'তিনি'-ধনে হই ধনী,
এ হেন পরশমণি কেহ নাইরে, কিছু নাইরে।
[সিন্ধু-বারোঁয়া, তেতালা] (স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্ত্তিক ১৮৫০ শক)

অভয়, আশ্বাস, আনন্দ।

১৩৮ কেন কর মন বৃথা ভয়?

ভব-কর্ণধার করিবেন উদ্ধার, কি আছে এতে সংশয়?
দূরে যায় ভয় যাঁহার স্মরণে, কি ভয় আছেরে তাঁহার ভবনে?
দয়ার তাঁহার নাহি নাহি পার, জেনো রে স্থির নিশ্চয়।
সূর্য্য যদি সৌরজগত হইতে, কক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে অবনীতে,
নিভে চন্দ্র তারা, চূর্ণ হয় ধরা, চিহ্নমাত্র নাহি রয়,—
তথাপিও পাপী পাবে পরিত্রাণ, প্রতিভূ আপনি করুণানিধান,
পদ-তরী দানে পতিত সন্তানে রাখিবেন প্রেমময়।
আশা-রথে সুখে করি আরোহণ, ক্রমে উর্দ্ধমুখে কর রে গমন,
যদি দৈব-দোষে প'ড়ে যাও খ'সে, দিবেন তিনি আশ্রয়;
"জয় জগদীশ" ধ্বনি কর মুখে, বাধা বিঘ্ন নাহি রহিবে সম্মুখে,
তাঁরি কৃপা-বলে, মন, অবহেলে লভিবে শান্তি-নিলয়।

[সুরটমল্লার, একতালা]

১৩৯ সংসারে কোন ভয় নাহি নাহি।

ও রে ভয়-চঞ্চল-প্রাণ, জীবনে মরণে সবে রয়েছি তাঁহারি দ্বারে
অভয়-শঙ্খ বাজে নিখিল-অম্বরে সুগম্ভীর,
দিশি দিশি, দিবা নিশি, সুখে শোকে, লোক-লোকান্তরে।

[ইমনকল্যাণ, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১৮]

১৪০ কিসের ভয় ভাবনা বল আর, ওরে মন আমার।
অভয়ার অভয়পদ করেছি এবার সার।
কে কি ভাবে, কে কি বলে, তাহা কি ভাবিলে চলে
মায়ের ছেলে মায়ের কোলে, আনন্দে কর বিহার।
সাধু বন্ধুগণ সঙ্গে, কর খেলা রসরঙ্গে,
আপন আনন্দে বল, "মা আমার আমি মা'র"।

[ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, একতালা]

১৪১ পেয়েছি অভয় পদ, আর ভয় কারে ?
আনন্দে চলেছি ভব-পারাবার-পারে।
মধুর শীতল ছায়, শোকতাপ দূরে যায়
করুণা-কিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে !
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে।

[খট, ঝাঁপতাল]

১৪২ ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়,
যাহাতে করিলে প্রীতি, জগতের প্রিয় হয় ;
জড় মাত্র ছিলে, জ্ঞান সে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল, তোমার সহায় ;
কিন্তু তুমি ভোল তাঁরে, এ ত ভাল নয়।

[সাহানা, ধামার]

১৪৩ বিপদ-রাশি দুঃখ দারিদ্র্য কি করে ?

যে নিরঞ্জন পরমে ধ্যান ধরে, কি ভয় লোক-ভয়ে।

বিশ্বপতি মহেশ রাজরাজের প্রসাদ-বারি গুণে,

বিপদসাগর অনায়াসে তরে।

নিয়ত বহে আনন্দ-পবন, তাহে পাই নবজীবন,

নিমিষে সকল পাপ তাপ হরে।

হৃদয় আকাশে জ্যোছনা প্রকাশে,

যখন দেখি সেই করুণাকরে।

[মেঘমল্লার, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৩।৬০]

১৪৪ তিমিরময় নিবিড় নিশা, নাহি রে নাহি দিশা !

একেলা ঘন-ঘোর পথে, পান্থ, কোথা যাও !

বিপদ দুঃখ নাহি জান, বাধা কিছু না মান,

অন্ধকার হ'তেছ পার ; কাহার সাড়া পাও !

দীপ হৃদয়ে জ্বলে, নিভে না সে বায়ু-বলে,

মহানন্দে নিরন্তর এ কি গান গাও !

সম্মুখে অভয় তব, পশ্চাতে অভয় রব,

অন্তরে বাহিরে কাহার মুখ চাও !

[মেঘ, ঝাঁপতাল। গীতলিপি ১।২৬]

১৪৫ নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।
মন রে মোর, পাথারে হ'স্‌নে দিশেহারা।
বিষাদে হ'য়ে ম্রিয়মাণ, বন্ধ না করিও গান,
সফল করি তোল প্রাণ, টুটিয়া মোহ-কারা।
রাখিও বল জীবনে, রাখিও চির আশা,
শোভন এই ভুবনে রাখিও ভালবাসা;
সংসারের সুখে দুখে, চলিয়া যেও হাসিমুখে,
ভরিয়া সদা রেখো বুকে তাঁহারি সুধা-ধারা।

[সাহানা, নবতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮৬]

---

১৪৬ রাত্রি যদি না পোহাবি ফুটবি কেমন ক'রে?
রৌদ্র ও জল না লাগিলে অমনি কি ফল ফলে?
দুঃখ-দহন আসছে প্রাণে, গহন রাত্রি কাটা' গানে,
পোহাবে রাত, হবে প্রভাত, ফুটবে কমল হৃদয়-সরে।
কাটায় পাখী ঝড়ের রাত্তি, সকাল বেলা গায়;
কতই বাধা ঠেলে' নদী সাগর-পানে ধায়;
তেম্‌নিতর'ই চ'লে যা না, কাজ কি নানান্ ভাবনা এনে,
দুখের রাত্তি কাটিয়ে দে না, আশার গানে হৃদয় ভ'রে।

[খট্, একতালা। পথের বাঁশী ২০]

---

১৪৭ হৃদয় কমল কে ফোটাবে?
দীপ্ত প্রেমের তপন যে জন, সেই ফোটাবে!

তারই অমল চরণ-পাতে হৃদয় কমল ফুটবে প্রাতে,
স্পর্শে তাহার এই আবরণ সেই টুটাবে।
এখন যে এই দুঃখ নিশা, কে ঘুচাবে?
অশ্রুজলের বন্যা-ধারা কে মুছাবে?
করিস্‌নে ভয় মনরে আমার, কাটবে রে তোর দুঃখের আঁধার,
সুপ্ত কমল গন্ধে শোভায় সেই লুটাবে।

[সুরট, তেওরা। পথের বাঁশী ৪৩]

১৪৮ ওরে দয়াল নামে ভাস সুখে মন আমার; কেনরে ভাব আর?
ওরে দয়াময় এই মন্ত্র জ'পে, দয়াময়ে প্রাণ স'পে,
দয়াল ব'লে ভবার্ণবে দাও সাঁতার।
তরঙ্গ-গর্জ্জনে শঙ্কা পেও না, কলুষ-কুম্ভীর পানে ফিরেও চাহিও না,
ভয় কি রে, মহামন্ত্র ভুলো না; কিছুতেই কিছু হবে না।
যদি পড় রে আবর্ত্ত জলে, ঊর্দ্ধে দুই বাহু তুলে,
ব'লো, "কোথায় র'লে ভবের কর্ণধার!"
চেয়ে দেখ হ'ল বেলা অবসান,
মিছে কাজে কেন হায় রে, ভোল নিজ পরিত্রাণ?
দূরে ফেলে দাও ধূলির ধন মান, বিবেক-ভেলায় দৃঢ় বাঁধ প্রাণ।
ওরে সাহসে নির্ভর ক'রে, ঝাঁপ দিয়ে যাও রে প'ড়ে,
ডুবিলেও অবশ্য পাবে উদ্ধার।

[আলাইয়া ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

১৪৯ চল রে চল রে সবে গাহিয়া আশার গান;
যে গানে জাগিবে সবে, মাতিবে অবশ প্রাণ।
যেখানে যে ভাবে থাকি, সত্যে নির্ভর রাখি;
প্রেমের নিশান ল'য়ে হ'তে হবে আগুয়ান্।
নাহি ভেদ ব্যবধান, এক ধর্ম্ম এক জ্ঞান,
মনে যেন রাখি সদা, পিতা এক ভগবান।
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে, চলি যদি দলে দলে,
অজ্ঞান-আঁধার-রাতি, হবে তবে অবসান।

[খাম্বাজ, ঠুংরি]

---

১৫০ তাঁহারি চরণতল-ছায়ে চিরদিন থাক ও রে,
মন প্রাণ সঁপিয়ে তাঁরে।
হবে নিরাপদ, পাবে চির সম্পদ, মধুর বিমল হবে ধরাতল,
প্রীতি-সুধা-ধারা উথলিবে শত ধারে।
রিপু দুর্দ্দান্ত হবে প্রশান্ত, নিশিদিন তাঁরে হৃদয়ে রাখ রে।
প্রাণপতি প্রভু ছেড়ো না তাঁরে কভু, ধ্রুবতারা তিনি যে এই আঁধারে।

[কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি [illegible]]

---

১৫১ পরম সুখে রয়েছি, পিতার কাছে আছি,
আমার এখন কিসের ভয়?
যখন পিতারে ছেড়ে থাকি, তখনি সে দেখি চারিদিক আপদ-বিপদময়।

এখন অনলের সাধ্য নাহি পোড়াইতে, সাগরের সাধ্য নাহি ডুবাইতে
কাছে থাকিতে,
নাহি পর্ব্বতের সাধ্য আঘাত করিতে, প্রতিকূল বায়ু অনুকূলে বয়।
আমার অন্তরে বাহিরে আনন্দেতে ভরা, সুখময়ী হ'য়ে সুধাইছে ধরা
করিয়ে ত্বরা,
আমায় হাসাইতে হাসে রবি-চন্দ্র-তারা, চারি পাশে তারা ব'সে সমুদয়।
দেখি সর্ব্বব্যাপী পিতা সর্ব্বমূলাধার, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পিতার অধিকার,
কিসের চিন্তা আর?
আমার পিতার হাতে আছে এ জীবন-ভার,
ব্রহ্মনামে যাঁর শমন দমন হয়।

[ভৈরবী, একতালা]

১২২ যিনি মহারাজা, বিশ্ব যার প্রজা, জান না রে মন আমি পুত্র তাঁর।
সামান্য ত নই, রাজপুত্র হই, পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার।
আমার পিতার রাজ্য সমুদয়, আমারে কেবা দিতে পারে ভয়?
এ ভব সংসার, পিতার পরিবার, কণ্ঠের হার রে,
পিতার রাজসিংহাসন হৃদয় আমার।
পিতার ভালবাসায় সবে ভালবাসে, বৃক্ষগণ নানা ফল ফুলে তোষে,
বায়ু ব'হে যায়, জলদ যোগায় জল রে,
তাই ত রবি শশী এসে নাশে অন্ধকার।

[ললিত-বিভাস একতালা]

১৫৩ ধর ধৈর্য্য ধর, ক্রন্দন সম্বর, আশা কর, নিরাশ হ'য়ো না হ'য়ো না।
পাপীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিবেন জননী, চিরদিন দুঃখ রবে না রবে না।
ল'য়ে প্রেম-ক্রোড়ে বসায়ে আদরে, ভাসাবেন সবে আনন্দের নীরে;
মধুর বচনে, তুষিবেন যতনে, ক্ষান্ত হও, খেদ ক'রো না ক'রো না।
মুছাইয়ে চক্ষের জল, তাপিত প্রাণ কর্‌বেন শীতল,
সাধিবেন মঙ্গল, স্থান দিয়ে শান্তি-নিকেতনে।
শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি মায়ে কি কখন নির্দ্দয় হ'য়ে পারে করিতে শ্রবণ?
লইবেন কোলে পাপী পুত্র ব'লে, স্থির হও, আর কেঁদো না কেঁদো না।
তাঁর স্নেহের নাই উপমা, অসীম তাঁর করুণা,
নির্ভর কর তাঁহাতে, অধীর হইও না।
দেখ রে দৃষ্টান্ত, তোমার মত কত শোকে তাপে যারা ছিল অভিভূত,
তাঁর পদাশ্রয়ে পাইয়ে আশ্রয়, করিছে আনন্দে প্রেমের জয় ঘোষণা।
[বিভাস, একতালা]

১৫৪ কর সদা দয়াময় নাম গান, আনন্দেতে অবিরাম।
শীতল হবে রসনা, জুড়াইবে প্রাণ।
ঘুচিবে হৃদয়-ভার, আনন্দ পাবে অপার,
রসাল দয়াল-নাম, অমৃত সমান।
বিষম সঙ্কট-কালে, দয়াময় ব'লে ডাকিলে,
ভয় তাপ যায় চ'লে, দুঃখ হয় অবসান।
[বাহার, ঠুংরি]

১৩৫ ব্রহ্ম-প্রেম-সরোবরে সুখে কর সন্তরণ,
যাতে চির শান্তি বিরাজিবে, লভিবে নব জীবন।
সুনির্ম্মল সে সলিলে মানসেতে পরশিলে,
জন্মের মত র'বি ভুলে, পেয়ে তার আস্বাদন।
রবে না বিষয়-বাসনা, দূরে যাবে দুর্ভাবনা,
তাপিত অঙ্গ জুড়াইবে, প্রেমাশ্রু হবে পতন।
চিন্ময় পরমানন্দ, ভজরে সেই ব্রহ্মানন্দ,
দূরে যাবে নিরানন্দ, আনন্দে হবে মগন।

[সুরটমল্লার, আড়াঠেকা]

১৩৬ কেন ম্লান নিরানন্দ? ডাক না প্রভু প্রেমময়ে!
সব দুঃখ হবে মোচন, জুড়াবে হৃদয় মন প্রাণ।
যার কৃপায় এই দেহ, পাইলে জননী-স্নেহ,
কেন কর সন্দেহ, তিনি যে মঙ্গল-নিদান?
তিনি যে বিশ্ব-বন্ধু, অপার করুণা সিন্ধু,
প্রেম-সুধা-ইন্দু, কত সুখ করেন বর্ষণ;
শোভা, বরণ, গন্ধ, অযাচিত কত আনন্দ,
দেখেও কি তবু অন্ধ? কর তাঁরি যশোগান।

[ইমনকল্যাণ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৭৮]

১৩৭ ।। যার মা আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ !
।। তবে মা মা ক'রে পাপে রোগে শোকে কেন কান্দ ?
মাঝখানে জননী ব'সে, সন্তানগণ তাঁর চারিপাশে,
ভাসাইছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে ;
পাপ তাপ দূরে গেল, আনন্দ রস উথলিল,
বাহু তুলে মা মা ব'লে নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ ।

[সিন্ধু. একতালা]

---

১৩৮ বিশ্বেশ্বর মন্দিরে এই, কে রহিবে নিরানন্দ ?
উথলে যে হেথা চির উৎসব, বহে হেথা চিরানন্দ !
ফুল ফোটে হেথা, গাহে পাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে মুঞ্জরে শাখী,
গুঞ্জরে অলি, ধায় নদী, বহে বায়ু ফুল-গন্ধ ।
দুঃখেরে মোরা ডাকি, মোহ ঘোরে সদা থাকি,
জীবনে মরণে পরম দেবতা, তাঁরে সদা দিছে রাখি ।
তাঁরে রেখে হৃদে সাধিলে কাজ কোথায় দুঃখ কোথায় লাজ ?
চির আনন্দ করে বিরাজ, টুটে' যায় মোহ-বন্ধ !

[বাহার, একতালা । ভোরের পাখী, ১৯]

---

১৩৯ কি মধুর বেণুরব লাগিছে শ্রবণে,
নির্জ্জন নিস্তব্ধ এই তামসী নিশীথে !

এমতি লাগয়ে হিয়ে বিভু-আহ্বান, ধন জন পলায়ন করয়ে যখন,
বিপদ আঁধার আসি ঘেরয়ে চৌদিকে।

[বেহাগ, কাওয়ালি

১৬০ দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, আনন্দ সভা ভবনে আজ।
বিপুল মহিমাময় গগনে মহাসনে বিরাজ করে বিশ্বরাজ।
সিন্ধু শৈল তটিনী মহারণ্য জলধর-মালা
তপন চন্দ্র তারা, গভীর মন্দ্রে গাহিছে, শুন গান।
এই বিশ্ব-মহোৎসব দেখি, মগন হ'ল সুখে কবি-চিত্ত,
ভুলি গেল সব কাজ।

[ভীমপলশ্রী, সুরফাঁক্তা। গীতলিপি ১।১২]

১৬১ আনন্দ-ধারা বহিছে ভুবনে!
দিনরজনী কত অমৃত-রস উথলি যায় অনন্ত গগনে।
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি; নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে!
বসিয়া আছ কেন আপন মনে, স্বার্থ-নিমগন কি কারণে?
চারিদিকে দেখ চাহি, হৃদয় প্রসারি, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি,
প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে।

[মালকোষ, কাওয়ালি]

১৬২ আজি বিশ্বজন গাইছে মধুর স্বরে,
সনাতন দুঃখহরণ বিশ্বম্ভর অনন্তে, আনন্দ ভরে !
পূর্ণ গগন অনাদি নাদ আলাপ করে,
গাইছে জলদল জলধির গভীরে ;
বিশ্বনাথ অমর সেবিত, অনুপম জ্যোতিতে বিরাজে।
[খাম্বাজ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ২।৮১]

১৬৩ আনন্দ-স্বরূপে আনন্দে ভাবিয়ে, গাই 'জয় ব্রহ্ম জয়' ও।
যাও চলি সংসার-সুখ-লালসা, তেয়াগি হৃদয়-আগার ও ;
যা রে ভয় ভাবনা, নীচ কামনা, স্বার্থপরতা লোভ আর ও।
সময়-সিন্ধু-জলে জীবনের তরী, ডুবায়ো না চিরতরে ও ;
যাও চলি সংসার-সুখ-লালসা, থেক না গো মম অন্তরে ও।
ওই যে দেখিলাম, ঈষৎ আভাসে মুক্তিপথ ভবসাগরে ও ;
মধুর আলোকে আলোকিত দেশে, আনন্দ যথায় বিহরে ও।
খুলে গেল প্রাণ, মাতিল হরষে, ঘুচিল গো অশান্তির ভার ও ;
পাপ তাপ শোক,যাও দূরে যাও,চাহি না ত ভোগসুখ আর ও।
ওই এক কি যে মধুর আলোকে ভাতিয়া উঠিল পরাণ ও ;
শান্তিসুখ ধাম বিভুর এ জগৎ গাইছে মধুর কি গান ও !
যাই যাই ওই কি মোহন সঙ্গীত শ্রবণ-বিবরে পশিল ও ;
হ'ল যে উদাস হৃদয়-পরাণ, সংসার-আসক্তি টুটিল ও।
জীবন-তরণী বিবেক-শাসনে দিনু ছাড়ি কাল-সাগরে ও ;
স্বর্গীয় সাহসে বাঁধিয়ে হৃদয়, বিভুর কৃপার আশা ক'রে ও।

নিভেছে অনল, অশান্তির জ্বালা, হৃদয়-পিয়াস মিটেছে ও ;
কেটেছে তুফান, থেমেছে উচ্ছ্বাস, শান্তির আলো ফুটেছে ও।
ওই লক্ষ্য লোক! ওই দিব্য লোক! মধুর জোছনা সেথা ও ;
শান্তির সুধীর ধ্বনিছে সঙ্গীত, অপূর্ব্ব সুষমা যেথা ও।
ওই শান্তি-দেশ ধ্রুব লক্ষ্য করি, চালাইনু জীবনতরী ও ;
কি এক অরূপ অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস, উঠিছে হৃদয় ভরি ও।
বিবেক-আদেশে ছাড়িনু তরণী, চাব না ফিরিয়ে পাশে ও ;
কাঁপিবে না হিয়া সংসার-তুফানে, বিপদের ভীম আঘাতে ও।
স্বরগের আলো অন্তরে বাহিরে, মধুর সুষমা-ভার ও ;
আসিবে আসুক পাপ-বিভীষিকা, করি না ক ভয় তার ও।
যাইব যেথায়, যাইব সেথায়! মানিব না বিঘ্ন বাধায় ও ;
বিশ্বজননীর শকতি হৃদয়ে, কারেও না এ হিয়া ডরায় ও।
বিভুর জ্যোতিতে দিক্ বিভাসিত, সুধার সঙ্গীত ঝরিছে ও ;
নিরাশা যাতনা রোগ শোক নাই, আনন্দ শান্তি উড়িছে ও।
ওই লক্ষ্য-দেশে চালাইনু তরী, দূরে যাও ভব-ভয় ও ;
আনন্দ-স্বরূপে আনন্দে ভাবিয়ে, গাই 'জয় ব্রহ্ম জয়' ও।

[সিন্ধু বারোঁয়া (লম্বী), মৎ। সুর, "নির্ম্মল সলিলে" (শতগান, ১২১)]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আরাধনা, ধ্যান, বন্দনা।

প্রভাত।

---

১৬৪ তিমির-দুয়ার খোল, এস, এস নীরব চরণে,
জননী আমার দাঁড়াও এই নবীন অরুণ-কিরণে।
পুণ্য-পরশ-পুলকে সব আলস যাক্ দূরে,
গগনে বাজুক বীণা জগত-জাগানো সুরে।
জননী, জীবন জুড়াও তব প্রসাদ-সুধা-সমীরণে,
জননী আমার দাঁড়াও, মম জ্যোতি-বিভাসিত নয়নে।

[মিশ্র রামকেলি কাওয়ালি। গীতলিপি, ২।৪ ; বৈতালিক ৪০]

---

১৬৫ মনোমোহন গহন যামিনী-শেষে,
দিলে আমারে জাগায়ে।
মেলি দিলে শুভ প্রাতে সুপ্ত এ আঁখি, শুভ্র আলোক লাগায়ে।
মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল, আঁধার গেল মিলায়ে;
শান্তি-সরসী-মাঝে চিত্ত-কমল ফুটিল আনন্দ-বায়ে।

[আসাবরি, ঝাঁপতাল। বৈতালিক ৫৩ ; ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬]

---

১৬৬ তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধা-পরশে, হৃদয়নাথ !
তিমির রজনী-অবসানে হেরি তোমারে।
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয়-গগনে বিমল তব মুখ-ভাতি।

[ভয়েরোঁ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১]

---

১৬৭ হেরি তব বিমল মুখভাতি, দূর হ'ল গহন দুখ-রাতি !
ফুটিল মন প্রাণ মম তব চরণ লালসে, দিনু হৃদয়কমলদল পাতি।
তব নয়ন-জ্যোতি-কণ লাগি, তরুণ রবি কিরণ উঠে জাগি।
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল, তব দরশ পরশ সুখ মাগি।
গগনতল মগন হ'ল শুভ্র তব হাসিতে, উঠিল ফুটি কত কুসুম-পাতি।
ধ্বনিত বন বিহগ-কলতানে, গীত সব ধায় তব পানে ;
পূর্ব গগনে জগত জাগি উঠি গাহিল, পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেমরস পান করি গান করি কাননে, উঠিল মন প্রাণ মম মাতি।

[ভৈরব, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৯ ; বৈতালিক ৫৭]

---

১৬৮ আজি শুভ শুভ্র প্রাতে কি বা শোভা দেখালে,
শান্তি-লোক জ্যোতি-লোক প্রকাশি !
নিখিল নীল অম্বর বিদারিয়া দিক্ দিগন্তে,
আবরিয়া রবি-শশী-তারা, পুণ্য মহিমা উঠে বিভাসি।

[দেও-গান্ধার, চৌতাল]

---

১৬৯ আঁধার রজনী পোহাল, জগত পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত-কিরণে মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।
জগত নয়ন তুলিয়া, হৃদয় দুয়ার খুলিয়া,
হেরিছে হৃদয়-নাথেরে আপন হৃদয়-আলোকে।
প্রেমমুখহাসি তাঁহারি পড়িছে ধরার আননে,
কুসুম বিকশি উঠিছে, সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে, দশ দিক্ ফুটে উঠিছে,
জননীর কোলে যেন রে জাগিছে বালিকা বালকে।
জগত যে দিকে চাহিছে, সে দিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী, হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে,
নবীন জীবন লভিয়া জয় জয় উঠে ত্রিলোকে।

[পট্, একতালা]

---

১৭০ তব শান্তি-অরুণ শান্ত করুণ কনক-কিরণ-পরশে,
জাগে প্রভাত হৃদি-মন্দিরে, চরণে নমিয়া হরষে।
আরতি উঠে বাজিয়া ধীরে, সৌরভ ছুটে মৃদু সমীরে,
প্রেম-কমল হাসে, ভাসে শান্ত-মরম-সরসে।
সংশয় দ্বিধা তর্ক দ্বন্দ্ব, দূরে যায় বিমলানন্দ-পানে,
জ্ঞান-নয়ন সফল, প্রীতি-অশ্রু বরষে।

[বারোঁয়া, একতালা]

১৭১ ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু, আসিনু তব পাশে।
আঁখি ফুটিল, চাহি উঠিল, চরণ-দরশ-আশে।
খুলিল দ্বার, তিমির-ভার দূর হইল ত্রাসে;
হেরিল পথ বিশ্বজগত, ধাইল নিজ বাসে।
বিমল-কিরণ প্রেম-আঁখি সুন্দর পরকাশে;
নিখিল তায় অভয় পায়, সকল জগত হাসে।
কানন সব ফুল্ল আজি, সৌরভ তব ভাসে;
মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুপ প্রেম-কুসুম-বাসে।
উজ্জ্বল যত ভকত-হৃদয় মোহ-তিমির নাশে;
দাও নাথ প্রেম-অমৃত, বঞ্চিত তব দাসে।

মিশ্র ললিত, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৪।১]

১৭২ তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে, কেউ তা জানে না।
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে, কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মত এমন টানে কেউ ত টানে না।
বেজে উঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে উঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হ'তে দুয়ারে কর কেউ ত হানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সে গোপন-কথা কেউ ত আনে না।

১৭৩ নিশার স্বপন ছুট্‌ল রে, এই ছুট্‌ল রে, টুট্‌ল বাঁধন, টুট্‌ল রে।
রইল না আর আড়াল প্রাণে, বেরিয়ে এলেম জগতপানে,
হৃদয়-শতদলের সকল দলগুলি এই ফুট্‌ল রে, এই ফুট্‌ল রে!
দুয়ার আমার ভেঙে শেষে, দাঁড়ালে যেই আপনি এসে,
নয়ন-জলে ভেসে হৃদয় চরণ-তলে লুট্‌ল রে!
আকাশ হ'তে প্রভাত আলো আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙা কারার দ্বারে আমার জয়ধ্বনি উঠ্‌ল রে, এই উঠ্‌ল রে!
[মিশ্র টোড়ি, দাদ্‌রা। গীতলিপি ২।১২ : বৈতালিক ৪৮]—১৮ ভাদ্র [illegible]

১৭৪ ভোরের বেলা কখন এসে, পরশ ক'রে গেছ হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে, কে সেই খবর দিল মেলে;
জেগে দেখি আমার আঁখি আঁখির জলে গেছে ভেসে!
মনে হ'ল, আকাশ যেন কইল কথা কানে কানে;
মনে হ'ল, সকল দেহ পূর্ণ হ'ল গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশির-নত, ফুট্‌ল পূজার ফুলের মত,
জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেল অসীম দেশে।
[গীতলেখা ১।১৯]—৯ই ভাদ্র ১৩২০ বা (১৩১৭)

---

১৭৫ আলোয় আলোকময় ক'রে হে এলে আলোর আলো!
আমার নয়ন হ'তে আঁধার মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ, সকল ধরা, আনন্দে হাসিতে ভরা,
যে দিক পানে নয়ন মেলি, ভালো, সবি ভালো।

তোমার আলো গাছের পাতায় নাচিয়ে তোলে প্রাণ ;
তোমার আলো পাখীর বাসায় জাগিয়ে তোলে গান।
তোমার আলো ভালবেসে পড়েছে মোর গায়ে এসে,
হৃদয়ে মোর নির্ম্মল হাত বুলালো বুলালো।

[ভৈরোঁ, তেওরা। গীতলিপি ২।৭ ; বৈতালিক ২৭]—২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬ বাং

১৭৬ এই ত তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়-হরণ!
এই যে পাতায় আলো নাচে সোণার বরণ!
এই যে মধুর আলস ভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে,
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ!
প্রভাত আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে,
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে!
তোমারি মুখ ওই নুয়েছে, মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ।

[মিশ্রবিভাস, ঠুংরি। গীতলিপি ৩৬ ; বৈতালিক ২৮]—১৮ ভাদ্র ১৩১৬ বাং

১৭৭ আজিকে মধুর সুবিমল প্রাতে, মদন-বাঁশরী উঠিল বাজিয়া!
আজি নামে তব, ওহে প্রিয়তম, শত নব গান উঠিছে ফুটিয়া।
তোমারি মধুরে সকলি মধুর, তব পুণ্যগন্ধ পড়িছে ঝরিয়া,
সুমন্দ বাতাস তোমারি নিশ্বাস, দিতেছে আমারে পাগল করিয়া।

[গান্ধারী টোড়ি, ঝাঁপতাল]

১৭৮ প্রভাতে বিমল আনন্দে, বিকশিত কুসুম গন্ধে,
বিহঙ্গম-গীত-ছন্দে, তোমার আভাস পাই !
জাগে বিশ্ব তব ভবনে, প্রতিদিন নব জীবনে,
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে, খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে,
বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি।
চারিদিকে করে খেলা, বরণ-কিরণ-জীবন-মেলা ;
কোথা তুমি অন্তরালে, অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায় !
অন্ত তোমার নাহি নাহি।

[গুর্জরী টোড়ি, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১]

১৭৯ ও হে দীন-দয়াময়, মানস-বিহঙ্গ সদা চায়,
প্রাণ খুলে মনের সাধে ডাকি হে তোমায়।
ওহে তরুগণ শাখা পরে, পাখিগণ গান করে, কেমন মোহন গুণ গায় হে.
কি বা প্রভাত-সমীরণ, বহে মৃদু মন্দ ঘন, ভগবত-প্রেম বিলায় হে !
ওহে মনের হরষে আজি নবসাজে সবে সাজি প্রেমগুণ গানে মাতায় হে.
তব গুণ গাওত, প্রাণ মন নাচত, পাগল করল সবায় হে !
ও হে চিত্ত-বিনোদন, ভকত-জীবন, সদা বাঁধা রব তব পায় হে ;
যাচত প্রেমদাস, পূরাও হে মন-আশ, তুঁহি মম জীবন সহায় হে !

[প্রভাতী, ঠুংরি]

১৮০ জয় করুণাময়, ধন্য প্রভু, তব মহিমা অগম্য অপার !
হেরি এ কি শোভা আজি নয়নে, তুলনা নাহিক তাহার।
কি সুখে প্রকাশিল আজি দিনমণি, বিনাশিল অন্ধকার ;
যাহার কিরণে তব জ্যোতি শোভে, নাশে যাহে হৃদয়-আঁধার !
মোহনভাতি তব পুষ্পে প্রকাশিত, বিহগে গাইছে তব নাম,
প্রকৃতি পুলকে সাজিছে চরণে তোমার।

রামকেলি, কাওয়ালি]

১৮১ নির্ম্মল প্রভাতে তোমারে ডাকি,
সাড়া দাও, সাড়া দাও, জুড়াও দু আঁখি !
এস চির-বাঞ্ছিত শুষ্ক জীবনে, বিকশিত কর প্রাণ প্রেম-প্লাবনে,
শুভ্র হ'য়ে সুন্দর হ'য়ে তব পায়ে ফুটে থাকি।
সব কথা সব কাজ, স্নেহ-প্রীতি বাধা-লাজ, তোমা দিয়ে সব ঢাকি।
[যোগিয়া-ভৈরবী, ঠুংরি। স্বরলিপি, "স্বপন-খেয়া" পুস্তকে]

১৮২ জয় ভব-কারণ, জগত-জীবন, জগদীশ জগতারণ হে !
অরুণ উদিল, ভুবন ভাসিল, তোমার অতুল প্রেমে হে !
বিহঙ্গমগণ, মোহিয়ে ভুবন, কাননে তব যশ গায় হে !
সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাৎপর, তব ভাব কে বুঝিবে হে !
হে জগত-পতি, তব পদে প্রণতি, এ দীনহীন জনার হে।

ভৈরব, ঠুংরি]

পূজার আয়োজন ।

১৮৩ তুমি কি গো পিতা আমাদের ?
ওই যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের !
ওই যে নয়নে তব অরুণ-কিরণ নব,
বিমল চরণতলে ফুল ফুটে প্রভাতের !
ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া ?
হৃদয়ের ফুল গুলি, যতনে ফুটায়ে তুলি,
দিবে কি বিমল করি, প্রসাদ-সলিল দিয়া ?

[ভৈরব, কাওয়ালি]

---

১৮৪ জননি, তোমার করুণ চরণখানি,
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণ রূপে ।
জননি, তোমার মরণ হরণ বাণী,
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে ।
তোমারে নমি হে সকল ভুবন-মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে,
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি,
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে ।

[খুপকেলি, নব পঞ্চতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১]—১৩১৫ সাঃ (১৯০৮)

---

১৮৫ প্রাতঃ সময়ে, নাথ, ডাকি হে তোমারে,
পূজিব তোমারে, নাথ, প্রেম ভক্তি উপহারে।
তব নাম গানে মাজি হৃদয়-মন্দিরে,
ডাকি নাথ, এস নাথ, উর নাথ, কৃপা ক'রে ;
তৃষাকুল প্রাণ চাহে প্রাণারাম দেবতারে।
রূপ-রস-গন্ধ-হীন অনন্ত সাধনা,
ধ্যান-গম্ভীর প্রাণে আনন্দময়ী বিভাবনা ;
সকলই সফলা হয় পাইলে তোমারে,
প্রাণের পিয়াসা, নাথ, তোমা বিনা কে নিবারে ?
[যোগিয়া, ঝাঁপতাল]

১৮৬ ইঙ্গিতে তোমার প্রভু সুপ্রভাত দেখা দিল।
না জানি কি মহামন্ত্রে বসুধারে জাগাইল !
বসুধা জননী-কোলে, প্রাণিগণ শুয়ে ছিল
জাগরিত হ'য়ে সবে অমৃত নীরে ভাসিল !
সাজাইলে বসুধারে, কি বা বেশে সুমোহনে,
মাতারে প্রফুল্ল হেরি প্রফুল্ল সন্তানগণ ;
নাচিছে গাইছে সবে, আনন্দে সবে মাতিল,
সসন্তান বসুমাতা তব গীত আরম্ভিল।
[ললিত, আড়াঠেকা]

১৮৭ জয় জয় জগদীশ, জগতের প্রাণ হে,
জাগিয়ে প্রকৃতি করে তব গুণ গান হে।
উদিল তরুণ ভানু উজলি গগন হে,
মহিমা-কিরণ তব ছাইল ভুবন হে।
প্রকৃতির মাঝে হেরি তব প্রেমানন হে,
বিমল আনন্দ-নীরে ভাসে প্রাণ মন হে।
শতকণ্ঠে পাখীগণ গাইছে কাননে হে,
হেন কালে থাকি মোরা নীরব কেমনে হে?
প্রকৃতির সনে করি তব নামগান হে,
ডাকি প্রাণনাথ বলি, খুলি মন প্রাণ হে।
জয় জয় প্রাণাধার, করুণা-নিধান হে,
পাপ-তাপ-হারী তুমি, অমৃত-সোপান হে।
প্রীতির কুসুমগুলি তুলেছি যতনে হে,
উপহার দিব নাথ, প্রণমি চরণে হে।

[ভৈরব, ঢেপ্‌কা]

---

১৮৮ এস হে হৃদয়ে হৃদয়-বিহারী!
প্রীতি-কুসুমে ছাইব হে চরণ তোমারি।
পূরব গগনে ভানু বিরাজিল, অন্ধকার বিনাশিল,
তোমা বিনে আঁধার হৃদাকাশ ;
নাশি তিমির হও প্রকাশ, প্রাণে আমারি।

বিহঙ্গমগণ হেরি তপন-কিরণ শতকণ্ঠে ধরিল সুতান ;
প্রেম-রবি হে,তব মুখ নেহারি গাইবে আজি প্রাণ-বিহঙ্গ আমারি।
হৃদি-সরসী-মাঝে প্রীতি-কুসুম ফুটিবে, মন ভৃঙ্গ তব নাম ঝঙ্কারিবে।
এস হে প্রাণসখা, দিয়ে প্রেম-বারি যতনে ধুইব চরণ তোমারি।
[যোগিয়া, মধ্যমান]

২৮৯ সযতনে বিছায়েছি হৃদয়-আসন ;
বড় আশা, তুমি এসে বসিবে আজি প্রাণধন !
প্রীতির কুসুম তুলি, রেখেছি যতনে তুলি,
বড় সাধ প্রাণেশ্বর, এসে কর হে গ্রহণ।
তব রূপ অতুলন, দেখাও হে হৃদয়-ধন,
হেরি রূপ মনসাধে ভরি নাথ দুনয়ন।
তুষিত চাতক সম, হয়ে আছে প্রাণ মম,
মিটাও পিয়াস, করি কৃপাবারি বরিষণ ;
সংসারের যাতনায়, মন প্রাণ দগ্ধপ্রায়,
(এসে) ঢাল ঢাল প্রেম-সুধা, জুড়াক আজি প্রাণমন।
এস তবে প্রাণসখা, প্রাণ আকুল পেতে দেখা,
সুখ-তরঙ্গ তোল, প্রাণে দিয়ে দরশন ;
সুখের তরঙ্গে সেই, প্রাণেরে ভাসিয়ে দেই,
ভুলে যাই দুঃখ শোক, এই মনে আকিঞ্চন।
[পিলু খাম্বাজ, আড়াঠেকা]

১৯০ দেখা দেও আঁখি-রঞ্জন, হৃদিমাঝে হৃদয়েশ !
প্রেম-জনন প্রসন্ন-বদন হেরি নিমেষ।
নরনারীগণ আনন্দ-অন্তরে,
যশ-তোম্বুর তব, হে মহেশ, ঝঙ্কারে অবিরত দশ দিশ।
শুদ্ধসত্ব হিরণ্ময় মানস-আসন পাতি তোমারে দিব, পরমেশ.
ভক্তিচন্দনে চর্চ্চিব চরণ, প্রেমের হারে বাঁধি তোমারে,
পালিব তব আদেশ।

[ভৈরব, চৌতাল]

---

১৯১ তুমি আমার জীবন-ধন, জীবন-সহায়,
কেন তোমায় ভুলে, ভুলি সংসারের মায়ায় ?
সংসারের প্রলোভনে, তোমায় যে ভুলি না মনে,
নিয়ত রাখিব প্রাণে কেমনে তোমায় ?
বাসনা করেছি মনে, থাকিব তোমার সনে,
বসা'য়ে হৃদয়াসনে, পূজিব তোমায়।
হে বিভু করুণা ক'রে, এস হে হৃদিমন্দিরে,
দেখি তোমায় পরাণ ভ'রে, জীবন-সহায়।
অবাক হইয়ে র'ব, বাক্য-ব্যয় না করিব,
তোমাকে দেখিতে পাব, আছি এ আশায়।

[ভৈরবী, ঠেকা]

---

১৯২ কি দিয়ে পূজিব নাথ, হেন কি ধন আছে ?
সবে ধন পাপ মন, অপবিত্র রয়েছে !
আমি অতি দীন হীন, আমি কোথায় কি পাব, নাথ ?
সকলি তোমারি দেওয়া, লও হে তোমার যা ইচ্ছে।

[পাড়া-ভৈরবী, যৎ]

১৯৩ আমার বলিয়া মনে করি যাহা, দেখি সে সবই তোমার।
কি দিয়া তবে পূজিব হে আমি, কি আছে বল আমার, (নাথ)।
তোমারি এ ধন, দেহ প্রাণ মন, সঁপিনু শ্রীপদে, কর হে গ্রহণ ;
বারিধি হইতে বারিদ যেমন ঢালে তাহে বারিধার।
অন্য কোন ধন নাহি প্রয়োজন, স্মৃতি-পথে জেগে থেকো অনুক্ষণ,
একমাত্র তুমি হৃদয়ের ধন, নিত্য সত্য, নির্ব্বিকার ;
তব আবির্ভাব থাকিলে স্মরণে, কি ভয় ভাবনা বিপদ মরণে,
রেখো দাসে স্থান দিয়ে ও চরণে, এই ভিক্ষা বার বার।

[কানাইয়া, একতালা]

১৯৪ ও হৃদয়নাথ, এস হে হৃদয়াসনে।
আকুল প্রাণে ডাকি হে তোমারে, দরশন দাও হে !
তব পদ ছাইব প্রেমের কুসুমে, কি দিব আর তোমায় হে।

[ধোরিয়া, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৬৭]

১৯৫ (প্রভু) পূজিব তোমারে আজি, বড় আছে আকিঞ্চন,
হৃদয়-কপাট খুলি পেতেছি মন-আসন।
ভক্তির গেঁথেছি হার, দিব আজি উপহার,
প্রেমের চন্দন-ছিটা, এই মাত্র আয়োজন।
নয়নের অশ্রু দিয়ে ধোব হে তব চরণ,
জানি তুমি দয়াময়, ভক্তে দিবে দরশন ;
এস তবে দীনবন্ধু, এস করুণার সিন্ধু,
বিতরি প্রসাদ-বিন্দু সফল কর জীবন।

[রামকেলি, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৫ ১০৪]

১৯৬ হায়, কি দিব বল হে চরণে তোমার !
দীন দুঃখী পাপী আমি, কি আছে আমার !
না জানি অর্চনা স্তুতি, নাহিক তোমাতে মতি,
হৃদয়ে কিছুই নাই দিতে উপহার।
ভাসিয়ে নয়ন-জলে ডাকি দয়াময় ব'লে,
এস হে দয়ার নিধি, হর' দুখ-ভার।

[ভৈরবী, খং]

১৯৭ প্রাণ-সখা হে, আমার হৃদয়-মাঝে দাও হে দরশন।
সফল করি, হে নাথ, হেরি তোমারে জীবন।
মোহ-কোলাহলে, থাকি যে তোমায় ভুলে,
জানিতে পারি না প্রভো, তুমি কি পরম ধন !

যদি আজ কৃপা ক'রে, ভূষিত করিলে মোরে,
দেখিবারে অনুপম রূপ ভুবনমোহন ;
দাও তবে জ্ঞান-আঁখি, দেখি হে তোমায় দেখি,
মোহাঁধার হই হে পার, পাই হে নবজীবন।

[বিভাস, একতালা]

---

১৯৮ হে সুখকারী, ভবদুখহারী,
পূজিতে তোমারে, আজি তব দ্বারে, এসেছি কৃপার ভিখারী।
বরষিছ কত দয়া, পলকে পলকে প্রভু, জীবনে ভুলিতে কি পারি!
স্মরিয়ে দয়া তব, আঁখি প্রেম-বারি ফেলিব চরণে তোমারি!
পাসরি সব দুখ, মোহন মূরতি তব হবে হৃদিমাঝে নেহারি ;
ভাসিব আনন্দে, হেরি অনিমেষে, সেই মূরতি তোমারি।
পাপী জনে প্রভু, কোলে লইতে তব, আছ হে বাহু প্রসারি ;
আশা করি তাই আসিলাম তব ঠাঁই, লও সন্তানে তোমারি।

[খাম্বাজ, ঠুংরি। সুর, "বিহগ স্বাগ বন"]

---

১৯৯ প্রেমের হার তোমায় দিয়ে পূজিব যতনে।
তুমি মম ভরসা সংসার-তাপে, সকলি নীরস তোমা বিহনে,
পাপ তাপ নাশি দেখা দাও আমারে।

[বাহার, আড়াঠেকা]

---

২০০ পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস, এস মনোরঞ্জন !
আলোকে আঁধার হউক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ণ,
কর গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন ।
সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া, তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি
জ্যোতির্ম্ময় তোমার প্রকাশে, শশী তপন পায় লাজ,
সকলের তুমি গর্ব্ব গঞ্জন ।

[ইমনকল্যাণ, চৌতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।২৬]

২০১ এস হে মন-মন্দিরে ; নির্জ্জনে বসিয়ে দেখি চরণ-কমলে ;
দূর হবে পাপ তাপ, না রহিবে মনস্তাপ,
জীবন কৃতার্থ হবে, পাইলে তোমারে ।
মোহ-আঁধার ঘুচিবে, মৃত ভাব না রহিবে,
উৎসাহে পূর্ণ হইব, তোমা' ' প্রকাশে ;
অসম্ভব দেখি যাহা, সম্ভব হইবে তাহা,
হইলে দয়া তোমার, তাই ডাকি কাতরে ।

[বেহাগ, আড়া]

ঈশ্বরের বিবিধ স্বরূপের সমাবেশ

২০২ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং,
শান্তং শিবমদ্বৈতং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌

নিত্য সত্য পরমকারণ, জগদাশ্রয় জগত-জীবন,
পরমজ্ঞান চৈতন্য-ঘন, অগম্য, অসীম, অপার।
প্রাণারাম প্রাণরমণ, প্রাণেশ্বর হৃদি-ভূষণ,
পূর্ণানন্দ পূর্ণপ্রেম, পরিপূর্ণং পরিপূর্ণং!
শুদ্ধ শান্ত চির-গম্ভীর, রাজেশ্বর দয়াসাগর,
পতিত-পাবন ভকত-প্রাণ, পুণ্যজ্যোতি পুণ্যাধার।
[জয়জয়ন্তী, চৌতাল]

২০৩ নিত্য সত্য পরম ব্রহ্ম, তুমি হে পরম জ্যোতি ;
অন্তর্যামী অন্তরাত্মা, তুমি হে জগত-পতি।
তুমি অনাদি তুমি অনন্ত, তুমি আনন্দ তুমি অমৃত,
তুমি হে শিব, তুমি হে শান্ত, হৃদয়ে পরমা প্রীতি।
অদ্বিতীয় রাজ-রাজ, সর্ব্বভূতে তুমি বিরাজ ;
তুমি হে মুক্ত, তুমি হে শুদ্ধ, জীবের পরমা গতি।
[ইমনমিশ্র, চৌতাল]

---

২০৪ তুমি সত্য সারাৎসার বিশ্ব-প্রাণ, তুমি অরূপ চৈতন্য দিব্যজ্ঞান;
তুমি অনন্ত অপার পরব্রহ্ম, তুমি আনন্দ অমৃত প্রেমঘন।
তুমি শান্তরূপ, শান্তি-সুধাকর, তুমি সুন্দর মঙ্গল বিঘ্নহর।
তুমি এক অদ্বিতীয় বিশ্বপতি, তুমি চির পাবন জীবের গতি।
[খাম্বাজ জংলা, ঠুংরি]

২০৫ তুমি সত্য, তুমি জ্ঞান, তুমি অনন্ত, তুমি মহান্,
অতুল আনন্দ শান্তি অমৃতের প্রস্রবণ !
তুমি মঙ্গল-আলয়, অনন্ত করুণাময়,
অদ্বিতীয় রাজ-রাজ, নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন !
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা,
তোমারি প্রসাদে, নাথ, পেয়েছি এ দেহ মন।
পিতা মাতা বন্ধু সব পেয়েছি প্রসাদে তব,
হে বিভু করুণাসিন্ধু, তব দয়া অতুলন।

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

---

২০৬ তুমি জ্ঞান, প্রাণ, তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে, তুমি দীনশরণ, তুমি শুদ্ধ নিরঞ্জন।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতিঃ স্বরূপ, তুমি সচ্চিদানন্দ।
তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম, তুমি অমৃত-সেতু, তুমি অগম্য অপার
প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত, অনাদি অদ্ভুত কারণ, তুমি সকলের মূলাধার।

[কল্যাণ, চৌতাল]

---

২০৭ আদিনাথ প্রণবরূপ সম্পূরণ,
দাও হে তব প্রসাদ, শান্তি-সিন্ধু, মহেশ, সকল-গুণ নিধান !
অযুত লোক, অকথিত বাণী তোমারি হে,
মোহন রব অনুপম পূরে মহাগগন, ভাবে মোহি জগজ্জন।

অনুপম, অবিনাশী, অনন্ত, অগম্য, অপার,
সুন্দর, অতি অপূর্ব্ব-ভাতি, নিরঞ্জন;
সকল-রূপ-কারণ, সকল-দুঃখ-নিবারণ,
তারণ, ভয়-ভঞ্জন, সুর-নর-মুনি-বন্দন।
[ইমনকল্যাণ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৭২]

২৩৮ সকল-মঙ্গল-নিদান, ভব-মোচন, অরূপ, চেতন রূপে বিরাজো
তুমি অক্ষত, অমৃত পুরুষ, বিশ্বভুবনপতি, সুন্দর অতি অপূর্ব্ব।
জীব-জীবন, দীন-শরণ, দুখ-সিন্ধু-তারণ হে।
কৃপা বিতর কৃপা-সাগর, তার ভব অন্ধকারে;
অতুলন, শাশ্বত আনন্দ, তুমি জগজ্জীবন,
আকুল-অন্তরে তোমারে চাহে।
পরমব্রহ্ম পরমধাম, পরমেশ্বর সত্যকাম,
পরম শরণ, চরণ শান্তি, তুমি সার।
[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১১।১০]

২৩৯ পরব্রহ্ম, সত্য সনাতন, অনাদি, জগত-গুরু, স্মরণ হরে হরে!
প্রাণাধার অখিল-পিতা হে, দীন দয়াল প্রভু, স্মরণ হরে হরে!
পরম শরণ প্রভু দীনসখা হে, তু' বিনা কে ভবে ত্রাণ করে?
সুখদায়ক দুখভঞ্জন স্বামী, কে এমন পরমধন ত্রিভুবন চরাচরে!
[সোহাগড়া, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৮৬]

তুমি সত্য, তুমি স্রষ্টা।

২১০ জয় জীবন্ত জাগ্রত ব্রহ্ম জলন্ত পাবন!
তুমি দেবদেব (হে) মহাদেব সত্য সনাতন!
জড়জীব একতানে, নানা ভাবে নানা স্থানে,
তোমার মঙ্গল-নাম করিছে কীর্ত্তন।
গম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি, সর্ব্বগত গূঢ় শক্তি,
মহাতেজ আদি জ্যোতি, কারণ-কারণ ;
আমার জীবন-স্বামী, এই ত সম্মুখে তুমি,
দেহি, নাথ, দীনজনে অভয় চরণ।

[পরজ. যৎ]

২১১ সত্যং শিব সুন্দর দেব, চরাচরে তব রূপ অতুলন।
জ্যোতির্ম্ময়, হৃদয়ে চিন্ময়, বিশ্বভুবনে বিশ্বজীবন!
যুগ যুগান্তর, অনন্ত অম্বর, বিপুল আধারে মগ্ন নিরন্তর,
নিখিল-উদ্ভব-বিলয়-বিপ্লব সত্তা-সিন্ধুনীরে বিম্ব-সমান!
মহা সিংহাসনে রাজ অধিরাজ, মহিমা-মাঝারে করিছ বিরাজ,
বর্ণিতে প্রভাব, অতুল বৈভব, রবি চন্দ্র হারে, গ্রহ তারাগণ!
অসীম গগন, পরমাণু ক্ষুদ্র, অকূল অতল রহস্যসমুদ্র,
মন আত্মহারা, বচন দরিদ্র, সেই জ্ঞান-সিন্ধু করিতে ধারণ।

[ভৈরবী, চৌতাল]—১৯০১

২১২ তুমি সত্য, নিত্য, ধ্রুব, জগতের প্রাণধন ;
নিত্য নব ভাবে দেখাও, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
দেখিয়ে রূপমাধুরী, জগতের নর নারী
তোমাতে নির্ভর করি, সঁপিতেছে প্রাণ মন।
দেখিতে সত্যের পথ, বাধা বিঘ্ন শত শত ;
অকিঞ্চনে রাখ, নাথ, লয়েছে তব শরণ।
তুমি দুর্ব্বলের বল, কি আছে সম্বল বল !
ব্রহ্মকৃপাহি কেবল, এই বলে বলী জীবন।

[ঝংলাট, ঠুংরি]

২১৩ সত্য তুমি, শক্তি তুমি, ভক্তি তুমি আমার প্রাণে।
আর চাহি না যুক্তি প্রমাণ, জ্ঞান বিজ্ঞান আর বেদ পুরাণে
আমার হ'য়ে আছ তুমি, তোমার হ'য়ে আছি আমি,
তাই তো দেখি দিনযামিনী প্রাণ টানে ঐ তোমার পানে।
চির-বন্ধু, সাথের সাথী, জীবন-রথের তুমি রথী,
জীবন চলে নিরবধি তোমারি শাসন-বিধানে।
নান্যঃ পন্থা তোমা বিনা, গতি মুক্তি আর জানি না,
আমারে আমি চিনি না, তোমার সাধন ভজন বিনে।

[বিভাসমিশ্র, একতালা]

২১৪ মূলে তুমি, ফুলে তুমি, রসে গন্ধে আনন্দে ।
শোভা সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য, তুমি মহিমা-ছন্দে ।
অচিন্ত্য অপূর্ব্ব নব বিচিত্র বিকাশ তব ;
দেখি আর ডুবি আমি তোমার স্বরূপ অনন্তে !
আমার প্রাণে তোমার প্রীতি, জাগায় নিত্য নূতন গীতি ;
(তাতে) নাহি শব্দ, হৃদয় মুগ্ধ, আঁখি ঝরে একান্তে ।
[বিভাসমিশ্র, একতালা]

---

২১৫ সারাৎসার নিত্য সত্য ধ্রুব-জ্যোতি তুমি !
অগম্য অপার ব্রহ্ম, অন্তশ্চক্ষু অন্তর্যামী !
মহান্ অনন্ত তুমি, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি,
তুমি মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ বদ্ধ জীব আমি ;
তুমি প্রাণ আমি প্রাণী, হৃদয়ের স্বামী ;
পরম চৈতন্য-রূপে জাগিছ দিবস যামী ।
[কালাংড়া মিশ্র, মধ্যমান]

২১৬ প্রথম আদি তব শক্তি, আদি পরমোজ্জ্বলজ্যোতি তোমারি হে,
গগনে গগনে ! তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ,
জাগিছে নব নব রসে হৃদয়ে মনে ।
তোমার চিদাকাশে ভাতে সূর্য্যচন্দ্রতারা, প্রাণ-তরঙ্গ উঠে পবনে ।
তুমি আদিকবি, কবিগুরু তুমি হে, মন্ত্র তোমার মন্ত্রিত সব ভুবনে ।
[মোহিনী, সুরফাঁক্তা । গীতলিপি ৪।৩৫]

২১৭ প্রথম-কারণ, আদি কবি, শোভন তব বিশ্ব-ছবি ;
তটিনী, নিঝর, ভূধর, সাগর, সব কি সুন্দর নেহারি !
রবিচন্দ্র দীপ জ্বলে, তারকা মুকুতা ফলে, সুরভিকুসুম কুঞ্জকানন
আহা কেমন মনোহারী !
বর্ণিবার কি শকতি, দিশি দিশি সৌন্দর্য্য ভাতি ;
যুগে যুগে জীব অগণন,মহিমা তব করে কীর্ত্তন,ভাবে মগন নরনারী।
[শুক্ল বেলাওল, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪৯]

২১৮ বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, গায় সকল জগতবাসী !
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণনিধান, পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী !
না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি,
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি !
রবি চন্দ্র পরে জ্যোতি তোমার হে, আদি জ্যোতি কল্যাণ ;
জগতপিতা জগতপালক তুমি, সকল মঙ্গলের নিদান।
[আশা. ঠুংরি]

২১৯ সুপবিত্র মহাতীর্থ এ বিশ্বধাম !
প্রতি পরমাণু-মাঝে জ্বলে ব্রহ্মনাম।
ব্যাপী সর্ব্বাধার তুমি ভগবান,পদে পদে তব পদে করি হে প্রণাম !
স্থলে অন্তরীক্ষে তুমি বর্ত্তমান, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পুরুষ মহান্ ;
ভূত-অন্তরাত্মা হে প্রাণারাম,গায় তব যশ সুরনরে অবিরাম।
[সিন্ধু. একতালা]

২২০ তার হে দীনবন্ধু দয়াল, পাতকী-জন-তারণ।
এই যে দেখিছি সুরম্য ভুবন, কিছুই ইহার নহে পুরাতন;
ইচ্ছা তব হ'ল, সৃজিলে বিশ্ব, জয় দেব ভব-কারণ।
তোমার রচনা নিরখি নয়ন সুখ-নীরে সদা করে সন্তরণ,
আদি কবি তুমি, অনাদি নাথ, জয় দেব জগ-জীবন।
নিশীথে দিবসে তোমার গুণ, গায় চন্দ্র তারা তপন পবন,
গায় হে তোমারে জলদ-জাল, জয় দেব দুঃখনাশন।
তরাইতে পাপী বিনা শ্রীচরণ, কি আছে হে আর, হে ভয়-হরণ
ডুবে পাপার্ণবে ডাকি হে তোমায়, জয় দেব জীব-পাবন।
[ঝিঁঝিট, একতালা]

২২১ এ জগতের মাঝে যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।
বিবিধ বরণে বিভূষিত ক'রে তদুপরি তব নামটি লিখেছ!
পত্র-পুষ্প-ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয়, তোমার 'দয়াল' নামটি লেখা;
'সুন্দর' নামে নামাঙ্কিত পাখীর পাখা,
'প্রেমানন্দ' নাম নয়নে লিখেছ!
চন্দ্রাতপ-তুল্য গগনমণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝলমল,
তার মাঝে ইন্দু ক্ষরে সুধা-বিন্দু,
'সুধাসিন্ধু' নাম তায় অঙ্কিত করেছ!

জীবনে লিখেছ 'জগত-জীবন,'
পবন-হিল্লোলে হয় দরশন ;
জ্বলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
'জ্যোতির্ম্ময়' নামে জগৎ প্রকাশিছ।
প্রস্তরে ভূস্তরে যাবৎ চরাচরে,
'সর্ব্বব্যাপী' নাম লিখেছ স্বাক্ষরে,
লেখা দে'খে তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে,
লেখার মতন কেন দেখা না দিতেছ ?

[বিভাস, একতালা]

২২২ নয়ন-রঞ্জন তুমি, ভুলিতে কে পারে !
যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি হে তোমারে।
অনল অনিলে জলে, জ্যোতির্ম্ময় নভস্তলে,
শোভিছে তোমার নাম জলদ-অক্ষরে।
আঁধারে ঘেরিলে ধরা, তবু তোমায় যায় গো ধরা
প্রকাশে তোমার জ্যোতিঃ হৃদয়-মাঝারে।
জগত-জীবন তুমি, তুমি আত্মার স্বামী,
জল ছাড়ি মীন কভু থাকিতে কি পারে ?
যোড়-করে ভিক্ষা করি, যদি হে ভ্রমে পাসরি,
ভুল না, জীবন-ধন, দীনহীন কাতরে।

[খাম্বাজ, ধামার]

তোমার বিচিত্র প্রকাশ।

২২৩ কত ভাবে বিরাজিছ বিশ্ব মাঝারে!
মত্ত এ চিত তবু তর্ক বিচারে!
নিত্য নিয়তি-বলে বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
শ্যাম বিটপি দলে সুরসাল ফুল ফলে;
পাখী গাহে, ফুল ফোটে, তটিনী বহিয়া যায়,
দ্বিধাহীন অনুভূতি হৃদয়ে রহিয়া যায়;
স্তম্ভিত চিত পায় জ্যোতি আঁধারে।
অসীম শূন্যতলে সৌরজগত কত,
ভ্রান্তিহীন, ভ্রমে চির-চিহ্নিত পথ;
রুগ্ন শিশুরে ধরি জননী বক্ষোপরি
উষ্ণ কপোল চুমে; নয়নে অশ্রু, মরি!
বিশ্ব-দৃশ্য যত, "অস্তি" প্রচারে।

২২৪ কত স্থানে কত ভাবে করিছ বিহার! (হে নাথ
অনন্ত কীর্ত্তি তোমার অতি চমৎকার!
গভীর গিরি-কন্দরে, নির্ম্মল নির্ঝর-নীরে,
নির্জ্জন কাননে, উপবনের মাঝার!
বিশাল জলধি-জলে, প্রকাণ্ড ধবলাচলে,
সুনীল নভোমণ্ডলে, মহিমা অপার!

ভকত-হৃদয়-ধামে, সতীর পবিত্র প্রেমে,
তব প্রেম-আবির্ভাব করিছ বিস্তার।
ভাবুকের মন দে'খে অবাক্ হইয়া থাকে,
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে তোমায় করে নমস্কার।

আলাইয়া, একতালা] ডেরাদুন, কার্ত্তিক ১৭৯৫ শক (১৮৭৩)

২২৩ পূর্ণ-জ্যোতিঃ তুমি, ঘোষে দিনপতি,
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি,
বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি, চন্দ্রমা কহিছে তুমি সুশীতল।
উদ্বেলিত সিন্ধু তরঙ্গ উত্তাল প্রকাশে তোমারি মূরতি করাল,
মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল, শিশির কহিছে তুমি নিরমল।
পুষ্প কহে তুমি চির শোভাময়, মেঘবারি কহে মঙ্গল আলয়,
গগন কহিছে অনন্ত অক্ষয়, ধ্রুবতারা কহে তুমি অচঞ্চল।
নদী কহে তুমি তৃষ্ণা-নিবারণ, বায়ু কহে তুমি জীবের জীবন,
নিশীথিনী কহে শান্তি-নিকেতন, প্রভাত কহিছে সুন্দর উজ্জ্বল।
জ্যোতিষ কহিছে তুমি সুচতুর, মুক্তি তুমি, ঘোষে জ্ঞান-তৃষাতুর,
সতী-প্রেমে জানি তুমি সুমধুর, বিভীষিকা কহে পাপী অসরল।
অনুতাপী কহে তুমি ন্যায়বান্, ভক্ত কহে তুমি আনন্দনিধান,
সুখে শিশু করি মাতৃস্তন্যপান, প্রকাশে তোমারি করুণা অতল!

[ইমন, একতালা]

২২৬ সাধুর চিতে তুমি আনন্দরূপে রাজ',
ভীতিরূপে জাগ' পাতকীর প্রাণে ;
প্রেমরূপে জাগ' সতীর হিয়া মাঝে,স্নেহরূপে জাগ' জননী-নয়নে।
প্রীতিরূপে থাক প্রেমিক প্রাণে সখা,যোগি-চিতে চির-উজল আলোক;
অনুতপ্ত প্রাণে ভরসা-রূপে জাগ', সান্ত্বনারূপে এস যথা দুখ শোক।
দাতার হৃদে দাও করুণারূপে দেখা,
ত্যাগীর প্রাণে জাগ' বৈরাগ্য আকারে ;
কার্য্য কুশলের চিত্তে সফলতা,
জ্ঞানরূপে জাগ' মোহের আঁধারে।
(তবু) হেরিতে চাহি চোখে, শুনিতে চাহি কাণে,
কর-পরশ চাহি ; যেন তুমি স্থূল !
(এই) ভ্রান্তি নিয়ে সখা জীবন কাটিবে কি ?
ভাঙ্গিয়ে দিবে না কি এই মহাভুল ?

[মিশ্র বিভাস, কাওয়ালি]

২২৭ তুমি আমার প্রভাত-কুসুম-গন্ধ !
বিহগ মধুর কণ্ঠ তুমি, বিশ্ব-গীত-ছন্দ।
তরুণ অরুণ জ্যোতি তুমি, স্নিগ্ধ মলয় মন্দ,
শিশির-ধৌত কান্তি তুমি, হৃদয়ে চিদানন্দ।
স্নেহ-রঞ্জিত বদন তুমি, প্রণয়-হসিত নয়ন,
তুমি বিশ্ব প্রেম-মধু-পূরিত ভক্ত-হৃদ্-অরবিন্দ।

[রামকেলি, একতালা]

২২৮ নিকটে দেখিব তোমারে, করেছি বাসনা মনে।
চাহিব না হে, চাহিব না হে, দূর-দূরান্তর গগনে।
দেখিব তোমারে গৃহ-মাঝারে, জননী-স্নেহে, ভ্রাতৃ-প্রেমে,
শত সহস্র মঙ্গল-বন্ধনে।
হেরিব উৎসব-মাঝে, মঙ্গল-কাজে, প্রতিদিন হেরিব জীবনে।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্ত্তি তব, শোকে দুঃখে মরণে ;
হেরিব সজনে, নরনারী-মুখে, হেরিব বিজনে বিরলে হে,
গভীর অন্তর আসনে।

[রামকেলি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৫৫]

তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি বিধাতা।

২২৯ জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে।
তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়ে, সেই পায় অচল শরণ।
এক প্রথম তেজ সেই, একেরি অসংখ্য কিরণ,
কতই মঙ্গল জ্ঞান ধরম প্রীতি কান্তি ছায় ভুবন।
গায় তাঁহারে সর্ব্বলোক,মধ্যে সেই বিশ্বালোক,অন্ত কেহ নাহি পায়;
যাচি চরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা-আনন্দ,
আর কার দ্বারে যাব, তুমি সবার দারিদ্র্য-ভঞ্জন।

[ভৈরবী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৬৯]

২৩০ অতুল জ্যোতির জ্যোতি,
গ্রহ তারা চন্দ্র তপন, জ্যোতিহীন সব তথা।
এক ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভুবন,
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা, বিরচয়ে সতীর প্রেম,
জননী-হৃদয়ে করে বসতি।
অভ্রভেদী অচল-শিখর, ঘন নীল সাগরবর, যথা যাই তুমি তথা ;
রবি-কিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি,
তব কান্তি মেঘে ; সজন নগর, বিজন গহন, যথা যাই তুমি তথা।
[পরজ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১০২]

২৩১ অতুল জ্যোতি আধারে ;
বুঝিতে তোমারে জ্ঞান-বুদ্ধি হারে !
অতুল প্রতাপে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে, শশী তপন তব প্রহরী দুয়ারে
তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি মঙ্গল-নিধান,
তুমি রাজা, সবে প্রজা, অসীম সংসারে।
এ জীবন প্রাণ মন, তব করুণার দান,
তোমা বিনা এ জীবন দিব আর কারে ?
[বেহাগ, কাওয়ালি]

২৩২ আঁধার ঘরে এলে তুমি সকল আঁধার দূরে যায় ;
দেখে তোমার প্রসন্ন মুখ, বুক ভাসে আশায়।

কি অপূর্ব্ব আলোক তব, জাগায়ে চেতনা নব,
দূর ক'রে দেয় বিষাদ-ব্যথা, আনন্দে হাসায়।
মুছে যায় পাপের স্মৃতি, ঝঙ্কারে জয়-পুণ্য-গীতি,
হৃদয়-পুরে সুধার নদী সুখে ব'য়ে যায়;
জাগে কি এক নূতন জীবন, মিষ্ট মধুর হয় দেহ মন,
চোখে ভাসে বিশ্বরূপ অতুল শোভায়!

[ভৈরবী মিশ্র, কাওয়ালি]

২৩৩ নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে;
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ, তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে;
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর, সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কালপারাবার করিতেছ পার, কেহ নাহি জানে কেমনে!
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময়, তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি, যত জানি তত জানিনে;
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর, লোক-লোকান্তরে যুগ-যুগান্তর,
তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে।

[মিশ্র যোগিয়া, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৯৬; বৈতালিক ৪৬]

২৩৪ প্রভু, তুমি যখন দেখাও তোমাকে,
এ প্রাণ তখনই দেখিতে পায়।
ক্ষুদ্র জ্ঞান-প্রেমের অভিমানে কেহ কি তোমাকে পায় !
সূর্য্যকে দেখিতে হ'লে, কেউ কি কখনো প্রদীপ জ্বালে ?
তুমি প্রকাশিত হ'লে, জীবের আত্ম-জ্ঞান-জ্যোতি হারায়।
[সিন্ধু-কাফি, যৎ]

২৩৫ তোমার প্রীতি দিয়ে তুমি তোমার পূজা করাও আমায় !
তোমারি চৈতন্য এসে আমারি চেতনা জাগায়।
মুগ্ধ আমি মুক্ত তুমি, অণু আমি পূর্ণ তুমি,
(তাই) তোমার পানে দিনযামিনী আমার চিত্ত যেতে চায়
(নদী যেমন সাগর পানে ধায়) (শিশু যেমন মায়ের পানে ধায়)।
[ঝিঁঝিট মিশ্র, একতালা]

২৩৬ তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি অনন্ত করুণানিধান।
প্রকৃতিতে শক্তি, বিলয়, উৎপত্তি, চৈতন্যরূপে সদা বর্ত্তমান।
অন্তরে বাহিরে শৃঙ্খলা শোভা, আনন্দ আরাম, তুমি মনোলোভা;
অবিরাম-স্রোত, স্থির-যৌবন, প্রাণ, প্রগাঢ়, নিগূঢ়,তুমি হে ভগবান্ !
রূপ-রস-গন্ধ বিচিত্র বিকাশ, আলোক-জ্যোতি তোমারি প্রকাশ ,
অনন্তের বিকার এ বিশ্ব-বিধান, জয় জয় লীলাময় তুমি হে ভগবান্ !
[বিভাস (ভজন), কাওয়ালি]

২৩৭ কে গো অন্তরতর সে!

আমার চেতনা, আমার বেদনা, তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র, বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ, কত সুখে দুখে হরষে!
সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে, সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে!
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে, ডুবালে সে সুধা-সরসে।
কত দিন আসে, কত যুগ যায়, গোপনে গোপনে পরাণ ভুলায়;
নানা পরিচয়ে, নানা নাম ল'য়ে, নিতি নিতি রস বরষে।

[ইমনকল্যাণ, একতালা। গীতলেখা ২।৪৬]—৬ বৈশাখ ১৩১৯ বাং (১৯১২)

২৩৮ আমার সকল তুমি, সকল তুমি, সকলি ত তুমি!

(যেমন) কায়া ছেড়ে ছায়া নয় হে, তেম্‌নি তুমি আমি।
আমার বল তুমি, আমার বুদ্ধি তুমি,
(ও হে) তুমি প্রাণ, আমি প্রাণী, তুমি হৃদয়-স্বামী।
আমায় চালাও তুমি, তাই চলি আমি,
(চালায়) যন্ত্র যেমন যন্ত্রী, তেমন তোমার হাতে আমি।
সকল জানাও তুমি, তাই জানি আমি,
(ও হে) তুমি জ্ঞান আমি জ্ঞানী, তুমি অন্তর্যামী।
সুখশান্তি তুমি, ভূমানন্দ তুমি,
(আমার) অক্ষয় অভয় পদ অমৃতের খনি।

[বাউলের সুর, একতালা]

২৩৯ ব্রহ্ম, তুমি আমার জীবন-সঞ্চার !

তুমি আমার বাঁচা-মধ্বা,তুমি বিনে আমি অসার !

(প্রভু) তুমি যখন চাহিলে আমায়,

'কিছু-না' হইতে আমার হ'ল সমুদায় ;

এলেম তোমার আশে ধরা-বাসে, যাতে বসে রসের স্তুতার।

(প্রভু) তোমার সঞ্চারে হই সঞ্চার,

দেহ যেমন দেহী বিনা অসারের অসার ;

(এইরূপ) আমাতে সঞ্চরি তুমি সাধিছ সাধনা তোমার।

(প্রভু) আমি তোমার মায়ার পুতলি,

তোমার টানে নড়ি চড়ি, চলি কি বলি ;

(প্রভু) তুমি-প্রাণে আমি প্রাণী, তুমি বিনা প্রাণ কি আমার ?

(প্রভু) তুমি বুদ্ধি, আমি বুদ্ধিমান্,

তুমি ধর্ম্ম, ধার্ম্মিক আমি, এই ত আমি-জ্ঞান !

তুমি জীবন আমি জীবী, এই ত পরমায়ু আমার !

(প্রভু) তুমি যোগী যোগেরি আকর,

আত্মা-রূপে যোগ সাধনা কর নিরন্তর ;

(তুমি) অনন্ত জীবনে আছ, যোগ ভাঙ্গে হেন সাধ্য কার ?

(প্রভু) এই যে আমি বলি 'কিছু নই',

কিন্তু তুমি হ'লে আমি সকল-কিছু হই ;

তখন ষড় রিপু বলি যারে, সে করে বান্ধবের আচার।

[তাল ঠুংরি। সুর—"মন যাবি রে সাধুর বাজারে"]

২৪০ তুমি প্রাণ,আমার প্রাণের প্রাণ,আমার সকলি ত তুমি হে !
আমার অস্তিত্ব চৈতন্য, সকলি ত তুমি, তুমি ত প্রাণের স্বামী হে।
তুমি আঁধারে আলোক, শকতি দুর্ব্বলে,
(আমি) ভজনসাধনহীন, (তাই) মোক্ষ-পথ দাও ব'লে ;
(নাথ) পরিশ্রান্ত হ'লে, (ও হে দয়াময়), ল'য়ে প্রেম-কোলে,
শ্রান্তি হর অন্তর্যামী হে!
তাইতে আর ভয় নাই, সুখী সর্ব্বদাই, হ'য়ে আছি ব্রহ্মকামী হে ;
এখন কুবাসনা ত্যজে, তব প্রেমে মজে, আত্মহারা হই আমি হে !
[মূলতান, একতালা]

২৪১ তুমি হে আমার প্রাণের ঠাকুর, প্রাণারাম অন্তর্যামী !
আমার প্রাণ যাহা চায়, তোমাতেই পায়, তাই হে তোমার আমি।
আমার তুমি যেমন, আর কে আছে তেমন ?
নইলে এত অধিকার, কোথা পাব আর, বল হে জীবন-স্বামী !
প্রাণের প্রাণ হ'য়ে, আছ লুকাইয়ে,
আমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, মধুর পরশে, জাগিছ দিবস-যামী।
অনিমেষ আঁখি এমন কার আছে ?
আমার সুখে কি বা দুঃখে, সম্পদে বিপাকে, প্রহরী দিবা-রজনী।
এত প্রেমের ভার বইতে পারিনে আর,
তোমার প্রেমের তুলনা জগতে মিলে না, অতুলন এক তুমি।
[কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর, একতালা]

২৪২ সাধনের ধন হৃদয়-রতন, (তুমি) ভক্ত-হৃদে পরশমণি!
(যেই) পরশ লাগি যোগে যোগী জাগিছে দিবস রজনী।
ও-পরশ যদি ক্ষণ প্রাণে পায়, লৌহময় দেহ সোণা হ'য়ে যায়,
(তখন) জগতের রাজত্ব পায়েতে লুটায়, তোমা ধনে হ'য়ে ধনী।

[কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর, একতালা]

---

২৪৩ তুমি আমার প্রাণের প্রাণ!
জীবনসর্ব্বস্ব তুমি, তুমি প্রাণারাম!
ইহ পরলোকে তুমি, অনন্ত জীবন-স্বামী,
তুমি মম সুখালয়, তুমি শান্তিধাম।
হৃদয়-নিভৃত মাঝে তব মুখ সদা রাজে,
জীবনে আনন্দধারা বহে অবিরাম!

* [বাহোঁয়া, ঠুংরি]—১৮ এপ্রিল, ১৮৯৬

---

২৪৪ জীবন-বল্লভ তুমি, দীনশরণ, প্রাণের প্রাণ তুমি, প্রাণ-রমণ!
সদানন্দ শিব তুমি, শঙ্কর শোভন,
সুন্দর যোগিজন-চিত-বিমোহন।
ভবার্ণব পার হেতু তুমি হে কাণ্ডারী,
দুর্দ্দম পাপ-তাপ-শোক-ভয়হারী।

তুমি নাথ প্রাণ মোর, তুমি আমার প্রাণ,
তুমি হে দয়ার ঠাকুর, করুণা-নিধান।
তোমার প্রসাদে প্রভো, এ জীবন ধরি,
জয় জয় কৃপাময়, মহিমা তোমারি।

[পিলু বারোঁয়া, যৎ]

---

২৪১ আমাকে তরাবে ব'লে করিছ কত বিধান!
তবু ত তোমার প্রেমে গলে না পাষাণ প্রাণ।
ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, পদাশ্রয় সুশীতল,
অনন্ত-জীবন-সম্বল, কত না করিলে দান!
খুলে প্রকৃতির দ্বার, দেখা দিলে বার বার,
ইতিহাসে প্রকাশিলে মহালীলা তোমার।
আমারি হৃদয়-ঘরে বিবেক তোমারি স্বরে,
স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সংবাদ করে আমায় প্রদান।
কত শাস্ত্র, কত বিধি, কত পুত্র গুণনিধি,
প্রণালী আদর্শ কত, পাঠালে আমারি তরে;
এত ঋণে ঋণী আমি, সকলি দেখিছ তুমি,
কবে এত ঋণ হ'তে পাব পিতা পরিত্রাণ?

[আলাইয়া, ঝাঁপতাল]

---

২৪৬ তুমি জাগিছ কে !

তব আঁখি-জ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন তিমির রাতি !
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে, সংশয়-চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাসে।
কোথা লুকা'ব তোমা হ'তে, স্বামী !
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ, জানিছ ; প্রভু, ক্ষমা কর হে।
তব পদপ্রান্তে বসি একান্তে দাও কাঁদিতে আমায় ;
আর কোথা যাই।

[গৌড়, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৭৫]

২৪৭ (যেমন) তীব্র জ্যোতির আধার
রবিরে প্রভাতে তুলিয়া ধর,'
(আর) কিরণ-ছটায় ভাসাইয়া দিয়া এ ধরণী আলো কর',
নিশার আঁধারে হইয়া আবৃত, লুকায় যারা বঞ্চনা অনৃত,
প্রভাতে তাদের নগ্নতা প্রকাশি লাজে কর জড়সড় ;
(তেমনি) নিবিড় মোহের আঁধারে আমার হৃদয় ডুবিয়া আছে,
কত পাপ কত দুরভিসন্ধি আঁধারে লুকা'য়ে বাঁচে।
দিব্য আলোক ! প্রাণে এস, নাথ ! হউক আমার মঙ্গল প্রভাত
(তাদের) লুকাবার স্থান ভাঙ্গ ভগবান,
(তারা) লাজে হোক্ মরমর'।

[কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর, গড়-খেম্‌টা]

তুমি ধ্রুবতারা

২৪৮ তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব না ক পথহারা!
যেথা আমি যাই না ক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন-জলে ঢাল গো কিরণধারা।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ও-মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।
[আলাইয়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১৩]

২৪৯ হরি, তোমায় ডাকি, সংসারে একাকী, আঁধার অরণ্যে ধাইহে,
গহন তিমিরে, নয়নের নীরে, পথ খুঁজে নাহি পাই হে।
সদা মনে হয় কি করি কি করি, কখন্ আসিবে কাল-বিভাবরী,
তাই ভয়ে মরি, ডাকি হরি হরি, হরি বিনে কেহ নাই হে।
নয়নের জল হবে না বিফল, তোমায় সবে বলে ভকতবৎসল,
সেই আশা মনে করেছি সম্বল, বেঁচে আছি শুধু তাই হে।
আঁধারেতে জাগে তব আঁখি-তারা, তোমার ভক্ত কভু হয়না পথহারা,
প্রাণ তোমায় চাহে, তুমি ধ্রুবতারা, আর কার পানে চাই হে।
[ঝিঁঝিট, একতালা]

২৫০ সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো, দুখ-জ্বালা সেই পাসরে,
সব দুখ জ্বালা সেই পাসরে।
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী,
যেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে,
ও হে তুমি জানাও যারে সেই জানে।
[ইমনকল্যাণ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১৯]

তুমি অনন্ত।

২৫১ অগম্য অপার তুমি হে, কে জানে কে জানে তোমায় !
অগণ্য বিশ্ব তব পদতলে ভ্রাম্যমাণ দিবস রজনী,
দেব-দেব পরম জ্ঞান হে !
অতুল স্নেহে রেখেছ ক্রোড়ে, পাপী তাপী সুখী দুখী,
স্বর্গ মর্ত্য ভাসমান তোমার প্রেম-সাগরে হে।
[বেহাগ, একতালা]

২৫২ অসীম ব্রহ্মাণ্ডপতি অগম্য অগোচর,
অকিঞ্চন জনে তবু প্রেম-সুধা বৃষ্টি কর
সকলি করিতে পার, সর্ব্বশক্তিমান,
রয়েছে তোমার হাতে দেহ মন প্রাণ,
শত অপরাধ তবু স'য়ে থাক নিরন্তর !

নক্ষত্র-খচিত আকাশ তোমার আসন,
কতই ঐশ্বর্য্য কেবা করে নিরূপণ,
দীনের হৃদি-কুটীরে তবু পদার্পণ কর!
নিষ্কলঙ্ক তুমি নাথ, নিত্য নিরঞ্জন, জ্বলন্ত অনল তুমি কলুষনাশন,
পাতকীর বন্ধু তবু, তুমি নাথ কৃপা-সাগর।
[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, মধ্যমান]

২৫৩ অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ,
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে।
—তুমি কোথায়, তুমি কোথায়!
হায়, সকলি অন্ধকার! চন্দ্র, সূর্য্য, সকল কিরণ;
আঁধার নিখিল বিশ্ব জগত।—
তোমার প্রকাশ হৃদয়-মাঝে সুন্দর, মোর নাথ,
মধুর প্রেম আলোকে তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে।
[মারু কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬.৬৯]

২৫৪ রাজগণরাজা মহারাজাধিরাজ,
ত্রিভুবন-পালক প্রাণারাম।
পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা,
তুমি বিধাতা, পরমানন্দধাম।
[মালকোষ, চৌতাল]

২৩৫ তব রাজ-সিংহাসন বিরাজিত বিশ্বমাঝে,
তব মুকুটে কোটি কোটি সূর্য্য শোভিছে !
গগন নীল চন্দ্রাতপ, খচিত তাহে তারক,
যেন কত মণি মাণিক জ্বল জ্বল জ্বল জ্বল জ্বলিছে !
মধুর সুমন্দ মলয় পবন, আনন্দ করি বিতরণ,
কুসুম-বাস করি আহরণ, চামর ঢুলাইছে ;
যত দেব মহাদেব করযোড়ে ভক্তিভরে
তব অভয় চরণ জয় জয় জয় রবে বন্দিছে।
[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১।৭৬]

২৩৬ ব্রহ্ম সনাতন, তুমি হে নিখিল-পালন,
নিখিল-তারণ, নিখিল-জন-মঙ্গল-কারণ !
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় তব সীমা, বিশ্বম্ভর, বিশ্বেশ্বর, [illegible]
চন্দ্র তপন গ্রহ নক্ষত্র-মণ্ডল শোভিলে গগনে,
জল স্থল চরাচর সুর নর সবার রাজা।
সকলি তোমা হ'তে, ধন জন সুখ সম্পদ ; তুমি দীনশরণ।
[বেহাগড়া, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৩৭]

২৩৭ হে মহাপ্রবল বলী, কত অসংখ্য গ্রহ তারা তপন চন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু, নরপতি ভূনাগতি হে দেব-বন্দ্য !
ধন্য ধন্য তুমি মহেশ, ধন্য গাহে সর্ব্ব দেশ,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিশ্বলোকে এক ইন্দ্র !

অন্ত নাহি জানে মহাকাল মহাকাশ, গীত ছন্দে করে প্রদক্ষিণ,
তব অভয় চরণে, শরণাগত দীনহীন, হে রাজা বিশ্ব-বন্দ্য !
[কানাড়া, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৮৮]

২৩৮ কে জানে মহিমা, বিভু, তোমার !
বলিব কি বা, বচন নাহি, সবে অবাক্ না পেয়ে অন্ত তোমার !
তব রাজসিংহাসন অসীম আকাশে, তুমি অনাদি অনন্ত অবিনাশী
যথা যাই, যথা চাই, দশ দিকে তব নাম প্রচার,
সব জগত পূরিত তব মঙ্গল গীতে ;
কোথায় দিব, হে দেব, উপমা তোমার !
মহারাজ-রাজ দেবদেব বিশ্বভুবন-শোভা।
[গৌড়মল্লার, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৮৫]

২৩৯ অব্যাহত তোমার শক্তি গ্রহে গ্রহে খেলে ছুটিয়া।
তোমারি প্রেমে এক হৃদয় আর হৃদে পড়ে লুটিয়া।
তোমারি সুষমা চির-নবীন, ফুলে ফুলে রহে ফুটিয়া !
তব চেতনায় অনুপ্রাণিত বিশ্ব চমকি উঠিয়া,
অপ্রতিহত মরণ-দণ্ডে, পদতলে পড়ে টুটিয়া !
বন্দনাময় ভক্ত হৃদয় তব মন্দিরে জুটিয়া,
"তুমি অণীয়ান্, তুমি মহীয়ান্" তত্ত্ব দিতেছে রটিয়া।
[মিশ্র কানাড়া, একতালা]

২৬০ জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ, হৃদয়হরণ রূপ !
নীলাম্বর জ্যোতি-খচিত, চরণ-প্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্ত লোক !
নিভৃত হৃদয়-মাঝে কি বা প্রসন্ন মুখচ্ছবি, প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি !
ভকত-হৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীন জনে সতত কর অভয় দান।
[কানাড়া. চৌতাল]

২৬১ অনাদি অনন্ত বিভু সত্য সনাতন,
সারাৎসার পরাৎপর নিত্য নিরঞ্জন !
তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি বুদ্ধির নিদান ;
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয়, অখিল-কারণ !
আনন্দরূপ অন্তরযামী, জীবাত্মার আশ্রয় ভূমি,
অবিনাশী পরব্রহ্ম জগত-জীবন !
তুমি শান্তি সুখদাতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
নিষ্পাপ, পুণ্যের আধার, পতিতপাবন।
এক তোমায় আছে নানা, নাহি কিছু তোমা বিনা,
বিতরিছ চেতনা হে পরমচেতন।
[সাহানা, ঝাঁপতাল]

২৬২ নিরঞ্জন নিরাকার পরব্রহ্ম পরমেশ্বর,
তোমারি অনন্ত শক্তি ব্যাপ্ত বিশ্ব-চরাচর।
অলখ-জ্যোতি, অবিনাশী, জগত-গুরু, জগ-তারণ,
জগন্নাথ, জগত-পতি, জগ-জীবন, বিশ্বম্ভর।
তোমাতে সব জীব-জন্তু, গিরি, নদী, বন, মহাসিন্ধু,
তারকা, তপন, ইন্দু, স্থিতি করে যুগ-যুগান্তর।
দেহি মে তব আনন্দ, হবে লীন সব দ্বন্দ্ব,
টুটিবে মোহ-বন্ধ, পূর্ণ হবে অন্তর।
[ভৈরবী, চৌতাল]

২৬৩ কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায়!
সীমা-অন্ত রেখা নাহি যায় দেখা, সিন্ধুতে বিন্দু মিলায়!
অনন্তের টানে অনন্তের পানে ধায় প্রাণ-নদী, বাধা নাহি মানে;
বাধা আছি যাঁর সনে প্রাণে প্রাণে, তাঁহারেই প্রাণ চায়!
সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার, নিবিড় নিস্তব্ধ নীরব আঁধার,
তার মাঝে জ্যোতির্ময় নিরাকার চমকে চপলা প্রায়;
কেহ নাহি হেথা, তুমি আর আমি, অনন্ত বিজনে, হে অনন্ত স্বামী!
কোথায় রাখিব, বল কি করিব, লইয়া আমি তোমায়?
কাঁপাইয়া মহানাদে বিশ্বধাম, 'আমি আছি' রব উঠে অবিরাম,
'তুমি আছ, তুমি আছ, প্রাণারাম,'—আত্মারাম দেয় সায়।
[খালাইয়া-জয়জয়ন্তী, একতালা]

২৬৪ অনন্ত দিগন্তব্যাপী অনন্ত মহিমা তব !
ধ্বনিছে অনন্ত কণ্ঠে, অনন্ত, তোমারি স্তব ।
কোথায় অনন্ত উচ্চে, অনন্ত তারকা গুচ্ছে,
অনন্ত আকাশে তব, অনন্ত কিরণোৎসব ।
অনন্ত নিয়তি বলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
অনন্ত কল্লোল জলে, পুষ্পে অনন্ত সৌরভ ;
অনন্ত কালের খেলা, জীবন-মরণ-মেলা,
হে অনন্ত, তব পানে উঠিছে অনন্ত রব !
অনন্ত সুষমা ভরা, অনন্তযৌবনা ধরা,
দিশি দিশি প্রচারিছে অনন্ত কীর্ত্তি বিভব ;
তোমার অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত করুণা-বৃষ্টি,
অতি ক্ষুদ্র দীন আমি, কি বা জানি কি বা কব

[বাগেশ্রী, আড়া]

২৬৫ অনন্ত অপার, তোমায় কে জানে !
তুমি দেখা না'দিলে প্রাণে,—ধ্যানে জ্ঞানে ।
বাক্য-মনাতীত তুমি অনাদি, সম্ভব-প্রলয়-পালন-বিধি,
প্রাণরূপী ব্রহ্ম আছ প্রাণে ।
অজর অমর চিন্ময় সুন্দর, নিত্য নিরঞ্জন পাবন হে ;
অরূপ অব্যয় এক অদ্বিতীয়, দিবা-জ্যোতি-ধর অমৃত-আকর,
তোমার তুলনা তুমি, প্রভু হে ।

[ইমন-ভূপালী, কাওয়ালি]

২৬৬ অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময় !
জগত শিশুর মত' চরণে ঘুমায়ে রয় !
অভিমান অহঙ্কার মুছে গেছে নাহি আর,
ঘুচে গেছে শোক তাপ, নাহি দুঃখ নাহি ভয় !
কোটি রবি শশী তারা, তোমাতে হয়েছে হারা,
অযুত কিরণ-ধারা তোমাতে পাইছে লয় !

[সারঙ্গ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৯৪]

২৬৭ দেবাধিদেব মহাদেব ! অসীম সম্পদ, অসীম মহিমা !
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে, কোটি কণ্ঠ গাহে 'জয় জয় জয়' হে !

[দেওগিরি সুরফাক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১০]

২৬৮ নাহি পার মহিমার (তব হে), নাহি পার মহিমার !
গ্রহ তারাগণ, অসীম গগন, করে তব জ্ঞান প্রচার,
প্রভু হে, করে তব জ্ঞান প্রচার।
হৃদাকাশে যবে পরকাশ', পাই আনন্দ অপার। (প্রভু হে)
অমিয়-ধারা হয় হে বরষিত, প্রাণ-মাঝে অনিবার। (প্রভু হে)
কোলাহলময় সংসারে হে, তুমি এক শান্তি-আধার। (প্রভু হে)
মোহিত করিলে, পাপী সকলে, পুণ্যালোকে তোমার। (প্রভু হে)
ক্ষুদ্র কীট এ বুঝিতে নারে কণিকা তব মহিমার। (প্রভু হে)
ধন্য ধন্য তুমি, সুন্দর চরণে প্রণমি বারম্বার। (প্রভু হে)

[মুলতান (ভজন), ঠুংরি]

২৬৯ তোমারে জানিনে হে, তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়।
অসীম সৌন্দর্য্য তব, কে করেছে অনুভব হে! সে মাধুরী চির নব;
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়।
তুমি জ্যোতির জ্যোতি, আমি অন্ধ আঁধারে,
তুমি মুক্ত মহীয়ান্, আমি মগ্ন পাথারে;
তুমি অন্ত-হীন, আমি ক্ষুদ্র দীন, কি অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায়।
[ভৈরবী, ঝাঁপতাল]

২৭০ অনির্ব্বচনীয়, যোগিজনপ্রিয়, তুমি হে আনন্দময়!
অবাক হ'য়ে তাই তোমা পানে চাই, নীরবে প্রেমধারা বয়।
নাহি সীমা অন্ত, অনাদি অনন্ত, তুমি সর্ব্বলোকাশ্রয়,
আত্মারাম যত, তোমাতে নিয়ত ধ্যানে নিমগন রয়।
গূঢ় তব তত্ত্ব অচিন্ত্য অব্যক্ত, জ্ঞানগম্য কভু নয়;
কিন্তু ভক্তিভরে ডাকিলে তোমারে, সব আশা পূর্ণ হয়।
[ভৈরবী, ঠুংরি]

২৭১ সকলেরে কাছে ডাকি, আনন্দ-আলয়ে থাকি,
অমৃত করিছ বিতরণ!
পাইয়া অনন্ত প্রাণ, জগত গাহিছে গান, গগনে করিয়া বিচরণ।
সূর্য্য শূন্য পথে ধায়, বিশ্রাম সে নাহি চায়, সঙ্গে ধায় গ্রহ-পরিজন।
লভিয়া অসীম বল, ছুটিছে নক্ষত্র-দল, চারিদিকে চ'লেছে কিরণ।

পাইয়া অমৃত-ধারা, নব নব গ্রহ তারা, বিকশিয়া উঠে অনুক্ষণ ;
জাগে নব নব প্রাণ, চির জীবনের গান পূরিতেছে অনন্ত গগন।
পূর্ণ লোক-লোকান্তর, প্রাণে মগ্ন চরাচর, প্রাণের সাগরে সন্তরণ ;
জগতে যে দিকে চাই, বিনাশ বিরাম নাই, অহরহ চলে যাত্রীগণ !
মোরা সবে কীটবৎ, সম্মুখে অনন্ত পথ, কি করিয়া করিব ভ্রমণ ?
অমৃতের কণা তব পাথেয় দিয়েছ, প্রভো, ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত জীবন।
[ভৈরব, ঝাঁপতাল]

২৭২ অসীম অগম্য তুমি হে ব্রহ্ম, কি বুঝিব তব আমি !
জানি না তোমারে, জানিছ আমারে, এই শুধু জানি।
কোথা তব আদি, কোথা তব অন্ত, খুঁজিয়া না পাই, তুমি হে অনন্ত,
নিরাধার প্রাণ এক মহান্ নিখিলব্রহ্মাণ্ড-স্বামী !
মহাভাব তুমি, ভাব পরাভূত, মহা জ্ঞান তুমি, বিজ্ঞানাতীত,
অনাদি কাল তোমাতে বাহিত, তোমাতে রয়েছ তুমি।
[কাফি-মিশ্র, একতালা]

২৭৩ কি আমি বলিব তোমারে !
ক্ষুদ্র কীট আমি, তুমি পুরাণ অনাদি, অবিনাশী সারাৎসার !
আকাশের উচ্চ তুমি, দেখ তবু কৃপা-চোখে মলিন মানবে ;
ধর্ম দুর্গ তুমি ভয়-বিপদ-মাঝে, ভব-জলধি-সেতু তুমি,
থেকো না থেকো না হে দূর !
[বাহার, কাওয়ালি]

২৭৪ কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা-মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা ;
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।
[বাগেশ্রী, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৪৮]

২৭৫ হে নিখিল-ভার-ধারণ বিশ্ববিধাতা,
হে বলদাতা মহাকাল-রথ-সারথি।
তব নাম-জপ-মালা গাঁথে রবি শশী তারা,
অনন্ত দেশ কাল জপে দিবারাতি।
[গৌড়, ঝাঁপতাল। গীতলিপি ৪।৩৭]

২৭৬ অনন্ত হ'য়েছ ভালই ক'রেছ, থাক চিরদিন অনন্ত অপার !
ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর !
ভুলায়েছ যারে তব প্রলোভনে, সে কি ক্ষান্ত হবে তব অন্বেষণে ?
না পায় না পাবে, যায় প্রাণ যাবে, কভু কি ফুরাবে অন্বেষণ তার ?
যত পাছে পাছে ছুটে যাব আমি, তত আরো আরো দূরে রবে তুমি ;
যতই না পাব, তত পেতে চাব, ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।
আদর্শ তোমারে দেখিব যত, তোমার স্বভাব পেয়ে হব তোমার মত ;
ফুরাবে না তুমি, ফুরাব না আমি, তোমাতে আমাতে হব একাকার !
[ভৈরবী, চৌতাল]

তুমি আনন্দ, অমৃত, শান্তি।

২৭৭ আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ' সত্য সুন্দর !

মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে !
গ্রহ তারক চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে,
করিছে পান করিছে স্নান অক্ষয় কিরণে !
ধরণী পর ঝরে নির্ঝর মোহন মধু শোভা,
ফুল পল্লব গীত গন্ধ সুন্দর বরণে !
বহে জীবন রজনী দিন, চির নূতন ধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে !
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ,
কত সান্ত্বন কর বর্ষণ সন্তাপ হরণে !
জগতে তব কি মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রী-সম্পদ-ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে।

[মহীশূরী ভজন, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৪৩]

২৭৮ মঙ্গল সুন্দর, নিরমল মধুর প্রাণেশ্বর, জাগো প্রাণে !

চিদানন্দ-ঘন, অনুপম শোভন, যোগী জন রত তব ধ্যানে।
শিবম্ সুন্দরম্ মধুরম্ মধুরম্, আকুল চিত তব নামে ;
পূর্ণ আনন্দম্, পূর্ণ আনন্দম্, প্রমত্ত প্রাণ তব গানে।

[ঝিঁঝিট, ঠুংরি]

২৭৯ ধন্য ধন্য ধন্য নাথ, তুমি পূর্ণানন্দময়।
অনন্ত তোমার দয়া, কি দিব তার পরিচয়!
(এই যে) সুনীল গগনতলে, সুধাংশু তারকা খেলে,
পবন-হিল্লোলে নাচে কুসুমনিচয় ;
বারিদে চপলা রেখা, ইন্দ্রধনু শিখী পাখা,
উষার কুন্তলে যবে নব ভানু দেয় দেখা,
তব প্রেমানন্দমাখা হেরি সমুদয়!
(এই যে) শিশুর সরল হাসি, যৌবনের রূপরাশি,
প্রবীণে জ্ঞান-গরিমা, তব দয়ার অভিনয় ;
অপূর্ব্ব অপত্যস্নেহ, মর্ম্ম নাহি পায় কেহ,
মধুর দাম্পত্য প্রেম, (যাতে) বিগলিত মন দেহ,
তোমার করুণা বিনা এ সব কি হয়?
(আমার) হৃদয় কানন ভূমি, কত যে সাজালে তুমি,
পুণ্যের চন্দ্রমা হ'য়ে (তাতে) হ'তেছ উদয় ;
যখন পাপবিকারে, প'ড়ে মোহ অন্ধকারে,
সংসার সাগর মাঝে প্রাণ কাঁদে হাহাকারে,
(তখন) আশার আলোক হ'য়ে দাও হে অভয়।
[বিভাস, ঝাঁপতাল]

২৮০ তুমি সুন্দর হৃদয়-ভূষণ, আমার মনোমোহন।
প্রাণ-মোহন জ্যোতি ভুবনে ভুবনে, প্রাণ মন পুলকিত তব দরশনে,
বিরাজ হৃদয়ে হৃদয়-রমণ।
প্রেমের পাথার, শান্তির নির্ঝর, প্লাবিত কর চিত প্রেম বিতরণে ;

পরাণ ভরিয়ে, আশ মিটাইয়ে, দাও হে প্রেমবারি, চিত্ত পূরিয়ে ;
থাক আলোকিত করি মম জীবন।

[ইমন-ভূপালী, কাওয়ালি]

২৮৮ তুমি হে পরমানন্দ !
(বহে) ভুবনে তোমার প্রেম-পবন সুমন্দ।
বিহগ-কূজনে সুধা, ফুলে মকরন্দ,
চাঁদে হাসি সুধারাশি, কি সুখ-প্রসঙ্গ !
কলতানে, নদী-গানে, তোমারি সুছন্দ !
জীবনে জীবনে কি বা লীলার তরঙ্গ,
স্নেহ প্রীতি দয়া ভক্তি কতই বা রঙ্গ,
ধন-ধান্যে প্রেম-পুণ্যে তোমারি সুগন্ধ !
যোগি-জন-রঞ্জন তুমি হে আনন্দ,
তোমাতে মোহিত যত ভকতবৃন্দ ;
তৃষিত হৃদয় যাচে তব সুখ-সঙ্গ।

[খাম্বাজ, কাওয়ালি]

২৮৯ শিব সুন্দর, অমিয় সাগর, হৃদয়ানন্দকারী ;
প্রাণভূষণ মোহন-রূপ শোভন মনোহারী !
শুভকারণ, বিঘ্ননাশন, ভবসন্তাপহারী ;
কাতরশরণ, অধমতারণ, পাপনাশন হরি।

[দেশ-মিশ্র, একতালা]

২৮৩ চিরদিবস নব মাধুরী নব শোভা, তব বিশ্বে,

নব কুসুম-পল্লব, নব গীত, নব আনন্দ !

নব জ্যোতি বিভাসিত,নব প্রাণ বিকাশিত,নব প্রীতি-প্রবাহ হিল্লোলে

চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য, তব প্রেম-নয়ন-ছটা।

হৃদয়স্বামী, তুমি চির প্রবীণ,তুমি চির নবীন,চির মঙ্গল, চির সুন্দর।

[নটমল্লার চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৩৮]

[রসো বৈ সঃ]

২৮৪ কি রসে ডুবাইয়ে রেখেছ, (এই স্বভাবে)।

ফলে রস, ফুলে রস, চাঁদে সুধা ঢেলেছ।

সলিলে শীতল রস, অন্নে প্রাণময় রস,

যাহার বিধানে জীবে জীবিত রেখেছ।

নর নারী হৃদে রস, শিশু-মুখ-পদ্মে রস,

সংসারে প্রেমের রস কত দিয়েছ।

কেবলি প্রেমের খেলা, সবে সুখে করে মেলা,

তোমার দয়ার লীলা প্রকাশ ক'রেছ।

স্বভাব দর্পণ ছাঁদে, আপনি প'ড়েছ ফাঁদে,

হেরি মন প্রাণ কাঁদে, কি খেলা খেলেছ।

ভক্ত হৃদে ভক্তি রস, প্রেমিকের প্রেমাবেশ,

প্রেমরসময় নিজে রসিক সেজেছ !

[খাম্বাজ, মধ্যমান]

---

২৮৩ তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু মধু মধু।
তুমি মধুর সায়র, মধুর নিঝর, তুমি আমারি পরাণ-বঁধু।
আমার সকলি তুমি হে!
আমার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সকলি তুমি হে!
আমার সাধন তুমি, ভজন তুমি হে,
আমার তন্ত্র তুমি, মন্ত্র তুমি, যন্ত্র তুমি হে! * * *
কিবা মধুর রূপের মধুর কাহিনী, মধুর কণ্ঠে গায়!
বিশ্ব হয় মধুময় (তোমার রূপে নয়ন দিয়ে)।
তখন সকলই মধু; তখন বাক্য মধু, শ্রুতি মধু, দৃষ্টি মধু।
তখন তুমিও মধুর, আমিও মধুর, বিশ্ব মধুময় হ'য়ে যায়।
তখন অনল অনিল জলে মধু-প্রবাহিণী চলে, মেদিনী হয় মধুময়।
মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, তখন মধুমৎ পার্থিবং রজঃ,
তখন প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে,
মধুর মধুর ধ্বনি হয়।
বাজে মধুরং মধুরং, অনাহত ধ্বনি বাজে মধুরং মধুরং,
বাজে সত্যং শিবং সুন্দরং।
যেরূপ ভাতে, যেখানে যে কথা পশে গো কাণে,
স্তুতি নিন্দা সকলি মধুর;
তখন কটু কথাও মিঠা লাগে, তখন গালিও যে সুধা ঢালে
তখন বজ্রনাদ, কুহুধ্বনি, গুরু সোম রাহু শনি,
মধু-রসে সকলি ভরপূর।

২৮৬ প্রাণের প্রাণ তুমি অমৃত-সোপান হে !
অমর হয় সেই জন, যে করে গ্রহণ তোমার শরণ হে !
অতুল পুণ্যের রাশি তুমি পুণ্যময় হে,
দরশনে পাপ যায়, তাপনাশন হে !
হৃদয়-তিমির নাশে তোমার প্রকাশে হে,
মোহে অন্ধ সবে মোরা, দেও পরিত্রাণ হে।

[কাফি, ঝাঁপতাল]

২৮৭ তুমি আনন্দ, আরাম, আশা, বিশ্রামের ঘর !
তোমাতে হ'লে বসতি প্রাণ জুড়ায় আমার।
তোমারে হারালে সব হারাই,
তোমাতে থাকিলে আবার এক সঙ্গে সব পাই ;
তখন জীবন মূলে ফলে ফুলে, খেলে আনন্দ-লহর।
তুমি নিত্য শান্ত শাশ্বত নিলয়,
স্থির-ভূমি আমার তুমি, অমৃত অক্ষয় ;
আমি তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে, তোমাতে হব অমর

[কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর, একতালা]

২৮৮ শান্তি-সমুদ্র তুমি গভীর, অতি অগাধ আনন্দরাশি !
তোমাতে সব দুঃখ জ্বালা করিব নির্ব্বাণ, ভুলিব সংসার,
অসীম সুখ-সাগরে ডুবে যাব।

[টোড়ি, তিমেতেতালা]

২৮৯ জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহল-মাঝে তুমি গম্ভীর,
স্তব্ধ, শান্ত, নির্বিকার, পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান
তোমা পানে ধায় প্রাণ, সব কোলাহল ছাড়ি,
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে।

[বিভাস, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১০]

২৯০ শীতল তব পদ ছায়া, তাপ-হরণ তব সুধা,
অগাধ গভীর তোমার শান্তি, অভয় অশোক তব প্রেমমুখ,
অসীম করুণা তব, নব নব তব মাধুরী, অমৃত তোমার বাণী।

[ইমনকল্যাণ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৩১]

---

২৯১ চিরবন্ধু, চিরনির্ভর, চিরশান্তি তুমি হে প্রভু!
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে তোমার জগতে, চিরসঙ্গী চিরজীবনে।
চির প্রীতি-সুধা-নির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ!
তব জয়-সঙ্গীত ধ্বনিছে তোমার জগতে, চির দিবা চির রজনী

[মঙ্গলপুরী খাম্বাজ, ঠুংরি। বৈতালিক ৩৬]

২৯২ তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশি দিন তুমি আমার;
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত-পাথার!
তুমিই ত আনন্দলোক, জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ-হরণ তোমার চরণ, অসীম-শরণ দীন জনার।

[মিশ্র জয়জয়ন্তী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৭০]

২৯৩ তাই ডাকি হে তোমায়, ব'লে দয়াময়।
ডাকিলে কাতর প্রাণে (সরল অন্তরে) শীতল হয় হৃদয়।
নামগানে প্রেমোদয়, দরশনে কত সুখ হয়,
স্বরূপ-চিন্তনে পাপ ভয় দূরে যায়।
তব প্রেমামৃত-রসে, পবিত্র জ্যোতি-পরশে,
হৃদয়-উদ্যানে প্রেম-ফুল বিকশিত হয়।
[ভৈরবী, মধ্যমান]

---

২৯৪ তুমি আমার প্রাণ-জুড়ান ধন, হৃদয়-পরশ-মণি অমূল্য রতন;
রাখ্‌ব তোমায় হৃদয়-ঘরে, যতনে আদর ক'রে,
প্রেম-ভক্তি উপহারে করিব পূজন।
তোমা ধনে হ'য়ে ধনী, সুখ দুঃখ তুচ্ছ গণি,
আনন্দে দিবা রজনী করিব যাপন।
[ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

তুমি করুণাময়, তুমি প্রেমময়।

---

২৯৫ কত যে তোমার করুণা ভুলিব না জীবনে ;
নিশি দিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে।
বিষয়-মায়া-জালে রহিব না ভু'লে আর, হৃদয়ে রাখি দিব তোমায়,
ধন প্রাণ দেহ মন সব দিব তোমারে।
[জয়জয়ন্তী, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৯৮]

---

২৯৬ কতই করুণা হ'তেছে বরষণ তোমার !
এনে দেও কত সুখ স্নেহ ভরিয়ে, নাহি নাহি অন্ত তাহার।
[মূলতান, তেওট]

---

২৯৭ বিশ্ব-ভুবন-রঞ্জন, ব্রহ্ম পরম জ্যোতি,
অনাদি দেব জগ-পতি, প্রাণের প্রাণ !
কতই কৃপা বরষিছ, প্রাণ জুড়ায় সুমধুর প্রেম-সমীরে,
দুখ-তাপ সকলি হয় অবসান !
সবাকার তুমি হে পিতা বন্ধু মাতা,
অনন্ত লোক করে তব প্রেমামৃত পান !
অনাথ-শরণ এমন আর কে বা তোমা হেন,
ডাকি তোমারে, দেখা দাও প্রভু হে কৃপা-নিধান !
[মেঘ-মল্লার, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১১৫]

---

২৯৮ বহিছে কৃপা-পবন তোমার, যার হিল্লোলে দুখ পলায়,
সুখ-সাগরে তরঙ্গ উঠে।
মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত, প্রেম-কুসুম ফুটে।
সেবিয়ে করুণা-বাত, সুখেতে নিশা প্রভাত,
মুক্ত হইয়ে মন-উৎস ছুটে ;
কেবলি তারি গুণে জীবন ধ'রে আছি, নহিলে হৃদয় টুটে।
[কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৭৪]

---

২৯৯ আমি হে তব কৃপার ভিখারী।

সহজেই ধায় নদী সিন্ধুপানে, কুসুম করে গন্ধ দান ;

মন সহজে সদা চাহে তোমারে,

তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।

প্রাসাদ কুটীরে এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার,

তেমনি নাথ, তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার,

অবারিত তোমার দুয়ার।

[কাফি, গৎ। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১৪]

---

৩০০ কি মধুর তব করুণা প্রভো, কি মধুর তব করুণা !

তব করুণা সব জগতময়, সকলে গায় তোমারি প্রভু করুণা।

গায় তরুণ অরুণ, শশী নদী গিরি ফলবন ;

যথায় তথায় তব জয় জয় রব গায় নরনারী অগণন ,

কেহ নহে নীরব।

এই ঘোর সংসার, কর হে পার, কর্ণধার ভব-জলধি-মাঝে,

হৃদয়ের ধন তুমি, নিয়ত মম হৃদে বিরাজ', কি আর কব।

[গারা, কাওয়ালি]

---

৩০১ অপার করুণা তোমার,জগতের জনক-জননী,অখিল বিধাতা।

নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব।

কি দিব তোমায়, কি আছে আমার !

সব মোর লও তুমি, প্রাণ হৃদয় মন।

তোমা বিনা চাহি না, চাহি না কিছু আর,
সম্পদ বিষ-সম তোমায় ছাড়িয়ে।
না জানি কি রস পায় বিষয়-রসে, তোমারে ভুলিয়ে।
[টোড়ি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৯১]

---

৩৩২ প্রভু, অপরূপ তোমার করুণা, ভাবলে চক্ষে জল আর ধরে না।
তোমার অপ্রিয় কার্য্যেতে সদা রই,
তুমি আমায় নাহি ভাব' প্রিয়-ভাব বই ;
নাথ, আমি তোমায় ভুলে থাকি, কিন্তু তুমি আমায় ভোল না।
নাথ, আমি তোমায় দেখেও দেখি না,
তুমি আমায় চক্ষের আড় তিলেক কর না ;
তুমি আমায় রাখিতে চাও সুখে, কিন্তু আমার নাই সে ভাবনা।
[বাউলের সুর, একতালা]

---

৩৩৩ এত দয়া কেন পিতা, অধম সন্তানে তোমার !
ক্ষুদ্র হৃদয় ধরিতে যে পারে না, পারে না আর ;
জান সকল অন্তর্যামী, যে মহাপাতকী আমি,
তথাপি ত্যজ না আমায়, নিয়ত কর পালন।
মাতৃস্নেহ কোথা আছে তোমার প্রেমের কাছে ?
প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধা এই নিখিল বিশ্বমণ্ডল।
[বিভাস, আড়াঠেকা]

---

৩৩৪ সাধে তোমায় দয়াময় জগতে বলে !
তুমি পাপী ব'লে ত্যজিয়াছ কারে কোন্ কালে ?
যখন আমি যে দিকে চাই, সর্ব্বদা ত দেখিতে পাই,
(আমায়) কুপথ হ'তে দয়া ক'রে টানিছ কোলে।
ঘোর পাপের পাপী যারা, নিমেষেতে তরে তারা,
তোমার ঐ শ্রীচরণে শরণ নিলে।
[আলাইয়া, যৎ]

---

৩৩৫ তোমারি করুণায় নাথ, সকলি হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন-বাধা যায় দূরে।
অবিশ্বাসীর অন্তর সঙ্কুচিত নিরন্তর,
তোমায় না ক'রে নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়ে মরে।
তুমি মঙ্গল-নিদান, করিছ মঙ্গল বিধান,
তবে কেন বৃথা মরি ফলাফল চিন্তা ক'রে ?
ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘৃণা,
নির্ব্বিশেষে সমভাবে সবে আলিঙ্গন করে।
[ভৈরবী, আড়া]

---

৩৩৬ এ জীবন দিলে তব প্রেমের ঋণ কি শোধা যায় !
ও হে দীন-শরণ, অকিঞ্চন-ধন, দয়াময় !
জননী-জরায়ু হ'তে, পালিতেছ বিধিমতে,
নয়নে নয়নে রাখি, নাশিছ বিপদচয়।

এ দেহ আত্মার তরে, ভূ-ভাণ্ডার মুক্ত ক'রে,
দিয়েছ হে কৃপানিধি, দয়া ক'রে আপনায়।
অসীম করুণা তব, কি আছে মোর বিভব,
কি আর তোমায় দিব, বিকায়েছি ঋণদায়।

[ইমনকল্যাণ, আড়াঠেকা]

---

৩০৭ দয়াঘন, তোমা হেন কে হিতকারী ?
দুঃখ সুখে সম বন্ধু এমন কে, শোক-তাপ-ভয়হারী ?
সঙ্কটপূরিত ঘোর ভবার্ণব তারে কোন্ কাণ্ডারী ?
কার প্রসাদে দূর-পরাহত রিপুদল বিপ্লবকারী ?
পাপদহন পরিতাপ নিবারি, কে দেয় শান্তির বারি ?
ত্যজিলে সকলে অন্তিমকালে কে লয় ক্রোড় প্রসারি ?

[আশা, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪৭]

---

৩০৮ ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে, তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে !
নয়ন-সলিলে ফুটেছে হাসি, ডাক শুনে সবে ছুটে চলে,
তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে।
ফিরিছে যারা পথে পথে, ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,
শুনেছে তাহারা তব করুণা, দুখী জনে তুমি নেবে তুলে,
তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে।

[খাম্বাজ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৫৯]

---

৩০৯ অতুল করুণা তোমার, অনুপম দয়া,
স্নেহের আকর, প্রেমের সাগর !
হৃদয়ের প্রিয়ধন, নয়ন-অঞ্জন তুমি,
সন্তাপহরণ, হায় রে, জগতের আনন্দ-সুধাকর !

[কানাড়া. তেতালা]

৩১০ বাকি কি রেখেছ দিতে, ও হে করুণার আধার।
খুলিয়ে দিয়েছ নাথ, সুখের ভাণ্ডার !
দিলে দেহ, দিলে মন, দিলে আত্মা জ্ঞান-ধন,
দিলে হে প্রেম-ভূষণ, সকল রতনসার।
চির সুখ সাধিবারে, দিলে নাথ আপনারে,
কে আছে হে এ সংসারে, তোমা সম দাতা আর !

[কেদারা. আড়াঠেকা]

৩১১ এত ভালবাস থেকে আড়ালে
আমি কেঁদে মরি, ধরতে নারি (তোমায়) দুটি হাত বাড়ালে !
ছিলাম যখন মা'র উদরে, ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে, (হায় রে)
তখন আহার দিয়ে বাতাস দিয়ে, তুমি আমারে বাঁচালে !
আবার যখন ভূমিষ্ঠ হ'লাম,
মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলাম, (হায় রে)
মায়ের স্তনের রক্ত, হে দয়াময়, তুমি ক্ষীর ক'রে যে দিলে !

বন্ধুবান্ধব দারা সুত, ও নাথ, সে সব কৌশল তোমারি ত, (হায় রে)
ও নাথ, ধন-ধান্য সহায়-সম্পদ, পেলাম তোমার দয়াবলে !
ও নাথ, তোমার দয়ায় সকল পেলাম,
কিন্তু তোমায় একদিন না দেখিলাম, (হায় রে)
তুমি কোথায় থাক, কেন এসে আমি কাঁদ্‌লে কর কোলে !
আমি কাঁদ্‌লে ব'সে হতাশ হ'য়ে,
তুমি চক্ষের জল দাও মুছাইয়ে, (হায় রে)
আবার কথা ক'য়ে প্রাণের মাঝে, কত উপদেশ দাও ব'লে।
[বাউলের সুর, একতালা] ৯৮

৯৮

৩১২ কে গো ব'সে অন্তরালে, ঠিক যেন মায়ের মত,
যখন যাহা প্রয়োজন, যোগাইছ যথাকালে !
সৃষ্টির আবরণে, লুকায়ে আছ কি জন্যে,
কি সম্বন্ধ তোমার সনে, কাণে কাণে দাও ব'লে।
বুঝেছি, বল্‌তে হবে না, ব্যভারে গিয়েছে জানা,
আপনার গুণে আপনি প্রকাশ হ'য়ে পড়িলে !
মা হ'য়ে সন্তানের কাছে, লুকাবে সাধ্য কি আছে ?
স্নেহের অনুরোধে, প্রাণের টানে, আপনি ধরা দিলে !
এত ভালবাস, তবে থাক কেন গুপ্তভাবে ?
আমার প্রাণ যে কেমন করে, তোমার মুখ না দেখিলে।
[খাম্বাজ, আড়া]—১লা আশ্বিন ১৭৯১ শক (১৮৭০)

---

৩১৩ লোকে বলিত তুমি আছ, ভেবে দেখি নি আছ কি না
তখন আমি বুঝি নি প্রভু, নাস্তি গতি তোমা বিনা।
তোমারি গৃহে বসতি করি, খেয়েছি তোমারি অন্ন,
তোমারি বায়ু দিতেছে আয়ু, বেঁচে আছি তোমারি জন্য ;
ক্ষুধা হরেছে তব ফলে, পিপাসা গেছে তব জলে,
সে কি ভুল, যে ভুলে ভু'লে, প্রভু তোমারি নাম করি না !
তোমারি মেঘে শস্য আনে, ঢালি পীযূষ-জল-ধারা,
অবিরত দিতেছে আলো তোমারি রবি-শশী-তারা ;
শীতল তব বৃক্ষ-ছায়া, সেবে নিয়ত ক্লান্ত কায়া,
(তবু) তোমারি দেওয়া মন রয়েছে ভু'লে তোমারি গুণ-গরিমা !
[মিশ্র বিভাস, ঝাঁপতাল]

---

৩১৪ না চাহিতে দিয়েছ সকল (বিভু) !
এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন,
দিয়াছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধিবল।
সঞ্চার না হ'তে আমি, সৃজন করিলে তুমি,
মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর অনিল জল !
না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে সুমিষ্ট নানা,
ফল শস্য যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধানল।
এ পাষাণ অন্তরে, তোমারে পাবার তরে,
অযাচিত কৃপা-গুণে রোপিয়াছ জ্ঞানবল।
[মূলতান, আড়াঠেকা]

৩১৫ তুমি বিপদ-ভঞ্জন দয়াল হরি।
অপার স্নেহ-গুণে জগদ্বাসী জনে কতই ভালবাস, আহা মরি মরি!
অপরূপ তব রচনা-কৌশল, নানা রস-পূর্ণ অবনীমণ্ডল,
আমাদেরই জন্য করেছ কেবল, নিজে সর্ব্বত্যাগী, পর-উপকারী!
সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ, দিবানিশি ব্যস্ত নাহিক বিশ্রাম,
ভাবিলে তোমার দয়ার বিধান, উঠে প্রেমভক্তি পাষাণ ভেদ করি!
বসিয়ে গোপনে একাকী বিরলে, বিচিত্র জগৎ সৃজন করিলে,
গুরু হ'য়ে জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা দিলে, ভবার্ণবে নিজে হইলে কাণ্ডারী।
[খট্-ভৈরবী, একতালা]

৩১৬ মুক্ত ক'রে দিয়ে তব অক্ষয় ভাণ্ডার,
ব'সে আছ, একা দিন-যামী;
যাহা চায় তাহা পায় নিখিল সংসার, কিছু আশা নাহি কর তুমি।
তোমার দয়ায় জাগে রবি শশী তারা, গায় পাখী, ধায় সমীরণ,
ফোটে ফুল,ছোটে নদী,ঝরে বারিধারা; কি করুণা তব হে রাজন্!

৩১৭ প্রসন্নবদনে প্রিয়সম্বোধনে ডাকিছ পতিত মানব সন্তানে।
শুনিলে তোমার মধুর বচন, হেরিলে তোমার ও প্রেম-আনন,
দুঃখ যায় দূরে, হৃদি সরোবরে উঠে প্রেম-তরঙ্গ আশা-পবনে।
আহা কি কোমল স্নেহের প্রকৃতি, বিতরিছ কত সুখ শান্তি প্রীতি,
দাও দাও ঢালিয়ে তাপিত হৃদয়ে, করি হে মিনতি প্রণতি চরণে
[আলাইয়া-খাম্বাজ, ঠুংরি]—ভাদ্রোৎসব ১৮০০ শক (১৮৭৮)

৩১৮ কে বা ভুলিবে তোমারে, পেয়ে তোমার প্রীতি-সুধা,
দে'খে তোমার করুণা!
অগতির গতি তুমি, অনাথ-নাথ, কে না পায় তব ছায়া
বিশ্ববন্ধু তুমি, যে দিকে দেখি, দেখি তোমারি প্রেম।
[মালকোষ, আড়াঠেকা]

৩১৯ বেঁধেছ প্রেমের পাশে ও হে প্রেমময়!
তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল-হৃদয়।
তব প্রেমে কুসুম হাসে, তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম-হাসি তব উষা নব নব, প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব;
তব প্রেম তরে ফিরে হা হা ক'রে, উদাসী মলয়।
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,
ভুলেছে তোমারি রূপে নয়ন আমারি;
জলে স্থলে গগনতলে তব সুধাবাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে, ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে
আকুল হৃদয় খোজে বিশ্বময় ও প্রেম-আলয়।
[কাফি-কানাড়া, ঢিমেতেতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।২৮]

৩২০ অপার প্রেমে রচিয়াছ মোরে, তোমার ভুবন-মাঝে।
প্রিয়জন-সাথে জীবন-পথে রেখেছ তোমার কাজে।
তোমার হাতে এ হৃদয়-বীণা মধুময় সদা বাজে;
তোমার স্বরূপ-মাধুরী জীবনে অনুপম রূপে সাজে।

তব তত্ত্ব, নাথ, শিখাবার তরে, কত আয়োজন যতন সংসারে,
(আমি) কতই শিখিব, কতই জানিব,
কতই দেখিব এ জীবন ভ'রে ;
তোমার আলোকে আলোকিত প্রাণ,
তুমি হে আমার প্রেম পুণ্য জ্ঞান,
হে পরম জ্যোতি, তব নব জ্যোতি
হৃদয়-মাঝারে সতত রাজে।

[কানাড়া, ঠুংরি]

৩২১ জপ তপঃ যোগধ্যানে জ্ঞান বিচারে,
কে কোথায় ক'বে নাথ, পেয়েছে তোমারে !
যে জন কাতর প্রাণে ডাকে বারে বারে,
মায়ের মতন কোলে তুলে লও তারে ;
বঞ্চিত কখন তুমি কর নাই কা'রে।
ভকতবৎসল হরি, নিজগুণে দয়া করি,
ভক্তাধীন হ'য়ে বাঁধা আছ ভক্ত-দ্বারে ;
ধুয়ে তব শ্রীচরণ ভক্তি অশ্রুধারে, পূজিব হৃদয়ে সদা প্রেম উপহারে,
হরি হরি ব'লে যাব ভবসিন্ধু-পারে।

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

৩২২ দয়াময়, অপার মহিমা তোমার !
বিশ্বপতি তুমি গুণধাম, কৃপাময় ধর্ম্ম অবতার।
প্রেমসিন্ধু অমৃতনিকেতন, অনন্ত সুখের ভাণ্ডার,
সুর নর অমর দেবগণ মিলি গায় তব যশঃ অনিবার।
অতুল ধনপূর্ণ জগৎ সংসার, জ্ঞান প্রীতি পুণ্যের আধার,
নিরখি এ সব অনন্ত বিভব, বাসনা থাকে না কিছু আর।
দুঃখ দারিদ্র্য হয় বিমোচন, দেখিলে তোমাকে একবার ;
চাহিব অনেক, আশা করি মনে, দেখা হ'লে ভুলে যাই আবার।
[খাম্বাজ, যৎ]

৩২৩ তোমার করুণা প্রেম বহিছে অজস্রধারে।
ডুবেছে যে জন তাহে, সে কি তা ভুলিতে পারে !
জীব জন্তু অগণন, তব প্রেমে নিমগন,
আকাশে শশী তপন, তোমার প্রেম প্রচারে।
ধন্য সেই সাধু জন, যে তব প্রেমে মগন,
দিবানিশি তার মন ভাসে প্রেম-সাগরে।
[মোহিনী-বাহার, ঝাঁপতাল]

৩২৪ যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি তোমারি অচলা প্রীতি।
মলিন হ'য়ে মানব তোমায় দেখে না, চাহে না তোমায়,
হায় রে, কেমন মোহ !
[মালকোষ, আড়াঠেকা]

তুমি মা।

৩২৫ সীমা কে জানে, জননী, স্নেহ-জলধির তব!
আমাদের সুখ-হেতু, কত না করেছ তুমি,
প্রতিক্ষণ সাক্ষ্য তার দিতেছে বিনোদ-ভব।
শিখিপুচ্ছে কে চিত্রিল, পুষ্পদামে কে রঞ্জিল,
বিহঙ্গের কণ্ঠে এত মধুরতা কে বা দিল?
কে করিল শ্রান্তিহরা, নিদ্রা আর রজনীরে?
কে আর করিবে! তোমার স্নেহের কার্য্য এ সব।

[বাগেশ্রী আড়া]

---

৩২৬ যা কিছু নয়নে নিরখি ভুবনে, সকলেতে আছ জননী,
(ও মা) অন্তরে বাহিরে নিরখি তোমারে, তুমি অনন্তরূপিণী!
বিমল গগনে শশী দিবাকর, শোভাময় হ'য়ে বিতরিছে কর,
তাদেরি প্রভার তুমি মূলাধার, ও গো মা ভুবনমোহিনী!
কানন-মাঝে ফুটে ফুলরাশি, সে কুসুমে মা গো তোমারি হাসি,
জড় জীব সবে তোমারি গান গাহিছে দিবস যামিনী।
তোমারে বক্ষে করিয়ে ধারণ, মৃদুল হিল্লোলে বহে সমীরণ,
আমারো জীবনে আছ মা নিয়ত চির-আনন্দ দায়িনী।

[ঝিঁঝিট, একতালা]

৩২৭ তুমি মা জগত-জননী।

জাগ মা অন্তরে আনন্দভরে, চিদানন্দময়ী হৃদয়-বাসিনী !
তোমার কৃপায় ধরায় আগমন, তোমার কৃপায় জীবনধারণ,
ভ্রান্ত এই চিতে না পারে বুঝিতে, তুমি মঙ্গলরূপিণী।
নব ভাবে নব বেশে, নবীন বসুধা হাসে,
সন্তানদল চারিপাশে করে আনন্দধ্বনি ;
তোমার এ রাজ্য প্রেম-নিকেতন, সুরনরগণ আনন্দে মগন,
আমি, তাই দেখিতে না পাই, আছ মা হৃদয়ে দিবারজনী।

[বিভাস, একতালা]

---

৩২৮ আমি মা মা বলিয়ে ডাকি তোমারে ;
মাতা হ'তেও তুমি স্নেহ কর আমারে।
আমি জরায়ু-শয্যাতে যখন ছিলাম শয়ান,
তোমারি করুণায় আমার বাঁচিল পরাণ ;
আমি জানিতাম না, এত দয়া কে করে !
যখন মাতা না থাকেন সঙ্গে, তুমি থাক সঙ্গে সঙ্গে,
বাঁচাও আমায় কত স্নেহে, কৃপা ক'রে।

[সাহানা মিশ্র, যৎ]

৩২৯ মা মা ব'লে ডাকি গো তোমারে, চাহ গো জননী,
অকৃতী তনয়ে ফিরে।
মোহ-কোলাহলে থাকি যে মা ভু'লে, সতত বিরত আপন মঙ্গলে,
মোহ-নিদ্রায় অচেতন ;

দাও দাও মাগো শুভ দরশন, সফল করি গো এ পাপ-নয়ন,
হও গো সদয়, পাই মা অভয়, জননী গো !
একবার হেরি ও-রূপ হৃদি-মাঝারে।
[পরজ-রামকেলি, ঝাঁপতাল]

——— SN 29

৩৩০ তুমি যে আমারি মা, তাই মা তোমায় ডাকি।
সাথের সাথী, ব্যথার ব্যথী, সাড়া দাও মা যখন ডাকি।
কত ভালবাস তুমি, জেনেও কি জানি আমি ?
এমন মা যে আমার তুমি,(তোমায়) কোন্ প্রাণে ভু'লে থাকি ?
সারি কেন হও না তুমি, আমি জানি আমার তুমি ;
সুখে দুঃখে আমার তুমি, সদা তোমার সঙ্গে থাকি।
[ঝিঁঝিট, একতালা]

——— SN 30

৩৩১ আর কারে ডাক্‌ব মা গো, ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে !
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার, ডাক্‌ব মা গো যাকে তাকে।
শিশু যে মা বই বলে না, মা বই ত শিশু জানে না,
মা ছাড়া কভু থাকে না, আমি থাক্‌ব দেখে কাকে !
মা যদি সন্তানে মারে, শিশু কাঁদে মা মা ক'রে,
ঠে'লে দিলে গলা ধ'রে, কাঁদে মা যত বকে।
জগত-জননী হও, পুত্র-ভার মা গো লও,
মা গো আব্‌দার সও, তাইতে তনয় তোমায় ডাকে।
[ঝিঁঝিট, পোস্ত]

৩৩২ কার মা এমন দয়াময়ী, আমাদের মা তুমি যেমন!
সঙ্গে থাক দিবানিশি, চক্ষের আড়াল হও না কখন!
মা গো, তোমার স্নেহ-দৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছে সৃষ্টি, (মা)
তবু আমার কাছে যেমন মিষ্টি, আর কি কারও লাগে তেমন!
কাণে কাণে, মনে মনে, কথা কও সঙ্গোপনে, (মা)
বশে রাখ দুষ্ট জনে করি মিষ্ট আলাপন;
পরীক্ষার অনল জ্বেলে, তুমি আপনি তাহে দাও মা ফেলে,
আবার আপনি দাও তার উপায় ব'লে, যেরূপে বাঁচে জীবন!
তুমি ভালবাস যেমন, আমি তো পারি নে তেমন, (মা)
তেমনি ভালবাসাও আমায়, আমার প্রতি তুমি যেমন!
[খাম্বাজ, যৎ]

---

৩৩৩ আহা কি করুণা তোমার, মা ব'লে যে চিনেছি গো!
'মা আমার' বলিবার অধিকার চমৎকার!
বিপদ দুঃখ মাঝারে, প্রলোভন আঁধারে,
কোলে মুখ ঢাকিবার অধিকার চমৎকার!
পরাজয় পতনে, অনুতাপ-যাতনে,
চরণে কাঁদিবার অধিকার চমৎকার!
তোমারি এ আলয়ে, তোমার কাছে কাছে র'য়ে,
বাঁচিবার খাটিবার অধিকার চমৎকার!
তোমারি হইবার অধিকার চমৎকার!
[ঝিঁঝিট-মিশ্র, একতালা]—মার্চ্চ, ১৮৯৬

৩৩৪ তোর কাছে আস্‌ব মা গো শিশুর মত।

সব আবরণ ফেল্‌ব দূরে, হৃদয় জুড়ে আছে যত।
দৈন্য যে মা মনের মাঝে, ঘুচ্‌বে না তা মিথ্যা সাজে;
সব আভরণ কর্‌ব খালি, দেখ্‌বি মা গো মনের কালি,
শূন্য যে মোর প্রেমের থালি, তাই চরণে কর্‌ব নত।
মার্‌বি মা গো যতই মোরে, ডাক্‌ব আমি ততই তোরে,
ধর্‌ব যখন জড়িয়ে হাত, দেখ্‌ব কেমন কর্‌বি আঘাত,
তখন মা তুই পাবি ব্যথা, ব্যথা দিতে অবিরত।
মনের হরষ মনের আশে বল্‌ব সরল শিশুর ভাষে,
সুখের খেল্‌না হাতে পেয়ে, তোর কাছে মা যাব ধেয়ে,
তোর স্নেহাশীষ মাথায় ল'য়ে, ভবের খেলা খেল্‌ব কত।

[কানাড়া, দাদরা। কাকলি ১৩৩০]

---

৩৩৫ মা মা ব'লে, মা তোমার কোলে, স্নেহে গ'লে মিশে থাকি!

পাপভারাক্রান্ত শ্রান্ত হৃদয়ে হৃদয়ে রাখ ঢাকি;
এ ভব-কাননে পারি নে পারি নে থাকিতে আর একাকী;
মা তোমা বিনে বাঁচি নে বাঁচি নে, তাই গো তোমায় ডাকি।
অবিরাম তব ধ্যানে জ্ঞানে, নাম-গানে প্রেম-সুধারস-পানে,
মিলে প্রাণে প্রাণে নিত্য বিদ্যমানে, মুখপানে চেয়ে থাকি।
তোমার হাতে খাব, তোমার সঙ্গে র'ব সুখ দুঃখ যত তোমারে জানাব,
হাসিব কাঁদিব, তোমার কাছে শোব, চরণে মাথা রাখি।

[ভৈরবী, একতালা]

৩৩৬ আমার দুঃখেতে মাগো কাঁদে কি প্রাণ তোমার ?
বল শুনি, দয়াময়ী, ভাল ক'রে আর একবার।
ঘোর দুঃখ-দাবানলে, যখন অন্তর জ্বলে,
মনে হয় দয়ামায়া নাহি তব কিছু আর।
তুমি রাজরাজেশ্বরী, আমি দরিদ্র ভিখারী,
কেন বা সহিবে এত কাঙ্গালের আব্দার ?
কিন্তু আমি যে তনয়, তাই অভিমান হয়,
বিষাদে কাঁদে হৃদয়, "মা" ব'লে বার বার।

[বিভাস, ঝাঁপতাল]

---

৩৩৭ ধন্য ধন্য আনন্দময়ী মা তোমায় !
তব অভয়-পায়* যারা স্থান পায়,
তাদের তুমি গো জননী জীবন-উপায়।
ভক্তগণ তব নামে, জয়ী হ'য়ে পরিণামে,
হরি ব'লে স্বর্গধামে চ'লে যায়
তোমার কৃপায়, বিষ সুধা হয়,
দুঃখ-শরশয্যা পরিণত হয় কুসুম-শয্যায়।
এবার তোমার বলে মিশিয়া অমরদলে,কৃতার্থ হইব তাঁদের সেবায়,
অপার করুণা-ঋণে, লইলে যদি গো কিনে,
রেখো না অধীনে আর মৃতপ্রায় ;
আর নাহি ভয়,হ'ল মায়ের জয়,জয় জয় জগতজননী,নমি তব পায়

[বাহার, আড়কাওয়ালি]

৩৩৮ আনন্দময়ী আমার মা যে হাসিছে।
মা হাসে, ছেলে হাসে, হাসির বাজার বসেছে, (আনন্দপুরে)।
মেঘের কোলে সূর্য্য শশী, দেখ্‌লে হাসে জগদ্‌বাসী,
তেমনি মায়ের মুখের হাসি দে'খে হাসি না ধরিছে, (ছেলের মুখে)।
মায়ের আশেপাশে বসি, হাসিতেছে মুনি ঋষি,
যোগিগণ যোগে বসি হাসি হাসি বলিতেছে, (জয় মা আনন্দময়ী !)
মায়ের মুখে হাসি দে'খে, একই হাসি সবার মুখে,
নর-অমর লোকে একই হাসি হাসিতেছে।
[সিন্ধু (বাউলের সুর,) খেমটা]

৩৩৯ জয় জয় আনন্দময়ী বিশ্বজননী।
পাপতাপহারিণী সুখমোক্ষদায়িনী।
স্নেহময়ী জগদ্ধাত্রী, নিত্য শান্তি শুভদাত্রী
গৃহ-সংসারের কর্ত্রী দুঃখনাশিনী।
মধুর কোমল কান্তি, বিমল রজত ভাতি,
মহাশক্তি চিন্ময়ী অনন্তরূপিণী।
বসিয়ে হৃদয়াসনে, ঘন আনন্দ বরণে,
মোহিত করিছ মা ভুবনমোহিনী।
তোমার প্রেমে রঞ্জিত, আনন্দে পরিপূরিত,
দ্যুলোক ভূলোক চরাচর ধরণী ;
ভক্ত-পরিবার ল'য়ে বিহরিছ নিজালয়ে,
ওগো প্রেমময়ী জন-মনোরঞ্জিনী।
[ঝিঁঝিট, ঝাঁপতাল]

তুমি পরম আত্মীয়, তুমি সর্ব্বস্ব।

৩৪০ তুমি আত্মীয় হ'তে পরমাত্মীয় হে,
আছে তোমা হ'তে কে সংসারে!
পিতা মাতা জায়া, তনয় তনয়া, আর এত দয়া কে করিতে পারে
করুণার নিধান বিভু তুমি হে, কত না করুণা করিলে পাপীরে!
সুখ-সাধন এই শরীর মন, করুণার নিদর্শন, নাথ, তব।
গ্রহ-তারক-মণ্ডিত নীল নভ, ধন-ধান্য-ভরা রমণীয় ধরা,
সুগভীর তরঙ্গিত নীর-নিধি, হিম-রঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি,
সকলে পুলকে সমতান ধরি, করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে।

[খাম্বাজ জংলা. ঠুংরি]

৩৪১ কে তুমি কাছে ব'সে থাক সর্ব্বদা আমার!
স্বভাব প্রকৃতি রীতি, মিষ্ট অতি, কি নাম বল তোমার!
প্রতিদিন এত ক'রে কেন ভালবাস মোরে?
দয়াতে পূর্ণ * হ'য়ে কর কেবল উপকার!
রূপে গুণে অনুপম, দেখি নাই কোথা এমন,
মধুর আকর্ষণে, প্রাণ টানে, তোমার প্রাণে বারে বার!
নাই আলাপ, নাই পরিচয়, দেখিলে মন মোহিত হয়,
চিনেও চিনিতে নারি, এ কি দেখি চমৎকার!

সম্বন্ধে কে হও তুমি, জনক কিম্বা জননী,
যে হও সে হও, কিন্তু তুমি আমার, আমি তোমার !

[ঝিঁঝিট, পোস্ত]—১৬ আশ্বিন ১৭৯৭ শক (১৮৭৫)

---

৩৪২ তুমি একজন সবারেরি ধন !

সকলে আপনার ব'লে সঁপে তোমায় প্রাণ মন।
প্রাণের ব্যথা মনের কথা যার যা মনে থাকে,
ভাবে ভু'লে হৃদয় খু'লে ব'লে সুখী তোমাকে ;
সকলের হৃদয়ে থেকে শুন হৃদয়-রঞ্জন !
মঙ্গলস্বরূপ তুমি, তোমাধন সকলে চায়,
দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, তোমার গুণ সকলে গায় ;
কারু মাতা, কারু পিতা, কারু সুহৃদ সখা হও,
প্রেমে গ'লে যে যা বলে, তাতেই তুমি প্রীত রও,
কেউ বা মনে কেউ বচনে পূজে তোমার ঐ চরণ।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, চাও না চতুর্ব্বিধ রস,
তুমি কেবল ভাব-গ্রাহী, ভাবের ভাবুক, ভাবের বশ ;
একা তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশিদিন,
ভাব ক'রে ডাক্‌লে এস, ভাব' না ক জ্ঞানহীন,
সেই ভরসায় ভবের কূলে ব'সে আছি নিরঞ্জন।

[বিভাস, কাওয়ালি]

---

৩৪৩ ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে !
তত্ত্ব তার না পাই বেদ-পুরাণে।
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
হৃদয়বন্ধু কিম্বা পুত্রকন্যা,
তোমায় এ নহে সম্ভব (হে) এ কি অসম্ভব !
সম্পর্ক নাই, তবু পর ভাবিনে ! (কিসের জন্যে)
ও হে শাস্ত্রে শুন্‌তে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে ;
তুমি হবে কেউ আমার (হে) আপনার হ'তেও আপনার,
আপনার না হ'লে মন কি টানে ? (তোমার পানে)
[বাউলের স্বর, একতালা]

---

৩৪৪ কতই সম্বন্ধ আমার তোমার সনে !
অন্ত তার না পাই ভেবে গুণে ; ব'সে ব'সে তাই ভাবি মনে।
কভু পিতা হ'য়ে ভয় দেখাইয়ে, রাখ মোরে ক'ঠিন শাসনে ;
আবার জননীর বেশে, হেসে ভালবেসে, কোলে তুলে লও পরক্ষণে,
(সযতনে)।
কভু রাজ-বেশ পরি, ন্যায় দণ্ড ধরি, বসিয়া বিচার সিংহাসনে,
কর দোষ সংশোধন, পাপ বিমোচন, তীব্র অনুতাপ হুতাশনে,
(দণ্ড দানে)।
কভু হাসি হাসি মুখে, আসিয়া সম্মুখে, ডাক মোরে সখা সম্বোধনে ;
মিশে কাঙ্গালের সঙ্গে, নানা রস রঙ্গে, কর খেলা ভব বৃন্দাবনে,
(সখ্য প্রেমে)।

যখন অন্ধকারে সংশয় বিকারে ভ্রমি আমি সংসার কাননে ;
তখন পশিয়া অন্তরে, মৃদু মধু স্বরে, গুরু হ'য়ে মন্ত্র দাও গোপনে,
(বিবেক কর্ণে)।

[বাউলের সুর, একতালা]

৩৪৫ তোমায় ভাল না বেসে কে থাক্‌তে পারে!
এমন নরাধম (দয়াময় হে), কে আছে সংসারে!
তুমি পরম উপকারী, পাপভয়হারী,
দয়াল কাণ্ডারী ভব-পারে ;
হও প্রাণ হ'তে প্রিয়, পরম আত্মীয়,
কোন্ প্রাণে ভুলিব তোমারে! (বল হে নাথ)
ওহে গুণধাম, করুণানিধান,
আছ রূপে জগত আলো ক'রে ;
কিবা মধুর প্রকৃতি, সুন্দর মূরতি,
চেয়ে আছ সদা প্রেমভরে! (জীবের প্রতি)
হ'য়ে বিশ্বের বিধাতা, স্বর্গের দেবতা,
কর প্রেমভিক্ষা পাপীর দ্বারে ;
কত রূপে কত ভাবে, নির্গুণ মানবে
ডাকিতেছ সুখ দিবার তরে! (ভালবেসে)

[বাউলের সুর, একতালা]

৩৪৬ তোমায় ভাল লাগে এত কি কারণে !
না দেখি না শুনি শ্রবণে !
তোমায় প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস, বিশ্বে অবিশ্বাস,
ম'লেও পাব, আশা আছে মনে ।
নহ অনিশ্চিত ধন ব'লে বুঝি মন
করে না যতন উপার্জ্জনে ! (তোমা ধনে)
আছে স্বজন পরিজন, নানাবিধ ধন, তুলনা না হও কারো সনে
নাহি রূপ গন্ধ রস, কিসে কর্‌লে বশ !
ভুল্‌তে নারি, আপ্‌নি পড়ে মনে ।

[বাউলের সুর, একতালা]

৩৪৭ নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার, প্রাণাধার সারাৎসার !
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, আপনার বলিবার ।
তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বুদ্ধি বল,
তুমি বাসগৃহ, আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার !
তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্র বিধি, গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার !
তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা, তুমি হে উপাস্য,
দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার (তুমি) ।

[আলাইয়া, একতালা]

৩৪৮ সম্পদে বিপদে, নাথ, তুমি সর্ব্বস্ব আমার।
তোমা বিনা কে আছে আর, লইব শরণ কার!
হৃদি-কুটীরে যখন, পাই তব দরশন,
আনন্দে পূর্ণ তখন, দেখি জগৎ-সংসার!
তুমি মাতা তুমি পিতা, তুমি শান্তি জ্ঞান দাতা,
তুমি ভবভয়ত্রাতা, সর্ব্বমূলাধার;
যথায় থাকি যেমন, সদাই তোমারে যেন
পাই নাথ দরশন, দেহ এই অধিকার।

[সুরটমল্লার, আড়া]

তুমি এক।

৩৪৯ এক প্রথম-জ্যোতি, অতি শুভ্র, পরম ব্রহ্ম,
প্রভু সর্ব্বলোক-সেতু পরমেশ্বর!
রাজ-রাজ বিশ্বরাজ, আদি কোথায়, অন্ত কোথায়, বিশ্বম্ভর!
মহাব্যোমে তোমারি শাসনে ধাইছে তারা রবি শশী,
ধায় সসাগর মহী, সুমহত যশ ঘোষে।
ভূলোক দ্যুলোক তোমারি রাজ্য, অতুলন তব ঐশ্বর্য্য;
তুমি মহান্, তুমি পুরাণ, দীনশরণ, মঙ্গলময়।

[কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৭২]

৩৫০ মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে,
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে !
তুমি আছ বিশ্বনাথ অসীম রহস্য মাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমা-নিলয়ে।
অনন্ত এ দেশ কালে অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি, আমি চাহি তোমা পানে।
॥ স্তব্ধ সর্ব্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর,
॥ এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে।
[ইমনকল্যাণ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৫২]

---

৩৫১ অসংখ্য জীবন-মাঝে তুমি এক প্রাণ।
সকল শক্তিমূলে তুমি সর্ব্বশক্তিমান্। তোমায় করি হে প্রণাম !
জ্ঞানী ভক্ত প্রেমিক যাঁরা, তোমায় বুঝ্তে আত্মহারা !
মহাজ্ঞানী আদিকবি পুরুষপ্রধান ! তোমায় করি হে প্রণাম !
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, ভূধর সাগর নদীর ধারা,
ফলফুল গন্ধে ভরা ধরা শোভার নিদান ;
অন্তরে বাহিরে শোভা, সকলি যে মনোলোভা,
সৃষ্টি তোমার কি বিচিত্র লীলার বিধান ! তোমায় করি হে প্রণাম !
[বিভাস, একতালা]—১ কার্ত্তিক ১৩২৩ বাং (১৯১৬)

---

৩৫২ বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ-ধারা !
বাজে অসীম নভ-মাঝে অনাদি রব, জাগে অগণ্য রবি চন্দ্র তারা।

একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যে, পরম এক সেই রাজ-রাজেন্দ্র রাজে ;
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত,লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহারা।

[লচ্ছাসার, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৫২]

তুমি পুণ্যময়, পরিত্রাতা।

৩১৩ ও হে ধর্ম্মরাজ বিচারপতি,তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে?
কে কোথা হয়েছে সুখী অধর্ম্ম পাপ-আচারে ?
দর্পহারী ন্যায়বান্, পাষণ্ড-দলন নাম,
নাহি কারো পরিত্রাণ, তোমার সূক্ষ্ম বিচারে।
দুর্ম্মতি মানবগণে, কুকর্ম্ম করি গোপনে,
পায় দুঃখ পরিণামে, কর্ম্মফল ভোগ করে।
তুমি দণ্ডদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
দণ্ড দিয়ে মুক্ত কর এ অধম মহাপাপীরে !

[ঝিঁঝিট, মধ্যমান]

৩১৪ হরি, তোমা বিনা কেমনে এ ভবে জীবন ধরি !
সংসার-জলধি-মাঝে তুমি হে তরী।
তব মুখ পানে চাই, আঁধারে আলোক পাই,
নিমেষে হৃদয়-তাপ সব পাসরি।

[...ার, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪০]

৩৫৫ হে গুরু, কল্পতরু, সকলি সম্ভবে তোমারি নামে!
নিমেষে পাতকী যায় পুণ্যধামে!
যাহা চাই তাহা পাই, কিছুরি অভাব নাই,
অনন্ত সুখ-সম্পদ তব চরণে।
যে জন সরল হয়, বিশ্বাসেতে মুক্তি পায়,
সংসারে স্বর্গের শোভা হেরে নয়নে।

[দেশ-মল্লার, ঝাঁপতাল]

---

৩৫৬ তুমি দয়াময় পতিতপাবন, ভক্তের জীবন ধন।
ও হে হৃদয়-বিহারী অন্তর্যামী হরি, বাঞ্ছাকল্পতরু দারিদ্র্যভঞ্জন!
হ'য়ে নিরুপায় যে জন তোমারে ডাকে প্রাণপণে ব্যাকুল অন্তরে,
দাও পদাশ্রয় অভয় তাহারে, (দয়াময় হে)
তারে লও কোলে ক'রে জননী যেমন।
যুগে যুগে বিধি করিলে প্রচার, ভক্তসঙ্গে কত করিলে বিহার,
তরাইলে কত পাপী দুরাচার, (দয়াময় হে)
তুমি কাহাকেও বঞ্চিত কর নাই কখন।

[বিভাস, একতালা]

---

৩৫৭ জয় জ্যোতির্ময় জগদাশ্রয়, জীবগণ-জীবন!
তুমি পরমেশ্বর (প্রভু হে) পূর্ণব্রহ্ম, আদি-অন্ত-কারণ।
মহিমায় ইন্দ্র, দয়ায় চন্দ্র, স্নেহে পরাজিত ভুবন,
(কোথা আছ হে, ও কাঙ্গালের সখা),
আমি অধম পাতকী, করযোড়ে ডাকি, দাও মোরে তব চরণ।

প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্লেশ-কলুষ-নাশন,

(একবার দেখা দাও হৃদয়-মাঝে,)

তুমি দীন-শরণ, ভকত-জীবন, লজ্জা-ভয়-নিবারণ।

[মূলতান-মিশ্র, একতালা]

---

৩১৮ হে করুণাকর, দীন-সখা তুমি,

আগত প্রভু তব দ্বারে।

তুমি বিনা দীনে কে প্রভু তারে দুস্তর ভব-সংসারে!

সম্পদ বিপদসম তোমা বিহনে, জীবন মৃত্যুসমান;

বিপদ সম্পদ তব করুণাতে, মৃত্যু সে অমৃত-সোপান!

[…কলি, কাওয়ালি]

---

৩১৯ জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।

যাঁর গুণ-কথনে, স্মরণ মননে, ভব-ভয়-তাপ হরে।

গাহে ঋষিগণ সুনাম অবিরাম, হে পরমেশ প্রাণেশ প্রাণারাম,

অনুদিন যোগ ভরে।

কিবা সে প্রেমঘন, রূপ নিরঞ্জন, যোগী তপোধন ধ্যান ধরে।

পদ্ম-গন্ধে অন্ধ ভক্ত-অলিবৃন্দ পদারবিন্দে বাস করে!

যাঁর সেবনে দর্শনে স্পর্শনে, মহাপাতকী তরে।

[বৃন্দাবনী, ঠুংরি]

তুমি সুন্দর।

৩৬০ হে হরি সুন্দর, (তুমি সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর)।
করুণার সাগর, ভক্তি-সুধারস সঞ্চার'।
তাপিত তৃষিত মম প্রাণ শীতল কর'।
তব প্রেমমুখ-চন্দ্র হেরিলে আঁখি ভাসে প্রেমজলে,
সব শোক-সন্তাপ হয় দূর।
প্রেম-মূরতি মধুর জ্যোতি প্রকাশি নাশ মোহ আঁধার দুস্তর,
হৃদয়-মাঝে প্রেম সরোজে, বিহর আনন্দে নিরন্তর।
[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল]

৩৬১ আর দেখি না এমন,
তোমা হইতে সুন্দর সুখকর প্রলোভন প্রিয়দরশন!
রূপ সৌন্দর্য্য মহিমা-কৌশলে, স্নেহ দয়া পূর্ণ মানবমণ্ডলে,
তোমারই প্রেম প্রতিবিম্বিত হইতেছে অনুক্ষণ।
দেখিতে নয়ন নাহি হয় শ্রান্ত, সম্ভোগে হৃদয় কভু নয় ক্লান্ত,
অপূর্ব্ব কাহিনী সুধাময় বাণী করে মধু বরষণ;
প্রেমরস পানে বাড়য়ে পিপাসা, পূরে মনস্কাম, না যায় লালসা,
নাহি তার অন্ত, ঝরে অবিশ্রান্ত, নহে কভু পুরাতন।
[পরজ, একতালা]

৩৬২ তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর, তুমি সুন্দরের খনি,
পরশে তোমার হই যে সুন্দর, হৃদয়-পরশ-মণি!
কি বা সুন্দর দরশন, জুড়ায় সরল প্রাণ,
তরল হয় রে দুঃখ ভার, (প্রাণের ফুল ফুটে উঠে রে!)
তখন আপনাকে যাই ভুলি, মুখে উঠে "ব্রহ্ম"-বুলি,
জ্ঞান কর্ম্ম হয় একাকার!
দে'খে মধুর স্বরূপখানি,
তোমায় মনে হয় কত আপ্‌না-আপ্‌নি, (ওহে সুন্দর!)
কোনো শিল্পীর কারিকুরি, খাটে না যে তারি জুরি,
আপ্‌না গড়া আপনা গড়ন, (আহা, কি গড়ন গড়া রে!)
তোমার গড়ন কিরণে-মিলা, চৌদিকে সমান জিলা,
ত্রিলোকে করিছ প্রাণ হরণ!
শ্বেত লাল পীত, যত বরণ গণি,
সে সব ছাড়া তোমার বরণখানি, (ওহে সুন্দর!)
নাথ, তব রূপে ভরা "আহা," দে'খে কেবল বলি "আহা",
এত আহা বলিহারি যাই, ("আহা" বল্‌তে নয়ন ঝরে রে!)
যেন মনে প্রাণে হেরি যাহা, কিসে ভেঙ্গে বলি তাহা,
"আহা" বিনা কথা নাই!
মুখে বলি "আহা", প্রাণে ধন্য গণি,
(তোমায়) দে'খে ফুটে আমার পরাণখানি, (ওহে সুন্দর!)
[মনোহর সাই, খয়রা]

৩৬৩ কে হে তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর অতি সুন্দর !
কভু নবীন ভানু ভালে, কভু ভূষিত নীরদ-মালে,
কভু বিহগ-কূজিত-কুহক-কণ্ঠে গাহিছ অতি সুন্দর !
কভু নির্ম্মল নীল প্রাতে কনক-কিরীট মাথে,
অভ্রভেদী অচলাসনে রাজিছ অতি সুন্দর !
কভু পুষ্পিত নভ-কুঞ্জে তব নৈশবংশী গুঞ্জে ;
কভু পীত-জ্যোৎস্না-বসন, মধুর মূরতি অতি সুন্দর !
[ভয়রোঁ. একতালা। কাকলি ১।৭]

৩৬৪ আহা কি সুন্দর মনোহর সে মূরতি !
যোগি-হৃদয় রঞ্জন, আনন্দরূপমমৃতম্,
সুধাময় শান্তিপ্রদ বিমল বিভাতি।
প্রাণস্য প্রাণম্, পুরুষ মহান্, তেজোময় সূক্ষ্ম মঙ্গলনিধান ;
বচন-অতীত, তুলনা-রহিত, প্রীতি-বিস্ফারিত উদার-প্রকৃতি।
প্রিয় দরশন প্রসন্ন বদন, প্রেমানুরঞ্জিত কৃপা-নয়ন,
কলুষ-বিনাশন, সন্তাপ-হরণ, নিরাশ-আঁধারে আশার জ্যোতি।
প্রেমিক বৈরাগী হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী, যে রূপ ধ্যানে সদা অনুরাগী,
অন্তরে বাহিরে কবে, হেরে মন মোহিত হবে,
চিরবাঞ্ছিত পবিত্র সে কোমল কান্তি !
[জয়জয়ন্তী, যৎ]

৩৬৫ হে হরি সুন্দর! কত রূপ কত শোভা একাধারে ধর!
তোমার অপার রূপের ছটায়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসিছে শোভায়,
কোটি রবি শশী চরণে লুটায়, (চরণ) পরশে তারা কি সুন্দর!
কত তারা হাসে নীরব আকাশে, কি সুন্দর বেশে নব উষা আসে,
চারিদিক সুবাসিত তোমারি সুবাসে, কি সুন্দর ফুল ফুটে কাননে!
পাখীর পাখায় তরু লতিকায়, স্থাবর জঙ্গমে, আকাশের গায়,
আহা কি বিচিত্র এঁকেছ হে চিত্র, ও হে মহা চিত্রকর!
হে অনন্ত হাসি, অনন্ত বসন্ত, অনন্ত জোছনা, সৌরভ অনন্ত,
তোমার হাসিতে হাসিছে জগৎ, মা'র কোলে শিশু সে হাসি হাসে!
পুণ্যবতী সতী বদনে যে জ্যোতি,
তোমারি সে জ্যোতি, হে জ্যোতির জ্যোতি,
তোমারি শোভায় কি বা শোভাময় ভকত-হৃদয়-কন্দর!
[বেহাগ, একতালা]

৩৬৬ কে সে পরম সুন্দর, যাঁহারি লাবণ্যে পূর্ণ অনন্ত অম্বর!
আনন্দ-ঝঙ্কারে যাঁর মনের বিচিত্র তার,
ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে বাজে নিরন্তর!
সে সঙ্গীতে হ'লে লীন, মনোবীণা স্পন্দহীন,
তিলেক বিচ্ছেদে তাঁর ব্যাকুল অন্তর!
রূপ তাঁর সর্ব্বস্থানে, রস তাঁর ঝরে প্রাণে,
প্রেম তাঁর কোলে টানে বিশ্বচরাচর।
[জৌনপুরী টোড়ি, একতালা]

৩৬৭ তুমি সুন্দর সুন্দর, মধুর মধুর, চিরনূতন তুমি হে !
তুমি বিশ্ববিনোদন, ভকতজীবন, সুর-নর বন্দন হে !
তব প্রেম-মূরতি আনন্দ-আলোকে রাজিছে অতুলন হে ;
সে যে অপরূপ শোভা, মুনি-মনোলোভা, জয় জয় সুন্দর হে !
তুমি সত্য সারাৎসার, নিত্য নিরাকার, নিরাধার নিরঞ্জন হে
তুমি চিন্ময়স্বরূপ, শান্তি-সুধাকর, মঙ্গলনিলয় হে !
যোগী ডুবিয়া তব রূপধ্যানে, কি যে অমৃত পাইল প্রাণে,
যে জন পাইল সেই শুধু জানে, জয় জয় সুন্দর হে।
[মূলতান, কাওয়ালি। সুর,—"জয় দীন দয়াময়"]

৩৬৮ তুমি সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়।
তুমি অমৃত-বারিধি হরি হে, তাই তোমারি ভুবন ভরি হে,
পূর্ণ চন্দ্রে, পুষ্প গন্ধে, সুধার লহরী বয় ;
ঝরে সুধা জল, ধরে সুধা ফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয়।
তুমি সর্ব্ব-শকতি-মূল হে, তাহে শৃঙ্খলা কি বিপুল হে,
যে যাহার কাজ নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয়,
নাহি ক্রম-ভঙ্গ, পূর্ণ প্রতি অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি অপচয়।
তুমি প্রেমের চিরনিবাস হে, তাই প্রাণে প্রাণে প্রেম-পাশ হে,
তাই মধু-মমতায় বিটপী লতায় মিলি প্রেম-কথা কয়,
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয়, গাহে তব প্রেমজয়।
[মনোহরসাই, জলদ-একতালা]

৩৬৯ জগতে যা কিছু সুন্দর দেখি, তার মাঝে তুমি সুন্দর।
সুন্দর, তুমি ভ'রে আছ ধরা, ভ'রে থাক মম অন্তর।
সুন্দর তব এই নীলাকাশ, সুন্দর ফুল, দখিনা বাতাস,
ধূলি তৃণ জল গিরি বনতল সব জুড়ে তুমি সুন্দর।
সুন্দর এই ধরাতলে আসি তোমারেই যদি না চিনি,
ব্যর্থ এ তব সব আয়োজন, ব্যর্থ এ মম জীবনই।
সুন্দর, তুমি অন্তরে জাগো, অন্তর প্রেমে রঞ্জিত রাখো,
সুন্দর জ্ঞানে, সুন্দর ধ্যানে, হ'য়ে থাকি চির-সুন্দর।

[বাহার তেওরা। (স্বরলিপি "স্বপন পেয়া" পুস্তকে)]

---

৩৭০ ধন্য ধন্য প্রেমময়, তুমি সৌন্দর্যের সার,
আনন্দ আকাশে সদা আনন্দে কর বিহার।
হাসিছ পুষ্পবনে, হাসিছ চাঁদের সনে,
শিশুর ফুল্ল-আননে, কত হাসি হে তোমার!
মায়ের কোমল স্নেহে, সতীর পবিত্র প্রেমে,
সাধুর হৃদয়ধামে, তুমি প্রেম-অবতার।
তব রূপ সাগরে, নিমগন কর মোরে,
আনন্দে বদন ভ'রে, গাই মহিমা তোমার।

[ঝিঁঝিট, একতালা]

---

৩৭১ পরম সুন্দর তুমি হে হরি ! (ও সুন্দর !)
মুনি-জন-মনোলোভা রূপ মাধুরী ।
ও রূপ মাধুরী হেরি মরমে মরি, (নেহারি নেহারি রূপ মরমে মরি)
অন্তরে বাহিরে, চকিত আঁখি চায় ফিরে ফিরে ;
মধু গন্ধে মত্ত মন রহে গুমরি ।
[খাম্বাজ মিশ্র, ঠুংরি]

ধ্যান ।

৩৭২ দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন ;
জগত-পতি হে কৃপা করি হেথা কি করিবে আগমন ?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয় করেছি যতনে প্রক্ষালন ।
বাহিরের দীপ রবি তারা ঢালে না সেথায় কর-ধারা,
তুমিই করিবে শুধু দেব, সেথায় কিরণ বরিষণ ।
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ-কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান করেছে সুদূরে পলায়ন ।
কেবল আনন্দ বসি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা,
তোমারি সে সেবক প্রভু, করিবে তোমার আরাধন ।
নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা, মুদিয়া সজল দুনয়ন ।
[ধুন, কাওয়ালি]

৩৭৩ গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে, আর কোলাহল নাই,
রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর ধ্বনি শুনিবারে পাই।
সকল বাসনা চিত্তে এল ফিরে, নিবিড় আঁধার ঘনাল বাহিরে
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে, জ্বলিতেছে এক ঠাঁই।
অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী, খেলা হ'ল সমাধান,
চপল চঞ্চল লহরী-লীলা পারাবারে অবসান।
নীরব মন্ত্রে হৃদয় মাঝে, শান্তি শান্তি শান্তি বাজে,
অরূপ কান্তি নিরখি অন্তরে, মুদিতলোচনে চাই।

[পরজ বসন্ত, রূপকড়া। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি, ১।৫৪]

---

৩৭৪ এবার ডুবিলাম ডুবিলাম প্রাণারাম-সাগরে!
এ যে সাগর নয়, অমৃতের আধার,
ইহার ঢেউ লেগে প্রাণ শান্ত করে।
কোথায় গেল সংসারের কোলাহল,
আশার প্রলোভন, যড় রিপুর বল,
আমার প্রাণ হ'ল শীতল;
এ সুখ বর্ণনা কি যায় বচনে? ইহার মননে দুনয়ন ঝরে।
প্রেমনীরে ডুব দিয়ে আর কিছুই দেখি না,
সুধা সিন্ধু নীরে করি সন্তরণ, সুধামাখা বিশ্ব সংসারে।
এসেছি এখানে যাবনা ক আর,
খুঁজিয়া পেয়েছি আনন্দ ভাণ্ডার, হেথা নাই অন্ধকার;
এবার অমর হব, এমনি রব, দয়াল হরির চরণ ধ'রে।

৩৭৫ ডুবি অমৃত পাথারে, যাই ভু'লে চরাচর,
মিলায় রবিশশী !
নাহি দেশ, নাহি কাল, নাহি হেরি সীমা,
প্রেম-মূরতি হৃদয়ে জাগে, আনন্দ নাহি ধরে !

[ললিত, চৌতাল]

---

৩৭৬ এই কি তুমি মম প্রাণাধার ?
পূজি তোমারে আজি দিয়ে প্রীতি ফুলহার ।
তুমি কি হৃদিকন্দরে, এই শ্রীমন্দিরে ?
কেন প্রাণ উথলে আনন্দে অপার ?
তুমি কি রসনা মূলে ? নইলে কেন হরি বলে ?
কেন ভাসে নয়ন জলে উদাস প্রাণ আমার ?
(কেন) হৃদয়ে শোণিত ছুটে, মুখে নাহি কথা ফুটে,
ভব বন্ধন টুটে পরশে তোমার ?
আঁখি নিমীলিত করি, বসি যোগাসন পরি,
তোমারে নাথ ধ্যান করি একান্তে এবার ।
আমাতে খেলিছ তুমি, তোমাতে মগন আমি,
আমি তুমি, তুমি আমি, হ'য়ে একাকার ।

[মূলতান, ঢুতালী]

উপাসনা-শেষ, বন্দনা, প্রণাম।

৩৭৭ জয় দীন-দয়াময়, নিখিল-ভুবন-পতি,
প্রেমভরে করি তব নাম।
আজি ভাই ভগিনী মিলি পরাণ ভরিয়া সবে
তব গুণ গাই অবিরাম।
ভকতি করিয়া নাথ পূজি তোমারে,
প্রভু গো তোমারেই চাহে সবার প্রাণ;
হাত যুড়িয়া মোরা বিনয়ে প্রণতি করি, আশীষ' আশীষ' প্রাণারাম!
হায়, অন্ধ সবে মোরা চক্ষু থাকিতে নাথ, ধূলিতে পড়িয়া অসহায়;
আর কে বা আছে গো হেন, কাছে থাকিয়ে সদা
ডাকে "পাপী, আয় আয় আয়!"
রেখোনা রেখোনা নাথ ফেলিয়ে আঁধারে, কোথায় এলেম পথ নাহি হেরি;
হাত ধরিয়ে সদা সাথ সাথ রেখো, যাব ত'রে তোমারি কৃপায়।
প্রভু এই জগতে তব থাকি যতদিন মোরা,
তব শান্তিসুধা করি পান;
আর ভুলিয়া অপর সব মনের হরষে যেন
করি সদা তব গুণগান!
শেষে পৃথিবীর যবে ফুরাইবে খেলা,
তোমারি আদেশে ত্যজিব এ দেহে;
ডাকিয়া লইও পিতা তোমার সুখের দেশে, চিরশান্তিময় যেই স্থান।
[মূলতান, কাওয়ালি]

৩৭৮ অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, প্রণমি চরণে তব,
প্রেম-ভক্তি ভরে শরণ লাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে, এই বর-দান ভগবান মাগি !
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে, ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে ;
দীন-বৎসল তুমি,তার' নিজ সেবকে,তব অভয় মূরতি ভয় নিবারে।
বিষয়-মোহার্ণবে মগন হ'য়ে ডাকি হে,দীন হীনে প্রভু রাখো রাখো ;
তব কৃপা যে লভে,কি ভয় ভবসঙ্কটে, কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো।
[ভজন, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১০৩]

---

৩৭৯ জগতপিতা তুমি, বিশ্ববিধাতা।
আমরা তোমারি কুমার কুমারী, তুমি হরি সব সুখদাতা।
রাজরাজেশ্বর, সর্ব্বভুবনপতি, পতিতপাবন দীনবন্ধু ;
অনাথ-গতি তুমি, অনাদি ঈশ্বর, করুণা কর কৃপাসিন্ধু !
সঙ্কট-মোচন অভয় চরণ তব বন্দিছে সুরনরবৃন্দে ;
জনম দিয়েছ যদি, শরণ দিতে হবে শীতল চরণারবিন্দে।
[আশা, ঠুংরি]

৩৮০ পতিতপাবন তুমি, ভব-ভয়হারী।
দেখ তব দ্বারে আজি করযোড়ে মুক্তি-ভিখারী নরনারী।
এক অভয় পদ বিঘ্ন-বিপদ-হর তুমি প্রভু ভব-সংসারে ;
লইনু শরণ আজি শ্রীচরণ-আশ্রয়ে, দেও হে তব পদ-তরী।
কে আর করিবে প্রভু কলুষ বিমোচন, যাইব আর কার দ্বারে ?
মলিন পাতকী সবে ডাকি তোমারে প্রভু, তার' হে পতিত-উদ্ধারী।

মোহ-তিমির ঘোর ভীষণ দুস্তর কে আর করিবে বিনাশ ?
কে পারে তরিবারে, তোমার প্রসাদ বিনা ;—লইনু শরণ হে, তোমারি !
[আশা, ঠুংরি]

৩৮১ জয় দেব, জয় দেব, জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা,
সঙ্কট-ভয়-দুখ-ত্রাতা, বিশ্বভুবন-পাতা, জয় দেব, জয় দেব।
অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা, প্রভু নাহি তব উপমা ;
বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু, চিন্ময় পরমাত্মা, জয় দেব, জয় দেব।
জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে ;
পরমশরণ তুমি হে জীবন মরণে, জয় দেব, জয় দেব।
দুখ-তারণ দীনেশ, সুখশান্তিদাতা, প্রভু সুখশান্তিদাতা ;
শরণাগত-বৎসল তুমি, পরম পিতা মাতা, জয় দেব, জয় দেব।
আপনা-প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার, প্রভু না দেখি নিস্তার,
একমাত্র ভরসা হে করুণা তোমার, জয় দেব, জয় দেব।
শত অপরাধী আমরা, পাপ ক্ষমা কর হে, প্রভু পাপ ক্ষমা কর হে ;
তব প্রসাদ লাভে প্রভু, পাপ তাপ না রহে, জয় দেব, জয় দেব।
মিলিয়ে ভক্তসমাজ, মাগি বরাভয় দান, প্রভু মাগি বরাভয় দান,
কৃপা করি হে কৃপাময় দাও চরণে স্থান, জয় দেব, জয় দেব।
কি আর যাচিব আমরা, করি হে এ মিনতি, প্রভু করি হে এ মিনতি,
এ লোকে সুমতি দাও, পরলোকে সুগতি, জয় দেব, জয় দেব।
[মিশ্র, একতালা]

৩৮২ পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে,

শান্তি-সদন সাধন-ধন দেব-দেব হে !

সর্ব্বলোক-পরমশরণ, সকল-মোহ-কলুষ-হরণ,

দুঃখ-তাপ-বিঘ্ন-তরণ শোক-শান্ত স্নিগ্ধ চরণ।

সত্যরূপ প্রেমরূপ হে, দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভূপ হে !

হৃদয়-নন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু,

যাচে তৃষিত অমিয়-বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু।

প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে, বিকশিত-দল চিত্ত-কমল, হৃদয়-দেব হে !

পুণ্যজ্যোতি-পূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,

সুধাগন্ধ-মুদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয়-ভবন।

এস এস শূন্য জীবনে, মিটাও আশ সব পিয়াস, অমৃতপ্লাবনে !

দেহ জ্ঞান, প্রেম দেহ, শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ,

ধন্য হোক হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক সকল গেহ।

[ঝিঁঝিট, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১১৩]

৩৮৩ জয় জয় জয় দেব, জয় জগত-বন্দন !

গাইছে নিয়ত মহিমা তোমার, হে নাথ, নিখিল ভুবন।

কাননে কুসুম, গগনে তপন, করুণা তোমার করে বরণন,

তোমার পরশে বাঁচে ত্রিভুবন, জয় জগত-জীবন !

তোমার রচনা এ ক্ষুদ্র হৃদয়, মন প্রাণ নাথ তব সমুদয়,

কত যে আনন্দ লভে দয়াময়, তোমাতে হইলে মগন।

প্রবাসে সুহৃদ, আবাসে জননী, সুখে দুঃখে সখা তুমি গুণমণি,

ভীম ভবার্ণবে ও-পদ তরণী, হে ভব-জলধি-তারণ।

আমরা দুর্ব্বল অতি, তুমি অগতির গতি,
তব বলে কর বলী, ও হে মৃত-সঞ্জীবন।
দেহ, নাথ, দেহে বল, জ্ঞান-ভকতি-প্রীতি-সম্বল,
গাহিয়া অতুল মহিমা তোমার, করিব সংসারে ভ্রমণ।
কর আশীর্ব্বাদ দান, সঁপি এ দেহ মন প্রাণ,
জীবন মরণে করিব নাথ, তোমারি কর্ম্ম সাধন।
[ঝিঁঝিট, একতালা]

৩৮৪ তৎসৎ ব্রহ্মপদ প্রণমি হে দণ্ডবৎ।
শ্রবণ করো করুণা করি প্রভু এ স্তুতি-গীত ত্বরিত!
শান্তি-সুধা সর্ব্বভুবন বিস্তারো, ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে;
অনীতি দুর্ম্মতি করি অপহৃত, পুণ্য-সলিল বরিষ, বরিষ অমৃত!
প্রাণের প্রাণ তুমি হৃদয়ের স্বামী, বিকশিত কর আসি হৃদয়কমল হে
প্রেম-সুধা দেও চিত্ত-চকোরে, প্রসাদ-বিন্দুর তরে প্রাণ তৃষিত।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসাক্ষী পুরাণ, কি আর জানাব, জানিছ সকলি হে;
ভক্তবৎসল তুমি, ভক্ত এই যাচে, মোচন কর সর্ব্ব দুরিত দুষ্কৃত।
কাতর হইয়ে এসেছি তব দ্বারে, দীন হীন সবে মলিন দুর্ব্বল হে;
বিঘ্ন-বিনাশন পতিত-পাবন, দেখাও দেখাও হে তব পুণ্যপথ।
বিশ্ব-নিয়ন্তা বিভু ন্যায়-সিন্ধু, ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে;
দিব্য পিতা প্রভু পরমকৃপাময়, বিতর সবে শান্তি সুমতি সতত।
[ভৈরবী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৭৪]

৩৮৫ জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার ;
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর-ভূমি, মঙ্গলের তুমি মূলাধার।
নানারসযুত ভব গভীর রচনা তব, উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায় ;
মহাকবি ! আদি কবি! ছন্দে উঠে শশী রবি, ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়।
তারকা কনক-কুচি, জলদ-অক্ষর রুচি, গীত-লেখা নীলাম্বর-পাতে .
ছয় ঋতু সম্বৎসরে মহিমা কীর্ত্তন করে, সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি, বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি, ধ্যায় যুগ-যুগান্ত অসীম !
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে, কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তারা
তোমারি এ রচনারি ভাব ল'য়ে নরনারী হা হা করে, নেত্রে বহে ধারা !
মিলি সুর নর ঋভু প্রণমি তোমায় বিভু, তুমি সর্ব্বমঙ্গল-আলয় ,
দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম, দেও দে[illegible]ও-পদ-আশ্রয়
[বিভাস, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১১]

---

৩৮৬ ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম, প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু,
দয়াসিন্ধু করুণানিধি ব্যাকুল-চিত্তবারি হো !
ভগবজ্জন-হৃদ-রঞ্জন, পাবন জগজ্জীবন,
প্রভু পরমশরণ, পাপী-গতি, আশ্রিত-ভয়হারী হো !
অচ্যুত আনন্দধাম, সত্যাশ্রয় সত্যকাম,
জাগ্রত জীবন্ত দেব, সেবক-কাণ্ডারী ;
জ্ঞানানল দীপ্যমান, হৃদাধার হৃদয়েশ্বর,
ভবতারণ হরি কৃপালু, ভকত-মন-বিহারী হো !

অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ, ভগবান্ ভক্তবৎসল,
কল্যাণ অমর বিশ্ব-ভুবনধারী ;
জীবিতেশ হৃদয়-রতন, পরমায়ন সত্যপুরুষ,
সদানন্দ জগদ্‌গুরু, জগ-জন-হিতকারী হো !

[খট্, একতালা। (স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮৫০ শক)]

---

৩৮৭ নাথ ! তুমি ব্রহ্ম, তুমি নিত্য, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ,
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ !
জল স্থল মরুত ব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক,
তুমি সবার সৃজনকার, হৃদাধার, ত্রিভুবনেশ !
তুমি এক, তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখ-সোপান,
তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি মোক্ষধাম ;
পূর্ণ হ'ল মনস্কাম, ল'য়ে আজি তব নাম,
তব পায় শতবার করি প্রণাম, করি প্রণাম।

[জয়জয়ন্তী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১২৬]

---

৩৮৮ পরমদেব ব্রহ্ম, জগজন-পিতামাতা।
সেবকে প্রসন্ন হও, হে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা।
থাকে নিত্য তব পদে মতি, এই ভিক্ষা দেহি নাথ।

[খাম্বাজ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৮৮]

---

৩৮৯ ধন্য তুমি ধন্য ! ভব-জলধি-তারণ, তুমি ব্রহ্ম।
ত্রিভুবন-বরেণ্য, অখিল-শরণ্য,
তুমি সবাকার প্রাণ, আত্মার আনন্দধাম !
হৃদি-রঞ্জন, দুখ-ভঞ্জন, ভব-খণ্ডন, পুরুষোত্তম,
তুমি অন্তরতম জীবের জীবন, তাপিতচিত-বিশ্রাম !
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি পাতা, তুমি ত্রাতা,
তুমি সখা, তুমি গুরু, তুমি শুভদাতা ;
ভাষা আকুল বর্ণিবারে, নাহি পায় কথা !
যুগ-যুগান্তর ধ'রে কত গুণী, কত মুনি, কত ঋষি,
তোমার মহিমা বাখানি রচিল কত ছন্দ, কত মন্ত্র, কত গান ;
তবু তো নারিল বর্ণিতে স্বরূপ তোমার, তুমি বাক্য মনের অগম্য
[দেওনট্, ফেরতা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৭৮]

---

৩৯০ জয় বিশ্বপিতা ভগবান দয়ানিধি, ভক্ত-সখ জগবন্দন হে !
পরমেশ মহেশ অশেষ-গুণাকর, সর্ব্বজন-প্রতিপালক হে !
জগদীশ্বর জাগ্রত মঙ্গল-আলয়, সঙ্কট-মোচন প্রেমধন ;
ভয়-তাপ নিবারণ নাম-সুধা তব পান করে ঋষি যোগিজন
চির-জীবন-আশ্রয়, শান্তির সাগর, দীন অনাথ জনের গতি
শিব সুন্দর ঈশ্বর দেব-নিরঞ্জন, বিঘ্নবিনাশন লোকপতি
অসহায় অকিঞ্চন চঞ্চল বালক, যাচে বরাভয় ও-চরণে ;
সুগভীর কৃপা তব সম্বল কেবল, দেহি বিভো, গতিহীন জ
[ভৈরবী, একতালা]

৩৯১ গাও রে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয়!"

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁরে, গাইছে অনন্ত স্বরে,

গায় কোটি চন্দ্র তারা "জয় ব্রহ্ম জয়!"

জয় সত্য সনাতন, জয় জগত-কারণ,

জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি জয়!

অচ্যুত আনন্দধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম,

জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল-আলয়!

ভুবন বিজয়ী নামে, চলি যাব শান্তি-ধামে,

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" কি ভয় কি ভয়!

হে প্রভু দীন-শরণ, পাপ-সন্তাপ-হরণ,

অধম সন্তানে নাথ, দেহ পদাশ্রয়।

[খাম্বাজ-মিশ্র, একতালা]

---

৩৯২ নমঃ শঙ্করায়, মহেশ, ভবনায়ক,

অনাদি, ধাতা, আনন্দরূপ, সর্ব্বব্যাপী!

মহা ব্যোমে অগণন গ্রহতারা ধায় তোমার ভয়ে,

তুমি পিতা, নিখিল-কারণ, তব অন্ত কোথা!

সন্তাপ-নিবারণ, ভবসমুদ্র তারণ,

মন-পাবন বিভু, ত্রিলোক-শুভদাতা!

ত্রিভুবন-চরাচর-প্রাণ তুমি হে প্রভো, ভক্তবৎসল,

দয়াল, দীনবন্ধু, সেবকে বিতর তোমার প্রসাদ।

[ইমনকল্যাণ, সুরফাক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৭৩]

---

৩৯৩ জয় জগ-জীবন জগত-পাতা হে, জয় দীন-শরণ শুভদাতা হে!
জয় বিঘ্ননাশন বিধাতা হে, জয় দেব জগত-পিতা-মাতা হে!
হৃদয়াধার হৃদ্-জ্ঞাতা হে, ভয়-তাপ-হরণ ভব-ত্রাতা হে ;
দীন জন দ্বারে ডাকে তোমারে, দেহি প্রসাদ পরমাত্মা হে।
[বেহাগ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১০২]

৩৯৪ জয় পরম শুভ-সদন ব্রহ্ম সনাতন,
করুণার সাগর কলুষ-নিবারণ !
জয় বিশ্ব-পাতা অনন্ত বিধাতা, জয় দেব দেবেশ জীবের জীবন
[নট বেহাগ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১০৯ ; গীত পরিচয় ১।১

৩৯৫ প্রণমামি, অনাদি, অনন্ত, সনাতন, পুরুষ !
নিখিল জগত-পতি, পরম-গতি, মহান্, ভকত-জীবন-ধন !
ভূমা প্রভু পরম-ব্রহ্ম পরমাত্মন, কারণ শরণাগত-বৎসল,
পূর্ণ সত্য, সকল দুখ-বারণ !
ভব-জলধি-তরণ, শরণ, শুচি পবিত্র, শুভ-নিধান,
অজর অভয় অবিনাশী ;
সুর-নর-বন্দন, জগ-চিত্ত-রঞ্জন, ভব-ভয়-ভঞ্জন, বিতর কৃপা।
দীননাথ, করুণাময়, সুন্দর, প্রেমসিন্ধু, মধুময়, নাহি উপমা।
নাম-রূপ-গুণ-অতীত, চিন্ময়, অন্তরে তোমার আসন।
[মাদ্রাজী ভজন, কেহ্রতা]

৩৯৬ বন্দি দেব দয়াময়, তব চরণে ;
তুমি হে ভরসা মম জীবন মরণে।
পিতা মাতা সখা তুমি ত্রিভুবন-নাথ,
গতি মুক্তি ভক্তিদাতা, করি প্রণিপাত।
অমৃত-নিলয় তুমি, প্রেমের আধার,
তব পদে প্রাণ-সখা নমি শত বার।

[ইমন বেহাগ, দাদ্‌রা]

৩৯৭ নমি বিভু তব চরণে।
কৃপানিধান, কৃপাবিধান, ত্রিলোক-তারণ, লজ্জা-নিবারণ,
ভব-দুখ-নাশন নাম ধর হে !
জীবন-বল্লভ, দরশন দুর্লভ, তোমা তরে আকুল প্রাণ আমার
রক্ষা কর হে, করুণা-সাগর, বিন্দু কৃপা তব দেও আমারে।

[মল্লার, কাওয়ালি]

---

৩৯৮ পরমপিতা তুমি, জগজ্জন-মাতা।
পরম-সখা পরমেশ্বর প্রভু তুমি, পরমগুরু জ্ঞান-দাতা।
দীন-অকিঞ্চন-শরণ সহায় তুমি, পরম শান্তিশুভদাতা।
অনাথনাথ প্রভু, পতিতপাবন, পাতকনাশন ত্রাতা।
ভরসা তব পরসাদ প্রসাদে, হে ভবপাতা বিধাতা !
করুণাসাগর, দেহ কৃপাজল দগ্ধ-হৃদে, হৃদ-জ্ঞাতা।

[আশা, ঠুংরি]

৩৯৯ জয় রাজরাজেশ্বর ! জয় অরূপ সুন্দর !
জয় প্রেমসাগর, জয় ক্ষেম-আকর,
তিমির-তিরস্কর, হৃদয়-গগন-ভাস্কর !

[ভূপালী, ফেরতা]

---

৪০০ বল, বল, বল আনন্দে সবে,—
জয় অকিঞ্চন-নাথ, অমৃত, অক্ষয় ;
অন্তর্যামী, অন্তরাত্মা, অনন্ত, অভয় ।
জয় অগতির গতি অখিল-কারণ ;
অরূপ, অনাথ-বন্ধু, অধমতারণ।
জয় করুণানিধান, কাঙ্গালশরণ ;
কৃপাসিন্ধু, কল্পতরু, কলুষনাশন ।
জয় গতি-নাথ, গুণনিধি, জ্ঞানময় ;
চিরসখা, চিন্তামণি, চিদানন্দময় ।
জয় জগত-আধার, জীবের জীবন ;
জগন্নাথ, জ্যোতির্ম্ময়, জগত-পালন ।
জয় দয়ার ঠাকুর, দারিদ্র্যভঞ্জন ;
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু দুর্লভ রতন ।
জয় দরিদ্রপালক, দেব দয়াময় ;
জয় ধর্ম্মরাজ, নিত্য, নিখিল-আশ্রয় ।
জয় নিত্যানন্দ, নিরুপম, নিরঞ্জন ;
নিষ্কলঙ্ক, নির্ব্বিকার, বন্ধন-অঞ্জন।

জয় পিতা, মাতা, প্রভু, পতিতপাবন ;
পরব্রহ্ম, পরাৎপর, পাষণ্ড-দলন।
জয় পূর্ণ, পরিত্রাতা, পুণ্যের আলয়,
প্রাণধন, পুরাণ, পবিত্র, প্রেমময়।
জয় পরম ঈশ্বর, প্রসন্নবদন ;
পরমাত্মা, প্রজাপতি, প্রীতি-প্রস্রবণ।
জয় ব্রহ্ম, বিশ্বপতি, বিপদবারণ ;
বিজয়-বিধাতা, প্রভু, বিঘ্নবিনাশন।
জয় ভকত-বৎসল, ভুবনমোহন ;
ভব-কাণ্ডারী, ভূমা ভবভয়হরণ।
জয় মহিমার্ণব, মৃত্যুঞ্জয়, মহান্ ;
মুক্তিদাতা, মোক্ষধাম, মঙ্গলনিধান।
জয় যোগেশ্বর, শুদ্ধ, শান্তির আকর ;
শ্রীনিবাস, স্বর্গরাজ, স্বয়ম্ভু, সুন্দর।
জয় স্বপ্রকাশ, সদ্‌গুরু, সারাৎসার ;
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বমূলাধার।
জয় সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বারাধ্য, সুখময় ;
সুধা-সিন্ধু, সিদ্ধিদাতা, স্রষ্টা, স্নেহময়।
জয় সর্ব্বশক্তিমান্, সত্য, সনাতন ;
জয় জয় হৃদয়েশ, হৃদয়রঞ্জন।

১৬ ভাদ্র ১৭৯৭ শক (১৮৭৫)

৪৩১ তুমি ব্রহ্ম সনাতন বিশ্বপতি,
তুমি আদি অনাদি অশেষ গতি।
তুমি সত্য সদাত্মক চিন্ময় হে, তুমি বিশ্বচরাচর-আশ্রয় হে!
তুমি পূর্ণ পরাৎপর কারণ হে, তুমি দীনজনাশ্রয় তারণ হে।
তুমি মঙ্গল চিত্তবিনোদন হে, মনোমোহন শোভন লোভন হে।
তুমি পাবন বিঘ্ন-বিনাশন হে, তুমি পাতকরাশি-হুতাশন হে।
করুণাকর হে, গুণ-সাগর হে, কত যে করুণা অধমে কর হে।
প্রভু, পাপ শতে মৃত যে জন হে, পরশে লভয়ে নব জীবন হে।
ভব-সিন্ধু-জলে অকূলে ডরি হে, প্রভু দেহ সবে করুণা-তরী হে।
[খাম্বাজ, লক্ষ্ণৌ ঠুংরি]

৪৩২ প্রভু বিশ্বপিতা, করি বন্দন হে, জয় দীনসখে, ভবখণ্ডন হে ;
ভবভীতি-বিমোচন ভারন হে, জয় বিঘ্ন-বিনাশন পাবন হে।
জয় সঙ্কট-বারণ কারণ হে, জয় দুর্গতিনাশন তারণ হে ;
জয় ভক্ত-মনোরথ-পূরণ হে, জয় বৎসল পাতকি-তারণ হে।
জয় দীন-জনাশ্রয় পালন হে, জয় চিত্ত-বিনোদন মোদন হে ;
জয় পুণ্যনিধে নয়নাঞ্জন হে, তুমি দগ্ধ-হৃদে প্রভু চন্দন হে।
তুমি শান্তির সাগর শোভন হে, শিব সুন্দর সাধক-লোভন হে,
করযোড়ি'পদে করি যাচন হে, কর দুষ্মতি দুষ্কৃতি মোচন হে।

[প্রভাতে নমস্কার]

৪০৩ নমি নমি চরণে, নমি কলুষ হরণে।
সুধারসনির্ঝর হে, নমি নমি চরণে।
নমি চিরনির্ভর হে, মোহ-গহন-তরণে।
নমি চিরমঙ্গল হে, নমি চিরসম্বল হে।
উদিল তপন, গেল রাত্রি, জাগিল অমৃতপথযাত্রী,
নমি চিরপথসঙ্গী, নমি নিখিলশরণে।
নমি সুখে দুঃখে ভয়ে, নমি জয় পরাজয়ে,
অসীম বিশ্বতলে, নমি চিত-কমলদলে,
নিবিড় নিভৃত নিলয়ে, নমি জীবনে মরণে।

[গীতিবীথিকা ৫২]

[সন্ধ্যায় নমস্কার]

৪০৪ মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ,
তোমায় করিগো নমস্কার!
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ, তোমায় করিগো নমস্কার!
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে, তোমায় করিগো নমস্কার!
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে, তোমায় করিগো নমস্কার!
এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল আসনে, তোমায় করিগো নমস্কার!
এই স্তব্ধ তারার মৌন মন্ত্র ভাষণে, তোমায় করিগো নমস্কার!
এই কর্ম্ম অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে, তোমায় করিগো নমস্কার!
এই গন্ধগহন সন্ধ্যাকুসুম মালাতে, তোমায় করিগো নমস্কার!

[হাম্বীর, একতালা]—৩ আষাঢ় ১৩২১ বাং (১৯১৪)

["ওঁ পিতা নোঽসি"]

৪০৫ তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা ব'লে যেন জানি,
তোমায় নত হ'য়ে যেন মানি, তুমি কোরো না কোরো না রোষ।
হে পিতা, হে দেব, দূর ক'রে দাও, যত পাপ যত দোষ ;
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের, যাহাতে তোমার তোষ।
তোমা হ'তে সব সুখ, হে পিতা, তোমা হ'তে সব ভালো,
তোমাতেই সব সুখ, হে পিতা, তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো, সকল ভালোর সার,
তোমারে নমস্কার, হে পিতা, তোমারে নমস্কার।

[মিশ্র, একতালা। গীতিলিপি ১।৪৫]

["ওঁ যো দেবো ঽগ্নৌ যো ঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ"]

৪০৬ যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে,
যিনি শোভন এ ক্ষিতি-তলেতে,
যিনি তৃণ-তরু-ফুলে-ফলেতে, তাঁহারে নমস্কার।
যিনি এই নীল-ঘন আকাশে, এই সুরভিত বাতাসে,
রবি-শশী-তারা-প্রকাশে, তাঁহারে নমস্কার।
যিনি অন্তরে, যিনি বাহিরে, যিনি যখনি যেখানে চাহি রে,
ব্যাপ্ত সকল ঠাঁই রে, তাঁহারে নমস্কার।
যিনি এ দেহে ও মনে শক্তি, যিনি অন্তরে চির-ভক্তি,
যিনি পরম গতি ও মুক্তি, তাঁহারে নমস্কার।
যিনি এ হৃদয়ে পরা শান্তি, বাহির ভুবনে কান্তি,
যিনি ভোলান্ সকল ভ্রান্তি, তাঁহারে নমস্কার।

যিনি জন্ম-মরণ-ভয় করি দেন সব ক্ষয়,
বিতরেন বরাভয়, তাঁহারে নমস্কার।
এস সবে তাঁরে জানি, তাঁরে জীবনেশ মানি,
ঘুচে যাক্ যত গ্লানি ; তাঁহারে নমস্কার।
পুণ্য-হৃদয়ে তাঁর করি পূজা বার বার,
কেটে যাক্ মোহভার, তাঁহারে নমস্কার।

[ভৈরবী, একতালা। পথের বাঁশী, ৫৯]

["অসতো মা সদ্গময়"]

৪০৭ সহে না যাতনা আর, মা, আমায় বাঁচাও বাঁচাও !
অসত্য এ দেহ-দুর্গে, আমি রয়েছি অসৎ সংসর্গে,
ত্রাণ নাহি কোন রূপে (তোমার দয়া বিনে) ;
দয়া ক'রে সৎস্বরূপে লইয়ে যাও, (অসৎ হ'তে)।
অসৎ-দুর্গে ঘোর অন্ধকার, আমি আপনি দেখিনে আপনায়,
মা, দেখ্‌ব কি আর তোমায় !
ও মা, আমায় জ্যোতিতে আজ লইয়ে যাও (আঁধার হ'তে)।
স্বাধীনতা না আছে যার, ও গো সেই ত মৃত সন্তান তোমার ;
রিপুর অনুগত, আমি মৃত, অমৃতেতে লইয়ে যাও (মৃত্যু হ'তে)।
জন্মাবধি অপরাধী, রুদ্র মুখ তাই নিরবধি, মা,কাঙ্গাল সদা দেখে ;
মা, আমাকে প্রসন্নমুখ দেখাও দেখাও (হাসি ভরা)।

[বাউলের সুর]

["অসতো মা সদ্গময়"]

৪০৮ ও হে স্বপ্রকাশ, প্রকাশিত হও হে হৃদয়ে।

আমায় রক্ষা কর, ও হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন-মুখ দেখায়ে।
সদা বস্তু ছেড়ে ছায়া খুঁজি, সার ভেবে অসারে মজি,
এই অসত্য হইতে আমায় (তোমার) সত্যেতে যাও ল'য়ে।
মোহাঁধারে সব যে ঘেরা, পথ না পেয়ে হ'লাম সারা,
এই অন্ধকার হইতে আমায় (তোমার) জ্যোতিতে যাও ল'য়ে।
পাপ-বাসনা উঠে প্রাণে, (আমায়) মৃত্যুমুখে সদা টানে,
এই মৃত্যু হ'তে, দয়া ক'রে, (তোমার) অমৃতেতে যাও ল'য়ে।

[ভৈরবী, (কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর)]

["অসতো মা সদ্গময়"]

৪০৯ অসতেতে মন সদা নিমগন, সত্যেতে নিয়ে যাও।
মোহ-কালিমায় মাখা অনুখন, জ্যোতিতে ডুবাও।
মরণের মাঝে বাঁধিয়াছি ঘর, অমৃত তোমারে করিয়াছি পর,
এ মরণ হ'তে বাঁচাও আমায়, অমৃত পিয়াও।
প্রকাশো আমার অন্তরে, নাথ,
রুদ্র, তোমার দখিণ মুখে সব ভীতি ঘুচাও।

[ভৈরবী, একতালা। স্বরলিপি—"স্বপন-পেয়া" পুস্তকে]

তৃতীয় অধ্যায়।

বিশ্বজগতের স্পর্শ; সসীম ও অসীম

প্রকৃতিতে প্রকৃতি-নাথ।

৪১০ খোল মা প্রকৃতি, খোল মা দুয়ার, কর আবরণ উন্মোচন।
তোমার মন্দিরে তোমার ঈশ্বরে করিব অর্চ্চন বন্দন।
লহরে লহরে তুলিয়া তান, গাইছে বিহগ তাঁর গুণ-গান;
শুনিয়া সে গান ভেসে যায় প্রাণ, আর কি মানে বারণ!
প্রভাতী-কুসুমে ভরিয়া ডালি, অরুণ-কনক-প্রদীপ জ্বালি,
পূজিছ যাঁরে, দিবে কি মা তাঁরে (আমার) ভক্তি-অশ্রু-চন্দন?
কি জানি তাঁহারে কি ব'লে পূজিব, কি ধ্যান ধরিব, কি বর যাচিব,
কি বা উপহার হবে যোগ্য তাঁর, আমি দীন অকিঞ্চন!
দেবগণ যাঁর অন্ত নাহি পায়, বলে "কোথা তুমি, কোথায় কোথায়",
(বল') কোন্ ভাষায়, কোন্ কথায়, (আমি) করিব তাঁর আরাধন!
[ভৈরব, একতালা]

৪১১ খোল রে প্রকৃতি, আজি খোল রে তব দুয়ার,
লুকায়ে রেখো না আর প্রাণসখারে আমার।
তৃষিত চাতক সম, পিপাসিত চিত মম,
হেরিতে সেই প্রিয়তম, করিতেছে হাহাকার।
রবি শশী তারাদল, নদী গিরি জল স্থল,
ওসধি তরু সকল, ঢাকিয়ে রেখো না আর ;
যাঁহারে মানস-পুরে, নিরখি হৃদয় ভ'রে,
দেখাও বিশ্বমন্দিরে (সে) বিশ্বাধারে একবার।
[ইমনকল্যাণ, একতালা]

৪১২ কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকা'য়ে,
চন্দ্রমা তপন তারা, আপন আলোক-ছায়ে ?
হে বিপুল সংসার, সুখে দুঃখে আঁধার,
কত কাল রাখিবি ঢাকি তাঁহারে কুহেলিকায় ?
আত্মাবিহারী তিনি, হৃদয়ে উদয় তাঁর ;
নব নব মহিমা জাগে, নব নব কিরণ ভায়।
[সিন্ধুড়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯১]

৪১৩ আমার মন ভুলালে যে, কোথা আছে সে ?
সে দেখে আমি দেখিনে, ফিরে চাই আসে পাশে।
"পেলাম পেলাম দেখ্‌লাম তারে, এই সে", ব'লে ধরি যারে,
বুঝি সে নয় ! সে হ'লে পরে, আর কি মন ফিরে আসে ?

বল্ দেখি রে তরুলতা, আমার জগজ্জীবন আছেন কোথা ?
তোরা পেয়ে বুঝি ক'স্‌নে কথা ? তাই তোদের কুসুম হাসে !
বল্ রে বল্ বিহঙ্গকুল, তোরা কার প্রেমে হ'য়ে আকুল
থেকে থেকে ডেকে ডেকে, উড়ে যাস্ কার উদ্দেশে ?
বল্ দেখি রে হিমাচল, তুই কিসে এত সুশীতল,
ঝরিতেছে অশ্রুজল, কার অনুরাগে মিশে ?
পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিন্ধু, নাম ধরেছিস্ "রত্নাকর" ?
তাই, উত্তাল তরঙ্গ তুলে, নৃত্য করিস্ উল্লাসে।
লুকিয়ে থেকে প্রেম করে, এমন প্রেম ত দেখি না রে !
দেখা পেলে সুধাই তারে, কেন সে ভালবাসে।
কোথা আছ দেখা দাও, করুণা নয়নে চাও,
হৃদয়-সখা, সাধ পূরাও, প্রকাশি হৃদিবাসে।
[ভৈরবী, পোস্ত]

---

৪১৪ দেখিনু তোমারে পাহাড়ে পাহাড়ে,
দেখিনু তোমায় লতায় পাতায় ;
দেখিনু তোমারে নদী প্রস্রবণে, অনন্ত আকাশে, জলদের গায়।
নিকুঞ্জ-কাননে দেখিনু তোমারে, শুনি তব কণ্ঠ বিহঙ্গের স্বরে ;
ফলফুলদলে দেখিনু তোমারে, নিশীথগগনে শশী তারকায়।
অরুণকিরণে তব রূপজ্যোতি, চন্দ্রমা-আলোকে তব প্রেম-ভাতি,
কন্দরে কন্দরে তোমার মূরতি, বাহু প্রসারিয়া ডাকিছে আমায়।
[মিশ্র-বেহাগ একতালা]

৪১৫ ভিতরে লুকায়ে কেন ডাকিছ মা মধুর স্বরে?
প্রকাশিত হও না কেন, দেখিতে যে ইচ্ছা করে!
শুনেছি ঐ মধুর বাণী, জানি মা গো, তোমায় জানি,
বড় ভালবাস তুমি, প্রাণ টানে তাই তোমা তরে।
ব'লে দে মা প্রকৃতিরে, পথ ছেড়ে দিতে মোরে,
রূপ রস গন্ধে আমায় রেখেছে সে অন্ধ ক'রে।
কাছে এসে হাতে ধ'রে, ল'য়ে যাও গো কোলে ক'রে,
স্নেহে গ'লে মা মা ব'লে, ঘরের ছেলে যাই ঘরে।

* [সিন্ধু-ভৈরবী, যৎ]

---

৪১৬ সুন্দর শোভাকর গহন গিরিবর, সুনীল অম্বর ভাতি,
কুসুমিত বন, মৃদু সমীরণ, তটিনী ধীর-গতি,
প্রভাত-আলোক, নবীন পুলক, শ্যাম সন্ধ্যা, মধুময়ী রাতি
তারকা-খচিত, শশাঙ্ক-উজলিত,—ঢালিছে অমিয় প্রীতি।
অমৃত-সন্তান, কর' অমৃত পান, গাও রে বন্দন-গীতি!

[লচ্ছী-মিশ্র, ঠুংরি]

---

* মূলের পাঠ:—১ম ও ২য় পংক্তি, "আঁধারে লুকায়ে...মৃদুস্বরে। বাহিরে এস না কেন, আসিতে কি লজ্জা করে?" ৩য় পংক্তি, "শুনেছি ঐ মিষ্ট বাণী"...। শেষ পংক্তি, "কোলে চ'ড়ে মা মা ব'লে"...।

বিশ্বের আরতি।

৩১৭ তাঁরে আরতি করে চন্দ্র-তপন, দেব-মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ তাঁর জগত-মন্দিরে!
অনাদি কাল, অনন্ত গগন, সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন, আনন্দ নন্দ নন্দ রে!
হাতে ল'য়ে ছয় ঋতুর ডালি, পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ, কত গীত কত ছন্দ রে!
বিহগ-গীত গগন ছায়, জলদ গায়, জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায়, গাহে গিরি কন্দরে;
কত কত শত ভকত-প্রাণ, হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য-কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহ-বন্ধ রে!

[নড়হংস সারঙ্গ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১৫; বৈতালিক ৩৯]

---

৩১৮ গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে!
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে!
কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে!

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৭৫]—"গগনময় থাল" এই হিন্দী সঙ্গীতের অনুবাদ।

---

৪১৯ তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন ;
নিরখি জুড়ায় নাথ যুগল নয়ন।
গগন-থালে কেমন, দীপরূপে অনুক্ষণ,
শোভিছে শশী তপন, হৃদয়রঞ্জন।
মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়,
মরি কি বা শোভা পায়, হে ভব-ভয়-ভঞ্জন !
ধূপ মলয়-পবন, নিরন্তর সমীরণ
করে চামর ব্যজন, হে বিশ্ব-কারণ !
বন উপবন যত, পুষ্প দেয় অবিরত,
বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন।
[আলাইয়া, আড়া]

---

৪২০ মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্ব-পিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ, মহান বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হ'য়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ ল'য়ে,
আমিও দুয়ারে তব হ'য়েছি হে উপনীত ;
কিছু নাহি চাহি, দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি ;
গাহে যথা রবি শশী, সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।
[ভৈরবী, ঝাঁপতাল]

---

৪২১ অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি ;
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।
সকল তরুরাজি সাজি ফুল ফলে গাও রে ;
বিহঙ্গ-কুল গাও আজি মধুরতর তানে।
গাও জীব-জন্তু আজি যে আছ যেখানে,
জগতপুরবাসী সবে গাও অনুরাগে ;
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে,
ডাক নাথ ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি।

[বাহার, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১০০]

৪২২ গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু,
সবে অচেতন জগতে দাও প্রাণ ;
জন-হৃদয়-প্রফুল্ল-কর চন্দ্র তারা, সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়ে গগন-মেদিনী,
মহেশের মহৎ যশঃ ঘোষ' বারিদ ; সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল কুসুম-বনরাজি,
অগ্নি, তুষার, কেহই থেকো না নীরব ;
যত বিহঙ্গ চিত্র-বিচিত্র, সবে আনন্দরবে গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

[গৌড়-মল্লার, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১০০]

৪২৩ হাতে ল'য়ে দীপ অগণন, চরাচর কার সিংহাসন
নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ !
চারিদিকে কোটি কোটি লোক, ল'য়ে নিজ সুখ দুঃখ শোক,
চরণে চাহিয়া চিরদিন !
সূর্য্য তাঁরে কহে অনিবার, "মুখপানে চাহ একবার,
ধরণীরে আলো দিব আমি !"
চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে, "হাস, প্রভু, মোর পানে চেয়ে,
জ্যোৎস্না-সুধা বিতরিব, স্বামী !"
মেঘ গাহে চরণে তাঁহার, "দেহ, প্রভু, করুণা তোমার,
ছায়া দিব, দিব বৃষ্টিজল !"
বসন্ত গাহিছে অনুক্ষণ, "কহ তুমি আশ্বাস-বচন,
শুষ্ক শাখে দিব ফুল ফল !"
করযোড়ে কহে নরনারী, "হৃদয়ে দেহ গো প্রেম-বারি,
জগতে বিলাব ভালবাসা !"
"পূরাও পূরাও মনস্কাম"— কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম,
জগতের ভাষাহীন ভাষা ।

[মিশ্র, ঝাঁপতাল]

৪২৪ কোটি কণ্ঠ গাইছে তোমার অপার মহিমা লোক-লোকান্তরে,
জয় জয় নাদে করিছে বন্দনা, জড় জীব সুর নর সমস্বরে ।
অযুত অগণ্য রবি শশী তারা, না পেয়ে সন্ধান ঘুরে হ'ল সারা,
ধূমকেতু যত হ'য়ে পথহারা, ভ্রমে ব্যোমে ব্যোমে আকুল অন্তরে ।

অনন্ত গগনে ঘন মেঘাবলী, করে অন্বেষণ জ্বালিয়া বিজলী,
ভীম বজ্ররবে ডেকে ডেকে সবে, বেড়ায় কাঁদিয়া আকাশ উপরে।
ছুটিয়া ছুটিয়া ধায় নদ নদী, স্ফীতবক্ষে কেঁদে উঠে মহোদধি,
হিমানী গলিয়া পড়ে নিরবধি, তোমা তরে গিরি কন্দরে কন্দরে।
বনে বনে ফিরে বিহগ-দম্পতী তোমার বিরহে, ও হে বিশ্বপতি,
ফলফল ডালি ল'য়ে বসুমতী দেয় ঢালি ও-চরণে সমাদরে।
[পূরবী, একতালা]

৪২৩ বিমল রজত-ভাসে, পূর্ণ করি নীলাকাশে,
চন্দ্রমা আরতি করে সহস্র কিরণে সেই সত্য সনাতনে।
অগণ্য তারকাবলী, চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গল কনক-দীপ গগনে গগনে।
ফুলের সুরভি-শ্বাস, উঠিছে ধূপের বাস,
কানন কুসুম-ভার অর্পিছে চরণে;
পর্ব্বত-কন্দরে গিয়া শুভ শঙ্খ বাজাইয়া
পবন হরষে তাঁর চামর ব্যজনে!
অমৃতের অধিকারী আছ যত নরনারী,
তোমরাও আরতি কর প্রকৃতির সনে;
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি, প্রেমের সৌরভ ঢালি,
শত কণ্ঠে কর গান সুমধুর তানে!
[বেহাগ, আড়াঠেকা]

৪২৬ জ্যোতিরময় বিভা বিকাশি গাইছ, ভানু, কারে?
কার স্বরাগে রঞ্জিত হ'য়ে, মোহিছ সবারে?
বুঝি মোর হৃদিরঞ্জন, বিশ্ব-মোহন, সাজায়েছেন তোমারে;
নইলে এরূপ রূপ কোথা বা পাইবে, বল স্বরূপ আমারে!
তোমারি এ জ্যোতি-পরকাশে, ভানু, নিশার তিমির হরে,
সে জ্যোতির জ্যোতি হৃদয়ে উদিলে পরাণ উজল করে!

[বৈরাগী-রামকেলি, একতালা]

বিশ্ব,—সুন্দর ও আনন্দময়

৪২৭ তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম, পুলকিত মোহিত মন!
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি, পূর্ণিমা-প্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত-তনু কুসুম-বন।
তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর, রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর, তোমার প্রেম চাহি;
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে, গগন পূর্ণ প্রেম-গানে,
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিল জন।

[ঝিঁঝিট, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৫৭]

৪২৮ চন্দ্র বরিষে জ্যোতি তোমারি,

নিরমল অতি শীতল কিরণ সুখদায়ী।

চৌদিকে তারাগণ, উজলি গগন-অঙ্গন,

ধারণ করে তোমারি শোভা মনোহারী।

বিতরণ করি জীবন, বহিছে মৃদু সমীরণ,

অমৃতপূর্ণ মঙ্গলভাব তব প্রচারি;

বরষিয়ে মধুর তান, জুড়ায়ে হৃদয় প্রাণ,

বিহগগণ করে গান তব গুণ, বলিহারি!

[ভূপালী, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২০৮]

৪২৯ তোমারি এ রাজ্য ধন-ধান্যপূর্ণ শোভাময়!

তোমার মহিমা গায় সকল ভুবন।

সুভগ সুরম্য সুশোভন যথা দেখি,

সবে পরমাশ্চর্য্য মঙ্গল-সাজে সজ্জিত কেমন!

প্রফুল্লিত কানন, গিরি নদী সাগর,

অযুত অগণ্য লোক, সকলি তোমারি!

ধন্য পরমকারণ, ধন্য জগত-পতি,

বরষিছ অবিরত প্রাণ ধন জীবন সুখ অতুলন।

[ভৈরব, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪৪]

৪৩০ চমৎকার অপার জগত রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্ব-সংসার !
অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন হার,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য, নাহি অন্ত তার !
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময় ; হায়, পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার !
হে মহেশ, অগণন লোক গায়
"ধন্য তুমি ধন্য" এই গীতি অনিবার।

[কানাড়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৭৮]

৪৩১ কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি !
রতন-মণি-খচিত অম্বর কি শোভে !
তরুণ বিভাকর,তারা,বিশদ চন্দ্রমা,জগত রঞ্জিছে কনক-রজত-রঞ্জনে।
সুরভি পুষ্পাভরণ বিপিন, গিরি সিন্ধু নদ,
সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে।
কেমন সুনিপুণ তোমার লেখনী,
তোমার জগত-শোভা নিরখি নয়ন ভুলে।

[পরজ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১০৫]

৪৩২ গগনের এই নীল পাথারে কি করুণা-নয়ানে চাও !
নিমেষে সকল হৃদয়-পরাণ কেমনে হে তুমি ভুলাও !
তব অপরূপ কান্তি হৃদে ঢালে এ কি শান্তি !
কেড়ে লয় সারা প্রাণটি, —কি মোহন বাঁশরী বাজাও!

এ কি ফুলে ফুলে তব হাসি, এ কি ইন্দু পৌর্ণমাসী,
এ কি শ্যাম ঘন তৃণরাশি, চরণের তলে বিছাও!
এ কি আলো-ছায়া তব ভুবনে, এ কি সুখ দুখ মম জীবনে,
এ কি নৃত্য জনমে-মরণে, কি অপরূপ খেলা খেলাও!

[কানাড়া মিশ্র, একতালা। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮৪৪ শক]

---

৪৩৩ তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে ব'য়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় ল'য়ে।
সে আনন্দে উপবন বিকশিত অনুক্ষণ,
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ-বারতা ক'য়ে!
সে পুণ্য-নির্ঝরস্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃতধারা পূরিয়া হৃদয় প্রাণ।
তোমরা এসেছ তীরে, শূন্য কি যাইবে ফিরে,
শেষে কি নয়ন-নীরে ডুবিবে তৃষিত হ'য়ে!
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
সে আনন্দরস পানে, চিরপ্রেম জাগে প্রাণে,
দহে না সংসার-তাপ সংসার-মাঝারে র'য়ে।

[বাহার, আড়াঠেকা]

---

৪৩৪ তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম, ধন্য তোমার জগত-রচনা !
এ কি অমৃত-রসে চন্দ্র বিকাশিলে, এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ-হিল্লোলে !
এ কি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে, কুসুম-বন ছাইলে শ্যাম পল্লবে !
এ কি গভীর বাণী শিখালে সাগরে, কি মধুগীতি তুলিলে নদী-কল্লোলে,
এ কি ঢালিছ সুধা মানব-হৃদয়ে, তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে !
[কেদারা, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২১৫]

প্রভাতের স্পর্শ ও প্রেরণা।

৪৩৫ আমারে দিই তোমার হাতে নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।
দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে, তেমনি ক'রেই ফুটে ওঠে,
জীবন তোমার আঙিনাতে নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।
বিচ্ছেদেরি ছন্দ-লয়ে মিলন ওঠে নবীন হ'য়ে।
আলো-অন্ধকারের তীরে, হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।
[ভৈরবী, তেওরা। গীতলেখা ২।১] ৭ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৪৩৬ আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধূলার-ঢাকা ধুইয়ে দাও।
যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে,
আজি এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।

বিশ্ব-হৃদয় হ'তে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমায় নুইয়ে দাও।
আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও,
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।
আমার পরাণ-বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান,
তার নাইক বাণী, নাইক ছন্দ, নাইক তান।
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও।
॥বিশ্ব-হৃদয় হ'তে ধাওয়া প্রাণে পাগল গানের হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।

[ভৈরবী, একতালা। গীত-পঞ্চাশিকা ১২০]

৪৩৭ এই আলোয় ভরা অসীম আকাশ, সূর্য্য-কিরণ-ঢালা,
চিত্তে আমার বাজায় বাঁশী, বসায় মধুর মেলা।
প্রভাত-পাখীর এই কলতান চিত্তে জাগায় স্বপ্ন সে গান,
ফুলের রাশি জাগায় হাসি, ভরায় কুসুম-ডালা।
এ আনন্দ-সভা মাঝে, চিত্ত আমার গানে বাজে,
হৃদয়-বাহির জুড়ে কেবল সেই অরূপই রূপে রাজে।
সেই একে আজ প্রণাম করি, গগন ভুবন গানে ভরি,
মধুর ক'রে কাটাই জীবন, ভুলি বেদন-জ্বালা।

[[illegible] ভৈরবী, তেওরা। ভোরের পাখী, ৩২]

৪৩৮ প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে,
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে,
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া !
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ,
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া !
চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে,
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে ;
সব মধু তার, চরণে তোমার ধরিয়া !
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়-প্রান্তে,
উদার উষার উদয় অরুণ-কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া।

[টোড়ি, নবতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৩]—অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বাং (১৯০৭)

৪৩৯ আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার জুড়ালো হৃদয়,জুড়ালো
আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে !
আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার পরাণ কি নিধি কুড়ালো,
ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে !
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায় দেখেছি আলোক-আসনে,
দেখেছি আমার হৃদয়-রাজারে।

আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তাঁ' সনে সে নীরব সভা-মাঝারে,

দেখেছি চির জনমের রাজারে !

এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে, আলোক আমার তনুতে,

কেমনে মিলে গেছে মোর তনুতে,

তাই এ গগন-ভরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে !

আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে, দেহ মন মোর ফুরালো,

যেন রে নিঃশেষে আজি ফুরালো !

আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে, জুড়ালো জীবন জুড়ালো,

আমার আদি ও অন্ত জুড়ালো !

[আসোয়ারি, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৮]

৪৪৩ ঐ অমল হাতে রজনী প্রাতে আপনি জ্বালো,

এই ত আলো, এই ত আলো !

এই ত প্রভাত, এই ত আকাশ, এই ত পূজার পুষ্পবিকাশ,

এই ত বিমল, এই ত মধুর, এই ত ভালো !

আঁধার মেঘের বক্ষে জেগে আপনি জ্বালো,

এই ত আলো, এই ত আলো !

এই ত ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা, এই ত দুঃখের অগ্নিমালা,

এই ত মুক্তি, এই ত দীপ্তি, এইত ভালো !

[গীতালিক ৩২]—৭ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৪৪১ তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধো আমার দখিন হাতে,
সূর্য্য যেমন ধরার করে আলোক-রাখী জড়ায় প্রাতে।
তোমার আশীষ আমার কাজে সফল হবে বিশ্ব-মাঝে,
জল্‌বে তোমার দীপ্ত শিখা আমার সকল বেদনাতে।
কর্ম্ম করি যে-হাত ল'য়ে, কর্ম্ম-বাঁধন তারে বাঁধে,
ফলের আশা শিকল হ'য়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।
তোমার রাখী বাঁধো আঁটি, সকল বাঁধন যাবে কাটি,
কর্ম্ম তখন বীণার মত' বাজ্‌বে মধুর মূর্চ্ছনাতে।

৪৪২ ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়, তোমারি হউক্ জয়!
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক্ জয়!
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে,
নবীন আশার খড়্গ তোমারি হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক্ ক্ষয়, তোমারি হউক জয়।
এস দুঃসহ, এস এস নির্দ্দয়, তোমারি হউক্ জয়।
এস নির্ম্মল, এস এস নির্ভয়, তোমারি হউক্ জয়।
প্রভাত-সূর্য্য, এসেছ রুদ্র সাজে, দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,মৃত্যুর হোক্ লয়.তোমারি হউক্ জয়!
[ভৈরবী, দাদ্‌রা]—১০ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৪৪৩ জয় হোক্ জয় হোক্, নব অরুণোদয় !
পূর্ব্ব দিগঞ্চল হোক্ জ্যোতির্ম্ময় !
এস অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি, অপহত-শঙ্কা, অপগত-সংশয় !
এস নব জাগ্রত প্রাণ, চির যৌবন জয়গান !
এস মৃত্যুঞ্জয় আশা, জড়ত্ব-নাশা, ক্রন্দন দূর হোক্, বন্ধন হোক্ ক্ষয় !
[নবগীতিকা ২।২৩]

৪৪৪ যেথায় তোমার লুট হ'তেছে ভুবনে,
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে ?
সোণার ঘটে সূর্য্য তারা নিচ্চে তুলে আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে !
যেথায় তুমি ব'স দানের আসনে, চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে !
নিত্য নূতন রসে ঢেলে আপনাকে যে দিচ্চ মেলে,
সেথা কি ডাক পড়্‌বে না গো জীবনে ?
[বাউলের সুর, দাদরা। গীতলিপি ৪।৪২ [illegible] ~৮ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)]

রাত্রির স্পর্শ ও প্রেরণা।

৪৪৫ ডাক মোরে আজি এ নিশীথে ! নিদ্রামগন যবে বিশ্বজগত,
হৃদয়ে আসিয়ে নীরবে, ডাক হে তোমারি অমৃতে !
জ্বাল তব দীপ এ অন্তর-তিমিরে, বার বার ডাক মম অচেত চিতে।
[পরজ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬৯]

৪৪৬ দিন যদি হ'ল অবসান,
নিখিলের অন্তর-মন্দির-প্রাঙ্গণে ঐ তব এল আহ্বান!
চেয়ে দেখ মঙ্গল-রাতি, জ্বালি দিল উৎসব বাতি,
স্তব্ধ এ সংসার প্রান্তে ধর তব বন্দনা গান।
কর্ম্মের কলরব-ক্লান্ত কর তব অন্তর শান্ত।
চিত্ত-আসন দাও মেলে; নাই যদি দর্শন পেলে,
আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ, হর্ষে জাগায়ে দিবে প্রাণ।
[মূলতান, ঠুংরি]

৪৪৭ সন্ধ্যা হ'ল গো! ও মা, সন্ধ্যা হ'ল, বুকে ধর'!
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর'!
ফিরিয়ে নে, মা, ফিরিয়ে নে গো! সব যে কোথায় হারিয়েছে গো
ছড়ানো এই জীবন তোমার আঁধার মাঝে হোক্ না জড়'!
আর আমারে বাইরে তোমার কোথাও যেন না যায় দেখা,
তোমার রাতে মিলাক্ আমার জীবন-সাঁঝের রশ্মি-রেখা।
আমায় ঘিরি, আমায় চুমি, কেবল তুমি, কেবল তুমি!
আমার ব'লে যা আছে, মা, তোমার ক'রে সকল হর'!
[গীতলেখা ৩।১৪]—৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৪৪৮ ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে, চল' তোমার বিজন মন্দিরে।
জানিনে পথ, নাই যে আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো;
তোমার চরণশব্দ বরণ ক'রেছি আজ এই অরণ্য-গভীরে।

ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে, চল' অন্ধকারের তীরে তীরে।
চ'ল্‌ব আমি নিশীথ রাতে তোমার হাওয়ার ইসারাতে,
তোমার বসন-গন্ধ বরণ ক'রেছি আজ এই বসন্ত সমীরে।
[জংলাশ্রী, একতালা]

৪৪৯ জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার,রয়েছ দাঁড়ায়ে।
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে তোমার মহাসন,আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কি আশায় নিবিড় পুলকে তাহার পানে চাই দু'বাহু বাড়ায়ে।
নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে আঁধার কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।
আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া তোমার বীণা হ'তে আসিল নামিয়া;
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে, গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে!
[বেহাগ, তেওরা। গীতিবীথিকা ৪৯]

৪৫০ আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে।
সে নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে, কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে,
শান্তিধারার বেদন গেল ধুয়ে, আপন আমার আপ্‌নি মরে লাজে।
মন মিলে যায় আজ ঐ নীরব রাতে, তারায় ভরা ঐ গগনের সাথে।
অম্‌নি ক'রে আমার এ হৃদয় তোমার নামে হোক্ না নামময়!
আঁধারে মোর তোমার আলোর জয় গভীর হ'য়ে থাক্ জীবনের কাজে।
[বেহাগ, দাদ্‌রা। গীতিবীথিকা ২৭]

৪৩১ আইল আজি প্রাণসখা, দেখ রে নিখিল জন।
আসন বিছাইল নিশীথিনী গগনতলে, গ্রহ তারা সভা ঘেরিয়া দাঁড়াইল,
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া, থামাইল ধরা দিবস-কোলাহল।
[কেদারা, আড়াঠেকা]

৪৩২ আজি পুণ্য সন্ধ্যা-লগন, উৎসব বাঁশী-বাজে,
চিত্ত হও রে মগন চির-সুন্দর-মাঝে !
জাগো রে সুপ্ত প্রাণ, আনো আনো স্তব গান,
আনো আনো নব প্রেম, প্রশান্তি সব কাজে !
ঐ হের নীলাকাশে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা,
অযুত তারকা মালা সাজাল পূজার থালা !
জাগো রে চিত্ত, জাগো, প্রেমে আনন্দে জাগো
নেহারো ভুবনে মনে সেই সুন্দর রাজ-রাজে।
[ইমন, একতালা। স্বরলিপি "স্বপন-পেয়া" পুস্তকে]

৪৩৩ আঁধার এল ব'লে, তাই ত ঘরে উঠ্‌ল আলো জ্ব'লে
ভুলেছিলেম দিনে, রাতে নিলেম চিনে :
জেনেছি কার লীলা আমার বক্ষ-দোলায় দোলে।
ঘুমহারা মোর বনে বিহঙ্গ-গান জাগ্‌ল ক্ষণে ক্ষণে।
যখন সকল শব্দ হয়েছে নিস্তব্ধ,
বসন্ত-বায় মোরে জাগায় পল্লব-কল্লোলে।

৪৫৪ আজি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে জাগে, কে জাগে ?
ঘন সৌরভ-মন্থন পবনে জাগে, কে জাগে ?
কত নীরব বিহঙ্গ-কুলায়ে মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে জাগে, কে জাগে ?
কত অস্ফুট পুষ্পের গোপনে জাগে, কে জাগে ?
এই অপার অম্বর-পাথারে স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে জাগে, কে জাগে ?
মম গভীর অন্তর-বেদনে জাগে কে জাগে ?

[বেহাগ. কাওয়ালি]

৪৫৫ আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার,
তুমি সদা নিকটে আছ ব'লে।
স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশী তারা গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণ-মালা।
বিশ্ব-পরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহ-মুখপানে চাহি চিরদিন।

[[illegible] চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২১১]

---

৪৫৬ মধুর রূপে বিরাজো, হে বিশ্বরাজা,
শোভন সভা নিরখি মন প্রাণ ভুলে।
নীরব নিশি সুন্দর, বিমল নীলাম্বর,
শুচি রুচির চন্দ্রকলা চরণ-মূলে।

[তিলক-কামোদ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৬৬

৪৫৭ এই জ্যোৎস্না রাতে জাগে আমার প্রাণ।
পাশে তোমার হবে কি আজ স্থান ?
দেখ্‌তে পাব অপূর্ব্ব সেই মুখ, রইবে চেয়ে হৃদয় উৎসুক,
বারে বারে চরণ ঘিরে ঘিরে ফির্‌বে আমার অশ্রুভরা গান ?
সাহস ক'রে তোমার পদমূলে আপনারে আজ ধরি নাই যে তুলে,
প'ড়ে আছি মাটিতে মুখ রেখে, ফিরিয়ে পাছে দাওএ আমার দান।
আপনি যদি আমার হাতে ধ'রে কাছে এসে উঠ্‌তে বল' মোরে,
তবে প্রাণের অসীম দরিদ্রতা এই নিমেষেই হবে অবসান।
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৪৫৮ আজি এ আনন্দ-সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে, আহা !
মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী, আহা !
স্তব্ধ গগনে গ্রহতারা নীরবে কিরণ-সঙ্গীতে সুধা বরষে, আহা !
প্রাণ মন মম ধীরে ধীরে প্রসাদ-রসে আসে ভ'রি,
দেহ পুলকিত উদার হরষে, আহা !
[পূরবী তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০]

৪৫৯ কি বেশ ধরেছ আজি, শারদীয়া নিশীথিনি,
কৌমুদী-বসনে, পূর্ণ-কলানাথ-কিরীটিনি !
উজ্জ্বল তারকা-রাজি কুণ্ডল শোভিছে কি বা,
ছায়াপথ সীমন্তেতে, জন-মনোমোহিনি !
প্রশান্ত প্রসন্নাননে, হাসায়ে জগত জনে,
মোহিত করেছ না কি, হৃদয়ানন্দদায়িনি ?

কে তোমারে এই সাজে সাজায়েছে, বল দেখি !
কাহার নন্দিনী তুমি, বল কে তব জননী ?
কোথায় জননী তব, সবার জননী যিনি ?

[বেহাগ, আড়াঠেকা]

৪৬০ সুধা-সাগর-তীরে হে এসেছে নরনারী সুধারস-পিয়াসে।
শুভ বিভাবরী, শোভাময়ী ধরণী,
নিখিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে।
গগনে বিকাশে তব প্রেম-পূর্ণিমা, মধুর বহে তব কৃপা-সমীরণ
আনন্দ-তরঙ্গ উঠে দশ দিকে, মগ্ন প্রাণ মন অমৃত-উচ্ছ্বাসে।
[নায়কী কানাড়া, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২২৮]

৪৬১ হৃদয়-শশী হৃদিগগনে উদিল মঙ্গল-লগনে ;
নিখিল সুন্দর ভুবনে এ কি এ মহা মধুরিমা !
ডুবিল কোথা দুখ সুখ রে অপার শান্তির সাগরে,
বাহিরে অন্তরে জাগে রে শুধুই সুধা-পূরণিমা !
গভীর সঙ্গীত দ্যুলোকে ধ্বনিছে গম্ভীর পুলকে,
গগন-অঙ্গন-আলোকে উদার দীপ-দীপ্তিমা !
চিত্তমাঝে কোন্ যন্ত্রে কি গান মধুময় মন্ত্রে
বাজে রে অপরূপ তন্ত্রে ! প্রেমের কোথা পরিসীমা
[ইমনকল্যাণ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২০৫]

নদী, ফুল, ও বিবিধ ঋতুর স্পর্শ ও প্রেরণা।

---

৪৬২ গাও তরঙ্গিণি, সুমধুর কল্লোলে ;
নাচ গো স্রোতস্বতি, মৃদু মারুত-হিল্লোলে।
আমিও তোমার সনে গাব গো আনন্দ মনে,
মম হৃদয়-নাথ-চারু-চরিত-গাথা-সকলে।
মোহন নিনাদ তব, পশিল হৃদয়ে মম,
জাগিল সুভাব-চয়, দূরে গেল মোহ-তম ;
ধন্য তুমি শৈলসুতে, ধন্য গো সাধন তব,
গাইতেছ দিবানিশি সুগভীর কলকলে।
নৃত্য করি ধাইতেছ সাগর-সঙ্গম-পানে,
মোহি জগবাসী সবে মোহন কলতানে ;
একান্ত ভাব তব হেরি হেন লয় মনে,
ব্রহ্ম-সাগর-সঙ্গমে নৃত্য করি যাই চ'লে।

[খাম্বাজ, ঝম্পক]

---

৪৬৩ কোথা পেলে এ সুহাসি ? কাহার কোমল করে,
পেয়েছ কোমল কান্তি, সুবিমল সুগন্ধরাশি ?
নিভৃতে নির্জ্জন স্থানে, হাসিতেছ আপন মনে,
দেখ্‌লে এ হাসি নয়নে, মোহিত হন যোগী ঋষি।
পবনের সঙ্গে মিলে, আনন্দেতে হেলে দুলে,
হেসে হেসে চ'লে চ'লে, কার কোলে পড়িছ খসি ?

কি মোহিনী শক্তি ধর, রূপেতে বিমুগ্ধ কর,
হাসিতে মন চুরি কর, নিঃশব্দে স্বস্থানে বসি !
মল্লিকা গন্ধরাজ গোলাপ, ঘুচাও আমার চিরবিলাপ,
ক'রে দাও তাঁর সঙ্গে আলাপ, যিনি আছেন অভ্যন্তরে পশি !
যে তোমারে হাসা'তেছে, আনন্দেতে ভাসা'তেছে,
ইচ্ছা হয় তাঁহারে পেলে, ভালরূপে ভালবাসি !

[খাম্বাজ, আড়াঠেকা। সুর—"কে গো ব'সে অম্বরালে]

---

৪৬৪ ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখ রে মায়ের হাসি ;
কিবা মৃদুমন্দ সুধা-গন্ধ ঝরে তাহে রাশি রাশি !
অরূপ রূপের ছটা, বিচিত্র বরণ-ঘটা,
ঘোরালো রসালো, করে দিক আলো,
শোভা হেরে মন উদাসী !
কুসুমে প্রাণ পাগল করে, পরশে ত্রিতাপ হরে,
মা হাসে ফুলের ভিতরে, তাই ফুল এত ভালবাসি !
তরুকুঞ্জে পুষ্পবনে নিরখিয়ে নিরজনে
ভাসে যোগানন্দে, হাসে প্রেমানন্দে,
যোগী ঋষি তপোবনবাসী !

[ঝিঁঝিট, একতালা]

---

৪৬৫ কুসুম-কাননে প্রকৃতির সনে, ও হে পুরুষ সুন্দর,
বিহরিছ সুখে সদা হাস্যমুখে ধরি রূপ মনোহর!
তব প্রেমগন্ধ পবন-হিল্লোলে, সুমধুর বাণী তটিনী-কল্লোলে,
অপরূপ শোভা নীল নভ-কোলে করে মোহিত অন্তর।
পিক-রবে তব সুললিত গান, বিমল চন্দ্রমা করে সুধা দান,
তোমার সৌন্দর্য্যে বিশ্ব শোভমান, তুমি সর্ব্বগুণাকর।

[খাম্বাজ, একতালা]

---

৪৬৬ আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে,
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি, বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।
কূজন-হীন কানন ভূমি, দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
একেলা কোন্ পথিক তুমি পথিকহীন পথের পরে?
হে একা সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপন সম যেওনা মোরে হেলায় ঠেলে।

[গৌড়মল্লার, ঝম্পক। গীতলিপি ৩।২৩]—আষাঢ় ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

---

৪৬৭ আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,
ফিরো না তবে ফিরো না, কর করুণ-আঁখি-পাত।

নিবিড় বন শাখার পরে আষাঢ় মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
বাদল-ভরা আলস ভরে ঘুমায়ে আছে রাত।
বিরামহীন বিজুলিঘাতে নিদ্রাহারা প্রাণ
বরষা-জলধারার সাথে গাহিতে চাহে গান।
হৃদয় মোর চোখের জলে বাহির হ'ল তিমির তলে,
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে বাড়ায়ে দুই হাত।

[নটমল্লার, ঝম্পক। গীতলিপি ৫।২২ ; কেতকী ১৫]—৩ আষাঢ় ১৩১৭ বাং

৪৬৮ আমার নয়ন-ভুলানো এলে !
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে !
শিউলি-তলার পাশে পাশে, ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে, অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে,
নয়ন ভুলানো এলে !
আলো ছায়ার আঁচলখানি লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে কি কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ, মুখের ঢাকা কর হরণ,
ঐ টুকু ঐ মেঘাবরণ দু হাত দিয়ে ফেল ঠেলে।
নয়ন ভুলানো এলে !

[কীর্ত্তনের সুর, একতালা। শেফালি ২৯]—১৩১৪ বাং (১৯০৭)

৪৬৯ শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে !
আনন্দ-গান গা' রে হৃদয়, আনন্দ-গান গা' রে !
নীল আকাশের নীরব কথা, শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা,
বেজে উঠুক আজি তোমার বীণার তারে তারে।
শস্যক্ষেতের সোনার গানে, যোগ দে রে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর অমল জলধারে।
যে এসেছে তাহার মুখে দেখ্ রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে বাহির হ'য়ে যা রে।
[ঝংলা, তেওরা। গীতলিপি ৩।১ ; শেফালি ১৫]—১৮ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯...

৪৭০ আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে ক'রো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো, আজি ভুলিয়ো আপন-পর ভুলিয়ো,
এই সঙ্গীত-মুখরিত গগনে তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।
এ কি নিবিড় বেদনা বন মাঝে আজি পল্লবে পল্লবে বাজে!
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে!
মোর পরাণে দখিন বায়ু লাগিছে, কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে,
এই সৌরভ-বিহ্বল রজনী কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে?
ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত, তব গম্ভীর আহ্বান কারে?
[বাহার, ঠুংরি। গীতলেখা ২।৫০]—২৭ চৈত্র ১৩১৩ বাং (১৯০৭)

৪৭১ মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে !

মম অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয়-স্পন্দে।

আসে কোন্ তরুণ অশান্ত, উড়ে বসনাঞ্চল প্রান্ত,

আলোকের নৃত্যে বনান্ত মুখরিত অধীর আনন্দে।

ঐ অম্বর-প্রাঙ্গণ-মাঝে নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে,

অশ্রুত সেই তালে বাজে করতালি পল্লব-পুঞ্জে।

কার পদ-পরশন-আশা তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা,

সমীরণ বন্ধন-হারা উন্মন কোন্ বন-গন্ধে ?

[ভৈরবী, কাওয়ালি। কাব্যগীতি ২৯]

৪৭২ গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর,

হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর !

আজিকে এই আকাশতলে জলে স্থলে ফুলে ফলে

কেমন ক'রে মনোহরণ ছড়ালে মন মোর !

কেমন খেলা হ'ল আমার আজি তোমার সনে !

পেয়েছি ? কি, খুঁজে বেড়াই ? ভেবে না পাই মনে।

আনন্দ আজ কিসের ছলে কাঁদিতে চায় নয়নজলে

বিরহ আজ মধুর হ'য়ে ক'রেছে প্রাণ ভোর।

[সিন্ধুখাম্বাজ, তিমেতেতালা। গীতলিপি ১।২৮]

২৫ আশ্বিন ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৪৭৩ সুন্দর বহে আনন্দ-মন্দানিল, সমুদিত প্রেমচন্দ্র,
অন্তর পুলকাকুল!
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিছে বসন্ত-পুণ্য-গন্ধ,
শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণাধ্বনি;
অচল বিরাজ করে শশীতারামণ্ডিত সুমহান সিংহাসনে ত্রিভুবনেশ্বর,
পদতলে বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত, জয় জয় গীত গাহে সুরনর!
[ইমনকল্যাণ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।২৯]

৪৭৪ বনে বনে ফুটিয়ে কুসুম এল কে!
সবুজ পাতায় সাজিয়ে শাখী এল কে!
স্নিগ্ধ সুনীল আকাশে, গন্ধ মদির বাতাসে,
ধরণীর বিচিত্র হাসে, এল কে এল কে!
পাখীর প্রাণে লাগিয়ে পুলক এল কে!
জাগিয়ে গীতি কণ্ঠে আমার এল কে!
উৎসব কার ধরণীতে? হৃদয় তাঁরে চায় জানিতে,
সুন্দর, দেখা দাও হে চিতে অরূপ রূপের আলোকে।
[ভৈরবী, একতালা। পথের বাঁশী ১]

৪৭৫ ওহে সুন্দর মরি মরি! তোমায় কি দিয়ে বরণ করি?
তব ফাল্গুন যেন আসে আজি মোর পরাণের পাশে,
দেয় সুধারস ধারে ধারে মম অঞ্চল ভরি ভরি।
মধু সমীর দিগঞ্চলে আনে পুলক পূজাঞ্জলি,
মম হৃদয়ের পথ তলে যেন চঞ্চল আসে চলি;

মম মনের বনের শাখে যেন নিখিল কোকিল ডাকে,
যেন মঞ্জরী দীপশিখা নীল অম্বরে রাখে ধরি।
[বাহার, দাদ্‌রা। গীতপঞ্চাশিকা ৫৯]

৪৭৬ আজি কমল মুকুল দল খুলিল। দুলিল রে দুলিল!
মানস সরসে রস পুলকে পলকে পলকে ঢেউ তুলিল!
গগন মগন হ'ল গন্ধে, সমীরণ মূর্চ্ছে আনন্দে,
গুন্ গুন্ গুঞ্জন ছন্দে মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে,
নিখিল ভুবন মন ভুলিল; মন ভুলিল রে, মন ভুলিল!
[মিশ্র-বাহার, কাওয়ালি। গীতলিপি ৫।২৮]

নিখিল বিশ্বের স্পর্শ ও প্রেরণা।

৪৭৭ জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ-গান বাজে;
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া-মাঝে!
বাতাস জল আকাশ আলো সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়-সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে!
নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি;
রয়েছ তুমি, এ কথা কবে জীবন-মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে!
[মিশ্র ইমন, তেওরা। গীতিলিপি ১।২]—আষাঢ় ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৪৭৮ অমল কমল সহজে জলের কোলে আনন্দে রহে ফুটিয়া,
ফিরে না সে কভু, আলয় কোথায় ব'লে ধূলায় ধূলায় লুটিয়া।
তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত, তোমার মাঝারে রব নিমগ্ন-চিত,
পূজা-শতদল আপনি সে বিকশিত, সব সংশয় টুটিয়া।
কোথা আছ তুমি, পথ না খুঁজিব,
কভু শুধাব না কোনো পথিকে,
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু, যখন ফিরিব যে দিকে।
চলিব যখন তোমার আকাশ-গেহে,
তোমার অমৃত-প্রবাহ লাগিবে দেহে,
তোমার পবন সখার মতন স্নেহে বক্ষে আসিবে ছুটিয়া।
[বেহাগ, লঘু একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৩০]

---

৪৭৯ যেমনতর' গভীর সুনীল উদার তোমার আকাশ,
তেমনিতর' সহজ সরল হোক্ এ প্রাণের প্রকাশ।
তোমা পানে অবিরত, উঠুক্ গীতি শত শত,
তোমা পানে চেয়ে চেয়ে, হোক্ হৃদ্-পদ্ম বিকাশ।
যেমন তোমার প্রভাত-আলো দ্বারে আমার আসে,
তেমনিতর' সহজ হ'য়ে দাঁড়াতে দাও পাশে।
কানন গিরি ভূধর সাথে, দাঁড়াতে দাও দিবসরাতে,
সবার মাঝে তোমায় লভি আনন্দময় হোক্ প্রবাস।
[মিশ্র কানাড়া তেতালা]

৪৮৭ দাঁড়াও আমার আঁখির আগে! তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে!
সমুখ আকাশে চরাচর লোকে, এই অপরূপ আকুল আলোকে,
দাঁড়াও হে!
আমার পরাণ পলকে পলকে চোখে চোখে তব দরশ মাগে!
এই যে ধরণী চেয়ে ব'সে আছে, ইহার মাধুরী বাড়াও হে;
ধূলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে।
যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া, ভুবন ছাপিয়া, জীবন ব্যাপিয়া,
দাঁড়াও হে!
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া তোমার লাগিয়া একেলা জাগে!
[বেহাগ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১১১]

[বিস্ময়বিহীন মন]

৪৮৮ কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে?
কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে?
মহান্ জগতে থাকি বিস্ময়বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্ব-মাঝারে!
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক,
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক?
তাঁহার আহ্বান-রবে আনন্দে চলিছে সবে,
তুমি কেন ব'সে আছ ক্ষুদ্র এ সংসারে?
[ভৈরবী, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১৭০]

[বিস্ময়ে অনুপ্রাণিত মন]

৪৮২ আকাশ ভরা সূর্য্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান !
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে,
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান !
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে ;
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান !
কান পেতেছি চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারি ক'রেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান !

[গীতি-মালিকা, ১।৯৪]

---

৪৮৩ সারা জীবন দিল আলো সূর্য্য গ্রহ চাঁদ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্ব্বাদ !
মেঘের কলস ভ'রে ভ'রে প্রসাদ-বারি পড়ে ঝ'রে,
সকল দেহে প্রভাত-বায়ু ঘুচায় অবসাদ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্ব্বাদ !

তৃণ যে এই ধূলার পরে পাতে আঁচল খানি,
এই যে আকাশ চির-নীরব অমৃতময় বাণী,
ফুল যে আসে দিনে দিনে বিনা-রেখার পথটি চিনে,
এই যে ভুবন দিকে দিকে পূরায় কত সাধ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু তোমার আশীর্ব্বাদ !
আশ্বিন ১৩২১ সাং (১৯১৪)

৪৮৪ আকাশ হ'তে আকাশ পথে হাজার স্রোতে
ঝর্‌চে জগৎ ঝর্‌ণা-ধারার মত।
আমার শরীর মনের অধীর ধারা তারি সাথে বইচে অবিরত।
দুই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে উঠ্‌তেছে গান দিনে রাতে,
সেই গানে গানে আমার প্রাণে ঢেউ লেগেছে কত !
আমার হৃদয়তটে চূর্ণ সে গান ছড়ায় শত শত।
ঐ আকাশ-ডোবা ধারার দোলায় দুলি অবিরত।
এই নৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা বিশ্ব পরাণে
নিত্য আমায় জাগিয়ে রাখে শান্তি না মানে।
চির দিনের কান্নাহাসি উঠ্‌চে ভেসে রাশি রাশি,
এ সব দেখ্‌তেছে কোন্ নিদ্রাহারা নয়ন অবনত !
ওগো, সেই নয়নে নয়ন আমার হোক্ না নিমেষহত ;
ঐ আকাশ-ভরা দেখার সাথে দেখ্‌ব অবিরত।
বাউলের সুর, খেমটা। গীত-পঞ্চাশিকা, ৭৯]

৪৮৫ বাজাও আমারে বাজাও!

বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে, সেই সুরে মোরে বাজাও।

যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা গীতে,

শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে,

জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে, সেই সুরে মোরে বাজাও।

সাজাও আমারে সাজাও!

যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে, সেই সাজে মোরে সাজাও।

সন্ধ্যা মালতী সাজে যে ছন্দে,

শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,

যে সাজে নিজেরে ভোলে আনন্দে, সেই সাজে মোরে সাজাও।

[রামকেলি, তেওরা। গীতলেখা ২।১৪]—১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩

৪৮৬ নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে,

তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না ?

নিত্য সভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে

তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না ?

বিশ্বকমল ফোটে চরণ-চুম্বনে

সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,

আমার চিত্তকমলটিরে সেই রসে

কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না ?

আকাশে ধায় রবি তারা ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেম্নি ক'রে সুধাসাগর সন্ধানে
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না ?
পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ ;
তেম্নি ক'রে আমার হৃদয় ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না ?

[বাউলের সুর, খেমটা। গীতলেখা ৩।৫৭]—২৯ আশ্বিন ১৩২০ বাং (১৯১৩)

৪৮৭ যদি প্রেম দিলে না প্রাণে,
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে এমন গানে গানে ?
কেন তারার মালা গাঁথা, কেন ফুলের শয়ন পাতা ?
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা জানায় কানে কানে ?
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে,
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে ?
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন আমার হৃদয় পাগল হেন ?
তরী সেই সাগরে ভাসায় যাহার কূল সে নাহি জানে ?

[সিন্ধু-কাফি, ঝম্পক। গীতলেখা ২।৩৮]—২৮ আশ্বিন ১৩২০ বাং (১৯১৩)

আমার মিলন লাগি তুমি আস্‌চ কবে থেকে !

৪৮৮ আমার মিলন লাগি তুমি আস্‌চ কবে থেকে !
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায় রাখ্‌বে কোথায় ঢেকে ?
কত কালের সকাল্‌ সাঁঝে, তোমার চরণ-ধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয়-মাঝে গেছে আমায় ডেকে ।
ও গো পথিক, আজ্‌কে আমার সকল পরাণ ব্যেপে,
থেকে থেকে হরষ যেন উঠ্‌চে কেঁপে কেঁপে !
যেন সময় এসেছে আজ, ফুরাল মোর যা ছিল কাজ,
বাতাস আসে হে মহারাজ তোমার গন্ধ মেখে !
[বাহার-বাগেশ্রী তেওরা। গীতলিপি ১।১৪ ; গীতলেখা ৩।৫৫]—১৬ ভাদ্র ১৩১৬ বা

---

৪৮৯ তোরা শুনিস্‌ নি কি, শুনিস্‌ নি তার পায়ের ধ্বনি ?
ঐ যে আসে, আসে, আসে !
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী সে যে আসে, আসে, আসে !
গেয়েছি গান যখন যত, আপন মনে ক্ষেপার মত,
সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী ; সে যে আসে, আসে, আসে !
কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে সে যে আসে, আসে, আসে !
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে, মেঘের রথে সে যে আসে, আসে, আসে !
দুখের পরে পরম দুখে, তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি ; সে যে আসে, আসে, আসে !
[সিন্ধু বারোঁয়া, যৎ। গীতলিপি ৩।৩৭]—৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৪৯৭ তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে ফুল্লশ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে রাত্রি জাগে জগৎ ল'য়ে কোলে,
ঊষা এসে পূর্ব্বদুয়ার খোলে, কলকণ্ঠস্বরা।
চল্‌চে ভেসে মিলন-আশা-তরী অনাদি স্রোত বেয়ে;
কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরণ ডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে, যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে, চির-স্বয়ম্বরা।

[কীর্ত্তনের সুর, কাওয়ালি। গীতলেখা ৩।২৪]—১৫ পৌষ ১৩২০ বাং

৪৯৮ তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে!
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে!
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, আমার হিয়ায় চল্‌চে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধ'রে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে!
তাই ত তুমি রাজার রাজা হ'য়ে তবু আমার হৃদয় লাগি,
ফির্‌চ কত মনোহরণ বেশে, প্রভু, নিত্য আছ জাগি।
তাই ত প্রভু যেথায় এল নেমে তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে!

[মিশ্র জয়জয়ন্তী, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৪।৩৯]—২৮ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৪৯২ হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধ'রে কাননে ভূধরে আকাশে সাগরে সাজে হে।
সারা নিশি ধরি তারায় তারায় অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণ-ধারায় তোমারি বিরহ বাজে হে।
ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়, তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়,
কত প্রেমে হায়, কত বাসনায়, কত সুখে দুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া, কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া,
তোমার বিরহ উঠেছে ভরিয়া আমার হিয়ার মাঝে হে।
[মিশ্র কানাড়া, তেওরা। গীতলিপি ২।২৪]—১২ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৪৯৩ হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান !
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব, কবি।
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি, শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান !
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্রতর বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি ;
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
[ইমনকল্যাণ, একতালা। গীতলিপি ৪।২৯]—১৩ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০

৪৯৪ জানি জানি কোন্ আদিকাল হ'তে

ভাসালে আমারে জগতের স্রোতে,

সহসা হে প্রিয় কত গৃহে পথে, রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ।

কতবার তুমি মেঘের আড়ালে, অমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,

অরুণ কিরণে চরণ বাড়ালে, ললাটে রাখিলে শুভ পরশন।

সঞ্চিত হ'য়ে আছে এই চোখে,

কত কালে কালে কত লোকে লোকে,

কত নব নব আলোকে আলোকে অরূপের কত রূপ দরশন।

কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে,

ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে,

কত সুখে দুখে, কত প্রেমে গানে, অমৃতের কত রস বরষণ।

[মিশ্র কেদারা, কাওয়ালি। গীতলিপি ১।৫]—১০ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

---

৪৯৫ আমারে তুমি অশেষ ক'রেছ, এমনি লীলা তব।

ফুরায়ে ফেলে আবার ভ'রেছ জীবন নব নব।

কত যে গিরি কত যে নদীতীরে বেড়ালে বহি ছোট এ বাঁশিটিরে,

কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে কাহারে তাহা কব।

তোমারি ঐ অমৃত পরশে আমার হিয়া খানি

হারাল সীমা বিপুল হরষে, উথলি উঠে বাণী।

আমার শুধু একটি মুঠি ভরি, দিতেছ দান দিবস বিভাবরী

হল না সারা, কত না যুগ ধরি কেবলি আমি লব।

[গীতলেখা ১।১৫]—৭ বৈশাখ ১৩১৯ বাং (১৯১২)

৪৯৬ কবে আমি বাহির হ'লেম তোমারি গান গেয়ে,
সে ত আজ্‌কে নয়, সে আজ্‌কে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আস্‌চি তোমায় চেয়ে,
সে ত আজ্‌কে নয়, সে আজ্‌কে নয়।
ঝর্‌ণা যেমন বাহিরে যায়, জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি ক'রে ধেয়ে এলেম জীবনধারা বেয়ে !
কতই নামে ডেকেছি যে, কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন্ আনন্দে চলেছি, তার ঠিকানা না পেয়ে !
পুষ্প যেমন আলোর লাগি না জেনে রাত কাটায় জাগি,
তেম্‌নি তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে ছেয়ে !
[ইমন, তেওরা। গীতলিপি ৪।১৪]—৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

তুমি এসেছ।

৪৯৭ তুমি যে এসেছ মোর ভবনে, রব উঠেছে ভুবনে।
নইলে ফুলে কিসের রং লেগেছে, গগনে কোন্ গান জেগেছে,
কোন্ পরিমল পবনে ?
দিয়ে দুঃখ সুখের বেদনা, আমায় তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া এলে তোমার সুর মেলিয়া,
এলে আমার জীবনে।
[বসন্তবাহার, দাদ্‌রা]—১৬ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৪৯৮ মন্দিরে মম কে আসিলে হে! সকল গগন অমৃত-মগন,
দিশি দিশি গেল মিশি, অমানিশি দূরে দূরে!
সকল দুয়ার আপনি খুলিল, সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল, নব নব সুরে সুরে!
[আড়ানা, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৪০]

৪৯৯ আমার সকল রসের ধারা তোমাতে আজ হোক্‌না হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ, ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার দুটি আঁখিতারা।
হারিয়ে যাওয়া মনটি আমার ফিরিয়ে তুমি আন্‌লে আবার।
ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি,
গলার হারে দোলাও তারে গাঁথা তোমার ক'রে সারা।
[ভূপনারায়ণ, কাওয়ালি। গীতলেখা ২।২৬]—১০ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৫০০ তোমার ভুবন-জোড়া আসনখানি,
আমার হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি।
রাতের তারা, দিনের রবি, আঁধার আলোর সকল ছবি,
তোমার আকাশ-ভরা সকল বাণী, আমার হৃদয় মাঝে বিছাও আনি!
ভুবন-বীণার সকল সুরে, আমার হৃদয়-পরাণ দাও না পুরে;
দুঃখ সুখের সকল হরষ, ফুলের পরশ, ঝড়ের পরশ,
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি, আমার হৃদয়মাঝে দিক্ না আনি!
[বেহাগ, তেওরা। গীতপঞ্চাশিকা ৭৭]

৫৩১ আজি যত তারা তব আকাশে,
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।
নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া,
মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে,
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত আমারি অঙ্গে বিকাশে।
দিকে দিগন্তে যত আনন্দ, লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ,
আমার চিত্তে মিলি একত্রে তোমার মন্দিরে উছাসে।
আজি কোন খানে কারেও না জানি,
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে,
নিখিল-নিঃশ্বাস আজি এ বক্ষে বাঁশরীর সুরে বিলাসে।
[ঝুম্-খাম্বাজ, ঠুংরি দ্রুত ত্রিতাল)। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১১৪]

৫৩২ এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর!
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর, সুন্দর, হে সুন্দর!
আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল ফুটি,
হৃদ্‌ গগনে পবন হ'ল সৌরভেতে মন্থর, সুন্দর, হে সুন্দর!
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হ'ল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রৈল প্রাণে সঞ্চিত,
তোমার মাঝে এম্‌নি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর, সুন্দর, হে সুন্দর!
[বেহাগ, ঝাঁপতাল। গীতলেখা ৩।১৬]—২১ বৈশাখ ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৫০৩ অরূপেরি রূপ হেরে এই ফেরে না আঁখি।
মনে লাগে সারাজীবন তাকায়েই থাকি।
কি যে শুভ্র সুনীল আকাশ, কি যে গন্ধ-মধুর বাতাস,
কি বিচিত্র ফুলের বিকাশ, লক্ষ-বরণ পাখী।
মনে লাগে, এম্‌নিতর'ই থাকি চাহিয়া,
আর চেয়ে চেয়েই যুগযুগান্ত যাউক বাহিয়া।
আকাশ-ভরা দৃষ্টি তাঁহার ভুলাক যত গীতি হিয়ার
আনন্দে গাই, শুনাই তাঁরে, ঐ চোখে চোখ রাখি।

[ভৈরবী. তেওরা। ভোরের পাখী. ১১]

---

৫০৪ মহারাজ, এ কি সাজে এলে হৃদয়পুর-মাঝে!
চরণতলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে।
গর্ব সব টুটিয়া, মূর্ছি পড়ে লুটিয়া,
সকল মম দেহ মন বীণা সম বাজে।
এ কি পুলক-বেদনা বহিছে মধুবায়ে,
কাননে যত পুষ্প ছিল, মিলিল তব পায়ে!
পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে,
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে।

[বেহাগ. ঝাঁপতাল। গীতলিপি ১।২৪]

---

৫০১ রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে !

রহি রহি প্রভু তব পরশ-মাধুরী হৃদয়মাঝে আসি লাগে।

রহি রহি শুনি তব চরণপাত হে মম পথের আগে আগে।

রহি রহি মম মন-গগন ভাতিল তব প্রসাদ-রবি-রাগে।

[বৈতালিক ৫৭]

তোমার সুর।

---

৫০৬ সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর ;

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর !

কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,

অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর !

আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর !

তোমায় আমায় মিলন হ'লে সকলি যায় খুলে,

বিশ্বসাগর ঢেউ খেলা'য়ে উঠে তখন দুলে।

তোমার আলোয় নাই ত ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া,

হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর।

আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।

[ছায়ানট, একতালা। গীতলিপি ৪।৩২]—২৭ আষাঢ় ১৩১৭ সাং (১৯১০)

৩০৭ রূপসাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ রতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর, ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার, ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে, অমর হ'য়ে রব মরি !

যে গান কানে যায় না শোনা, সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে, শেষ গানে তার কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি, তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি।

[খাম্বাজ, ঠুংরি। গীতলিপি ১।৩১]—১২ পৌষ ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৩০৮ শোন তাঁর সুধাবাণী শুভ মুহূর্তে শান্ত প্রাণে,
ছাড় ছাড় কোলাহল ছাড় রে আপন কথা।
আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহার ;
কে শুনে সে মধু বীণারব ! অধীর বিশ্ব শূন্যপথে হ'ল বাহির।

[ইমনকল্যাণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯৩]

৩০৯ বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে গগনে লোকে লোকে।
তব বাণী গ্রহ চন্দ্র দীপ্ত তপন তারা !
সুখ দুখ তব বাণী, জনম মরণ বাণী তোমার ;
নিভৃত গভীর তব বাণী, ভক্ত-হৃদয়ে শান্তি-ধারা।

[আড়ানা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি, ৪।৩৩]

৫১০ বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে,
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে।
[পূরবী, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১৭]

৫১১ এ মধুর রাতে বল কে বীণা বাজায়!
আপন রাগিণী আপন মনে গায়!
নাচিছে চন্দ্রমা সে গীত-ছন্দে, গ্রহ গ্রহেরে ঘিরি নাচে আনন্দে,
গোপন গানে হেন কে সবে মাতায়!
যাঁর যন্ত্রে হেন মোহন তন্ত্র, যাঁর কণ্ঠে হেন মোহন মন্ত্র,
না জানি সুন্দর সে কি শোভায়!
কোথা সে বীণা, কোথা সে বাণী, কোথা সে শতদল ফোটে না জানি,
প্রাণ-মরাল চাহে ভাসিতে তাঁর পায়।
[মিশ্র খাম্বাজ, কাহারবা। কাকলি ২।২৫]

৫১২ বাজাও তুমি, কবি, তোমার সঙ্গীত সুমধুর,
গম্ভীরতর তানে, প্রাণে মম ;
দ্রব জীবন ঝরিবে ঝর ঝর, নির্ঝর তব পায়ে!
বিসরিব সব সুখ দুখ, চিন্তা, অতৃপ্ত বাসনা,
বিচরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্বমাঝে অনুখন আনন্দ-বায়ে।
[বাহার, সুরফাক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৪১]

---

৩১৩ ঐ কে গায় সুদূর সঙ্গীত, জগৎ ভুলায় মধুর স্বরে !
যত শুনি তত মধুময় গান, তৃষাকুল করে অন্তরে রে।
উদার প্রেমে সবায় ভালবাসে, জগতে হাসায় আপনি হেসে,
গান গেয়ে কেড়ে লয় প্রাণ, সহজ মানুষে পাগল করে।
তাঁরে চাহে না কেউ, ডাকে না কেউ,
কাছে গেলে ফিরে দেখে না কেউ,
আপনার নাম আপনি বিলায়, দুঃখী পাপীদের ঘরে ঘরে।
শোন শোন জগৎ-জন, বধিরে থেকো না, আঁধারে নয়ন,
ভুবন-মোহনে করিয়া বরণ, বসাও হৃদয়-মন্দিরে।

[আলাইয়া, চৌতাল]

৩১৪ যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে,
মিলাব তাই জীবন গানে।
গগনে তব বিমল নীল, হৃদয়ে লব তাহারি মিল,
শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে।
বাজায় উষা নিশীথ-কূলে যে গীত-ভাষা,
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা,
ফুলের মত সহজ সুরে প্রভাত মম উঠিবে পূরে,
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে।

[কানাড়া, ঝাঁপতাল]

৩১৫ বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে।

অমল কমল-মাঝে, জ্যোৎস্না-রজনী মাঝে,
কাজল ঘন মাঝে, নিশি-আঁধার মাঝে,
কুসুম-সুরভি মাঝে, বীণ-রণন শুনি যে, প্রেমে প্রেমে বাজে।
নাচে নাচে, রম্য তালে নাচে।
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে,
ভকত হৃদয় নাচে বিশ্ব-ছন্দে মাতিয়ে, প্রেমে প্রেমে নাচে।
সাজে সাজে, রম্য বেশে সাজে।
নীল অম্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে,
ধরণী-ধূলি সাজে, দীন দুঃখী সাজে,
প্রণত চিত্ত সাজে, বিশ্ব শোভায় লুটায়ে, প্রেমে প্রেমে সাজে।

[ইমনকল্যাণ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৮।১২]

৩১৬ বিশ্ব-রাজালয়ে বিশ্ব-বীণা বাজিছে !

স্থলে জলে নভতলে, বনে উপবনে, নদী নদে, গিরি-গুহা পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত-মধুরিমা, নিত্য নৃত্য-রস-ভঙ্গিমা !
নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি মঞ্জুল, অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনি মর্ম্মর পল্লব-পুঞ্জে :
পিক-কূজন পুষ্পবনে বিজনে।

তব স্নিগ্ধ সুশোভন লোচন-লোভন শ্যাম সভাতল-মাঝে,
কল-গীত সুললিত বাজে!
তোমার নিঃশ্বাস-সুখ-পরশে উচ্ছ্বাস হরষে,
পল্লবিত মঞ্জরিত গুঞ্জরিত উল্লসিত সুন্দর ধরা;
দিকে দিকে তব বাণী, নব নব তব গাথা, অবিরল রস-ধারা!

[শঙ্করাভরণ, ফেরতা। কেতকী ১ শেফালি ১]

৫১৭ শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝ'রে পড়ুক ঝ'রে
তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে বুকের পরে।
পূরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে,
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে।
নিশিদিন এই জীবনের সুখের পরে দুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝ'রে পড়ুক ঝ'রে
যে শাখায় ফুল ফোটে না ফল ধরে না একেবারে
তোমার ঐ বাদল বায়ে দিক্ জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবনহারা,
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝ'রে সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার পরে ভুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝ'রে পড়ুক ঝ'রে।

[বেহাগ, খেমটা। কেতকী ৪৯]—২৫ ফাল্গুন ১৩২০ বা' (১৯১৪)

৩১৮ প্রভু, তোমার বীণা যেম্নি বাজে আঁধার মাঝে,
অম্নি ফোটে তারা ,
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে আমার প্রাণে বাজে তেম্নি ধারা
তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে কি গৌরবে হৃদয় অন্ধকারে !
তখন স্তরে স্তরে আলোক রাশি উঠ্‌বে ভাসি চিত্ত-গগন-পারে ।
তখন তোমারি সৌন্দর্য্যছবি,ওগো কবি, আমায় পড়্‌বে আঁকা
তখন বিস্ময়ে রবে না সীমা, ঐ মহিমা আর যাবে না ঢাকা ।
তখন তোমার প্রসন্ন হাসি পড়্‌বে আসি নবজীবন পরে ।
তখন আনন্দ-অমৃতে তব ধন্য হব চিরদিনের তরে ।
[কানাড়া, তেওরা । গীতলেখা ২।৫৩]

৩১৯ তুমি কেমন ক'রে গান কর হে গুণী,
অবাক্ হ'য়ে শুনি, কেবল শুনি !
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে, সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষাণ টু'টে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী ।
মনে করি অম্নি সুরে গাই, কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই
কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে,
হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে !
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে,
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি ।
[বেহাগ, কাওয়ালি]—১০ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৫২৭ তুমি একলা ঘরে ব'সে ব'সে কি সুর বাজালে
প্রভু আমার জীবনে।
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
প্রভু গভীর গোপনে।
দিনের আলোর আড়াল টানি কোথায় ছিলে নাহি জানি,
অস্ত রবির তোরণ হ'তে চরণ বাড়ালে, আমার রাতের স্বপনে।
আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী,
সে যে তোমার বাঁশরী।
আমি শুনি তোমার আকাশ-পারের তারার রাগিণী
আমার সকল পাসরি।
কানে আসে আশার বাণী, খোলা পাব দুয়ারখানি,
রাতের শেষে শিশির-ধোয়া প্রথম সকালে
তোমার করুণ কিরণে।
[মিশ্র বেহাগ একতালা। গীতপঞ্চাশিকা ৮৪]

৫২৮ কি সুর বাজে আমার প্রাণে আমিই জানি, মনই জানে
কিসের লাগি সদাই জাগি, কাহার কাছে কি ধন মাগি,
তাকাই কেন পথের পানে, আমিই জানি, মনই জানে।
দ্বারের পাশে প্রভাত আসে, সন্ধ্যা নামে বনের বাসে,
সকাল সাঁঝে বাঁশী বাজে, বিকল করে সকল কাজে;
বাজায় কে যে কিসের তানে, আমিই জানি, মনই জানে।
[পিলু বারোঁয়া, ঠুংরি। গীতলিপি ৬।১৯]

৩২২ তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে নাচে আগুন তালে তালে,
আকাশে হাত তোলে সে কার পানে !
আঁধারের তারা যত অবাক্ হ'য়ে রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে !
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল উঠ্‌ল ফুটে স্বর্ণ-কমল,
আগুনের কি গুণ আছে কে জানে !

[কীর্ত্তনের সুর, খেম্‌টা। গীতলেখা ২।৪০]. ২৪ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৩২৩ এই তো তুমি সূর্য্য-আলোকে, এই তো তুমি অরুণ-আকাশে,
এই তো তুমি প্রভাত-পুলকে, এই তো তুমি সন্ধ্যা-বিকাশে!
এই তো তুমি পাখীর কণ্ঠে, গেয়ে ওঠ এমন আনন্দে,
ঝরণা-ধারার গভীর ছন্দে বেজে ওঠ দখিন বাতাসে।
এই তো তুমি আমার হৃদয়ে চলেছ আজ বিশ্ব-বিজয়ে,
এই তো তুমি প্রাণের আনন্দে বাজাও আমায় এমন ছন্দে।
এই তো তুমি গানে গানে জেগেছ মোর প্রাণে প্রাণে,
বর্ষা শরৎ কতই বসন্তে লিখে গেছ হৃদয়-আকাশে।

[মিশ্র ভয়রোঁ, দাদরা। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৪৩ শক]

আমার গান।

৩২৪ তুমি যখন গান গাহিতে বল', গর্ব্ব আমার ভ'রে ওঠে বুকে;
দুই আঁখি মোর করে ছলছল, নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখে।
কঠিন কটু যা আছে মোর প্রাণে, গলিতে চায় অমৃতময় গানে,
সব সাধনা আরাধনা মম উড়িতে চায় পাখীর মত' সুখে।
তৃপ্ত তুমি আমার গীত রাগে, ভাল লাগে, তোমার ভাল লাগে!
জানি আমি এই গানেরি বলে বসি গিয়ে তোমারি সম্মুখে।
মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই, গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপ্‌নাকে যাই ভুলে, বন্ধু ব'লে ডাকি মোর প্রভুকে।
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৩২৫ তব সিংহাসনের আসন হ'তে এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ালে নাথ থেমে।
একলা ব'সে আপন মনে গাইতেছিলাম গান,
তোমার কানে গেল সে সুর, এলে তুমি নেমে।
তোমার সভায় কত যে গান, কতই আছে গুণী,
গুণহীনের গানখানি আজ বাজ্‌ল তোমার প্রেমে।
লাগ্‌ল সকল তানের মাঝে একটি করুণ সুর,
হাতে ল'য়ে বরণমালা এলে তুমি নেমে।
[মিশ্র বারোঁয়া, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৫।৩৭] — ২৭ চৈত্র ১৩১৬ বাং (১৯১০)

৩২৬ আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান।
আমি তোমার ভুবন-মাঝে, লাগিনি নাথ কোন কাজে,
শুধু কেবল সুরে বাজে অকাজের এই প্রাণ।
নিশায় নীরব দেবালয়ে তোমার আরাধন,
তখন মোরে আদেশ কোরো গাইতে, হে রাজন্!
ভোরে যখন আকাশ জুড়ে বাজবে বীণা সোনার সুরে,
আমি যেন না রই দূরে, এই দিয়ো মোর মান।

[বসন্ত বসন্ত, তেওরা। গীতলিপি ২।২৭]—১৬ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৩২৭ জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ!
ধন্য হ'ল, ধন্য হ'ল মানব-জীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে, সাধ মিটা'য়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন।
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি।
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি।
এখন সময় হয়েছে কি? সভায় গিয়ে তোমায় দেখি,
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব, এ মোর নিবেদন।

[সনকড়া, একতালা। গীতলিপি ৫।৫]

৩২৮ দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।

বাতাস বহে, মরি মরি ! আর বেঁধে রেখো না তরী,
এস এস পার হ'য়ে মোর হৃদয় মাঝারে ।
তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে !
বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে !
কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপ্‌নি আসি,
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে ?

ইমনকল্যাণ, দাদ্‌রা। গীতলেখা ২।৫৭]—২৮ ফাল্গুন ১৩২০ বাং (১৯১৪)

---

৫২৯ ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান,
হে আমার নাথ, এই ত তোমার দান।
ওগো সে ফুল দেখিয়া আনন্দে আমি ভাসি,
আমার বলিয়া উপহার দিতে আসি,
তুমি নিজ হাতে তারে তুলে লও স্নেহে হাসি,
দয়া ক'রে প্রভু রাখ মোর অভিমান।
তারপরে যদি পূজার বেলার শেষে
এ গান ঝরিয়া ধরার ধূলায় মেশে,
তবে ক্ষতি কিছু নাই ; তব করতলপুটে
অজস্র ধন কত লুটে, কত টুটে !
তারা আমার জীবনে ক্ষণকাল তরে ফু'টে,
চিরকাল তরে সার্থক করে প্রাণ।

: আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

---

৫৩০ আমার সুরে লাগে তোমার হাসি।

যেমন ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবির কিরণ দোলে আসি।

দিবা নিশি আমিও যে ফিরি তোমার সুরের খোঁজে,

হঠাৎ এ মন ভোলায় কখন তোমার বাঁশি।

আমার সকল কাজই রইল বাকি, সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি,

আমার গানে তোমায় ধ'র্‌ব ব'লে উদাস হ'য়ে যাই যে চ'লে ;

তোমার গানে ধরা দিতে ভালবাসি।

[নবগীতিকা ১।৪৫]

৫৩১ আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে,

উঠিবে বাজি তন্ত্রী-রাজি মোহন অঙ্গুলে।

কোমল তব কমল-করে পরশ কর পরাণ পরে,

উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ-মূলে।

কখনো সুখে কখনো দুখে, কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে

চরণে পড়ি রবে নীরবে, রহিবে যবে ভুলে ;

কেহ না জানে কি নব তানে উঠিবে গীত শূন্য পানে,

আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে।

[খাম্বাজ, একতালা]

৫৩২ লহ লহ তুলে লহ নীরব বীণাখানি।

তোমার নন্দন নিকুঞ্জ হ'তে সুর দেহ তায় আনি,

ওহে সুন্দর হে সুন্দর।

আমি আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে তোমার আশ্বাসে,
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোক-ভরা বাণী,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।
পাষাণ আমার কঠিন দুখে তোমায় কেঁদে বলে,
পরশ দিয়ে সরস কর ভাসাও অশ্রুজলে,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।
শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে আমার চিত্ত মাঝে,
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহ টানি,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।

[কীর্তনের সুর, ঝাঁপতাল]

৩৩ বিরস-বাণী রইতে দাও গানে গানে গানে!
সকল বোঝা বইতে দাও গানে গানে গানে!
দুঃখ যেদিন দারুণ হবে, ঝঞ্ঝা মোদের যাত্রা ক'রে,
সে দুঃখ-রাত বইতে দাও গানে গানে গানে।
সকাল সাঁঝে রইতে দাও গানে গানে গানে;
সকল কাজে রইতে দাও গানে গানে গানে।
বাজুক রে গান বিশ্ব জুড়ে, স্থলে জলে, হৃদয়-পুরে,
সকল কথা কইতে দাও গানে গানে গানে।

[[illegible], তেওরা। স্বরলিপি "স্বপন-খেয়া" পুস্তকে]

৩৩৪ আমার বেলা যে যায় সাঁঝ্-বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।
আমার একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে।
আমার এ তার বাঁধা কাছের সুরে, ঐ বাঁশি যে বাজে দূরে!
তোমার গানের লীলার সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে
বিশ্ব-হৃদয়-পারাবারে রাগ-রাগিণীর জাল ফেলাতে ?

[মিশ্র খাম্বাজ, দাদ্‌রা। কাব্যগীতি, ৩৬]

৩৩৫ জাগ জাগ রে, জাগ সঙ্গীত, চিত্ত-অম্বর কর তরঙ্গিত,
নিবিড়-নন্দিত প্রেম-কম্পিত হৃদয়-কুঞ্জ-বিতানে।
মুক্ত-বন্ধন সপ্ত সুর তব করুক বিশ্ব বিহার,
সূর্য্য-শশি-নক্ষত্র-লোকে করুক হর্ষ প্রচার,
তানে তানে প্রাণে প্রাণে গাঁথ নন্দন-হার,
পূর্ণ কর রে গগন-অঙ্গন তাঁর বন্দন গানে।

[দেশ, তেওরা। গীতলিপি ১।১০]

৩৩৬ এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।
তার হৃদয়-বাঁশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে।
নিশীথ-রাতের নিবিড় সুরে, বাঁশিতে তান দাও হে পূরে,
যে তান দিয়ে অবাক্ কর গ্রহ শশীরে।

যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে জীবন মরণে
গানের টানে মিলুক এসে তোমার চরণে ;
বহুদিনের বাক্যরাশি এক নিমেষে যাবে ভাসি,
একলা ব'সে শুনব বাঁশি অকূল তিমিরে।

[কানাড়া, একতালা। গীতলিপি ৩।৩৪]—৩০ চৈত্র ১৩১৬ বাং (১৯১০)

---

৬৩৭ আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে,
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে।
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে
না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,
লুকায় বেদনা অ-ঝরা অশ্রুনীরে,
অশ্রুত বাঁশী হৃদয় গহনে বাজে।
ক্ষণে ক্ষণে আমি না জেনে করেছি দান
তোমায় আমার গান ;
পরাণের সাজি সাজাই খেলার ফুলে,
জানিনা কখন নিজে বেছে লও তুলে,
অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে,
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে।

[কীর্তনের সুর, দাদ্‌রা]

চতুর্থ অধ্যায়।

কৃতজ্ঞতা; দর্শন ও আনন্দ; প্রেমভক্তি; সমগ্র জীবনের অনুভূতি ও নিবেদন।

—:*:—

জীবনে তোমার এত দয়া!

[দ্বিতীয় অধ্যায়, "তুমি করুণাময়, তুমি প্রেমময়" দ্রষ্টব্য]

৩৩৮ এত দয়া পিতা তোমার, ভুলিব কোন্ প্রাণে আর!
দেবের দুর্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে;
তবু পুত্র ব'লে, স্থান দিয়ে কোলে, পদে পদে বিপদেতে করিছ উদ্ধার।
প'ড়ে অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে,
ব্যাকুল হইয়ে, 'কোথা দয়াময়' ব'লে হে;
তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাষে, তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।
কে জানে এমন ক'রে ভালবাসিতে পাপীরে তোমার মতন ভুবনে হে।
আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী, তথাপি দুর্বল ব'লে ক্ষম বারম্বার।
জানিলাম নানা মতে, তোমা বিনা এ জগতে,
কেহ নাহি আর আপনার হে;
ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত, নিজ গুণে পাপী জনে কর ভবে পার।

[ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, ঠুংরি] —১ অগ্রহায়ণ ১৭৯৩ শক (১৮৭১)

৩৩৯ দয়াময়ী মা গো আমার ! ১৮

রোগে শোকে দয়া, সুখে দুখে দয়া, জীবনে মরণে করুণা তোমার।
নিরাশায় যবে হই গো ম্লান, তোমার দয়া আসি করে আশা দান,
মোহের পাথারে, রিপুর সমরে, তোমার দয়া করে শকতি সঞ্চার।
করুণা-রূপিণী জগতের মাতা, চির বন্ধু সখা স্নেহময় পিতা,
দীনহীন-গতি মঙ্গল-বিধাতা, বরষিছ প্রাণে অমৃত ধার;
তোমার করুণা গৃহ-পরিবারে, তোমার করুণা অন্তরে বাহিরে,
তোমার করুণা লোকলোকান্তরে, ঐ করুণা-সাগরে দিতেছি সাঁতার!
[ভৈরবী, একতালা]

৩৪০ কেমন করিয়ে কৃতঘ্ন হইয়ে, তব কৃপাকণা করি অস্বীকার!
যা কিছু পেয়েছি, যা কিছু হয়েছি, সাক্ষ্য দেয় তব করুণা অপার।
হই নই বটে তব মনোমত, তবু সেই প্রেম চিরপরিচিত,
মনোময় প্রাণে ঢালে প্রেমামৃত, করে নিরাশায় আশার সঞ্চার।
সেই পুরাতন প্রেম নবীন আকারে, কতভাবে চাহে ধরিতে আমারে,
আমি চাহি পলাইতে, ছোটে সাথে সাথে,
কিছুতেই নাহি মানে পরিহার!
জানি বা না জানি, চাই বা না চাই, তব পানে মোরে টানিছ সদাই,
(আর) নাহি কোন ভয়, জেনেছি নিশ্চয়,
(তব) অভয় পদাশ্রয় নিয়তি আমার।
[খাম্বাজ, একতালা]

৩৪১ আমি ত তোমারে চাহি নি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে হৃদয়-মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ !
চির আদরের বিনিময়ে সখা চির অবহেলা পেয়েছ ;
আমি দূরে ছুটে যেতে দুহাত পসারি ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ !
'ও পথে যেও না, ফিরে এস ' ব'লে কাণে কাণে কত ক'য়েছ ;
আমি তবু চ'লে গেছি ; ফিরা'য়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ
এই চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিমুখে তুমি ব'য়েছ ;
আমার নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে, বুকে ক'রে নিয়ে রয়েছ !

[মিশ্র কানাড়া, একতালা]

৩৪২ আমি অকৃতী অধম ব'লেও তো কিছু কম ক'রে মোরে দাওনি
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাওনি !
তব আশীষ-কুসুম ধরি নাই শিরে, পায়ে দ'লে গেছি, চাহি নাই ফিরে,
তবু দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ, প্রতিদান কিছু চাওনি !
আমি ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে,
সুধাপান ক'রে মরি গো পিয়াসে ,
তবু যাহা চাই সকলি পেয়েছি, তুমি তো কিছুই পাওনি !
আমায় রাখিতে চাও গো বাঁধনে আঁটিয়া, শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি, ছেড়ে গেছ ; ফিরে চেয়ে দেখি, এক পা-ও ছেড়ে যাওনি !

[বেহাগ, একতালা]

৩৪৩ এ জনমে দয়াময় কত দয়া দেখাইলে ;
নিরাশ জীবনে মম কত আশা সঞ্চারিলে !
কতবার কত ভাবে প্রেমচ্ছবি প্রকাশিয়ে,
শুষ্ক মরুসম প্রাণে শান্তি বারি বরষিলে !
নিরেট পাষাণ প্রাণ ভক্তি-রসে গলাইলে,
মলিন আঁধার মনে তব জ্যোতি বিকাশিলে।
কিন্তু হায় কি দুর্ম্মতি, সংসার-আমোদে মাতি
হারানু বিশ্বাস প্রীতি, যত কিছু দিয়েছিলে।
এবে পুন আকিঞ্চন, পূজি নিত্য ও চরণ,
হৃদয়-উদ্যান-জাত ফুল্ল প্রেম-শতদলে।
বড় সাধ চিতে নাথ, প্রীতি অনুরাগ সহ
ধোয়াব তোমার পদ পবিত্র ভক্তি-সলিলে।
[মুলতান, আড়াঠেকা]

---

৩৪৪ আঁখিজল মুছাইলে, জননী, অসীম স্নেহ তব !
ধন্য তুমি গো, ধন্য ধন্য তব করুণা।
অনাথ যে, তারে তুমি মুখ তুলে চাহিলে,
মলিন যে, তারে বসাইলে পাশে ;
[illegible]মার দুয়ার হ'তে কেহ না ফিরে, যে আসে অমৃত-পিয়াসে !
[illegible]ছি আজি তব প্রেম-মুখ-হাসি, পেয়েছি চরণচ্ছায়া,
[illegible] না আর কিছু, পূরেছে কামনা, ঘুচেছে হৃদয়-বেদনা।
[[illegible]কেলি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৪]

৩৪১ তোমার করুণা অমিয়মাখা, হৃদয় উথলে স্মরণে,
কত যে ভালবাসিছ পিতা, বলিব তাহা কেমনে !
তব কৃপা-তরী লাগাইয়া তীরে, 'আয় পাপী' ব'লে ডাকিতেছ ধীরে,
কেহ যে বোঝেনা,সে ডাক শোনেনা, সবে মাতোয়ারা গরল পানে
(আমি যে বুঝিনা, সে ডাক শুনিনা, সদা মাতোয়ারা গরল-পানে।)
সুখে দুখে রাখি, কাছে কাছে থাকি, পোড়ায়ে পরীক্ষার আগুনে,
নবপ্রাণ দানে জগতজনে লইছ আপন সদনে।

[পূরবী, খয়রা। সুর "বলরে বলরে বলরে বল"]--৪ নভেম্বর, ১৮৯৪

৩৪৬ তোমার মতন কে আছে এমন বিশ্ব-ভুবনে !
কাছে থাক, সঙ্গে রাখ, পালিতেছ নিশিদিনে।
যবে ছুটে যাই পাপ-গহনে, 'যেও না বাছা' বল কানে কানে,
শোকের অনলে যবে প্রাণ জ্বলে, সান্ত্বনা দাও মধুর বচনে।
যখন একাকী বসিয়ে বিরলে, শূন্য হৃদয়ে চাহি গগনতলে,
দেখি তখনি আছি তোমার কোলে,চাহি অনিমেষে ঐ মুখ পানে
যতন করিয়া গড়েছ আমায়, কতই যতনে পালিছ সদায় !
মা আমার তুমি, তোমারি আমি, এই আশা ল'য়ে বসেছি চরণে

[ভৈরবী, একতালা]

৩৪৭ তোমার কাছে রাখবে ব'লে কত আদর, কত যতন !
ঘুরে ঘুরে বেড়াই আমি, সদা তুমি কর বারণ।

আমায় ল'য়ে আমি থাকি, তোমারে মা নাহি দেখি,
ভেঙ্গে দাও তুমি এসে আমার মোহের স্বপন।
বুঝেছি মা তোমার লীলা, দিবে না থাক্‌তে একেলা,
হবে গো মা এ জীবনে মা ও ছেলের শুভ মিলন।
তোমার কৃপার তরী বেয়ে, যাব তোমার নামটি গেয়ে,
"জয় মা আনন্দময়ী" নিশিদিন করিব কীর্ত্তন।
বাউলের সুর, একতালা]

৩৪৮ কে গো এত ভালবেসে আছ পাপীর এত কাছে!
এত ভাল না বাসিলে ও-প্রেম কি নাহি বাঁচে?
অবস্থার স্রোতে যারে ফেলে গেছে এক ধারে,
(ঐ) স্নেহ-দৃষ্টি প্রেম-বৃষ্টি কবে তারে ছাড়িয়াছে?
যত প্রেম ছিল তোমার, সব কি ঢেলে দিলে এবার?
(বল') তোমার ভালবাসিবার আর কি কেহ নাহি আছে?
ভালকে বাসিতে ভাল চায় সবে চিরকাল,
(কিন্তু) মন্দকেও তোমার মত কে বা ভালবাসিয়াছে!
অযোগ্য অপাত্রে হেন এত ভালবাস কেন,
(বল') ও প্রেম কি ভাল মন্দ সাধু পাপী নাহি বাছে?
তোমার মত' বল' কবে, ভালবাসিব গো সবে,
(কবে) আঁচল-ধরা ছেলের মত', ফিরব তোমার পাছে পাছে?
[খাম্বাজ, যৎ। সুর, "কার মা এমন দয়াময়ী"]

৫৪৯ কত ভালবাস গো মা, মানব-সন্তানে, (পাপী)

মনে হ'লে প্রেম-ধারা ঝরে দু'নয়নে গো মা !

তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,

তবু চেয়ে মুখ-পানে প্রেম-নয়নে ডাকিছ মধুর বচনে ;

বার বার প্রেমভরে ডাকিছ গো মা !

(প্রেম-বাহু প্রসারিয়ে, স্নেহে বিগলিত হ'য়ে, আয় আয় আয় ব'লে,

অপরাধ ক্ষমা ক'রে, হাসিমুখে প্রেমভরে, ও মা আনন্দময়ী,

জীবের দশা মলিন দে'খে,—ডাকিছ গো মা !)

আমাদেরি জন্যে স্বর্গ-নিকেতনে গো মা,

কত সুখ শান্তি, অতুল সম্পত্তি, রেখেছ যতনে,

নিজ হাতে সাজাইয়ে বিবিধ বিধানে গো মা !

তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি নে গো আর,

প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া, হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনে ;

লইনু শরণ মা গো তব শ্রীচরণে গো মা !

[খাম্বাজ, একতালা]

---

৫৫০ তবু কি অবিশ্বাসী হ'তে পারি ?

তুমি দেখায়েছ যাহা, ভুলিব কি তাহা, তোমার গুণে যাই বলিহারি।

তুচ্ছ কীটে তোমার কি বা প্রয়োজন ?

কেন তারি তরে এত আয়োজন ?

অবারিত দ্বার এ বিশ্ব-ভাণ্ডার লুটা'য়ে দিলে যে সম্মুখে তারি '

যে সঙ্গ পেলে তোমারে পাব, যে পথে গেলে সহজে যাব,

সেই সঙ্গ দিলে, সে পথে আনিলে, আপনি রহিলে সাথে ;

কত শুনাইলে, কত শিখাইলে, কত ছলে নিজ পরিচয় দিলে,
(সব) স্মরণ করিলে প্রাণ যে উথলে, কেমনে নিবারি নয়ন-বারি !
এত যদি দিলে থাকিতে এখানে, আরো কত দিবে কে জানে সেখানে ;
হেথা যারে বিনা তোমার দিন চলেনা, সেথায় চলিবে কেমনে !
(আমায়) কি চক্ষে দেখেছ, কি ভালবেসেছ,
আপনারি ফাঁদে ধরা যে পড়েছ ,
(আমার) দেখে শুনে প্রাণ করে আনচান,
বলে, "ধরা দিই চরণে তোমারি"।

[সুরটমল্লার, একতালা]

[illegible] এ কি করুণা তোমার, ও হে করুণানিধান !
অধম পতিত জনে এত তোমার করুণা কেন ?
আমি যতই তোমারে ছেড়ে থাকিতে চাই দূরে দূরে,
তত তুমি প্রেম-ভরে কর মোরে আলিঙ্গন।
যে জন সতত গরল পানে, থাকিতে চায় অচেতনে,
তুমি কেন মায়ের মত, জোর ক'রে সুধা করাও পান !
তুমি পবিত্র সুন্দর হরি, ভক্ত-হৃদয়-বিহারী,
আমার মলিন হৃদয়-দ্বারে দাঁড়ায়ে কেন অভ্যাগত !
(কাঙ্গালের বেশে হে)
যদি ছাড়িবে না এ অধমে, দিবে স্থান অভয়-ধামে,
তবে দয়া ক'রে ও চরণে বেঁধে রাখ চিরদিন।

[কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর, ঝাঁপতাল]

---

৫৫২ ধন্য দয়াময়, তোমার কৃপায় কৃতার্থ হইল জীবন মম !
নিরখি তোমারে প্রাণ-মন্দিরে জুড়াল তৃষিত নয়ন।
তব আগমনে হৃদয়-উদ্যানে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল ;
ফুটিল প্রেম-কুসুম মধুময়, গন্ধে আমোদিত মন। (হ'ল)
আনন্দে ভাসালে, মোহিত করিলে, দেখায়ে দুর্ল'ভ দরশন ;
দেখি নি এমন শোভা অনুপম, যেন ধরাতলে স্বর্গধাম।
সুখ-রত্নাকর তোমার ভাণ্ডার, নাহি হয় পরিমাণ ;
বলিব কি আর, করি বারম্বার কৃতজ্ঞভরে প্রণাম।

[ভৈরবী, যৎ]—১১ মাঘ ১৭৯৫ শক (১৮৭৪)

৫৫৩ তব আশা-বাণী শুনি, আহা, হৃদয়-মাঝে,
বাজিল মধুর বাঁশরী বিমল তানে,
বহিল বসন্ত-সমীরণ, প্রাণ জুড়াইল।
তুমি মঙ্গল-বিধাতা, করুণাময় পিতা,
তব প্রেম-বিমলভাতি পূর্ব্ব গগনে ঊষা ফুটাইল।
তুমি গো বিশ্বজননী, কত না স্নেহ যতনে,
কুসুমদল চিত্রিলে বিচিত্র বরণে ;
এ চারু ধরণী সাজাইলে কত না মণি কাঞ্চন রতন ভূষণে !
হেরি সে শোভা অখিল মন মোহিল।

[দেশ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৭৮]

৩৩৪ সফল জনম মম, পেয়েছি এ ব্রহ্মনাম ;
যাহার মহিমাগুণে, জেনেছি অমর-ধাম।
সফল জীবন মম, জন্মেছি এ যুগে আমি,
সফল জীবন আমার, তুমি মোর জীবনস্বামী !
কত আশা প্রাণে দিয়ে, দুঃখ তাপ নিবারিয়ে,
লইয়া চলেছ মোরে, তোমার অমৃত-ধাম।

[ভৈরবী, কাওয়ালি]- ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৭

৩৩৫ আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে,
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভ'রে !
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান, আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় সে মহা দানেরি যোগ্য ক'রে,
অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে বাঁচায়ে মোরে।
আমি কখনো বা ভুলি কখনো বা চলি তোমার পথের লক্ষ্য ধ'রে ;
তুমি নিষ্ঠুর, সম্মুখ হ'তে যাও যে স'রে।
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়, নিতে চাও ব'লে ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন তব মিলনেরি যোগ্য ক'রে ;
আধা ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে বাঁচায়ে মোরে।

[মিশ্র কামোদ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৫।৪৩]—১৩১৩ বাং (১৯০৬)

৩৩৬ অন্তরে রয়েছ মা গো তুমি অনন্তরূপিণী,
মোহান্ধ সন্তান আমি, তাই দেখি না তোমায়, জননী!
তোমার করুণা-স্রোত বহিতেছে অবিরত,
তরালে পাষণ্ড কত, ও গো পতিতপাবনী!
তবু এ পাষাণ মন সদা বিষয়-রসে মগন,
কি ছার কাচের আশে, ভুলিছে পরশমণি

[ঝিঁঝিট. আড়া]

দয়ার গুণ।

৩৩৭ নাথ, তোমার প্রসাদ-বারি কি গুণ ধরে!
বাক্যে নাহি বলা যায়, স্মরণে নেত্র ঝরে!
নাহি কাল-ভেদাভেদ, নাহি হে পাত্র-প্রভেদ,
বরষিলে বিন্দু তার কি নাহি করে!
ভীরু সাহসী হয়, পাতকীর পাপ-ক্ষয়,
অজ্ঞানীর জ্ঞানোদয়, অসাধু জন তরে;
ধনী হয় দম্ভহীন, বালক হয় প্রবীণ,
সাধু সুখী চিরদিন, দেব-ভাব ধরে নরে!

[বেহাগ, কাওয়ালি]

৩৬৮ দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে,
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ-শাসনে!
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব, তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত-হৃদয় বীত-শোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা তোমার প্রেম হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয়, নয়ন-বারি রাখে কে নিবারিয়ে?
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়! তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমার কর্ম্ম সাধনে।
[বাহার, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৩১]

৩৬৯ যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
শাসন-বাক্য মাথায় করিয়া রাখি,
কে যেন সে দিন আঁখি-তারকায়, মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়,
সুন্দর, তব সুন্দর সব, যে দিকে ফিরাই আঁখি।
নীলতর ঐ নভো-নীলিমায়, উজ্জ্বলতর শশধর ভায়,
সুমধুরতর পঞ্চমে গায়, কুঞ্জ-ভবনে পাখী।
দেহ-হৃদয়ে পাই নব বল, দূরে যায় সব ক্ষুদ্রতা ছল,
কে যেন বিশ্বপ্রেম সরল প্রাণে দিয়ে যায় মাখি।
যেন গো তোমার পুণ্য-পরশ, ক'রে তোলে এই চিত্ত সরস,
উথলিয়া উঠে বক্ষে হরষ, বিবশ হইয়া থাকি।
[ভৈরবী, একতালা]

৺৬০ সখা, তোমারে পাইলে আর
বৃথা ভোগ-সুখে চিত রহে না, রহে না।
সে যে অমৃত-সাগরে ডুবে যায়,
সংসারের দুখ তারে দহে না, দহে না।
(সে যে) মণিকাঞ্চন ঠেলে পায়, (রাজ-) মুকুট চরণে দ'লে যায় ;
কি বস্তু হিয়ামাঝে পায়, আমাদের সনে কথা কহে না, কহে না।
(সখা) তোমাতে কি সুধা, কি আনন্দ ! (কত) সৌরভ,কত মকরন্দ !
সকল বাসনা চিরতৃপ্ত ; এ জনমে আর কিছু চাহে না, চাহে না !
[ভৈরবী, কাওয়ালি]

৩৬১ তোমার অভয় পদ সর্ব্বরত্নসার, আমি চাহি গো এবার।
কোন অভাব রবে না আমার, পূর্ণ হবে হৃদয়-ভাণ্ডার।
গিয়ে লোকের দ্বারে দ্বারে, বলিব আদর করে.
মা আমারে দয়া ক'রে দিয়েছেন এই অলঙ্কার।
মা, তোমার পদপ্রসাদে, থাকিব সদা নিরাপদে,
পড়্‌ব না আর কোন আপদে, এবার বিপদে হব উদ্ধার।
সকলে দেখাব ডেকে, পাপের দাগ গিয়েছে ঢেকে,
অভয়-পদ বুকে রেখে কি বা শোভা চমৎকার !
জননি, কি বল্‌ব গো আর, তোমার কৃপার ব্যাপার অপার ;
তব পদে চির-ভক্তি যেন থাকে গো আমার।
[খাম্বাজ, আড়খেমটা]

৩৬২ আজি কোন্ ধন হ'তে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত !
তব চরণ-কমল-রতন-রেণুকা অন্তরে আছে সঞ্চিত।
কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে,
মর্ম্ম-মাঝারে শল্য বরষে,
তবু প্রাণ মন পীযূষ পরশে, পলে পলে পুলকাঞ্চিত।
আজি কিসের পিপাসা মিটিল না,
ও গো পরম পরাণবল্লভ !
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার তব সকরুণ কর-পল্লব।
নাথ, যার যাহা আছে তার তাই থাক্,
আমি থাকি চির-লাঞ্ছিত,
শুধু তুমি এ জীবনে, নয়নে নয়নে, থাক থাক চিরবাঞ্ছিত।

[মিশ্র কেদারা, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৩২]

৩৬৩ নয়ন বাহিয়ে ঝরে ঝরণা শত,
পেয়ে তব করুণামৃত, জগত এ হৃদি-কমলে
দীনজনের প্রাণ-বন্ধু, তোমারে পাইলে,
কি ধন না পাই, আনন্দসিন্ধু হৃদে উথলে।

[তিলক কামোদ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।২৮]

দীনতা।

৫৬৪ চিরদিন তোমার দ্বারে ভিখারী হইয়ে প'ড়ে রহিব।
তুমি জীবন-সর্ব্বস্ব ধন, বল তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব!
শুনেছি সাধুর মুখে, দীনাত্মা হ'য়ে যে ডাকে, সে যে পায় তোমাকে
অনুরাগী কাঙ্গালী না হ'লে আমি কেমনে তোমায় পাব!
ত্যজে আত্ম-অভিমান যদি হই তৃণ সমান, পাব পরিত্রাণ ;
(তবে) তোমায় না দিলে প্রাণ, আমি চিরবৈরাগী হইব।
[বাউলের সুর, একতালা]

৫৬৫ স্থান দিও করুণায় তব চরণতলে,
না পারি মার্জিতে দাগ নিজ ধরম-বলে।
দৃঢ় পণ ক'রে "পাপ করিব না আর
করিব না" ব'লে পাপ করেছি আবার।
তোমারে তবু না ডাকি ; আপন গরবে থাকি
ব্যর্থ পুরুষকার করমফলে !
নিজ বলে পণ করা বিফল কেবলি,
তব বলে বলী হ'লে, তবে হই বলী।
আমি ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখে, ফিরেছি তোমারি দিকে
(মোরে) কাঁদাইয়া ধু'য়ে লহ নয়নজলে।
[মিশ্র-ইমন, কাওয়ালি]

৩৬৬ দীননাথের চাইতে হবে ; এ কাঙ্গালের দিন কি এম্নি যাবে।
যদি পাষাণে বীজ না হ'ল অঙ্কুর,
তবে জগজ্জনে বল্‌বে কেন কাঙ্গালের ঠাকুর ;
যদি ব্রহ্মডাঙ্গায় না দাঁড়াল জল,
তবে নাম দয়াময় বল্‌বে কে হে ভকত-বৎসল !
আমায় মনে হ'লে পাষাণ গলে, (তদ্রূপ) মনাদি ইন্দ্রিয় সবে।

[বাউলের সুর, একতালা]

৩৬৭ গরব মম হরেছ প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ !
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ !
তোমারে আমি পেয়েছি বলি, মনে মনে যে মনেরে ছলি,
ধরা পড়িনু সংসারেতে করিতে তব কাজ,
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ !
জানি নে নাথ আমার ঘরে, ঠাঁই কোথা যে তোমারি তরে,
নিজেরে তব চরণ 'পরে সঁপিনি, রাজ-রাজ !
তোমারে চেয়ে দিবসযামী আমারি পানে তাকাই আমি,
তোমারে চোখে দেখি নে স্বামী তব মহিমা-মাঝ,
কেমনে মুখ সমুখে তব, তুলিব আমি আজ !

[দেশ মল্লার, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৯৭]

৫৬৮ নামাও নামাও আমায় তোমার চরণ-তলে,
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন নয়ন-জলে।
একা আমি অহঙ্কারের উচ্চ অচলে ;
পাষাণ-আসন ধূলায় লুটাও, ভাঙ' সবলে।
কি ল'য়ে বা গর্ব্ব করি ব্যর্থ জীবনে !
ভরা গৃহে শূন্য আমি তোমা বিহনে।
দিনের কর্ম্ম ডুবেছে মোর আপন অতলে,
সন্ধ্যাবেলার পূজা যেন যায় না বিফলে।

মাঘ ১৩১৬ বাং (১৯১০)

৫৬৯ রক্ষা কর হে !

আমার কর্ম্ম হইতে আমায় রক্ষা কর হে !
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে ;
আপন চিন্তা গ্রাসিছে আমায়, রক্ষা কর হে !
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যা-জালে
ছলনা-ডোর হইতে মোরে রক্ষা কর হে !
অহঙ্কার হৃদয় দ্বার রয়েছে রোধিয়া হে ;
আপনা হ'তে আপনায় মোরে রক্ষা কর হে।

[আসোয়ারি, চৌতাল]

৫৭০ আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে !
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে !

নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।
আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ আমার জীবন-মাঝে ;
যাচি হে তোমার চরম শান্তি, পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়-পদ্মদলে !

[ইমনকল্যাণ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।২২]—১৩১০ বাং (১৯০৩)

৩৭৯ ঐ আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ ?
চিরজনম এমন ক'রে ভুলিও না ক।
অসম্মানে আন টেনে পায়ে তব,
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।
আমি তোমার যাত্রিদলের রব পিছে,
স্থান দিও হে আমায় তুমি সবার নীচে,
প্রসাদ লাগি কতই লোকে আসে ধেয়ে,
আমি কিছু চাইব না ত, রইব চেয়ে।
সবার শেষে যা বাকি রয়, তাহাই লব,
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।

[কীর্তনের সুর, ঠুংরি। গীতলিপি ১।৩৭]—১০ পৌষ ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৩৭২ ভয় হয় পাছে তব নামে আমি আমারে করি প্রচার হে।
মোহ-বশে পাছে ঘিরে আমায় তব নাম-গান-অহঙ্কার হে!
তোমার কাছে কিছু নাহি ত লুকানো, অন্তরের কথা তুমি সব জানে
আমি কত দীন, আমি কত হীন, কেহ নাহি জানে আর হে!
ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম, বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,
তাই আমার পাছে জাগে অভিমান, গ্রাসে আমায় আঁধার হে!
পাছে প্রতারণা করি আপনারে, তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখ মোহ হ'তে, রাখ তম হ'তে, রাখ রাখ বার বার হে!
[ভয়রোঁ, একতালা]

দেখা দাও, কাছে থাক।
[ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

---

৩৭৩ ভিখারী ডাকে দ্বারে হে, শোন দয়ার ঠাকুর!
তৃষিত আত্মা জুড়াতে চাহে, থেকো না থেকো না দূর।
পিয়াসু প্রাণে আসিয়ে সিঞ্চ অমিয় সুমধুর!
আঁখির আলো, প্রাণ তুমি, কৃপানিধান হে,
নিরাশ ক'রো না, আঁধারে রেখো না, মাগি এ কাতরে।
কোথা যাব আর, কে আছে আমার, কে দুঃখ নিবারে!
আশার কথা কে আর কহিবে, তুমি ডেকে লও ঘরে।
[ধুন, একতালা]

৫৭৪ তব দর্শন লাগি আঁখি জাগে, এস এস চিরবন্ধু হে।
কত দিবা কত রজনী তব তরে আঁখি ঝরে।
(আমার) কত যে বিরহ বেদনা, কত যে মরম-যাতনা,
আছি সব স'য়ে তোমারি লাগিয়ে, জান ত হৃদয়স্বামী হে।
কত যে প্রেমধারা ঢেলেছ, কত যে অশ্রুবারি মুছেছ,
তাই আশা ল'য়ে ব্যথিত হৃদয়ে পথপানে চেয়ে আছি হে।
[আলাইয়া-ধুন, কাওয়ালি]

৫৭৫ দরশন দাও হে হৃদয়-সখা, পূর্ণ কর হে আশ,
নয়নেরি আলো তুমি মম।
দেখিলে তোমারে হৃদয় জুড়ায় হে, প্রেমভরে ডাকি ঘন ঘন।
প্রাণমন দিনু সঁপিয়ে তব পদে, এস এস ও হে হৃদয়ের প্রিয়ধন,
কাঁদি হে দিবানিশি তোমার পিয়াসে, কর শান্তির বারি বরিষণ।
[কেদারা: সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১১৩]

৫৭৬ প্রেমদাতা, দেখা দেও হে, প্রাণ সদা তোমারে চায়।
দূরে যায় পাপ, দূরে যায় তাপ, দূরে যায় শোক;
ভাসে হৃদয় মন প্রেম-আনন্দে, প্রেমমুখ যদি হে ভায়!
অপার শান্তি হৃদয়ে বিরাজে, পূরে মনস্কাম,
[illegible]নি দয়া তব স্মরণে জাগে, মন তব চরণে ধায়।
[[illegible] ঠুংরি]

৫৭৭ দরশন দাও হে কাতরে !

দীন হীন আমি রোগে আতুর, শোকে আকুল, মলিন বিষাদে

[মিশ্র বেলাওল, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৬।৪১]

৫৭৮ দরশন দাও হে প্রভু, এই মিনতি।

তব-পদ-আশে হৃদয় সদাই আকুল অতি।

তুমি মম জীবন, প্রাণের প্রাণ, তোমা বিনা প্রভু নাহি কোন গ

[সুরট, তেওট]

৫৭৯ চাহি সদা তোমার সঙ্গে থাকি :

কেমন মোহ আসি ফিরায় সে মন !

কেমনে পাব আমি তোমায়! দেখা দেও এই ভব-তিমিরে

[মূলতান, একতালা]

---

৫৮০ হৃদয় কাঁদিছে আমার তোমার লাগিয়ে :

দেখা দিয়ে জুড়াবে কি তাপিত হিয়ে !

তুমি নাথ প্রেম-সাগর, সত্য শিব সুন্দর,

তাপিতে শীতল কর শান্তি-সুধা বরষিয়ে।

কি কব মনের কথা, জান ত মরম-ব্যথা,

কে আর করে মমতা, দুঃখীর মুখ চাহিয়ে ?

[খাম্বাজ, কাওয়ালি]

৩৮১ তোমারি, নাথ, তোমারি চিরদিন আমি হে।
সুখে দুঃখে পাপে, আমি তোমারি, নাথ, তোমারি হে।
দেখো দেব, দেখো দেখো, এ দাসের অন্তরে চিরদিন থেকো,
অন্তরে নিরখি তোমায় নিবারিব সব দুখ।
[ঝিঁঝিট, মধ্যমান]

৩৮২ প্রাণ মাঝে বিরাজ, প্রাণেশ আমার ! কৃপাময় জীবন-আধার।
তোমা হারা হ'য়ে দেব, এই ভাবে কতদিন,
রহিব আর জীবনেশ, সহে না যে আর !
তব রূপ-সাগরে নিমগন কর হে মোরে,
অনিমেষে নিরখিব স্বরূপ তোমার।
[ঝিঁঝিট, মধ্যমান]

৩৮৩ দেখা দাও প্রাণাধার !
তোমা বিনা প্রাণসখা বাঁচি না যে আর।
মোহাঁধার দূর ক'রে প্রকাশ' হৃদয়-পুরে,
দেখি হে পরাণ ভ'রে দেখি একবার।
কি ল'য়ে হইব সুখী, সকলি অসার দেখি,
তুমি মম সুখালয়, তুমি সারাৎসার।
তোমারে পাবার তরে, গৃহ-পরিবার ছেড়ে,
আসিয়াছি তব দ্বারে, কি বলিব আর !
[বারোঁয়া, ঠুংরি]

৩৮৪ কে জুড়াবে এ প্রাণ আমার, তোমা বিনে পতিত-পাবন !
নিরাশের আশা তুমি, দুর্ব্বলের বল তুমি,
তাইতে ডাকি তোমায় প্রভু, কৃপা কর দীনশরণ !
নাহি ধন মানে তৃষা, নাহি অসার সুখের আঁশা,
কেবল তোমায় পাবার আশা, পূরাও আশা দিয়ে চরণ।
[বাগেশ্রী, আড়া]

৩৮৫ একবার পাই যদি দেখিতে,
তাঁরে নয়নে নয়নে রাখিব, থাকিব একমনে একচিতে।
শীতল চরণ করব ধারণ জীবন জুড়াইতে ;
পেলে গাঁথিয়ে রাখিব রতন হৃদয়ের সহিতে।
প্রয়োজন যায়, তাই দিয়ে যায়, নাহি তায় চাহিতে ;
দিতে কখন আসে, কখন যায় গো, না পারি জানিতে।
কর-চিহ্ন চরণ-চিহ্ন পাই যে নিরখিতে,
(আমার) তাই দে'খে প্রাণ সদাই ব্যাকুল, না পারি ভুলিতে।
কাতর প্রাণে ডাকি যখন কাঁদিতে কাঁদিতে,
সাড়া পাই যেন কার, ও গো আমার অন্তর-নিভৃতে !
না দে'খে যে রইতে নারি, না পারি সহিতে ;
ও গো আমাতে কি আমি আছি, মজেছি প্রীতিতে !
দেখা দাও জীবনের জীবন, জীবন থাকিতে ;
আমার হৃদয়-মাঝে বিরাজ কর দিবা-রজনীতে।
[ভৈরবী, একতালা]

৩৮৬ নাথ, দাও দেখা কাতরে; পাপী বাঁচে না তোমায় না হেরে।
ওহে অন্তর্যামী, সকল জান তুমি, বলিব কি আর তোমারে!
তোমা বিহনেতে এ পাপ জীবন, কেমনে নাথ করিব ধারণ,
কিছু নাই আমার অন্য অবলম্বন তোমা ভিন্ন এ সংসারে।

পিতা, তোমার অদর্শনে করি হাহাকার,
দুঃখানলে প্রাণ জলে অনিবার,
কে করিবে আর অধমে উদ্ধার এ মোহ পাপ বিকারে!
মরি মরি নাথ, তোমায় না দেখিয়ে, থাকিতে পারিনে শূন্য হৃদয়ে,
দীন হীন ব'লে প্রসন্ন হইয়ে, চাহ কাঙ্গালের দিকে ফিরে।

ওহে একে আমি নাথ, দুর্ব্বল-প্রকৃতি,
কুপ্রবৃত্তি তাহে প্রতিকূল অতি,
না দেয় যাইতে তোমার নিকটে, রাখে আকর্ষণ ক'রে।
এই দেখ নাথ হৃদয়-বাসনা, আর আমি কিছু বলিতে পারি না,
ঘুচাও এ যন্ত্রণা, পূরাও কামনা, প্রকাশিত হও অন্তরে।

পিতা, তোমায় দেখ্‌ব ব'লে ভ্রমি নানা স্থানে,
কখনো একাকী কভু সাধু সনে,
পর্ব্বত-কন্দরে, নিবিড় কান্তারে, কভু বা দেব-মন্দিরে;
কখনো প্রান্তরে করি অন্বেষণ, পথে পথে বেড়াই করিয়া ক্রন্দন,
কবে কোথা তোমার পাব দরশন, বল নাথ কৃপা ক'রে!

[দেশমল্লার, একতালা]

৩৮৭ হে প্রভু পরমেশ্বর, তব করুণা

মন্দমতি আমি গাহিব বাসনা ; কি গাব হে কি জানাব !

তুমি ভূমা অগম্য, দীন আমি যে অধম মলিন।

জনক জননী তুমি সবাকার, সাহস ধরি তাই এসেছি দুয়ার,

তব ভক্তজনে প্রভু দাও দরশন।

মম সুকৃতি দুষ্কৃতি সব জান, ভ্রমি দূরে দূরে তব গৃহে আন ;

ল'য়ে যাও, জননী, মৃত্যু হ'তে অমৃতে।

বল হে তোমারে আমি কেমনে পাব ? কার দ্বারে যাব ?

তুমি না লহ যদি, নাহি অন্য গতি, ডাকি দীনদয়াল !

তব ভক্তজনে প্রভু দাও দরশন।

[টোড়ি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৭৬]

৩৮৮ বড় আশা ক'রে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,

ফিরায়ো না জননী !

দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো !

আর আমি যে কিছু চাহি নে, চরণ-তলে ব'সে থাকিব,

আর আমি যে কিছু চাহি নে, জননী ব'লে শুধু ডাকিব।

তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা, কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব

ঐ যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজনী।

[কর্ণাটী ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

৩৮৯ ডেকে এনেছ তাই যে এসেছি, প্রভু হে, তোমার দ্বারে।
আশা দিয়েছ, তাই ব'সে আছি চরণ পাবার তরে।
অসার নিদ্রিত ছিল প্রাণ মোর, কিছুতে ভাঙেনি ঘুমের ঘোর ;
তুমি যে ছুঁয়েছ, তাই সে জেগেছে, চেয়ে আছে তোমায় দেখিবারে।
জীবনের পথ আঁধারেতে ঘেরা, বিপথে ঘুরেছি হ'য়ে দিশাহারা,
সত্যের আলোক ধ'রেছ নয়নে, তাই সে তোমায় খোঁজে চারিধারে।
অধমে করিলে যদি দয়া এত, তবে কেন নাহি হও প্রকাশিত,
দুবাহুরে যদি ডুবাও ভাল ক'রে, জনমের মত তব প্রেম-নীরে।
[গৌড় সারঙ্গ, একতালা]

৩৯০ তুমি জ্যোতির জ্যোতি দেখা দেও হে!
রবি শশী তারা শোভে না আমার কাছে, যদি হারাই তোমারে
কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে ?
কি হবে সে জ্ঞানে, যাতে তোমারে না পাই ?
[ললিত, সওয়ারি]

৩৯১ থেকো না থেকো না দূরে, নাথ!
সম্পদ কালে, ঘোর বিপাকে, পাপ-বিকারে, চিরদিন আমি তোমারি।
ধন মান চাহি না তোমা হ'তে, দেও এই অধিকার,
নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি।
[দেশ, তেওট। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৪।৯২]

৩৯২ তুমি নাহি দিলে দেখা, কেহ কি দেখিতে পায় ?
তুমি না ডাকিলে কাছে, সহজে কি চিত ধায় ?
তুমি পূর্ণ পরাৎপর, তুমি অগম্য অপার,
ও হে নাথ, সাধ্য কার, ধ্যানেতে ধরে তোমায় ?
মনেরে বুঝাই এত, তুমি বাক্য-মনাতীত,
তবু সদা ব্যাকুলিত, তোমারে দেখিতে চায়।
দিয়ে দীনে দরশন, কর হে কীর্ত্তি স্থাপন,
ও হে লজ্জা-নিবারণ, শীতল কর হৃদয়।

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

৩৯৩ নিকটে নিকটে থাক, হে নাথ তারণ,
পতিত-পাবন, অধম-উদ্ধারণ !
তুমিই মম জ্ঞান, তুমিই মম ধ্যান, তুমি মম সাধন।

[জয়জয়ন্তী কোকব, ঝাঁপতাল]

৩৯৪ এস হে হৃদয়-মাঝে হৃদয়-বিহারী হরি !
হৃদয়ে দেখিয়া তোমায় সকল দুখ পাসরি।
আমার অপরাধ কত শত, সকলি তুমি জান ত,
তোমায় ভুলে অবিরত বৃথা কাজে ঘুরে মরি।
আমার আঁধার এ হিয়া-বন, আলো কর হে দয়া-ঘন,
সে আলোকে প্রেমানন পরাণ ভরিয়া হেরি।

[কীর্ত্তনভাঙ্গা, ঝাঁপতাল। সুর, "এ কি করুণা তোমার"]

৩৯৫ হৃদয়-নন্দন-বনে, নিভৃত এ নিকেতনে,
এস হে আনন্দময়, এস চির-সুন্দর!
দেখাও তব প্রেমমুখ, পাসরি সর্ব্ব দুখ,
বিরহ-কাতর তপ্ত চিত্ত-মাঝে বিহর'।
শুভদিন শুভ রজনী আন এ জীবনে,
ব্যর্থ এ নর-জনম সফল কর প্রিয়তম;
মধুর চিরসঙ্গীতে ধ্বনিত কর অন্তর,
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশা সুধা-নির্ঝর।

[ললিতা-গৌরী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৫১]

৩৯৬ ও হে দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, তুমি প্রাণেশ্বর হৃদয়নাথ,
হৃদয়ে দেখা দেও হে!
আঁধার হৃদয় আলো কর, মোচন কর পাপভার,
নিত্য নিয়ত হৃদে বিহার', দীনে শরণ দেও হে!
যবে পাই তোমা ধনে, সকলি নিরখি সুধাময়, জ্যোতির্ম্ময় শোভাময়,
পাইলে তোমারে মৃত শরীর প্রাণ পায়,
কোটি কোটি স্বরগ প্রকাশ পায়, দুখ তাপ না রহে।

[বেহাগ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৮৩]

৩৯৭ ব্যাকুল হ'য়ে তব আশে, প্রভু, এসেছি তব দ্বারে।
দেখা দাও মোরে, নাথ, হৃদি-মাঝে, সকল দুখ তাপ যাবে দূরে।

[খাম্বাজ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৬৫]

৫৯৮ দীন হীন ভকতে, নাথ, কর দয়া,

অনাথনাথ তুমি, হৃদয়রাজ, বিরাজ' নিশিদিন হৃদিমাঝে

তব সহবাস-আশে, আনন্দে হৃদয় ভাসে,

তোমা বিনা নিশিদিন মন নাথ নাথ ধ্যায়ে।

[কাফি, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৭৭]

৫৯৯ দেখা দেও হে, রাখিব হে অতি যতনে হৃদি-মাঝারে।

তুমি মম জীবন, তুমি মম ভূষণ,

তুমি নয়নাঞ্জন, বিতর' কৃপা পরমেশ!

সম্পদ বিপদে সঙ্গের সঙ্গী, ভবার্ণবে কাণ্ডারী এক তুমি হে;

জগজন তাই হে ডাকে হরি হরি, জ্যোতির জ্যোতি প্রাণের প্রাণ,

তোমা বিহনে নাহি ত্রাণ হে।

[মিশ্র, কেরূতা]

৬০০ আমার এই বাসনা কর হে পূরণ,

ও হে অনাথ-নাথ অধমতারণ!

যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমারে দেখি,

হৃদয়-মন্দিরে সদা দাও দরশন।

না চাহি বিষয়-সুখ, চাহি তব প্রেম-মুখ,

তা হ'লে যাইবে দুখ, আনন্দে হব মগন।

[সিন্ধু, মধ্যমান]

৬৩১ তোমার দেখা পাব ব'লে এসেছি যে সখা!
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,
তব গোপন বিজন গৃহে ল'য়ে যাও।
দেহ গো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর কর হে, মোচন কর তিমির;
জগত-আড়ালে থেকো না বিরলে,
লুকায়ো না আপনারি মহিমা-মাঝে,
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও।
[গৌড়মল্লার, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৭৮]

৬৩২ ভব-কোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে এসেছি হে,
জুড়াব হিয়া তোমায় দেখি, সুধারসে মগন হব হে।
[চন্দ্রবাটী-টোড়ি, তিনতেতালা]

৬৩৩ কবে তব দরশনে, হে প্রেমময় হরি,
উথলিবে হৃদি-মাঝে চিদানন্দ লহরী!
অঙ্গ হবে রোমাঞ্চিত, প্রাণ মন পুলকিত, (ভাবরসে বিহ্বল হ'য়ে)
নয়নে বহিবে বারি (রূপ মাধুরী হেরি)।
তোমার প্রেম-মূরতি, নিরমল মুখ-জ্যোতি, নিরখিব প্রাণ ভরি,
(ভাবে প্রেমে মগ্ন হ'য়ে) ; সব সাধ মিটাইব স্পর্শ আলিঙ্গন করি।
[কীর্তন (আলাইয়া-জয়জয়ন্তী), ঝাঁপতাল]

৬৩৪ দাও মা আনন্দময়ী দরশন।
তব প্রেমানন, ভকত-রঞ্জন, যার প্রভাবে সঞ্চারে জীবন।
নব নব রূপ ধরি, প্রাণ মন লও হরি,
কথনো একাকী, কভু সাধুগণে সঙ্গে করি ;
বিচিত্র রূপ হেরি, জুড়াইব তৃষিত নয়ন।
অনন্ত গুণধারিণী, মা অনন্তরূপিণী ;
নিরখি তোমারে বিশ্ব চরাচরে, সাধুর অন্তরে, হৃদয় ভিতরে,
আনন্দে হইব মগন।
[দেশ-বাহার, কাওয়ালি]

৬৩৫ এস মা, এস মা হৃদি-মাঝারে !
সব দুঃখ ভুলে যাব দেখিয়ে তোমারে।
হৃদি-মাঝে বসাইব, অনিমেষে নিরখিব,
অনুক্ষণ ডুবে রব তব প্রেম-সাগরে।
[ভৈরবী, মধ্যমান]

৬৩৬ প্রকাশ' প্রকাশ' ও হে হৃদয়েশ, হৃদয়ে পেতেছি আসন।
তোমার জ্যোতিতে দেখিব সকল, তোমার প্রকাশে পাব নব বল,
জীবন হইবে সফল।
পরম সুন্দর তুমি মনোহর, তোমার প্রকাশে সকলি সুন্দর,
অন্তরে বাহিরে নিরখি তোমারে, এস হে এস হে ও প্রাণরমণ !
[মিশ্র রামকেলি, কাওয়ালি]

৬৩৭ আমার প্রাণমাঝে এস প্রাণধন,

তোমায় দেখিব প্রেম-নয়নে, রাখিব ক'রে যতন।

যখন তোমায় প্রাণে রাখি, সকলই সুন্দর দেখি ;

দেখি, সুন্দর প্রকৃতি-মুখ, সুন্দর চন্দ্র তপন।

আর এত সুখ কোথা আছে, যেমন তোমার কাছে ?

এমন সৌন্দর্য্য কোথা, তোমাতে যেমন ?

সব সৌন্দর্য্যের খনি, অমূল্য রতনমণি,

তুমি প্রেমাধার প্রিয়তম, আপন হ'তে আপন।

যখন তোমারে হারাই, আঁধারেতে ডুবে যাই,

সেই তো নরক-যাতনা, সেই তো মরণ।

প্রাণ আলো ক'রে থাক, আর দূরে যেও না ক,

অন্তরে বাহিরে সদা, দেখি তব প্রেমানন।

(চারিদিকে প্রকাশিত দেখি তব প্রেমানন)।

[[illegible]]

৬৩৮ এস হে এস, বরেণ্য, সুমহান্, সহস্র-সূর্য্য-বিভাস,

কর হৃদয়-গগনে শুভ দিন বিকাশ, এস হে এস !

কর পুণ্য-কিরণে বরণে বরণে ফুটাও প্রেমপুষ্প-রাশ, এস হে এস !

[illegible] ললিত তানে প্রভাত-গানে মোহনিদ্রা কর বিনাশ, এস হে এস !

[illegible] মাধুরী ভরিয়া রাখ হে এ হিয়া, পূরাও হে চিরজীবন-আশ,

এস হে এস।

[শতগান, ২১১]

৬০৯ তুমি এস হে,

মম বিজন চির-গোপন দুঃখ-বিতান হৃদি-আসনে !

তুমি এস হে, তুমি এস হে।

জাগে চেতনা, শত বেদনা, মৃত জীবনে তব পরশে।

লভি শকতি, প্রেম ভকতি, তব আরতি করি জীবনে।

আমি তৃষিত, আছি ক্ষুধিত, যাচি অমৃত তব সকাশে।

যত সাধনা, ব্রত কামনা, সব সফল তব সাধনে।

[ঝিঁঝিট-মিশ্র, একতালা]

৬১০ তোমায় যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে !

প্রেম-কুসুমের মধু সৌরভে, নাথ, তোমারে ভুলাব হে।

তোমার প্রেমে সখা সাজিব সুন্দর,

হৃদয়-হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে।

আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর ?

মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে।

[দেশ-খাম্বাজ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২২৬]

৬১১ অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চল্‌বে না।

এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে ব'স, কেউ জান্‌বে না, কেউ বল্‌বে না।

বিশ্বে তোমার লুকোচুরি, দেশ বিদেশে কতই ঘুরি,

এবার বল' আমার মনের কোণে দেবে ধরা, ছল্‌বে না।

জানি আমার কঠিন হৃদয়, চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,
সখা, তোমার হাওয়া লাগ্‌লে হিয়ায় তবু কি প্রাণ গল্‌বে না ?
না হয় আমার নাই সাধনা ! ঝর্‌লে তোমার কৃপার কণা,
তখন নিমেষে কি ফুট্‌বে না ফুল, চকিতে ফল ফল্‌বে না ?
[গীতলিপি ৩।৮]—১১ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

---

৬১২ কোথা হ'তে বাজে প্রেম-বেদনা রে !
ধীরে ধীরে বুঝি অন্ধকার-ঘন হৃদয়-অঙ্গনে আসে সখা মম !
সকল দৈন্য তব দূর কর, ও রে জাগ সুখে ও রে প্রাণ !
সকল প্রদীপ তব জাল রে জাল রে,
ডাক আকুল স্বরে, "এস হে প্রিয়তম !"
[খট্‌. কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২৫]

---

৬১৩ নীরবে আছ কেন বাহির দুয়ারে ?
আঁধার লাগে চোখে, দেখি না তুহারে !
সময় হ'লে জানি নিকটে লবে টানি,
আমার তরীখানি ভাসাবে জুয়ারে।
সফল হোক্ প্রাণ এ শুভ লগনে,
সকল তারা তাই গাহুক গগনে,
কর গো সচকিত আলোকে পুলকিত
স্বপন-নিমীলিত হৃদয়-গুহারে।
মাঘ ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)

---

৬১৪ মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে,

একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে,

প্রিয়তম হে, জাগ জাগ জাগ !

রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি ;

আর কত কাল এমনে কাটিবে, স্বামী ?

রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে,

আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে।

জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি,

নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী।

মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,

মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে ।

হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,

তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে ।।

৮ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

দর্শনে আনন্দ ও তৃপ্তি ।

[তৃতীয় অধ্যায়, "বিশ্ব, সুন্দর ও আনন্দময়," "তুমি এসেছ"— দ্রষ্টব্য]

---

৬১৫ প্রেমসিন্ধু উথলে দেখে তোমায়, আনন্দ না ধরে হৃদয়ে ।

এ রূপ হেরিয়ে ভুলিতে কে পারে,

নয়ন না ফেরে আর কোথায় ; আনন্দ না ধরে হৃদয়ে ।

[বেহাগ, কাওয়ালি]

৬১৬ সব দুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি !

এ কি অপার করুণা তব ! প্রাণ হইল শীতল বিমল সুধায়।

সব দেখি শূন্যময়, না যদি তোমারে পাই,

চন্দ্র সূর্য্য তারক জ্যোতি হারায়।

প্রাণসখা, তোমা সম আর কেহ নাহি,

প্রেম-সিন্ধু উথলয় স্মরিলে তোমায় ;

থাক সঙ্গে অহরহ, জীবন কর সনাথ,

রাখ প্রভু জীবনে মরণে পদছায়।

[ভৈরব, সুরফাক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৬৭]

৬১৭ এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ !

আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ, প্রেম-উৎস উথলিল আজি !

বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী, কি ধন তোমারে দিব উপহার ?

হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব !

যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ।

[ইমন-ভূপালী, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।২০]

৬১৮ হৃদয়-বাসনা পূর্ণ হ'ল, আজি মম পূর্ণ হ'ল !

শুন সবে জগতজনে।

কি হেরিনু শোভা ! নিখিলভুবন-নাথ চিত্তমাঝে বসি স্থির আসনে।

[ঝিঁঝিট, মধ্যমান]

৬১৯ ওহে সুনির্ম্মল সুন্দর উজ্জ্বল, শুভ্র আলোকে কে তুমি বিরাজ'
দরশ মাগিয়ে রয়েছি জাগিয়ে, তোমারি লাগিয়ে হে হৃদয়রাজ !
নিবিড় আঁধারে একা ব'সে আমি তব নাম হৃদে জপেছিনু স্বামী ;
নীরব সে বাণী কেমনে না জানি, তোমারি আনন্দ পরশিল আজ ।
জানিনু, হৃদয়ে থাকিয়া গোপনে, শুনেছিলে মম মরম-বেদনে ;
আঁধার জীবনে ভাসায়ে কিরণে, উদিলে হে আসি এ হৃদয়-মাঝ !
[টোড়ি-ভৈরবী, ঝাঁপতাল]

---

৬২০ আজ কেন চারিদিক হেরি মধুময় !
হেরি অপরূপ মাধুরী সুনীল গগনে, হৃদয়ে অযুত চন্দ্রোদয় !
চন্দ্র বরষে আজ অমৃত কিরণ, ধীরে ধীরে কতই সুধা বহে সমীরণ,
প্রভুর শুভ আগমনে হৃদয়-কাননে ফুটেছে প্রীতির কুসুমচয় ।
[বিভাস, আড়া]

৬২১ প্রাণাকাশে উদয় হ'লে হে আমার !
দূরে গেল মোহ-আঁধার, আলো হ'ল চারিধার ।
কি শোভা নিরখি হে ! তব রূপে মধুময় সকল সংসার !
যে দিকে ফিরাই আঁখি, হেরি সুখ-পারাবার ।
হে প্রেমময় দেব, যোগিজন-মনোহর, শোভার আধার,
ভকতি-চন্দনে আজি পূজি চরণ তোমার ।
[সুর, খাট্টু]

৬২২ আজ আনন্দে প্রেম-চন্দ্রে নেহারো হৃদি-গগন-মাঝে,
কর জীবন সফল !
কর পান হৃদয় ভরি, পড়িছে ঝরি অমিয়া,
নূতন প্রাণে পাইবে নূতন বল !
সেই সুধা লাগি, কত ঋষি যোগী,
বিষয়ে বিরাগী, রহে যোগাসনে অটল !
এ রস পাইলে স্বাদ, না থাকে অপর সাধ,
দূর হয় রে বিষাদ, উথলে প্রেম নিরমল !
[মিশ্র সোহাগ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮২]

৬২৩ কেমনে কহিব, কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে!
অপরূপ অরূপ নাহি যে তুলনা, কি বলিব !
কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে !
দুর্লভ দরশন লাভ হ'ল জীবনে, ধন্য রে তাঁর করুণা, ধন্য রে !
কি সুখে হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।
[সাহানা, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৯৯]

৬২৪ এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে! আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে!
বিকশিত প্রীতিকুসুম হে, পুলকিত চিত-কাননে !
জীবন-লতা অবনতা তব চরণে।
হরষ-গীত উচ্ছ্বসিত হে, কিরণ মগন গগনে !
[পূর্ণ ষড়্‌জ, একতালা]

৬২৫ হায় রে, আমি কি হেরিলাম হৃদি-সরসী-মাঝে,
কি অপরূপ সাজে !
বলিতে নাহিক পারি, বলা নাহি যায় ।
প্রাণ চমকে সে রূপ হেরি, আহা মরি মরি কি রূপ-মাধুরী,
প্রেমে অবশ হয় অঙ্গ, উথলে হৃদয় হায় !
রবি শশী তারা, শোভে না রে তারা,
সে রূপরাশি হৃদয়-আকাশে প্রকাশে যখন দেখি ;
বহে ভক্তি-সমীরণ, হ'লে সে রূপ দর্শন,
উচ্ছ্বাস উঠয়ে দেখি গভীর প্রেম-সাগরে ।

[মল্লার, একতালা]

৬২৬ ধন্য তুমি হে পরম দেব, ধন্য তোমারি করুণা প্রেম,
পূরিল আনন্দে বিশ্ব, হৃদয় জুড়াইল !
যে দিকে আজি ফিরাই আঁখি, প্রেমরূপ নিরখি তোমারি,
পূর্ণ হইল সকল কাম, মন আনন্দে ভাসিল ।
ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ মহান্, জগপতি জগত-নিধান,
জয় জয় জগপতি জগত-নিধান হে, অন্তরে চির বিরাজ' ।
নয়নে নয়নে রহিও নাথ, ভুলি সব দুখ তোমার সাথ
হৃদয়ে থাকিয়ে হৃদয়-নাথ, হৃদয় কর শীতল ।

[পরজ বসন্ত, চৌতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১০৭]

৬২৭ তব প্রেম-সুধা-রসে মেতেছি ; ডুবেছে, মন ডুবেছে !
কোথা কে আছে নাহি জানি, তোমার মাধুরী-পানে মেতেছি,
ডুবেছে, মন ডুবেছে।

[পরজ. কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯৯]

৬২৮ এ কি করুণা, করুণাময় !
হৃদয়-শতদল উঠিল ফুটি বিমল কিরণে তব পদতলে !
অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে,
লোকে লোকে লোকান্তরে, আঁধারে আলোকে ;
সুখে দুখে হেরিনু হে, স্নেহ-প্রেমে, জগতময় চিত্তময়।

[বাহার. আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮৩]

৬২৯ আজি হেরি সংসার অমৃতময়।
মৃদু পবন, বিমল কিরণ, ফুল্ল বন, মধুর বিহগ-কল-ধ্বনি !
কোথা হ'তে বহিল সহসা প্রাণভরা প্রেম-হিল্লোল,
আহা, হৃদয়-কুসুম উঠিল ফুটি পুলক ভরে !
অতি আশ্চর্য দেখ সবে, দীন হীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে,
অসীম জগত-স্বামী বিরাজে সুন্দর শোভন।
ধন্য এই মানব-জীবন, ধন্য বিশ্ব জগত,
ধন্য তাঁর প্রেম, তিনি ধন্য ধন্য !

[বেলাবলী. চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১১]

৬৩০ মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে, সুগন্ধ ভাসে আনন্দ রাতে।
খুলে দাও দুয়ার সব, সবারে ডাক ডাক,
নাহি রেখো কোথাও কোন বাধা,
অহো ! আজি সঙ্গীতে মন প্রাণ মাতে !
[বাহার, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।২৪]

৬৩১ অন্তরের ধন, প্রাণরঞ্জন, স্বামী !
এসেছি হেথা আজি তোমারি আশে।
প্রেম-চন্দ্র ! তোমা হেরি দুখ-ঘন দূরে যায়,
বিমল জোছনা ভায়, আনন্দ বিকাশে।
সুন্দর মূরতি হেরিয়ে বিস্মিত মোহিত আমি ;
সঙ্গীত শুনি অন্তরে, সুধাময় তব বাণী।
[মাদ্রাজী ভজন]

৬৩২ নয়ান ভাসিল জলে !
শূন্য হিয়া-তলে ঘনাইল নিবিড় সজল ঘন প্রসাদ-পবনে,
জাগিল রজনী হরষে হরষে রে।
তাপহরণ তৃষিত-শরণ জয় ! তাঁর দয়া গাও রে।
জাগো রে আনন্দে চিত-চাতক, জাগো !
মৃদু মৃদু মধু মধু প্রেম বরষে বরষে রে !
[শ্যাম, একতালা। গীতলিপি ১৮ ; কেতকী ৬৩]

৬৩৩ দশ দিশি কি বা আজি মধুময়, হৃদয়-নাথেরে হৃদয়ে হেরিয়া!
স্থবিমল পরশে হরষে মাতি, প্রাণ-বিহঙ্গ ওঠে রে গাহি,
মন-অলি পিয়ে অমিয়া, প্রেম-উৎস ছুটিল উচ্ছ্বাসিয়া।
[সাহানা. কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮৭]

৬৩৪ চির মধুময় বহিছে মলয় তোমার পরশ নিতি।
তোমার রাগিণী ধ্বনিছে নিয়ত, বিহগ-কণ্ঠ-গীতি।
তব আবাহন বাজে বিমোহন নির্ঝর-কলতানে;
কুসুমে মুকুলে পল্লব-দোলে তব স্নেহ বহে প্রাণে!
তোমারি করুণা প্রেম সুমধুর, বিশ্ব-পরাণ করি ভরপূর,
দূর করে দ্বিধা ভীতি;
আমার সকল সাধনে জাগিছে তোমার বিশ্ব-প্লাবিনী প্রীতি।
[মোহিনী-বসন্ত. একতালা]

৬৩৫ আনন্দে আকুল সবে দেখি তোমারে।
পূরিল হৃদয় প্রীতি বিমল-কুসুম-সুবাসে;
তব প্রসাদ সব দুঃখ তাপ নিবারে।
সকল-কলুষ-ভঞ্জন, জগ-জন-চিত্ত-রঞ্জন,
তোমারি প্রেম মধুময় জীবন সঞ্চারে।
[বসন্ত. সুরফাঁকতা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৮১]

৬৩৬ তোমাতে যখন মজে আমার মন, তখনি ভুবন হয় সুধাময়।
জীবে হয় কত স্নেহ সমাগত, দূরে যায় যত দুঃখ আর ভয়!
দেখি, দিবাকরে সুধাকরে সুধা ক্ষরে, সুধাময় হ'য়ে পবন সঞ্চরে,
সরিৎ বহে সুধা, মেঘে সুধা ঝরে, চরাচরে সুধামাখা সমুদয়।
আমি তোমা ছাড়া হ'য়ে থাকি যে সময়ে, কিছুতে আনন্দ পাইনা হৃদয়ে,
সময় সংবরি যে যাতনা স'য়ে, জান অন্তর্যামী অন্তরের বিষয়।
তুমি অনাথের নাথ, দরিদ্রের ধন, বিপদের কাণ্ডারী পতিতপাবন,
মোহান্ধকারের তুমি সে তপন, পূর্ণানন্দ তুমি মঙ্গলের আলয়।
করি এই ভিক্ষা নাথ, যেন সর্ব্বক্ষণ থাকে আমার মন তোমাতে মগন,
ধন মান সুখে নাহি প্রয়োজন, তোমা-ধনে ল'য়ে জুড়াব হৃদয়।
[বিভাস, একতালা]

৬৩৭ জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবস-রাত,
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে স্মরিব জীবন-নাথ!
যেদিন তোমার জগত নিরখি হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি,
সেদিন আমার নয়নে হয়েছে তোমারি নয়ন-পাত।
বারে বারে তুমি আপনার হাতে স্বাদে সৌরভে গানে,
বাহির হইতে পরশ করেছ অন্তর মাঝখানে;
পিতা মাতা ভ্রাতা সব পরিবার, মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে প্রবেশি হৃদয়ে তুমি আছ মোর সাথ।
[নায়কী কানাড়া, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৮৫]

৬৩৮ মধুর ধারা বহিছে অনন্ত ভুবনে।
হৃদয় পিপাসু সদা প্রেম-সুধা-রস পানে।
জীবন-বিন্দু মিলি ধায় প্রেম-সুধা-রস পানে,
উচ্ছ্বসিত বিমোহিত প্রেম-মূরতি ধ্যানে।
সে প্রেম-অনন্ত-যোগে বাঁধা রবি চন্দ্র তারা,
সে প্রেম-পরশে প্রাণ মোহিত আত্মহারা ;
হৃদয়ে ধরে না সে প্রেম, উছলি উঠে গগনে,
প্রীতি-কুসুম রূপে শোভে ব্রহ্ম-সদনে।
[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল]

৬৩৯ কত গুণের তুমি আমার প্রেমময় হরি !
কি চক্ষে দেখেছি তোমায়, ভুলিতে কি পারি ?
গভীর বেদনা পাই, তব মুখ পানে চাই,
হাতে যেন স্বর্গ পাই, দুখ পাসরি।
সজনে নির্জ্জনে থাকি, তোমারে লইয়া সুখী,
দুখের দুখী, সুখের সুখী, হৃদয় বিহারী।
কত ভালবাস তুমি, ভুলিতে কি পারি ?
ঐ ভাবনা ভেবে ভেবে গুমরে মরি ;
প্রকাশ করিতে নারি, চক্ষে বয় বারি।
তুমি নাথ প্রেমদাতা, প্রাণের সঙ্গে কও হে কথা ;
তোমায় ছেড়ে যাব কোথা ; চরণে ধরি !
[খাম্বাজ, পোস্ত]

৬৪০ হরি হে, এই কি তুমি সেই আমার হৃদয়-বিহারী !
যারে পাবার তরে, ঘুরে ঘুরে, ধরি ধরি আর ধর্‌তে নারি।
কে জানে এই আকুল প্রাণে, কে জানে এই দু নয়ানে,
কে জানে এই আঁখি-নীরে আছ, হে হরি !
তোমায় হৃদে ধ'রে, পরশ ক'রে, কৈ কৈ ব'লে কেঁদে মরি !
জানি কি এই মলিন পথে, জানি কি মোর সাথে সাথে,
জানি কি এই হাটে মাঠে আছ, হে হরি !
জানি কি রূপ-সাগরে অরূপ রতন আছ নানা রূপ ধরি ।
'আমি' 'আমি' ক'রে বেড়াই, তাই তোমারে দেখ্‌তে না পাই,
দিলে আমার 'আমি'র মোহ আজ সাঙ্গ করি !
আজ আমি তোমায় হ'লেম হারা, আর কি তোমায় হারাতে পারি !

[কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর]

৬৪১ কে তুমি দাঁড়ায়ে হৃদয়-কাননে ;
দেখেছি অনেক রূপ, এমন রূপ আর হেরি নে।
হও কি স্বর্গের পিতা, শান্তিদাতা পরিত্রাতা ?
তুমি যে আসিবে হেথা, তা ত আমি জানি নে !
দাঁড়াও পিতঃ, আসি পুন, ল'য়ে ভ্রাতা ভগ্নীগণ,
সবে মিলে প্রেমধন লুটাইব তব চরণে।

[টোড়ি ভৈরবী, মধ্যমান]

৬৪২ চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহা ভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি!
বিবিধ বিলাস রস প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাব তরঙ্গ,
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি।
(হরি হরি হরি ব'লে)
মহাযোগে সমুদয় একাকার হইল,
দেশ কাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল,
(আশা পূরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল)
এখন আনন্দে মাতিয়া, দু বাহু তুলিয়া, বল রে মন হরি হরি!
[(কীর্ত্তন) ঝিঁঝিট, খয়রা। সুর, "সাধ মনে হরি ধনে"]

---

৬৪৩ তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে,
এল এল এল গো! (ওগো পুরবাসী)
বুকের আঁচলখানি ধূলায় পেতে আঙিনাতে মেলো গো।
পথে সেচন কোরো গন্ধ-বারি, মলিন না হয় চরণ তাঁরি,
তোমার সুন্দর ঐ এল দ্বারে, এল এল এল গো!
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো!
তোমার সকল ধন যে ধন্য হ'ল হ'ল গো;
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার খোল গো।
হের, রাঙা হ'ল সকল গগন, চিত্ত হ'ল পুলক-মগন,
তোমার নিত্য-আলো এল দ্বারে, এল এল এল গো!
তোমার পরাণ-প্রদীপ তুলে ধ'রো, ঐ আলোতে জ্বেলো গো!

নীরব সান্নিধ্য।

৬৪৪ ভাবিতে ভাবিতে তোমারে নাথ ভুলিব ভব-ভাবনা।
দেখিতে দেখিতে ও-প্রেম-আনন, পাসরিব দুঃখ যাতনা।
প্রেমরাগে রূপ হইয়া রঞ্জিত, হৃদয়-ফলকে রহিবে অঙ্কিত,
নয়নে নয়নে রাখিব নিয়ত, পূর্ণ হবে মনস্কামনা।
রূপ-সুধা-রস করিয়া পান, আনন্দে মাতিয়া উঠিবে প্রাণ,
দু বাহু তুলিয়া তোমার জয় করিব সদা ঘোষণা ;
পরিহরি আত্মজ্ঞান অভিমান, নেহারিব তন্ময় বিশ্বধাম,
তব দরশনে অভয় বচনে পাইব চির সান্ত্বনা।
তোমার সৌরভে অনন্ত গৌরবে, ক্ষুদ্র প্রাণ মোর বিলীন হইবে,
দ্বৈতজ্ঞান ব্যবধান ঘুচে যাবে, কোন ভেদাভেদ রবে না।
[বিভাস, একতালা]

৬৪৫ প্রভু, তব চরণে এই প্রার্থনা জানাই,
সাগরে নদীর মত' আমি যেন মিশে যাই !
হ'য়ে হেন মাখামাখি, চরণে মিশা'য়ে থাকি,
তন্ময় চৈতন্য দেখি, দে'খে এ দুঃখ ঘুচাই।
প্রেম-সিন্ধু টেনে নাও, তরঙ্গে মিশায়ে দাও,
আমার আমিত্ব ঘুচাও, তোমার হ'য়ে প্রাণ জুড়াই !
[বিভাস; যৎ]

৬৪৬ তোমার আঁখিতে আঁখি মিলাইয়ে রহিব হে নিশিদিন।
দেখিতে দেখিতে আনন্দ সাগরে হইব বিলীন।
পশিবে মরমে ও প্রেম মাধুরী, সশরীরে প্রবেশিব স্বর্গপুরী,
আপনা পাসরি, হে দয়াল হরি, থাকিব তব অধীন।
মোহের বিকারে ঘিরে চারিধারে, রেখেছ আমারে ভবের মাঝারে,
অনন্ত পাথারে আঁধারে একাকী ঘুরিতেছি অনুদিন ;
প্রেম আঁখি তব তাহার ভিতর, চাহি আমা-পানে জ্বলে নিরন্তর,
যে আলোক ধরি লোক-লোকান্তর যায় অন্ধ দৃষ্টিহীন।
আঁখির ইঙ্গিতে গোপনে গোপনে, তব অভিপ্রায় বোঝে ভক্তগণে,
নয়নে নয়নে মিশিব কেমনে, হায় আমি অতি দীন!
[ভৈরবী বিভাস, একতালা]

৬৪৭ তুমি একটু কেবল বস্‌তে দিয়ো কাছে আমায় শুধু ক্ষণেক তরে!
আজি হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে, আমি সাঙ্গ কর্‌ব পরে॥
না চাহিলে তোমার মুখপানে, হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে ;
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত, ফিরি কূলহারা সাগরে।
বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসে এল আমার বাতায়নে,
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে, ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।
আজ্‌কে শুধু একান্তে আসীন, চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজ্‌কে জীবন-সমর্পণের গান গাব নীরব অবসরে।
[ভৈরবী, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৬।৩৮ ; গীতলেখা ১।১২]—২৯ চৈত্র ১৩১৮ বাং

৬৪৮ শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।
সারা পথের ক্লান্তি আমার, সারাদিনের তৃষা,
কেমন ক'রে মেটাব যে খুঁজে না পাই দিশা;
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়, সেই কথা বলিয়ো।
হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়,
ব'য়ে ব'য়ে বেড়ায় সে তার যা কিছু সঞ্চয়;
হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আন, দাও গো আমার হাতে,
ধ'র্‌ব তারে, ভ'র্‌ব তারে, রাখ্‌ব তারে সাথে;
এক্‌লা পথের চলা আমার ক'র্‌ব রমণীয়।

১৮ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

প্রেমভক্তি ভিক্ষা।

৬৪৯ যদি এক বিন্দু প্রেম পাই, (প্রেমসিন্ধু হে)
তবে কি তোমারে ছেড়ে আর কোথা যাই !
থাকি চিরদিন তোমার অধীন ধন মান সম্ভ্রম কিছু নাহি চাই।
সকলি সহিতে অসাধ্য সাধিতে পারি তব প্রসাদে, কিছু না ডরাই।
সংসার-বন্ধন করিয়ে ছেদন, আনন্দে নিশিদিন তব গুণ গাই।

[সিন্ধু খাম্বাজ, মধ্যমান]

৬৬০ কত দিনে হবে প্রেমের সঞ্চার !

(কবে) হব পূর্ণকাম, বল্‌ব হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, কবে যাব আমি প্রেম-নিকেতন,
সংসার-বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন-আঁধার !
কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তি-পথে অনিবার।
কবে যাবে অসার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার !
প্রেমে পাগল হ'য়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার।

[সুরট-মল্লার, একতালা]

৬৬১ প্রেমসুধা ঢেলে দাও প্রাণে ! (প্রেমময়)
সঞ্জীবিত মৃত প্রাণ যেই সুধাপানে !
তাপিত তৃষিত প্রাণ, নিরাশায় ম্রিয়মাণ,
তুমি মৃত-সঞ্জীবন, বাঁচাও সুধাদানে।
গভীর পাপ-বিকারে, নিরাশার আঁধারে,
কত জীবনের ভাতি হ'তেছিল নির্ব্বাণ ;
তুমি সে প্রাণ পরশিয়ে, প্রীতি-ফুল ফুটাইয়ে,
কুসুম-কানন-শোভা রচিলে শ্মশানে।

[জয়জয়ন্তী মিশ্র, ঝাঁপতাল]

৬৫২ প্রভো দীন-দয়াল, দীন জন যাচে,
বরিষ বরিষ নাথ, করুণা-নিধান, প্রেমামৃত-বারি !
দীনজন-সখা তুমি, দীন-কাণ্ডারী, বিতর দীনে প্রেম তোমারি।
নীরস-হৃদয় মোরা তব প্রেম বিনা, শান্তিহারা সবে দিবা বিভাবরী ;
তব প্রেম-সিন্ধু-নীরে মগন কর নাথ চিত্ত সবারি।
[আসোয়ারি, ঝাঁপতাল]

৬৫৩ নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও !
মাঝে কিছু রেখো না রেখো না ; থেকো না থেকো না দূরে !
নির্জ্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে নিত্য তোমারে হেরিব।
[সুহাকানাড়া, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৪৮]

৬৫৪ প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ আমার দিবস রাত।
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে,
চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণে তোমার করুণ নয়ন-পাত।
সুখ সম্পদে করি হে পান তব প্রসাদ-বারি,
দুখ সঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গল হাত।
জীবনে জাল অমর দীপ তব অনন্ত আশা,
মরণ অন্তে হউক তোমারি চরণে সুপ্রভাত।
লহ লহ মম সব আনন্দ, সকল প্রীতি গীতি,
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ।
[সিন্ধু, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১০৮]

৬৩৫ প্রেমদাতা, প্রেমসুধা বরষ গো প্রাণে ;
জীবন কৃতার্থ করি, তব গুণ-গানে।
দেও দেও প্রেম-আঁখি, প্রেমে প্রেম-লীলা দেখি,
হৃদয় সরস হোক প্রেমরস-পানে।
আকাশে বিহগ গায়, সিন্ধুজলে মীন ধায়,
অসীম প্রেম সাগরে খেলে গো পরাণ ;
যত ছুটি তত পাই, সে প্রেমে বিরাম নাই,
প্রেমে গতি, প্রেমে স্থিতি, কে তাহা বাখানে !
হৃদয় ধরিতে নারে, বর্ণিতে বচন হারে,
কে কবে পেয়েছে সীমা তাহার সন্ধানে !
আজ এই আকিঞ্চন, পেতেছি গো প্রেমাসন,
দেও দেখা, ব'সো সখা সেই প্রেমাসনে।

৬৩৬ কবে জুড়াবে জীবন, তব প্রেমসিন্ধু-নীরে করিয়ে অবগাহন !
সদা আনন্দ অন্তরে ব্রহ্মনাম গান ক'রে
জগদ্বাসীর দ্বারে দ্বারে করিব ভ্রমণ।
জীবন সর্ব্বস্ব দিয়ে, অনুগত দাস হ'য়ে,
মনের অনুরাগে পদ করিব সেবন।
হেরিব ভক্তি-নয়নে নিয়ত হৃদয়-ধামে,
শুনিব বিবেক-কর্ণে তোমার শ্রীমুখের বচন।
[খাম্বাজ, আড়া]

৬৫৭ ভুলায়ে রাখ হে প্রভু তব প্রেম-প্রলোভনে ;
দেখায়ে স্বর্গের শোভা এ পাপী দীন সন্তানে।
মোহিত হ'য়ে রহিব চাহিয়ে তোমার পানে,
আনন্দ-নীরে ভাসিব নামামৃত-রস-পানে।
নব নব ভাব বিকশিত কর হে হৃদি-কাননে,
গাঁথি প্রেমহার উপহার দিব ও-চরণে ;
চির সেবক হইয়ে থাকিব তোমার সনে,
কাটাব জীবন তোমার শ্রবণ মনন গানে।
অমৃত-সাগর তুমি সৌন্দর্য্যের সার নাথ,
প্রকাশ' প্রেমের জ্যোতি এ পাপ মলিন মনে ;
খুলে দাও প্রেমের স্রোত, মাতা'য়ে তোমার প্রেমে,
জ্বেলে দাও উৎসাহানল দুর্ব্বল মৃত জীবনে।

[কাফি, ঝাঁপতাল]—১১ মাঘ ১৭৯৪ শক (২৩ জানুয়ারী ১৮৭৩)

৬৫৮ ও হে হৃদয়-বিহারী প্রেমময় হরি, বিহর বিহর হৃদে অনুক্ষণ ;
আর কিছু নাহি চাই, যদি তোমায় পাই, প্রেমের সাগরে হই নিমগন।
হৃদয়ে তোমায় দেখি যতক্ষণ, এ জীবন যেন হয় হে নূতন,
দুঃখ তাপ ঘুচে, অশ্রু যায় মুছে, খুলে যায় মম প্রেমের নয়ন।
তখন নরনারী-মুখে দেখি প্রেমচ্ছবি, প্রেমের কিরণ বরষয়ে রবি,
শিশু মৃদু হাসে প্রেম পড়ে খ'সে, প্রেম-গাথা গায় বিহঙ্গমগণ।
কুসুমে ছড়ায় প্রেম-পরিমল, প্রেম-তরঙ্গ তোলে নদী কলকল,
নিঃশ্বাস-প্রবাহে প্রেমোচ্ছ্বাস বহে, প্রেমের বাতাস বহে সমীরণ।

গৃহ-পরিবার হয় প্রেমাগার, কার্য্যক্ষেত্রে হয় প্রেমেরি ব্যাপার,
আত্মীয় স্বজনে প্রেম ঢালে প্রাণে, খাদ্যদ্রব্যে পাই প্রেম-আস্বাদন।
প্রেমে মিশে হয় একাকার সব, অন্তরে বাহিরে প্রেমের উৎসব,
ভাসি অশ্রুজলে, প্রেম পড়ে গ'লে, প্রেমাবেশে যাই ভুলিয়ে আপন।
ও হে প্রেম-সিন্ধু জীবন-আধার, হৃদয় আমার কর অধিকার,
(আমি) মনের হরষে বসি অনিমেষে নিরখিব সদা তব প্রেমানন!
[বিভাস, একতালা]

৬৫৯ আর কি আমার হবে সে দিন, সুদিন হেন আসিবে,
তব প্রেম লাভে আমার প্রাণের জ্বালা দূরে যাবে!
নয়ন তোমার মুখ যথা তথা নিরখিবে,
রসনা তোমার যশঃ যথা তথা গাইবে।
হৃদয়-আঁধারে তব প্রেমালোক প্রকাশিবে,
রিপু-নিশাচরদল প্রাণভয়ে পলাইবে।
মলিন কঠিন প্রাণ অমল কোমল হবে,
প্রেম-মুখ-ছবি তব তার মাঝে প্রকাশিবে।
অসার আসক্তি গিয়ে, ধর্ম্মে রতি মতি হবে,
নিরাশ জীবনে পুনঃ আশা-তরু মুঞ্জরিবে।
অনীতি দুর্ম্মতি যত, প্রেমজলে ধু'য়ে যাবে,
দেহ মন প্রাণ তোমায় প্রেম-আলিঙ্গন দিবে।
[লুম ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

৬৬০ দীনজন-ভাগ্যে নাথ সেদিন কি আসিবে,
তব প্রেমে মগ্ন হ'য়ে নিশিদিন কাটিবে?
হৃদি-সরোবরে সদা ভাব-তরঙ্গ খেলিবে ;
সে তরঙ্গ-লহরী পরে প্রেমচন্দ্রমা উদিবে (জীবন সফল হবে)।
তোমার প্রেম-প্রভাবে হৃদয় নির্ম্মল হবে,
প্রাণ মন জুড়াইবে (সব জ্বালা দূরে যাবে) ;
চির সুখ-শান্তি-উৎস হৃদি-মূলে উৎসরিবে।

[কীর্ত্তন মিশ্র, ঝাঁপতাল]

৬৬১ প্রেম-পিঞ্জরে রাখ হে নাথ বন্দী ক'রে চিরদিন।
পোষা পাখী হ'য়ে থাকি, ডাকি তোমায় অনুক্ষণ।
ধর আমায় প্রেমের জালে, বেঁধে রাখ প্রেম-শৃঙ্খলে,
বশ কর সুকৌশলে, (যেন) পলাইতে না চায় মন।
নিজ হাতে দাও আহার, পবিত্র প্রেম-'আধার',
প্রেমভরে বারংবার শুনাও সুমিষ্ট বচন।
কর মোরে শিক্ষা দান, গাইতে তোমার নাম,
ক'রে তব গুণ-গান সার্থক করি জীবন।
চাহিয়ে তোমার পানে, অনুরাগ-নয়নে,
মগ্ন হব নাম-গানে, তুমি করিবে শ্রবণ।

[বাউলের সুর, একতালা]—১৬ ভাদ্র ১৭৯৭ শক (১৮৭৫)

৬৬২ তোমারি জয় তোমারি জয়, তব প্রেমে প্রভু সব পরাজয়।
যে জন চায় সে তো তোমায় পায়, যেজন না চায় সেও তোমায় পায়।
ঘোর পাপের পাপী মানব তনয়, প্রচণ্ড দৈত্যের সম যদি হয়,
তব প্রেম-ফাঁদে যখন প'ড়ে যায়, তখনই সে তৃণসম হয়।
অহঙ্কারে মত্ত উন্মত্ত প্রায়, ধরা যার কাছে সরা জ্ঞান হয়,
তব প্রেম-আস্বাদন যদি একবার পায়,
শত পদাঘাতেও পায়েতে লুটায়। (তৃণ সম)
তোমার কথায় তোমারি সেবায়, যার প্রাণ যায় সেই প্রাণ পায়,
মন মন প্রাণ সততই যেন তব প্রেম-সুধা পানে মত্ত হয়।

[ঝিঁঝিট, একতালা]

৬৬৩ ভক্তিবিহীন চিত্ত আমার, প্রেমের ফুল ফুটাও, দেব !
অভিমানে মত্ত হিয়া, চরণতলে লুটাও, দেব !
তোমায় ভুলে দূরে দূরে কোন্ গহনে বেড়াই ঘুরে,
ধূলো কাদায় লাগ্‌ল যে দাগ, নয়ন জলে উঠাও, দেব !
বাকি ক'দিন ফির্‌ব না আর দিশেহারা ভুবন তলে,
জীবন-খানা অর্ঘ্য ক'রে স'পে দিব চরণতলে।
দয়া তোমার তাই প্রভু চাই, ফুলে ফুলে দাও হৃদি ছাই,
ব্যথার আশীষ দিয়ে তোমার, সকল কাঁটা টুটাও, দেব !

[স্বরলিপি "স্বপন খেলা" পুস্তকে]

৬৬৪ মা, তোর সেই প্রেম এক বিন্দু যদি আমি পাই !
যে প্রেমে মত্ত হ'য়েছিল নিতাই গৌর গোসাঁই।
তা হ'লে প্রেমে গ'লে, আনন্দে ঢ'লে ঢ'লে,
হেসে খেলে হরি ব'লে নিত্যধামে চ'লে যাই।
শিশু বালকের মত, হাসি গাই নিয়ত,
বিজ্ঞ সুসভ্য হ'তে নাহি চাই !
লোকে যে যা বলে যাক্ ব'লে, সে সব হেসে উড়াই।
ও মুখে মধুর হাসি, দেখিতে ভালবাসি,
হাসিতে হাতে হাতে স্বর্গ পাই ;
তোমার রূপে গুণে মোহিত হ'য়ে হেসে হেসে ম'রে যাই।

[বাহার, খেমটা]

৬৬৫ হে প্রাণরমণ প্রেম-সাগর, প্রেমভক্তি হৃদে সঞ্চার',
মলিন হৃদয় মম, পাপে জরজর।
যদি এক বিন্দু প্রেম বিতর', দীন জনে দয়া কর',
তবে সব পাপ তাপ যাবে দূর।
বাঁচিনে প্রাণে তোমা বিহনে, বিহর' নিরন্তর হৃদি-কন্দরে ;
পাপ-অনলে হৃদয় জ্বলে, প্রদানি তব প্রেম শীতল কর'।

[খাম্বাজ, কাওয়ালি]

তুমি আমার আপন।

[দ্বিতীয় অধ্যায় "তুমি পরম আত্মীয়, তুমি সর্ব্বস্ব" দ্রষ্টব্য।]

৬৬৬ তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে,
এই কথাটি বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও!
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে,
এই কথাটি বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও!
আমায় দাও সুধাময় সুর, আমার বাণী কর সুমধুর,
আমার প্রিয়তম তুমি, এই কথাটি বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও!
এই নিখিল আকাশ ধরা, এ যে তোমায় দিয়ে ভরা,
আমার হৃদয় হ'তে এই কথাটি বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও!
দুখী জেনেই কাছে আস, ছোট ব'লেই ভালবাস,
আমার ছোট মুখে এই কথাটি বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও।
মাঘ ১৩১৬ বাং (১৯১০)

৬৬৭ হৃদয়ের মম যতনের ধন তুমি হে!
অন্তরযামী, আত্মার স্বামী, পিতা তুমি পুত্র আমি,
জাগ্রত কৃপা তোমারি দীন জনে।
তোমার করুণা দিবারাত, প্রতি মুহু মুহু জীবনে ভায়;
মিনতি করি তোমায়, মোহ-পাশ কাটিয়ে,
আমায় রাখ হে নাথ তব সাথ সাথ।
[বাহার, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৮৯]

৬৬৮ স্বামী তুমি, দাসী আমি তোমারি !
ইচ্ছা আমারি কিবা আর আছে, নাথ !
তোমারি যে ইচ্ছাধীন ইচ্ছা আমারি।
(তব) স্রোত-মাঝে আমি বসিয়ে,
(মম) আঁখি-ধারা (তাহে) যায় মিশিয়ে ;
এ জীবন-ধারা তোমাতে হারা,
তুমি মোর জীবিত-নাথ, আমি হে তোমারি !
অন্তরে, বাহিরে, হে অনিল-স্রোত, (তুমি) আছ যে ঘিরে ;
নিঃশ্বাসে, প্রশ্বাসে, বাঁচে এ জীবনধারা মিশে ধারায় তোমারি !
ভাবনা ভীতি কি আছে আমার ?
আমিই নই আমার, নাথ, আমি যে তোমার !
আশা-বাসনা-ভয়ে দিনু প্রাণময়ে ; শ্রীচরণধ্যান মাত্র সম্বল আমারি।
[মিশ্র খাম্বাজ, কাওয়ালি]

৬৬৯ আমি যে তোমার, ও গো আমি যে তোমার ;
তোমাসম আছে মম জগতে কে আর।
তোমারি রচিত আমি, আমাতে করিছ তুমি
আমার অস্তিত্ব-জ্ঞান, আমিত্ব, সঞ্চার ;
ফুটাইছ প্রতি পলে, প্রাণপদ্ম দলে দলে,
তোমারি আলোকে দৃষ্টি পাই যে আমার !
জনক জননী তুমি, তুমিই আশ্রয়-ভূমি,
তুমিই অনন্ত বিশ্বে চির আপনার ;

তোমারি প্রেমের তরে, মানব জীবন ধরে,
তোমাতে দুঃখের শান্তি আনন্দ অপার।
তোমারে না পেলে হিয়া, কোথায় জুড়াবে গিয়া,
অনন্ত প্রাণের তৃষা কে মিটাবে কার ?
তাই যে তোমারে ডাকি, না পেয়ে ঝরিছে আঁখি,
এস নাথ, তোমা বিনা চলে না আমার।

[বেহাগ, আড়া]

৬৭৩ কে রে হৃদয়ে জাগে, শান্ত শীতল রাগে,
মোহ-তিমির নাশে, প্রেম-মলয়া বয় ?
ললিত মধুর আঁখি, করুণা-অমিয় মাখি,
আদরে মোরে ডাকি, হেসে হেসে কথা কয় !
কহিতে নাহিক ভাষা, কত সুখ, কত আশা,
কত স্নেহ ভালবাসা, সে নয়ন-কোণে রয় !
সে মাধুরী অনুপম, কান্তি মধুর, কম,
মুগ্ধ মানসে মম, নাশে পাপ তাপ ভয়।
বিষয়-বাসনা যত, পূর্ণ ভজন ব্রত,
পুলকে হইয়া নত, আদরে বরিয়া লয় ;
চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণ-তলে,
স্তম্ভিত রিপুদলে বলে 'হোক্ তব জয় !'

[মিশ্র খাম্বাজ, আড় কাওয়ালি]

৬৭১ প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে।
চির পথের সঙ্গী আমার, চিরজীবন হে!
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধন-ডোর,
দুঃখ সুখের চরম আমার, জীবন মরণ হে!
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে!
ও গো সবার, ও গো আমার, বিশ্ব হ'তে চিত্তে বিহার,
অন্তবিহীন লীলা তোমার, নূতন নূতন হে। •

[কেদারা, একতালা। গীতলিপি ৪।২১]

৬৭২ তুমি মম জীবন-স্বামী; চির শান্তি চির আনন্দনিলয় তুমি।
তব সঙ্গ-বাস-সুখ করি পরিহার হে,
ধায় সংসার-সুখে প্রাণ অনিবার হে,
ত্যজি তব পুণ্য-পথ সতত বিপথে ভ্রমি।
সদা কাছে কাছে থাক, কতই যতনে রাখ,
বরষিছ প্রেম-ধারা দিবসযামী ;
শত ভাগে ছিন্ন করি সে প্রেম-বন্ধন হে,
পশি ভব-গহনে ত্যজিয়ে ভবন হে,
আমার মরম-কথা জান অন্তরযামী।

[সুরটমল্লার, কাওয়ালি]

৬৭৩ আজি মম মন চাহে জীবন-বন্ধুরে,
সেই জনমে মরণে নিত্যসঙ্গী, নিশিদিন সুখে শোকে।
সেই চির আনন্দ, বিমল চির সুধা,
যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ!
পরা শান্তি, পরম প্রেম, পরা মুক্তি, পরম ক্ষেম,
সেই অন্তরতম চির সুন্দর প্রভু চিত্তসখা,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-ভরণ, রাজা, হৃদয়হরণ।

[বাহার, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৩৩]

৬৭৪ তুমি আমার বুকভরা ধন!
(তোমায়) বুকে রেখে জুড়ায় বুক, জুড়ায় প্রাণ মন।
মৃত প্রাণে তুমি জীবন, (তোমার) বিচ্ছেদে মরণ,
আমার হৃদি-ভূষণ, (তুমি) অন্ধের নয়ন।
(তোমায়) নয়নে নয়নে রাখি, আর কাছে কাছে থাকি,
(আমার) দে'খে দে'খে দেখার সাধ মিটে কি কখন!
কত সুমধুর বচন করিয়ে শ্রবণ,
(আমি) যত শুনি শুনিতে চাই, সে ত হয় না পুরাতন।
(তুমি) আমায় ভালবাস যেমন, (আমি) তোমায় ভালবেসে তেমন,
(এবার) হব তোমার মনের মত, করিয়াছি পণ।

[ভৈরবী]

৬৭৫ হৃদয়-রতন-মণি, তুমি জীবন-আধার !

তোমা ছাড়া হ'লে নাথ, প্রাণ করে হাহাকার।

বারি বিনা মীন যেমন হয় মৃতপ্রায় অচেতন,

তোমা বিনা তেমনি দশা হয় হে নাথ আমার।

প্রাণে থাক তুমি যখন, কর প্রেমসুধা বরিষণ,

(তখন) ভাসে প্রাণ ভূমানন্দে, মুছে যায় অশ্রুধার।

করি এই নিবেদন, ও হে জীবনের জীবন,

(যেন) সুখে দুঃখে ডাক্‌লে পরে দেখা পাই হে একবার।

[জয়জয়ন্তী (কীর্ত্তন ভাঙ্গা), ঝাঁপতাল]

৬৭৬ প্রাণারাম, প্রাণারাম, প্রাণারাম !

কি যেন লুকান নামে, (তাই মিষ্ট এত তব না

নাম-রসে ডুবে থাকি, ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি,

বিশ্বে বহে প্রেম-নদী, সুধার ধারা অবিরাম।

(তুমি) নামে ভুলায়েছ যারে, সে কি যেতে পারে দূরে,

নামরসে যে মজেছে, সে বুঝেছে কি আরাম !

আমারে ভুলায়ে রাখ, হৃদি আলো ক'রে থাক,

জীবনে মরণে মম তুমি চির সুখধাম।

[জয়জয়ন্তী মিশ্র, ঝাঁপতাল]

৩৭৭ তুমি যে আমারে চাও, আমি সে জানি !
কেন যে মোরে কাঁদাও, আমি সে জানি !
এ আলোকে এ আঁধারে, কেন তুমি আপনারে
ছায়াখানি দিয়ে ছাও, আমি সে জানি !
সারাদিন নানা কাজে, কেন তুমি নানা সাজে,
কত সুরে ডাক দাও, আমি সে জানি !
সারা হ'লে দেয়া-নেয়া, দিনান্তের শেষ খেয়া,
কোন্ দিক্ পানে বাও, আমি সে জানি !

[ভূপালী, কাওয়ালি]

---

৩৭৮ কে যেন আমারে বারে বারে চায় !
আমি ত চিনি না তারে, সে চেনে আমায়।
যবে থাকি ঘুম ঘোরে, কে দোরে আঘাত করে !
'কে তুমি' ব'লে ডাকিলে কে যেন লুকায় !
কুসুমের গন্ধে রূপে সে আসে গো চুপে চুপে ;
মেঘের আড়াল হ'তে ডাকে 'আয় আয় !'
কত প্রেমে কত গানে, সে যেন আমারে টানে
চলেছি বিরহী তাই, কে জানে কোথায় !
হে মোর অচেনা বঁধু, লুকায়ে থেকো না শুধু ;
এস করি পরিচয় তোমায় আমায় !

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, খেমটা । কাকলি ২।৭৯]

৬৭৯ আমার প্রাণ-রমণ আমায় ডাকে ঐ!

ডাক শুনে প্রাণ আকুল হ'ল, কেমনে তাঁরে ছেড়ে রই?
মনে যত সাধ ছিল, সকলি ভাঙ্গিয়া গেল,—সে সব কই?
এখন আর কোন সাধ নাইক মনে, আমার প্রাণারাম বই!
যাঁর ডাকে প্রাণ শিহরে, একবার যদি পাই তাঁরে, মনের সাধ কই;
তবে দেহমন সমর্পিয়ে সে চরণে প'ড়ে রই।
সে যে আমার হৃদয়-স্বামী, তাঁহারি যে প্রিয় আমি,—আমি যে-সে নই;
সে যে আমায় ছেড়ে থাক্‌তে নারে, আমি থাক্‌তে পারি কই?

[মিশ্র, ঝাঁপতাল]

---

৬৮০ আমার পরাণ কোথা যায়, কোথা যায় উড়ে!

কে যেন ডাকিছে মোরে দূর সুদূর পারে, বিরহ-বিধুর সুরে।

বাতাসে তাহারই কথা, তরঙ্গে তারই বারতা,
জোছনা পথ তার দেখায়, দেখায় দূরে।
হে অধীর, হে উদাসী, হে মম অন্তর-বাসী,
কাহার শুনিলে বাঁশী কোন্ প্রেমের পুরে?
যে দিগন্তে নীলাম্বরে চুম্বিছে সে নীলাম্বুরে
সেথা মোর প্রাণকান্ত চায়, মোরে চায়, ও গো চায় কত মধুরে!

[হাম্বীর, কাওয়ালি। কাকলি ২।৭৬]

---

৬৮১ এ গো দরদি, আমার মন কেন উদাসী হ'তে চায়!

যেন ডাক নাহি, হাঁক গো নাহি, আপ্‌নে আপ্‌নে চ'লে যায়।

(ওগো) ধৈরজ না ধরে অন্তরে,
(সদা) কেঁদে উঠে মন শিহরি, নয়ন ঝরে ;
(যেন) নীরবে স্বরবে গো সদা ডাকিতেছে "আয় গো আয় !"
(যেমন) ভাঁটি সোঁতে ভাঁটারি গড়ান,
সাগর যেমন সদা গো টানে নদীর পরাণ,
সে টান এতই সরল, মনের গো গরল অমৃত হইয়ে যায়।
(সে যে) কেমন ক'রে দেয় গো মন্ত্রণা,
উড়ায়ে দেয় মনের গো পাখী, মানা মানে না ;
পাখী উড়ে যায় বিমানের গো পথে, শীতল বাতাস লাগে গায়।
এ উদাস নয় সে উদাসের প্রায়,
যে উদাসে সংসার ছেড়ে বাইরে ল'য়ে যায় ,
এ যে সংসার ধর্ম্ম, ধর্ম্ম আর সংসার, দুইয়ে এক ক'রে ফেলায়।
[ভাটিয়াল, ঠুংরি (গৈরান)]

---

৬৮২ ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি,
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরাণের বঁধু,
ও অরূপের রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা,
ও ভিখারীর ধন, ও অবোলার বোল,
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল !

৬৮৩ কত গান ত হ'ল গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়াও ?
যদি দেখা নাহি দিবে, তবে মিছে কেন চাওয়াও ?
যদি যতই মরি ঘুরে, তুমি রবে ততই দূরে,
তবে কেন বাঁশী-সুরে তব তরে এত ধাওয়াও ?
যদি সন্ধ্যা হ'লে বেলা নাহি মিলে তব বেলা,
পথ-ভোলা মোর ভেলা এ অকূলে কেন বাওয়াও ?
যদি আমার দিবারাতি কাটি যাবে বিনা সাথী,
তবে কেন বঁধু-লাগি পথ পানে শুধু চাওয়াও ?
বড় ব্যথা তোমায় চাওয়া, আরও ব্যথা ভুলে যাওয়া !
যদি ব্যথী না আসিবে, এত ব্যথা কেন পাওয়াও ?
[গজল, কাহারবা। কাকলি ১।৪৫]

তুমি চির-সাথী।

---

৬৮৪ ওগো সাথী, মম সাথী, আমি সেই পথে যাবো সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ তিলক মাথে।
যে পথে কাননে আসে ফুলদল, যে পথে কমলে পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রাতে।
(আমি সেই পথে যাবো সাথে)।
যে পথে সাথীরা পথ-ক্লেশ ভুলে যায় গান গেয়ে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর-দেশে চলে বন্ধুর সাথে।
(আমি সেই পথে যাবো সাথে)।

যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়, যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে পথে মোদের হইবে প্রয়াণ শেষ তিমির-রাতে।
[কীর্ত্তন, একতালা। কাকলি ১।১৬]

৬৮৫ ওগো দুঃখ সুখের সাথী, সঙ্গী দিনরাতি সঙ্গীত মোর।
(তুমি) ভব-মরুর প্রান্তর-মাঝে শীতল শান্তির লোর।
বন্ধুহীনের তুমি বন্ধু, তাপিতজনের সুধাসিন্ধু,
বিরহ আঁধারে তুমি ইন্দু, নির্জ্জন-জন-চিত-চোর।
দীনহীন পথচারী, সম্বল হে তুমি তারি,
সম্পদে উৎসবে জনমনোহারী, সর্ব্বতরে তব ক্রোড়।
তব ও-পরশ যবে লাগে, সুপ্ত স্মৃতি কত জাগে,
বিস্মৃত কত অনুরাগে রাঙে এ হৃদয়-মন মোর।
যাহা বাক্য কহিতে না জানে, অন্তরে কহি তাই তানে,
মুক্ত কর তুমি ; ছিন্ন কর গানে বন্ধন কঠিন কঠোর।
গীত-মুখর তরু-ডালে তব প্রেম অমৃত ঢালে,
পুষ্প দোলে তব তালে, অম্বরে নাচে চকোর।
ভক্তকণ্ঠে তুমি ভক্তি, বীর-করে নব শক্তি,
সুর-নর-কিন্নর বিশ্ব-চরাচর তব মোহ-মন্ত্র-বিভোর।
[মিশ্র আসাবরি, কাওয়ালি। কাকলি ১।৩০]

৬৮৬ ভুবন ভরিয়া জীবন জুড়িয়া কে তুমি, কে তুমি ?
ভূলোক দ্যুলোক পূর্ণ করিয়া কে তুমি, কে তুমি ?
এ দেহ-বীণায় তুলি নানা স্বর, কে তুমি বাজাও অতি সুমধুর ?
রূপে রসে রঙে ভরি হৃদি-পুর, কে তুমি, কে তুমি ?
ব্যথা বেদনায় আকুল করিয়া কে তুমি, কে তুমি ?
জনমে জনমে পথ আলোকিয়া কে তুমি, কে তুমি ?
কে তুমি শয়নে স্বপনে থাকি অহরহ গোপনে,
মরম-কমল ফুটাও কিরণে ? কে তুমি কে তুমি ?
[বেহাগ, একতালা। পথের বাঁশী ৫০]

---

৬৮৭ পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দ গান যে গাহে,
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।
চায় না সে জন পিছন পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে,
যার পরাণে লাগ্‌ল তোমার হাওয়া।
পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে,
পথিক চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে সমুখ পানে যে চাহে,
তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।

বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয়না প'ড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি মন তারি উদাসে,
যাওয়া, সে যে তোমার পানে যাওয়া।

[গীতলেখা ২।১৮]—২৫ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৬৮৮ যাত্রী আমি ওরে! পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধ'রে।
দুঃখ সুখের বাঁধন সবই মিছে, বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিষয়-বোঝা টানে আমায় নীচে, ছিন্ন হ'য়ে ছড়িয়ে যাবে প'ড়ে।
যাত্রী আমি ওরে! চলতে পথে গান গাহি প্রাণ ভ'রে।
দেহ-দুর্গে খুলবে সকল দ্বার, ছিন্ন হবে শিকল বাসনার,
ভাল মন্দ কাটিয়ে হব পার, চলতে র'ব লোকে লোকান্তরে!
যাত্রী আমি ওরে! যা কিছু ভার যাবে সকল স'রে।
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল সাঁঝে আমার পরাণ টানে কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে।
যাত্রী আমি ওরে! বাহির হলেম না জানি কোন্ ভোরে!
তখন কোথাও গায়নি কোন পাখী, কি জানি রাত কতই ছিল বাকি!
নিমেষহারা শুধু একটি আঁখি জেগেছিল অন্ধকারের পরে।
যাত্রী আমি ওরে! কোন্ দিনান্তে পৌছ'ব কোন্ ঘরে!
কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে, বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে,
কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দুনয়ানে, অনাদি কাল চাহে আমার তরে!

[কাব্যগীতি, ১৬]—২৬ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

তোমায় কেমনে ছাড়িব হে ?

৬৮৯ তোমায় কেমনে ছাড়িব হে! ছেড়ে কোথায় বা যাই হে
ছেড়ে কোথায় দাঁড়াই হে ! (আমার ঊর্দ্ধ অধোতে তুমি)
(আমার অন্তরে বাহিরে তুমি) (আমার জীবনে মরণে তুমি)
তুমি আদি অনাদি. অনন্ত ভূমা, কারণ-কারণ হে ;
তুমি সত্য সনাতন, চিদ্‌ঘন রঞ্জন, অগম্য অপার হে ।
তুমি বিঘ্ন-বিনাশন, পাতকী-তারণ, দুর্ম্মতি-হরণ হে ;
তুমি নিত্য নিরঞ্জন, চিত্ত-বিনোদন, পাবন শোভন হে !
তুমি প্রাণ-প্রাণ, প্রাণারাম, প্রাণাবলম্বন হে ;
তুমি সত্যং শিবং, সুন্দর মধুরং, প্রাণ-মনোমোহন হে ।
[ঝিঁঝিট মিশ্র. ঠুংরি]

৬৯০ আহা, আর কোথা যাব তোমারে ছাড়িয়ে ? –
কে বা আর দিবে সুখ হৃদয় ভরিয়ে ?
পাপেতে তাপিত হ'য়ে, কোথা আর কাঁদিব গিয়ে,
শীতল করিবে কে বা কাতর দেখিয়ে ?
ভবলীলা হ'লে সাঙ্গ, কে হইবে মম সঙ্গ,
চিরদিন কে রাখিবে আপন আলয়ে ?
কাহাকেও দেখি নে আর, ম হে সকল সার,
আশ্রিত আছি হে আমি তোমার আশ্রয়ে ।
[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

৬৯১ তোমারে ছেড়ে তো চলে না !

কত বার তোমারে ছাড়ি, ছাড়িলে তুমি ছাড় না।
তুমি না বলিলে বোঝ কথা, না জানালে জান ব্যথা,
তুমি প্রাণরূপী দেবতা, ও হে তোমার মত আর মিলে না !
আছে বন্ধু বান্ধব, দারা সুত, আমার সহায় স্বজন কত,
তারা কেউ তোমার মত ভাল বাস্‌তে পারে না।
ভাল না বাসিলে ভালবাস, না ডাকিলে কাছে এস,
এমন নিঃস্বার্থ প্রেম, হায় হে, কেউ জগতে কর্‌তে জানে না !
আমার চারিদিকে মোহ-আঁধার, ও নাথ, কূল কিনারা নাই যে তার,
ঢাকিলে তাতে আবার, তোমার মুখ আর দেখ্‌ব না ;
তুমি এম্‌নি ক'রে তোমার আলো সদা আমার জীবন-পথে জালো,
তোমার প্রেম হইবে উজ্জ্বল, আমার মোহ-আঁধার আর রবে না।
[বাউলের সুর, একতালা]

৬৯২ আর যেন ভুলি নে নাথ, ভুলি নে তোমায় ;
তব সহবাসে যেন মম দিন যায় !
সুখে দুঃখে অবিরত হইয়ে কৃতজ্ঞ-চিত,
করি যেন প্রণিপাত প্রেমভরে তব পায়।
তব দত্ত সুখে ভুলে তোমারে নাথ পাসরিলে;
কি কাজ সে সুখে আমার, কে বা তাহা চায় !
[খাম্বাজ, মধ্যমান]

৬৯৩ প্রাণ থাকিতে ছাড়িব না, প্রাণের প্রাণ, তোমায়।
কত শত সঙ্কটে পেয়েছি এ প্রাণ তোমারি কৃপায়।
বিপদে তুমি কাণ্ডারী, তুমি দুখ-তাপহারী,
শোক-সন্তাপ-বারি তুমি বিনা কে মুছায় !
দেখি তব প্রেমমুখ, পাসরি হে সব দুখ,
অসুখেও হয় সুখ, থাকিয়ে তব ছায়ায়।
যাচি হে দুর্ব্বল-বল, জনম-দুখী-সম্বল,
যায় হে যেন কেবল এ প্রাণ তব সেবায়।
[দেশ, আড়াঠেকা]

৬৯৪ আর কিছু নাহি চাই, হরি, তোমায় যদি পাই হে।
কি বা সুখ আছে রাজ-সিংহাসনে, যদি তোমারে হারাই হে
কি সুখ স্বরগে, যদি তোমা হারা হই,
কি দুখ কুটীরে, যদি তোমা সহ রই,
স্বরগে মর্ত্ত্যে অনন্ত ভুবনে, তোমা বিনা সুখ আর নাই হে
মোহের বন্ধন কেটেছে আমার,
নাহি দুরাশা, নাহি দুখ আর ;
করি সুধাপান, তব মধুর নাম আনন্দে সদা গাই হে।
[মিশ্র-খাম্বাজ, একতালা]

৬৯৫ কি ধন লইয়ে বল থাকিব হে আমি ?
সবে ধন অমূল্য রতন, হৃদয়ের ধন তুমি।

ও হে তোমারে হারায়ে ব্যাকুল হইয়ে বেড়াই যে আমি,
যাইব কোথায়, পাইব তোমায়, বল অন্তর্যামী ;
দাও দরশন, কাঙ্গাল-শরণ, দীন হীন আমি।
ও হে তোমারে ছাড়িয়ে, সংসারে মজিয়ে, থাকিবে কোন্ জনা !
ধন মান ল'য়ে কি করিব, সে সব সঙ্গে ত যাবে না ;
তুমি হে আমার, আমি হে তোমার, আমার চিরদিনের তুমি।
ও হে তোমারে লইয়ে, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়ে, পর্ণকুটীর ভাল,
যখন তুমি হৃদয়নাথ, হৃদয় কর হে আলো ;
আমি সব দুখ যাই পাসরিয়ে, বলি "আর যেও না তুমি,
প্রভু, যাইতে দিব না আমি।"

[আলাইয়া. একতালা]

৬৯৬ আর চলে না, চলে না, চলে না জননী,
তোমা বিনা দিন চলে না !
তোমা বিনা যত আপনার জন, হিতকথা কেহ বলে না।
এ জীবন-তরু শুষ্ক হয় মা গো, তোমা বিনা ফল ফলে না ;
আমার পাষাণ-সমান কঠিন হৃদয়, তব স্পর্শ বিনা গলে না।
তব কৃপা বিনে হৃদয়-অরণ্যে প্রেমের আগুন জ্বলে না ;
(আমার) অসুর-সমান রিপু বলবান্, আমার কথা সে যে শোনে না।
তুমি না হ'লে প্রসন্ন একমুষ্টি অন্ন এ সংসার-মাঝে মিলে না ;
আমার জীবন-সম্বল তব কৃপা-বল বিনা গতি মুক্তি হবে না।

[মূলতান. একতালা]

সমগ্র জীবনের অনুভূতি ও নিবেদন।

[তৃতীয় অধ্যায়, "নিখিল বিশ্বের স্পর্শ ও প্রেরণা" দ্রষ্টব্য]

৬৯৭ আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার নামটি রাখ থুয়ে।
রক্তধারার ছন্দে আমার দেহ-বীণার তার
বাজাক্ আনন্দে তোমার নামেরি-ঝঙ্কার।
ঘুমের পরে জেগে থাকুক্ নামের তারা তব,
জাগরণের ভালে আঁকুক অরুণ-লেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার নামটি জ্বলুক্ শিখা,
সকল ভালবাসায় তোমার নামটি রহুক্ লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার নামটি উঠুক ফ'লে,
রাখ্‌ব কেঁদে হেসে তোমার নামটি বুকে কোলে।
জীবন-পদ্মে সঙ্গোপনে রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে তোমারি নাম বঁধু।

[গীতলেখা ২।১৬ ; বৈতালিক ২৫]—২ কার্ত্তিক ১৩২০ বাং (১৯১৩)

৬৯৮ গাব তোমার সুরে, দাও সে বীণা যন্ত্র।
শুন্‌ব তোমার বাণী, দাও সে অমর মন্ত্র।
কর্‌ব তোমার সেবা, দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে, দাও সে অচল ভক্তি।
সইব তোমার আঘাত, দাও সে বিপুল ধৈর্য্য,
বইব তোমার ধ্বজা, দাও সে অটল স্থৈর্য্য।

নেব সকল বিশ্ব, দাও সে প্রবল প্রাণ,
করব আমায় নিঃস্ব, দাও সে প্রেমের দান।
যাব তোমার সাথে, দাও সে দখিন হস্ত,
লড়্ব তোমার রণে, দাও সে তোমার অস্ত্র।
জাগ্‌ব তোমার সত্যে, দাও সেই আহ্বান,
ছাড়্ব সুখের দাস্য, দাও দাও কল্যাণ।

[গীতলেখা ১।২৯ ; বৈতালিক ১৪]—৭ পৌষ ১৩২০ বাং (১৯১৩)

৬৯৯ আমার যে আসে কাছে, যে যায় চ'লে দূরে,
কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে,
যেন এই কথাটি বাজে মনের সুরে, তুমি আমার কাছে এসেছ।
কভু মধুর রসে ভরে হৃদয় খানি,
কভু নিঠুর বাজে প্রিয় মুখের বাণী,
তবু নিত্য যেন এই কথাটি জানি, তুমি স্নেহের হাসি হেসেছ।
ওগো কভু সুখের কভু দুখের দোলে
মোর জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে,
যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে, তুমি আমায় ভাল বেসেছ।
যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহ-দ্বারে,
যবে পরিচিতের কোল হ'তে সে কাড়ে,
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে এক তরীতে তুমিও ভেসেছ।

[গীতলেখা ৩।৪৯]—১ কার্ত্তিক ১৩২০ বাং (১৯১৩)

৭০০ আমার যে সব দিতে হবে, সে ত আমি জানি।
আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী,
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা, সব দিতে হবে।
আমার প্রভাত, আমার সন্ধ্যা, হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠ্‌বে ফুটে ফুটে।
এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার-বাঁধা ;
বাজ্‌বে যখন, তোমার হবে, তোমার সুরে সাধা ; সব দিতে হবে।
তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে, তবে নাও যে তোমার ক'রে।
আমার ব'লে যা পেয়েছি, শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেব, তখন তারা আমার হবে ; সব দিতে হবে।
[গীতলেখা ২।৭]—৭ বৈশাখ ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৭০১ মোর মরণে তোমার হবে জয়, মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল, আজি ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ, সে যে মণিহার, মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়, মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।
মোর ধৈর্য্য তোমার রাজপথ, সে যে লঙ্ঘিবে বন-পর্ব্বত,
মোর বীর্য্য তোমার জয়রথ, তোমারি পতাকা শিরে বয়।
[গীতলেখা ৩।৪২]—২২ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৭০২ তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে!
এস গন্ধে বরণে, এস গানে।
এস অঙ্গে পুলকময় পরশে, এস চিত্তে সুধাময় হরষে,
এস মুগ্ধ মুদিত দুনয়ানে।
এস নির্ম্মল উজ্জ্বল কান্ত, এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এস এস হে বিচিত্র বিধানে।
এস দুঃখে সুখে এস মর্ম্মে, এস নিত্য নিত্য সব কর্ম্মে,
এস সকল কর্ম্ম অবসানে।

[মিশ্র রামকেলি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৫ ; বৈতালিক ৪২]
অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বাং (১৯০৭)

৭০৩ ভক্ত-হৃদিবিকাশ প্রাণ-বিমোহন,
নব নব তব প্রকাশ নিত্য নিত্য চিত্ত-গগনে হৃদীশ্বর।
কভু মোহ-বিনাশ মহারুদ্রজ্বালা,
কভু বিরাজো ভয়হর শান্তি-সুধাকর।
চঞ্চল হর্ষশোকসঙ্কুল কল্লোল পরে,
স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ ;
প্রেমমূর্ত্তি নিরুপম প্রকাশ কর, নাথ হে,
ধ্যান-নয়নে পরিপূর্ণ রূপ তব সুন্দর।

[ছায়ানট, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২১৮]

৭০৪ পথে চ'লে যেতে যেতে কোথা কোন্ খানে
তোমার পরশ আসে কখন্ কে জানে!
কি অচেনা কুসুমের গন্ধে, কি গোপন আপন আনন্দে,
কোন্ পথিকের কোন্ গানে, তোমার পরশ আসে কখন্ কে জানে!
সহসা দারুণ দুখ-তাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন, সকল বাঁধন যবে ছিন্ন,
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে, তোমার পরশ আসে কখন্ কে জানে!
মাঘ ১৩২৪ বাং (১৯১৮)

৭০৫ জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি, জয় তোমার করুণা।
জয় তব ভীষণ সব-কলুষ-নাশন রুদ্রতা,
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব, জয় শোক তব, জয় সান্ত্বনা।
জয় পূর্ণ জাগ্রত জ্যোতি তব,
জয় তিমির-নিবিড় নিশীথিনী ভ -দায়িনী,
জয় প্রেম-মধুময় মিলন তব, জয় অসহ বিচ্ছেদ-বেদনা।।
[বৃন্দাবনী সারঙ্গ, তেওরা। গীতলিপি ২।১৫ ; বৈতালিক ৩৬]

৭০৬ আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত!
তখন ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে, জীবন বহে যেত অশান্ত।
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত, যেন আমার আপন সখার মত,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে সেদিন কত না বন-বনান্ত।

ওগো সেদিন তুমি গাইতে যে সব গান, কোনো অর্থ তাহার কে জান্ত?
শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ, সদা নাচ্‌ত হৃদয় অশান্ত।
হঠাৎ খেলার শেষে আজ কি দেখি ছবি! স্তব্ধ আকাশ নীরব শশী রবি!
তোমার চরণপানে নয়ন করি নত ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত!

[মিশ্র মল্লার, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৩।৩০]—১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৭০৭ ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা, প্রভু,
তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা, প্রভু,
তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।
মন যখন যেথা থাকে, সাড়া যেন দেয় সে তোমার ডাকে,
যত বাঁধন সব টুটে যায় যেন, প্রভু,
তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।
বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি, এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
অন্তর মোর গোপনে যায় ভ'রে, প্রভু,
তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।
হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর, এ জীবনে যা কিছু সুন্দর,
সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে, প্রভু,
তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে।

[মিশ্র ঝিঁঝিট, ঝম্পক গীতলিপি ৬।৭]

৭৩৮ জানি, তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে।
আমি, সেইখানেতেই মুক্তি খুঁজি দিনের শেষে।
সেথায় প্রেমের চরম সাধন, যায় খ'সে তার সকল বাঁধন,
আমার হৃদয়-পাখীর গগন তোমার হৃদয়-দেশে।
ওগো, জানি আমার শ্রান্ত দিনের সকল ধারা
তোমার গভীর রাতের শান্তি-মাঝে ক্লান্তি-হারা।
আমার দেহে ধরার পরশ, তোমার সুধায় হ'ল সরস,
আমার ধূলারি ধন তোমার মাঝে নূতন বেশে।

মাঘ ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)

---

৭৩৯ জাগাও, জাগাও!
মম অন্তর-আলোকে তব আলোক মিলাও!
মম অজানা বেদন, মম অস্ফুট চেতন,
তব আলোক-কিরণে এবে ফুটাও ফুটাও।
মম হৃদয়-মন্থন, মম নিবিড় ক্রন্দন,
তব পরশে নিমিষে এবে ঘুচাও ঘুচাও।
মম গোপন মরম, মম গভীর সরম,
তব মোহন মিলনে এবে ডুবাও ডুবাও।

[মিশ্র সুরট, ঝাঁপতাল]

---

৭১০ প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে,
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ!
তব ভুবনে, তব ভবনে, মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।
আরো আলো, আরো আলো, এই নয়নে প্রভু ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশী পূরে তুমি আরো আরো আরো দাও তান।
আরো বেদনা, আরো বেদনা, দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে, বাধা টুটায়ে, মোরে কর ত্রাণ, মোরে কর ত্রাণ।
আরো প্রেমে, আরো প্রেমে, মোর 'আমি' ডুবে যাক্ নেমে;
সুধা ধারে আপনারে তুমি আরো আরো আরো কর দান।

[গীতলেখা ৩।৪৬]—১ জুন ১৯১২

৭১১ তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো!
তব নন্দন-গন্ধ-নন্দিত ফিরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদরেণু মাখি ল'য়ে তনু সাজে যেন সদা সাজে গো!
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গল মন্ত্রে,
প্রকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সঙ্গীত-ছন্দে!
তব নির্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব লাজে যেন সদা লাজে গো!

ইমনকল্যাণ. তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২০২]

৭১২ প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর,
তুমি দেহ মোরে কথা, তুমি দেহ মোরে সুর!
তুমি যদি থাক মনে, বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ তব প্রেমে পরিপূর।
তুমি শোন যদি গান আমার সম্মুখে থাকি,
সুধা যদি করে দান তোমার উদার আঁখি;
তুমি যদি দুখ পরে রাখ কর স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হ'তে দম্ভ করহ দূর।
[ঝিলফ বারোঁয়া, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।২৪]

৭১৩ আমার জীবন কর হে প্রভু, নব সঙ্গীতময়!
দিবা-রজনী রাগ-রাগিণী ঝঙ্কারিবে সুর তান লয়।
না রবে বিষাদ, না রবে বিকার, দুখ পাপতাপ নিরাশা আঁধার
বহিবে অনন্ত অমৃতের ধার, মরুভূমে উৎস হইবে উদয়!
তোমার সুরে বাঁধ মোর সুর, জাগাও তোমার ধ্বনি সুমধুর;
তব বিরচিত আনন্দ-গীত শুনিবার তরে আকুল হৃদয়!
[ঝিঁঝিট, একতালা]

৭১৪ সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে,
সেই ঘরে রব, সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রাখিও তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া।

মোর সব কাজে, মোর সব অবসরে,
সে দুয়ার রবে তোমারি প্রবেশ তরে ;
সেথা হ'তে বায়ু বহিবে হৃদয় পরে,
চরণ হইতে তব পদধূলি তুলিয়া।
যত আশ্রয় ভেঙে ভেঙে যায় স্বামী,
এক আশ্রয়ে রহে যেন চিত লাগিয়া ;
যে অনল-তাপ যখনি সহিব আমি,
এক নাম বুকে বার বার দেয় দাগিয়া।
যবে দুখ-দিনে শোক তাপ আসে প্রাণে,
তোমারি আদেশ বহিয়া যেন সে আনে,
পরুষ বচন যতই আঘাত হানে,
সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া।

[ইমনকল্যাণ. ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৮]

৫১৫ মন তুমি নাথ লবে হ'রে, ব'সে আছি সেই আশা ধ'রে !
নীল আকাশে ওই তারা ভাসে, নীরব নিশীথে শশী হাসে,
দু'নয়নে বারি আসে ভ'রে, ব'সে আছি আমি আশা ধ'রে !
জলে স্থলে তব ধূলিতলে, তরুলতা তব ফুলে ফলে,
নরনারীদের প্রেম-ডোরে,
নানা দিকে দিকে, নানা কালে, নানা সুরে সুরে, নানা তালে,
নানা মতে তুমি লবে মোরে, ব'সে আছি সেই আশা ধ'রে।

[ছায়ানট. ঝাঁপতাল]

৭১৬ তোমারি নাম বল্‌ব নানা ছলে।
বল্‌ব একা ব'সে, আপন মনের ছায়াতলে।
বল্‌ব বিনা ভাষায়, বল্‌ব বিনা আশায়,
বল্‌ব মুখের হাসি দিয়ে, বল্‌ব চোখের জলে।
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাক্‌ব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পূর্‌বে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,
বল্‌তে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে।
৮ ভাদ্র ১৩২০ বাং (১৯১৩)

৭১৭ অন্তরে জাগিছ অন্তর-যামী,
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি!
সংসার-সুখ করেছি বরণ, তবু তুমি মম জীবন-স্বামী!
না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে, আপন গরবে অসীম জগতে,
তব স্নেহ-নেত্র জাগে ধ্রুবতারা, তব শুভ আশীষ আসিছে নামি।
[বেহাগ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০৭]

৭১৮ তোমারেই প্রাণের আশা কহিব।
সুখে দুখে শোকে, আঁধারে আলোকে, চরণে চাহিয়া রহিব।
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে, তুমিই জান তা প্রভু গো।
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে, সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব
যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু, তোমারি নাম ল'য়ে ডাকিব,
বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে, চরণ হৃদয়ে লইব।

তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কার্য্য যা সাধিব ;
শেষ হ'য়ে গেলে ডেকে নিও কোলে, বিরাম আর কোথা পাইব !
[ভজন, ছেপ্‌কা]

৭১৯ সুন্দর প্রভু মঙ্গল তুমি চির-নির্ভর !
তব অনন্ত পথ আনন্দে চলি নিরন্তর।
চলেছি নির্ভয়ে জীবন-পাথারে,
বরষ বরষ শোক হরষ আলোক-আঁধারে।
আমি ত জানি, তোমারি বাণী, বিধি তোমারি হে !
তাই, চলেছি নির্ভয়ে জীবন-পাথারে,
বরষ বরষ শোক হরষ আলোক-আঁধারে।
সুমঙ্গল সুশীতল সুকোমল সুমধুর বিধি তোমারি হে ;
সুন্দর মঙ্গল নির্ম্মল হে !
স্নেহ-নদী নিরবধি তব বিধি মরু-হৃদি-পরে,
সুন্দর মঙ্গল নির্ম্মল হে !
প্রভু ! জীবন-স্বামী হে,
তোমারি বাণী নিয়ম মানি জীবনে আমি হে।
প্রভু ! নহি ত অন্ধ হে,
জ্বলিছে এক তব বিবেক-দীপ অন্তরে !
প্রভু ! তোমারি আলোকে,
নিরখি পথ চলি সতত তব দেব-লোকে !
[মিশ্র, একতালা]

৭২০ নিশিদিন আমি তোমারে লইয়া থাকি।

সুখে অসুখে আঁধারে আলোকে তোমারে হৃদয়ে রাখি।

আকাশে বাতাসে তব নাম ধ্বনি, বিহঙ্গম কণ্ঠে তব গান শুনি,

পাহাড়ে জঙ্গলে লতায় পাতায় মধুর মূরতি দেখি।

দিবানিশি আমি গাহি তব নাম, তব বাণী শুনি হই পূর্ণকাম,

দুঃখ আঁধারে পাপবিকারে চরণে পড়িয়া থাকি।

প্রেমে ডাকি তারে যে গিয়েছে দূরে, প'ড়ে গেছে যেবা ভুলি স্নেহভরে,

মাতি তব প্রেমে ডাকিয়ে সবারে তোমার চরণে রাখি।

[বিভাস মিশ্র, একতালা]

---

৭২১ তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন সাধ্য নাই।

এ সংসারে তোমার আমার মাঝখানেতে তাই

কৃপা ক'রে রেখেছ, নাথ, অনেক ব্যবধান,—

দুঃখ সুখের অনেক বেড়া, ধন জন [illegible]ন।

আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে আভাসে দাও দেখা,—

কাল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রবির মৃদু রেখা।

শক্তি যারে দাও বহিতে অসীম প্রেমের ভার,

একেবারে সকল পর্দা ঘুচায়ে দাও তার।

না রাখ তার ঘরের আড়াল, না রাখ তার ধন,

পথে এনে নিঃশেষে তায় কর অকিঞ্চন।

না থাকে তার মান অপমান, লজ্জা সরম ভয়,

একলা তুমি সমস্ত তার বিশ্বভুবনময়।

এমন ক'রে মুখোমুখি সাম্‌নে তোমার থাকা,
কেবল মাত্র তোমাতে প্রাণ পূর্ণ ক'রে রাখা,—
এ দয়া যে পেয়েছে, তার লোভের সীমা নাই,
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে, তোমায় দিতে চাঁই।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৭২২ সকল গর্ব্ব দূর করি দিব, তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না।
সবারে ডাকিয়া কহিব যে দিন পাব তব পদ-রেণু-কণা।
তব আহ্বান আসিবে যখন, সে কথা কেমনে করিব গোপন,
সকল বাক্যে সকল কর্ম্মে, প্রকাশিবে তব আরাধনা!
যত মান আমি পেয়েছি যে কাজে, সে দিন সকলি যাবে দূরে,
শুধু তব মান দেহে মনে মোর বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।
পথের পথিক সেও দেখে যাবে তোমার বারতা মোর মুখ-ভাবে,
ভব-সংসার-বাতায়ন-তলে ব'সে রব যবে আনমনা।

[আড়ানা একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১০৩]

৭২৩ আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব হৃদয়-মাঝারে।
সকল কামনা সঁপিব চরণে, অভিষেক-উপহারে।
তোমারে বিশ্বরাজ, অন্তরে রাখিব, তোমারি ভক্তের এই অভিমান,
ফিরিব বাহিরে সর্ব্ব চরাচর, তুমি চিত্ত-আগারে।

[বেহাগ, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০৫]

৭২৪ জীবন আমার চল্‌চে যেমন তেমনি ভাবে
সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে চ'লে যাবে।
চলার পথে দিনে রাতে দেখা হবে সবার সাথে,
তাদের আমি চাব, তারা আমায় চাবে।
জীবন আমার পলে পলে এমনি ভাবে
দুঃখ সুখের রঙে রঙে রঙিয়ে যাবে।
রঙের খেলার সেই সভাতে খেলে যে জন সবার সাথে
তারে আমি চাব, সেও আমায় চাবে।
[গীতলেখা ১।৫৯]—৫ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৭২৫ জানি নাই গো সাধন তোমার বলে কারে।
আমি ধূলায় ব'সে খেলেছি এই তোমার দ্বারে।
অবোধ আমি ছিলেম ব'লে যেমন খুসী এলেম চ'লে,
ভয় করিনি তোমায় আমি অন্ধকারে।
তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন তিরস্কারে—
"পথ দিয়ে তুই আসিস্ নি যে, ফিরে যা রে!"
ফেরার পন্থা বন্ধ ক'রে আপনি বাঁধ' বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে বারে বারে!
[গীতলেখা ১।৫৩]—১ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৭২৬ আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখ্‌তে আমি পাইনি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি, হৃদয় পানেই চাইনি।

আমার সকল ভালবাসায়, সকল আঘাত সকল আশায়,
তুমি ছিলে আমার কাছে; তোমার কাছে যাইনি।
তুমি মোর আনন্দ হ'য়ে ছিলে আমার খেলায়;
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম, কেটেছে দিন হেলায়।
গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখ সুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি; আমি তোমার গান ত গাইনি।
[গীতিলেখা ৩।১]—২৫ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৫২৭ আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।
সে আছে ব'লে আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে, আমার বনে।
সে আছে ব'লে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম শাদায় কালোয়!
সে মোর সঙ্গে থাকে ব'লে
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দখিন সমীরণে!
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পূরে
আনমনা কোন্ তানের মাঝে আমার গানের সুরে।
দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়,
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে আমারে কাজ ভোলায়!
সে মোর চিরদিনের ব'লে
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে।
[গীতিবীথিকা, ৫৩]

৭২৮ তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ, লহ।

এবার তুমি ফিরো না হে, হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ।

যে দিন গেছে তোমা বিনা, তারে আর ফিরে চাহি না, যাক্ সে ধুলাতে,

এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে, যেন জাগি অহরহ।

কি আবেশে কিসের কথায়, ফিরেছি হে যথায় তথায়, পথে প্রান্তরে

এবার বুকের কাছে ও-মুখ রেখে, তোমার আপন বাণী কহ।

কত কলুষ কত ফাঁকি, এখনো যে আছে বাকি, মনের গোপনে

আমায় তারি লাগি আর ফিরায়ো না, তারে আগুন দিয়ে দহ।

[বাউলের সুর, দাদরা। গীতিলিপি ৩।৪৩]. —২৮ চৈত্র ১৩১৬ বাং (১৯১০)

৭২৯ হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই!

সংসারে যা দিবে মানিব তাই; হৃদয়ে তোমায় যেন পাই

তব দয়া জাগিবে স্মরণে নিশিদিন জীবনে মরণে,

দুঃখে সুখে সম্পদে বিপদে তোমারি দয়াপানে চাই,

তোমারি দয়া যেন পাই!

তব দয়া শান্তির নীরে, অন্তরে নামিবে ধীরে;

তব দয়া মঙ্গল-আলো, জীবন-আঁধারে জ্বালো!

প্রেম ভক্তি মম, সকল শক্তি মম,

তোমারি দয়ারূপে পাই, আমার ব'লে কিছু নাই

[মিশ্র পরজ, কাওয়ালি। গীতলিপি ২।৩০]

৭৩০ আমায় ভুল্‌তে দিতে নাইক তোমার ভয়।
আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার প্রেমের তো নাই ক্ষয়।
দূরে গিয়ে বাড়াই যে ঘুর, সে দূর শুধু আমারি দূর,
তোমার কাছে দূর কভু দূর নয়।
আমার প্রাণের কুঁড়ি পাপড়ি নাহি খোলে,
তোমার বসন্ত বায় নাই কি গো তাই ব'লে?
এই খেলাতে আমার সনে হার মানো' যে ক্ষণে ক্ষণে,
হারের মাঝে আছে তোমার জয়।

[গীতলেখা ১।৫১]—২৯ ফাল্গুন ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৭৩১ ধনে জনে আছি জড়ায়ে, হায়!
তবু জান, মন তোমারে চায়।
অন্তরে আছ অন্তর্যামী, আমা চেয়ে আমায় জানিছ স্বামী,
সব সুখে দুখে ভুলে থাকায়, জান, মম মন তোমারে চায়।
ছাড়িতে পারিনি অহঙ্কারে, ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তারে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে, হায়! তুমি জান মন তোমারে চায়।
যা আছে আমার সকলি কবে নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে,
সব ছেড়ে সব পাব তোমায়! মনে মনে মন তোমারে চায়।

[সিন্ধুড়া খাম্বাজ, একতালা। গীতলিপি, ৬।১৩]—১৫ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৭৩২ প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে।
দেখা নাই পাই, পথ চাই, সেও মনে ভালো লাগে। (প্রভু)
ধূলাতে বসিয়া দ্বারে, ভিখারী হৃদয় হা রে, তোমারি করুণা মাগে ;
কৃপা নাই পাই, শুধু চাই, সেও মনে ভালো লাগে। (প্রভু)
আজি এ জগত-মাঝে, কত সুখে কত কাজে, চ'লে গেল সবে আগে ;
সাথী নাই পাই, তোমায় চাই, সেও মনে ভালো লাগে। (প্রভু)
চারিদিকে সুধা-ভরা ব্যাকুল শ্যামল ধরা, কাঁদায় রে অনুরাগে ;
দেখা নাই পাই, ব্যথা পাই, সেও মনে ভালো লাগে। (প্রভু)
[মিশ্র বেহাগ, ঠুংরি। গীতলিপি ২।৩৩]—১৪ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৭৩৩ যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেও না প্রভু !
যদি কোন দিন এ বীণার তারে, তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া ক'রে তবু রহিও দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেও না প্রভু !
যদি কোন দিন তোমার আহ্বানে, সুপ্তি আমার চেতনা না মানে,
বজ্র-বেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেও না প্রভু !
যদি কোন দিন তোমার আসনে, আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির দিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেও না প্রভু !
[সিন্ধু ভৈরবী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৪ ; বৈতালিক ৫৫]

৭৩৪ তোমার দয়া যদি চাহিতে না-ও জানি,
তবুও দয়া ক'রে চরণে নিও টানি।

আমি যা গড়ে তু'লে আরামে থাকি ভু'লে,
সুখের উপাসনা করি গো ফলে ফুলে,
সে ধূলাখেলা-ঘরে রেখো না ঘৃণাভরে,
জাগায়ো দয়া ক'রে বহ্নি-শেল হানি।
সত্য মুদে আছে দ্বিধার মাঝখানে,
তাহারে তুমি ছাড়া ফুটাতে কেবা জানে!
মৃত্যু ভেদ করি অমৃত পড়ে ঝরি,
অতল দীনতায় শূন্য উঠে ভরি;
পতন-ব্যথা-মাঝে চেতনা আসি বাজে,
বিরোধ কোলাহলে গভীর তব বাণী।

শ্রাবণ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৭৩২ সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো হে নাথ প্রণমি তোমায়, গাহি ব'সে তব গান।
অন্তরযামী ক্ষম সে আমার শূন্য মনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন, ভক্তিবিহীন তান।
ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে, আশা করি প্রাণপণে,
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে;
সহসা একদা আপনা হইতে, ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান।

[ভৈরবী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১১; বৈতালিক ৫৯].

৭৩৬ বুঝিতে পারি না পারি, নাথ হে, আমি তোমায়,
হৃদয় ভরিয়ে শান্তি দিতে হইবে আমায়।
যোগী ঋষি জ্ঞানী যত, কে বা পায় তব অন্ত,
কেবল ভকত-জনে ভক্তি-রসে শান্তি পায়।
ভাব-রসে হ'য়ে মত্ত, পাসরিয়া আত্মতত্ত্ব,
তাই তারা অবিরত হাসে কাঁদে, নাচে গায়।
অজ্ঞানে হইয়া জ্ঞানী, অন্তরে কৃতার্থ মানি,
নিজানন্দে প্রেমানন্দে স্রোতে ভেসে চ'লে যায়।
জননীরে নাহি জানে অবোধ শিশু-সন্তানে,
কিন্তু সে প্রাণের টানে, সহজে চেনে তাহায় ;
কে তুমি, কি তুমি, বুঝিতে চাহি না আমি,
স্নেহসুধা পান করি, প'ড়ে র'ব তব পায়।
[ভৈরবী, ঝাঁপতাল]

৭৩৭ চিরসখা, ছেড়ো না, মোরে ছেড়ো না।
সংসার গহনে নির্ভয় নির্ভর, নির্জন-সজনে সঙ্গে রহ।
অধনের হও ধন, অনাথের নাথ, হও হে অবলার বল
জরাভারাতুরে নবীন কর, ও হে সুধা সাগর।
[বেহাগ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৩৮]

৭৩৮ আপনি যখন হৃদয়ে ফুল ফুটবে না, তুমি এস।
শুষ্ক যখন জীবনে গীত উঠবে না, তুমি এস!

জীবন যখন হবে মরু, রইবে না তায় একটি তরু,
(যখন) অন্ধ কারা ঠেক্‌বে ধরা, তুমি এস!
কান্না যখন বক্ষে আমার বন্যা ব'বে, তুমি এস!
বিফল যখন লাগ্‌বে জীবন, মাগ্‌বে মরণ, তুমি এস!
নিমেষে ফুল ফুটিয়ো তবে, সুধার উৎস ছুটিয়ো তবে,
(আমার) কান্নাজলে পান্না-দোলায় তুমি এস!
তুমি আমার জীবনে কি, কইতে আমি পারি সে কি?
সব গীতি যে বন্ধ সেথায়, সকল কথা কথার ফাঁকি।
তুমি আমার জীবনে কি, আমি বিনে জান্‌বে কে কি?
(তোমার) চরণতলে সব বিকাক ; তুমি এস।
[মিশ্র সোহাগ, দাদরা। ভোরের পাখী ৪৮]

৭৩৯ ঘোর ঝঞ্ঝা-ঘন তিমির-রাতে
যবে ডাকিব কাতরে, যেন সাড়া পাই!
যবে দিশেহারা হ'য়ে অন্ধকারে ডাকিব তোমারে, যেন সাড়া পাই!
বাসনা যেদিন শতেক ডোরে, বাঁধিয়া ফেলিতে চাহিবে মোরে,
যবে ডাকিব সঘন, 'নাথ' 'নাথ' ক'রে, যেন সাড়া পাই!
শুকায়ে যাবে যবে এ জীবন-ধারা, জীবন-নদী হবে মরু-মাঝে হারা,
ফুটিবে না ফুল, উঠিবে না গান, জাগিবে না প্রাণ, যেন সাড়া পাই!
তোমারে রাখিব জীবন-মাঝারে, সতত হেরিব হৃদয়-রাজারে,
ডাকিব কাতরে, আলোকে আঁধারে, যেন সাড়া পাই।
[ইমন ভূপালী]

৭৪০ দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে, আপন জেনে আদর করি নে !
পিতা ব'লে প্রণাম করি পায়ে, বন্ধু ব'লে দুহাত ধরি নে ।
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে আমার হ'য়ে যেথায় এলে নেমে,
সেথায় সুখে, বুকের মধ্যে ধ'রে, সঙ্গী ব'লে তোমায় বরি নে !
ভাই তুমি যে ভাইয়ের মাঝে, প্রভু, তাদের পানে তাকাই না যে তব.
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন, তোমার মুঠা কেন ভরি নে !
ছুটে এসে সবার সুখে দুখে, দাঁড়াই নে ত তোমারি সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে, প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি নে !
[সিন্ধু-খাম্বাজ, একতালা । গীতলিপি ৫।৩০]—৫ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০

৭৪১ দয়া ক'রে ইচ্ছা ক'রে আপনি ছোট হ'য়ে
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে ।
তাই তোমার মাধুর্য্য-সুধা ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা,
জলে স্থলে দাও যে ধরা কত আকার ল'য়ে ।
বন্ধু হ'য়ে পিতা হ'য়ে জননী হ'য়ে,
আপনি তুমি ছোট হ'য়ে এস হৃদয়ে ।
আমিও কি আপন হাতে করব ছোট বিশ্বনাথে ?
জানাব আর জান্‌ব তোমায় ক্ষুদ্র পরিচয়ে ? .
২৬ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৭৪২ চরণ-ধ্বনি শুনি তব নাথ, জীবন-তীরে,
কত নীরব নির্জনে, কত মধু সমীরে !

গগনে গ্রহতারাচয় অনিমেষে চাহি রয়,
ভাবনা-স্রোত হৃদয়ে বয়, ধীরে, একান্তে, ধীরে।
চাহিয়া রহে আঁখি মম, তৃষ্ণাতুর পাখী সম,
শ্রবণ রয়েছি মেলি চিত্ত-গভীরে ;
কোন্ শুভ প্রাতে, দাঁড়াবে হৃদি-মাঝে,
ভুলিব সব দুঃখ সুখ, ডুবিয়া আনন্দ-নীরে !
[সিন্ধু-কাফি, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৩০]

৭৪৩ দাও হে, হৃদয় ভ'রে দাও !
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সুধা-সাগরে, সুধা-রসে মাতোয়ারা ক'রে দাও
যেই সুধারস-পানে ত্রিভুবন মাতে, তাহা মোরে দাও।
[রামকেলি, কাওয়ালি]

৭৪৪ অনেক দিয়েছ নাথ (আমায়), আমার বাসনা তবু পুরিল না!
দীন-দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না !
দিয়েছ জীবন মন, প্রাণ-প্রিয় পরিজন,
সুধা-স্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর, শ্যামশোভা ধরণী ;
এত যদি দিলে সখা, আরো দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না।
[আসাবরি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৮৮]

৭৪৫ প্রভু, দাঁড়াও তোমায় দেখি !

নিয়ে সকল দাবি দাওয়া, চির-জীবন হয়নি চাওয়া,
আজ্‌কে যখন চোখ তুলেছি, তুমিই পালাবে কি ?
দুই চোখে যে কুলায় না মোর তোমার রূপের আলো,
লক্ষ কোটি নয়ন দিলে হ'ত সে মোর ভালো।
নোঙর-ছেড়া মত্ত হিয়া, চলেছিল পথ ভুলিয়া,
থামুক্ সে মোর যাত্রা আজি, চরণতলে ঠেকি।

৭৪৬ ধীর সমীরে, চঞ্চল নীরে, খেলে যবে মন্দ হিল্লোল,
বিগলিত-কাঞ্চন-সন্নিভ শশধর জলমাঝে খেলে মৃদু দোল,
যবে কনক প্রভাতে নব রবি সাথে জাগে সুষুপ্ত ধরা,
পরিমল-পূরিত কুসুমিত কাননে পাখী গাহে সুমধুর বোল,
যবে শ্যামল শস্যে বিস্তৃত প্রান্তর রাজে, মোহি মন প্রাণ,
সান্ধ্য-সমীরণ-চুম্বিত-চঞ্চল, শীত-শিশির করে পান, -
কোটি নয়ন দেহ, কোটি শ্রবণ প্রভু, দেহ মোরে কোটি সুকণ্ঠ,
হেরিতে মোহন ছবি,শুনিতে সে সঙ্গীত, তুলিতে তোমারি যশরোল!
মিশ্র ভূপালী, কাওয়ালি]

৭৪৭ আমায় তুমি হাজার রূপে দেখ্‌চ বারে বারে,
সুখের মাঝে দুখের মাঝে গভীর অশ্রুধারে।
এখনো কি দেখার বাকি ? এখনো সাধ মিটল না কি ?
নূতন ক'রে দেখ্‌বে কি নাথ আমার বেদনারে ?

এই আমারি দেহের মাঝে এই আমারি মন,
তোমার চোখে দেখায় সে কি শোভায় অতুলন ?
তোমার চোখের দৃষ্টি নিয়ে, আমার মনের সুধা পিয়ে
এই আমারি জীবন খানি ভর্‌বে সুধা ভারে ?

৭৪৮ আমি সকলি দিনু তোমারে, মম নাথ হে, প্রাণনাথ হে।
তাহে সিঞ্চিয়া তব পুণ্যবারি, রাখিয়ো তব সাথ হে !
যাহা বিফল হ'ল এ জনমে, তাহা সফল করিও কালে,
যাহা পঙ্কিল তাহা নাশিও, মম জটিল জীবন-জালে।
লহ লজ্জা, নাথ হে, ও হে লজ্জা-নিবারণ !
মম সুখ-আশা-স্মৃতি লহ হে, ও হে সকল সুখের কারণ।
মম দুঃখ-সিন্ধু মথিয়া, লহ অমৃতে উদ্ধারি,
মম বাসনা সব লীন হোক্ ইচ্ছায় তোমারি।
[[illegible] কানাড়া, একতালা। শতগান ২০৯]

৭৪৯. তব অমল পরশ-রস, তব শীতল শান্ত পুণ্য-কর, অন্তরে দাও
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি হৃদয়মাঝে মম চাও।
তব মধুময় প্রেম-রস সুন্দর সুগন্ধে জীবন ছাও।
জ্ঞান ধ্যান তব, ভক্তি-অমৃত তব, শ্রী-আনন্দ জাগাও।
[[illegible] কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৮ ; বৈতালিক ৩৮০]

৭৫৩ এ বিশ্ব-ভুবন হেরিব সুন্দর, হেরিব সুন্দর সবারে ;
সুন্দর রূপে পশিব হে নাথ, তোমার রূপের মাঝারে।
দুঃখ বিষাদ পাপ আঁধার, দেখিব না দেখিব না আর,
লভিব নবীন দিব্য দরশন, স্নাত হ'য়ে পুণ্য-সাগরে।
নিরাশা-মরু হইব হে পার, ছুটিব তোমার উদ্দেশে,
কবে হরষিত হইবে এ চিত, তোমার প্রেম-পরশে ;
তোমারে লইয়া করিব বসতি শান্তি-তটিনী-তীরে,
হৃদয়-বাঁশী বাজিবে মধুর তোমার করুণা-সমীরে।
[সুরটমল্লার মিশ্র, তেওরা]

৭৬১ (আমায়) কত ভালবেসে, রেখেছ তোমার পাশে।
অনন্ত ভুবনে তোমার সদনে, ফুটিব হে আমি নিমেষে নিমেষে
শত বাধা মাঝে লতিকার প্রায়, থাকিব তোমারে ঘিরি...
মোহ-পাক হ'তে, পদ্মের মত, উঠিব হে আমি ফুটিয়া ;
রহিব অচল, সম হিমাচল, অকম্পিত দুঃখ-পরশে।
তটিনীর প্রায় শান্তি-সাগরে যাইব হে আমি ছুটিয়া,
বিষয়-বাসনা পাষাণের বাঁধ চলিব সবলে ভাঙ্গিয়া,
মুক্ত হৃদয়ে তব নাম গেয়ে উড়িব অনন্ত আকাশে।
হইবে ধন্য জীবন আমার তোমার পুণ্য-পরশে,
অসীম গৌরবে রাখিবে আমায় তোমার অমৃত-নিবাসে,
চির করুণার আমি হে তোমার, উজলিব তব প্রকাশে।
[ঝিঁঝিট, একতালা]

৭৩২ আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ ;
আমি সুখ ব'লে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ ব'লে সুখ দিয়েছ।
(দয়া ক'রে) (দুখ দিলে আমায় দয়া ক'রে)
হৃদয় যাহার শত খানে ছিল, শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে !
(কুড়া'য়ে এনে) (শত খান হ'তে কুড়া'য়ে এনে)
(ধূলা হ'তে তারে কুড়া'য়ে এনে)
সুখ সুখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে কত দিকে কত খোজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার, এবার সে কথা বোঝালে !
(বুঝায়ে দিলে) (হৃদয়ে আসি বুঝায়ে দিলে)
(তুমি কে হও আমার, বুঝায়ে দিলে)
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে, কোথা নিয়ে যায় কাহারে !
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে, এনেছ তোমারি দুয়ারে !
(আমি না জানিতে)
(কোথা দিয়ে আমায় এনেছ, আমি না জানিতে)

৭৩৩ লও লও হে অনাথের উপহার, ও হে ত্রিভুবন-নাথ।
অতি যতনে আজি এনেছি প্রীতি-কুসুম, তোমারি তরে দয়াময়
আমি যে তোমারি দ্বারের ভিখারী প্রতিদিন, দীননাথ।
বল বল নাথ, কি দিব তোমায়, কি আছে আমার আর।
[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

৭৩৪ নাথ, কি দিব তোমারে ! সকলি তোমার, আছে কি আমার ?
হৃদয়ের প্রীতি-ফুলে তুমিই বিকশিছ নাথ,
লও প্রভু তুলিয়ে, সে ধন তোমারি ।

[জয়জয়ন্তী, রূপক]

---

৭৩৫ তোমারে দিবার কিছুই নাই গো
নাই গো আমার পৃথ্বী মাঝে।
যাহা কিছু প্রেয়, শ্রেয়, ও গো তুমি আগে হ'তে মোরে দিয়াছ তা যে !
তব প্রকৃতির শ্যাম শুভ শোভা, গড়েছ আমার করি মনোলোভা,
গ্রহ তারকার চারু কর-প্রভা নিয়োজিত মোরি কাজে ;
তোমার প্রেমের তুলা বিচার, সকলেরি তাহে সম অধিকার,
স্নিগ্ধ কোমল পরশে তোমার, তুচ্ছ বিভেদ লাজে !

[ঝিঁঝিট, ঠুংরি]

পঞ্চম অধ্যায়।

সঙ্কল্প, আকাঙ্ক্ষা, আত্মোৎসর্গ, জাগরণ, আলোক ও বল ভিক্ষা, নির্ভর, নির্ভয় ভাব।

—:*:—

প্রাণ ব্রহ্মপদে, হস্ত কার্য্যে তাঁর,
এই ভাবে দিন কাটুক আমার।

---

৭২৬ সাধ মনে, হরিধনে নয়নে নয়নে রাখি।
হরি নাম গান, প্রেমসুধা পান, চরণামৃত অঙ্গে মাখি। (হরি॰)
ভজি তাঁর পদ দিয়ে প্রাণ মন, যোগানন্দরসে হইয়ে মগন,
তাঁহারি সেবায়, তাঁহারি কথায়, দিবা নিশি ভুলে থাকি।
(হরি-দরশনে, হরি-সঙ্কীর্ত্তনে, মননে চিন্তনে)
লীলারস-রঙ্গে মাতি হৃদয়-নিকুঞ্জ-বনে,
নাচি গাই হাসি খেলি মিলে প্রাণসখা-সনে;
দেখি অবিরাম মর্ত্যে স্বর্গধাম কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি,
সব রিপুগণে দিয়ে ফাঁকি!

[ঝিঁঝিট কীর্ত্তন. একতালা]

৭৫৭ তোমারে চাহিয়া চলিব পথ, তোমারে চাহিয়া গাহিব গান ;
তোমারি নাম-অমিয়-ধারা, তৃষিত রসনা করিবে পান।
এ ক্ষুদ্র হৃদয় করিব আমি, তোমারি, দেব, বিহার-ভূমি ;
তোমারই কাজে, তোমারই সেবায়, করিব হে এই জীবন দান।
[জয়জয়ন্তী, একতালা]

৭৫৮ লও আমারে তোমার ক'রে !
আমি থাক্‌ব না আর মোহের ঘোরে।
তোমার খাব, তোমার পর্‌ব, বাস করিব তোমার ঘরে ;
সদা তোমার কথা শুনে চল্‌ব, রাখ্‌ব না আর আপনারে ;
তোমার সেবায়, তোমার পূজায়, থাক্‌ব চিরদিনের তরে
হৃদয়মাঝে দে'খে তোমায়, ভাসিব আনন্দ-নীরে।
[রামপ্রসাদী সুর, একতালা]

৭৫৯ বিষয়-সুখে মন তৃপ্তি কি মানে !
তব চরণামৃত-পান-পিপাসিত, নাহি চাহি ধন জন মানে।
হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর-পাদ-কমল-মধু-পানে,
না চাহি অপর কিছু ; মধুকর ত্যজি মধু, চায় কি সে জলপানে
সেই তব সুবিমল প্রেম-মুখচ্ছবি নিরখি নিরখি অনিমেষে,
সফল করিব, প্রভু, নেত্রযুগল মম ; পাসরিব ভয় দুখ ক্লেশে
অনুদিন গাইব ভগবদমল যশঃ কোমল সুমধুর তানে ;
মিলিবে সে ফল তাহে, কভু নাহি মিলে যাহা দুঃসহ তপ জপ দা

পলভর না ছাড়িব তোমার অভয়পদ, তুমিও রাখিবে তব দাসে ;
তব সহবাস-সুখে রহি নিশিদিন, না গণিব ভব-বনবাসে।
পরিহরি বিষময় বিষয়-প্রলোভন, অনুচর রব তব পাশে ;
হৃদয়-থাল ভরি প্রীতি-কুসুম ল'য়ে পূজিব নিত্য মহেশে।
পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব, অক্ষত রিপুর প্রহারে ;
তব করুণা-তরী করি অবলম্বন, যাব ভবার্ণব-পারে।
জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু, নির্ভয় হইব সখা হে ;
মঙ্গল কার্য্য তোমার সমাপিয়ে, সহজে ত্যজিব এই দেহে।
[খাম্বাজ. ঠুংরি]

---

৭৬০ এস এস, প্রাণসখা, প্রাণমাঝে দাও দেখা,
তোমা হেরে জুড়াই জীবন।
তোমার বিহনে, কি সুখ আর এ জীবনে,
ধন মানে নাহি প্রয়োজন। (ও হে প্রভো)
প্রভু, তোমার রূপ মাধুরী যোগিজন-মনোহারী,
নয়নে হেরিব অনুক্ষণ ; (ও হে প্রভো)
হেরে মন গ'লে যাবে, প্রাণ মন উথলিবে,
প্রেম-নীরে হইব মগন। (তোমার প্রেম সাগরে)
প্রভু, তব পদ-শতদল, হৃদয়ে ক'রে সম্বল,
অনুদিন করিব সেবন ; (ও হে প্রভো)
দেহ মন প্রাণ দিয়ে, অনুগত দাস হ'য়ে
তোমারি রহিব অনুক্ষণ। (চির জীবনের তরে হে)

৭৬১ তোমারি রহিব, নাথ, জীবনে মরণে।
চিরদিন প'ড়ে রব তোমার চরণে।
কি সুখ জীবনে, হায়! দগ্ধ মরুভূমি প্রায়
এ ছার জীবন, তব প্রেম-বারি বিনে ;
সংসারের ধন মান চাহে না আমার প্রাণ
দেয় না তিলেক শান্তি তাপিত জীবনে।
তোমা বিনা দয়াময়, জীবন আঁধারময়,
কিছুতেই সুখ নাই তোমার বিহনে ;
পুণ্যের বিমল জ্যোতি, মানবের স্নেহ প্রীতি
সকলি মলিন, তব প্রেমালোক বিনে।
তব প্রেম সুধাময়, হায়, নাথ, যে হৃদয়
করিয়াছে আস্বাদন, বারেক জীবনে,
কি সুখে ভুলায়ে, হায়! রাখিবে সংসার তায়
কেমনে বাঁধিবে তার আকুল পরাণে ?
হৃদয় তোমারি তরে, কাঁদে সদা প্রেমভরে,
তোমা তরে প্রেম-ধারা বহে দুনয়নে,
এই, নাথ, লও মোরে, বাঁধি রাখ প্রেম-ডোরে,
হৃদয় পরাণ মন তোমার চরণে।
[ভৈরবী, কাওয়ালি]

৭৬২ মা জীবন-দায়িনী, শকতি-সঞ্চারিণী,
তুমি আমার অনন্ত সম্বল ;

এ লোক-লোকান্তরে, থাকিব তোমার ঘরে,
তুমি আমার প্রাণ বুদ্ধি বল।
তোমার সুপুত্র হ'য়ে, থাকিব তোমাকে ল'য়ে,
এ সংসার হবে স্বর্গবাস ;
শুদ্ধ হবে মন প্রাণ, করিয়া তোমার ধ্যান,
কুবাসনা হইবে বিনাশ।
প্রতিদিন ভক্তিভরে, দাঁড়াব তোমার দ্বারে,
অনিমেষে চাব মুখপানে ;
গাইব তোমার নাম, যাইব অনন্ত-ধাম,
প্রেমধারা বহিবে এ প্রাণে।

[কীর্ত্তন, ঠুংরি]

---

৭৬৩ ইচ্ছা হয় সব ভুলে, ছাড়ি মোহ-কোলাহলে,
পূজি নিত্য শান্ত মনে হৃদয়েশ হৃদাসনে।
ফেলি তব প্রেম-নীরে স্নিগ্ধ করি দীপ্ত শিরে,
ঢালি অশ্রু পূত পদে, তৃপ্ত করি তপ্ত হৃদে।
তব প্রীতিকর জেনে, সাধি কার্য্য প্রাণপণে,
তব হস্ত সমর্পণে, সফল করি জীবনে ;
জগৎপাল জগদ্গুরু, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু,
রাখি তব পুণ্যপথে, পূর ভক্ত-মনোরথে।

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

---

৭৬৪ মোরা এই জীবনে তোমায় ভালবাস্‌ব, ভগবান !
দিবস রাতে সকাল সাঁঝে গাইব তোমার গান।
তোমায় মোরা কর্‌ব বরণ, তোমার মোরা ধর্‌ব চরণ,
বাক্যে মনে আচরণে ফুট্‌বে জয়গান,
নামটি তোমার সফল হ্‌বে সকল দিন যায়।
তোমায় ভালবাস্‌লে ভালবাস্‌ব সকল জন,
চরাচরে নিখিল প্রাণী সব হবে আপন।
সবায় ভালবাসার সাথে, তোমার আশীষ ঝর্‌বে মাথে,
সেই আশীষেই সকল দুঃখ হবেই অবসান,
এমন সুদিন আস্‌বে যে দিন, হব সফলকাম।
[ইমন ভূপালী, তেওরা। পথের বাঁশী, ৪৮]

৭৬৫ আমি হে জেনেছি এবার,
জীবে প্রেম, নাম-সাধন, এই জীবনের সার।
বিনীত সেবক হ'য়ে, আত্মসুখ ত্যজিয়ে,
পর-সুখে সুখী হব, এই ইচ্ছা তোমার।
পিতা তোমার পুণ্যপ্রসাদে, সকলের আশীর্ব্বাদে,
নিরাপদে ভবসিন্ধু হইব হে পার ;
যাইব অমৃত-ধামে, মিলে সব বন্ধুগণে,
চির-প্রেমে হ'য়ে রব এক পরিবার।
[ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, আড়া]

৭৬৬ থাক্‌ব না আর এ-পাপরাজ্যে, ব্রহ্ম-লোকে যাব চ'লে।
সুখে বাস করিব তথায়, ব্রহ্ম-কল্পতরু-মূলে।
প্রেমের বীজ করিয়ে রোপণ ভক্তি-নদীর উপকূলে,
হৃদয়-ভাণ্ডার পূর্ণ করিব পুণ্য-সম্বলে।
অমর হ'য়ে অমৃত পান করিব কুতূহলে
ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সদা ভাসিব প্রেম-হিল্লোলে।
অসার নীচ বাসনা, সকলই যাইব ভুলে,
হ'য়ে অনুরাগী, প্রেম-বৈরাগী, বিলাব প্রেম হৃদয় খুলে।
[সিন্ধু ভৈরবী, পোস্ত]

---

৭৬৭ (ও গো) অন্য কিছু দিয়ে মোরে ভুলায়ো না আর!
(আমার) তোমা ছাড়া কোন ধন নাহি চাহিবার!
ধন জন নাহি চাহি, বিদ্যা বুদ্ধি নাহি মাগি,
কেবল সম্বল করি চরণ তোমার।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি যাচি, যশোমানে নাহি রুচি;
হৃদে রাখি তব পদ, বাসনা আমার।
হৃদে জাগ, দয়াল হরি, দীনহীনে কৃপা করি;
(তোমায়) অনিমেষে নিরখিতে বাসনা আমার।
বাসনা আহুতি ঢালি, সাঙ্গ করি আত্ম-বলি,
(থাকি) দিবানিশি তব সাথে, ভুলি আপনার!
[[illegible] । সুর, "তুমি যে গো সাথে সাথে"]

৭৬৮ হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে ?

(আমার) মনের মাঝে ভবের কাজে মালিক হ'য়ে রবে, (কবে ?)
(আমার) সকল সুখে সকল দুখে তোমার চরণ ধ'র্‌ব বুকে ;
কণ্ঠ আমার সকল কথায় তোমার কথাই ক'বে।
কিন্‌ব যাহা ভবের হাটে, আন্‌ব তোমার চরণ-বাটে,
তোমার কাছে, হে মহাজন, সবই বাঁধা রবে, (কবে ?)
স্বার্থ-প্রাচীর ক'রে খাড়া, গড়্‌ব যখন আপন কারা,
বজ্র হ'য়ে তুমি তারে ভাঙ্‌বে ভীষণ রবে।
পায়ে যখন ঠেল্‌বে সবাই, তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই,
জগতের সকল আপন হ'তে আপন হবে, (কবে ?)
(শেষে) ফির্‌ব যখন সন্ধ্যাবেলা সাঙ্গ ক'রে ভবের খেলা,
জননী হ'য়ে তখন কোল বাড়ায়ে লবে।
[মিশ্র সাহানা, দাদরা। কাকলি ১।৯]

৭৬৯ কি আর বলিব আমি !

জনম হইতে তোমারি প্রেমেতে আমায় বেঁধেছ তুমি।
আমি পাপী দুখী অধম সন্তান জেনেও শিখালে তব নামগান ..
গাহিব দিবস-যামী।
ছোট খাট তব প্রিয় কার্য্য যত, দাও না আমায় করিতে নিয়ত
জীবন যা হ'লে না কাটে বিফলে, কর তা জীবন-স্বামী।
[মিশ্র মূলতান, একতালা]

৭৭০ ধন্য সেই জন, তোমার হাতে প্রাণ করিয়াছে যেই দান ;
তুমি চিরদিন তরে, প্রভু হে তাহারে করেছ অভয়-দান !
পাপে কলঙ্কিত, মোহে অভিভূত, মৃতপ্রায় যে জীবন,
ওহে প্রাণাধার, পরশে তোমার পায় সে নবজীবন !
লৌহময় প্রাণ করিলে অর্পণ, সোণার প্রাণ কর দান ;
আমি সব জেনে শুনে, তোমার চরণে স'পি না এ ছার প্রাণ !
ঐহিকের সুখ হবে না ব'লে দিলাম না প্রাণ তোমায়,
আমার এ সংসারের সুখ, তাও ত হ'ল না, দুকূল হারালেম, হায় !
ঘুচাও এ দুর্ম্মতি, দাও শুভমতি, দাও জ্বলন্ত বিশ্বাস ;
আমি দেহ মন প্রাণ তোমায় ক'রে দান, হইব হে তব দাস।

৭৭১ এই নিবেদন, দিও দরশন দিনান্তে একবার, ও হে দয়াময় !
একবার ভাল ক'রে দেখিলে তোমারে সকল অভাব পরিপূর্ণ হয়।
যখন ও-পদে কর্‌ব প্রণিপাত, মাথায় হাত দিয়ে ক'রো আশীর্ব্বাদ,
পাপ ক্ষয় হবে, ভয় দূরে যাবে, পরশে শীতল হইবে হৃদয়।
নিত্য নিত্য আমি আস্‌ব তোমার দ্বারে,
ভিখারীর বেশে, ব্যাকুল অন্তরে,
আশা-পূর্ণ মনে, সতৃষ্ণ নয়নে, দে'খে যাব একবার ক'রে।
প্রেম-পুণ্য-বল ক'রে উপার্জ্জন, কর্ম্মক্ষেত্র-মাঝে করিব গমন,
তোমার প্রসাদে, শুভ আশীর্ব্বাদে, সব শত্রুগণে কর্‌ব পরাজয়।
[সুরটমল্লার, একতালা]

৭৭২ আমি হে তোমারি কৃপার ভিখারী
থাকিতে চাই হরি চিরদিন।
না জানি ভজন, না জানি সাধন, ভক্তিহীন, পাপেতে মলিন।
তোমার করুণা কারেও ছাড়ে না, পাপীর প্রতি নহে উদাসীন ;
তাই চিদাকাশে আশা আর বিশ্বাসে উদয় ক'রে দেও হে শুভদিন।
তোমার কৃপায় লভিয়ে নয়ন, দেখিব হে প্রভো তব প্রেমানন,
মধুর বচন করিয়ে শ্রবণ, সুখে দুঃখে রব আজ্ঞাধীন।
তোমা বিনে বল' কে আছে সম্বল, কে ঘুচাতে পারে নয়ন-জল,
আছি সব স'য়ে তোমার লাগিয়ে, হ'য়ে অকিঞ্চন দীন হীন।
[বেহাগ, একতালা]

৭৭৩ আর কোথা শান্তিবারি, তোমা ছাড়ি কোথা যাব,
এমন মধুর প্রেম, হায়, আর কোথা পাব ?
বসায়ে হৃদয়াসনে, অনিমেষ দুনয়নে,
হেরিব ও প্রেম-মূর্ত্তি, প্রাণ মন জুড়াইবে,
অবিরল দুনয়নে প্রেমধারা বরষিবে।
কার তরে এ জীবন, তোমা বিনে কারে দিব ?
প্রাণ মন সব, নাথ, তোমাকেই সঁপে দিব ;
এ হৃদয়, প্রাণাধার, পূর্ণরূপে অধিকার
কর আসি, এ হৃদয়ে আর কিছু আনিব না ;
সংসার-বাসনা পানে আর ফিরে চাহিব না।

এ দুর্ব্বল দেহ মন তোমার চরণ পরে
অর্পণ করিব নাথ, চির জীবনের তরে ;
আলস্য জড়তা ছেড়ে, জীবন্ত উৎসাহ-ভরে,
করিব তোমার সেবা, বৃথা কাজে যাইব না ;
সংসার-সেবায় আর কলঙ্কিত হইব না।
[সাহানা, ঝাঁপতাল]

৭৭৪ ওরা চাহিতে জানে না দয়াময় !
চাহে ধন জন আয়ুঃ আরোগ্য বিজয়।
করুণার সিন্ধু-কূলে বসিয়া মনের ভুলে
এক বিন্দু বারি তুলে মুখে নাহি লয়।
তীরে করি ছুটাছুটি, ধূলি বাঁধে মুঠি মুঠি,
পিয়াসে আকুল হিয়া আরো ক্লিষ্ট হয়।
কি ছাই মাগিয়ে নিয়ে, কি ছাই করে তা দিয়ে,
দুদিনের মোহ ভেঙ্গে চুরমার হয় ;
তথাপি নিলাজ হিয়া মহাব্যস্ত তাই নিয়া,
ভাঙ্গিতে গড়িতে, হ'য়ে পড়ে অসময়।
আহা ওরা জানে না ত, করুণা-নির্ঝর, নাথ,
না চাহিতে নিরন্তর ঝর ঝর বয় ;
চির-তৃপ্তি আছে যাহে, তা যদি গো নাহি চাহে,
তাই দিও দীনে, যাতে পিয়াসা না রয়।
[বারোঁয়া, ঠুংরি]

৭৭৫ দিয়েছিলে যাহা, গিয়েছে ফুরায়ে, ভিখারীর বেশ তাই।
ফুরায় না যাহা এবার সে ধন তোমার চরণে চাই।
সুখ আমারে দেয় না অভয়, দুঃখ আমারে করে পরাজয় :
যত দেখি তত বাড়িছে বিস্ময়, যাহা পাই তা হারাই।
ভবের মেলায় কতই খেলনা কিনিলাম, তবু সাধ ত গেল না :
ঘাটে এসে দেখি কিছু নাই বাকি ; কে দিবে তরীতে ঠাঁই !
দাও হে বিশ্বাস, দাও হে ভকতি, বিশ্বের হিতে দাও হে শকতি,
সম্পদে বিপদে তব শিব পদে স্থান যেন সদা পাই।
[পূরবী]

৭৭৬ আমি তোমার ধ'রব না হাত, তুমি আমায় ধর।
যারা আমায় টানে পিছে, তারা আমা হ'তেও বড়।
শক্ত ক'রে ধর হে নাথ, শক্ত ক'রে আমায় ধর।
যদি কভু পালিয়ে আসি, তারা কেমন ক'রে বাজায় বাঁশি :
বাজাও তোমার মোহন বীণা আরও মনোহর,
তাদের চেয়েও মধুর স্বরে বাজাও মনোহর।
[বেহাগ, আড়কাওয়ালি]

৭৭৭ আজ খুলিয়ে দিয়েছি, নাথ, হৃদয়ের দ্বার।
ও হে অকিঞ্চন-ধন, এসে কর অধিকার !
তুমি হে জীবন, প্রাণ, তুমি বল, তুমি জ্ঞান,
তুমি বিনা অনাথের কেহ নাহি আর।

তব অনুচর হ'য়ে, থাকিব তোমায় ল'য়ে,
তোমার পূজন বিনে পূজিব না অন্যে আর।
জেনেছি জেনেছি, প্রভু, ভুলিব না আর কভু,
পতিতপাবন তুমি, তুমি সর্ব্ব-মূলাধার।

[ললিত. আড়াঠেকা]

৭৮ আমার আমার বলি বটে, কাজে নয় আমার ;
সকলি তোমার নাথ, তুমি বিশ্ব-মূলাধার।
জীবন যৌবন ধন, সকলি তোমার ;
কিছুতেই নাই আমার কোন অধিকার।
মন বুদ্ধি আদি যত, সব তোমার বিতরিত,
আমি মাত্র কেবলি আধার ;
নিজে আমি আমার নই, তোমারি সম্পত্তি হই,
এই আমার জানা আছে সার।
দিয়ে তোমায় তোমার ধন, কেমনে করি তোষণ,
নাহি জানি সন্ধান তাহার ;
যদি ল'য়ে নিজ ধন, প্রীত হও হে মনের মন,
সর্ব্বস্ব দিব তোমারে, এই দণ্ডে উপহার।

[বেহাগ. কাওয়ালি]

৭৭৯ এস এস মলিন হৃদয়ে মম, এস হে হই ধন্য।
করুণা বিতর হে দয়াময় ; আমার এ জীবন কেবল তোমারি জন্য
এস এস জীবন-আধার, দুখিনী অবলার হৃদয়-মাঝার,
একবার এস হে, ডাকে কাতরে তোমার দুখিনী কন্যা।
পবিত্র করিয়ে হৃদয়-আসন, প্রীতি-পুষ্প আর ভকতি-চন্দন,
উপহার হে দিবে চরণে পাপিনী, এত কি পুণ্য !
ধরি চরণে, দেহ এই বর, কুমতি কুকথা কুচিন্তা কঠোর পাপ হে,
যেন না দহে দাসীর হৃদয়ারণ্য।

[বিভাস, একতালা]

জীবন্ত বিশ্বাস ; সত্যে প্রতিষ্ঠা।

৭৮০ জীবন্ত বিশ্বাস দাও হে মম অন্তরে।
যেন অন্তর-বাহিরে সদা দেখি তোমারে।
প'ড়ে মোহ অন্ধকারে, যেন ভুলি না নাথ তোমারে,
পাপ-প্রলোভন হ'তে রাখ হে দূরে।
অনন্ত কালের তরে, প্রভু, জীবন সঁপে তোমারে,
মোহিত হ'য়ে রহিব, তোমাকে হেরে।

[আলাইয়া, যৎ]

৭৮১ প্রভু, দয়া ক'রে দাও আমারে বিশ্বাস-আঁখি।
যেন বিশ্বাস-নেত্রে জগৎ-ক্ষেত্রে প্রেমের চিত্রে নিরখি!
যখনই যে দিকে চা'ব, কেবলই প্রেম দেখিব;
ধন্য হ'ব প্রেমলীলা সদা জীবনে দেখি।
সদা প্রেমে ডুবে র'ব, অবিশ্বাস ভুলে যা'ব,
জীবন সফল করিব, তোমায় হৃদয়ে রাখি।

[বেহাগ, যৎ]

৭৮২ কবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে এই মন প্রাণ?
কবে সত্য ভ'জে, সত্যে ম'জে, হব আমি সত্যবান্?
অসারে ভাবিয়ে সার, ছুটেছি পশ্চাতে তার,
(আমি) সোনা ফেলে, ধূলায় ভুলে, গেয়েছি মৃত্যুর গান!
বৃথা ধর্ম্মের আড়ম্বরে, ভুলায়েছি আত্ম-পরে;
(আমি) অন্তরে নরক পুষে, করেছি সাধুর ভান।
(কবে) জীবনের স্তরে স্তরে সত্যে দর্শন ক'রে
(হবে) সত্য সাধন, সত্য সিদ্ধি, সত্য আত্মার অন্ন-পান!
(কবে) ভক্ত-পদ-চিহ্ন ধ'রে সত্যের সেবার তরে
(আমি) সত্যের মহামন্দিরে দিব আত্ম-বলিদান?

[কীর্ত্তন, ঝাঁপতাল। সুর, "তব শুভ সম্মিলনে"]

৭৮৩ (প্রভু) সত্য পথে সদা যেন থাকে আমার মন।
আমি সত্যভ্রষ্ট হ'য়ে যেন না থাকি কখন।
অসত্য পথ পরিহ'রে, সত্যেতে নির্ভর ক'রে,
সত্য ভাবে কর্‌ব আমি জীবন যাপন। (প্রভু)
সত্যে নিষ্ঠা সত্যে ভক্তি, সত্যে যেন থাকে মতি,
এই বাঞ্ছা পূর্ণ কর হে সত্য-সদন।
আমি সত্যের সেবক হ'য়ে লভিব জীবন।
তুমি সত্য সনাতন, তব পদে এই নিবেদন,
অসত্য হইতে আমায় কর সত্যেতে গ্রহণ। (প্রভু)
[আলাইয়া, যৎ]

ইচ্ছা-যোগ, বাসনা-সংযম, নির্ম্মল জীবন।

৭৮৪ কবে এ পরাণ মোর একেবারে তোমার হবে!
তব ইচ্ছার অনুগত মম ইচ্ছা সদা রবে।
অহঙ্কার অবিশ্বাস নিঃশেষে হবে বিনাশ,
তব পুণ্য-সহবাসে পাপ-তৃষা দূরে যাবে।
সুখে কিংবা দুঃখে থাকি, তাতে কিছু নাই ক্ষতি ;
তব ইচ্ছা পূর্ণ কর আমাতে সম্পূর্ণ ভাবে।
[বাহার, আড়াঠেকা]

৭৮৫ তোমারি জ্ঞানে, তোমারি ধ্যানে, তব ইচ্ছাপালনে,
হব তন্ময়, ও হে দয়াময়, এই ভিক্ষা ও-চরণে।

তুমি যা বুঝাবে তাহাই বুঝিব, তুমি যা বলিবে তাহাই করিব,
তোমার মহিমা আমার রসনা গাহিবে জীবন-মরণে।
সুখে দুঃখে শোকে ইহ পরলোকে, যখন যেখানে রাখিবে আমাকে,
ভুলি আপনারে কেবল তোমারে হেরিব যোগ-নয়নে ;
তব আবির্ভাবে জ্বলন্ত প্রভাবে অবিদ্যার অভিমান ঘুচে যাবে,
দিয়ে বিসর্জ্জন দেহ প্রাণ মন, পশিব অনন্ত জীবনে।
[খাম্বাজ, একতালা]

---

৫৮৬ কবে হইব তোমার !

বিরোধের পথ হবে অবরোধ, ঘুচে যাবে সব সংশয়ান্ধকার।
তোমাতে সতত ক'রব বিচরণ, আমাতে তোমাকে করব দরশন,
আমাতে তোমাতে, তোমাতে আমাতে, মিশে হব একাকার।
তব প্রেমানলে সংসার-জঞ্জাল, পুড়ে যাবে সব মায়া-মোহ-জাল,
তব সঙ্গে কবে কাটাইব কাল, ত্যজি স্বার্থ অহঙ্কার ?
তব প্রেমাঞ্জনে রঞ্জিয়া নয়ন, প্রিয়জনে হেরব প্রিয়দরশন,
তব প্রিয়জনে সদা প্রয়োজন জীবনে হবে আমার।
তোমার বিরুদ্ধ শ্রবণ দর্শন, করিবে না মম শ্রবণ নয়ন,
রসনা বল্‌বে না বিরুদ্ধ বচন, জীবন হবে তোমার ;
আমার প্রাণের শুদ্ধ রক্ত দিয়া, হৃদয়ে তোমারে রাখিব লিখিয়া,
রিপু তাড়াইব তাই দেখাইয়া, তব পদ করি সার।
[বেহাগ, একতালা]

৭৮৭ কবে হবে পিতা-পুত্রের মিলন !

ঘুচিবে বিচ্ছেদ, ব্যবধান ভেদ, ছুটে যাবে পাপ মায়ার বন্ধন
দিয়ে বলিদান মিথ্যা অহংজ্ঞান, ভুলে যাব আমি আত্ম-অভিমান,
বলিব নির্ভয়ে সকল সময়ে "পিতা তব ইচ্ছা হউক পূরণ !"
তব জ্ঞানালোকে যাব সত্য পথে, সাধিব কর্ত্তব্য তব ইচ্ছা-মত,
করিবে ঘোষণা আমার রসনা তোমার আদেশ-বচন।
তব দেব-গুণ, পবিত্র চরিত, হবে এ জীবনে প্রতিবিম্বিত,
দেহ মন প্রাণ, বিবেক বিজ্ঞান, মহাযোগে সদা রহিবে মগন,
(ইচ্ছা-যোগে)।

[মিশ্র মল্লার, একতালা]

৭৮৮ যে জন তোমারে নাথ করে আত্মসমর্পণ,
তার কি সঙ্কট ভয় ? হয় কি তার পতন ?
তার পথ আলো করি, রেখেছ দিন বিভাবরী
সুমতি সদা বিতরি, কর তার দমসাধন।
সে, নাথ, তব ইচ্ছায় বলবুদ্ধি সমুদায়
নিশায়ে ভাসিয়ে দেয়, আনন্দে হ'য়ে মগন।
তোমার আদেশ প্রতি, শুদ্ধ তার রতি মতি,
তার হে পরম গতি, তুমি পরম শরণ।
তোমা-জয়ে তার জয়, মঙ্গলে মঙ্গল হয়,
ভুঞ্জে সে কাননাচয় তোমা সহ প্রতিক্ষণ।

[সাহানা, আড়া]

৭৮৯ ত্যজিয়ে এ পাপ দেহ কবে পাব নব জীবন !
মোহনিদ্রা ভঙ্গ হবে, ঘুচিবে ভব-বন্ধন।
জলন্ত বৈরাগ্যানলে বিনাশিয়ে রিপু দলে,
ইন্দ্রিয়সংযম-ব্রত* করিব হে উদ্‌যাপন।
পুণ্য-বিভূতি মাখিয়ে, প্রেমাঞ্জন চক্ষে দিয়ে,
চারিদিক্ তন্ময় করিব হে দরশন।
ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ রসপান,
হৃদিপদ্মে ব্রহ্ম-পাদপদ্ম করিব ধারণ।
[সাহানা মিশ্র, যৎ]

৭৯০ আর আমায় আমি নিজের শিরে বইব না।
আর নিজের দ্বারে কাঙাল হ'য়ে রইব না।
এই বোঝা তোমার পায়ে ফেলে, বেরিয়ে পড়্‌ব অবহেলে,
কোনো খবর রাখ্‌ব না ওর কোনো কথাই কইব না।
আমায় আমি নিজের শিরে বইব না।
বাসনা মোর, যারেই পরশ করে সে,—
আলোটি তার নিভিয়ে ফেলে নিমেষে ;
ওরে, সেই অশুচি দুই হাতে তার যা এনেছে, চাইনে সে আর,
তোমার প্রেমে বাজ্‌বে না যা, সে আর আমি সইব না,
আমায় আমি নিজের শিরে বইব না।
১০ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

* মূলের পাঠ, "ইন্দ্রিয়সংহার-ব্রত"।

৭৯১ চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে;
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার, ফেলো না আমারে ছড়ায়ে।
চির পিপাসিত বাসনা বেদনা, বাঁচাও তাহারে মারিয়া,
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন-আপনারে পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে বরণের মালা পরায়ে।
[গীতলেখা ৭।১০] ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বাং ১৯১৪)

৭৯২ তুমি নির্মল কর মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে!
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক্ মোর মোহ-কালিমা ঘুচায়ে!
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন্ ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল-পাথারে।
প্রভু বিশ্ব-বিপদহন্তা! তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস মোর মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে ভূধরে সলিলে গহনে,
আছ বিটপী লতায় জলদের গায় শশী তারকায় তপনে;
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, ব'সে আঁধারে মরিনু কাঁদিয়া;
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে
[ভৈরবী; জলদ-একতালা]

৭৯৩ আর যেন প্রভু, না হই কভু পাপে কলঙ্কিত !
মনে হ'লে সে যাতনা হৃদয় হয় কম্পিত।
প্রাণ-যোগে যোগী হ'য়ে থাকিব সদা নির্ভয়ে,
সুখে করিব পালন অনন্ত জীবন-ব্রত।
সংসার দুর্গম পথে, চলিব তোমার সাথে,
ফিরে ফিরে বারংবার, নিরখিব ইচ্ছামত।
স্বভাব অনুকূল হবে, সহজে তোমারে পাবে,
সশরীরে স্বর্গে যাবে, হইয়ে জীবন্মুক্ত।
আনন্দ সঙ্গীত-ধ্বনি, করিবে ভাই ভগিনী,
দেবলোকে সেই ধ্বনি হইবে প্রতিধ্বনিত।

[খাম্বাজ, মধ্যমান]

৭৯৪ হরি হে, এ দেহে আছ সদা বর্ত্তমান !
নিঃশ্বাসে শোণিতাধারে কর তোমার নাম গান।
তুমি মম বাহুবল, বিদ্যা বুদ্ধি সম্বল,
আশা ভরসা কেবল, আমি তো তৃণ-সমান।
জীবন্ত আদেশবাণী, শুনাও দিনযামিনী,
পবিত্র নিঃশ্বাসে কর মহাবীর বলবান ;
ল'য়ে ভক্ত-পরিবার, হৃদয়ে কর বিহার,
দেখাও প্রাণ-মন্দিরে পুণ্যময় স্বর্গধাম।

[খাম্বাজ বাহার, কাওয়ালি]

৭৯৫ হৃদয়-কুটীর মম কর নাথ পুণ্যাশ্রম,
বিরাজ' আনন্দে তাহে দিবানিশি অবিরাম।
জীবন কর আমার প্রেম-পরিবার,
গৃহ-দেবতা পিতা হ'য়ে থাক হে তাহার ;
মঙ্গল-শাসনে সদা কর হে শাসন।
(আমি) প্রতিদিন ভক্তিভরে করিব পূজা অর্চ্চনা,
কৃতাঞ্জলিপুটে করিব চরণ বন্দনা ;
নিত্য নব নব জাত প্রেম-হারে,
সাজাব তব সিংহাসন সুন্দর ক'রে ;
গলবস্ত্র হ'য়ে তোমায় করিব অভিবাদন।
আমার রিপু-পরিচারিকা-দল, আনন্দে মিলে সকল,
অনুদিন করিবে তব সেবার আয়োজন ;
ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদে মিলন হবে,
তব প্রেম-আবির্ভাবে আত্মা হবে স্বর্গধাম।
[বিভাস, ঝাঁপতাল]

৭৯৬ লহ লহ তুলি লও হে, ভূমিতল হ'তে ধূলিম্লান এ পরাণ :
রাখ তব কৃপা-চোখে, রাখ তব স্নেহ-করতলে !
রাখ তারে আলোকে, রাখ তারে অমৃতে,
রাখ তারে নিয়ত কল্যাণে, রাখ তারে কৃপা-চোখে,
রাখ তারে স্নেহ-করতলে।
[আড়ানা, কাওয়ালি]

৭৯৭ দেহ জ্ঞান,—দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি,—শুদ্ধ প্রীতি,
তুমি মঙ্গল-আলয়, তুমি মঙ্গল-আলয় !
ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ-আশ্রয় !
[খাম্বাজ, একতালা । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১১।২৪]

---

৭৯৮ তোমারি আদর্শে জীবন, চরিত্র, এবার গড়িয়া আমি লইব।
তোমারি স্বভাবে আমার স্বভাব
মিলাইয়া লইব। (বড় সাধ মনে)
তোমারি নয়নে আপনারে হেরে
আপনারে চিনিব ; (অহঙ্কার ছেড়ে)
আমি নই যাহা দেখাব না তাহা
ছদ্মবেশে না ভাসিব। (লোকের মন ভুলাতে)
তোমারি নামে তোমারি ধামে
সবারে ডেকে আনিব ; (সেদিন কবে হবে)
তোমারি চরণে মিলি প্রাণে প্রাণে
আত্মপর ভুলিব। (প্রেমে গ'লে গিয়ে)
মিলিয়া সকলে ভাসি অশ্রু জলে
তব গুণ গাইব, (প্রেমভক্তি ভরে)
হরি হরি ব'লে যাব স্বর্গে চ'লে
জয় জয় বলিব। (ইহ পরলোকে)
[কীর্ত্তন, খয়রা]

৭৯৯ অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে।
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে!
জাগ্রত কর, উদ্যত কর, নির্ভয় কর হে,
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে!
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে শান্ত তোমার ছন্দ!
চরণ-পদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত কর হে,
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত কর হে।

[ভৈরবী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৭।১১ ; বৈতালিক ১১ ;
২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বাং (১৯০৭)

আলোক, ইঙ্গিত, ও আদেশ ভিক্ষা।

৮০০ নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়, পরিপূর্ণ জ্ঞানময়
কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত-আকাশে!
রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয়-দিশি
ঊর্দ্ধমুখে করপুটে, নব সুখ নব প্রাণ নব দিবা আশে।
কি দেখিব কি জানিব, না জানি সে কি আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মন-মাঝে ;
সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয়-মুখে চলে যাব গান গাহি,
কে রহিবে আর দূর পরবাসে!

[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৪১]

৮০১ তোমারি আলোক সদা পাই যেন প্রাণে !

(আমার) আনন্দে দিন কেটে যাবে নাম-গুণগানে।

থাকিয়ে তোমার হাতে, চলিব তোমার পথে,

দুঃখেতে সুখ উদয় হবে, সম্পদ বিপদে ;

তোমার নামের নিশান নিয়ে হাতে, যাব আনন্দ-ধামে

[কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর, একতালা]

৮০২ দাও মা আমায় শিষ্য-ব্রত।

(করি) চিরজীবন ব্রত পালন, হ'য়ে তব পদানত।

খুলিয়া হৃদয়-দ্বার পাঠ করি বারবার

(ও গো) অভিপ্রায় কি তোমার, আভাসে ইঙ্গিতে যত।

কখন্ তুমি কোন্ বেশে কি ব'লে যাবে এসে,

আমি ব্যাকুল হ'য়ে শুন্‌ব ব'সে তোমার বাণী অবিরত।

যে-অবস্থায় যে-শিক্ষা, যে-পরীক্ষায় যে-দীক্ষা,

(তুমি) দিয়ে-যাবে ভালবেসে, (তাহা) ল'ব শিরে অবনত।

যে-চরিত্রে ভাল যাহা, ভালবেসে ল'ব তাহা ;

(আমি) ভালকে বাসিয়া ভাল, হব ভাল'য় পরিণত।

(আমায়) যেমন রাখ তেমনি র'ব, যা সহাবে তাই স'ব,

(হবে) তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা, হব তোমার মনের মত।

[রামপ্রসাদী সুর, একতালা]

৮০৩ তোমার ইঙ্গিত নাথ জীবন-পথের আলো।
পাপ-অন্ধকার মাঝে একমাত্র সম্বল।
নানা মুনি, নানা মত, শাস্ত্র যুক্তি কত শত,
এক অন্যে নাহি মানে, করে দ্বন্দ্ব কোলাহল।
তুমি হে গুরু-প্রধান, দিব্য জ্ঞান কর দান,
আমি ভ্রান্ত-মতি অতি, জ্ঞানহীন দুর্ব্বল ;
অসার বুদ্ধির মতে, অমঙ্গল পদে পদে,
সহজ সত্যের পথে হাতে ধ'রে ল'য়ে চল'।

[বাগেশ্রী আড়াঠেকা]

৮০৪ আমায় ছ জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে, সংশয়ে তাই দুলি হে !
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ, শত লোকের শত বুলি হে !
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি,
আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি, পাইনে চরণ-ধূলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়, আপনা আপনি বিবাদ বাধায় ;
কারে সামালিব, এ কি হ'ল দায়, একা যে অনেক গুলি হে !

আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে,

এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,

ধাঁধার মাঝে প'ড়ে কত মরি কেঁদে, চরণেতে লহ তুলি হে।

[ভীমপলশ্রী. একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ২।১২]

৮০৫ আবার এরা ঘিরেছে মোর মন।

আবার চোখে নামে আবরণ !

আবার এ যে নানা কথাই জমে, চিত্ত আমার নানা দিকে ভ্রমে,

দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে, আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ !

তব নীরব বাণী হৃদয়তলে, ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে।

সবার মাঝে আমার সাথে থাক, আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাক.

নিয়ত মোর চেতনা-'পরে রাখ আলোকে-ভরা উদার ত্রিভুবন

গৌড় ঝম্পক। গীতলিপি ২।২০। ১১ ভাদ্র ১৩১৬ বাং ।১৯০৯

৮০৬ বিবেক-বিমল-জ্যোতিঃ জ্বেলেছিলে তুমি হৃদয়-কুটীরে

তাহারি আলোকে তোমারে দেখেছি, তোমার চরণ ধরেছি শিরে

যৌবনে, হরি, ছাইল ভীষণ অবিশ্বাস-ঘন-মেঘে,

বহিল প্রবল পাপ-পবন, ডুবাইল ঘোর অন্ধ-তিমিরে।

আরো একবার এস প্রভু এস, দীপ্ত মিহির-রূপে,

পাপ-যামিনী পোহাইবে, ঊষা উদিবে পুণ্য-কিরণে ধীরে।

[গৌড়ভৈরবী. একতালা]

৮৩৭ আমি সাক্ষাৎভাবে ধর্‌ব কবে তোমায় প্রেমময় !
তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞানে থাক্‌লে কি হে, প্রাণের ক্ষুধা দূরে যায় ?
তুমি কথার কথা নও, 'আছি' ব'লে কথা কও ;
কথা যে শুনিল, সেই মজিল, ধরিল তোমায়।
কবে শুন্‌ব আমি তোমার বাণী, দিন যে আমার চ'লে যায় !
[বাউলের সুর, একতালা]

৮৩৮ বিপদে সম্পদে সুখে দুঃখে নাথ,
ক'রো হে আমারে করুণা-ইঙ্গিত।
কোথায় কি করিব, কারে কি বলিব, দিও ব'লে সব যে হয় উচিত ;
আমি হে জন্মান্ধ, পদে পদে বধির, দুঃখ-প্রলোভনে সতত অধীর,
সংসার-সঙ্কটে থেকো হে নিকটে, দেখো যেন কভু না হই বিচলিত।
ঘোর ভবার্ণবে হ'য়ে কর্ণধার, জীবন-তরী আমার কর হরি পার,
পথের সম্বল দিয়া জ্ঞানবল প্রতিক্ষণ প্রাণে কর সঞ্চারিত।
[বিভাস, একতালা]

৮৩৯ আমার প্রাণের মাঝে কথা কও (প্রভু হে !)
আমার তন্ত্র মন্ত্র তোমার কথা ; সে কথা তুমি শোনাও।
নাথ, তব বাণী শুনিবার তরে বেড়াই জগত-মাঝারে,
সাড়া পাই না কোথাও তোমার, জলধি জলদ অম্বরে।
মধুর-বচনে তোষে প্রিয়জনে, সে ত তোমার কথা নয় হে
তোমার কথা তুমি শুনাও।

কি বা তব ইচ্ছা বল' হৃদয়-মাঝে, বল' তুমি প্রভু যাব কোন্ কাজে,
বসি নিরজনে হৃদয়-আসনে, উপদেশ দাও হে !
দীন হীনের আশা পূরাও।

[কাফি-মিশ্র. একতালা]

৮২০ কথা কও, কথা কও, কথা কও, দয়াময়।
পাপীর সঙ্গে কথা কও, শুনে বড় আশা হয়।
শুনি তোমার কথা শু'নে ফেরে মহাপাপী জনে,
সেই আশায় মুখের পানে চেয়ে আছি প্রেমময়।
জগদ্গুরু নাম ধ'রে, কথা ক'চ্ছ ঘরে ঘরে,
তবে বল' কিসের তরে এ হৃদয় বধির রয় ?
কেঁদে কেঁদে প্রাণ গেল, তবু আশা না পূরিল,
কবে বল্‌ব হে বল' বল', শুনিয়ে জুড়াই হৃদয়।

(আশ্বিন ১৭৯৩ শক (১ অক্টোবর ১৮৭১)

৮২১ জীবন-পথে আলোক ধ'রে তুমি চল ;
যা বলিতে হয়, তাহা তুমি বল।
আমি থাকি তোমার হাতে, চলি তোমার সাথে সাথে
সমুখের পথ জানি না যে, আঁধার কি বা উজ্জ্বল !
তোমার হ'য়ে রব আমি, ভাল মন্দ নাহি জানি ;
যেমন ক'রে নিবে তুমি, তাতেই যে হবে মঙ্গল।

[[illegible] ঝাম্পা]—৭ বৈশাখ, ১৩২৩ বাং (১৯১৬)

৮১২ চালাও আমায় তেম্‌নি ক'রে, যন্ত্র যেমন যন্ত্রি-করে।
(আমি) তোমার হাতে দিবানিশি বাজি নানা মধুর স্বরে।
তোমার হাতে দিয়ে দেহ প্রাণ মন,
তোমার হাতে রাখি আমার এ জীবন,
থাকে পদ্মপত্রে জল যেমন, আমি থাকি এ সংসারে।
[ঝিঁঝিট কীর্ত্তন, একতালা। সুর—"সাধ মনে হরিধনে"।]

সঙ্কল্প ; আত্মোৎসর্গ ; সেবকের প্রার্থনা।

[নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

---

৮১৩ মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ,
জয় জয় সত্যের জয়!
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্যধন,
জয় জয় সত্যের জয়!
যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু মিথ্যা চিন্তা নয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয়,
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়,
জয় জয় সত্যের জয়!
মোরা মঙ্গল কাজে প্রাণ আজি করিব সকলে দান,
জয় জয় মঙ্গলময়!
মোরা লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে, গাহিব পুণ্য-গান।
জয় জয় মঙ্গলময়!

যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু অশুভ চিন্তা নয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু অশুভ কর্ম্ম নয়,
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু অশুভ বাক্য নয়,
জয় জয় মঙ্গলময়!
সেই অভয় ব্রহ্মনাম আজি মোরা সবে লইলাম,
যিনি সকল ভয়ের ভয়!
মোরা করিব না শোক, যা হবার হোক, চলিব ব্রহ্মধাম!
জয় জয় ব্রহ্মের জয়!
যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়,
যদি মৃত্যু নিকট হয়, তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়,
জয় জয় ব্রহ্মের জয়!
মোরা আনন্দ-মাঝে মন আজি করিব বিসর্জ্জন,
জয় জয় আনন্দময়!
সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে আনন্দ-নিকেতন!
জয় জয় আনন্দময়!
আনন্দ চিত্ত-মাঝে, আনন্দ সর্ব্বকাজে,
আনন্দ সর্ব্বকালে, দুঃখে বিপদজালে,
আনন্দ সর্ব্বলোকে মৃত্যু বিরহে শোকে,
জয় জয় আনন্দময়!

[রূপনারায়ণ, একতালা]

৮১৪ ও হে দীননাথ, কর আশীর্ব্বাদ এই দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানে,
যেন এ রসনা করে হে ঘোষণা, সত্যের মহিমা জীবনে মরণে।
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি, চির-ভৃত্য হ'য়ে রব আজ্ঞাকারী,
নির্ভয় অন্তরে, ব'ল্‌ব দ্বারে দ্বারে, মহাপাপী তরে দয়াল-নামের গুণে।
অকপট হৃদে তোমারে সেবিব, পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব,
যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে, তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ এ জীবনে!
নিত্য সত্যব্রত করিব পালন, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন,
ভয় বিপদ কালে, ডাক্‌ব পিতা ব'লে, লইব শরণ ঐ অভয় চরণে।

[বিভাস, একতালা]

৮১৫ হে মোর হৃদয়-রাজা, দেবতা আমার,
গাহিব তোমার যশোগান ;
মোর শ্রেষ্ঠ চিন্তা শক্তি, মোর বর্ষ মাস তোমারে করিব আমি দান।
মোর কণ্ঠস্বর, জেগে ওঠ আজ! আত্মা মোর! যোগ দাও সাথে!
তাঁহারি মহিমা-গানে দাও পূর্ণ করি মোর শূন্য প্রতি দিন রাতে।
তাঁরি সত্য, তাঁরি প্রীতি, করুণা অপার, এর বেশী কিবা চাই আর?
নিখিল ভুবন সাথে অশ্রান্ত আনন্দে তাঁরি প্রেম পাব অনিবার।

৮১৬ জয় জয় বিভু হে, করুণা তব হে, অগণন মহিমা তোমার!
এক মুখে কি বলিব আর?
জয় হে সুন্দর! মহিমা-সাগর! আজি কৃপা কি দেখি অপার!
জয় জয় করুণা-আধার!

বিষয়ের বন্ধনে, সুখের শয়নে, ছিল শুয়ে যে জন ধরায়,

জাগাইলে কিরূপে তাহায় !

জয় হে সুন্দর ! মহিমা-সাগর ! প্রাণ মন সঁপে সে তোমায় !

জয় জয় প্রভু কৃপাময় !

ধন মান যৌবন নানা প্রলোভন, পথে ছিল অচল-সমান,

তবু তাতে বাঁধিল না প্রাণ !

জয় হে সুন্দর, মহিমা-সাগর ! এ সকলি তোমারি বিধান !

জয় জয় করুণা-নিধান !

দেহ মন ঢালিয়ে প্রেমে বিকাইয়ে, আজি সে যে নিজে করে দান,

সঁপিতেছে দেহ মন প্রাণ !

জয় হে সুন্দর ! মহিমা-সাগর ! লও লও করুণা-নিধান !

জয় জয় করুণা-নিধান।

[শঙ্কর. কেরভা]

৮২৭ আমি কি ব'লে করিব নিবেদন, আমার হৃদয় প্রাণ মন !

চিত্তে আসি দয়া করি নিজে লহ অপহরি,

কর তারে আপনারি ধন, আমার হৃদয় প্রাণ মন।

শুধু ধূলি শুধু ছাই, মূল্য যার কিছু নাই,

মূল্য তারে কর সমর্পণ, স্পর্শে তব পরশ-রতন !

তোমারি গৌরবে যবে, আমার গৌরব হবে,

সব তবে দিব বিসর্জন, আমার হৃদয় প্রাণ মন।

[সিন্ধু বারোঁয়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।২৮]

৮১৮ এনেছি অরঘ তোমারি পদে ক্ষুদ্র এ জীবন,
তুমি কর হে গ্রহণ !
আছে স্বার্থ, সুখ-বাসনা, বিরস নীরস মন ;
কি আছে আমার, তোমার পূজার করি আয়োজন !
দেও হে প্রভু, দেও হে বল, দেও হৃদয়ে প্রেম-সম্বল,
প্রকাশ' জ্ঞান-আলোক, চিত্ত কর হে নিরমল ;
কর দীপ্ত প্রভু হে, তোমার প্রসন্ন বদন,
সে প্রেম আলোকে আনন্দ-লোকে করি হে গমন।
[ভূপালী মিশ্র. একতালা]

---

৮১৯ আমারে কর জীবন দান, প্রেরণ কর অন্তরে তব আহ্বান
আসিছে কত, যায় কত, পাই শত, হারাই শত,
তোমারি পায়ে রাখ অচল মোর প্রাণ।
দাও মোরে মঙ্গল-ব্রত, স্বার্থ কর দূরে প্রহত,
থামায়ে বিফল সন্ধান জাগাও চিত্তে সত্য জ্ঞান।
লাভে ক্ষতিতে সুখে শোকে, অন্ধকারে দিবা-আলোকে,
নির্ভয়ে বহি নিশ্চল মনে তব বিধান।
[শঙ্কর, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬৮]

৮২০ এই লও আমার প্রাণ মন !
এই লও আমার প্রাণ মন, এই লও আমার জীবন ধন।
এই লও আমার জীবন ধন, এই লও আমার সর্ব্বস্ব ধন।
আমি আর কিছু ধন চাই না, পিতা, কেবল তোমার শ্রীচরণ !

ভিক্ষা এই তব স্থানে, দেও হে স্থান ঐ চরণে,
পাপী অধম সন্তানে, ক'রে কৃপা বিতরণ।
ইচ্ছা এই, হৃদয়মাঝে রাখ্‌ব যতনে, প্রীতি-ভক্তি উপহার দিব চরণে।
প্রেম-নয়নে হেরিব, সুখে সম্ভোগ করিব,
সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিব, এই মম আকিঞ্চন।
তোমার ধন তোমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হব,
সরল-অন্তরে তব ইচ্ছা পালিব ;
বাসনা নিবৃত্ত হবে, অভিমান দূরে যাবে,
পবিত্র প্রেম-প্রভাবে, বিচ্ছেদে হবে মিলন।

[কার্ত্তন]

৮২১ দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ-কাজে হে ;
ফিরিব আহ্বান মানিয়া তোমারি রাজ্যের মাঝে হে।
মজিয়া অনুখন লালসে, রব না পড়িয়া আলসে,
হয়েছে জর্জ্জর জীবন ব্যর্থ দিবসের লাজে হে।
আমারে রহে যেন না ঘিরি সতত বহুতর সংশয়ে,
বিবিধ পথে যেন না ফিরি বহুল সংগ্রহ আশয়ে।
অনেক নৃপতির শাসনে না রহি শঙ্কিত আসনে,
ফিরিব নির্ভয় গৌরবে, তোমারি ভৃত্যের সাজে হে।

[সুরট মল্লার, একাদশী। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৩৮]

৮২২ আসিয়াছি মোরা তোমার দুয়ারে, চরণতলে থাকিব।
তোমার হাতে সঁপি এ পরাণ, তোমার আদেশে চলিব।
ভাই ভাই মোরা থাকিব না পর, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিব ;
ধরমে করমে তব পুণ্যধামে এক হ'য়ে মোরা যাইব।
যদিও আমরা অক্ষম দুর্ব্বল, তব কার্য্য তবু সাধিব ;
ছাড়ি তোমাকে, সংসার-সুখে আপনারে নাহি রাখিব।
তোমার মননে তোমার কীর্ত্তনে চিরদিন ডুবে রহিব ;
নূতন প্রাণ কর হে দান, কি আর নাথ, চাহিব।
[মূলতান, একতালা]

৮২৩ তোমার কার্য্য সাধনে যদি যায় হে এ জীবন।
সার্থক হইবে জন্ম, অসার এ দেহ মন।
বড় সাধ আছে মনে, সেবাব্রত হোমাগুনে,
পূর্ণাহুতি দান করি যাই অমর ভব ।
চারিদিকে হরিধ্বনি, করিবে ভাই ভগিনী,
নামের হিল্লোলে ভাসি হেরিব তব আনন ;
ও-পদ হৃদয়ে ধরি, আদরে চুম্বন করি,
বলিব আনন্দে "তব হউক ইচ্ছা পূরণ"।
[বাহার, ঝাঁপতাল]

৮২৪ ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর, প্রভু, পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু
এই যে হিয়া থরথর কাঁপে আজি এমনতর'
এই বেদনা ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, প্রভু!

এই দীনতা ক্ষমা কর, প্রভু, পিছন পানে তাকাই যদি কভু ;
দিনের তাপে রৌদ্র-জ্বালায়, শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, প্রভু।

[গীতলেখা ৩।১৫]—১৬ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৮২৫ এই বড় সাধ আছে মনে, আমি তোমার দাস হব ;
আমার দেহমন সমর্পিয়ে ও-চরণে পড়ে রব !
বাসনা সব দূরে যাবে, হৃদয় নির্মল হবে,
(তাহে) প্রেম-চন্দ্রোদয় হবে, আমি নিরখিয়ে প্রাণ জুড়াব !
(বল) সেদিন আমার কবে হবে, তুমি সদা প্রাণে রবে,
আমার আমিত্ব যাবে, কেবল তোমার ইচ্ছার জয় গাব !

[কাফি, মধ্যমান]

জাগরণ, নবজীবন

৮২৬ জাগো, জাগো, আলস-শয়ন-বিলগ্ন !
জাগো, জাগো, তামস-গহন-নিমগ্ন !
ধৌত করুক করুণারুণ-বৃষ্টি সুপ্তি-জড়িত যত আবিল দৃষ্টি ;
জাগো, জাগো, দুঃখ-ভার নত উদ্যম-ভগ্ন !
জ্যোতিঃ-সম্পদ ভরি দিক্ চিত্ত, ধন-প্রলোভন-নাশন বিত্ত
জাগো, জাগো, পুণ্যবসন পর, লজ্জিত নগ্ন !

৮২৭ জাগো নির্ম্মল নেত্রে রাত্রির পরপারে,
জাগো অন্তরক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে।
জাগো ভক্তির তীর্থে, পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে,
জাগো উন্মুখ চিত্তে, জাগো অম্লান প্রাণে,
জাগো নন্দন নৃত্যে, সুধাসিন্ধুর ধারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে, প্রেম-মন্দির-দ্বারে।
জাগো উজ্জ্বল পুণ্যে, জাগো নিশ্চল আশে,
জাগো নিঃসীম শূন্যে পূর্ণের বাহু-পাশে।
জাগো নির্ভয় ধামে, জাগো সংগ্রাম-সাজে,
জাগো ব্রহ্মের নামে, জাগো কল্যাণ কাজে,
জাগো দুর্গম-যাত্রী, দুঃখের অভিসারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে, প্রেম-মন্দির-দ্বারে।

[হাম্বীর. একতালা। গীতলিপি ৪।২৩]

৮২৮ আনন্দ-ধ্বনি জাগাও গগনে!
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া বল"উঠ উঠ"সঘনে,গভীর নিদ্রামগনে।
বল, "তিমির রজনী যায় ওই, আসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী,
নব আনন্দে নব জীবনে,ফুল্ল কুসুম মধুর পবনে, বিহগ-কল-কূজনে।
হের, আশার আলোকে জাগে শুকতারা, উদয়-অচল-পথে,
কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রথে।
চল যাই কাজে মানব-সমাজে, চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে।

যায় লাজ ত্রাস আলস বিলাস, কুহক মোহ যায় ;
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ-স্বপন-প্রায় !
ফেল জীর্ণ চীর, পর নব সাজ, আরম্ভ কর জীবনের কাজ,
সরল সবল আনন্দ মনে, অমল অটল জীবনে।"

[মিশ্র হাম্বীর, কেরতা]

৮২৯ ভুবনেশ্বর হে ! মোচন কর বন্ধন সব, মোচন কর হে !
(প্রভু) মোচন কর ভয়, সব দৈন্য করহ লয়,
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত কর নিঃসংশয় ;
তিমির রাত্রি, অন্ধ যাত্রী, সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে !
ভুবনেশ্বর হে, মোচন কর জড় বিষাদ, মোচন কর হে !
(প্রভু) তব প্রসন্ন-মুখ সব দুঃখ করুক সুখ,
ধূলি-পতিত দুর্ব্বল চিত্ত করহ জাগরূক ;
তিমির রাত্রি, অন্ধ যাত্রী, সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে !
ভুবনেশ্বর হে ! মোচন কর স্বার্থ-পাশ, মোচন কর হে !
(প্রভু) বিরস বিকল প্রাণ, কর প্রেমসলিল দান,
ক্ষতি-পীড়িত শঙ্কিত চিত কর সম্পদবান্ ;
তিমির রাত্রি, অন্ধ যাত্রী, সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।

[ইমন-ভূপালী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।২৫]

৮৩০ মোরে ডাকি ল'য়ে যাও মুক্তদ্বারে, তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে।
উদয়গিরি হ'তে উচ্চে কহ মোরে, "তিমির লয় হ'ল দীপ্তিসাগরে,
স্বার্থ হ'তে জাগ, দৈন্য হ'তে জাগ, সব জড়তা হ'তে জাগ জাগ রে,
সতেজ উন্নত শোভাতে।"
বাহির কর তব পথের মাঝে, বরণ কর মোরে তোমার কাজে।
নিবিড় আবরণ কর বিমোচন, মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্র রোচন
নবীন নির্মল বিভাতে।

[মিশ্র রামকেলি, তেওরা ; ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১।৬১ ; বৈ [illegible] লিক ৬১]

৮৩১ অমৃতেরি সন্তান, জাগো জাগো !
নিখিল আশ্রয় যিনি, তাঁরি পায়ে মাথা রাখো !
বনে বনে জাগে পাখী, ফুল সাজে দোলে শাখী,
গগনেতে রবি জাগে, তুমি কেন ঘুমে থাকো ?
দুর্লভ জীবন তব, হারায়ো না বৃথা কাজে,
সত্যের শরণ ল'য়ে চল রে বীরের সাজে !
আনন্দেতে গান গেয়ে, চল তাঁরি পানে চেয়ে,
হৃদ্-কমল ফুটাইয়ে পরাণ-প্রিয়েরে ডাকো।

[মিশ্র আসোয়ারি, ঝাঁপতাল]

৮৩২ স্বর্গরাজ্যের বাজিল ভেরী, জাগো নিদ্রিত ভগিনী ভাই !
নূতন জীবন এ রাজ্যের লক্ষণ, হও ব্যাকুল লভিতে তাই।
আত্মসমর্পণ এ রাজ্যের লক্ষণ, এস এস সবে করিতে তাই ।
শকতি নূতন এ রাজ্যের লক্ষণ, প্রাণে প্রাণে জাগুক তাই।
বল,—'প্রভু হে, তোমার লাগি সকলি আমরা ছাড়িতে চাই।'
বল,—'প্রভু হে, তোমারি কাজে খাটিয়া খাটিয়া মরিতে চাই।'
বল—'প্রভু হে, তোমা বিনা মোরা অপর কিছুই নাহিক চাই।'
বল,—'তব লাগি দিন দিন মোরা তিল তিল ক'রে নিজে হারাই।'
বল,—'অনুগত জীবন যাপিয়া তিল তিল ক'রে তোমারে পাই ;
নিদ্রিত যত তব সন্তান, জীবন-আলোকে সবে জাগাই।'

ললিত বিভাস. একতালা (ইংরাজী সুর)]—২১ জুলাই ১৮৯৪

৮৩৩ ভয় হ'তে তব অভয়-মাঝে নূতন জনম দাও হে !
দীনতা হ'তে অক্ষয় ধনে, সংশয় হ'তে সত্যসদনে,
জড়তা হ'তে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে !
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু তোমার ইচ্ছামাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখ দুখ হ'তে শান্তি-ক্রোড়ে,
আমা হ'তে নাথ তোমাতে মোরে নূতন জনম দাও হে !

[বেহাগ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৫৪]

৮৩৪ নূতন জীবন তোমার হাতে এবার কর দান !
রইব না আর ধূলায় প'ড়ে, পাপে মোহে ম্লান !
অন্ধ আঁধার যাবে টুটে, হৃদয়-কমল উঠ্‌বে ফুটে,
তোমারি সুগন্ধে হবে আকুল পরাণ !
বাসনা কামনা যত, তারা হবে পুণ্য-ব্রত,—
তোমার কাছে নিয়ে যেতে, বন্ধুর সমান।

[ভৈরবী, আদ্ধা]

৮৩৫ জীবনদাতা, দাও হে জীবন ! মৃত দেহে যেন পাই হে চেতন
জীবনহীনের প্রায়, বৃথা দিন চলি যায়,
জেলে দাও উৎসাহানল, দিয়ে প্রাণে দরশন।
বিশ্বাসের ক্ষীণালোক নিভু-নিভু প্রায় হে,
দাও জ্বলন্ত বিশ্বাস, হৃদয়ে হ'য়ে প্রকাশ,
কর হে জড়তা নাশ, ও হে মৃত-সঞ্জীবন।

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

৮৩৬ এবার সেই ভাবে দিতে হবে দরশন ;
যে দর্শনে মৃত প্রাণে, নাথ, সঞ্চারে নবজীবন !
যে ভাবে ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমালোক প্রকাশিয়ে,
ভুলাইয়ে রাখ চির জীবনের মতন ;
বহে প্রেম অজস্র ধারে, ভাসে প্রাণ সুখ-সাগরে,
স্বরূপ-মাধুর্য্য হেরে বিমোহিত হয় মন।

ঘুচিবে সব সংশয়, দূরে যাবে পাপ-ভয়,
নির্ম্মল হবে হৃদয়, জুড়াবে নয়ন ;
লজ্জা ভয় ত্যজিয়ে, আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে,
বল্‌ব সবে "চক্ষু কর্ণের হয়েছে বিবাদ ভঞ্জন !"

আলাইয়া. একতালা]

বল ভিক্ষা।

৮৩৭ বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি,
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি।
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব্ব দমিতে, খর্ব্ব করিতে কুমতি।
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে, চিত্তের চিরবসতি ;
তব কাজ শিরে বহিতে, সংসার-তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি।
তোমার বিশ্ব-ছবিতে তব প্রেম-রূপ লভিতে,
গ্রহ তারা শশী রবিতে হেরিতে তোমার আরতি ;
বচন মনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী

[ভৈরবী. একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬৪ ; বৈতালিক ৬১]

৮৩৮ তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি ;
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ, দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি ;
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ, সাথে যদি দাও ভকতি।
যত দিতে চাও কাজ দিও যদি তোমারে না দাও ভুলিতে,
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জাল-জঞ্জালগুলিতে ;
বাঁধিও আমায় যত খুসি ডোরে, মুক্ত রাখিও তোমা পানে মোরে,
ধুলায় রাখিও পবিত্র ক'রে তোমার চরণধূলিতে,
ভুলায়ে রাখিও সংসার-তলে তোমারে দিও না ভুলিতে।
যে পথ ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব, যাই যেন তব চরণে,
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে সকল শ্রান্তি-হরণে ;
দুর্গম পথ এ ভব-গহন, কত ত্যাগ শোক বিরহ দহন,
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে ;
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায় নিখিল-শরণ চরণে।
[ভৈরবী, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৮]

৮৩৯ করযোড়ে মোরা চাহি ভগবান্, শক্তি দাও !
হৃদয়ে ও দেহে শক্তি দাও, অন্তরে চিরভক্তি দাও !
জ্ঞানের আলোকে ঘুচাও আঁধার, প্রেমের আলোকে ছাও চারিধার,
সকল রকম বন্ধন হ'তে মুক্তি দাও।
নির্ম্মল হব উজ্জ্বল হব, শক্তি দাও।

বিশ্ববাসীরে করব আপন, শক্তি দাও,
বিশ্ব-মাঝারে তোমায় হেরিব, ভক্তি দাও।
ঢালি দিব প্রাণ কল্যাণ-কাজে, ফিরিব বিশ্বে বিজয়ীর সাজে,
অসত্য যাহা, দলিব দু পায়ে, শক্তি দাও।
জীবনে মরণে ও-চরণে অনুরক্তি দাও।

[ভূপকল্যাণ, দাদরা]

৮৪০ চঞ্চল চিতমাঝে বিরাজ' জননী,
থাক সদা সঙ্গে, শকতি-স্বরূপিণী।
দেহে কর তব শকতিসঞ্চার,
দুর্ব্বল সবল হবে প্রভাবে তোমার;
পর্ব্বতে প্রান্তরে, উত্তাল সাগরে,
ভীষণ সংগ্রামে, শুনাও অভয় বাণী।
তোমার প্রেমের বারি বাহিত কর প্রাণে,
ফুটাও প্রেমের ফুল কঠিন পাষাণে,
বিনাশ আঁধার, প্রকাশি জ্ঞান-জ্যোতি,
নিভাও পাপানল, নিবার' দুর্গতি;
তব সিংহাসন-তলে, ডাক হে সকলে,
জাগাও ভূমণ্ডলে তব নাম-জয়ধ্বনি।

[ভৈরবী, কাওয়ালি]

৮৪১ পরাণেতে দাও অসীম সাহস, সহিবারে দাও যাতনা ;
প্রলোভন পদে দলিতে শিখাও, ভাবিবারে নিজ ভাবনা।
পরের যাতনা হরিতে শিখাও, শিখাও করিতে করুণা ;
আপনার মত' ব্যথিত জনের জানিবারে দাও বেদনা।
সুখে দুখে তুচ্ছ করিতে শিখাও, দূর করিবারে গরিমা ;
জানাতে জগত্-জনের মাঝারে তোমার অপার মহিমা।

[মূলতান, একতালা]

নির্ভর

৮৪২ তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী !
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা ,
দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানি না
ঐ মঙ্গল-রূপ ভুলি তাই শোক-সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব, শোভা-সুখ-পূর্ণ ;
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা-অনুগামী।
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে ;
অশ্রু-সলিল-ধৌত হৃদয়ে থাক দিবসযামী।

[ভৈরবী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৬৮ ; বৈতালিক ৪৮]

৮৪৩ ইচ্ছাময়, ইচ্ছা পূর্ণ হউক তোমার,
ও পদ-পঙ্কজে এই প্রার্থনা আমার।
গিয়াছে ফুরায়ে আশা, হৃদয়ের যত ভাষা,
নিয়াছে নিকটে বাসা নিরাশা দুর্ব্বার।
ইচ্ছা হয় রাখ সুখে, নাহি হয়, রাখ দুখে,
কিছুতে আপত্তি নাই, মঙ্গল-আধার!
এই মাত্র বলি মুখে, ইহলোকে পরলোকে,
পূর্ণ হউক ইচ্ছা তব, বিভু সারাৎসার।

[পূরবী, আড়া]

৮৪৪ প্রভু, তোমার ইচ্ছা সফল কর হে আমার জীবনে,
আমার বলিয়া রাখি না গো কিছু, সঁপিনু চরণে!
আমারি ইচ্ছায় চলি-ফিরি যবে, বারে বারে দুখ পাই এ ভবে,
আঘাতের ঘায়ে এসেছি ফিরিয়ে, লও হে শরণে!
আজ হ'তে আমি দাস হ'নু তব, জীবনের ব্যথা তোমারেই ক'ব,
তুমি যাহা ভাল বুঝিবে গো সখা, তাই দিও, মাথে লব!
আজ হ'তে আমি তব দ্বার-তলে করজোড়ে সদা রহিব গো প'ড়ে,
তব প্রিয় কাজ জীবনে সাধিয়া বরিব মরণে।

[ইমন ভূপালী, একতালা]

৮৪৫ চরণ-তলে প'ড়ে রহিব ! প্রভু হে যে ইচ্ছা তোমার !

মোরা আর কিছু নাহি জানি ; প্রভু হে, যে-ইচ্ছা তোমার !

বাধা নাহি ছিল কিছু দিতে শুধু দুখ, তবু দয়াময় দিলে কত সুখ,

প্রভু, দীনে নিলে কিনে, কি বলিব আর !

ভকতি করিয়া করি তব গুণগান,

সুখে দুখে দেহ পিতা পদতলে স্থান ;

হউক প্রার্থনা এই জীবনের সার ।

[বেহাগ মিশ্র, কাওয়ালি]

৮৪৬ যদি হয় সম্ভব, হে প্রাণবল্লভ, কর এই পান-পাত্র স্থানান্তর

কিন্তু নয় আমার, হউক তোমার ইচ্ছা পূর্ণ ঘোর দুঃখের ভিতর ।

দেহ মন প্রাণ সকলি তোমার, যাহা ইচ্ছা কর, বলিব কি আর !

দাও হে কেবল শান্তি ধৈর্য্য বল, কৃতাঞ্জলি-পুটে যাচি এই বর ।

[বিভাস, একতালা]

৮৪৭ এই মনের বাঞ্ছা, প্রভু, পূর্ণ কর, ইচ্ছাময় ;

সুখে দুখে যেন না ভুলি তোমারে, গাই হে তোমার প্রেমের জয়

মঙ্গলময় তোমার বিধান, জীবন মরণে সদা বর্ত্তমান,

এ বিশ্বাসে প্রাণ কর বলীয়ান, গাই হে তোমার প্রেমের জয় ।

বিষাদ-কালিমা দেও হে মুছায়ে, নব বলে প্রাণ উঠুক মাতিয়ে,

আনন্দময় তোমারে দেখিয়ে, আনন্দে ভরিবে এ হৃদয় ।

[মিশ্র-খাম্বাজ, একতালা]

৮৪৮ জানি তুমি মঙ্গলময়, প্রতি পলকে পাই পরিচয়!
সুখে রাখ দুখে রাখ, যে বিধান হয়, কিছুতেই নাহি ভয়।
আর যাই কর প্রভু, মোরে ত্যজিবে না কভু, এই মোর ভরসা;
এস প্রভু, এস প্রভু, হৃদয়-মাঝে, হবে শুভ নিশ্চয়।
[কাফি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৯০]

৮৪৯ আমি বাছিয়া লব না তোমার দান,
তুমি যাহা দাও তাই ভালো;
তুমি বিষাদের পাশে রেখেছ হরষ, আঁধারের পাশে আলো!
আমি লব না কি তব প্রসাদের ফল, যদি তাহে কণ্টক রহে?
নেভাব কি পুণ্য হোমের অনল, যদি তাহে অন্তর দহে?
বহুক শিথিল, তুলুক ঝটিকা, তোমার কৃপা-পবনে;
আমি কেমনে রোধিয়া লইব শরণ, নীরব শূন্য মরণে!
এই শান্ত বিমল জীবন-আকাশ, ঘেরে যদি মেঘ-জাল,
তবে মন্দির-পথে ফেলে কি পলাব, তোমার পূজার থাল?
যদি কামনার সাধ না মিটে আমার, আশা যদি নাহি পূরে,
আমি তুলিব কি তবে বিদ্রোহ-গীত, ক্ষুব্ধ হতাশ সুরে?
আমি হেরিব সকলে চির মঙ্গল, অক্ষয় চির সুখ;
আমার সব ব্যর্থতা দুঃখের মাঝে, জাগে ওই প্রেম-মুখ!
তোমার মহা পূর্ণতা-মাঝে, ক্ষুদ্র বাসনা মোর
চিরতরে নাথ যাউক ডুবিয়া, ছিঁড়িয়া মায়ার ডোর।
[ভৈরবী, একতালা]

৮৬০ আর কিছু নাহি চাই, যেন এই ভিক্ষা পাই,

হৃদয় মন ঐক্য ক'রে, যেন এ জনমের তরে,

(আমি) সর্ব্বস্ব সঁপিতে পারি হে তোমায় !

মায়ের কোলে শিশু যেমন, থাকে চিন্তাভয়হীন ;

হিতাহিত যত তার, সকলই মায়ের ভার,

সেই ভাবে রাখ যদি হে আমায়।

রূপ গুণ অভিমান, সুখ স্বাস্থ্য ধন মান,

এ সব বিষয়-বাসনা, এই অনিত্য কামনা,

যেন মনেতে স্থান আর নাহি পায়।

[কীর্ত্তন, লোফা]

৮৬১ আমি দেখেছি জীবন ভ'রে চাহিয়া কত,

তুমি আমারে যা দাও, সবি তোমারি মত।

আকুল হইয়ে মিছে, চেয়ে মরি কত কি যে,

কাঁদে পদতলে নিষ্ফল বাসনা শত।

কিসে মোর ভাল হয়, তুমি জান দয়াময়,

তবু নির্ভর জানে না, এ অবিনত।

আমি কেন চেয়ে মরি ? তুমি জান কিসে, হরি,

সফল হইবে মম জীবন-ব্রত।

চাহিব না কিছু আর, দিব শ্রীচরণে ভার,

হে দয়াল, সদা মম কুশল-রত !

হাম্বীর, কাওয়ালি]

৮৫২ সুখ দুখ দিবে যাহা, তোমারি ত দান তাহা,
আমি যেন শিরে তুলে লই !
এ তুচ্ছ জীবন-মাঝে, করুণা কত যে রাজে,
কভু যেন নাহি ভুলে রই !
ক্ষুদ্র শক্তি যাহা আছে, দিতে পারি তব কাজে,
চ'লে যেতে তব নাম গাই ;
দুর্দ্দিনেতে বল হবে, হৃদয়ে জাগিবে যবে,
মোরে, প্রভু, তুমি ভোল নাই।
ম্লান দীন এ হৃদয়, লও তুলে, দয়াময়,
তব পদ-তলে দাও ঠাঁই ;
তোমার সন্তানে যদি, তুমিই বিমুখ হবে,
জীবনেতে আশা কোথা পাই !

[আশা-ভৈরবী, ঠুংরি]

৮৫৩ কিছু নাই বলিবার তোমায় আমার, যখন যেমন রাখ,
হ'য়ে সাথের সাথী দিবা রাতি তুমি যদি থাক।
সদা তোমায় পেলে, আমি হেসে খেলে,
অসার মান অপমান ক'রে সমান, দিন কাটায়ে দিব।
হ'লে তোমার আমি, ও হে হৃদয়-স্বামী,
ভবের এ অরণ্যে দুঃখ দৈন্যে, কাতর হব না ক।

[বাউলের সুর, একতালা। সুর, "সকাল দিন ত গেল, সন্ধ্যা হ'ল"]

৮৩৪ কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়,
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও !
বলিব না "রেখো সুখে", চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভাল বোঝ, তাই করিও,
—শুধু তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও।
যে পথে চালাবে নিজে, চলিব, চাব না পিছে,
আমার ভাবনা, প্রিয়, তুমি ভাবিও ;
—শুধু তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও।
(দেখ) সকলে আনিল মালা, ভকতি-চন্দন-থালা,
আমার যে শূন্য ডালা, তুমি ভরিও ;
—আর, তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও।
[ভৈরবী, দাদ্‌রা। কাকলি ১।১]

---

৮৩৫ যখন যেরূপ বিভু রাখিবে আমারে,
সেই সুমঙ্গল, যেন না ভুলি তোমারে।
বিভূতি ভূষণ কিম্বা রতন-মণি-কাঞ্চন,
তরুমূলে বাস কিম্বা রাজ-সিংহাসন।
সম্পদে বিপদে, অরণ্যে বা জনপদে,
মান অপমানে কিম্বা রিপু-কারাগারে।
অচল শিখরে, গভীর সাগরে,
নীরোগ শরীরে কিম্বা রোগের বিকারে
সদা বনবাসে, সুভোজন, উপবাসে,
হিংস্রকের ত্রাসে-কিম্বা অরির প্রহারে।

মাণিক মন্দিরে, তৃণের কুটীরে,
গ্রীষ্মের আতপে কিম্বা নিশির শিশিরে ;
ও চরণ-কমল হেরি হৃদি-সরোবরে।
[পিলু বাহার, ঝাঁপতাল]

---

৮৩৬ তুমি আমার সঙ্গে থাক।

যেখানেতে থাকি, যে ভাবেতে থাকি, তুমি প্রেম-ক্রোড়ে রাখ।
প্রিয় সম্মিলনে, রুদ্ধ কারাগারে, নির্জ্জন প্রান্তরে, পর্ব্বত-কন্দরে,
গভীর অরণ্যে, সাগর তরঙ্গে, কাছ ছাড়া হও না ক।
রোগের শয্যায় বিষম যন্ত্রনা, একাকী নিঃসঙ্গ কতই ভাবনা,
দুঃখ দৈন্য শোক, ঘোর মনস্তাপ,— কতই আদরে ডাক !
পাপে তাপে যবে দগধ এ প্রাণ, নিজ হাতে কর শান্তি-বারি দান,
ঘোর নিরাশায় ব্যথিত হৃদয়ে, পরাণ জুড়িয়ে থাক।
[মুলতান, একতালা]

---

৮৩৭ আমি সঁপিলাম প্রভু তোমারে মম সমগ্র জীবন ;
প্রিয় পরিজন, সুখ, যাহা আছে সংসারে।
কেন বা বিপদে, রাখ বা সম্পদে, কর তুমি যাহা মনে লয় ;
(আজ) জীবনের ভার চরণে তোমার, সঁপিনু তোমারে, ইচ্ছাময়
মম ভার লও, পদ-ছায়া দাও, রাখ শুধু প্রভু আমারে,
জীবনমরণে নির্ভয় শরণে, ইহ পরলোকে সংসারে।
[কাফি, ঝাঁপতাল]

৮৫৮ আর বল্‌ব কি, যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, দীনবন্ধু হে !
হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে,
তোমার সম্পদ বিপদ আমার দুই সমান ;
তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল-বিধি, গুণনিধি হে ;
ঘোর বিপদেও বল্‌ব তোমায় দয়াময়।
আমি না জানি স্তব স্তুতি, তথাপি পাব মুক্তি, তোমার উক্তি হে ;
তোমার দয়া বিহনে পাপী কোথায় যায় !

[আলাইয়া (কীর্ত্তন), তেওট]

৮৫৯ বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি, বল ভাই ধন্য হরি !
ধন্য হরি ভবের নাটে, ধন্য হরি রাজ্য-পাটে,
ধন্য হরি শ্মশান-ঘাটে, ধন্য হরি ধন্য হরি !
সুধা দিয়ে মাতান যখন, ধন্য হরি ধন্য হরি,
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন, ধন্য হরি ধন্য হরি ;
আত্মজনের কোলে বুকে, ধন্য হরি হাসি মুখে,
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে, ধন্য হরি ধন্য হরি !
আপনি কাছে আসেন হেসে, ধন্য হরি ধন্য হরি,
ফিরিয়ে বেড়ান দেশে দেশে, ধন্য হরি ধন্য হরি ;
ধন্য হরি স্থলে জলে, ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয়-পদ্মদলে, চরণ-আলোয় ধন্য করি।

[বাউলের সুর, খেম্‌টা]—১১ চৈত্র ১৩১৫ বাং (১৯০৯)

৮৬১ ও হে জীবন-বল্লভ, ও হে সাধন-দুর্লভ!

আমি মর্ম্মের কথা, অন্তর-ব্যথা, কিছুই নাহি ক'ব ;

শুধু জীবনমন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহ সব,

(দিনু চরণতলে) (কথা যা ছিল, দিনু চরণতলে)

প্রাণের বোঝা বুঝে লও, দিনু চরণতলে) আমি কি আর ক'ব!

এই সংসার-পথ সঙ্কট অতি, কণ্টকময় হে,

আমি নীরবে যাব হৃদয়ে ল'য়ে প্রেম-মূরতি তব!

(নীরবে যাব) (পথের কাঁটা মানব না, নীরবে যাব)

(হৃদয়-ব্যথায় কাঁদব না, নীরবে যাব) আমি কি আর ক'ব!

আমি সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু, প্রিয় অপ্রিয় হে ;

তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে, তাহা মাথায় তুলিয়া ল'ব :

(আমি মাথায় ল'ব) (যাহা দিবে তাই মাথায় ল'ব)

সুখ দুখ তব পদধূলি ব'লে, মাথায় ল'ব) আমি কি আর ক'ব!

অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না কর যদি ক্ষমা,

তবে, পরাণপ্রিয়, দিয়ো হে দিয়ো, বেদনা নব নব ;

(দিয়ো বেদনা) (যদি ভাল বোঝ, দিয়ো বেদনা)

বিচারে যদি দোষী হই, দিয়ো বেদনা) আমি কি আর ক'ব!

তবু ফেলো না দূরে,—দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে ;

তুমি ছাড়া আর কি আছে আমার, মৃত্যু- আঁধার ভব!

(নিয়ো চরণে) (ভবের খেলা সারা হ'লে, নিয়ো চরণে)

(দিন ফুরাইলে, দীননাথ, নিয়ো চরণে) আমি কি আর ক'ব!

[কীর্ত্তন, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৪০]

৮৬১ সুখ-সম্পদে হেরি তব দয়া, ওহে প্রভু দয়াময়,
ভাসে দু নয়ন প্রেম-অশ্রুধারে, উথলে হৃদয়!
কত কৃতজ্ঞতা-ভক্তি-উপহারে, আনন্দে তখন পূজি হে তোমারে
কৃতাঞ্জলি-করে বিনীত অন্তরে লই ও-পদে আশ্রয়!
ভাসে দু নয়ন প্রেম-অশ্রু-ধারে, উথলে হৃদয়!
কিন্তু রোগ শোক বিপদ মরণ, করিবে সবলে যবে আক্রমণ,
শান্তিরূপ ধরি হৃদে অবতরি, দিও দেখা সে সময়;
অভয় চরণ করিয়া চুম্বন হইব নির্ভয়।
[পিলু বারোঁয়া, একতালা]

৮৬২ তোমায় ছেড়ে আর যাব না, রব চরণে।
তোমার চরণ শরণ ক'রে শান্তি মরণে।
তোমায় ভুলে হে ভুবনেশ, অন্তরে মোর সুখ নাহি লেশ,
ব্যথার পরে ব্যথা এসে বাজে মরমে।
এবার আমার হৃদয় মাঝে, অরূপ ও-রূপ, দেখব, রাজে,
নীরব বাণী শুনব কানে, অভয় হব সকাল সাঁঝে।
দুঃখ বা সুখ যা আসে তায় বরণ ক'রে নেব মাথায়,
আনন্দ রুদ্রের আশীষ ঢাকা এ-আবরণে।
[ভৈরবী, গীতাঞ্জলি]

---

৮৬৩ সম্পদের কোলে বসাইয়ে, হরি, সুখ দিয়ে এ পরীক্ষে
(আমি) সুখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি,
(অমনি) দুখ দিয়ে দাও শিক্ষে!

মত্ত হ'য়ে সদা পুত্র-পরিবারে, ধনরত্ন-মণিমাণিক্যে,
(আমি) ধুয়ে মুছে ফেলি তোমারি নাম গন্ধ, ম'জে তার চাক্‌চিক্যে।
নিলাজ হৃদয় ভেঙ্গে সব লও, দুখ দিয়ে দাও দীক্ষে ;
দাও (আমার) বাধাগুলো নিয়ে, অভয়-চরণ,
আর (নিয়ে) ভিক্ষার ঝুলি, দাও ভিক্ষে।

[ভৈরবী, একতালা]

---

৮৬৪ প্রভাতের সুন্দর আলোক মনে এনে দেয় কত সুখ !
মনে হয়, দিন যাবে ভাল, কত আশে ভরি ওঠে বুক !
তবুও তো মেঘ ঘিরে আসে, অন্ধকার হয় চারিধার,
ঝড় ঝঞ্ঝা শিলা বজ্রপাতে, পথ চলা হ'য়ে ওঠে ভার ;
তুমি তবু থাকি তার মাঝে, কি আলোকে কি বা বরষায়,
এ জীবন কর অগ্রসর, সুখে দুখে আশা নিরাশায়।

৮৬৫। আমি রইলাম তোমার নামে প'ড়ে,
এখন যা কর মা কৃপা ক'রে।
জগতের যত পাপী, ঐ নামেতে গেছে ত'রে ;
যাবে অনায়াসে চরণ-পাশে, আমিও ঐ নামের জোরে ;
হৃদি-ফুলের পত্রে পত্রে, লিখ্‌ব ঐ নাম ভক্তিভরে,
আমার সকল দুঃখের শান্তি হবে, ভবের চিন্তা যাবে দূরে।

[রামপ্রসাদী সুর, একতালা]

৮৬৬ বিদায় দিতেছে মোরে সংসার এবার।

প্রভু যারা ছিল আপনার জন, তোমারি কারণে পর সব এখন,
তোমায় চাহি ব'লে ত্যজিছে সকলে, আত্মীয়, বন্ধু, পরিবার।
যাহা ইচ্ছা তোমার তাই হোক্, স্বামী, রহি যেন সদা তব অনুগামী
তব ইচ্ছা-পথে শুধু চলি আমি, হই হে দাস তোমার।
যাদের উপরে থাকিত নির্ভর, স'রে যাক্ সব, হ'য়ে যাক্ পর,
তব ইচ্ছা-পথে চলি যবে আমি, সাহস পাই অপার।

[মূলতান, একতালা]—৪ আগষ্ট ১৮৯৪

৮৬৭ যবে মানবের বিচারশালায় অবিচার পাব দান,
যখন লুকানো নিন্দা আমারে আঁধারে হানিবে বাণ,
সহিব নীরবে, কহিব তখন, "তুমি জান, নাথ, তুমি জান!"
ভবের সভায় যশের মুকুট দেয় যদি তারা শিরে,
পারি যেন দিতে সরল বিনয়ে তাদের চরণে ফিরে,
বলি যেন তবে, "হীনতা আমার তুমি জান, নাথ, তুমি জান!"
লক্ষ্যের দিকে যদি আসে মেঘ বিপদের পাখা খুলে,
যদি ভবপারে সবে ডাকে মোরে, "লাগাও তরণী কূলে,"
চলিব আঁধারে, বলিব তখন, "তুমি জান, নাথ, তুমি জান!"
ফুরায় যে সুখ, ফুরায় যে দুখ, না ফুরায় শুধু আশা,
ভাঙে যতবার, গড়ি ততবার, ধূলায় ধূলির বাসা।
কেন এ যতন? কোথা সে রতন? "তুমি জান, নাথ, তুমি জান!"

[কীর্ত্তন]

৮৬৮ তোমার ভাবনা ভাব্‌লে আমার ভাবনা রবে না,

আর আমার ভাবনা রবে না।

সবাই যখন বলিবে ভালো,

তখন তোমায় দেখাব মোর মনেরি কালো,

আর আমার ভাবনা রবে না।

সবাই যখন কর্‌বে তিরস্কার,

তখন বুকে ধর্‌ব চেপে তব পুরস্কার,

আর আমার ভাবনা রবে না।

যদি জীবন পথে করি শত ভুল,

আমার পায়ে লাগুক কাঁটা, সবার পায়ে ফুল,

তা হ'লে ভাবনা রবে না।

হারায় যদি সব ভালবাসা,

সকল আশা ছেড়ে কর্‌ব তোমারি আশা,

আর আমার ভাবনা রবে না।

পড়্‌ব যত দুঃখ বিপদে,

ততই মোরে কর্‌বে নত, তব শ্রীপদে,

আর আমার ভাবনা রবে না।

শেষে ডাক্‌বে যখন ঘাটে, "আয় রে আয়,"

সকল বোঝা কর্‌ব বোঝাই তোমারি খেয়ায়

আর আমার ভাবনা রবে না।

[বাউলের সুর, দাদরা। কাকলি ২।৭]

৮৬৯ আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে।
দিনের কর্ম্ম আনিনু তোমার বিচার-ঘরে।
যদি পূজা করি মিছা দেবতার, শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো পরে,
আমার বিচার তুমি কর তবে আপন করে।
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ, ভয়ে হ'য়ে থাকি ধর্ম্মবিমুখ,
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে,
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায়, কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়,
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে,
আমার বিচার তুমি কর তবে আপন করে।

[কেদারা, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৬৫]

৮৭০ তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে
সত্য ক'রে পায় সে আপনারে।
দুঃখে শোকে নিন্দা পরিবাদে, চিত্ত তার ডোবে না অবসাদে,
টুটে না বল সংসারের ভারে।
পথে যে তার গৃহের বাণী বাজে, বিরাম জাগে কঠিন তার কাজে,
নিজেরে সে যে তোমারি মাঝে দেখে, জীবন তার বাধায় না ঠেকে,
দৃষ্টি তার আঁধার-পরপারে।

মাঘ ১৩৩৪ ব'ঃ (১৯২৮)

৮৭১ জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
যে-ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও হয় নি মিছে।
আমার অনাগত, আমার অনাহত,
তোমার বীণা-তারে বাজিছে তারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।

[ভৈরবী, তেওরা। গীতলিপি ৪।১; বৈতালিক ৩৭]—২৩ শ্রাবণ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

করিব না আমি মুখ মলিন

৮৭২ করিব না আমি মুখ মলিন।
র'ব এ আঁধারে ধরিয়া তোমারে, বিশ্বাস-আলোকে ঘুচিবে দুর্দিন।
বহু দুঃখ-মাঝে রয়েছি একাকী, ইচ্ছা তাই তোমার কোলে মাথা রাখি ;
মোর লাগি জাগে তব স্নেহ-আঁখি, হেরিয়া হৃদয় হোক ভয়হীন।
স্মরিয়া জীবনে করুণা তোমার, তবু সহিব না কিবা হেন ভার ?
তুমি আছ সাথ, ধরি মোর হাত, তবু কি এ পথ বলিব কঠিন ?

[সুরট-মল্লার, একতালা]

৮৭৩ তোমায় পেয়ে ভুল্‌তে নারি, এমন দুঃখ কি আমার ?
এত কষ্ট কি জীবনে, সইতে নারি যার ভার ?
সদা তোমার সঙ্গে থাকি, হেরি তোমার স্নেহ-আঁখি,
তোমাতে নির্ভর রাখি, কত সুখী, স্বর্গ দেখি মাঝে ধরার।
তুমিই তো মা ভাল জান, সব থেকে মঙ্গল আন,
তোমার হাতে আছে প্রাণ, তবে কেন বিচলিত হব আর
অমূল্য ধন তোমার প্রীতি, মধুর তোমার স্নেহের রীতি,
তাই পেয়ে তুচ্ছ অতি, সুখ কিংবা দুঃখ আমার !
[ঝিঁঝিট, পোস্ত। সুর, "কে তুমি কাছে ব'সে"]

৮৭৪ তুমি যদি কাছে থাক মা, তবে কি দুঃখেরে ডরি ?
তোমার প্রেম-মুখ-পানে চেয়ে সকল দুঃখ সইতে পারি !
দরিদ্রতা রোগে শোকে, ঘেরে যদি চারিদিকে,
তোমার অভয় চরণ প্রাণে রেখে, সকল জ্বালা শীতল করি।
তোমার সম্মুখে থাকিলে, সকল অভাব যায় মা চ'লে ;
(আমি) আপন / যাই মা ভুলে.তোমার প্রেমে ডুবে মরি।
তুমি রাখিবে যে ভাবে, তাতেই জীবন ভাল যাবে,
তোমার ইচ্ছায় মঙ্গল হবে, তাতে কি সন্দেহ করি ?
[গাড়া ভৈরবী, খং]

৮৭৫ আর দুখেরে ভয় কর্‌ব না !
দুঃখ-রথে তুমিই আস ; আমি মরণ এলেও মর্‌ব না !

আস্‌চ তুমি প্রাণে আমার, সুখে আমার দুখে আমার ;
যে-দিন আকাশ ঘন আঁধার, সেদিনও যে ডরব না !
আসে আসুক্ নিবিড় কালো,
জানি তোমার স্নেহ-করুণ দৃষ্টি আছে সমান ভালো !
মৃত্যু হানা দিক্ না দ্বারে, জান্‌ব তোমায় বারে বারে ;
আমায় নূতন ক'রে ফুটাতে চাও, আমি মর্‌ব না যে ঝর্‌ব না !

[ভৈরবী, একতালা]

৮৭৬ কুসুম হ'য়ে ফুটে ওঠে কাঁটা, আলো হ'য়ে ফুটে ওঠে আঁধার,
প্রভু, পরশে তোমার !
থেমে যায় ঝড়, ঝঞ্ঝা-রাতি, ফুটে ওঠে তারার পাঁতি,
জেগে ওঠে শশীর ভাতি, প্রভু, পরশে তোমার !
বন্ধুর পথ হয় সে কুসুম-কীর্ণ, শ্যামল হ'য়ে ওঠে মরু জীর্ণ,
জেগে ওঠে নির্ঝর-ধারা, কল বিহগ ডেকে সারা,
পবন বহে পাগল পারা, প্রভু, পরশে তোমার !
তেম্‌নিতর' একটি পরশে, চিত্ত আমার ডুবাও হরষে,
অন্ধকারে ফুটাও তারা, ছুটাও প্রাণে গানের ধারা,
প্রেম-সুধায় কর হারা, প্রভু, পরশে তোমার !

[ভৈরবী, দাদ্‌রা]

৮৭৭ সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া, তুমি ত আমার রহিবে !
বহিবারে যদি না পারি এ ভার, তুমি ত, বন্ধু, বহিবে !
কলুষ আমার, দীনতা আমার, তোমারে আঘাত করে কতবার,
আর কেহ যদি না পারে সহিতে, তুমি ত, বন্ধু, সহিবে !
যাক্ ছিঁড়ে যাক্ মোর ফুলমালা, থাক্ প'ড়ে থাক্ ভরা ফুলডালা ;
হবে না বিফল মোর ফুল তোলা, তুমি ত চরণে লইবে !
দুঃখেরে আমি ডরিব না আর, কণ্টক হোক কণ্ঠের হার ;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল, যতই অনলে দহিবে !
[রামকেলি]

৮৭৮ শুনিয়া তোমার অভয়-বাণী ঘুচিল বেদনা জ্বালা !
নিভিল সকল চিত্ত-দহন, ফুটিল কুসুম-মালা !
দূরে গেল মোহ-তিমির-ভার, ঘুচে গেল ভয়, ছুটিল আঁধার.
শান্তি-কমল শুভ্র অমল করিল জীবন আলা !
সংসারপথে বিচরিব সুখে, তোমারে ডাকিব ভয়ে দুখে শোকে,
নির্ভয়ে আমি গাহি যাব গান, জীবন পায়ে দিব ডালা !
আজ, দুঃখ নাহি মোর, বেদনা নাহি, আনন্দে আজি সবা-মুখ চাহি,
আনন্দে আমি তব গান গাহি, গাঁথি হৃদি-ফুল-মালা।
[টোড়ি-ভৈরবী, ঠুংরি। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৮৪৩ শক]

৮৭৯ তুমি যদি দাও দুখ, দুখ নাই, তায় দুখ নাই !
হরি যদি লও সুখ, দুখ নাই, তায় দুখ নাই !

তুমি যদি ফেল আঁধারে, বিপদ-কুটিল পাথারে,
নাম' যদি নয়নাসারে, দুখ নাই, তায় দুখ নাই !
যদি না মুছাও আঁখি-জল, দুখ নাই, তায় দুখ নাই !
হান বিষবাণ অবিরল, দুখ নাই, তায় দুখ নাই !
যদি মৃত্যুরে আন দ্বারে, নাম' বজ্র-বেদন-ধারে,
পাব তোমা বারে বারে, দুখ নাই, তায় দুখ নাই ।

[পিলু-বারোঁয়া, একতালা]

দুঃখ বরণ ।

৮৮৩ আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে ।
এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে ।
আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর,
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে ।
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক্ তারা নব নব ।
নয়নের দৃষ্টি হ'তে ঘুচ্‌বে কালো,
যেখানে পড়্‌বে সেথায় দেখ্‌বে আলো,
ব্যথা মোর উঠ্‌বে জ্ব'লে ঊর্দ্ধপানে ।

[গীতলেখা ৩।৪৪]—১১ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৮৮১ তোমার কাছে শান্তি চাব না ; থাক্ না আমার দুঃখ ভাবনা।
অশান্তির এই দোলার পরে, ব'স ব'স লীলার ভরে,
দোলা দিব, এ মোর কামনা।
নিভে নিভুক প্রদীপ বাতাসে, ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে,
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে, তোমার চরণ পরশনে,
অন্ধকারে আমার সাধনা।

[গীতলেখা ১।৪৯ : ২।৪২]—২৬ ফাল্গুন ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৮৮২ আঘাত ক'রে বাঁচাও আমায়, দাও আমারে প্রাণ,
পলে পলে সইব কত মৃত্যু-অবমান ?
এম্‌নি ক'রে দিনে দিনে, মৃত্যু আমায় লয় যে চিনে,
(এই) মরণ হ'তে বাঁচাও আমায়, দাও বেদনা-দান !
এম্‌নি তুমি দহন জেলে, বিদ্ধ কর বজ্র-শেলে,
মেরে মেরে বাঁচাও আমায়, আর রেখো না মান।
জাগাও আমায় তোমার কাজে, সাজাও আমায় বীরের সাজে,
তোমার পায়ে রাখিতে দাও দেহ মন প্রাণ !

[ইমনকল্যাণ, তেওরা]

৮৮৩ বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয় !
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয় !

সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয় !
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি, শকতি যেন রয় !
আমার ভার লাঘব করি না-ই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি, এমনি যেন হয়।
নম্র শিরে সুখের দিনে, তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা যে দিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়।

[ইমনকল্যাণ, ঝম্পক। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।২৭]—১৩১৩ বাং (১৯০৯)

৮৮৪ দুখে রেখো প্রভু, যদি তোমারে দুখের মাঝারে পাই।
সুখে থাকিবার নাহি সাধ আমার, যদি সেই সুখে তোমারে হারাই
ঘোর নিশীথে গহন বিজনে, মহাবল-ত্রাস সমর-অঙ্গনে,
তুমি যদি নাথ থাক সাথ সাথ, তবে আমি আর কাহারে ডরাই !
দারিদ্র্যে শোকে দুখে নির্যাতনে, ব্যাধি-যাতনার ক্লেশ-বহনে,
তব পদে প্রাণ যদি পায় স্থান, তবে আমি প্রভু কিছু নাহি চাই ;
চিরদিনের সাথী তুমি হে আমার, চিরদিন সাথে থাকিব তোমার,
লইয়াছ পিতা সন্তানের ভার, তোমা সম প্রিয় কেহ আর নাই !

[আলাইয়া, একতালা]

৮৮৫ দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়,
চাহি না সুখ সম্পদ ও হে হরি দয়াময় !
সকলসন্তাপহারী, তুমি পিপাসার বারি,
হেরিলে তোমার মুখ সব দুঃখ দূরে যায়।
তোমার প্রেমের লাগি, শ্রীগৌরাঙ্গ হ'লেন যোগী,
উদাসীন সর্ব্বত্যাগী, ত্যজিয়ে দুঃখিনী মায় ;
করিলে তাঁরে ভিখারী, বনবাসী দণ্ডধারী,
শুনিলে সে সব কথা গলে পাষাণ হৃদয়।
তব পবিত্র সন্তান প্রিয় যীশু গুণধাম,
ক্রুশে হারাইলেন প্রাণ, পরহিত-কামনায় ;
ভ্রমিলেন পথে পথে পতিত জনে তারিতে,
যাঁহার শোণিত পাতে হইল প্রেমের জয় ;
যখন যে ভাবে যেখানে রাখ এ দীন সন্তানে,
থাকি নির্ব্বিকার মনে, এই মিনতি তব পায় ;
বিপদে মঙ্গল দেখি, দুঃখেতে হইব সুখী,
দয়াময় নাম গানে যেন প্রাণ অন্ত হয়।
[মল্লার, যৎ]

৮৮৬ আমারে ভেঙে ভেঙে কর হে তোমার তরী ;
যাতে হয় মনোমত তেম্‌নি ক'রে লও হে গড়ি।
এ তরুতে নাই ফুল ফল, শিকড়গুলি বাড়্‌চে কেবল ;
দিয়ে আঘাত জীবন-মূলে, লও হে তারে ছিন্ন করি।

শক্ত তারে গড়্‌বে ব'লে, ফেলে রেখো রৌদ্রে জলে ;
পুড়িয়ে তারে কোরো বাঁকা, যখন তুমি গড়্‌বে তরী।
যাদের ধন আছে অপার, সোণার নায়ে কোরো হে পার ;
আমার বুকে করিয়ো পার, যাদের নাই হে পারের কড়ি।
তোমার ঐ মাঝ-গাঙে, এ তরীটি যদি ভাঙে,
তবে সে অতল তলে, (আমায়) কুড়িয়ে নিয়ো হে শ্রীহরি !

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, একতালা। কাকলি ৩।১]

৮৮৭ সুখ-মাঝে তোমায় খুঁজিব না, সুখ-বাসনা কাড়িয়া লইও ,
শত দুখ মাঝে, শোক ভয় লাজে, চরণে আমায় রাখিও।
আলোকে তোমায় দেখিয়াছি কত ! নিবিড় আঁধারে চাহি গো নিয়ত,
ঘন অন্ধকারে প্রাণের মাঝারে আশার বারতা কহিও।
চির প্রীতিপূর্ণ সুখময় গেহে, প্রিয়জন-প্রেমে, জননীর স্নেহে,
যদি ইচ্ছা হয়, ও হে প্রেমময়, হৃদয়ে প্রকাশ হইও ;
সকলি যখন যাইবে চলিয়া, একা শূন্য-প্রাণে রহিব পড়িয়া,
বিতরি সান্ত্বনা, হৃদয়-বেদনা নিমেষে হরণ করিও।
যবে, দেব, করি রিক্ত আপনারে, অকিঞ্চন হ'য়ে বসিব দুয়ারে,
নিরালম্ব জনে, স্নেহের বচনে, আপন সদনে ডাকিও।
চাহিবার কিছু নাহি মম আর, যত ইচ্ছা আন বিষাদ-আঁধার ;
শুধু সে তিমিরে হৃদয়ের ঘরে স্থির-দীপ-সম রহিও।

[গৌড়-সারঙ্গ, একতালা। সুর, "দুখের কথা তোমায় বলিব না"]

৮৮৮ আমার কুটীর তুমি ভেঙেই দিয়ো,

নূতন ক'রে জাগিয়ো, তোমার মাঝে জাগিয়ো।

অম্‌নি ক'রে বজ্র হেনে, সুখের বাসা দিয়ো ভেঙে,

রুদ্র তুমি, ভীষণ তুমি, প্রলয়-মাঝে জানিয়ো!

এই সুখে ম'রে থাকার চেয়ে, মরণ আমায় যাক্ না নিয়ে ;

মৃত্যু-মাঝে নব-জীবন ধন্য হব পেয়ে।

আঘাত, সে যে পরশমণি, অতুল ধনে করে ধনী,

সেই আঘাতে সুপ্ত জীবন-কমল তুমি ফুটিয়ো।

[ভীমপলশ্রী]

৮৮৯ অন্ধকারের উৎস হ'তে উৎসারিত আলো,

সেইত তোমার আলো।

সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধমাঝে জাগ্রত যে ভালো, সেইত তোমার ভালো।

পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ, সেইত তোমার গেহ।

সমরঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ, সেইত তোমার স্নেহ।

সব ফুরালে বাকী রহে অদৃশ্য যেই দান, সেইত তোমার দান।

মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ, সেইত তোমার প্রাণ।

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি, সেইত স্বর্গভূমি।

সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি, সেইত আমার তুমি।

২৯ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৮৯০ অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে ?
আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে।
তেম্‌নি ক'রে আপন হাতে ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগ্‌ল বুঝি জীবন-পরে !
বাজে ব'লেই বাজাও তুমি ; সেই গরবে
ওগো প্রভু, আমার প্রাণে সকল স'বে।
বিষম তোমার বহ্নি-ঘাতে বারে বারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা ব্যথায় ভ'রে।

১৩ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৮৯১ লুকিয়ে আস আঁধার রাতে, তুমিই আমার বন্ধু,
লও যে টেনে কঠিন হাতে তুমি আমার আনন্দ !
দুঃখ-রথের তুমিই রথী, তুমিই আমার বন্ধু,
তুমি সঙ্কট, তুমিই ক্ষতি, তুমি আমার আনন্দ !
শত্রু-আমারে কর গো জয়, তুমিই আমার বন্ধু,
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়, তুমি আমার আনন্দ !
বজ্র, এস হে বক্ষ চিরে, তুমিই আমার বন্ধু,
মৃত্যু, লও হে বাঁধন ছিঁড়ে, তুমি আমার আনন্দ !

১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০ বাং (১৯১৩)

৮৯২ মহা আপন সে কি? আমার প্রাণের গভীর গোপন
অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি।
যবে দুর্দ্দম ঝড়ে, আগল খুলে পড়ে,
কার সে নয়ন পরে নয়ন যায় গো ঠেকি।
যখন আসে পরম লগন, তখন গগন মাঝে,
তাহারি ভেরী বাজে।
বিদ্যুত-উদ্ভাসে বেদনার দূত আসে,
আমন্ত্রণের বাণী যায় হৃদয়ে লেখি।

৮৯৩ তোমার নামে তর্‌ব আমি বিপদ-পাথার।
তোমার নামে অগাধ জলে দিব সাঁতার।
তোমার নামে কর্‌ব যাপন ঝঞ্ঝা-রাতি।
তোমার নামে রাখ্‌ব জেলে পূজার বাতি।
তোমার নামে ফুট্‌বে হৃদে ফুলের পাতি।
তোমার নামে সমান হবে আলো আঁধার।
তোমার নামে মধুর হবে বাক্য মনে।
তোমার নামে লাগ্‌বে পুলক ক্ষণে ক্ষণে।
তোমার নামে চিত্তে মনে বাজ্‌বে বাঁশি।
তোমার নামে মধুর হবে দুঃখরাশি।
তোমার নামে জাগ্‌বে কাঁটায় ফুলের হাসি।
তোমার নামে এক হবে এই এপার ওপার।
[দরবারী কানাড়া, গীতাঞ্জী। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্ত্তিক ১৮৪৬ শক

ব্যথার পূজা

৮৯৪ আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে,
দিবস গেলে করব নিবেদন,
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।
যখন বেলা-শেষের ছায়ায় পাখীরা যায় আপন কুলায়মাঝে,
সন্ধ্যাপূজার ঘণ্টা যখন বাজে,
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বাল্‌বে এ জীবন,
ব্যথার পূজা হবে সমাপন।
অনেক দিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন-ডোরে,
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে।
যখন পূজার হোমানলে উঠ্‌বে জ্ব'লে একে একে তারা,
আকাশ-পানে ছুট্‌বে বাঁধন-হারা,
অস্ত রবির ছবির সাথে মিল্‌বে আয়োজন,
ব্যথার পূজা হবে সমাপন।

[গীতপঞ্চাশিকা, ১০১]

৮৯৫ একটি ক'রে দুখের প্রদীপ জালিয়ে রেখো প্রিয়তম,
ভুলে ভুলেই রইবে না আর চির-ভোলা হৃদয় মম।
বারে বারেই নয়ন-জলে এনো তোমার দুয়ার-তলে,
দিয়ো না গো রইতে ভুলে সুখে-স্বপ্ন পাষাণ সম।

[দরবারী কানাড়া, তেওরা। পথের বাণী ১৭]

৮৯৬ রিক্ত করিয়া লবে গো আমায়, তোমার সুধায় ভরিবে।
বারে বারে এই ব্যথা দিয়ে দিয়ে সকল হৃদয় হরিবে।
তাই তো গো তুমি ধন জন মান, সব হ'তে কাড়ি হইলে এ প্রাণ,
অশ্রু-সলিলে ধু'লে দুনয়ান,—আপন যে মোরে করিবে!
তাই ভালো মোর তাই ভালো,—নয়নের জল, এই ভালো,
তব সনে যদি দরশন মিলে, ব্যথা-সুধা আরো আরো ঢালো।
দাও দাও মোরে বেদনার দান, বেদনার রঙে রাঙা হোক্ প্রাণ,
বক্ষ-শোণিতে বাহিরাক্ গান ;—সে হার কণ্ঠে পরিবে।
[জৌনপুরী, একতালা। ভোরের পাখী, ১৬]

৮৯৭ তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার
জননী গো, গাঁথ্‌ব তোমার গলার মুক্তাহার
চন্দ্র সূর্য্য পায়ের কাছে মালা হ'য়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার দুখের অলঙ্কার!
ধন ধান্য তোমারি ধন ; কি কর্‌বে তা কও,—
দিতে চাও ত দিও আমায়, নিতে চাও ত লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস ; খাঁটি রতন তুই ত চিনিস্!
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস্, এ মোর অহঙ্কার।
[শেফালি, ২৭]

৮৯৮ আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাক' তারে।
বাহুপাশের কাঙাল সে যে, চলেছে তাই সকল ত্যজে,
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার অভিসারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাক' তারে।
আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়, বাজি সুরে,
সেই গানের টানে পার' না আর রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে গান মম ঝড়ের রাতের পাখীর সম,
বাহির হ'য়ে এস তুমি অন্ধকারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাক' তারে।

[গীতলেখা ।৪১] —১৬ ফাল্গুন ১৩২০ বাং (১৯১৪)

৮৯৯ ব্যথাই আমার আন্‌ল বাধার পারে,
আন্‌ল আমায় প্রভাত-আলোর দ্বারে।
সারাটি রাত কেবল আমার প্রাণে অশ্রুজলের সুর লেগেছে গানে,
চেয়ে দেখি রাত্রি অবসানে হঠাৎ আলো ফুটল অন্ধকারে।
একি তোমার লীলা জানিনা ক, দুঃখ দিয়েই দুঃখ তুমি ঢাক।
আঘাত ক'রে, কেবল আঘাত ক'রে, যা কিছু মোর লও যে তুমি হ'রে,
শেষে দেখি সকল শূন্য ভ'রে, সারা জীবন চেয়েছিলাম যারে।

[ভৈরবী, দাদ্‌রা]

৯০০ নয় এ মধুর খেলা ;

তোমায় আমায় সারা জীবন, সকাল সন্ধ্যা বেলা।

কতবার যে নিভ্‌ল বাতি, গর্জ্জে এল ঝড়ের রাতি,

সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরি ঠেলা।

বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে।

দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।

ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে এই কথাটি বাজ্‌ল বুকে,—

তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহেলা।

[গীতলেখা ২।৪৮]—১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

৯০১ আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।

আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো।

যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে বাজে নি তা চরম তানে,

কঠিন মূর্চ্ছনায় সে গানে মূর্ত্তি সঞ্চারো।

লাগে না গো কেবল যেন কোমল করুণা,

মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ ক'রো না।

জ'লে উঠুক্ সকল হুতাশ, গর্জ্জি উঠুক্ সকল বাতাস,

জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ, পূর্ণতা বিস্তারো।

[মিশ্রিট খাম্বাজ, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৬।১০]—৪ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৯০২ দুঃখ-আশীষ দিতে যে চাও,—দয়া তব !

ব্যথার পরশমণি ছোঁয়াও,—দয়া তব !

ভেবেছিলেম রইব স'রে তোমা হ'তে অনেক দূরে,
সে অভিমান রাখ্‌লে না মোর,—দয়া তব !
আমায় তুমি ছাড়্‌বে না যে, মনে তোমার ব্যথা বাজে,
বিজন ঘরে একলা থাকা কি তোমায় সাজে !
তাই তো তুমি ফিরে ফিরে ভাসালে গো অশ্রুনীরে,
(তবু) নিরাশ হ'য়ে ফির্‌লে না যে,- দয়া তব !

[ইমন-পূরবী, দাদ্‌রা]

২০৩ তোমায়, ঠাকুর, বল্‌ব 'নিঠুর' কোন্ মুখে ?
শাসন তোমার যতই গুরু, ততই টেনে লও বুকে।
সুখ পেলে দিই অবহেলা, শরণ মাগি দুখের বেলা,
তবু ফেলে যাওনা চ'লে, সদাই থাক সম্মুখে।
প্রতিদিনের অশেষ যতন ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন ;
নিত্য আছি ডুবিয়ে, তাই পাসরি প্রেমসিন্ধুকে।
সুখের পিছে মরি ঘুরে, তাইত রে সুখ পালায় দূরে ;
সে আনন্দ, ওরে অন্ধ, বন্ধ মনের সিন্দুকে।
ভুলে যে যাই সবাই আমার, নই ত ভিন্ন আমি সবার ;
দশের মুখে হাসি রেখে কাঁদ্‌ব আমি কোন্ দুখে ?
ভবের পথে শূন্য-থালি, বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালী,
দৈন্য আমার ঘুচ্‌বে, যবে পাব দীনবন্ধুকে।

[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। কাকলি ১।২৪]

৯০৪ ও নিঠুর, আরো কি বাণ তোমার তূণে আছে ?
তুমি মর্ম্মে আমায় মার্‌বে হিয়ার কাছে ?
আমি পালিয়ে থাকি, মুদি আঁখি, আঁচল দিয়ে মুখ যে ঢাকি,
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে।
মার্‌কে তোমার ভয় ক'রেছি ব'লে, তাইতে এমন হৃদয় ওঠে জ্ব'লে।
যে দিন সে ভয় ঘুচে যাবে, সেদিন তোমার বাণ ফুরাবে;
মরণকে প্রাণ বরণ ক'রে বাঁচে।
৭ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৯০৫ এই ক'রেছ ভালো, নিঠুর, এই ক'রেছ ভালো !
এম্‌নি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার,
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই ত পুরস্কার !
অন্ধকারে মোহে লাজে, চোখে তোমায় দেখিনা যে,
বজ্রে তোলো আগুন ক'রে আমার যত কালো !
[ইমনকল্যাণ, একতালা। গীতলিপি ৪।১৮] ৪ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

৯০৬ ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে করেছে নিঠুর।
তুমি ব'সে থাক্‌তে দেবে না যে,
দিবানিশি তাইত বাজে পরাণ মাঝে এমন কঠিন সুর।

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,

তোমার লাগি দুঃখ আমার হয় যেন মধুর !

তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,

তোমার বেদন কাঁদায়, ওরে আরাম যত করে কোথায় দূর !

৮ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৯০৭ আমি চিনেছি চিনেছি চিনেছি তোমারে,

বুঝেছি তোমারে সখা !

তুমি হাসির আড়ালে লুকাইয়া থাক, অশ্রুজলে দাও দেখা।

ভেঙে দিয়ে বুক, দিয়ে আরো দুখ, দেখাও মুখ তুমি,

চিনেছি তোমারে আমি !

নিঠুরের বেশে দাঁড়াইয়া পাশে, শকতি বুঝিতে চাও,

তাই যে-সবারে বলি আপনার, দিয়ে পুন কেড়ে নাও !

সব দাগ মুছে নিতে চাও কাছে, কল্যাণময়ী জননী,

চিনেছি তোমারে আমি !

চিরসাথী তুমি, চির আপনার, হাতটি বাড়ায়ে আছ,

যখনি দেখ গো গিয়েছি পড়িয়া, তুলিয়া কোলে নিতেছ ;

দিতেছ শকতি লভিতে মুকতি, বাঁধন কাটিয়ে তুমি,

চিনেছি তোমারে স্বামী !

[মিশ্র ভৈরবী, একতালা]

৯০৮ ওগো নিঠুর দরদী, একি খেল্‌ছ অনুক্ষণ ?

তোমার কাঁটায় ভরা বন, তোমার প্রেমে ভরা মন !

মিছে দাও কাঁটার ব্যথা, সহিতে না পার তা,

আমার আঁখিজল (তোমায়) করে গো চঞ্চল ;—

নয় বুঝি বিফল আমার অশ্রু বরিষণ !

ডাকিলে কওনা কথা, কি নিঠুর নীরবতা !

আবার ফিরে চাও, বল' "ওগো শুনে যাও,

তোমার সাথে আছে আমার অনেক কথন !"

[মিশ্র আসাবরি, দাদ্‌রা। কাকলি ১।৩৩]

৯০৯ তব করুণার অন্ত যে নাই !

দুখ দাও, সে-ও তব দয়া, মৃত্যুও স্নেহরূপে পাই !

বারে বারে বাণে দাগিয়া, জরজর করিলে হিয়া,

প্রেম-রসে শেষে রাঙিয়া, ফুলে ফুলে দিলে ছাই ।

এ কি করুণা তব, জননী, আজি পায়ে তব সব সঁপিয়া,

জুড়াল জীবন অমনি ।

আজি দুখ দাও, তাও সহিব ; সব বোঝা সুখে বহিব ;

ক্ষতি অপমানে রহিব তব প্রেম-মুখে চাই ।

[ইমন-পূরবী, তেতালা]

ভয় কি আমার

৯১০ ভয় কি আমার, ভয় কি আমার, ভয় কি আমার!
তুমি ঘুচাও পথের আঁধার, ভয় কি আমার!
কত আঁধার এসেছিল, আবার কোথায় চ'লে গেল,
তুমি যখন খুল্‌লে তোমার আলোক-দুয়ার!
বাহির হ'য়ে তোমার কাজে, প'ড়ে গেছি ধূলার মাঝে;
ধূলা ঝেড়ে কোলে মোরে নিলে আবার!
(এত দয়া তোমার, দয়া তোমার, ভয় কি আমার, ভয় কি আমার)

[কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর, ঝুলন]

---

৯১১ নাথ কি ভয় ভাবনা তার, তুমি যার যে তোমার।
অভয় পদ দিয়ে, প্রহরী হইয়ে, রক্ষা কর যারে নিরন্তর। (তুমি)
মাতৃকোলে শিশু সন্তান যেমন, তেম্‌নি সে আনন্দে করে বিচরণ,
নাহি ডরে কালে, ব্রহ্মনামের বলে করে স্বর্গরাজ্য অধিকার।
তোমার বরেতে পেয়েছে যে জন, অক্ষয় অমর অনন্ত জীবন,
ও হে দয়াময়, তুমি যার সহায়, বধে তারে সাধ্য কার? (প্রাণে)
ধন্য সে মানব অতি ভাগ্যবান্, তোমার হাতে যার আছে হে পরাণ
সুখী তার হৃদয়, নিশ্চিন্ত নির্ভয়, ল'য়েছ যার সকল ভার। (তুমি)

[আলাইয়া, একতালা]—৮ ভাদ্র ১৭৯৬ শক (১৮৭৪)

৯১২ তুমি আমাদের থাক্‌তে সহায়, কর্‌ব না ভয়,কর্‌ব না ভয়।
ঝড়ের রাতি,সে-ও পোহায় ; কর্‌ব না ভয়, কর্‌ব না ভয়।
ঘনাক্ না ঘোর আঁধার রাতি ! থাক্‌তে মোদের সাথের সাথী,
কে নেভাবে প্রাণের বাতি, অমর-ভাতি জ্যোতির্ম্ময় ?
ব্যথার প্রদীপ সে-ও আলো দেয়, কর্‌ব না ভয়, কর্‌ব না ভয়।
ভবার্ণবের ভেলা তুমি, কর্‌ব না ভয়, কর্‌ব না ভয়।
অন্ধকারের ধ্রুবতারা, কর্‌ব না ভয়, কর্‌ব না ভয়।
অভয় মনে, হাস্য মুখে, চল্‌ব সকল দুঃখে সুখে,
তোমার নামটি ল'য়ে বুকে গেয়ে যাব প্রেমেরই জয়।
পড়্‌ব শেষে পায়ে এসে, কর্‌ব না ভয়, কর্‌ব না ভয়।
[ভৈরবী, একতালা। ভোরের পাখী ১৯]

৯১৩ কি অভয় মঙ্গল-মুরতি তোমার !
নাহি অকল্যাণ ত্রিজগতে, প্রভু, আর।
ভূলোক দ্যুলোকে, আঁধার আলোকে,
সুখ দুখ শোকে, ঝলকে অনিবার।
জীব-জীবন-পটে, যখন যা ঘটে,
তব রূপ রটে, নাথ, বার বার।
দেখায়ে দয়াময়, মুরতি অভয়,
কর হে নির্ভয়, প্রাণ আমার।
[বাগেশ্রী, একতালা]

৯১৪ কি ভয় অভয়ধামে, তুমি মহারাজা, ভয় যায় তব নামে !
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে,
গগনে গগনে সেই অভয়-নাম গায় হে।
তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়,
লোক-ভয় বিপদ-মৃত্যু-ভয় দূর হয় তার ;
আশা বিকাশে, সব বন্ধন ঘুচে, নিত্য অমৃত-রস পায় হে।
[শঙ্কর, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০০]

৯১৫ যদি মোর জীবনমরণ তোমারি হাতে,
(ও গো) তবে কেন ভয় পাই আমি, চলিতে পথে ?
তবে কেন, হৃদয়স্বামী, আঁধার দেখে কাঁদি আমি ?
দাঁড়াই কেন বিদ্ধ হ'লে কণ্টক পদে ?
(আমায়) নিয়ে চল, নিয়ে চল, (তোমার) শান্ত জগতে।
[মল্লার মিশ্র, একতালা]—জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ বাং (১৯১১)

৯১৬ যে জন সতত তব পদে রয়, আর মানে পরাজয়,
সেই লভে শুভ, আর লভে সদা জয়।
সেই লভে জ্যোতিঃ আর তোমারি অমৃত,
আঁধারে ডরে না, মরণে না ভীত।
সে জীবন দাও দাও, সে জীবন দাও,
তোমারে বিতর', ওহে অমৃত অভয় !
[ভৈরবী মিশ্র, একতালা]—৩ বৈশাখ ১৩২৩ বাং (১৯১৬)

৯১৭ দেখা দিয়েছ তুমি হে যারে,
নির্যাতনে তারে করিতে কি পারে !
তোমার অভয়-বাণী শুনেছে যে অন্তরে,
পৃথিবীর হুহুঙ্কারে সে কি গো ডরে !
দিয়েছ বল তুমি যার অন্তরে, পুণ্যালোক তুমি দেখায়েছ যারে,
রিপু-প্রলোভনময় সংসারে, কি ভয় কি ভয় তার সমরে !
[কেদারা, কাওয়ালি]

৯১৮ দাও হে, আমার ভয় ভেঙে দাও ;
আমার দিকে ওমুখ ফিরাও !
কাছে থেকে চিন্‌তে নারি, কোন্ দিকে যে কি নেহারি,
তুমি আমার হৃদ্-বিহারী, হৃদয় পানে হাসিয়া চাও।
বল, আমায় বল কথা, গায়ে আমার পরশ কর ;
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে, আমায় তুমি তুলে ধর।
যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে, যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে,
হাসি মিছে, কান্না মিছে, সাম্‌নে এসে এ ভুল ঘুচাও !
[মিশ্র, ঠুংরি। গীতলিপি ২।৪৩]—১৬ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

৯১৯ আমার এই যাত্রা হ'ল সুরু, এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার !
এখন বাতাস ছুটুক্ তুফান উঠুক্ ফির্‌ব না গো আর,
তোমারে করি নমস্কার !

আমি দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি, বিপদ বাধা নাহি গণি,
ও গো কর্ণধার—
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি পার,
তোমারে করি নমস্কার!
এখন রইল যারা আপন ঘরে, চাব না পথ তাদের তরে,
ও গো কর্ণধার—
যখন তোমার সময় এল কাছে, তখন কে বা কার!
তোমারে করি নমস্কার!
আমার কে বা আপন কে বা অপর, কোথায় বাহির কোথায় বা ঘর,
ও গো কর্ণধার—
চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার,
তোমারে করি নমস্কার!
আমি নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধর গো হাল,
ও গো কর্ণধার—
আমার মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাব্‌না কি বা তার,
তোমারে করি নমস্কার!
আমি সহায় খুঁজে পরের দ্বারে ফির্‌ব না আর বারে বারে,
ও গো কর্ণধার—
কেবল তুমিই আছ, আমি আছি, এই জেনেছি সার,
তোমারে করি নমস্কার!

[খট্ট ভৈরবী, একতালা। গীতলিপি ৪।৬]

৯২০ অচেনাকে ভয় কি আমার, ওরে ?
অচেনাকে চিনে চিনে উঠ্‌বে জীবন ভ'রে।
জানি জানি আমার চেনা কোন কালেই ফুরাবে না,
চিহ্ন-হারা পথে আমায় টান্‌বে অচিন্‌-ডোরে।
ছিল আমার মা অচেনা, নিল আমায় কোলে।
সকল প্রেমই অচেনা গো, তাইত হৃদয় দোলে।
অচেনা এই ভুবন-মাঝে কত সুরেই হৃদয় বাজে,
অচেনা এই জীবন আমার, বেড়াই তারি ঘোরে।

২৩ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

৯২১ তুমি আমার সঙ্গে আছ, তখন আমার কিসের ভয় ?
ডাক্‌লে কথা কও যে প্রাণে, ভয় পাইলে দাও অভয়।
আলোক আঁধারে কি বা, চেয়ে আছ নিশিদিবা,
একটি বারও যাও না দূরে, এমন প্রেম কি কারো হয় ?
যেখানে সেখানে যাই, তোমার মত সঙ্গী নাই,
তোমার বলে বলী হ'য়ে সকল ভয়ে কর্‌ব জয়।

[বাউলের সুর]—মার্চ্চ ১৯০৯

৯২২ তুমি হ'লে সাথের সাথী, সকল পারি কর্‌তে জয়।
স্বদেশ বিদেশ, ক্ষুদ্র বিশেষ, আলোক আঁধার সমান হয়।
কি ভয় অশনি গর্জ্জনে, কি করিবে ভূকম্পনে,
দুরন্ত ঝটিকা যদি ....এ শিরে বহিয়া যায় !

ঘোর দারিদ্র্য-পেষণে, দিন কাটিলে অনশনে,
ব্যাধি যদি নিরবধি দেহ আসি করে ক্ষয়।
বিষময় নিন্দা গঞ্জনা, মৃত্যু-সমান লাঞ্ছনা,
এ জীবন ধূলিসম আচ্ছন্ন করি ফেলায়!
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়-দলে, জীবন দলিবে ব'লে,
প্রচণ্ড বিক্রমে যদি আমারে ঘিরে দাঁড়ায়!

[কাফি, যৎ]

---

৯২৩ তুমি মম পালক, প্রভু দয়াময় হে,
তোমার প্রসাদে কোন অভাব না রয় হে!
আত্মার বল তুমি, তুমি ধর্ম্মে গুরু,
সকলি তোমার মহা মহিমার জয় হে!
মরণের অন্ধকার উপত্যকা-মাঝে,
চলিতে চলিতে কভু হব না হে ভীত;
তুমি মম সঙ্গে আছ অবিচ্ছেদে,
তোমার শাসন-দণ্ড সান্ত্বনা অক্ষয় হে!
তুমি কর স্নেহসিক্ত উত্তপ্ত মস্তকে,
পরিপূর্ণ সুখ শান্তি দিতেছ পলকে;
আজীবন তব দয়া লভিব হে আমি,
থাকিব তোমার গৃহে, নাহিক সংশয় হে!

[ঝিঁঝিট, ঠুংরি। সুর, "মন ভাব রে দয়াময়-পদ হৃদি মাঝে"]

৯২৪ বড় আশার কথা শুনেছি, নাথ, তোমার মুখেতে !
তুমি বলিয়াছ, "ভয় নাই রে, থাক্‌তে তোর দয়াল পিতে।"
যখন যেখানে থাকি, দিবানিশি দয়াল ব'লে তোমারে ডাকি;
আমার পিতা মাতা ভাই বন্ধু, আমি পেয়েছি এক তোমাতে।
আমি অন্ধকারে আলো দেখ্‌তে পাই.
সম্পদ বিপদে কোন ভেদ রাখ নাই ;
তোমার মাভৈঃ-রবে পূর্ণ জগৎ, তাই কেবল শুনি কাণ পেতে।
ধনী হব ব'লে আমার বড় সাধ ছিল,
তোমা ধনে পেয়ে আমার সে সাধ মিটিল ;
কর্‌লে এত ধনী আমায়, ধন আর ধরে না মোর কুঁড়েতে !
[বিভাস, একতালা]

সংগ্রাম-ক্ষেত্রে

৯২৫ কেন হে বিলম্ব আর, সাজ সত্যের সংগ্রামে।
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে।
কর ব্রহ্ম নামধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদিনী,
বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে।
ব্রহ্মকৃপাহি কেবল, কর সঙ্গের সম্বল,
শান্তি-অসি করে ধরি বিনাশ' রিপুগণে;
লোক-ভয় পরিহরি, চল চল ত্বরা করি.
প্রভুর আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে।

সাধিতে পিতার কাজ, পর' হে সমর-সাজ,
বাজাও বিজয়-ভেরী গভীর গরজনে ;
নির্ম্মল-বিবেক হ'য়ে, বল অকপট হৃদয়ে,
জীবের নাহি আর গতি, দয়াল নাম বিনে।

[সুরটমল্লার, আড়াঠেকা]

৯২৬ কি ভয় ভাবনা রে মন, ল'য়েছি যাঁর আশ্রয়,
সর্ব্বশক্তিমান তিনি, অনন্ত করুণাময়।
একবার ব্যাকুল অন্তরে, দয়াল ব'লে ডাক্‌লে তাঁরে
সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু দেখা দিবেন তোমায়।
কি করিবে শত্রুগণে, অপমানে নির্যাতনে ?
না হয় মরিব প্রাণে, গাইয়ে তাঁহার জয় !
শুনেছি আশা-বচন, মরিলেও পাব জীবন,
চিরকাল থাকিব সুখে, এই তাঁর অভিপ্রায়।
নির্জ্জন হৃদিকুটীরে, ল'য়ে সেই প্রাণের ঈশ্বরে,
আনন্দ আহ্লাদে সদা করিব জীবন ক্ষয়।
তাঁর কাছে খাঁটি হ'য়ে, থাক হে তুমি নির্ভয়ে,
বিশ্বাসের দুর্গে ব'সে বল 'জয় জয় দয়াময় !'

[খট, যৎ]—১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৭ শক (১৮৭৫)

৯২৭ ডাক হে ডাক হে আজ, ডাক ব্যাকুল অন্তরে,
দুর্ব্বলের বল সেই সিদ্ধিদাতা পরাৎপরে।
এস তাঁর নাম স্মরি, সত্যের প্রতিষ্ঠা করি,
ঘোষি হে সত্যের জয়, সবে মিলি সমস্বরে।
বিচিত্র বিধানে যাঁর, বীজগর্ভে তরুবর,
গিরিগর্ভ হ'তে নদী উতরে বেগভরে ;
নিশা-অন্তে দিবা হয়, দুঃখ অন্তে সুখোদয়,
করুণা-কটাক্ষে তাঁর বিষাদ-বিপত্তি হরে।
জয় বিঘ্নবিনাশন, জয় বিপদ-ভঞ্জন,
সঙ্কটহরণ নাথ, তার' সঙ্কট-সাগরে।
সব বিঘ্ন পরিহরি, আঁধারে আলোক করি,
কৃপা করি রাখ হরি, রাখ রাখ এ দুস্তরে।
[সুরটমল্লার, আড়াঠেকা। সুর "কেন হে বিলম্ব আর"]

৯২৮ অলসে থেকো না আর, উঠ শয্যা পরিহ'রে,
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর দেখ হে দাঁড়ায়ে দ্বারে।
তাঁর কার্য্যে প্রাণ মন, কে করিবে সমর্পণ ?
স্বর্গ হ'তে নিমন্ত্রণ আসিছে শোন অন্তরে !
শুনেছি পুরাণে কয়, বিশ্বাসের সদা জয়,
সর্ষপ-আঘাতে গিরি কাঁপয়ে থরথরে।
পণ করি মনপ্রাণে, এস, আছ যে যেখানে,
অবিশ্রান্ত তাঁর কার্য্যে রত থাক এ সংসারে।

রণক্ষেত্রে এসে ভাই, কেমনে যে নিদ্রা যাই ?
বাজিছে সত্যের ভেরী সুগভীর স্বরে।
মোহনিদ্রা পরিহর' উঠ, বাঁধ পরিকর,
উড়িল ব্রহ্মের কেতু দেখ হে দেখ অম্বরে।
জয় সর্ব্বশক্তিমান্ ! জয় করুণা-নিধান !
দাও শক্তি, মুক্তিদাতা, দুর্ব্বল দীন নরে।
এমন কি দিন হবে, তব কার্যে প্রাণ যাবে ?
এই ভিক্ষা দীনবন্ধু, দেও দাসে কৃপা ক'রে।

[মল্লার, আড়াঠেকা]

৯২৯ ওই রে সত্যের রণ-ভেরী ভাই, বাজিছে সঘনে সদাই !
মহাজন যাঁরা, মানুষ তো তাঁরা ! দেবত্ব তাঁদিকে কে দিল ভাই ?
সেই ব্রত-সাধনে কর সবে প্রাণপণ ;—দুর্ল্লভ সংসারে কিছুই নাই।
ভীরুর সংসারে ভাই অগ্নিময় প্রাণ চাই !
অমরত্ব ভীরু জনে কভু ভজে নাই।
অমৃতের যোগী যাঁরা, প্রাণপাত করেন তাঁরা,
শ্মশানে রোপিয়া বীজ ফলাইলেন তাই।
জ্ঞানে ধর্ম্মে পৌরুষ-কর্ম্মে জীবন্ত মানুষ দেখিতে চাই ;
নির্ভয় হ'য়ে মুক্ত হৃদয়ে জাগ্রত মহানাম সকলে গাই।

নিবেদন, সঙ্কল্প, ও প্রার্থনা (৪)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বেদনা, অন্ধকার, নিরাশ্রয় ভাব, বিরহ, নিরাশা, প্রলোভন, অনুতাপ, কাতর নিবেদন।

——:*:——

বেদনা, সন্তাপ, শ্রান্তি, অশান্তি।

৯৩০ হৃদয়-বেদনা বহিয়া প্রভু এসেছি তব দ্বারে।

তুমি অন্তর্যামী, হৃদয়-স্বামী, সকলি জানিছ হে;

যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট আর জানাইব কারে?

অপরাধ কত ক'রেছি, নাথ, মোহ-পাশে প'ড়ে;

তুমি ছাড়া প্রভু মার্জ্জনা কেহ করিবে না সংসারে।

সব বাসনা দিব বিসর্জ্জন তোমার প্রেম-পাথারে;

সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব তব মিলন-অমৃত-ধারে।

আর আপন ভাবনা পারি না ভাবিতে, তুমি লহ মোর ভার,

পরিশ্রান্ত জনে প্রভু ল'য়ে যাও সংসার-সাগর-পারে।

[সিন্ধু, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১০৭]

৯৩১ স্বামী, তুমি এস আজ, অন্ধকার হৃদয়-মাঝ !
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে।
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে !
ধিক্ ধিক্ জনম মম, বিফল বিষয়-শ্রম,
বিফল ক্ষণিক প্রেম, টুটিয়া যায় বার বার ;
সন্তাপে হৃদয় দহে, নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয়-পিপাসা বিষম বিষ-বিকারে ।
[বেহাগ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১০২]

৯৩২ কেমনে ধরিব জীবন, (তাই ভাবি হে)
যায় যদি চিরদিন করিতে ক্রন্দন !
সংসারে যন্ত্রণা পেয়ে, এসেছি ব্যাকুল হ'য়ে,
তোমার নিকটে নাথ, জুড়াতে তাপিত প্রাণ !
আমি হে জনম-দুঃখী, তোমার আশ্রয়ে থাকি,
পাপের বন্ধন আমার কর হে মোচন।
(ও নাথ), কেহ যার নাহি কোথায়, তুমি নাকি তার সহায়,
সেই আশায় দয়াময় লয়েছি চরণে শরণ।
(পিতা) মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, বিলম্ব সহে না আর,
পারিনে এ দুঃখ-ভার করিতে বহন।
[সিন্ধু, মধ্যমান]

৯৩৩ এ প্রাণ ধরি, আমি বল্‌তে নারি,
ও হে, যে দুঃখেতে, তোমা বিনা, নাথ !
প্রাণ মন, তুমি আমার সর্ব্বস্বধন, কেমনে তোমা বিনা ধরি জীবন,
নাথ ! বল্‌ব কি আর, আমি বল্‌তে নারি,
যদি ঘুচাও দুঃখ দয়া করি, নাথ ! (পাপী অধম ব'লে)
[কীর্ত্তন, লোফা]

৯৩৪ অগতির গতি অনাথ-নাথ হে,
তুমি কৃপাসিন্ধু, তুমি দীনবন্ধু, শরণ দাও হে !
হৃদয় অতি জরজর পাপ-বিকারে,
তোমা বিনে, প্রভু হে কে তারে ?
বিতরি প্রসাদ-অমৃত, শীতল কর হৃদি-মন,
শান্তি-সলিল তুমি প্রভু, এ ভব-সন্তাপে।
কারে কহিব আর এ মম মরম-বেদন ?
তোমা সম অন্তরতম আর কে আছে ?
[ললিত-বসন্ত, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ?।৬৬]

৯৩৫ কোথা হে কোথা হে, কোথা নাথ দয়াময় !
কত আর দুখার্ণবে ভাসিব হে নিরাশ্রয় !
কবে পাব তব চরণ, বিষাদে দহে জীবন,
হৃদি কাঁদে অনুক্ষণ, নাহি হে'রে হে তোমায়।
[টোড়ি-ভৈরবী, আড়াঠেকা]

৯৩৬ পাপীকে দয়া করিতে কে আছে আর! (তাই বল প্রভু)
যখন যে দিকে হেরি, দেখি আঁধার।
এমন কেহ নাহি সংসারে, যার জন্যে প্রাণ কাঁদে তা দিতে পারে,
ও হে তুমি অগতির গতি, দাসের উপায় কিছু কর এবার।
কত দিন আর এই ভাবে যাবে,
মনের আশা চিরদিন কি মনে রহিবে!
তবে বাঁচি বল কেমন ক'রে, আর দিন যে চলে না আমার।
দিবানিশি হ'চ্চি জ্বালাতন,
পাপের বোঝা পারিনে আর করিতে বহন;
একবার হের করুণা-নয়নে হে, নতুবা নাহি নিস্তার।
মনের দুঃখ কারে বলিব, সুখের সুখী দুখের দুখী আর কোথা পাইব!
কেবল তুমি জান মর্ম্মব্যথা হে, তাই ডাকি তোমায় বারে বার।
[বাউলের সুর, একতালা]

৯৩৭ মনের বেদনা নাথ জানাইব আর কারে!
নিভাতে অন্তর-জ্বালা তুমি বিনা কে বা পারে!
স্মরণ হ'লে তোমায়, হয় দুখে সুখোদয়,
ও হে দীন দয়াময়, তাই ডাকি বারে বারে।
শোক তাপে নিরন্তর দহিছে মম অন্তর,
দেখা দিয়ে কৃপানিধি, রাখ হে রাখ কাতরে
[পূরবী, আড়াঠেকা]

৯৩৮ অতি কাতরে করি, নাথ, এই নিবেদন,
দুঃখ যন্ত্রণায়, বিপদ সময়, ডাকিলে যেন হে পাই দরশন।
চিরদুঃখী ক'রে রাখ, তাতে ক্ষতি নাই,
অভয় পদে দিও স্থান, এই ভিক্ষা চাই ;
আমি সকল সইতে পারি, তোমার মুখ হেরি,
(কিন্তু) বিচ্ছেদ-বেদনা হয় না সংবরণ ! (তোমার)
হৃদয়-বাসী পিতা তুমি জান্‌চ সমুদয়,
কত দুঃখ কষ্টে আমার দিন গত হয় ;
হায়, বল কেমন ক'রে, থাকি ধৈর্য্য ধ'রে,
না হে'রে তোমার ঐ প্রসন্ন বদন !

[বিভাস, একতালা]

৯৩৯ কি আর জানাব নাথ, যাতনা তোমায় হে।
অপরাধ মনে হ'লে কাঁপয়ে হৃদয় হে।
নাহি কিছু ধর্ম্মবল, কি করি পথ-সম্বল,
নয়নেতে আসে জল, না দেখি উপায় হে।
না হ'ল আত্মার যোগ, না হ'ল সত্যের ভোগ,
কুকর্ম্মের ফলভোগ কত আর করিব হে।
ভবলীলা সাঙ্গ হ'লে, ত্যজ' না পাতকী ব'লে,
স্থান দিও চরণতলে, লয়েছি শরণ হে।

[পাহাড়ী, আড়া]

৯৪০ কাতরে কর নাথ দয়া, আছি আশা-পথ চেয়ে।
থাকিব আর কতদিন বল নিঃসম্বল হ'য়ে!
পিতৃহীনের পিতা তুমি, মাতৃহীনের জননী,
প্রকাশ' আশ্বাস-বাণী, এ পাপ-ভগ্ন হৃদয়ে।
করেছ কত করুণা, প্রাণ থাকিতে ভুলিব না,
এখন আমার এই কামনা, স্থান দাও চরণাশ্রয়ে।
[ভৈরবী. আড়া]

৯৪১ হৃদয়ে থাক হে নাথ, নয়ন ভরিয়ে দেখি;
জুড়াব তাপিত প্রাণ, তোমারে হৃদয়ে রাখি।
পাপে তাপে মলিন, হ'য়ে আছি দীনহীন,
যাতনা সহে না আর, তার' হে দাসে নিরখি।
[ঝিঁঝিট. আড়া]

৯৪২ মা আমারে কর কোলে!
কত দিন আর কেঁদে কেঁদে ভাসিব নয়নের জলে?
স'য়েছি যাতনা যত, ব'লে তা জানাব কত,
জীবনে মৃতের মত, প'ড়ে আছি ধরাতলে।
এস এস এস একবার, করুণাময়ী মা আমার,
ঘুচাও আসি হৃদয়ের ভার, দেখা দিয়ে হৃদ্-কমলে।
[বিভাস, কাওয়ালি (মধুকানের সুর)]

৯৪৩ মা গো, আমায় কর কোলে।
(আমি) যাতনা সহিতে নারি, দিবানিশি মরি জ্ব'লে!
অপরূপ রূপে, মা গো, দাঁড়াও একবার হৃদ্-কমলে,
তোমার অভয়-চরণ বক্ষে রাখি সকল জ্বালা যাই মা ভুলে!
পাপ-ভারে দিবানিশি, নয়ন সলিলে ভাসি,
(আমায়) কৃপা কর কৃপাময়ী, ত্যজ না পাতকী ব'লে।
[ঝিঁঝিট, একতালা]

৯৪৪ হে প্রাণের দেবতা, তোমারি চরণে প্রাণ যেতে চায়
অনেক পেয়েছি দুখ, ভেঙ্গেছে আঘাতে বুক,
লহ লহ তুলে তোমারি কোলে।
[ইমন, আড়াঠেকা]

৯৪৫ শুভ আশীর্ব্বাদ দানে, আশ্বাস' কাতর জনে,
হে পিতা করুণাসিন্ধু কাতর-শরণ।
নিরাশের আশা তুমি, পাতকীর প্রাণধন,
হে পিতা করুণাসিন্ধু দাও তব শ্রীচরণ।
তব শ্রীচরণ কমল, নিষ্কলঙ্ক নিরমল
প্রকাশিত ত্রিভুবনে, যথা মেলি দুনয়ন;
সে চরণ মস্তকে ধরি, সকলে প্রণাম করি,
হে পিতা করুণাসিন্ধু প্রণতি কর গ্রহণ!
[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

৯৪৬ পিতা গো, একবার হের গো আমায়, সহে না প্রাণে,
তোমারি সন্তান হ'য়ে রয়েছি কাঙ্গালের প্রায়।
কি আর বলিব পিতা, কারে কব মনের কথা,
কে আর বুঝিবে ব্যথা, তোমা বিনা কারে কই ?
[জালাইয়া, একতালা]

৯৪৭ আর কত দিন তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব বল, নাথ !
দিয়ে দরশন, রাখ এ জীবন, হে কাঙ্গালের ধন !
আর কত দিন দয়াময়, কর্‌ব হে হাহাকার, যাতনায় হে
(এই বিষম রোগের যাতনায় হে) জ্বলিতেছি দিবারাত !
কবে বল্‌ব হে ঘরে ঘরে, কাঙ্গাল দেখে প্রভু মোরে,
দিয়েছেন পরিত্রাণ।
[কীর্ত্তন. ভেওট]

৯৪৮ কাতর-প্রাণে ডাকি তোমায় তাই ;
আমি জেনেছি হে পাপী তাপীর তোমা বিনা গতি নাই।
মনে বড় সাধ হে জীবনের জীবন,
সদা হৃদয়-মাঝে প্রেম-ফুলে, নাথ, পূজিব চরণ ;
ঘুচাও পাপের জ্বালা, পূরাও আশা, তোমার গুণ নিয়ত গাই।
[বাউলের সুর, একতালা]

৯৪৯ আজ হ'তে তোমার হাতে আমি সঁপিলাম আমায়,
ও হে দেখো যেন দীন দুঃখী প্রাণে রক্ষা পায় !
আমার নিশিদিন বিষাদে হে সমভাবে যায় ;
বল এ আগুনে তোমা বিনে কে আর নিভায় !
ও হে অন্তর্যামী, কি আর আমি জানাব তোমায় ;
তুমি দেখিতেছ কৃপানিধি আছি যে দশায় !
আমার এই মিনতি, অন্তে রেখো চরণ-ছায়ায় ;
তোমায় দেখিতে দেখিতে যেন প্রাণ বাহিরায় ।

৯৫০ তোমা বিহনে প্রভু, কি সুখ এ জীবনে ?
কেমনে ধরি এ ছার জীবন ? সংসার-দহনে তাপিত পরাণ মন
প্রেমের চন্দ্রমা তুমি হে নাথ, সুধার ভাণ্ডার পরম সুন্দর,
তৃষিত চাতক আমার হৃদয়, পিয়াও অমৃত, জুড়াই পরাণ ।
অতুল জ্যোতি তব প্রেমাননে, নয়ন-শোভন প্রাণ-বিমোহন,
প্রকাশ' আসিয়া হৃদয়-গগনে, ঘুচাও বিষাদ ঘন আবরণ ;
নিরখি নিরখি ও রূপ মাধুরী, হইবে আমার প্রাণ বিমোহিত,
হইবে শীতল তাপিত হৃদয়, আনন্দ-সাগরে হইব মগন ।
বেহাগ, কাওয়ালি]

---

৯৫১ এসেছি তোমারি দ্বারে তোমারি মহিমা শুনে ।
দেখ প্রভু কি হয়েছি পুড়িয়ে পাপ-আগুনে !
চেয়ে দেখ দয়াময় থাক্ হয়েছে হৃদয়,
রাখ রাখ রাখ প্রাণ দিয়ে স্থান শ্রীচরণে ।

প্রভু তোমারি কৃপায় সকলি সম্ভব হয়,
শুনেছি তোমারি নামে গলে হে পাষাণ ;
পৃথিবী স্বর্গের প্রায়, মনুষ্য দেবতা হয়,
রজনীতে সূর্য্যোদয় হয় তোমার নামের গুণে।

[ললিত, আড়া]

---

৯৫২ এস মা এস মা, ও হৃদয়-রমা, পরাণ-পুতলি গো !
হৃদয়াসনে একবার হও মা আসীন, নিরখি তোরে গো।
জন্মাবধি তব মুখ পানে চেয়ে,
আমি ধরি এ জীবন যে যাতনা স'য়ে, তা ত জান মা গো ;
একবার হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে, প্রকাশ' তাহে আনন্দময়ী গো !

[প্রভাতী, একতালা]

৯৫৩ রাজ-রাজেশ্বর ও হে, দীন জনে দেখা দাও।
করুণাভিখারী আমি, করুণা-কটাক্ষে চাও।
চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।
কলুষ-কলঙ্কে তাহে আবরিত এ হৃদয়,
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হ'য়ে আছি দয়াময়,
সঞ্জীবনী দৃষ্টে তব শোধন করিয়ে লও।

[পরজ, আড়াঠেকা]

৯৫৪ পিপাসা, হায়, নাহি মিটিল, নাহি মিটিল !
গরল-রস-পানে, জর-জর পরাণে, মিনতি করি হে করযোড়ে,
জুড়াও সংসার-দাহ, তব প্রেমের অমৃতে।
[ভৈরবী, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৭১]

৯৫৫ চেয়ে দেখ নাথ, একবার এ অধম সন্তানে,
পাপে তাপে জর জর, ত্রাণ কর ছায়া দানে।
তোমা বিনা বল আর, কে করিবে নিস্তার,
কে তারে কাতরে, ও হে কাতর-শরণ !
দয়া-গুণে ক্ষমা কর এ শরণাগত জনে।
[ললিত, একতালা]

৯৫৬ কত আর কাঁদিব প্রেমময় !
তোমার প্রেমবারি বরষণে জুড়াও তাপিত হৃদয়।
তুমি কাঙ্গালের ধন, তাই ডাকি তোমায়,
ভবে তোমা বিনা কাঙ্গালের আর কি আছে উপায় !
রাখ রাখ, পিতা, কাঁদে তোমার পাপী অধম তনয়।
নাথ, পাপী ব'লে ত্যজ না আমায়,
করব তাপিত প্রাণ শীতল তোমার চরণের ছায়ায়,
আমি নিলাম শরণ, অধমতারণ, তার' তার' দয়াময়।
[বাউলের সুর, একতালা]

৯৫৭ চিরদিন জ্বলিবে কি হৃদয়-অনল, প্রভো ?

কৈ বিষয়-বাসনা, পাপের বেদনা এখনো ত ঘুচিল না !

দেও দরশন, জুড়াই হে নয়ন, নাহি প্রয়োজন অন্য কোন ধন,

প্রভু, তোমার চরণ অমূল্য রতন, আমি শুনেছি হে ;

দুখানলে দগ্ধ হ'ল হে জীবন, ও হে দীননাথ, লইলাম শরণ,

দরিদ্রের দুঃখ কর হে মোচন, দরিদ্রের দুঃখহারী হে ।

[মূলতান, একতালা]

৯৫৮ নিলাম গো শরণ, পিতা, তোমার ঐ অভয় চরণে ।

দিতে হবে স্থান এবার পাপী কাতর সন্তানে ।

সংসারের জ্বালায় জ্ব'লে, শীতল একবার হব ব'লে,

পড়িলাম ঐ চরণ-তলে, জুড়াও গো তাপিত জনে ।

শুনেছি গো ঐ পায় কত মহাপাপী ত'রে যায়,

এসেছি গো সেই আশায়, চাও কৃপা-নয়নে ।

[ভৈরবী-বাহার, একতালা]

৯৫৯ প্রভু, খেলেছি অনেক খেলা, এবে তোমার ক্রোড় চাহি ।

শ্রান্ত হৃদয়ে হে তোমারি প্রসাদ চাহি ।

আজি চিন্তাতপ্ত প্রাণে তব শান্তি-বারি চাহি ।

আজি সর্ব্ববিত্ত ছাড়ি তোমায় নিত্য নিত্য চাহি ।

[দেশ, একতালা । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৪৩]

৯৬০ সংসার-অনলে তাপিত-হৃদয় হ'য়ে এলেম শান্তিনিকেতনে।

আমায় দাও হে শান্তি-বারি		সে তাপ নিবারি

শীতল করি আজ পাপ-জীবনে।

বিষয়-বাসনা আমায়		ভুলায়ে তোমায়,

রাখে সদা নানা প্রলোভনে।

জান্‌লাম, অনিত্য সংসার,		তুমি সারাৎসার,

দেখা দাও সন্তানের হৃদাসনে।

নিজ দাসের অভিলাষ		পূরাও, স্বপ্রকাশ,

প্রকাশ হ'য়ে একবার হৃদি-ভবনে ;

আমি অনুতাপাঞ্জলি		"ধর পিতা" বলি

পুষ্পাঞ্জলি দেই তব চরণে।

[সুহং, একতালা]

---

৯৬১ সংসার-তাপে তাপিত হৃদয়, ডাকি হে তোমারে কাতরে

নিবার' নাথ প্রাণের জ্বালা প্রেম-শীতল ধারে।

পথ নাহি পাই, বল' কোথা যাই, চারিদিকে ঘেরা আঁধারে ;

(আমি উঠিবারে চাই, ডুবিয়া যাই অকূল মরণ-পাথারে।

কঠিন হৃদয় কঠিন পরাণ, সততই জাগে মান-অভিমান,

ফোটে না তোমার সুধামাখা নাম এ পাষাণ অন্তরে।

কলঙ্কে এ মুখ হ'য়েছে মলিন, যাই বল' কাহার দ্বারে ?

তুমি হে এখন মুছা'য়ে নয়ন, লও আমায় পুণ্য-ক্রোড়ে।

[বেহাগ, একতালা]

৯৬২ ল'য়ে যাও মোরে হাতে ধ'রে অন্তঃপুরে মা তোমার।
আমি অন্ধ পরিশ্রান্ত, নাহি শক্তি চলিবার। (আমার)
সাধন ভজন কিছু জানি না বুঝি না আর,
তৃষিত নয়নে চাহি তোমা পানে বার বার। (কাতর প্রাণে)
যোগে মগ্ন হ'য়ে দোঁহে মিলে হব একাকার,
শুনিব ইঙ্গিতে তব স্বর্গের সুসমাচার। (সহজ জ্ঞানে)
[কীর্ত্তন, ঝাঁপতাল]

৯৬৩ তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা,
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি, সকলি হয়েছে বোঝা! (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু নামাও,
ভারের বেগেতে চলেছি কোথায়, এ যাত্রা তুমি থামাও! (বন্ধু)
আপনি যে দুখ ডেকে আনি, সে যে জ্বালায় বজ্রানলে,
অঙ্গার ক'রে রেখে যায় সেথা, কোন ফল নাহি ফলে; (বন্ধু)
তুমি যাহা দাও, সে যে দুঃখের দান,
শ্রাবণ-ধারায় বেদনার রসে সার্থক করে প্রাণ। (বন্ধু)
যেখানে যা কিছু পেয়েছি, কেবলি সকলি করেছি জমা,
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব, কেহ নাহি করে ক্ষমা। (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু নামাও,
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে, এ যাত্রা মোরে থামাও! (বন্ধু)
[বাউলের সুর, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৩১]

৯৬৪ দুর্গম জীবন-পথে চলিতে নাহি শকতি,
চালাও সুপথে, নাথ, আপনি হ'য়ে সারথি !
বড়ই বন্ধুর পথ, পিছে শত্রু শত শত,
তুমি বিনে, দীননাথ, কেহ নাই আর সাথের সাথী।
দেখিয়াছি, নিজ বলে, এক পদ নাহি চলে,
যাচি নাথ কৃপা-বল, আমি অকিঞ্চন অতি !
তুমি মম ধ্রুবতারা, আমি পাপী পথহারা,
আশার আলোক হ'য়ে দেখাও পথ, বিশ্বপতি।
[ঝিঁঝিট, আড়া]

৯৬৫ আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম ?
আমি শ্রান্ত, আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি
রবি যায় অস্তাচলে, আঁধারে ঢাকে ধরণী,
কর কৃপা অনাথে, হে বিশ্বজন-জননী !
অতৃপ্ত বাসনা লাগি ফিরিয়াছি পথে পথে,
বৃথা খেলা, বৃথা মেলা, বৃথা বেলা গেল ব'হে ;
আজি সন্ধ্যা-সমীরণে লহ শান্তি-নিকেতনে,
স্নেহ-কর-পরশনে, চিরশান্তি দেহ আনি।
[হাম্বীর, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৩৫]

৯৬৬ দে মা স্থান শান্তি-নিকেতনে। (দয়াময়ী)
তোর পুণ্যময় অভয় চরণে।

মাতৃহীন বালকের মত, কাঁদিব আর বল কত,
রোগে শোকে পাপ-প্রলোভনে; শীঘ্র খোল দ্বার ডাকি গো সঘনে !
হয়েছি নিতান্ত শ্রান্ত, পাপ-ভারে ভারাক্রান্ত,
মতিভ্রান্ত প'ড়ে ভব-বনে ; সঙ্গ ছাড়েনি এখনো রিপুগণে।
ডেকে লও গো দয়া ক'রে, তোমার ঘরের ভিতরে,
ভক্ত-পরিবার-সদনে ; রাখ দাস ক'রে তাঁহাদের সনে।
[ললিত, বৎ]

---

৯৬৭ তোমায় মতি যার হে,
(ও হে) শান্তি-সরোবর অন্তরে তাহার।
শারদ-আকাশ নির্ম্মল যেমন, চির সুপ্রসন্ন হৃদয় তেমন,
রিপুর দুর্দ্দিনে প্রেমের তপন ঢাকে না তাহার হে।
(ও হে) নির্ব্বাত প্রসন্ন সরোবর প্রায়, সকলি প্রশান্ত নির্ম্মল তথায়,
প্রসন্ন বদন, প্রসন্ন নয়ন, প্রসন্ন বচন হে ;
বিপদ দারিদ্র্য দুঃখ চারিধার ঘেরিয়া যখন করে অন্ধকার,
(পিতা) বিশ্বাসীর প্রাণে তোমার মিলনে আনন্দ অপার হে।
(পিতা) এ মরু-সংসারে পিপাসিত প্রাণ,
তোমা বিনা কে বা করে শান্তিদান ;
তোমার মতন পাপীর ক্রন্দন শুনিবে কে আর হে ;
তাই ভাই ভগ্নী মিলিয়া সকলে,ডাকি "শান্তিদাতা,দেও শান্তি" ব'লে,
শান্তি-সুধা দানে কাতর-সন্তানে উদ্ধার' এবার হে।
[মূলতান, একতালা]

৯৬৮ চির শান্তির নির্ঝর হৃদয়পুরে, তুমি স্বামী আমারি।
তুমি বন্ধু প্রিয়তম, চির সঙ্গী মম, তুমি প্রাণে আমারি।
কত ব্যথা প্রভু হৃদিমাঝে তবু সুখী আমি তব প্রেমে ;
তব প্রেমমুখ হেরি শোক দুখ সবি সহিতে পারি।
কত একাকী আমি যে থাকি, তুমি জান প্রাণেশ !
যবে আমাকে সবে দূরে রাখে, তুমি নিকটে এস।

[ইংরাজী সুর, কাওয়ালি (Draw me nearer গানের সুর)]—সেপ্টেম্বর ১৮৯...

৯৬৯ গভীর-বেদনা-অস্থির প্রাণ, কর হে আমারে শান্তি দান।
মোচন কর হে পাপ তাপ, ঘুচাও রোদন বিলাপ।
কেবলি তোমারি আশ্রয়ে, তরিব সাগর নির্ভয়ে,
যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারি ডাক।
তরঙ্গ ঘোর কর হে পার, মন-তরীর হর হে ভার,
তুমি বিনা কর্ণধার কেহ নাহি আর আমার।

[কুকব, ঠুংরি]

৯৭০ কাতর আমার প্রাণ সংসারে,
ও গো পিতা, দেহ তব চরণে স্থান !
তোমা ছাড়ি আর কার দ্বারে যাব, ও হে দীননাথ,
কর দীনে শান্তি দান।

[সিন্ধুড়া, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৭২]

৯৭১ হৃদয়-চাতক মোর চাহে তোমারি পানে, শান্তিদাতা!
শান্তি-পীযূষ-বারি হে বরিষ, বরিষ।
নয়নের তুমি তারা, প্রেমচন্দ্র হৃদাকাশে, শোক-তাপ-সন্তাপহ্য়া;
তুমি মাত্র আশা সদা সুখে দুঃখে।
পূরহ প্রাণ, প্রাণাধিপ, বিতরি প্রেম-বারি,
পাই হে অবিনাশী জীবন, পাইলে তোমারে;
নিশি-দিন হৃদে জাগো, দুখ-নিশা পোহাইয়ে,মোহ-আঁধার নাশিয়ে;
কৃপারি হে ভিখারী কৃপা-বিন্দু যাচে।

[নটনারায়ণ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২২১]

---

৯৭২ সান্ত্বনা কে দিবে এ প্রাণে!
তুমি ভকতজন-বৎসল, চিরজীবন-সম্বল,
দেও হে পদকমল তব, নাথ, এ দীনে।
চঞ্চল অধীর মন মত্ত বিষয়-বাসনায়,
রোগে শোকে ভোগে দুখের স্রোতে ভেসে ভেসে যায়;
অকূলে তুমি হে কূল, ভব-আঁধারেতে তুমি আলো,
শান্তি-সরোবর তুমি মহাশ্মশানে।
সংসার-তরু'পরে, কি হইল এ কি দায়!
যে ডাল ধরি সে ডাল ভাঙ্গে, বল দাঁড়াব কোথায়!
তুমি হে অভয়-ধাম, শান্তিদাতা প্রাণারাম,
শান্ত কর এ হৃদয় অভয় দানে।

[কীর্ত্তন, ঝাঁপতাল]

৯৭৩ দেহি হৃদয়ে সদা শান্তিরস প্রভু হে, তব অমৃত কর-পরশে;
দুঃখ যাতনা কর দূর, সুখ বিমলতর বিতর' প্রভু হে।
দেহি, প্রভু, প্রেমধন, দারিদ্র্য কর হরণ,
তব চরণে দেহি শরণ, এই ভিক্ষা করি হে।
[নিসাসাগ, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮৫]

৯৭৪ আনন্দ তুমি, স্বামী, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহা সুন্দর, জীবন-নাথ!
শোকে দুখে তোমারি বাণী, জাগরণ দিবে আনি,
নাশিবে দারুণ অবসাদ।
চিত্ত মন অর্পিনু তব পদ-প্রান্তে, শুভ্র শান্তি-শতদল-পুণ্যমধু-পানে,
চাহি আছে সেবক, তব সুদৃষ্টিপাতে কবে হবে এ দুঃখ-রাত প্রভাত!
[ভৈরবী, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮ ; বৈতালিক ২৪]

৯৭৫ হরি, শ্রীচরণে দাও হে স্থান, অধম আমায় ;
তোমায় ছেড়ে, প্রাণসখা, যাইব কোথায় ?
(ওহে) সংসার মরুমাঝে, কত ব্যথা বুকে বাজে,
কি আর জানাব তোমায় হে!
প্রাণ-জ্বালায় জ্বলি, লাজ ভয়ে জলাঞ্জলি
দিয়ে ফিরি পাগলের প্রায় হে।

(ওহে)　আত্মীয় স্বজনগণে, দেখি সবে প্রাণপণে,
ডুবাইতে চায় হে আমায় হে ;
মোহের জাল পাতি ব'সে আছে দিবারাতি,
ভুলাইছে কত ছলনায় হে।
(ওহে)　শান্তিনিকেতন, জুড়াও হে জীবন,
বাঁচিনা বাঁচিনা এ জ্বালায় হে ;
জুড়াও তাপিত হিয়ে, প্রাণমন সঁপিয়ে
থাকি বাঁধা অভয় পায় হে।

[প্রভাতী, ঠুংরি। সুর, "ওহে দীনদয়াময় মানস বিহঙ্গ"]

অন্ধকার, সংশয়, সঙ্কট, ভয়।

৯৭৬　আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি ?
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে ?
অকূলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে ?
আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী,
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে ?

[কাফি, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২। ৫০]

---

৯৭৭ মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না !
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না !
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেঁলি চকিতে !
কি করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে !
আর কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ,
তুমি যদি বল' এখনি করিব বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন ।
[কাফি, একতালা । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১০৫ ; ঐ ৫।১১০ (কীর্ত্তনের সুর)]

৯৭৮ আঁখি-অঞ্জন, ডাকি হে তোমারে ;
তোমা তরে তৃষিত-হৃদয়, প্রেম-সুধা পিয়াও আমারে ।
চঞ্চল-চপলা-সম চমকি নয়ন, কোথা গেলে ফলিয়ে আঁধারে ?
[গৌড় সারঙ্গ, আড়াঠেকা]

৯৭৯ তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে, জীর্ণ ভবনে, শূন্য জীবনে !
হৃদয় শুকাইল প্রেম বিহনে ।
গহন আঁধার কবে পুলকে পূর্ণ হবে
ও হে আনন্দময়, তোমার বীণা-রবে ?
পশিবে পরাণে তব সুগন্ধ বসন্ত পবনে ।
[বেহাগ, কাওয়ালি । গীতলিপি ৫।১৫]

৯৮০　কোথা প্রাণ-সখা, দীনে দাও দেখা,
থেকো না অন্তরে, ফেলিয়া সংসারে।
আমি যে তোমার হই,　　জানিনে তোমা বই,
কেমনে বল রই না হে'রে তোমারে !
দেখি যে তমোময়,　　নাথ হে সমুদয়,
সতত শোক-ভয় আকুল করে মোরে ;
নাহি কোন সুখ,　　ভুঞ্জি সদা দুখ,
দেখাও প্রেমমুখ, দুঃখী দুরাচারে।
কোথা যে কেহ নাই,　　বল হে কোথা যাই,
কারে বা সুধাই, কে দুঃখ নিবারে।
দাও হে আশ্রয়,　　ও হে কৃপাময়,
ঘুচাও হে ভব-ভয়, ডাকি বারে বারে।

[গুজরাটী ভজন, একতালা।　সুর "কোথা আছ প্রভু"]

৯৮১　আধার সকলি দেখি, তোমারে দেখি না যবে।
ছলনা চাতুরী আসে, হৃদয়ে বিষাদ বাসে,
তোমারে দেখি না যবে, তোমারে দেখি না যবে।
এস এস প্রেমময়, অমৃত হাসিটি ল'য়ে,
এস মোর কাছে ধীরে, এই হৃদয়-নিলয়ে ;
ছাড়িব না তোমায় কভু জনম মরণে আর,
তোমায় রাখিয়া হৃদে যাইব ভবের পার।

[কানাড়া, আড়াঠেকা]

৯৮২ দাও দেখা পাপী জনে, ও হে পতিতপাবন !
হ'য়ে অচেতন আছি হে নাথ জীবন্মৃত প্রায়।
তোমায় ছেড়ে এ জীবন অন্ধকারময় ;
উদ্ধার কর হে পিতা, দিয়ে পদাশ্রয়।
কেমনে দেখিব তোমায় এ পাপ নয়নে,
হ'য়ে অন্ধপ্রায় ভ্রমিতেছি সংসার-কাননে !
কত দিন আর থাক্‌ব বল, না দেখে তোমায়,
একবার আসি হৃদয়মাঝে হও হে উদয়।
[কীর্ত্তন, তেওট]

৯৮৩ কোথায় হে কাঙ্গালের নিধি হৃদয়-রতন, দেখা দাও একবার
হৃদয়-মন্দির আমার তোমা বিনে হ'য়ে আছে অন্ধকার।
তোমারে পাবার তরে, চাহি অন্তরে বাহিরে,
না দে'খে নাথ তোমারে, শূন্যময় জ্ঞান হয় এ সংসার।
কি করিব, কোথায় যাব, কিরূপে তোমারে পাব,
কবে ও মুখ হেরিব, জুড়াইব তাপিত প্রাণ হে আমার।
[আলাইয়া, একতালা]

৯৮৪ কি করিলি মোহের ছলনে !
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি, পথ হারাইলি গহনে।
(ঐ) সময় চ'লে গেল, আঁধার হ'য়ে এল, মেঘ ছাইল গগনে
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না, বিঁধিছে কণ্টক চরণে।

গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে, এখন ফিরিব কেমনে ?
"পথ ব'লে দাও, পথ ব'লে দাও," কে জানে কারে ডাকি সঘনে !
বন্ধু যাহারা ছিল, সকলে চ'লে গেল, কে আর রহিল এ বনে ?
(ও রে) জগৎসখা আছে, যা রে তাঁর কাছে,
বেলা যে যায় মিছে রোদনে !
দাঁড়া'য়ে গৃহদ্বারে জননী ডাকিছে, আয় রে ধরি তাঁর চরণে ;
পথের ধূলি লেগে, অন্ধ আঁখি মোর, মায়েরে দেখেও দেখিলি নে !
কোথা গো কোথা তুমি, জননী কোথা তুমি,
ডাকিছ কোথা হ'তে এ জনে ?
হাত ধরিয়ে, সাথে ল'য়ে চল তোমার অমৃত-ভবনে ।

[ভজন, ঠুংরি]

৯৮৫ কোলের ছেলে, ধূলো ঝেড়ে, তুলে নে কোলে ।
ফেলিস্ নে, মা, ধূলো কাদা মেখেছি ব'লে !
সারাদিনটে ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা,
আমার খেলার সাথী যে যার মত' গিয়েছে চ'লে ।
কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) প'ড়ে গেছি, গেছে সবাই চরণে দ'লে !
কেউ ত আর চাইলে না ফিরে, নিশার আঁধার এল ঘিরে,
তখন মনে হ'ল মায়ের কথা নয়নের জলে ।

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল]

৯৮৩ আজ নাহি নাহি নিদ্রা আঁখি-পাতে।
তোমার ভবন-তলে হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড় হাতে।
ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে, রজনী মূর্চ্ছাগত বিদ্যুত-ঘাতে।
দ্বার খোল হে দ্বার খোল প্রভু, কর দয়া, দেহ দেখা দুখ-রাতে।
[মিশ্র সিন্ধু. কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২৩ ; কেতকী ৬৬]

৯৮৪ আমারে এ আঁধারে এমন ক'রে চালায় কে গো ?
আমি দেখ্‌তে নারি, ধর্‌তে নারি, বুঝ্‌তে নারি কিছুই যে গো !
নয়নে নাহি ভাতি, মনে হয় চির-রাতি,
মনে হয় তুমি আমার চির সাথী ;
(একবার) জ্বালিয়ে বাতি, ঘুচিয়ে রাতি,
নয়ন ভ'রে দেখা দে গো ! (এই রাত-কানারে)
কাঁদায়ে কাঁটায় ক্লেশে, কঠিন এই পথে শেষে,
না জানি নিয়ে যাবে কোন্ বিদেশে !
(একবার) ভাল বেসে, কাছে এসে,
কানে কানে ব'লে দে গো ! (এ কালারে)
রয়েছিস্ যদি সাথে, দারুণ এ আঁধার রাতে,
ক্লান্ত মোরে চালিয়ে নে' যা হাতে-হাতে।
হস্ত আমার হ'লেও শিথিল,
তুই আমারে ছাড়িস্ নে গো ! (তোর পায়ে পড়ি)
[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। কাকলি ১।১২]

৯৮৮ তুমি প্রাণের প্রাণ হ'য়ে আছ মম অন্তরে।
তবে কেন হে সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাই না তোমারে!
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞান-দাতা,
চিরদিন পালিতেছ যতন ক'রে। (আমায়)
এত কাছে (হৃদয় মাঝে) আছ তুমি, তবু দেখিতে না পাই আমি,
খুলে দাও জ্ঞান-আঁখি, দেখি তোমারে।
[আলাইয়া, যৎ]

৯৮৯ ঘাটে ব'সে আছি আনমনা, যেতেছে বহিয়া সুসময়;
সে বাতাসে তরী ভাসাব না, যাহা তোমাপানে নাহি বয়।
দিন যায় ও গো দিন যায়, দিনমণি যায় অস্তে,
নিশার তিমিরে দশদিক ঘিরে জাগিয়া উঠিছে শত ভয়!
ঘরের ঠিকানা হ'ল না গো, মন করে তবু যাই যাই,
ধ্রুবতারা, তুমি যেথা জাগো, সে দিকের পথ চিনি নাই।
এত দিন তরী বাহিলাম যে সুদূর পথ বাহিয়া,
শত বার তরী ডুবু ডুবু করি, সে পথে ভরসা নাহি পাই!
তীর-সাথে হের শত ডোরে বাঁধা আছে মোর তরী খান,
রসি খুলে দেবে কবে মোরে, ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।
কবে অকূলের খোলা হাওয়া দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে,
শুনা যাবে কবে ঘন-ঘোর রবে মহাসাগরের কলগান!
[গৌরী পূরবী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৫]

৯৯০ ঘোর দুঃখে জাগিনু, ঘন ঘোরা যামিনী,
একেলা হায় রে, তোমার আশা হারায়ে।
ভোর হ'ল নিশা, জাগে দশ দিশা, আছি দ্বারে দাঁড়ায়ে,
উদয় পথ পানে দুই বাহু বাড়ায়ে।
[বিভাস, কাওয়ালি। গীতলিপি ৫।৩]

৯৯১ প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখী,
কেমনে বল তাঁরে ডাকি ? কোন্ ভরসায় তাঁহারে মাগি ?
কুসুম ল'য়ে গন্ধ বরণ, নিতি নিতি যাঁরে করিছে বরণ,
এ কণ্টক বনে কি করি চয়ন, কোন্ ফুলে বল সে পদ ঢাকি ?
নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে, যখন গাবে না পাখী ;
কণ্টক দিব চরণে, যবে কুসুম মুদিবে আঁখি।
হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভাল,কেন তুমি মোরে করিলে কাঙ্গাল ?
বল, হে হরি, আর কত কাল সুদিনের লাগি রহিব জাগি ?
[মিশ্র দেশ, একতালা। কাকলি, ১।২২]

৯৯২ সংশয়-তিমির-মাঝে না হেরি গতি হে ;
প্রেম-আলোকে প্রকাশ' জগপতি হে !
বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে সতত বিরাজ' হৃদয়-পুরে,
তোমা বিনে অনাথ আমি অতি হে !
মিছে আশা ল'য়ে সতত ভ্রান্ত, তাই প্রতিদিন হ'তেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে ;

নিবার নিবার প্রাণের ক্রন্দন, কাট হে কাট হে এ মায়া-বন্ধন,
রাখ রাখ চরণে, এ মিনতি হে!

[দেশ-সিন্ধু, ঠুংরি]

৯৯৩ ঘিরিছে হৃদয়াকাশ গভীর সংশয়াঁধারে ;
কে দিবে বিশ্বাস-আলো তুমি বিনা আমারে ?
পথ যে দুর্গম অতি, আসিছে ঘনায়ে রাতি,
অন্ধজনে এ আঁধারে কেবা নিবে হাতে ধ'রে ?
দাও হে আলোক দাও, করুণা নয়নে চাও,
তোমারে ধরিয়া, যাই আনন্দে তোমার ঘরে।

[বাগেশ্রী, আড়া]

৯৯৪ তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে!
আর কেহ নাহি যে বিপদ ভয় বারে, এ আঁধারে যে তারে!
এক তুমি অভয়-পদ জগত-সংসারে,
কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে!
করিয়ে দুখ অস্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখনি মন-আঁখি তব জ্যোতি নেহারে ;
জীবন-সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মন প্রাণ মম ডাকে তোমারে।

[কাফি, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৬৮]

৯৯৫ মঙ্গলনিদান, বিঘ্নের কৃপাণ, মুক্তির সোপান, অন্য কে বা !
সংসার-দুর্দ্দিন শান্তি-সূর্য্যহীন কাটি দেয় দিন অন্য কে বা !
দুঃখ-ক্লেশ-ভার পর্ব্বত-আকার করে পরিহার অন্য কে বা ;
কারে ডাকি আর, যাই কার দ্বার, সহায় আমার অন্য কে বা !
[বেহাগ, ঝাঁপতাল]

৯৯৬ বিপদে কোথায় রইলে গো ফেলে, বিপদ-ভঞ্জন !
সংসার-বনেরি মাঝে, ভয়ে প্রাণ করে কেমন !
মায়ায় ভুলে আছে মন, চিন্‌লাম না গো তুমি কি ধন,
নাহি জানি ভজন পূজন, বৃথা গো ধরি জীবন !
আমরা দুর্ব্বল মেয়ে, আছি তোমার মুখ চেয়ে,
একবার পিতা দেখা দিয়ে, কর গো সাধ পূরণ।
[আলাইয়া, একতালা]

৯৯৭ তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে, কে সহায় ভব-অন্ধকারে
রয়েছি বন্দীসম মোহের আগারে, কলুষিত পাপ-বিকারে।
বিষয়-রসে রত, তব প্রেমামৃত ছাড়ি মনোভৃঙ্গ বিহারে।
বিতর কৃপা তব, যার গুণে প্রভু মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে;
পাপ-তিমির নাশি বিরাজ' হৃদয়ে আসি,
কি আর জানাব তব দ্বারে !
[বেহাগ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৮২]

৯৯৮ এ ঘোর দুর্দ্দিনে প্রভু, কোথা তুমি রহিলে!
গতি আর যে দেখিনে তুমি নহিলে।
সঁপেছি জীবন তোমারি শ্রীপদে, বরিয়ে লয়েছি তাই যে বিপদে ;
কে বা চাহে, তুমি প্রভু না চাহিলে!
ঘোর ঘনঘটা গগনে গ্রাসিছে, কাল-বায়ু যেন ডাকিয়া আসিছে,
যাই বা অতলে সে বায়ু বহিলে ;
তাই যে পরাণ কাঁপিছে তরাসে, পূরিছে জীবন গভীর নিরাশে,
রাখ রাখ প্রভু হে, ডুবি না হ'লে!
[দেশ-সিন্ধু, ঠুংরি। সুর, "সংশয় তিমির মাঝে"]

৯৯৯ কেন আনিলে গো এ ঘোর সংসারে, জগত-জননি!
দূর কর ভয়, ভীত যে আমি।
"জ্ঞানে প্রেমে ভক্তি ধরমে তুই রে বৎস, অমৃতের অধিকারী"
—ঐ যে শুনি তব স্নেহ-আশ্বাস-বাণী।
[সিন্দুড়া, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৩৫]

১০০০ তুমি ত রয়েছ মোরে ঘেরিয়া, নিত্য আনন্দ-আলোকে ;
ত্যজিবে না কভু জীবনে মরণের এক পলকে!
তবে কেন ভয়, কেন গো সংশয়, তোমারি রাজ্যে প্রভু হে ?
দুঃখ দৈন্যে, এ অরণ্যে, কেন গো প্রাণ চমকে ?
[সুরটমল্লার, একতালা]

১০০১ মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধাম,
মঙ্গল তোমার কার্য্য, তুমি মঙ্গল-নিদান।
অকূল ভব-সাগরে অনুদিন তুমি সহায়,
পাপ-তিমির নাশি বিতর কল্যাণ।
দুর্ব্বল হৃদয় মোর, আশ্রয় কর দান,
দুর্গম পথ তরাও, দাও হে পরিত্রাণ।
দুর্জ্জয় রিপু-দ্বন্দ্বে অন্তরে বাহিরে,
এ সঙ্কটে ধ্রুব নেতা, তুমি কর বিজয় দান।

[খট্, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৭২]

নিরাশ্রয় ভাব, শূন্যতা, শুষ্কতা

১০০২ কার কাছে যাব বল, ও হে অনাথশরণ!
আমার আর কেহ নাই এ সংসারে, ও হে জীবনের জীবন!
কোথায়, নাথ, তোমায় ছেড়ে করিব গমন ;
ও হে, মর্ম্মব্যথা কে বুঝিবে, কে আছে এমন!
দুঃখীর সম্বল, নাথ, তোমার ঐ চরণ ;
আমি জন্মদুখী, তাই হে ডাকি, দাও হে আমায় দরশন!
কৃপার নিধান তুমি, করি হে শ্রবণ ;
(একবার) কৃপা ক'রে চাও হে ফিরে, ও হে অধমতারণ!

[ঝিঁঝিট কীর্ত্তন, একতালা। সুর, "সাধ মনে হরি ধনে"]

১০০৩ তোমা বই কেউ নাই দয়াল হরি !

পার কর ভব-সিন্ধু, দীনবন্ধু, দিয়ে অভয় চরণ-তরী।

তুমি জীবন-কর্ত্তা, তারণ-কর্ত্তা, দীনের কর্ত্তা, দীনকাণ্ডারী।

ন বন্ধু ন মাতা-পিতে, প্রভু তোমা বই কেউ নাই জগতে,

পার কর কটাক্ষেতে কৃপাদৃষ্টি করি ;

শুন হে কাঙ্গালের কথা, প্রভু ঘুচাও আমার মনের ব্যথা,

তুমি হে মাতা পিতা, তার' আমায় দয়া করি।

সহায় নাই সম্পত্তি বিনে, আমি কি দিব পারের দক্ষিণে,

ভাব্‌চি তাই মনে মনে, কি হবে কি করি !

দাঁড়ায়ে রয়েছি কূলে, প্রভু লও আমারে না'য়ে তুলে,

পারে যাই অবহেলে, গেয়ে তোমার নামের সারি।

[বাউলের সুর, খেম্‌টা]

১০০৪ দীনবন্ধু, এই দীনের প্রতি হও সদয় হে।

আমার আর কেহ নাই, তোমা বিনা এ জগত মাঝারে।

আমি লইয়াছি শরণ, ও হে দীনশরণ,

কৃপাময়, কৃপা করি কর মোরে ত্রাণ ;

আমি অতি দুর্ব্বল (দীননাথ), নাই কোন সম্বল,

তুমি হীনবলের বল, তাই ডাকি তোমারে।

[কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর, একতালা]

১০০৫ দাও দাও হে পদছায়া কাতরে।

ও হে দীন-শরণ, পতিত-পাবন, তুমি বিনা আর কে তারে!

পাব পাব হে আশ্রয় জানিয়ে নিশ্চয়, এসেছি দয়াময় তোমারি দ্বারে,

পূরাও মনোরথ, ও হে দীননাথ, ফিরাইও না ভিখারীরে।

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

১০০৬ দীন-দয়াময়, ভুলো না অনাথে।

স্থান দিও প্রভু তব পদ-কমলে, মনে রেখো, ভুলো না অনাথে।

ভ্রমি এ অরণ্যে হ'য়ে পথ-হারা, সত্বর লও তব সাথে।

কোন্ গুণ আছে হেন, মন্দমতি মম, যাইবারে তব সন্নিধানে?

তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি, এ আঁখির কি শকতি,

তাকাইতে সে মিহির পানে?

নিরখি মনের প্রতি, নাহি দেখি কোন গতি,

ক্ষণে হই মগন নিরাশে;

স্মরি তব কৃপাগুণ, ভরসা হয় পুনঃ,

নিজ গুণে তারিবে হে দাসে।

[পরজ, কাওয়ালি]

১০০৭ দীন-দয়াময়, এ দীন তোমারি।

মঙ্গল-দাতা পাপ-পরিত্রাতা, অকূল-কাণ্ডারী!

আমি যথা তথা রই, সাধু বা অসাধু হই,

নহি প্রভু তোমা বই কাহারও দুয়ারী।

দুখ-তাপ-ভারে হৃদয় বিদারে,
ডাকি বারে বারে, কোথা দুখহারী !
ম অনাথ-নাথ থাকিতে, অনাথ
বল ডাকে কারে, তোমার ভিখারী !
বিপদে সম্পদে, বিষাদে আমোদে,
জাগ' সদা মোর হৃদে হৃদয়বিহারী।

[কাফি সিন্ধু, যৎ]

১৩৩৮ আমার আর কেহ নাই ;
তোমারে হৃদয়ে রেখে এ প্রাণ জুড়াই !
তোমা বিনা সব শূন্য, এ সংসার অরণ্য,
কে আছে আর তোমা ভিন্ন, কার পানে চাই !

[খাম্বাজ, আড়া]

১৩৩৯ আছি আশা-পথ চেয়ে, হৃদয়-আসন নাথ যতনে বিছায়ে।
দীনবন্ধু নাম ধর, পাতকী নিস্তার কর,
সেই আশে নিরন্তর, আছি আশ্বাসিত হ'য়ে।
ডাকিতেছি অনুক্ষণ, কোথা দরিদ্র-জীবন,
পরশ' হৃদি-আসন, কৃপাবিন্দু বরষিয়ে।
নাহি জ্ঞান-পুণ্য-বল, নাহি হে অন্ত সম্বল,
জনম কর সফল, এ দীনে প্রসন্ন হ'য়ে।

[হাম্বীর, রূপক]

১১১০ ওহে এ দীনে কি দীনবন্ধু, ভুলিলে? আমার আর কে আছে ?
আমি আশা-সূত্র ধরি করে, আছি তোমার দ্বারে প'ড়ে,
বল কোথা যাই তুমি ত্যজিলে !
জনম হইতে আমি নিরাশ্রয়,
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সেই দিক শূন্যময় ;
কে আমায় আমার ব'লে তুলে লয়, কার মুখ পানে চাব দয়াময় !
আমার বল' কি সম্বল আছে, দাঁড়াইব কার কাছে,
(আমায়) কে রাখিবে তুমি নাহি রাখিলে !
হৃদয়ের জ্বালা আর তো সহে না,
যাতনায় বুঝি হায় দেহে প্রাণ রহে না,
নয়নের ধারা আর ধরে না, কেমনে জানাব দুঃখ জানি না ;
আমি এই মাত্র জানি সার, দুর্গতি না রহে কার,
দুখার্ণবে প'ড়ে তোমায় ডাকিলে।

[আলাইয়া ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

১১১১ আমায় ছেড়ো না হে, এনেছ যদি হে দয়াময় !
আমি সকল দেখে শুনে, প্রভু, এখন পড়েছি তোমার পায়।
নাহি আমার কোন বল, কেমনে বাঁচিব বল',
(এখন) কৃপা ক'রে রাখ প্রভু বেঁধে মোরে তব পায়।
না জানি ডাকিতে তোমায়, (এখন) কর কিছু মোর উপায়,
একবার হৃদয়-মাঝে এস প্রভু, জুড়াই তাপিত হৃদয়।

[খাম্বাজ, যৎ]

১০১২ প্রভু, দিন যে আমার চলা ভার !

আমি তোমায় ছেড়ে, এ সংসারে, কত দিন থাকিব আর !

হায় ! দুঃখেতে হৃদয় যে ফেটে যায়,

এতকাল কেঁদে কেঁদে পেলাম না তোমায় !

আমার সাধন-ভজন সকল বৃথা, জীবন হ'ল না অধীন তোমার !

(মিলন হ'ল না সঙ্গে তোমার)

আমি যথা তথা তোমার নাম গাইয়ে ফিরি,

কিন্তু প্রাণের ভিতর কিসের অভাব বুঝ্‌তে না পারি,

মিছা খেলা-ধূলায় জীবন গেল, চিনিলাম না সারাৎসার !

এ পাপ-জীবনে কবে সুপ্রভাত হবে,

মোহের ঘন কুজ্ঝটিকা পলায়ে যাবে,

তোমার প্রেম-সূর্য্যোদয় হে'রে, প্রাণ-পাখী কর্‌বে ঝঙ্কার !

প্রভু, সর্ব্বস্ব তোমার করে ক'রে সমর্পণ,

আমি দাসানুদাস হ'য়ে রব জন্মের মতন,

সকল ভাবনায় নিশ্চিন্ত হ'য়ে, ঐ চরণে কর্‌ব বিহার ।

[বাউলের সুর, একতালা]

১০১৩ শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর !

দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু, প্রেম-বিন্দু কাতরে কর দান ।

ক'রো না সখা ক'রো না চির-নিষ্ফল এই জীবন,

প্রভু জনমে মরণে তুমি গতি, চরণে দাও স্থান ।

[সিন্ধু, একতালা]

১০১৪ হায়, কে দিবে আর সান্ত্বনা !

সকলে গিয়েছে হে, তুমি যেও না ;

চাহ প্রসন্ন নয়নে প্রভু, দীন অধীন জনে ।

চারিদিকে চাই, হেরি না কাহারে,

কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে !

হের হে শূন্য ভবন মম !

[দেশ, কাওয়ালি । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৪৫]

১০১৫ তোমার কথা হেথা কেহ ত বলে না,

করে শুধু মিছে কোলাহল ;

সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল !

আপনি কেটেছে আপনার মূল, না জানে সাঁতার, নাহি পায় কূল,

স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে, করে দিবানিশি টলমল ।

আমি কোথা যাব, কাহারে শুধাব, নিয়ে যায় স[illegible]ব টানিয়া,

একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে, অকূল পাথারে আনিয়া ;

সুহৃদের তরে চাই চারিধারে, আঁখি করিতেছে ছল ছল,

আপনার ভারে মরি যে আপনি, কাঁপিছে হৃদয় হীনবল !

[ইমন-ভূপালী, একতালা । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৫৬]

১০১৬ যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি,

তারা ত চাহে না আমারে !

তারা আসে তারা চ'লে যায় দূরে, ফে'লে যায় মরু-মাঝারে ।

দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে ;
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে !
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই আপনার মন ভুলাতে,
শেষে দেখি হায়, ভেঙ্গে সব যায়, ধূলা হ'য়ে যায় ধূলাতে ;
সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ডুবে মরি দুখ-পাথারে,
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে।

[মিশ্র কেদারা, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৫৯]

১০১৭ দুয়ারে ব'সে আছি প্রভু সারা বেলা, নয়নে বহে অশ্রুবারি।
সংসারে কি আছে হে, হৃদয় না পূরে।
প্রাণের বাসনা প্রাণে ল'য়ে, ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে।
সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে, বিমুখ হ'য়ো না দীনহীনে ;
যা কর হে, রব প'ড়ে !

[কামোদ, ধামার]

১০১৮ এমনি কি হে দিন যাবে চিরকাল !
আর সহে না সংসার-যাতনা।
তোমা বিহনে কে আছে আমার, গতিহীনে ত্যজ না ;

[সরফরদা, আড়াঠেকা]

১০১৯ এতদিন পরে বুঝিনু, হে নাথ, তোমারে না পেলে আর
জুড়াবে না প্রাণ, যাবে না যাতনা, যাবে না হৃদয়ভার।
হবে না নির্ম্মল মলিন এ মন, ছিন্ন প্রবৃত্তির পাশ,
মিটিবে না তৃষা তৃষিত চিত্তের, অতৃপ্ত প্রাণের আশ।
তাই নাথ আজি এসেছি নিকটে, মরম-বেদনা ল'য়ে,
কতদিন, হায়, শূন্য মরুমাঝে, ভ্রমেছি তৃষার্ত্ত হ'য়ে!
সুখের আশায় বাসনা-অনল জ্বালাইয়া অহর্নিশ,
'শান্তি শান্তি' করি, করিয়াছি পান বিষয়ের তীব্র বিষ।
তুমি প্রেমময়, অতুল তোমার প্রীতি আমি পাসরিয়া,
মোহের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছি প্রেম লভিবারে গিয়া।
আর যেন নাথ 'শান্তি শান্তি' করি সংসারে না ছুটে যাই,
তোমার মাঝারে আছে সর্ব্ব সুখ, দুঃখ ত তোমাতে নাই!
তোমাতেই যেন খুঁজি জীবনের চিরতৃপ্তি চিরকাল,
তোমার মধুর রূপে যাক্ চ'লে রূপের কুহক জাল।
হে প্রেম-নির্ঝর, সর্ব্ব প্রেম-তৃষা মিটে যাক্ প্রেমে তব,
মুগ্ধ ক'রে রাখ, দেখায়ে চিন্ময় নিত্যরূপ নব নব।

১০২০ শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে, ফিরি হে দ্বারে দ্বারে।
চির ভিখারী হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে!
চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে,
যাহা পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রুধারে।
সকল যাত্রী চলি গেল, বহি গেল সব বেলা,
আসে তিমির যামিনী, ভাঙিয়া গেল মেলা;

কত পথ আছে বাকি ! যাব চলি ভিক্ষা রাখি,
কোথা জলে গৃহ-প্রদীপ, কোন্ সিন্ধুপারে ?
[কাফি, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৪৩]

১০২১ প্রেম বিনা হৃদয় শুকাল !

আর সইতে নারি কাতর প্রাণে, পাপেতে মন ডুবিল।
এখন যে দিকে হেরি হে দয়াময়,দেখি প্রেমহীন শুষ্কভাব, মলিন হৃদয়,
কোথাও নাহিক সুখ, মনের দুঃখে ভ্রমিতেছি হ'য়ে ব্যাকুল।
তুমি ত নাথ প্রেমেরি সাগর,
এসেছি তোমারি কাছে তাই হইয়ে কাতর ;
পুরাও পূরাও আশা প্রেম দানে, তাপিত প্রাণ কর শীতল।
[বাউলের সুর, একতালা। সুর, "কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই"]

১০২২ এসেছি আজ আশা ক'রে, দেখে যাব হে তোমারে ;
একবার আসি দয়া ক'রে, দেখাও তব প্রেমানন।
দ্বারে গেলাম কত বার, ফিরে এলাম বার বার, করুণার সাগর !
এখন দেখা দিয়ে হৃদয়-ধামে, বাঁচাও এ পাপ-জীবন।
তোমার কথা শুন্‌লাম কত, কত স্থানে কত মত', আর শুন্‌ব বা কত !
তবু পাষাণ সমান আছে হৃদয়, কঠিন রয়েছে মন।
হৃদয় মন শুকাইল, একে একে সকল গেল, যাই কোথা বল' ;
যদি নিজ গুণে এ অধমের সকল আশা কর পূরণ !
[সিন্ধু, একতালা]

১১২৩ নাথ, তোমার করুণায় সকল আশা হয় পূরণ ;
তবু বিগলিত হয় না কেন পাষাণ মন !
যখন যা করি বাসনা, কিছুতেই বঞ্চিত কভু কর না ;
বিনা প্রার্থনায় কত সুখ কর বিতরণ !
কত অসম্ভব, দেখি হয় সম্ভব,
তোমার প্রেমের রাজ্যে কিছু নাই অভাব,
তুমি দেখালে চমৎকার আশ্চর্য্য কত ব্যাপার,
অন্ত নাহি তার, যাহা কল্পনায় ভাবি নাই আমি কখন !
এ পাপ-জীবনে কত দয়া দেখ্‌তে পাই,
যাহার মতন কার্য্য কিছু করি নাই !
আমি ছিলাম ঘোর অন্ধকারে,
আনিলে উদ্ধার ক'রে, কেশেতে ধ'রে ;
দিলে 'পিতা' ব'লে করিতে সম্বোধন !
কত অসাধ্য হ'ল সাধন, দেখে অবাক্ হলেম, না সরে বচন
তুমি দীনকে কর ধনী, মূর্খকে কর জ্ঞানী, তা ত জানি হে,
কর পাপীকে পুণ্যবান্ দিয়ে শ্রীচরণ !
হায়, দুঃখেতে প্রাণ ফেটে যায়,
তবু ভালবাস্‌তে পার্‌লেম না তোমায় !
আমার কেন এমন হ'ল, হৃদয় শুকায়ে গেল, কি করি বল !
এ ছার জীবনধারণ কেবল বিড়ম্বন !

[কীর্ত্তন, তেওট]

১০২৪ কোথা গেলে পাব সেই অমৃত-নির্ঝর !
কে আনিবে নব প্রাণ মরণ-মাঝার ?
সংসারের মোহে প'ড়ে, আপন সুখের তরে,
মিছে কাজে ঘুরে ঘুরে নীরস অন্তর ;
মরুসম হ'য়ে গেল হৃদয় আমার !
হ'য়েছি পাপে মলিন, হৃদয় ভকতি-হীন ;
হারায়ে সে প্রেমধন কাঁদিছে অন্তর ;
কে দিবে রে প্রেমসুধা ? যাই কার দ্বার ?

[সাহানা]

১০২৫ কেন বঞ্চিত হব চরণে !
আমি কত আশা ক'রে ব'সে আছি, পাব জীবনে না হয় মরণে।
আহা ! তাই যদি নাহি হবে গো,—
পাতকী-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো,—
হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ, এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ ?
তবে পারে ব'সে "পার কর" ব'লে পাপী কেন ডাকে দীন-শরণে ?
আমি শুনেছি হে তৃষাহারী !
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি।
তুমি আপনা হইতে হও আপনার, যার কেহ নাই, তুমি আছ তার,
এ কি সব মিছে কথা ? ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে, প্রভু, মরমে।
[মিশ্র খাম্বাজ, জলদ একতালা]

১০২৬ তৃষিত হৃদয়ে নাথ বিতর প্রেম-বারি।
নিবার পাপ-সন্তাপ, দীন-দুখহারী।
নব প্রীতি নব আশা জাগাও হে প্রাণে,
সঞ্চার' নব শকতি নব প্রেম-সাধনে,
নাশ' মোহ-তিমির জ্যোতি বিস্তারি।
সাধ মনে, সতত তব সঙ্গে থাকি নাথ,
করিয়া অমৃত পান জুড়াই তাপিত চিত।
অন্তরযামী, জান সকলি, ভ্রমি বিপথে বিষয়-কুহকে ভুলি,
কেমনে পাইব দেব, পরশ তোমারি!

[ভূপালী মিশ্র, ঝাঁপতাল]

১০২৭ জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা-ধারায় এস!
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত-সুধারসে এস!
কর্ম্ম যখন প্রবল আকার, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার,
হৃদয়প্রান্তে, হে নীরব নাথ, শান্ত চরণে এস!
আপনারে যবে করিয়া কৃপণ, কোণে প'ড়ে থাকে দীনহীন মন,
দুয়ার খুলিয়া, হে উদার নাথ, রাজ-সমারোহে এস!
বাসনা যখন বিপুল ধূলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়,
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এস!

[জয়জয়ন্তী, একতালা। গীতলিপি ৫।১৭]—২৮ চৈত্র ১৩১৬ বাং (১৯১০)

১০২৮ সে প্রেম-পিয়াসা ভালবাসা কৈ, হৃদয়েশ !
যে প্রেম-সঞ্চারে, হরি, যায় প্রাণ-ক্লেশ।
মনে হেন অনুমানি, তব প্রেমে, গুণমণি,
সদা ডুবে থাকি, তোমায় দেখি হে অনিমেষ !
মরুভূমি সম প্রাণ, নীরস পাষাণ সমান,
তাহে ত্রিতাপ-অনল জলে, নাহি রস লেশ।
আশু-প্রীতিকর ধনে, জলন্ত বর্ত্তিকা জ্ঞানে,
মন মত্ত পতঙ্গের সম করে পরবেশ।
হায়, নাথ, কি হইবে, দীনের দিন কি এম্‌নি যাবে !
তোমার প্রেম-সিন্ধুর বিন্দু এক, দাও পরমেশ।

[খাম্বাজ, পোস্ত]

১০২৯ কি অনুপম করুণা তোমার !
পলকে পাতকী তরে, লভিলে বিন্দু তাহার।
জলন্ত সংসারানল, নিমেষে হয় শীতল,
বরসিলে কৃপাজল তাহে নাথ একবার।
পাষাণ-ভূমি উষর হয় হে অতি উর্ব্বর,
ফলে ফল বহুতর, কৃপা-নীরে বার বার।
তাই ডাকি উচ্চৈঃস্বরে, কৃপানিধি, কৃপা ক'রে
তার' হে ভব দুস্তরে ; যাতনা সহে না আর।

[ভূপালী, সুরফাঁক্তা]

১০৩০ অমৃতের সাগরে আমি যাব যাব রে,
তৃষ্ণা জ্বলিছে মোর প্রাণে।
কোথা পথ বল হে বল, ব্যথার ব্যথী হে,
কোথা হ'তে কলধ্বনি আসিছে কানে!

[কামোদ, ধামার। গীতলিপি ২।১৭]

অদর্শন, বিরহ।

১০৩১ অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ!
তুমি করুণামৃত-সিন্ধু, কর করুণা-কণা দান।
শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণ সম,
প্রেম-সলিল-ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান! (প্রভু)
যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাক ডাক, (প্রভু)
তোমা হ'তে দূরে যে যায়, তারে তুমি রাখ রাখ ;
তৃষিত যে জন ফিরে, তব সুধা-সাগর-তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে, সুধা করাও হে পান!
তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন্ হারানু অবহেলে,
কখন্ ঘুমাইনু হে, আঁধার হেরি আঁখি মেলে ;
বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে, হায়,
বরষ বরষ চ'লে যায়, হেরিনি প্রেম-বয়ান!
দরশন দাও হে, দাও হে দাও, কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ।

[ধুন, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৭৯ ; বৈতালিক ২০]

১০৩২ আর কত দূরে সে আনন্দধাম, (বল বল হে)
যার তরে নিরবধি আকুল পরাণ !
কতবার মানস-পটে, দেখিলাম এই নিকটে,
দেখিতে দেখিতে কোথায় হ'ল অন্তর্দ্ধান !
ক্রমে দিন হ'ল অস্ত, দেহ মন পরিশ্রান্ত,
তথাপি হ'ল না কিছু উপায় বিধান ;
তবে কি ইহ-জীবন, বিফলে হবে পতন,
কপট ক্রন্দনে দিন হবে অবসান ?
কবে নাথ আনন্দমনে, তোমার পুণ্য-আশ্রমে,
দিবানিশি সাধুসঙ্গে করিব বিশ্রাম !

[সিন্ধু, মধ্যমান]

১০৩৩ পিতা গো, দেখা দাও, আমায় দেখা দিয়ে প্রাণে বাঁচাও ;
আমি তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন,
তোমার দীনহীন অধম তনয় ।
আমি একাকী অরণ্য-মাঝে, আমার ভয়ে অঙ্গ অবশ হ'ল !
ওহে কোথায় রইলে হৃদয়ের ধন,
কোথা রইলে প্রাণ-সখা, দেখা দাও !
আমি আর যাব না, পিতা, তোমায় ছেড়ে,
আমায় ক্ষম' এবার দয়া ক'রে ।

[কীর্ত্তন, লোফা]

১০৩৪ আশা দিয়ে কেন এবে গোপনে লুকাল !
ডাকিছি সঘনে, দেখা না মিলিল !
বিষয় বালিশে ছিনু মোহাবেশে,
মধু-রবে ডেকে কেন আকুল করিল !
বীণার সুতানে হৃদয় হরিল !
আপন কুটীরে ছিল পাপী প'ড়ে,
কেন বা বাহির ক'রে এমনে ছলিল !
বিজন প্রান্তরে ছেড়ে পলাইল !
(এখন) সুখ-শান্তি হারা, হ'য়ে পাগল-পারা,
খুঁজিয়ে অবশ পাপী, আঁখি ছলছল ;
শোক-তাপ-ভারে ভাঙিয়া পড়িল !
কোথা হে শোভন ! প্রাণ-মনোমোহন
বরিষ শূন্য হৃদয়ে করুণা-সলিল !
তাপিত পরাণ কর সুশীতল ।

[ভাটিয়াল, ঠুংরি]

১০৩৫ কোথায় তুমি, আমি কোথায় !
জীবন কোন্ পথে চলিছে নাহি জানি ।
নিশিদিন হেন ভাবে, আর কতকাল যাবে,
দীননাথ, পদ-তলে লহ টানি ।

[কুকব, ঝাঁপতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৬১]

১১৩৬ কোথায় রহিলে, নাথ, একাকী ফে'লে আমারে ;
না দে'খে তোমারে, প্রভু, প্রাণ যে কেমন করে !
কাঁদিব আর কত বল,' শুকাল নয়নের জল,
হৃদয় পাষাণ হ'ল বার বার পাপাচারে।
দুর্ব্বল পাপ-জীবনে সহিব বল কেমনে
তব বিরহ-যন্ত্রণা, ও হে দয়াময় ;
ডেকে লও সন্তান ব'লে, এ ঘোর বিপদকালে,
স্থান দাও চরণতলে, এই জনম-দুঃখীরে।
[বেহাগ, আড়া]

১১৩৭ কাঙ্গালের ধন কোথা তুমি !
একবার এসে দেখ প্রভু, কি দুঃখে দিন কাটাই আমি।
অহরহ মরি জ্ব'লে. হৃদয়ের পাপানলে,
জানাতে না পারি ব'লে, জান সকল অন্তর্যামী !
যে ধনের কাঙ্গালী হ'য়ে, ফিরিতেছি চেয়ে চেয়ে,
বল্‌তে গো বিদরে হিয়ে, জান্‌চ সকল অন্তর্যামী !
কাঁদিতেছি ফিরে ফিরে, অথচ আছ অন্তরে,
দেখিতে না পাই ঘরে, কোথায় ও হে হৃদয়-স্বামী !
থাকি আমি যে ক'রে, আমার এই শূন্য ঘরে,
অন্যে কি জানিতে পারে, জান কেবল অন্তর্যামী।
[বিভাস, কাওয়ালি (মধু কানের সুর)]

১০৩৮ থেকো না, থেকো না দূরে, হৃদয়ের প্রিয়ধন !
রাখিব যতনে হৃদে হৃদয়-রতন !
ছিলাম পড়ি আঁধারে, আনিলে হে কেশে ধ'রে,
কত সুখ কত শান্তি করিলে হে বিতরণ ;
এখন ফেলিয়ে একা, যাবে কি হে প্রাণ-সখা,
হৃদয় আঁধার করি, ও হে হৃদয়ের ধন !
তোমা ছাড়ি কতবার ভ্রমিলাম, প্রাণাধার,
তবু তো থাকিলে তুমি সঙ্গে মোর অনুক্ষণ !
হৃদি আলো করি মোর থাক তবে প্রাণেশ্বর,
প্রেমপাশে বেঁধে রাখ ও চরণে প্রাণ মন !
[ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

১০৩৯ হয়েছি ব্যাকুল-অন্তর বিরহে তোমার,
তৃষিত চাতক-সমান।
করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে, হৃদয়ে বিরাজ' আমার।
অভয়-মূরতি দেখা দিয়ে কর হে অভয় দান ;
তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার।
[সিন্দুড়া, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৯০]

১০৪০ এ দুঃখ কেমনে আর হবে সম্বরণ !
ছিলাম যখন পাপেতে অচেতন,
নাহি ছিল ভাবনা মনেতে তখন।

বুঝিলাম যে দিনে জীবনের অধিকার,
পড়িল মস্তকে বিষম গুরুভার ;
পাইলাম তোমার স্নেহের নিমন্ত্রণ,
সেই অবধি প্রাণ আকুল তোমারি কারণ।
দেখালে প্রলোভন খুলিয়ে স্বর্গদ্বার,
করিলে হৃদয়ে কত আশার সঞ্চার ;
শেষে কি একাকী সংসার-অরণ্যে,
চির বিরহীর প্রায় করিব রোদন ?

[খাম্বাজ, মধ্যমান]

১৩৪৯ 	বিফল সুখ আশে জীবন কি যাবে ?
কবে আসিবে, হরি, (আর) কবে বুঝাবে ?
হ'য়ে আছি পথহারা, তোমার পাইনে সাড়া,
কবে আসিয়ে তুমি পথ দেখাবে ?
আসিয়ে তোমার ভবে শুধু কি কাঁদিতে হবে ?
কবে আসিবে কাছে, নয়ন মুছাবে ?
সম্মুখে না দেখি বেলা, ফুরায়ে আসিছে বেলা
তোমার পারে ভেলা কবে ভিড়াবে ?
যদি সংসারের ঘোরে আরো ঘুরাইবে মোরে,
মিনতি করি, এসো যবে দিন ফুরাবে।

[খাম্বাজ, যৎ। কাকলি ১।১৪]

১০৪২ দীন জন যাচে করুণা তোমারি।

হের ভুবন-রাজেন্দ্র, দ্বারে নেহার কাতর ভিখারী।

আপন আলয় ছাড়ি আছি পরবাসে,

জীর্ণ দেহ, শীর্ণ প্রাণ, বিষম বিষয়-বিষে,

অশাসিত চিত নাথ, প্রণত চরণে, দাও হে প্রেম-বারি।

[ভূপালী মিশ্র, ঝাঁপতাল]

১০৪৩ দীননাথ, কাঙ্গাল ব'লে দিবে না কি দেখা?

দেখা নাহি দিলে প্রভু এ প্রাণ যায় না যে রাখা!

দারুণ সংসারের আঁচে, হৃদয় আমার শুকায়েছে,

কাদার মত' হৃদয় আমার কঠিন হয়েছে,

মনস্তাপে তাও আবার ফেটে গিয়েছে ;

কেবল, কঠিন ভুঁয়ে এ হৃদয়

তোমার পদচিহ্ন আছে আঁকা।

আমি দীন তোমার পানে, চেয়ে আছি নিশি দিনে,

বহুদিনের পরে তোমার দরশন-আশায়,

চাতক যেমন মেঘের পানে জল-পিপাসায় ;

দেখি, চারি ভিতে প্রকৃতিতে

তোমার পদচিহ্ন আছে আঁকা।

বসন্তবাহার, ঢিমেতেতালা। সুর,"কেমন ক'রে তোমায় ছেড়ে থাকি আমি বল"]

আক্ষেপ, বিফলতা, অবসাদ, নিরাশা।

১০৪৪ কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ!
নিশিদিন অচেতন ধূলি-শয়ান।
জাগিছে তারা নিশীথ-আকাশে, জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান!
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি,
তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে, কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান!
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ,
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ;
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হ'তে দূরে প্রয়াণ!
[বেহাগ, যৎ। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১১০]

১০৪৫ এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা,
এখনো মরণ-ব্রত জীবনে হ'ল না সাধা!
কবে যে দুঃখ-জ্বালা হবে রে বিজয়-মালা,
ঝলিবে অরুণ-রাগে নিশীথ রাতের কাঁদা!
এখনো নিজেরি ছায়া রচিছে কত যে মায়া,
এখনো কেন যে মিছে চাহিছে কেবলি পিছে,
চকিতে বিজলি-আলো চোখেতে লাগাল ধাঁধাঁ!

১০৪৬ আমি বৃথা আমার এ জীবন কাটালেম !
আগে নাহি ভাবিলেম !
আমি আঁখি সত্ত্বে অন্ধ হ'য়ে, দেখিয়েও না দেখিয়ে,
মণিলোভে ফণী শিরে ধরিলেম !
যাঁহা হ'তে এ দেহ, এ মন প্রাণ,
কৃপায় যাঁহার, হায়, বল বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান,
সকলি যাঁহার করুণার দান, অন্তে যাঁর পদপ্রান্তে চির স্থান ;
আমি পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে, তাঁর পানে না চাহিয়ে,
নিজ দোষে মায়া-রসে ডুবিলেম !
হবে ব'লে আশা ছিল সাধনা,
বিষয়-বিপাকে প'ড়ে সে আশা পূরিল না,
মনেই রইল মনের বাসনা, সার হ'ল সংসারের যাতনা ;
আমি কি করিলেম, কি হইল, অবশেষে এই ঘটিল,
সুধা ব'লে গরল তুলে খাইলেম !

[আলাইয়া ঝিঁঝিট, কাওয়ালি। সুর, "ওরে দয়াল নামে ভাস সুখে"]

১০৪৭ গেল গেল দিন আমার বৃথায় চলিয়ে ;
কত কাল থাকিব আর অনিত্য বিষয় ল'য়ে ?
হৃদয় বাসনা করে সদা হেরিতে তোমারে ;
বেদনা দিতেছে মন ইথে প্রতিকূল হ'য়ে।

আমি হে দুর্ব্বল-মতি, কি হইবে মম গতি,
কেমনে পাইব তোমায়, ভবার্ণব উত্তরিয়ে!
অসীম ভব সাগর কেমনে হইব পার?
তোমার কৃপা অপার, কর পার নিরাশ্রয়ে।
নানা ভাবে তরঙ্গিত, সতত আমার চিত;
না হইলে সমাহিত, কেমনে দেখি হৃদয়ে?

[মূলতান, আড়াঠেকা]

১১৪৮ হেথা যে গান গাইতে আসা,
আমার হয় নি সে গান গাওয়া।
আজো কেবলি সুর সাধা, আমার গাইতে কেবল চাওয়া!
আমার লাগে নাই সে সুর, আমার বাঁধে নাই সে কথা,
শুধু প্রাণেরি মাঝখানে আছে গানের ব্যাকুলতা!
আজো ফুটে নাই সে ফুল, শুধু বহেছে এক হাওয়া।
আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে, তাহার পায়ের ধ্বনিখানি!
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন করে আসা যাওয়া!
শুধু আসন পাতা হ'ল আমার সারাটা দিন ধ'রে,
ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে ডাক্‌ব কেমন ক'রে!
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে হয় নি আমার পাওয়া!

[মিশ্র বেহাগ, কাহারবা। গীতলিপি ২।৩৬]—২৭ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

১৩৪৯ কেন যে গাহিতে বলে, জানে না জানে না তারা,
যে সুরে গাহিতে চাহি, আমি যে সে সুর-হারা !
যে সুরে শিশুরা হাসে, যে সুরে ফুল বিকাশে,
যে সুরে প্রভাতে পাখী বরষে অমৃত-ধারা ;
যে সুরে নাচে পতঙ্গ, যে সুরে নাচে তরঙ্গ,
যে সুরে নাচে গগনে ঘুরে ঘুরে শশী তারা।
সংসারের পোষা পাখী, জীবন-পিঞ্জরে থাকি,
শিখেছি শেখান কথা, তাই গেয়ে হই সারা ;
যে কাননে মোর বাসা, ভুলে গেছি তার ভাষা,
শেখা কাঁদা, শেখা হাসা, জানিনে গো তাহা ছাড়া।
[মিশ্র খাম্বাজ, যৎ]

১৩৫০ যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু, এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি, যেন সে কথা রয় মনে
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে !
এ সংসারের হাটে, আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দুহাত ভ'রে উঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাইনি, যেন সে কথা রয় মনে ;
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে !
যদি আলস ভরে আমি বসি পথের পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে, সে কথা রয় মনে ;
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে !

যতই উঠে হাসি, ঘরে যতই বাজে বাঁশী,
ও গো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা, সে কথা রয় মনে;
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।
[কাফি-সিন্ধু, একতালা। গীতলিপি ১।১৭]

১০৩১ আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে, তখন হৃদয় কোথায় থাকে!
যখন হৃদয় আসে ফিরে আপন নীরব নীড়ে,
আমার জীবন তখন কোন্ গহনে বেড়ায় কিসের পাকে!
যখন মোহ আমায় ডাকে, তখন লজ্জা কোথায় থাকে
যখন আনেন তমোহারী আলোক-তরবারি,
তখন পরাণ আমার কোন্ কোণে যে লজ্জাতে মুখ ঢাকে!
[গীতলেখা ১।২৭]—১৫ অগ্রহায়ণ ১৩২০ বাং (১৯১৩)

১০৩২ কি ব'লে প্রার্থনা বল করি আর!
আমার সকল কথা ফুরাইল, ফিরিল না মন আমার।
তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে, তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
প্রাণের প্রাণ, বল্‌ব কি আর, আছে কি আর বলিবার!
ও হে প্রাণ যদি চাহে তোমারে, তুমি থাকিতে কি পার দূরে?
আপ্‌নি এস পাপীর দ্বারে, তাই পতিতপাবন নাম তোমার।
[ঝিঁঝিট, যৎ]

১১৫৩ কথা যে মোর সব ফুরাল, প্রাণের ব্যথা গেল কই ?
এখনো যে তোমায় ভু'লে আমায় নিয়ে আমি রই !
এখনো মোর মনে, হায়, পাপের ছায়া আসে যায়,
অশ্রু ঝরে নিরাশায়, আঁধার দেখে ব্যাকুল হই।
কবে আমি তোমায় পাব, তোমার আমি হ'য়ে যাব,
আর কিছুই নাহি চাব, তোমার সাধন ভজন বই !

[ভৈরবী, কাওয়ালি]

১১৫৪ মুখের কথা সব ফুরাল, কই জুড়াল আমার মন ?
নয়নের যে জল শুকাল, কই দিলে, নাথ, দরশন ?
হ'লেম না যা হ'তে চাই, যা চাহি তা আমার নাই,
কোথায় যেতে কোথায় যাই, কাহার করি অন্বেষণ !
তুমি ডাক তোমার কাজে, আমি থাকি আমার মাঝে,
প্রাণের মিলন কই হ'ল, নাথ, কবে হবে শুভক্ষণ ?
প্রেম দিয়ে প্রেম কেড়ে লবে, তুমি প্রাণের লক্ষ্য হবে,
তোমার সেবায় ক'র্‌ব আমি, আমার জীবন সমর্পণ !

[ভৈরবী, একতালা]

১১৫৫ হরি, তোমারে পাব কেমনে !
যেতেছে সময়, ও হে দয়াময়, দয়া কর দীন জনে ।
ভুলেছিনু যবে ভবের খেলায়, হারাইনু কত সুদিন হেলায়,
বুঝি নাই, প্রভু, চলিবে না কভু, তোমার চরণ বিনে ।

বুঝাইলে হরি, বুঝালে এবার, সবাকার হ'তে তুমি আপনার ;
তোমারে পাইলে সরস সংসার, বিরস তোমাঁ বিহনে।
তাপিত চিতে এ মিনতি করি, লুকাইয়ে আর থাকিও না, হরি ;
দেখিলে ত তুমি, তোমারে পাসরি, কাটাই দিন কেমনে ;
কাট হে আমার স্বার্থের পাশ, তব প্রিয় কাজে কর মোরে দাস,
সাধ' এ জীবনে তব অভিলাষ, হরষে কিম্বা বেদনে।

[সুরটমল্লার]

১১৫৬ কেমনে কি ক'রে পাইব তোমারে,
আর যে আশা বাঁধে না !
আমার শুষ্ক কঠিন পাষাণ হৃদয়, কিছুতেই যে আর গলে না !
তুমি জ্যোতির্ম্ময়, পুণ্য-নিলয়, আমি মোহাঁধারে মলিন-হৃদয়,
তাই নিরাশায় ভেবে প্রাণ যায়, আঁধারে যে আলোক মিলে না।
তুমি সর্ব্বত্যাগী পূর্ণ জ্ঞানময়, আমি যে নিরত পাপের সেবায় ;
সুন্দর সুমিষ্ট রিপু-প্রলোভন, অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে ভুলাইয়ে মন,
পরায়েছে পায় আসক্তি-নিগড়, কিছুতেই যে আর ভাঙ্গে না !
তুমি না কি প্রভু পাষণ্ড-দলন, তুমি না কি পাপীর কলুষ-নাশন ;
এ বিশ্বাসে প্রাণ বেঁধে চিরদিন, যেন দ্বারে প'ড়ে থাকে দীন হীন,
(নইলে) আর আশা নাই, এই ভিক্ষা চাই,
অকূলে কি কূল পাবে না ?

[মিশ্র ঝিঁঝিট, একতালা]

১৩৫৭ কে ঘুচাবে হায় রে প্রাণের কালিমা রাশি,
কৃপা-বারি করি সিঞ্চন !
যাবে কি দিন এই ভাবে, হায় রে,
আর কবে পূরিবে প্রাণের আশা ।
লুটায়ে ধরণীতলে, ডাকিলে দয়াল ব'লে,
তাপিত প্রাণে পায় পাপী মধুর করুণা-বারি ;
আর কি আছে হে দীনহীনের সম্বল বিনা সেই করুণাময়ের করুণা ?
[সিন্দুড়া. তেওরা]

১৩৫৮ যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে !
আছি নাথ দিবানিশি আশা-পথ নিরখিয়ে ।
তুমি ত্রিভুবন-নাথ, আমি ভিখারী অনাথ ;
কেমনে বলিব তোমায়, এস হে মম হৃদয়ে !
হৃদয়-কুটীর-দ্বার খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ?
[মূলতান, আড়াঠেকা]

১৩৫৯ আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে !
হারায়ে জীবন-শরণে জীবনে কি কাজ আমার !
ঐহিকের সুখ যত, জানি তা ; কাজ নাই সে সুখে, সে ধনে
হারায়ে জীবন-শরণে জীবনে কি কাজ আমার !
[কাফি, আড়াঠেকা]

১১৬০ যায় বেলা চ'লে যায়, হৃদয়-মালঞ্চ, হায়,
তোমার নিঃশ্বাস বিনা, ফুটিল না, ফুটিল না!
নয়নে বহিছে লোর, আকুল পিয়াসা মোর
তোমার আশ্বাস বিনা মিটিল না, মিটিল না।
জ্বলন্ত চিতার সম উত্তপ্ত পরাণ মম,
তোমার পরশ বিনা জুড়াল না, জুড়াল না।
কাতর ক্রন্দন কত উঠিতেছে অবিরত,
তোমার দরশ বিনা ফুরাল না, ফুরাল না।
আমি যে তোমারি লাগি, বিরহ-বেদনে জাগি,
তৃষিতের পানে কি গো চাহিবে না, চাহিবে না?
হে নাথ অন্তরযামী, ডাকি হে দিবস-যামী,
দীনের কুটীরে কি গো আসিবে না, আসিবে না?

পূরবী, আড়া]

১১৬১ মোরে বারে বারে ফিরালে!
পূজা-ফুল না ফুটিল, দুখনিশা না ছুটিল,
না টুটিল আবরণ।
জীবন ভরি মাধুরী কি শুভ লগনে জাগিবে!
নাথ, ও হে নাথ, কবে লবে তনু মন ধন!

[নটমল্লার, একতালা]

১১৬২ যা হারিয়ে যায় তাই আগ্‌লে ব'সে রইব কত আর !
আর পারিনে রাত জাগ্‌তে হে নাথ, ভাব্‌তে অনিবার।
আছি রাত্রি দিবস ধ'রে, দুয়ার আমার বন্ধ ক'রে,
আস্‌তে যে চায়, সন্দেহে তায় তাড়াই বারম্বার।
তাই ত কারো হয় না আসা আমার একা ঘরে,
আনন্দময় ভুবন তোমার বাইরে খেলা করে,
তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও, এসে এসে ফিরিয়া যাও ;
রাখ্‌তে যা চাই রয় না তাও, ধূলায় একাকার।
[মিশ্র ঝিঁঝিট, একতালা। গীতলিপি ১।৪২]—১ আশ্বিন ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

১১৬৩ আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ।
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান, সুখ দুখ ভাবনা,
মাঝে রয়েছে আবরণ, কত শত, কত মত ;
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা।
যাহা রেখেছি তাহে কি সুখ ?
তাহে কেঁদে মরি, তাহে ভেবে মরি !
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই,
(জানি না) কেন তা দিতে পারি না ;
আমার জগতের সব তোমারে দিব, দিয়ে তোমায় নিব, বাসনা।
[দেশ সিন্ধু, একতালা]

১০৬৪ আমি সকলেরি মন যোগায়ে চলি গো,
সবারেই করি নিরভর।
তোমারেই শুধু দূরে দূরে রাখি ; তুমি কি আমার এতই পর !
আপনার জনে দূর করি আমি, পরকে ডাকিয়া ভরেছি ঘর ,
তোমার চরণে সঁপিব পরাণ, হ'ল না আমার সে অবসর !
হে মোর আপন, চির-অযাচিত, আজিকে তোমার দ্বারে,
এসেছে লজ্জা-কুণ্ঠিত চিত, প্রবেশ করিতে নারে ;
ক্ষমা-ভরা স্নেহে লবে কি গো তারে,
প্রসারি তোমার অভয় কর ?

[ভৈরবী, একতালা]

১০৬৫ সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া
তোমারি দুয়ারে এসেছি।
সকলের প্রেমে বিমুখ হইয়া তোমারে ভাল বেসেছি।
কত যে কাঁটা বিঁধেছে পায়, কত যে আঘাত লেগেছে গায় !
এসে অবেলায় অপরাধী-প্রায়, দুয়ারে দাঁড়ায়ে রয়েছি।
লহ লহ মোর জীবনের ভার, প্রাণের দেবতা, হে প্রিয় আমার ;
অশ্রু-সিক্ত মৌন বেদনা অর্ঘ্য বহিয়া এনেছি ;
আমি যে তোমার, তুমি যে আমার সকলের চেয়ে বেশী আপনার,
সকলের কাছে লাঞ্ছনা লভি, এবার জেনেছি বুঝেছি।

[বিভাস, একতালা]

১০৬৬ যদি ডাকার মত' পারিতাম ডাক্‌তে,
তবে কি মা অমন ক'রে, তুমি লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌তে !
আমি নাম জানিনে, ডাক জানিনে, জানিনে মা কোন কথা বল্‌তে ;
আমি ডেকে দেখা পাই না তাইতে, আমার জনম গেল কাঁদ্‌তে !
দুখ পেলে মা তোমায় ডাকি,
আবার সুখ পেলে চুপ ক'রে থাকি ডাক্‌তে ,
তুমি মনে ব'সে মন দেখ মা, আমায় দেখা দাওনা তাইতে !
ডাকার মত' ডাকা শিখাও, না হয় দয়া ক'রে দেখা দাও আমাকে ;
আমি তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই নাম কর্‌তে।
* [বিভাস মিশ্র (ফিকির চাঁদের সুর). আড়খেম্‌টা]

১০৬৭ ডাক্‌তে জান্‌লে দিত দেখা, কইত কথা আমার সনে ;
শিশু যেমন মাকে ডাকে, টেনে আনে প্রাণের টানে ।
কতবার সে এল দ্বারে, ফিরে গেল বা। । বারে,
আমি দেখেও তাকে চিন্‌লাম না রে, ভুলে র'লাম ধনে জনে ।
(আমি) মুখে মুখে ডাকি তাঁরে,
(আমার) প্রাণ যেন চায় আর কাহারে ;
মুখের কথায় সে ত ভোলে না রে, মন দেখে সে ব'সে মনে !
(আমার) একে একে সব ফুরাল, স-রব ধরা নীরব হ'ল ;
এখন তাঁর কথা না শুন্‌লে প্রাণে, জীবন ধরি কেমনে !
[সুর, "ধন্য হবে মানব-জনম, গাও রে ব্রহ্মনাম"]

১১৬৮ কেমন করিয়ে, নিদয় হইয়ে,
এখন ফিরায়ে দিব হে তোমারে !
করিয়াছ পণ, দিবে পরিত্রাণ, তাই এত করুণা করুণার উপরে !
কত বার নাথ করিব আঘাত তোমার সরল মধুর ব্যভারে ?
তোমার বিধান না ক'রে গ্রহণ দুঃখেতে এখন হৃদয় বিদরে।
অধম মানবে কিরূপে জানিবে, তুমি যে ছাড় না কিছুতেই পাপীরে ?
[আলাইয়া, ঠুংরি]

১১৬৯ তুমি এত কাছে থাক, আমি কেন দূরে যাই !
তুমি এত স্নেহে ডাক, তবু তোমার হ'তে নাহি চাই !
তব প্রেম সদা রয়েছে ঘেরিয়া, আমি রয়েছি কঠিন তাহাও হেরিয়া ;
না হই সরল, না হই কোমল, বিদ্রোহ আমার ঘুচে না তাই !
পিতা গো, স্মরিয়া আপনার কাজ, চিরদিন মনে পাইতেছি লাজ,
তোমার কাছে বসি, মরমেতে পশি, সরমে মরিয়া যাইতে চাই !
আকাঙ্ক্ষা আমার অনন্তে ধায়, জীবন কোথায় প'ড়ে আছে, হায়,
সদা পরাজিত, ধূলি-ধূসরিত, পদে পদে প্রাণ কাঁপিছে তাই !
তবুও নিরাশ হ'তে নাহি দাও, মলিন জীবন তবু তুমি চাও,
আঁধার পরাণে, মরমের কাণে, তোমার ডাক তবু শুনিতে পাই !
সেই এক আশা হৃদয়ে ধরিয়া, শুধু তব প্রেম হৃদয়ে স্মরিয়া,
লাজে ম্রিয়মাণ, কাতর সন্তান, তব পদে পুন শরণ চাই।
[কাফি, একতালা। সুর, "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই"]

১০৭২ তবু ঘুম ভাঙ্গে কই !

(তুমি) এত যে ডাকিছ, এত জাগাইছ, (আমি)শুনেও বধির হই।
প্রতি পরীক্ষায়, প্রতি ঘটনায়, কত না ডাকিছ জাগাতে আমায়,
(আমি) দেখেও দেখি না, শুনেও শুনি না, জাগিয়ে ঘুমায়ে রই।
এত যে দেখালে কালের ইঙ্গিত, এত যে শুনালে সুযোগ-সঙ্গীত,
আমার মনে হয় আমার তরে নয়, মন-সাধে আমি ঘুমায়ে লই।
কি সম্বল ল'য়ে এই ভবে এসে, মোহ নিদ্রাবশে কি হ'লাম শেষে,
যা ছিল সম্বল, হারালেম সকল, (যেন) সে-আমি এ-আমি নই !
কাছে যারা ছিল তারা ত জাগিল, নিজ নিজ কাজে সবাই ছুটিল,
(আমি) চেয়ে একবার দেখি চারিধার, তখনি আবার পাশ ফিরে শুই !
এমন ক'রে ঘুম ভাঙ্গিবে কি আর ? জাগাইবে 'দি মার' বার বার !
(যেন) মার খেতে খেতে, কাঁদিতে কাঁদিতে,
তোমারি আদেশ শিরে বই !

[সুরটমল্লার, একতালা]

১০৭৩ যে জন ব্যাকুল প্রাণে তোমারে ডাকে,
অনায়াসে সে ত ত'রে যাবে ;
যে তোমারে ডাকে না, তার কি গতি হবে না,
চিরদিন পাপে প'ড়ে রবে !
শুনেছি তোমার বড়ই দয়া পতিত মানব সন্তানে,
ঘোর পাতকী আমি, জান ত অন্তর্যামী,
চাহ একবার করুণা-নয়নে।

আমি ডুবেছি ডুবেছি সংসার-পাথারে, উঠিতে পারি না নিজ-বলে,
যতবার উঠিতে চাই ততই ডুবিয়ে যাই,
তুমি আমায় তোল করে ধ'রে।
বড় শ্রান্ত হ'য়ে তোমারে ডাকি, অবসন্ন হতেছে যে প্রাণ,
সাঁতারি শকতি নাই, স্রোতেতে ভাসিয়ে যাই,
ধরিবারে নাহি তৃণ খান।
আমার আশা ভরসা, কিছুই নাই আর, তুমি যদি রাখ তবে থাকি;
বল, আর কোথা যাই, এ দুঃখ কারে জানাই,
তুমি বিনা আর কারে ডাকি!
তোমার পতিতপাবন নামের গুণে, কত পাপী হইল উদ্ধার,
এ পাতকী অধমে তার' হে নিজ গুণে, জয় জয় হউক তোমার!
[ভজন, একতালা]

১১৭২ শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন।
কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায়, ত্রাসে কম্পিত মন।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয়হীন,
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন;
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে?
কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন!
[মিশ্র বেলাওল, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১৩]

১১৭৩ আশায় আশায় রয়েছি ব'সে,
তব তরী তুমি আনিবে।
আঁধারে আলোকে রয়েছি জেগে, তব তরী তুমি আনিবে।
তব মঙ্গল-লোক-আলোকে, টুটিল আঁধার টুটিল ;
আমি ব'সে আছি ভব-কূলে আসি, তব তরী তুমি আনিবে
দুখ-রজনী কত হ'ল ভোর তন্দ্রা-বিহীন নেত্রে,
যামিনী পিছনে যামিনী এমন, আরো কাটিবে জানি গো,
তবু রয়েছি চাহিয়া শূন্যে, আঁখি আশায় মেলিয়া ;
আমি জানি না, প্রভাতে কোন্ ভবকূলে তরী লাগিবে।

[ভৈরবী, একতালা]

১১৭৪ সকল জনম ভোরে, ও মোর দরদিয়া,
কাঁদি কাঁদাই তোরে ও মোর দরদিয়া !
আছ হৃদয়মাঝে, সেথা কতই ব্যথা বাজে,
ও গো, এ কি তোমায় সাজে, ও মোর দরদিয়া !
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে, কভু আঁধার নাহি সরে,
তবু আছ তারি পরে, ও মোর দরদিয়া !
সেথা আসন হয় নি পাতা, তোমার মালা হয় নি গাথা,
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা, ও মোর দরদিয়া !

[মিশ্র, দাদরা]

পরীক্ষা, প্রলোভন, মোহ, ভবসাগর।

১১৭৫ ও গো জননী, রাখ লুকাইয়ে তব নিরাপদ কোলে।
পাপ-ভয়ে প্রাণ আকুল, সতত চঞ্চল,
পদে পদে বিঘ্ন দেখি ভূমণ্ডলে।
আমি সহজে দুর্ব্বল, তাহে নিঃসম্বল,
বেঁচে আছি কেবল তব নিজ দয়া-গুণে গো;
কখন কি হবে কি হবে (জননী), মরি তাই ভেবে,
অন্ধকার দেখি পরীক্ষায় পড়িলে।
আমি জানিলাম এখন, তোমার নিয়ম,
না হয় জীবন কভু বিপদ না ঘটিলে;
কিন্তু তাহে না ডরাই (জননী), যদি শুন্‌তে পাই
তোমার অভয়বাণী সে বিপদকালে।
[কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর, একতালা]

১১৭৬ কবে আমার হবে সে দিন, দীনের এ দিন রবে না,
পাপ-প্রলোভনে চিত্ত বিচলিত হবে না!
কবে শুদ্ধ হবে প্রাণ মন, (তোমার জীবন্ত পরশ পেয়ে)
বিষময় প্রলোভন, পাপের কথা আর কবে না!
হ'য়ে তব প্রেমে নিমগন, পাইব নবজীবন,
(গত) পাপের স্মৃতি আর রবে না।
[কীর্ত্তন]

১০৭৭ অনাথে চাহিয়া দেখ, অনাথ-শরণ !
কি জানাব, জানিতেছ হৃদয়-বেদন !
তোমা বিহনে কে আর, ঘুচাবে হৃদয়-ভার,
তুমি ভরসা আমার, আমি অকিঞ্চন।
সংসার-পিশাচ ঘোর, পিষিছে হৃদয় মোর,
টানিছে নরক-পথে, করিছে তর্জ্জন ;
প'ড়ে আছি অসহায়, একেবারে নিরুপায়,
জীবনে মরণপ্রায়, ও হে মৃত-সঞ্জীবন।
[ললিত, আড়াঠেকা]

১০৭৮ প্রবল সংসার-স্রোত, আমরা দুর্ব্বল অতি,
কেমনে করিব নাথ, প্রতিকূল-মুখে গতি !
যে দিকে বহিছে স্রোত, সে দিকে যেতেছি ভেসে,
সম্মুখে নরকাবর্ত্ত, কি হবে কি হবে গতি !
দুর্ব্বলের বল তুমি, দেহ নাথ মনে বল,
সংসার-জলধিমাঝে নিস্তার' জগত-পতি।
[খাম্বাজ, মধ্যমান]

১০৭৯ প্রভু, তোমার সঙ্গে মিল না হ'লে
আর দিন চলে না।
দুঃখ ঘুচ্‌ল না, সুখ হ'ল না,
থাকিতে বিচ্ছেদ কিছু হবে না।

প্রবৃত্তি প্রতিকূল হ'য়ে, নানা মতে ভোগা দিয়ে,
ক'র্‌লে মোরে আত্ম-বঞ্চনা।
তোমার বিধি নিয়ম অখণ্ড, পাপেতে হয় পাপের দণ্ড,
এ যে বিষম যন্ত্রণা;
ছাড়িলেও ছাড়ে না, এখন উপায় কি করি তা বল না!
কুবুদ্ধির মন্ত্রণা শুনে, প'ড়ে পাপ প্রলোভনে,
মুখের অন্ন খেতে পেলেম না।
ক'রে ঘরে ঘরে বিসম্বাদ, পিতা পুত্রে হ'ল বিবাদ;
সেই মহাপাপের ফল, ভুগ্‌ব কত কাল!
যা হবার হ'য়েছে, আর হবে না।

কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর, একতালা]

১০৮৩ দেখো দেখো এ দীন সন্তানে, করুণা-নয়নে;
যেন আবার তোমায় ছেড়ে পাপেতে ডুবি নে।
কি সজনে কি নির্জ্জনে, যখন থাকি যেখানে,
রক্ষা ক'রো এ অধমে স্বর্গীয় বল বিধানে।
চারিদিকে প্রলোভন, করে সদা আকর্ষণ,
কেমনে রাখিব আমি পবিত্রতা এ জীবনে!
নাহি আর অন্য বাসনা, সুখ সম্পদ চাহি না,
কেবলমাত্র এই প্রার্থনা, যেন তোমায় ভুলে থাকি নে।

[খাম্বাজ, মধ্যমান]

১৩৮১ মোহময় সংসারে থেকে, আমি কেমন ক'রে পাইব তোমায়।

(প্রাণবন্ধু হে)

আমি যতনে বাঁধিয়া প্রাণ দিতে চাই তোমায়,

পথমাঝে প্রলোভন ঘেরে হে আমায় ;

আমার চরণ চলিতে নারে, তবু নয়ন দেখ্‌তে চায় ! (তোমায়)

আমার ভয়েতে কাঁপিছে প্রাণ, জানি না সাঁতার ;

কৃপাতরী দিয়ে নাথ মোরে কর পার ,

সাগর-ভীষণ-তরঙ্গ দেখে, প্রাণ কাঁদে অনিবার।

১৩৮২ কেড়ে লও, কেড়ে লও আমারে কাঁদায়ে,

হৃদয়-নিভৃতে নাথ যাহা আছে লুকায়ে।

ধন জন যৌবন, পাপপূর্ণ এই মন,

যার লাগি যেতে নারি তোমার ঐ আলয়ে।

এ সব নাশ হে তুমি, কৃপা করি হৃদয়-স্বামী,

দাও হে জনমের মত' তব প্রেমে মাতায়ে।

[মূলতান, ২]

১৩৮৩ আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃথায় হে।

আমি যেতে চাই তব পথ-পানে, কত বাধা পায় পায় হে !

চারিদিকে হের ঘিরেছে কা'রা, শত বাঁধনে জড়ায় হে ;

আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো, ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে।

দাও ভেঙ্গে দাও এ ভবের সুখ, কাজ নেই এ খেলায় হে ;
আমি ভু'লে থাকি যত অবোধের মত, বেলা ব'হে তত যায় হে।
হান' তব বাজ হৃদয়-গহনে, দুখানল জ্বাল' তায় হে।
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে, সে জল দাও মুছায়ে হে।
শূন্য ক'রে দাও হৃদয় আমার, আসন পাত' সেথায় হে ;
তুমি এস এস, নাথ হ'য়ে ব'স, ভু'লো না আর আমায় হে।
[বেহাগ. একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১১৭]

১৩৮৪ এ কি ঘোর মায়াজালে ঘেরিল আমায় প্রভু !
আমি মনে করি, ভুলি সংসার-বাসনা, ভুলিতে তবু পারিনে।
তোমার চরণে সঁপিলাম এ প্রাণে, করুণা-নয়নে হের মোর পানে
তোমার বিহনে কি কাজ জীবনে, জীবনের প্রবাহ হে।
দাও দরশন এ দুঃখ-সাগরে, মহিমা তোমার থাকিবে সংসারে ;
সন্তানের চক্ষে বহিতেছে ধারা, কেমনে সুস্থির রবে হে।
[মূলতান. একতালা]

১৩৮৫ কত দিন আর এই ভাবে, মজি পাপ মোহেতে,
যাবে দিন গো জগ-জননী, বিফলে !
চঞ্চল মতি মন, সতত কুপথে ধায়, কোন মতে বাধা না মানে।
দেও মা শুভমতি, ও গো দীনতারিণি, দয়াময়ি, যাচে তনয়ে।
[সিন্ধু. মধ্যমান]

১০৮৬ জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,

ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে !

মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই, চাহিতে গেলে মরি লাজে !

জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,

এমন ধন আর নাহি যে তোমা সম,

তবু যা ভাঙ্গাচোরা, ঘরেতে আছে ভরা, ফেলিয়া দিতে পারি না যে !

তোমারে আবরিয়া ধূলাতে ঢাকে হিয়া, মরণ আনে রাশি রাশি ;

আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি, তবুও তাই ভালবাসি !

এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি,

কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি ;

আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই, ভয় যে আসে মনোমাঝে !

[মিশ্র সাহানা, তেওরা। গীতলিপি ৩।১৫]—২২ শ্রাবণ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

১০৮৭ নাথ, আমার এই ভাবে যদি যায় হে জীবন,

আমার গতি কি হবে, হে অধমতারণ !

হ'য়ে অনিত্য-সুখের অধীন, ইন্দ্রিয়-বশে গেল চিরদিন,

আমার কুভাবই স্বভাব হয়েছে এখন !

স্মৃতি, বুদ্ধি, মন, শ্রবণ, লোচন,

সব দিয়েছিলে হে, যাহা প্রয়োজন ;

আমি তোমারি দত্ত ধনে, বাদ সাধিলাম তোমারি সনে,

এখন ধনে প্রাণে বুঝি হ'লাম নিধন।

[কীর্ত্তন, তেওট]

১৩৮৮ পাপে তাপে বিকলিত মম, শীঘ্র সন্তাপ নাশো।
মোহাচ্ছন্ন হৃদয় গগনে প্রেম-সূর্য্য প্রকাশো।
অজ্ঞানান্ধে বিতর সুমতি, তার' দুঃখী অনাথে;
আপদ্ সম্পদ্ সকল সময়ে থাক ভক্তের সাথে।

[ভৈরবী, ঠুংরি]

১৩৮৯ কঠিন দুখ পাই হে মোহান্ধকারে তোমারি দরশন বিনা,
দাও দরশন দীননাথ, আর যাতনা সয় না।
আছি নিশিদিন হায় রে পথ চাহিয়ে,
কবে প্রসন্ন হবে, প্রভু, তারণ, দাতা, এ দীনে।

[কাফি সিন্ধু, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৩৮]

১৩৯০ মোহ আবরণ কর উন্মোচন,
প্রাণ ভ'রে একবার দেখি হে তোমায়।
দেখিবার তরে, পিতা গো তোমারে, তৃষিত নয়ন, ব্যাকুল হৃদয়।
লুকাইয়ে ভালবাস নিরন্তর, ও হে দয়াময় গুণের সাগর,
তব প্রেম-রীতি সুকোমল অতি, নাহি দেখি আর এমন কোথায়!
গোপনে গোপনে লও সমাচার, কতই ভাবনা ভাব' হে আমার,
এ প্রেম-রহস্য বুঝে সাধ্য কার, বুদ্ধির অগম্য সমুদয়;
এমন সুহৃদ্ উপকারী জনে, না দেখে বল' থাকিব কেমনে!
গুণে বশীভূত, হ'য়ে বিমোহিত, সহজেই চিত তোমা পানে ধায়।

[সুরটমল্লার, একতালা]

১০৯১ ওঁ শিবম্ শান্তম্ পরমেশ ! জ্ঞানময় জ্যোতি পরকাশ'।
মোহ-মেঘে আঁধারিছে হৃদয়, চপলা-সম দরশনে সাধ মিটে না ;
স্থির সৌদামিনী হ'য়ে থাক হৃদয়ে।
প্রেমের কিরণে উজ্জ্বল জ্ঞান, প্রাণ, ধরম, করম,
হৃদয়-যোগে প্রভুর গুণ গাই অহর্নিশ।

[সিন্ধু. কাওয়ালি]

১০৯২ দীননাথ, আমরা দীনের বেশে এসেছি হে তোমারি দ্বারে।
শুনে তোমার দয়ার কথা এসেছি বড় আশা ক'রে।
প'ড়ে মোহ-অন্ধকারে, দেখিতে না পাই তোমারে,
কোথা প্রভু, দয়া ক'রে দেখা দাও দীনের হৃদি-কুটীরে।
কারেও না দেখি সংসারে, পতিতে উদ্ধার করে,
পাপ-হৃদয় কেমন করে !
ও হে পতিতপাবন, একবার চাও হে ফিরে।

[আলাইয়া, একতালা]

১০৯৩ আর কারে ডাকি, তোমায় ছাড়ি যাব কার দ্বার !
তুমি হে আমার মোহ-আঁধারের আলো।
মোহময় সংসার-মাঝে, মোহে অন্ধ সবে মোরা,
মুক্তিদাতা, দেখাও হে অমৃতের সোপান।

[বাহার, আড়াঠেকা]

১২৯৪ একে দৃষ্টিহীন তাহে চারিধার
ঘেরিয়াছে এ কি মোহ-আঁধার, হায় !
কোথা হ'তে তুমি ডাক হে আমারে,
কোথায় তুমি, কিছুই দেখিতে না পাই !
পশ্চাৎ হইতে টানিছে কা'রা,
কোন্ দিকে আমায় ল'য়ে যায় কোথা ;
চারিদিকে করে ঘোর কোলাহল,
দেয় না শুনিতে তোমার কথা, হায় !
প্রাণ-মাঝে তুমি আছ নিশিদিন,
প্রেমভরে সদা ক'রে আলিঙ্গন ;
এ কি বিড়ম্বনা, দেখিতে না দেয় তোমার প্রেম-মুখ, হায় !
কাটি দাও প্রভু মোহ-অন্ধকার,
দূর কর যত রিপু দুর্নিবার,
প্রকাশিত হও অন্তরে আমার,
সফল করি জীবন দেখিয়ে তোমায় ।

[ললিত মিশ্র, একতালা]

১২৯৫ অকূল ভব-সাগরে তার' হে, তার' হে !
চরণ-তরী দেহি, অনাথনাথ হে !
সন্তাপ-নিবারণ, দুর্গতি-বিনাশন,
দুর্দ্দিন-তিমির হর, পাপ তাপ নাশ হে ।

[ভৈরবী, কাওয়ালি । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৯৭]

১০৯৬ মুক্তিদাতা হে, কর মুক্ত এ জনে।
কত কাল থাকিব আর ভব-বন্ধনে!
পিঞ্জরের পক্ষী যেমন, করে পথ অন্বেষণ,
তেমনি আমার প্রাণ ধাইতেছে তোমার পানে।
ক্রমে হ'ল দিন গত, থাকিব আর বল' কত
ষড় রিপুর বশীভূত, মোহের আলিঙ্গনে ;
ও হে করুণানিধান, কর মোরে পরিত্রাণ,
সম্পদে বিপদে যেন দেখি হে হৃদয়াসনে।
[বেহাগ, আড়াঠেকা]

১০৯৭ তার' তার' হরি দীন জনে!
ডাক' তোমার পথে করুণাময়, পূজন-সাধন-হীন জনে।
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ, পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,
মরণ-মাঝারে শরণ দাও হে, রাখ এ দুর্বল ক্ষীণ জনে।
ঘেরিল যামিনী, নিভিল আলো, বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো,
পথ নাহি প্রভু, পাথেয় নাহি, ডাকি তোমারে প্রাণপণে ;
দিক-হারা সদা মরি যে ঘুরে, যাই তোমা হ'তে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল-পুরে, অন্ধ এ লোচন মোহ-ঘনে।
[কাফি, মং। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১০৫]

১০৯৮ দয়াল, আমায় কর ভবে পার, আমি দীন দুরাচার,
ভজন জানি না তোমার ;
অকূলের কাণ্ডারী দয়াল তুমি ভবকর্ণধার!

দয়াল, তোমার নামের বলে, অন্ধ দেখে, খঞ্জ চলে,
সেই আশায় আমি এসেছি দুয়ার ;
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি সব অন্ধকার!
সাধুমুখে শুনি আমি, পতিতের বন্ধু তুমি, কত পাপী করিলে উদ্ধার ;
আমি অধম রইলাম প'ড়ে ভবে, কি হবে আমার!
দীন হীনের এই বাসনা, পাপে যেন আর ডুবি না,
যন্ত্রণা সয় না বারে বার ;
আমি বাঁচি যেন দয়াল ব'লে, জয় জয় হউক তোমার!
[বাউলের স্বর, ছেপ কা]

১১৯৯ দাও মা আমায় চরণ-তরী ; আমি অগাধ জলে ডুবে মরি!
সাহস ক'রে আপন জোরে, ভব-নীরে ধর্লেম পাড়ি ;
এখন তরঙ্গেতে যাই মা ভেসে, কূল কিনারা নাহি হেরি।
শুনেছি মা লোকের মুখে, বিমুখ নাহি হয় ভিখারী ,
আমি আকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই, কূলে লও মা কোলে করি!
[রামপ্রসাদী স্বর, একতালা]

১২০০ শঙ্কর শিব সঙ্কট-হারী, নিস্তারো প্রভো! জয় দেবদেব!
সংসার-সিন্ধু-সেতু কে করে পার, তোমা বিনা আর হে দীননাথ?
চরণারবিন্দ যাচি তোমারি।
[খাম্বাজ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪১]

১১০১ বিষয়ের তমোজাল ক'রে আছে নিশাকাল ;
কেমনে হইব পার সংসার-সাগর এ !
তুমি বিনা কর্ণধার, দেখিনে কাহারে আর,
অখিল-তারণ তুমি, কোথা হে এ সময়ে ?
সান্ত্বনার দিক্ আঁধার বিষাদ-ঘনোদয়ে,
সম্পদ তড়িৎ সমান উন্মীলি নিমীলয়ে ;
পাপ-তিমির নাশিয়ে, জ্ঞানালোক প্রকাশিয়ে,
দেখা দাও ও হে নাথ, মোহ-অন্ধ হৃদয়ে ।
[জয়জয়ন্তী, চৌতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৮২]

১১০২ নিজগুণে তার' যদি এ অধম নরে
তবেই যাইতে পারি সংসার-জলধি-পারে ।
না জানি ভজন সাধন, প্রেমহীন, ভক্তিহীন,
চিরদুঃখী আমি তোমার পাতকী সন্তান ;
সকলি করিতে পার', তুমি সর্ব্বমূলাধার,
দাসে দাও চরণ-তরী কৃপা ক'রে ।
নাহি আমার কোন শক্তি, ও হে জগত-পতি,
কেমনে পাইব মুক্তি বিনা তব করুণা ;
ভরসা কেবল আমার তোমার দয়ার উপর,
তোমার করুণা-গুণে কত পাতকী উদ্ধারে ।
[ললিত, আড়া]

১১০৩ ভব পারে যাব কেমনে, হরি? দুস্তর জলধি, নাহি তরী।
আছি ব'সে একা ভবতীরে, ঘোর তিমির ঘন গগন আছে ঘিরে,
বল' বল' কেমনে এ নিধি তরি?
আছি আঁধার পানে শ্রবণ পাতি,
যদি আসে হেথা তরঙ্গ আঘাতি, তব তরী!
সে আশে ধৈরজ ধরি।

[মিশ্র কানাড়া, ৭২। কাকলি, ২।৭৪]

১১০৪ তার' হে তার' হে ভয়-হর, ভবতারণ, হে ভবতারণ!
ঘোরতর সংসারে, তুমি বিনা কে তারে, ও হে পতিত-জন-পাবন
[[illegible], কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৭।৮২]

১১০৫ দীনহীন জনে পাপী পরাধীনে,
নাথ, তোমা বিনে কে আর নিস্তারে?
তুমি দুঃখ-বারী, পাপ-তাপ-হারী,
ভবের কাণ্ডারী, জগত প্রচারে।
তার' নিজ গুণে পাপী তাপী জনে,
এসেছি তাই শুনে, তোমারি দুয়ারে।
কাটি মোহ-পাশ, নাশি ভয় ত্রাস,
রক্ষ জগদীশ, ডাকি বারে বারে।
[খাম্বাজ ভাঙা, ঠুংরি]

১১০৬ ঘোর গহন ভব-সঙ্কটে আর কে জীবন-সম্বল !
থাক হে বন্ধু তুমি সঙ্গে, অবিচল ভূধর আশ্রয়।
ভীষণ সিন্ধু-তরঙ্গ-নাদ নামে তব নীরব,
শরণ যাচি হে করুণাসিন্ধু, আনন্দ-সাগর।
প্রাণেশ্বর, প্রাণ বিতরো, হৃদিমাঝে আসি বন্ধন ঘুচাও ;
আছি নাথ দিবানিশি ঐ চরণতলে, প্রসাদে বঞ্চিত ক'রো না।
[হাম্বীর, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৮৯]

পাপ স্বীকার, অনুতাপ ; দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা।

১১০৭ মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায় !
পারে কি তৃণ পশিতে জলন্ত অনল যথায় !
তুমি পুণ্যের আধার, জলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণ সম, কেমনে পূজি তোমায় !
শুনি তব নামের গুণে তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয় !
এ পাতকী নরাধমে তার' যদি দয়াল-নাম,
বল ক'রে কেশে ধ'রে, দাও চরণে আশ্রয়।
[মূলতান, আড়া]

১১৩৮ কেমনে পূজিব তোমায়, আমি হে পাপে মলিন ! *
সংসারে আসক্ত মন অবিশ্বাসী চিরদিন।
আশীর্বাদ কর মোরে, যেন পাপ-পথ ছেড়ে
পূজিতে পারি তোমারে, ভক্তিভরে নিশিদিন।
ও হে প্রভু দয়াময়, মহাপাপীর আশ্রয়,
দিয়ে আমায় পদাশ্রয়, কর তোমার অধীন।

[ঝিঁঝিট, পোস্ত]

১১৩৯ কেমনে পাব তোমায়, আমি হে পাপে মলিন,
(নাথ) লোভে দুরাশায় চিত্ত লালায়িত, ভোগ-বিলাসের অধীন।
ভজন সাধনে অলস, ষড় রিপুর পরবশ,
বিষয়-বাসনার দাস, হ'য়ে আছি চিরদিন। (আমি)
হিংসা দ্বেষ অভিমানে, স্বার্থ সুখ প্রলোভনে,
জীবন কলঙ্কিত, অবিনীত, প্রেম-অনুরাগ-বিহীন।
নাহি ভক্তি, নাহি জ্ঞান, বৈরাগ্য সমাধি ধ্যান,
মোহে হৃদয় ম্লান, পাষাণ সম কঠিন।
এখন এই অভিলাষ, হ'য়ে তব দাসানুদাস,
চিরদিন থাকি নাথ যেন তোমারি অধীন। †

[ঝিঁঝিট, গৎ]

---

* মূলের পাঠ, "কেমনে হব যোগী, আমি গো পাপে মলিন"।

† মূলের পাঠ, "যাঁরা পেয়েছেন তোমায়, থাকি যেন তাঁদের অধীন"।

১১১০ এতদিনে আসিব কি চরণে তোমার !
এতদিনে পারিব কি শুদ্ধ হ'তে আর !
ভয়েতে কাঁপিছে বুক, লাজে অবনত মুখ,
ভরসা সাহস দেখ, কিছু নাহি আর।
নিজ পাপ-কথা স্মরি, তোমারে হেরিতে ডরি,
মার্জ্জনা পেয়েছি আমি, হায়, কতবার !
জানি নাই এই ভাবে, এতদিন চ'লে যাবে,
এতদিনে না ঘুচিবে পাপের আঁধার।
বিলম্ব যে নাহি সহে, আজি এ হৃদয় দহে,
কর পিতা, কর পিতা, বিচার আমার !
দিবে যাহা দণ্ড দিও, তবু নিকটে রাখিও,
দূরেতে রহিতে আমি পারি না যে আর !
[আলাইয়া, গৎ। সুর, "সাধে তোমায় দয়াময় জগতে বলে"]—১৩০১

১১১১ কত দিন আর স'ব এ যাতনা, আর সহে না !
বারম্বার পাপাচার, আর বারম্বার অনুশোচনা।
কখনো তোমার লাগি হয় প্রাণ আকুল,
পরক্ষণে হয় কত অপবিত্র কামনা !
কখনো এই ভূমণ্ডল বোধ হয় স্বর্গধাম,
আবার দেখি যেন সব শ্মশান সমান ;
ইহলোক পরলোক, কখনো জ্ঞান হয় এক,
কভু অবিশ্বাসী হ'য়ে সত্যকে ভাবি কল্পনা।

কখনো নিরাশে মন করিতেছে অধিকার,
কদাপি তড়িৎ সম হয় আশার সঞ্চার ;
কখনো অনুতাপিত, শোকে তাপে অভিভূত,
কখনো বা উল্লসিত, এ কি গো বিড়ম্বনা !
এই চঞ্চল জীবন, স্থির নহে এক ক্ষণ,
নিয়ত পরিবর্ত্তন করে গমনাগমন ;
এইরূপে ক্রমাগত হইতেছে দিন গত,
মৃত্যু নিকটে আগত, উপায় কি হবে বল না !

[খাম্বাজ, মধ্যমান]

১১১২ কোন্ দোষের আমি দিব, পিতা, তোমায় পরিচয় হে !
আমি একটি পাপের কথা, (দয়াময়) বল্‌ব মনে করি,
ও গো একেবারে সব হয় যে উদয় !
আমি আপনারই বলে সব শত্রুদলে,
ভেবেছিলাম, ও গো পিতা, রাখিব শাসনে ;
শেষে হ'ল এই ফল, (দয়াময়) বাড়্‌ল শত্রুদল,
এই দেখ, আমায় করিয়াছে জয় ।
আমি বিষম অহঙ্কারে, নিজ করে ধ'রে,
হেনেছি কুড়ালি পিতা আপনার কপালে ;
এখন হ'য়ে নিরুপায়, (দয়াময়) পড়্‌লাম তোমার পায়,
কর পিতা তোমার বিচারে যা হয় ।

[আলাইয়া মিশ্র, একতালা]

৩৪

১১১৩ রয়েছি যেমন, তেমনি অকিঞ্চন,
তোমার চরণে করিনু আগমন ;
কিছুই আপন করিব না গোপন, আপনা সমর্থন না করি, প্রভু !
রয়েছি যেমন পাপ-পঙ্কময়, বাসনা-সমরে লভিয়ে পরাজয়,
তেমনি মলিন, রিপুর অধীন, কলঙ্কী কঠিন, এসেছি, প্রভু !
রয়েছি যেমন,—কত যে আঁধার ! অন্তরে আমার আজি কত ভার !
বিফল কামনা, অকূল ভাবনা, প্রাণের যাতনা, শুন গো, প্রভু !
রয়েছ এখনো তুমি মম স্বামী, তোমারে ছাড়িয়া দুখী এত আমি,
আর দূরে দূরে পারি নে যে ঘুরে, তোমার দুয়ারে এসেছি, প্রভু !
রয়েছি যেমন, তুমি সবি জান, দুখী ব'লে তুমি ঘরে ডেকে আন ;
তোমারি হইতে, তোমারি রহিতে, শান্তি লভিতে এসেছি, প্রভু !
[গুজরাটী ভজন, একতালা। সুর "কোথা আছ প্রভু"] ("Just as I am"), অক্টোবর ১৮৯৭

১১১৪ কেমনে বলিব আমি ভালবাসি হে তোমারে ?
জীবনের চিন্তা কার্য্য তাহে প্রতিবাদ করে।
মুখে ভালবাসি বলি, কাজে ফাঁকি দি কেবলি,
প্রাণের ভিতরে কালি রাখি কেবল ঢাকিয়ে।
কেমনে হব সরল, হৃদি হবে নিরমল,
বাক্য কার্য্য চিন্তায় মিলে, পূজিব হে তোমারে !
[ভৈরবী, আড়া]

১১১৫ পিতা বল, বল বল গো আমায়, কপটীর কি আছে পরিত্রাণ?
তোমার ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হ'য়ে, কত যে করি গো ভান!
মহাপাপে পাপী হ'লে, তারেও তুমি কর কোলে,
কবে আমায় কপট ব'লে করিবে চরণ দান!
একি পিতা সর্ব্বনাশ, তোমায় করি অবিশ্বাস,
বার বার পরিহাস ক'রে করি অপমান।
দয়াময় পিতা তুমি, ঘোর কপটী আমি.
যদি দয়া কর তুমি, তরে গো কপট সন্তান।
[আলাইয়া, একতালা]

১১১৬ তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান,
ভাব্‌তে প্রভু, আমি লাজে মরি!
আমি দশের চোখে ধূলো দিয়ে কি না ভাবি, আর কি না করি!
সে সব কথা বলি যদি, আমায় ঘৃণা করে লোকে,
বস্‌তে দেয় না এক বিছানায়, বলে "ত্যাগ করিলাম তোকে";
তাই, পাপ ক'রে হাত ধুয়ে ফেলে, আমি সাধুর পোষাক পরি!
আর, সবাই বলে, "লোকটা ভাল, ওর মুখে সদাই হরি!"
যেমন পাপের বোঝা এনে প্রাণের আঁধার কোণে রাখি,
অমনি, চম্‌কে উঠে দেখি, পাশে জ্বল্‌চে তোমার আঁখি!
তখন লাজে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চরণতলে পড়ি,
বলি "বমাল ধরা প'ড়ে গেছি, এখন যা কর হে হরি!"
[বাউলের সুর, গড়খেমটা]

১১১৭ হরি, তোমায় ভালবাসি কই? কই আমার সে প্রেম কই?
যে যাহারে ভালবাসে, সে বাঁধা তার প্রেম-পাশে,
আমি যদি বাস্‌তাম ভাল, জান্‌তাম না আর তোমা বই।
আমার যে অশ্রুবিন্দু, ও তায় প্রেম নাই এক বিন্দু,
আমি সংসার পীড়নে কাঁদি, লোকের কাছে প্রেমিক হই।

[সিন্ধু, মধ্যমান]

১১১৮ আহা কত অপরাধ ক'রেছি আমি,
তোমারি চরণে মা গো!
তবু কোল-ছাড়া মোরে কর নি, আমায় ফেলে চ'লে গেলে না গো!
আমি চলিয়া গিয়েছি 'আসি' ব'লে, তুমি বিদায় দিয়েছ আঁখিজলে,
কত আশীষ ক'রেছ, বলেছ "বাছা রে, যেন সাবধানে থেকো,
আর পড়িলে বিপদে যেন প্রাণ ভ'রে 'মা মা' ব'লে ডেকো"।
যবে মলিন হৃদয়, তপ্ত, ল'য়ে ফিরিয়াছি অভিশপ্ত,
বলেছি, "মা আমি করিয়াছি পাপ, ক্ষমা ক'রে পায়ে রাখো",
তুমি মুছি আঁখি-জল বলিয়াছ, "বল্, আর ও পথে যাব না কো।"
আমি পড়িয়া পাতক-শয়নে, চাহি চারিদিকে দীন নয়নে,
প্রলাপের ঘোরে কত কটু বলি, মা, তবু নাহি রাগো!
আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি বা না বুঝি, সতত শিয়রে জাগো।

[মনোহর সাই ভাঙ্গা সুর, কাওয়ালী একতালা]

১১১৯ ও মা, কোন্ ছেলে তোর আমার মতন,
কাটায় জীবন ছেলে-খেলায় ?
খেলায় বিভোর হ'য়ে কে আর পরশ-রতন হারায় হেলায় ?
আমার মত' কে অবাধ্য, যার সংশোধন মা তোর অসাধ্য !
তুই "আয়" ব'লে যাস্ কোলে নিতে, "দূর হ" ব'লে ঠেলে ফেলায় ?
কার উপর এত মমতা ? রেগে একটা ক'স্‌নে কথা !
অপরাধের দ্বিগুণ ক্ষমা আমি ছাড়া বল্ মা কে পায় ?
(তোর) বুকের দুধ যে খেয়ে বাঁচি, (আমি) কেমন ক'রে ভুলে আছি ?
(আমি) এমন তো ছিলাম না আগে, বড় সরল ছিলাম ছেলে-বেলায় !
[পিলু, ঝাঁপতাল]

১১২০ মা আর আমারে আদর ক'রো না, ক'রো না,
নিও না নিও না কোলে।
ব্যথা পেও না পেও না, ফে'লো না অশ্রু,
এই ব'য়ে-যাওয়া ছেলে ম'লে।
আগুনে পুড়িয়ে হ'য়ে গেছি ছাই, ধূলো ছাড়া আর কোথা আছে ঠাঁই?
একেবারে গেছে শুকাইয়ে প্রাণ, দুখে পাপে তাপে জ'লে !
কত যে ক'রেছ. কত যে মেরেছ, কত যে ক'য়েছ, কত যে স'য়েছ,
যত কেশে ধ'রে টেনেছ উপরে, (তত) ডুবেছি অতল জলে।
ফেলে যাও আর ক'রো না যতন, ফিরাও বদন, সরাও চরণ ;
ছেড়ে মোর আশা, মুছে ভালবাসা, লাথি মেরে যাও চ'লে !
[টোড়ি, একতালা]

১১২১ যেমনটি তুমি দিয়েছিলে মোরে,
তেমনটি আর নাই, হে সখা ;
তুমি দিয়েছিলে বড় অমূল্য রতন,
আমি ফিরায়ে এনেছি ছাই হে সখা।
যেখানে যা দিলে ভাল সাজে,
সেথা সাজাইয়াছিলে তাই হে সখা ;
আমি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া সরায়ে নড়ায়ে,
করিয়াছি ঠাঁই-ঠাঁই হে সখা।
আমি আমারে দেখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আবার তোমারে চাই হে সখা ;
ভয়ে অনুতাপে এ চরণ কাঁপে,
আছি নীরবে দাঁড়ায়ে তাই হে সখা।
ভগ্ন মলিন বিকৃত পরাণ,
পদতলে রেখে যাই হে সখা ;
তুমি এই ক'রো, যেন যেমনটি ছিল,
তেমনিটি ফিরে পাই হে সখা !

[মনোহর সাই, খেম্‌টা]

১১২২ দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধু'তে।
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে !
তোমায় দিতে পূজার ডালি, বেরিয়ে পড়ে সকল কালী,
পরাণ আমার পারিনে তাই পায়ে থু'তে।

এতদিন ত ছিল না মোর কোনো ব্যথা, সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা ;
আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে, ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,
দিয়ো না গো, দিয়ো না আর ধূলায় শুতে !

[ভৈরবী, একতালা। গীতলিপি ৪।৩]—২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

১১২৩ শুনেছি মা সাধু-মুখে, তুই না কি মা পরশমণি,
লোহা ছুঁয়ে দে মা আজি, সোণা হ'য়ে যাই এখনি।
ডেকেছ মা পাপিগণে, ছুটে তাই আজ তোর ভবনে,
মোরা এসেছি মা দলে দলে, শুনে তোর ঐ আশার বাণী।
পাপে পুড়ে নর নারী, ফেলিছে নয়নবারি,
(ও মা) পাপী আজ দয়ার ভিখারী, ফিরায়ো না গো জননী।

[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল]

১১২৪ খোল খোল দ্বার, খোল একবার, পাপী এসেছে দ্বারে !
পাপী ডাকিছে, পাপী কাঁদিছে, পাপ-তাপ-ভারে।
"আঘাত কর, খুলিব দ্বার," ব'লেছ ব'লেছ কত বার ;
(তবে) খোল খোল দ্বার, ডাকি বার বার, আঘাত করি দ্বারে।
রেখো না রেখো না বাহিরে আর, ডেকে লও লও ভিতরে এবার,
আমার গুণে নয়, নিজগুণে তোমার, দয়া কর' পাপী ব'লে।
তোমার চরণে পাপের ভার নামায়ে করিব নমস্কার,
(ঐ) চরণে চাহিয়ে, মহিমা গাহিয়ে, ব'সে র'ব এক ধারে।

[ভৈরব, একতালা]

১১২৫ প্রাণ কাঁদে মোর বিভু ব'লে, কোথা তাঁরে পাই !
পাপ মন কি সে ধন পাবে, পাপ তাপ দূরে যাবে,
জয় জগদীশ ব'লে ডাক্‌ব উভরায় !
আমি পাপী দীনহীন, কেমনে পাব সে ধন রে,
কবে প্রেমধামে যাব, আনন্দিত হব,
পিতাকে দেখিব নয়ন ভরিয়ে, পিতা দয়াময় হে !
সে দিন আমার কবে হবে, দুঃখের দিন যাইবে!
একে ত দয়াল পিতা, তাহে পাপিগণত্রাতা হে,
কত মহাপাপী জন উদ্ধার হইল !
তাই ভেবে ডাকিতেছি, কোথায় দয়াময় !
[কীর্ত্তন, লোফা]

১১২৬ কোথায় আছ দীনবন্ধু, দেখা দিয়ে ঘুচাও পাপের যন্ত্রণা।
ঘোর পাতকী আমি, কেমনে ডাকিব তোমায় জানি না।
যদি একবার কৃপা ক'রে, এস হে হৃদি-মন্দিরে,
দেখি তোমায় নয়ন ভ'রে, পূরাই মনের অনেক দিনের বাসনা।
ব্যাকুল হয়েছে মন, দাও পিতা দরশন, প্রাণ যে করে কেমন,
তোমা বিনা আর ত কেহ জানে না।
[আলাইয়া, একতালা]

১১২৭ পতিতপাবন, এ পাতকী জন
পাবে কি কখনো, চরণ তোমার ?

কুটিল-হৃদয়, কুচিন্তার আলয়, না হয় সহজে প্রেমোদয় যার।
অকলঙ্ক তুমি পুণ্যের আধার, চির কলঙ্কিত আমি দুরাচার;
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়ের স্বামী, জানিছ সকলি, বলিব কি আর?
এ ঘোর সঙ্কটে করিতে উদ্ধার, অকিঞ্চন-নাথ, কেহ নাই আমার;
দয়া কর এখন, বিপদ-ভঞ্জন, আমার ত ভরসা কিছু নাহি আর!
[বিভাস, একতালা]

১১২৮ জগত-জননী জননীর জননী তুমি গো মাতঃ,
অধম সন্তানে কর করুণা-কটাক্ষপাত।
প্রসারিত ক্রোড় তব অনন্ত সুখ বিভব,
কত যে মধুর ভাব, কত যে আশ্বাস-বাণী;
ত্যজিয়ে সে সব সুখ, যাচিয়ে লয়েছি দুঃখ,
ধিক্ মোরে ধিক্ ধিক্, করিয়াছি আত্ম-ঘাত!
[মল্লার, আড়াঠেকা]

১১২৯ কবে শুদ্ধ হব, তোমায় পাব, এনে দাও সে দিন;
আমি ধরার ধূলি গায় মাখিয়ে, পাপে হয়েছি মলিন!
প্রাণে বাসনা প্রবল, নাই বৈরাগ্যের বল,
পদে পদে প'ড়ে গিয়ে হ'তেছি দুর্ব্বল;
লও দয়া ক'রে ধুয়ে মোরে, নইলে কোথা যাবে দীন!
[পরজ, যৎ। সুর, "জয় জীবন্ত জাগ্রত ব্রহ্ম"]

১১৩০ দয়া কর দীনবন্ধু, দিন যায় যে চ'লে, গতি কি হইবে!
হ'ল না ভজন সাধন,বিফলেতে যায় হে জনম, হে নাথ অধমতারণ।
গেল চিরকাল করিতে ক্রন্দন, হায় কি করিলাম এসে ভবে !
দেবতার বাঞ্ছিত ধন, পিতা তব শ্রীচরণ, অতি সাধনের ধন ;
চিরকলঙ্কী মহাপাতকী সে চরণে স্থান কেমনে পাবে !
হীনমতি নীচাশয়, কুটিল কপট-হৃদয়, চিন্‌লে না তোমায় ;
ক'রে বারম্বার প্রবঞ্চনা, এখন অপরাধে মরি ডুবে।

[বাউলের সুর, একতালা]

১১৩১ একবার এলে যদি পাপী বেঁচে যায়,
তবে কেন দেখা দাও না তায় ?
তারে নরকের আবর্ত্ত হ'তে তুমি বিনে কে তরায় !
এমনি তোমার পরশন, মৃত জন পায় চেতন,
মরুসম শুষ্ক প্রাণ প্রেম-তরঙ্গে ভেসে যায়।
তুমি প্রকাশিত হ'লে, মোহ আঁধার যায় চ'লে,
হৃদয়-গগনমণ্ডলে হয় দিব্য-জ্ঞান-চন্দ্রোদয়।
শান্তি-বারি-পান-আশে, যেতে চায় প্রাণ তব পাশে,
(বারেক) পান করিলে সুধারসে, ভোলে কি আর পুনরায়
পাপের যাতনা যত, আর কিছুতে গেল না ত,
তাই তোমারে ডাকি, নাথ, রাখ হে রাখ আমায়।

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, মধ্যমান]

৮১০২ ও হে জগদীশ, আমার আর কেহ নাই,
তোমা বিনা এ সংসারে !
আমার কেবল পাপে মতি, নাহি অন্য মতি,
ও হে কি হইবে গতি, বল হে আমারে।
আমি দেখিতেছি সব, এই যে বৈভব,
এ সকল নয়, নাথ, আমারি কারণ।
আমি তোমারি কারণে, (দয়াময়) এ সংসার-অরণ্যে,
ও হে আসিয়াছি তোমায় পাইবার তরে !
[কীর্ত্তনভাঙ্গা, একতালা]

১১০৩ দয়াময় দীনবন্ধু, দরিদ্রের দুঃখ-ভঞ্জন !
তব কৃপাহি কেবল, পাপী তাপীর সম্বল,
দুর্ব্বলের বল তুমি, নিরাশ্রয়ের অবলম্বন।
হে বিভু করুণাসিন্ধু, বিপদ কালের বন্ধু,
দিয়ে কৃপা-বারি-বিন্দু কর হে পাপ মোচন।
তুমি নাথ পরমদয়াল, স্নেহময় ভক্তবৎসল,
পাপীর দুঃখে নহ, পিতা, কখনো উদাসীন।
ওহে অগতির গতি, করি ও-পদে মিনতি,
থাকে যেন ভক্তি, নাথ, তোমাতে চিরদিন।
পাপ-ভারাক্রান্ত হ'য়ে, ডাকি নাথ কাতর হৃদয়ে,
পার কর ভবসিন্ধু দিয়ে অভয় চরণ।
[ঝিঁঝিট, একতালা]—১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯১ শক (১৮৬৯)

১১৩৪ তোমার সাথে নিত্য বিরোধ আর সহে না,
দিনে দিনে উঠ্‌চে জ'মে কতই দেনা !
সবাই তোমায় সভার বেশে প্রণাম ক'রে গেল এসে,
মলিন বাসে লুকিয়ে বেড়াই, মান রহে না।
কি জানাব চিত্ত-বেদন, বোবা হ'য়ে গেছে যে মন,
তোমার কাছে কোনো কথাই আর কহে না।
ফিরায়ো না এবার তারে, লও গো অপমানের পারে,
কর তোমার চরণতলে চির-কেনা।
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

১১৩৫ পাপে চিরদিন ম'জে, পাষাণ-সমান কঠিন হয়েছে মন,
ফিরালে আর ফেরে না !
এখন হ'ল দিন অবসান, ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
কি করিলাম, কি হইল, কি হবে বিধান !
নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে এখন, দেখি চৌদিকে বেড়া হুতাশন !
আমার আর উপায় নাই, ডাকি হে তাই, কর নাথ করুণা।
[কীর্ত্তন, লোফা]

১১৩৬ পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি, নাথ !
হৃদয় দহিছে সদা জলন্ত অনলে হে।
মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ-পথ পরিহরি,
কেমন প্রবল অরি, ছাড়ে না আমায় হে !

কোথা হে দীন-শরণ, কর কর কর ত্রাণ,
দরশন দিয়ে পাপ-যাতনা ঘুচাও হে!

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

১১৩৭ কোথায় পাপীর বন্ধু দয়াসিন্ধু পতিতপাবন!
কর পবিত্র জীবন্মুক্ত আমার জীবন।
তোমার নিয়ম ভঙ্গ ক'রে, আমি পড়েছি পাপ-বিকারে
লোভে পাপ, পাপেতে মরণ, কে করে খণ্ডন!
উচিত দণ্ড বিধানে এখন উদ্ধার' এ পাপী জনে,
খুলে দাও দয়া ক'রে পাপের বন্ধন।

[আলাইয়া, তেতালা]

১১৩৮ দেখ হে কৃপা-নয়নে, ত্রিতাপে তাপিত মানবগণে,
তোমায় না ভজিয়ে, বিষয়ে মজিয়ে, কত দুঃখ সবে পায় এ সংসারে।
পাপ-বিষ পানে হ'য়ে অচেতন, বৃথা ক্ষয় করে অমূল্য জীবন,
সুপথ ছাড়িয়ে, বিপথে পাড়িয়ে, আপনার প্রাণ আপনি সংহারে!
বিশেষ করুণা করিয়ে প্রকাশ, গতিহীন জনে রক্ষ জগদীশ,
কাঁদে নরনারী হইয়ে হতাশ আকুল অন্তরে!
অনুতাপানলে করিয়ে দহন, দিয়ে দরশন ফিরাও পাপীর মন,
ভব শুভ ইচ্ছা হউক পূরণ, দেশে দেশে প্রতি পরিবারে।

[খাম্বাজ, একতালা]

১১৩৯ নাথ, আমায় করুণা করিবে না কি ব'লে ?
কারে বঞ্চিত করেছ হে কোন্ কালে ?
পাপে তাপে তৃষিত হ'য়ে, একবার যে ডাকে আকুল হৃদয়ে,
তারে শীতল কর কৃপা-সিন্ধু-জলে।
কত কুপুত্র তোমার দেখ্‌তে পাই,
তব ত্যাজ্য পুত্র কভু শুনি নাই;
হ'য়ে সহস্র অপরাধী, কাতরে একবার কাঁদে যদি,
তারে তখনি তনয় ব'লে লও কোলে।
[কীর্ত্তন, তেওট]

১১৪০ হে দীনবন্ধু, অপার প্রেমের সিন্ধু, জগদ্বন্ধু,
আমাদের মনোবাঞ্ছা কর হে পূরণ।
আমরা জানি না কেমন ক'রে পূজিব হে তোমারে,
একবার দয়া ক'রে দাও তোমার ঐ শ্রীচরণ!
আমরা পাপ-ভার স্কন্ধে ল'য়ে, আছি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়ে,
একবার দেখা দিয়ে, (পাপী ব'লে) কর হে দুঃখ মোচন।
[কীর্ত্তন, তেওট]

১১৪১ কোথায় দয়াময়, ডাকি কাতর হৃদয়ে তোমায়,
দীনের প্রতি কর একবার করুণা!
পিতা, আমি তোমার দ্বারের ভিখারী;
বড় আশা করি প'ড়ে আছি চরণতলে দিবা-শর্ব্বরী!

একবার চেয়ে দেখ কাঙ্গাল ব'লে, যন্ত্রণায় মরি জ্ব'লে ;
আমি এ পাপ-জীবন আর যে, নাথ, বহিতে পারি না !
ও নাথ, সাধু মুখে শুনেছি বচন, ল'য়ে ও পদে শরণ,
কত মহা পাপী পাইয়াছে অনন্ত জীবন ;
তোমার করুণাময় নামের গুণে, বীজ অঙ্কুরিত হয় পাষাণে,
আমি তাই শুনে এসেছি, নাথ, আর তো কিছুই জানি না।
[কীর্ত্তন, লোফা]

১১৪২ আমি পাপে তাপে জরজর, তুমি করুণার সাগর,
তাই তোমারে ডাকি দয়াময় !
(ও হে অনাথ-শরণ) (তোমা বিনা গতি নাই আর)
আমি পাপ-বিষ করেছি পান, আমার কর কর কর ত্রাণ,
চরণে শরণাপন্ন হে ! (পাপী) (পাপীর গতি নাই আর)
(একবার চেয়ে দেখ, নাথ)

১১৪৩ জানিতেছ হৃদয়-বাসনা নাথ ! কি আর বলিব !
হে অনাথ-শরণ, দাও শ্রীচরণ, সন্তানে করি করুণা !
ও পদ-সেবনে কাটাব জীবনে, তোমার মননে নিয়োজিব মনে,
তব গুণ-গানে রাখিব রসনা, বাসনা করেছি এই ;
তবে কেন পাপ-পথে অবিরত, ধায় মম দুষ্ট পাপ-চিত, নাথ !
হ'ল এ কি দায়, না দেখি উপায়, বিনা তব করুণা।
[মূলতান, একতালা]

১১৪৪ যদি তরাবে জগজ্জনে দিয়ে দয়াল নামে,
আগে গো তরাও, পিতা, আমায় !
এ পাপী ত'রে গেলে, জগতের আশা হবে দয়াময় !
সুধামাখা দয়াল নাম করিয়ে কীর্ত্তন,
তব কৃপায় তব রাজ্যে করিব গমন ,
ব'ল্‌ব, "আয় রে সবে আয়, আর ভাই নাহি ভয়,
এই দেখ্‌ মহাপাপী ত'রে যায়।"
উর্দ্ধশ্বাসে পাপী সবে আস্‌বে দলে দল,
ভক্ত যুটে ভক্তির ঘাটে ক'র্‌বে কোলাহল ;
তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে, জগৎ ত'রে যাবে,
এ পাপী যদি ঐ চরণ পায়।

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ (কীর্ত্তনভাঙ্গা), তেওট]—১ ভাদ্র ১৭৯১ শক ; ১৬ আগষ্ট ১৮৬৯।

১১৪৫ যদি আমায় তুমি বাঁচাও, তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে।
যদি আমার মনের মলিন কালী মুছাও পুণ্য-সলিল ঢালি,
তোমার চন্দ্র সূর্য্য নূতন আলোয় জাগ্‌বে জ্যোতির মহোৎসবে।
আজো ফোটেনি মোর শোভার কুঁড়ি, তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি।
যদি নিশার তিমির গিয়ে টুটে', আমার হৃদয় জেগে উঠে,
তবে মুখর হবে সকল আকাশ আনন্দময় গানের রবে।

[মিশ্র রামকেলি, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৫।১০]

১১৪৬ আমার কি হবে উপায় ? দয়াময়, বৃথা দিন যায় !
অকৃতী অধম আমি, অতি দুরাশয়।
জ্ঞানকৃত অপরাধে বঞ্চিত তব প্রসাদে,
গভীর বিষাদে তাই মলিন হৃদয়।
নিজ দোষে বারংবার করিয়াছি পাপাচার,
এখন কলঙ্কভারে অবসন্ন প্রায় ;
আপন কুকর্ম্ম-ফলে, দিবানিশি প্রাণ জ্বলে,
অনলে পতঙ্গ যেমন জীবন হারায়।
সহে না সহে না আর, শীঘ্র কর হে উদ্ধার,
বিলম্বে মরিবে তোমার দুর্ব্বল তনয়।
[আলাইয়া, আড়া]

১১৪৭ আমার গতি কি হবে, যদি পাতকী বলিয়ে ত্যজিবে তবে !
পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ,কোথা শান্তিদাতা কর শান্তিদান ,
আর এ যাতনা সহে না, সহে না, অনাথশরণ হে !
ও হে তোমার হাতে করি আত্মসমর্পণ,
রাখ আর মার, যা ইচ্ছা এখন ;
আমি কার কাছে যাব, কোথা আর কাঁদিব, শূন্য দেখি ত্রিভুবন !
দাও হে দণ্ড তোমার বিচারে যা হয়, খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ-হৃদয়,
তোমার হাতে ম'লে, এ মহা পাতকী নবজীবন পাবে।
[মূলতান, একতালা]

১১৪৮ কিসের আর করিব অভিমান ! (কি বা আছে হে)
সকলই তোমার চক্ষে আছে বিদ্যমান।
হ'য়ে পাপে কলঙ্কিত, প্রবৃত্তির বশীভূত,
স্রোতে প্রবাহিত যেন তৃণের সমান।
নাহি পুণ্য প্রেম ভক্তি, আমি যে নির্গুণ অতি,
শত অপরাধী পাপে, অধম অজ্ঞান।
অহঙ্কার চূর্ণ ক'রে, বাঁচাও এ পাপ-বিকারে,
ও হে দর্পহারী, কর ন্যায় দণ্ড বিধান।

[সিন্ধু, মধ্যমান]

১১৪৯ পিতা গো, একবার হও হে সদয়, করজোড়ে করি নিবেদন।
দাঁড়াও একবার বক্ষস্থলে, চরণ ধুই হে চক্ষের জলে,
লুটাইয়ে পদতলে সফল করি জীবন।
আশায় বেঁধে আছি বুক, চাহিয়ে তোমারি মুখ,
ভুলিব হে সব দুঃখ, কর আজ আশা পূরণ।

[আলাইয়া মিশ্র, একতালা]

১১৫০ তুমিই আমার প্রাণের ঠাকুর, তোমা বিনে আর কে !
আমি কার কাছে যাই, কেমনে জুড়াই, দগ্ধ হৃদয় যে !
যত বার উঠি পড়ি ততবার, চারিদিকে চাই, কূল নাহি আর,
তোমার কাছে তাই এসেছি এবার, লও ডেকে কাছে।

বড় আশা ল'য়ে এসেছি হেথায়, ফিরায়ো না প্রভু, ছেড়ো না আমায়,
তুমি না রাখিলে যাইব কোথায়, আর কে বা আছে !
ভাঙ্গা প্রাণে আমি তব পানে চাই, ভাঙ্গা কণ্ঠ ল'য়ে তব নাম গাই,
প্রাণের দারুণ পিপাসা মিটাই ;—তাই আছি বেঁচে !
[মিশ্র ভৈরবী, একতালা]

১১৫১ কত যে অপরাধী আছি নাথ তোমারি চরণে।
পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ কত করেছি জীবনে।
দিনান্তে বারেক কভু, ডাকি নাই তোমারে আমি,
নিরন্তর ভ্রমিয়াছি সুখ অন্বেষণে।
নিশ্চয় জেনেছি এখন, গতি নাই আর তোমা বিনা,
স্থান দাও চরণ ছায়ায়, এ গতিবিহীনে।
[সিন্ধু, মধ্যমান]

১১৫২ অধম তনয়ে, নাথ, ত্যজিতে ত পারিবে না।
শত অপরাধী হ'লেও, তনয়ত্ব তায় যাবে না !
আছে অপরাধ কত, তবু নহি আশা-হত,
তব দয়া হ'তে আমার দোষ ত অধিক হবে না !
পরব্রহ্ম, পরাৎপর, আদি কত নাম ধর',
কিন্তু অধম-তারণ নামের মহিমা যে অতুলনা !
[ঝিঁঝিট, আড়া]

১১৫৩ পিতঃ, ক্ষম অপরাধ, অবোধ সন্তান আমি।
না শুনে তোমার কথা ক'রেছি কুকর্ম্ম কত,
হেলায় সুপথ ছেড়ে হ'য়েছি কুপথগামী।
স্বাধীনতা মহারত্ন স্নেহে মোরে দিয়ে তুমি,
পাঠালে ভবের হাটে সুধা কিনিতে ;
হায়! আমি কি করিলাম, বলিতে বিদরে হিয়ে,
কিনিলাম সেই রত্নে পাপ তাপ দুঃখরাশি।
[বেহাগ, আড়াঠেকা]

১১৫৪ আমারেও কর মার্জ্জনা।
আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে, ব'সে আছি ম্লান বেশে,
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা।
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান ;
আপনি ডুবেছি পাপে, কাঁদিতেছি মনস্তাপে,
শুন গো আমারো এই মরম বেদনা।
[ভয়রেঁা, ঝাঁপতাল]

১১৫৫ আর কিছু নাই ভরসা সংসারে তোমা ভিন্ন।
প'ড়ে পাপে অনুতাপে হৃদয় হ'ল অবসন্ন ;
যথা যাই, শান্তি নাই, ক্ষম' দাসে, হও প্রসন্ন।

চারিদিকে অন্ধকার, বিষাদে হৃদয় ভার,
পুড়িছে অনলে যেন হৃদয় আমার ;
কত বার চাব আর, ক্ষমা করেছ অগণ্য ;
অপরাধী নিরবধি, এ কি হ'ল মতিচ্ছন্ন !

[ললিত-বিভাস, একতালা]

১১৩৬ ফিরিল সন্তান, পিতা, ফিরিল এবার।
হ'য়েছে সুমতি, প্রভু, কৃপায় তোমার।
স্বীয় দেশ ত্যাগ করি, বিদেশে বিদেশে ফিরি,
দুর্গতির অবশেষ কিছু নাহি আর ;
পাসরি আপন জনে, শত্রুকে সুহৃদ্ জ্ঞানে,
শিখিয়াছি একমাত্র বিদ্রোহ-আচার।
দিলে তুমি যত ধন, সবে করি অযতন,
নিঃসম্বল হইয়াছি, কিছু নাই আমার ;
শত্রুরা ছলনা করি নিয়েছে সকল হরি,
শূন্যহস্তে ফিরিলাম এবে তব দ্বার।
ও হে অগতির গতি, দিলে হে যদি সুমতি,
ছাড়িয়ে তোমারে যেন নাহি যাই আর ;
চিরদিন তব সনে, থাকিব প্রফুল্ল মনে,
এই বাঞ্ছা দীননাথ, পূরাও আমার।

[বেহাগ, আড়াঠেকা]

কাতর ভাবে সম্মিলিত নিবেদন

১১৫৭ কাতরে তোমায়,ডাকি দয়াময়, হইয়ে সদয়, দাও দরশন.
পুরাও মনসাধ, ঘুচাও হে বিষাদ, দিয়ে সুশীতল অভয় চরণ।
সংসার-তাপে তাপিত হ'য়ে ল'য়েছি শরণ তোমার আশ্রয়ে;
কৃপা-বারি দানে বাঁচাও হে প্রাণে, অধম সন্তানে দেখ চাহিয়ে।
গতিহীন জনে তোমা বিহনে আপনার ব'লে কে আর চাহিবে;
সন্তাপ হর, কৃতার্থ কর, অভয়-দানে আমাদের সবে।
তুমি গুণ-নিধান, সর্ব্বশক্তিমান্, কল্যাণ বিধান কর নিরন্তর;
করুণা তোমার হইলে একবার অনায়াসে পার হই ভব-সাগর।
অনাথ দুর্ব্বল, নাহিক সম্বল, তুমিই আমাদের ভরসা কেবল;
তৃষিত-হৃদয়ে ব্যাকুল হ'য়ে করি ভিক্ষা নাথ, দাও পুণ্যবল।
সুখ-সম্পদে, দুঃখ-বিপদে, যেন তোমাতে থাকে হে মতি;
ইহ-পরকালে, তব পদতলে, নির্ভয় মনে ক'র্‌ব বসতি।
যেন হে সবে, মিলে সদ্ভাবে, নিত্য এই ভাবে করি অর্চ্চনা;
অকিঞ্চন হ'য়ে, এক হৃদয়ে, হে প্রভু তোমার করি সাধনা।
[মল্লার, একতালা]—১ চৈত্র ১৭৯৪ শক (১৩ মার্চ্চ ১৮৭৩)

১১৫৮ সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোন শোন পিতা!
কহ কানে কানে, শুনাও প্রাণে প্রাণে, মঙ্গল-বারতা।
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে, রয়েছে বাঁচিয়ে, সদাই ভাবনা,
যা কিছু পায়, হারায়ে যায়, না মানে সান্ত্বনা!

সুখ আশে, দিশে দিশে, বেড়ায় কাতরে,
মরীচিকায় ধরিতে চায় এ মরু-প্রান্তরে !
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা, সন্ধ্যা হ'য়ে আসে ;
কাঁদে তখন আকুল মন, কাঁপে তরাসে।
কি হবে গতি, বিশ্বপতি, শান্তি কোথা আছে !
তোমারে দাও, আশা পূরাও, তুমি এস কাছে !
[দক্ষিণী সুর, একতালা]

১১৩৭ পাপী তাপী নরে, আজিকে দুয়ারে,
ডাকিছে কাতরে, শুন হে দয়াময় !
পাপের দহনে দহেছে পরাণে, এসেছে চরণে, মাগিছে আশ্রয়।
ভুলি তোমা ধনে সুখের কারণে ভবের কাননে কাঁদিয়া বুলেছি ;
মোহের আঁধারে পাপের বিকারে সে বন-মাঝারে পথ যে ভুলেছি !
সুধার সরসে ছাড়িয়ে হরষে প্রাণের পিয়াসে গরল পিয়েছি ;
সেই বিষপানে দেখি নি নয়নে, হেলিয়ে জীবনে মরণ নিয়েছি।
ভজিয়ে অসারে,মজিয়ে সংসারে, ডুবেছি পাথারে,উঠিতে না পারি ;
হ'য়েছি হীনবল, ঘিরেছে শত্রুদল, ভরসা কেবল করুণা তোমারি।
নাহিক শকতি, জগত-পতি, কি হবে গতি এ ঘোর আঁধারে ;
ও কৃপা বিনে,গতি যে দেখি নে,আকুল-পরাণে ডাকি হে তোমারে।
এস হে দয়াল, ঘুচায়ে জঞ্জাল, কাটিয়ে মোহজাল, হও হে উদয় ;
হেরিয়ে সে জ্যোতি,আশুক শকতি,পাইহে সদগতি পূজিয়ে তোমায়।
[গুজরাটী ভজন, একতালা। সুর, "কোথা আছ প্রভু"]

১১৬৩ কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীন হীন,
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে,
'প্রভু' 'প্রভু' ব'লে ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে?
পথ যে জানি নে, রজনী আসিছে,
একেলা আমি যে এ বন মাঝারে!
জগত-জননী, লহ লহ কোলে,
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ;
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে।
ত্যজি সে তোমারে গেছিল চলিয়ে,
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে;
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে।
এস তবে প্রভু, স্নেহ-নয়নে,
এ মুখ পানে চাও, ঘুচিবে যাতনা;
পাইব নব বল, মুছিবে অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা।

[গুজরাটী ভজন, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৩১]

১১৬১ পাপিগণে আজ কাঁদিছে চরণে, এস এস দয়াল,
হও হে উদয়, জাগায়ে হৃদয়, কাটিয়ে মোহজাল।
তোমার প্রকাশে, পাপ-তাপ নাশে, ঘুচায় যাতনা ;
মরণ-মাঝারে জীবন সঞ্চারে, আনে হে চেতনা।
সাধুমুখে শুনি, নাম স্পর্শমণি যাহার পরশে,
ভীম ভবার্ণবে, মলিন মানবে, তরয়ে হরষে।
যাহার শকতি অদ্ভুত অতি, না হয় বর্ণনা,
ঘুচায় সংশয়, যায় পাপভয়, না রহে যন্ত্রণা।
দাও দয়াময়, সে নামে আশ্রয়, দাও সে শকতি,
যাই ত'রে যাই, যাতনা জুড়াই, পাই হে সদ্গতি।
মৃত ধর্ম্ম ল'য়ে মৃতপ্রায় হ'য়ে, রহিব কত দিন,
পাপের আগুনে দহিবে জীবনে, থাকিব শান্তিহীন ?
শান্তি-আশে, বিষয়-বিষে, কতই ডুবিব,
ও পদ ছাড়িয়ে, সুখের লাগিয়ে, কতই ভ্রমিব ?
বুঝেছি এখন, তব দরশন না হ'লে হবে না,
না পূরিবে আশা, এ প্রাণের তৃষা কিছুতে যাবে না।
পড়িনু চরণে, দাও দীন জনে, দাও সে শকতি,
যাই ত'রে যাই, যাতনা জুড়াই, পাই হে সদ্গতি।

[ললিত সুর, একতালা। সুর, "সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে"]

সপ্তম অধ্যায়।

মৃত্যু, শোক, পরলোক।

—:*:—

ইহলোক হইতে বিদায়ের প্রতীক্ষা।

১১৬২ জানি গো দিন যাবে, এ দিন যাবে

একদা কোন্ বেলা-শেষে মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে।
পথের ধারে বাজ্‌বে বেণু, নদীর কূলে চর্‌বে ধেনু,
আঙিনাতে খেল্‌বে শিশু, পাখীরা গান গাবে।
তবুও দিন যাবে এ দিন যাবে!

তোমার কাছে আমার এ মিনতি,
যাবার আগে জানি যেন, আমায় ডেকেছিল কেন,
আকাশ পানে নয়ন তুলে শ্যামল বসুমতী?
কেন নিশার নীরবতা শুনিয়েছিল তারার কথা,
পরাণে ঢেউ তুলেছিল কেন দিনের জ্যোতি?
তোমার কাছে আমার এ মিনতি!

সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা,
যেন আমার গানের শেষে থাম্‌তে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে ভর্‌তে পারি ডালা।
এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা,
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা!

[গীতলেখা ৩।১১]—১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

১১৬৩ যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে।
দু হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মত হেসে।
যাবার বেলা সহজেরে যাই যেন মোর প্রণাম সেরে,
সকল পন্থা যেথায় মেলে সেথায় দাঁড়াই এসে।
খুঁজ্‌তে যারে হয়না কোথাও, চোখ যেন তায় দেখে,
সদাই যে রয় কাছে, তারি পরশ যেন ঠেকে।
নিত্য যাহার থাকি কোলে, তারেই যেন যাই গো ব'লে,—
"এই জীবনে ধন্য হ'লেম তোমায় ভালবেসে!"

১১৬৪ ইচ্ছা হবে যবে লইও পারে।
পূজা-কুসুমে রচিয়া অঞ্জলি, আছি ব'সে ভবসিন্ধু-কিনারে।
যতদিন রাখ, তোমা মুখ চাহি ফুল্ল মনে রব এ সংসারে।
ডাকিবে যখনি তোমার সেবকে, দ্রুত চলি যাইব ছাড়ি সবারে।
[কালাংড়া, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৫৭]

১১৬৫ কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে !
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল তোমারি করুণা-চন্দনে !
কবে তোমাতে হ'য়ে যাব আমার আমি-হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ, বিপুল পুলক স্পন্দনে !
কবে ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না, কাহারো আকুল ক্রন্দনে।
[বেহাগ,কাওয়ালি]

১১৬৬ চলিয়াছি গৃহ-পানে, খেলা ধূলা অবসান ;
ডেকে লও, ডেকে লও, বড় শ্রান্ত মন প্রাণ !
ধূলায় মলিন বাস, আঁধারে পেয়েছি ত্রাস,
মিটাতে প্রাণের তৃষা, বিষাদ ক'রেছি পান !
খেলিতে সংসারের খেলা, কাতরে কেঁদেছি হায়,
হারায়ে আশার ধন অশ্রুবারি ব'হে যায় ;
ধূলা-ঘর গড়ি যত, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তত,
চলেছি নিরাশ মনে, সান্ত্বনা কর গো দান !
[ললিত, আড়াঠেকা]

১১৬৭ এই আসা যাওয়ার খেয়ার কূলে আমার বাড়ি।
কেউ বা আসে এ পারে, কেউ পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি

পথিকেরা বাঁশি ভ'রে, যে সুর আনে সঙ্গে ক'রে,
তাই যে আমার দিবানিশি সকল পরাণ লয় রে কাড়ি।
কার কথা যে জানায় তারা জানিনে তা,
হেথা হ'তে কি নিয়ে বা যায় রে সেথা।
সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী, দুই পারের এই কানাকানি,
তাই শুনে যে উদাস হিয়া চায় রে যেতে বাসা ছাড়ি!

[গীতলেখা ১।৫৭]—৩ চৈত্র ১৩২০ বাং (১৯১৪)

১১৬৮ তুমি এপার ওপার কর কে গো, ওগো খেয়ার নেয়ে!
আমি ঘরের দ্বারে ব'সে ব'সে দেখি যে সব চেয়ে!
ভাঙিলে হাট দলে দলে সবাই যবে ঘরে চলে,
আমি তখন মনে ভাবি, আমিও যাই ধেয়ে!

তুমি সন্ধ্যাবেলা ওপার পানে তরণী যাও বেয়ে;
দে'খে, মন আমার কেমন করে, ওঠে যে গান গেয়ে।
কালো জলের কলকলে, আঁখি আমার ছলছলে,
ওপার হ'তে সোনার আভা পরাণ ফেলে ছেয়ে।

দেখি, তোমার মুখে কথাটি নাই, ওগো খেয়ার নেয়ে!
কি যে তোমার চোখে লেখা আছে, দেখি যে তাই চেয়ে!
আমার মুখে ক্ষণতরে, যদি তোমার আঁখি পড়ে,
আমি তখন মনে ভাবি, আমিও যাই ধেয়ে!

[বাউলের সুর, একতালা]

১১৬৯ ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে !
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে,
"আয় চ'লে আয়, ও রে আয় চ'লে আয় আমার পাশে !"
বলে, "আয় রে ছুটে, আয় রে ত্বরা, হেথায় নাই ক মৃত্যু, নাই ক জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধ-ভরা, চির-স্নিগ্ধ মধুমাসে ;
হেথায় চির-শ্যামল বসুন্ধরা, চির-জ্যোৎস্না নীলাকাশে।
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে, ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে !
দেখ্ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে, পূর্ণ-ইন্দু-পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে আয় চ'লে আয় আমার পাশে
কেন কারা-গৃহে আছিস্ বদ্ধ, ও রে ও রে মূঢ়, ও রে অন্ধ ?
ও রে সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে প'ড়ে আছিস্ পরবাসে ?"

১১৭০ সেই দিনে হে আমায়, দীনবন্ধু, দিও ঐ অভয় চরণ !
সেই বিপদ সময়, দেখো দয়াময়, যেন অন্ধকার না দেখে এ নয়ন !
কি জানি কখন আসিবে শমন, আগে নিবেদন ক'রে রাখিলাম ;
যেন দে'খে ও-চরণ হয় বিসর্জন এ মহাপাপীর জ্বলন্ত জীবন।
[আলাইয়া মিশ্র, একতালা]

১১৭১ দিন ফুরায়ে এল ! (আমার গোণা দিন)
(আমার মরণের দিন নিকটে এল)
যা ছিল আশা ভরসা সকলি গেল।

দীনহীন বেশে, আমি প'ড়ে আছি তব দ্বারে ;
দীনে কি চাবে না নাথ অকিঞ্চন ব'লে ?
তুমি নাথ দয়াময়, রাষ্ট্র ইহা জগৎময় ;
তাই ডাকি বারে বারে, দয়াময় ব'লে।
সাধন ভজন জানি না যে, তা কি তুমি জান না, নাথ !
(বল্‌বে,) তবে ব'সে আছি কি ভরসায় ?
আশা, তবুব তব কৃপার বলে।
তবে মোরে কৃপা কর, দীনহীন দাস ব'লে ;
নতুবা যে যায় হে জীবন বিফলে চ'লে !

[মিশ্র, খাড়াঠেকা]

১১৭২ কি ভয় তাহার, নাথ, মৃত্যুর স্মরণে ;
অমর ক'রেছ যারে প্রেম-সুধা-দানে !
তব প্রেম-আস্বাদন না করেছে যেই জন,
বিষয় সর্ব্বস্ব ধন তারি সন্নিধানে।
কৃতান্ত গ্রাসিবে কবে, বিষয় ত্যজিতে হবে,
দিবানিশি এই ভেবে শঙ্কিত সে মনে মনে।
যে জন তোমারে চায়, তার কি কৃতান্তে ভয় ?
মরণ সোপান তার যেতে শান্তি-নিকেতনে।

[ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

১১৭৩ আমার প্রাণপাখী আর থাকিতে চাহে না ভাঙ্গা ঘরে,
সে দিনের পর দিন গণে ব'সে পালাবার তরে।
রোগে তনু জরজর, জীবনধারণ ক্লেশকর,
তাই আত্মারাম অবিরাম কেঁদে কেঁদে মরে।
পথ ব'লে দাও গো তারে, রেখো না আর কারাগারে,
ল'য়ে যাও সঙ্গে ক'রে অমর নগরে।
উড়াইয়া দাও আকাশে, চ'লে যাই মা নিজ বাসে,
বেড়াই তোমার আশে পাশে লোক-লোকান্তরে।
চাই না আর জীবন মরণ, চাই কেবল তোমার চরণ.
দেখাও প্রসন্ন বদন হৃদয় ভিতরে।

[কীর্ত্তন, একতালা। সুর, "ওহে দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল"]

১১৭৪ জীবনের লীলা সাঙ্গ হ'ল মা গো,
এখন তোমার কাছে ফিরে যেতে চাই।
বল কি হবে কি হবে (মা গো) থেকে আর ভবে,
দাও বিদায়, দেশে চ'লে যাই !
অলক্ষিতে কাল পশি দেহ-ঘরে, জরা জীর্ণ ক'রে বল বীর্য্য হরে !
ইন্দ্রিয়সকল (মা গো আমার) হইল বিকল,মরণেরও আর দেরী নাই
যদি রাখ মা আমারে ভবকারাগারে, থাক তবে কাছে সর্ব্বদাই,
নইলে এ বৃদ্ধ বয়সে (মা গো) বিদেশে প্রবাসে,
কে লবে সংবাদ, ভাবি তাই।

আমার কি ভয় মরণে; রণে কিম্বা বনে, ব্যসনে বন্ধনে না ডরাই,
যদি তব দরশনে, আশ্বাস-বচনে, অভয়-চরণে শান্তি পাই।
দাও দাও আশা, অনন্ত পিপাসা, তব পদে ভক্তি, জীবে ভালবাসা;
বার্দ্ধক্যে যৌবন (মা গো দাও) অনন্ত জীবন,
এই ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই।

[মূলতান, একতালা]

১১৭৮ একে একে ফুরাইল ইহজীবন-সম্বল!
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা শান্তি স্বাস্থ্য সুখ বাহুবল।
ক্ষীণ তনু হীনবল, ইন্দ্রিয়গণ বিকল।
যাহা কিছু দিয়েছিলে, ক্রমে সব কেড়ে নিলে,
(মা) রহিল সঙ্গে কেবল পাপপুণ্য-কর্ম্মফল।
মা, তব চরণে ধরি, কাতরে মিনতি করি,
রোগ-যন্ত্রণানলে ঢেলে দাও শান্তিজল।
অন্তিমে নিকটে থেকো, স্নেহকোলে ঢেকে রেখো,
দিব্য-নেত্রে দে'খে তোমায়, হয় যেন জন্ম সফল।
(মা মা ব'লে ডেকে যেন মা, করি এ প্রাণ শীতল)
সর্ব্বস্বান্ত করি শেষে, সাজালে সন্ন্যাসী-বেশে,
স্রোতে ভেসে নিজ দেশে তোমার সঙ্গে যাই চল।
(জয় জয় সচ্চিদানন্দ, হরের্নামৈব কেবল)

[সিন্ধু-ভৈরবী, পোস্ত]

১৯৭৬ রোগভগ্ন দেহভারে অবসন্ন প্রাণ মন।
এ সময় দয়াময় কাছে থেকো সর্ব্বক্ষণ।
স্নেহকোলে রাখ মোরে ঢাকি মায়ের মতন ;
পাসরিব সব জ্বালা হেরি তব প্রেমানন।
দাও শক্তি সহিষ্ণুতা, ওহে শান্তিদাতা পিতা,
(আর কে দিবে সান্ত্বনা প্রাণে, তুমি বিপদ-ভয়-ভঞ্জন)
শুনায়ে আশা-বচন। (মাভৈঃ রবে)
তুমি মৃত্যুঞ্জয় হরি, মৃত্যুভয় হরি সঞ্চার' বৈরাগ্যবল ; (দুর্ব্বল অন্তরে)
ভয় দুখ শোকে, ইহ পরলোকে, ভরসা তুমি কেবল।
(আর কেহ নাই, কিছু নাই)
জয় ব্রহ্ম জয় ব'লে ব্রহ্মধামে যাব চ'লে,
কাটি মায়ার বন্ধন। (ব্রহ্মকৃপা-বলে)
[সুর, "সাধ মনে হরিধনে"]

১৯৭৭ দয়াময়, একবার এ সময়ে দাঁড়াও হে, দেখি নয়নে।
(আমার) ভবের খেলা হ'ল, সকলি ফুরাল,
এখন স্থান দাও প্রভু তব চরণে।
দে'খে পাপের তরঙ্গ, বাড়িছে আতঙ্ক,
তাই ভয় পেয়ে প্রভু ডাকি সঘনে।
আমায় দাও হে চরণ-তরী, ও ভব-কাণ্ডারী,
নতুবা হে ডুবি এ পাপ-তুফানে।
[কীর্ত্তনভাঙ্গা, একতালা]

১১৭৮ দেহলীলা হ'ল প্রায় অবসান !

এখন দাস্যব্রত-হোমাগুনে পূর্ণাহুতি কর দান,

(জয় দয়াময় দয়াময় ব'লে)

যা কিছু করিবার থাকে, ফেলে আর রেখো না তাকে, কর সমাধান ;

ও ভাই, জীবের সেবায় একেবারে ঢেলে দাও হে মনপ্রাণ।

যার যাহা আছে দেনা, দাও আর বাকী রেখো না, ছাড়ি অভিমান ;

যেন মৃত্যুকালে শত্রু মিত্র করে আশীর্ব্বাদ দান।

ভাসায়ে জীবন-তরী, মুখে বল হরি হরি, উড়ায়ে নিশান ;

হ'য়ে মায়ামুক্ত, হরিভক্ত, কর হরিগুণ গান !

[কীর্ত্তন, একতালা]

১১৭৯ ও হে দয়াসিন্ধু, চরমকালের বন্ধু,

দেখা দাও একবার অন্তিম কালে।

এ ঘোর শ্মশানে, নাথ, তোমা বিনে,

কে দিবে অভয়, ল'য়ে নিজ কোলে !

বিষম ব্যাধিতে হ'ল দেহ ক্ষয়, যন্ত্রণায় কাতর, জীবন সংশয়,

ভয়ে প্রাণ কাঁপে, দহে মনস্তাপে,

(দেখা দাও হে) ডাকি কাতরে, প'ড়ে ভবনদীর কূলে।

করিয়াছি কত অপরাধ ঐ পদে, মত্ত হয়ে পাপ অহঙ্কার-মদে,

এখন আর উপায় নাহি, দয়াময়, (ক্ষমা কর হে)

ল'য়ে যাও সঙ্গে হাতে ধ'রে, পরকালে।

[বিভাস, একতালা]

১১৮০ (ক) মরণের পারে, অমৃতের দ্বারে, রয়েছ মা আগুসারি
(পথপানে চেয়ে, দেবগণে সঙ্গে ল'য়ে)
অভয় বচনে, ডাকিছ সঘনে, প্রেম-বাহু প্রসারি।
(কোলে নেবার তরে, ভয়ে ভীত মৃত জনে)
কালের সংহার-মূরতি ভীষণ, ভয়ে কাঁপে হিয়া করি দরশন,
(হুঙ্কার নাদে করে গরজন) ;
তার মাঝে তব মাভৈঃ রব দেয় প্রাণে শান্তি-বারি।
(পথ-শ্রান্ত জনে, মধুর বচনে)
রোগের বেদনা, শোকের যাতনা, তার সঙ্গে ভব-পারের ভাবনা ;
(হায়, কোথা যাব, কি হইবে, পথ চিনি না হে)
সেই অসময়ে, যেন মা অভয়ে, তোমারে ডাকিতে পারি !
(মা মা ব'লে, প্রাণ ভ'রে সকাতরে)
(খ) শ্মশানে একাকী ফেলে, যবে সবে যাবে চ'লে,
কোলে তুলে লইবে যতনে ; (মৃত্যুর আঁধারে)
নিরখি মায়ের মুখ, ভুলিব সকল দুখ, চিরদিন রব তব সনে।
(লোক-লোকান্তরে, দেবলোকে শান্তিধামে)
মিশিয়া অমর দলে, মা তোমার পদতলে,
নিত্য যোগে করিব বিহার ; (অনন্ত জীবনে)
জীবনের পরিণাম, সেই সুখ স্বর্গধাম,
যথা তব প্রেম-পরিবার।

[কীর্ত্তন। (ক)খয়রা ; সুর, "ধন্য সেই জন"। (খ)দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"

১১৮১ তোমার মতন আপনার জন
কেহ নাই আর এ-সংসারে!
তুমি পিতা মাতা সুহৃদ্ বন্ধু, কর্ণধার ভব-পারে।
যবে দিবা-অবসানে একাকী থাকি শয়ানে,
হত-চেতনে,
তখন মা হ'য়ে, কোলে ল'য়ে, বাঁচায়ে রাখ আমারে,
(শিয়রে ব'সে)।
শেষের দিনে এই ভাবে কেহ নাহি সঙ্গে যাবে,
ফেলে পলাবে ;
সে দিন তুমিই কেবল অভয়-বাণী শুনাবে মৃত্যু-আঁধারে।
[কীর্ত্তন, খয়রা ; সুর, "ধন্য সেই জন"]

১১৮২ অন্তে পদপ্রান্তে মা গো, দাও দীনজনে স্থান।
সংসার-সংগ্রামে ক্লান্ত দেহ মন প্রাণ।
সমাধি-মগন চিতে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে,
জাগিব নবজীবনে নিরখি অমর-ধাম।
যথা পূর্ব্ব, তথা পরে, ইহলোকে, লোকান্তরে,
র'ব তব প্রেম-ক্রোড়ে ভুলি ভেদ ব্যবধান ;
ভাবনা ভয় পাসরি, আত্ম-বিসর্জ্জন করি,
গাহিব অনন্তকাল তোমার মহিমা গান।
[বিভাস, আড়াঠেকা]

ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ।

১৯৮৩ সুমধুর স্বরে প্রেমভরে ওই কে ডাকে গো!—যাই যাই!
লহ লহ সংসার, ব্যথিত হৃদয়ভার; বিদায় দাও এবে!—যাই যাই!
ঘুচিল ভাবনা, ঘুচিল যাতনা ; ওই কে ডাকে গো!— যাই যাই!
ওই কোন্ সুখ-দেশ মনোলোভা-বেশে, আনন্দ-শীকর-শীতল রে,
নিরাধার আধারে মাধুরী ফুটিয়ে ডাকিছে সাদরে!—যাই যাই!
অনন্ত বেদগান, অনন্ত পুরাণ, অনন্ত সাধনা সমাধি রে ;
অনন্ত জীবনে লহরী উঠিয়ে ডাকিছে সাদরে!—যাই যাই!
যাও আঁখি নিভিয়ে, যাও কাণ ডুবিয়ে, যাও প্রাণ মজিয়ে, যাও যাও;
ওই কার গন্ধ অন্তরে পশিয়ে ডাকিছে সাদরে!—যাই যাই!
[সিন্ধু, ঠুংরি]

১৯৮৪ দয়াময় নাম গাহিয়ে আনন্দেতে যাই।
হেসে হেসে চ'লে যাব, কোন চিন্তা নাই।
কোন্ অজানা দেশ হ'তে আনন্দগান ভেসে এ.স
পরাণ আকুল করে, যাতনা জুড়াই ;
(আমি) গানে ভেসে চ'লে যাব, (আর) কিছু নাহি চাই।
প্রেমিক-ভকতগণ, মোর যত প্রিয় জন,
ডাকিছে মধুর স্বরে, "আয় আয় আয়!"
সে ডাক শুনে রইতে নারি, যাই চ'লে ত্বরা করি,
এপার হ'তে ওপার ভেসে আনন্দেতে যাই ;
প্রীতি ভক্তি প্রণাম আমার সবারে জানাই!

হেথা প্রিয় জন যারা, ফেলো না নয়ন-ধারা ;
এপার ওপার প্রেম-গানে সবারে মাতাই।
ওপারে আনন্দলোক, নাহি মৃত্যু, রোগ শোক ;
জীবন-যাত্রা সাঙ্গ হ'ল, ছেড়ে দাও আমায় ;
হৃদয়স্বামী আছেন সাথে, আর ভাবনা নাই !
[সুর, "তোমারি নাম গাহিলে কি আনন্দ পাই"] ৩১ জুলাই ১৯৩১

১১৮৫ অনন্তের সাথে, অনন্তের পথে, চলেছি অনন্ত দেশে ;
আঁধারে-আলোকে, ইহ-পরলোকে, ছুটেছি অনন্ত আশে।
রবি চন্দ্র তারা, হাস্যময়ী ধরা, ফুটেছে আমারি তরে ;
এসেছি দেখিতে, দেখে চ'লে যাব, কে মোরে রাখিবে ধ'রে !
(আমি) নহি জল স্থল, অনিল অনল, নহি আমি পরাধীন ;
(কিন্তু) ব্রহ্মেরি তনয়, ব্রহ্মানন্দময়, রোগ-শোক-তাপ-হীন।
(আমার) ব্রহ্ম পিতামাতা, দেবগণ ভ্রাতা, ব্রহ্ম জীবনের ধন ;
(আমি ছোট ঘরের ছেলে নই, ভাই)
(আমি) প্রেম-সুধা খাই, হরিগুণ গাই,
(করি) ব্রহ্মানন্দে বিচরণ।
(আমায়) ধ'রো না, ধ'রো না, ভুলাতে এসো না,
ছেড়ে দাও চ'লে যাই ;
(উড়ে) অনন্ত অম্বরে, অনন্ত স্বস্বরে অনন্তেরি গুণ গাই !
[কীর্তন, খয়রা ; সুর, "চল চল ভাই মার কাছে যাই, নাচি গাই"]

মৃত্যু।

১১৮৬ চলিল অমর আত্মা তোমার অমৃত কোলে,
লহ লহ আজি তারে আদরে ভকত-দলে।
জড় দেহ, জড় বেশ, ছাড়ি এ জড়ের দেশ,
উড়িল অনন্তে পাখী, তোমারে ধরিবে ব'লে।
সংসারের ধূলি ঝাড়ি, লও প্রেম-বাহু প্রসারি,
ধুইয়ে পাপের কালি তোমার শান্তির জলে।
ক্ষুধা পেলে প্রেমসুধা দিয়ে নিবারিও ক্ষুধা,
অনন্ত আরামে তবে তোমাতে থাকিবে ভুলে।
[পাহাড়ী, আড়া। সুর, "কি আর জানাব নাথ"]

১১৮৭ তোমারি করুণা নেমে এল হেথা,
নিয়ে গেল মোদের আপনার ধন।
ছিল যা মোদের, হ'ল তা তোমার,
(প্রভু) তুমি রেখো পায়ে তোমারি সে ধন !
যত বিফলতা আছিল হেথায়, তব প্রেমে হবে সফল সেথায় ;
নূতন জীবন তব মহিমায় দিবে গো তাঁহারে, ও হে প্রেম-ঘন।
ঘুচালে যতেক রোগের যাতনা, ক্লান্ত প্রাণের কত না ভাবনা ;
আনন্দ-মিলনে বিপুল সান্ত্বনা দিতেছ তাঁহারে, ও হে দয়া-ঘন।
[ভৈরবী, একতালা]

১১৮৮ গেল তব প্রিয় আত্মা, সকলি ফেলিয়া তার ;
এ সংসারে নাহি যে গো আশ্রয় কোথাও আর !
তুমি ডেকে লও কাছে, আশ্রয় তোমাতে আছে ;
রেখেছ অনন্ত প্রেমে, স্থান করি সবাকার।
কহ স্নেহমাখা স্বরে, অনন্ত কালের তরে,
তুমিই সর্ব্বস্ব হ'য়ে, লইবে আত্মার ভার।
কত রূপে দেখা দিবে, অপূর্ণতা হ'তে নিবে
পূর্ণতার দিকে তুমি, খুলিয়া রহস্য-দ্বার।
অপরাধ যদি থাকে, আজি ক্ষমা কর তাকে,
আপনি সান্ত্বনা দেহ, প্রেম দিয়ে আপনার।
দেখ তুমি নিরখিয়া, দুঃখেতে বিদীর্ণ-হিয়া,
শোকার্ত্ত আত্মীয় যত, করিতেছে হাহাকার।
বিশ্বাসে ভরিয়া প্রাণ, কর সবে শান্তি দান,
তোমার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয় অনিবার।
[পাহাড়ী, আড়া। স্বর, "চলিল অমর আত্মা"]

১১৮৯ তুমি দিয়াছিলে, তুমিই লইলে, ও হে প্রভু দয়াময় !
জীবনে মরণে বিপদে সম্পদে তব ইচ্ছা পূর্ণ হয়।
জলবিম্ব যথা জলধি-তরঙ্গে, জনমিয়া লয় হয় তার অঙ্গে :
অন্তে জীব তথা মিশে তোমা-সঙ্গে, যোগেতে জীবিত রয়
[খাম্বাজ, একতালা]

১১৯০ নিয়েছ নিয়েছ ভালই ক'রেছ, রেখেছ কত যতনে !
ধূলার ঘর হ'তে স্বরগে তুলিলে, পালিতে অমৃত-ভবনে !
রাখি মোদের ধন তোমার সদনে থাকিব মোরা নিশ্চিন্ত মনে,
নাশ' মোহ-তিমির-পাশ, চাহ, দেব, প্রেম-নয়নে !
সে যে আমার হ'তে প্রভু তব প্রিয়ধন, অসীম অনুরাগে করিলে সৃজন,
অনন্ত পথে, নাথ তব সাথে, চিরসাথীরূপে করিলে গ্রহণ !
জনম দিয়াছ, মরণ হেথা নাই, অমর-জীবন তোমাতেই পাই,
তুমি সবাকার আশ্রয় আধার, লোক-লোকান্তর তোমার চরণে।
[কানাড়া. একতালা]

১১৯১ ব্রহ্মনামে অমরধামে অমর আত্মা চ'লে যায়।
ব্রহ্ম যে ডেকেছেন তাঁরে, আর কে বাধা দিবে তায় !
আজি সব বন্ধন খুলে, ভগ্ন তনু দূরে ফেলে,
চলেছেন ঐ ব্রহ্ম-কোলে গেয়ে ব্রহ্ম-করুণায়।
জলের মাছ দিলে জলে, ভাসে যেমন কুতূহলে,
মানবাত্মা ব্রহ্ম-কোলে তেমনই আরাম পায়।
যথা নিত্যোৎসব-ধারা, প্রেমে সব মাতোয়ারা,
প্রকৃতি-সনে ভক্তগণে যথা ব্রহ্ম-গুণ গায়।
এস তবে সবে মিলে, বিদায় দি "জয় ব্রহ্ম" ব'লে,
অমরগণে প্রেম-আলিঙ্গনে আজি বাঁধিবেন তায়।
[কীর্ত্তন, তেতালা। সুর, "নামে কত মধু, কত সুধা"]

১১৯২ ওম্ জয় দেব, জয় দেব!

জয় দেব, জয় দেব, জয় পরমদেবতা, (জয়)
সকলে আশ্রয়দাতা, অন্তর-দুখ-হরতা!
জয় জয় দেব মহান্, জয় সরব-শকতিমান্,
অগণন-লোক-বিরাজিত বুদ্ধি-অতীত ভগবান্!
জীবন-উৎস আদি, গমনীয় ধাম তুমি, (প্রভু)
চির-অন্বেষিত আপন গোপন জনমভূমি!
নিদ্রিত এ লোকে আত্মা তব কোলে, (পিতা)
মৃত্যুর-ছায়া-প্রান্তর-পারে যায় চ'লে।
তোমারি স্নেহ-কোলে জাগে সে নব লোকে, (আজি)
বিরহ-ছায়া যথা প্লাবিত তোমারি মুখ-আলোকে।
সত্য পুরুষ তুমি যে, বেষ্টিত আত্মাগণে, (আছ)
উজ্জলতর নিরখি আজি, শোক-সজল নয়নে।
দূরে,—অই দূরে,— প্রেম-কিরণ-মধুরে, (অই)
একে একে মিলিব মোরা সুন্দর তব পুরে।
দুঃসহ বেদন-ভার বহিছে আজি এ হিয়া, (দেখ)
না জানে কেমনে চিরদিন এ দুখ রবে সহিয়া।
তাপিত নরনারী চাহিছে তব পানে, (আজি)
সকল ব্যথা কর মোচন সান্ত্বন-পরশ-দানে।
আকুল ক্ষীণ চিত্তে এসেছে তব চরণে, (তারা)
পারে যেন ফিরিতে ঘরে নির্ভর-সবল-মনে।

[ভজন, কাওয়ালি]—সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ (শ্মশান-যাত্রায় গাহিবার জন্য রচিত)

আত্মীয়-বিয়োগে নিবেদন।

[পিতৃমাতৃ বিয়োগ]

১১৯৩ জনক-[জননী-] বিয়োগ শোকে দহিছে আমার প্রাণ ;
কোথা হে পরম পিতা, কর আসি শান্তি দান !
যাঁর স্নেহ বক্ষ পরে, পালন করিলে মোরে,
এ জগত-সংসারে কে আছে তাঁর সমান !
পারি নাই সাধ্যমতে, পিতৃ-[মাতৃ-] ঋণ শোধিতে
সেবা ভক্তি কৃতজ্ঞতা করিয়ে তাঁহারে দান ;
হইয়ে অবাধ্য কত, করিয়াছি অপরাধ,
না বুঝে করিয়াছি কত অপমান !
ও হে পতিতপাবন, করি এই নিবেদন,
পরলোকে দিও তাঁরে তোমার চরণে স্থান ;
ইহ-পরলোকে তুমি, সকল জীবের স্বামী,
পরলোকগামী পিতায় [মাতায়] কর আশীর্বাদ দান।
[ললিত, আড়াঠেকা]

১১৯৪ বিষাদ-ভারে মলিন-অন্তরে
তোমার দ্বারে করিছে ক্রন্দন;
সদয় হ'য়ে দেখ চাহিয়ে, হৃদয়-বেদন কর হে শ্রবণ।
স্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া শমন করিল হরণ জননী-ধনে ;
শূন্য সংসারে শোকের আগারে বিষাদে ডুবে থাকি কেমনে !

জননীর কোলে রোগ শোক ভু'লে
সন্তান সকলে ছিলাম কুশলে ;
কে জানে এমন ছিঁড়িয়া বন্ধন
করিবে হরণ সে মায়, অকালে !
মা-হারা হ'য়ে এখন কাঁদিয়ে ডাকি হে তোমায়, দাও দরশন ;
বিষাদের ভার ঘুচাও হে সবার, আশ্বাস-দানে কর হে সান্ত্বন !
সে পরকালে চরণতলে প্রিয় মাতারে রেখো দয়াময় ;
অজ্ঞান হরি, শান্তি বিতরি, পরম পদে দিও হে আশ্রয়।
মল্লার, একতালা]

১১৯৫ পুন আসিলাম, বিভো, তোমার চরণে সবে,
তোমা বিনা কে আর গতি এই ঘোর শোকার্ণবে !
শোকে তাপে জরজর, বিষাদে বিরস-অন্তর,
তোমা বিনা, হে ঈশ্বর, কে আর ব্যথা জুড়াবে !
তোমারি চরণ-তলে, তোমারি শীতল কোলে,
ইহকালে পরকালে আশ্রিত রয়েছি সবে।
মাতৃহীন পরিবারে, স্নেহ-আশীর্ব্বাদ ক'রে,
সান্ত্বনা-আশ্বাস-দানে সুশীতল কর' তবে।
তবে অশ্রু মুছে দাও, প্রাণের প্রার্থনা লও,
সম্পদে বিপদে সদা সঙ্গী থাক এই ভাবে।
[পূরবী, আড়া]

১১৯৬ রজনী প্রভাত হ'ল, জাগিল জীব সকল ;
এ ঘরে আর জাগিবে না সেই মুখ নিরমল ?
বিষম বিষাদ-ভারে শূন্য দেখি এ সংসারে,
সম্পদ ঐশ্বর্য্য সুখ, সকলি লাগে বিফল।
বিহঙ্গিনী শিশু ল'য়ে ঘুমায়ে নিজ কুলায়ে,
দুরন্ত নিষাদ যেন ধরিল তাহায়।
আজি এই পরিবার, কাঁদিতেছে সে প্রকার,
সন্তানের বক্ষে আজি বহিতেছে অশ্রুজল।
তুমি হে জগত-পতি, জীবনে মরণে গতি,
দেখা দাও কৃপা ক'রে, শান্ত কর শোকানল।
[ললিত, আড়াঠেকা]

১১৯৭ জয় করুণাময়, দীনজন-আশ্রয়, আমরা আগত তব দ্বারে
রজনী টুটিল, কুসুম ফুটিল, জগত ভাসিল প্রেমে ;
জাগিল ত্রিভুবন, নগর প্রান্তর বন পূরিল সুস্বর-ধারে !
সুখের প্রভাতে, যুড়ি যুগহাতে, কত ঘরে ডাকিতে জগপুরবাসী
শোকে মলিন মন, অশ্রুতে দুনয়ন ভাসিছে দেখ এই ঘরে।
তোমার কৃপাগুণে, দুর্লভ মাতৃধনে, পেয়েছিনু সংসারে ;
তোমারি ইচ্ছা হ'ল, জননী পালাল, ঘেরিল জীবন আঁধারে।
দেখ দেব জগপতি, অগতির তুমি গতি, আশ্বাস' শান্তি-বিধানে,
মাতৃ-হীনের মাতা হ'য়ে, চিরদিন সঙ্গে রয়ে, তার' হে ভব-দুস্তরে
[ভৈরবী, ঠুংরি]

১১৯৮ (আমরা) শোকেতে মলিন,
কাঁদিতেছি তব দ্বারে হ'য়ে মাতৃহীন।
ধনে জনে পূর্ণ ক'রে, দিয়েছিলে এ সংসারে,
অকালে বিষাদ-রাহু গ্রাসিল সে দিন!
এত সুখ ফুরাইল, সম্পদ বিপদ হ'ল,
দেখিতে দেখিতে মাতা কোথা হ'ল লীন!
মা-হারা সন্তান যদি ডাকে তোমায়, কৃপানিধি,
তুমি ত থাকিতে নার' হইয়ে কঠিন!
তাই আজ সকাতরে, এই ভিক্ষা তব দ্বারে,
দেখো জননীরে মম, রেখো পদে চিরদিন!
[বেহাগ. আড়াঠেকা]

[সন্তান বিয়োগ]

১১৯৯ তুমি দিয়াছিলে, নাথ! তুমিই ল'য়েছ ফিরে।
কেন হাহাকার তাহে, কেন ভাসা আঁখি নীরে?
যে ক'দিন কাছে ছিল, তারি আশা, তারি প্রীতি,
তারি নিরমল শান্তি, তাহারি মধুর স্মৃতি,
আজি যে জাগিছে হৃদে, এ-ও কি সামান্য দান?
এইটুকু পেয়ে যেন পরিতৃপ্ত রহে প্রাণ।
সুক্ষ্ম দৃষ্টি দাও, প্রভু! হৃদয়েতে দাও বল,
অশুভ না হেরি যেন তব কার্য্যে, হে মঙ্গল!

১২০০ মা, তুমিই দিয়েছ, তুমিই নিয়েছ,
তবে কেন কাঁদি আর !
দুদিনের তরে দিয়েছিলে মোরে, কোথা মম অধিকার ?
পেয়ে যে রতন না করে যতন, কেড়ে ত নেবেই কাঁদায়ে সে জন ;
তার অশ্রুজল বৃথাই কেবল, বৃথা তার হাহাকার !
স্বরগের ফুল ফুটিবে স্বরগে, সে কেন শোভিবে কাঙ্গালের ঘরে ?
তাই বুঝি তারে নিয়েছ আদরে আঁধারিয়ে এই ঘর !
জেলে শোকানল পিতা-মাতা-বুকে,
অনির্ব্বাণ চিতা জ্বলে থেকে থেকে,
নিয়েছ নিয়েছ, ভালই করেছ, সে ত তব নহে পর !
দে'খে তার দুঃখ কেঁদেছে পরাণ, তুমি ত জননী স্নেহের নিদান,
আপনার কোলে তাই নিলে তুলে, ঘুচাতে তার দুখভার !
[মূলতান, একতালা]

১২০১ যাও রে অনন্তধামে প্রিয় ধন আমার !
শত অপরাধ করিবেন ক্ষমা, পিতা প্রেমের আধার
কত দিন ধ'রে তোমার জননী আছেন পথ চেয়ে দিবসরজনী,
যাও তবে যাও, মায়ের কাছে যাও, শূন্য ক'রে হৃদয় আমার ;
আমিও একদিন যাইব সে দেশে,
দেখিব তোমায়, আছ তাঁরি পাশে,
সেথা নাহিক জনম, নাহিক মরণ, অনন্ত-লোকে করিব বিহার।
[যোগিয়া মিশ্র, একতালা]

১২০২ আহা, কি সুন্দর ফুল ফুটেছিল এ বাগানে,
কি জানি কিসের টানে ছুটিল অনন্ত পানে!
নন্দনের পারিজাত, ছড়ায়ে সুগন্ধ কত,
আনন্দে দুবাহু তুলি, গিয়াছে আনন্দধামে।
থেকে এ পাপ সংসারে, সত্যনিষ্ঠা সদাচারে,
পালিলা জীবন-ব্রত, চাহিয়া মায়ের পানে;
কি মধুর আবাহনে, ল'য়ে শান্তি নিকেতনে,
পিয়াইছ প্রেম-সুধা আদরে প্রিয় সন্তানে!
এ কি স্নেহ, স্নেহময়ী, ভাবিলে অবাক্ হই,
মরণ অন্তেও তুমি রাখ অনন্ত আরামে!
আজি পুণ্য-স্মৃতি-দিনে, মিলে ভাই বন্ধুগণে,
এই ভিক্ষা ও চরণে, জুড়াও এ তাপিত প্রাণে।
[বাগেশ্রী]

১২০৩ ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে!
মরমে ম'রে গেল, মুকুলে ঝ'রে গেল,
প্রাণভরা আশা-সমাধি-পাশে।
নীরসতা-ভরা এ নিরদয় ধরা, শুকায়ে দিল কলি উষ্ণ শ্বাসে;
দুদিন এসেছিল, দুদিন হেসেছিল, দুদিন ভেসেছিল সুখ-বিলাসে।
না হ'তে পাতা দুটি, নীরবে গেল টুটি, বাসনাময় প্রাণ শুধু পিয়াসে;
সুখ-স্বপন-সম, তপ্ত বুকে মম, বেদনা-বিজড়িত স্মৃতিটি ভাসে।
[লাউনি, কাওয়ালি]

[স্বজন বিয়োগ]

১২০৪ যাও রে অনন্তধামে মোহ মায়া পাসরি,
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি মরণ নাহি শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দ-স্রোত চলেছে প্রবাহি।
যাও রে অনন্তধামে অমৃত-নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে।
দেব-ঋষি রাজ-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে একতানে।
যাও রে অনন্তধামে জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্য-কিরণে।
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান্,
যাও বৎস যাও সেই দেব-সদনে।

*[প্রভাতী. একতালা]

১২০৫ বিশ্বভুবনে খুঁজি তাহারে, কোথাও না পাই।
দেখি তোমার মাঝারে মম প্রিয়ধন, (যবে) তোমার পানে চাই।

---

*"রে" স্থানে "সে", এবং "বৎস" স্থানে "বৎসে, দেব, দেবি, পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি," প্রভৃতি পদ বসাইয়া নানা আত্মীয়ের বিয়োগে এই সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়।

যার তরে প্রাণ কাঁদে অবিরত, কোথাও দেখি না তাহারে
চারিদিকে দেখি কেবলি আঁধার, আমার শূন্য সংসারে।
(যখন) আলোক নিয়ে প্রবেশ' হে তুমি,
হৃদয়-কুটীরে, হে হৃদয়-স্বামী,
(আমি) সব ভুলে যাই, অনিমেষে দেখি সুন্দর তোমারে ;
আমার ধন ল'য়ে, হে পরম ধন, আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
(অন্তর-বাহিরে, ইহ-পরলোকে)।

[ভৈরবী, একতালা]

১২৭৬ তাঁরে রেখো রেখো তব পায়,
যেথা ভবের জ্বালা জুড়ায় হে, ভবের জ্বালা জুড়ায়।
যেথা জরা নাহি আসে, মরণ নাহি গ্রাসে, শোক তাপ দূরে যায়,
সেই শীতল অমৃত ছায়।
তিনি সবারে তাজিয়ে তোমারে খুঁজিয়ে ফিরেছেন ধরামাঝে ;
তাঁরে বিষয়-বাসনা ভুলায়ে রত করিলে তোমারি কাজে।
এবে করমে ধন্য, ধরমে পুণ্য, ফুরাল সে জীবন ;
আজি অনাথ মোদের কর কর তব কল্যাণ বিতরণ !
তার শেষ সাধ ছিল "বাড়ী যাব", হল পূর্ণ সে আকিঞ্চন ;
ও গো জগত-জননি, লভিলেন তব শান্তির নিকেতন।

[সুরট-মল্লার, কাওয়ালি] (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনে রচিত)

১২০৭ দেখ্‌ব তোমার অতুল মাধুরী ;

অসীম অম্বর, লোক-লোকান্তর, রেখেছ প্রেমে আবরি।

তুমি চির-নায়ক, প্রতিপালক, অনন্তজীবনধন ;

তোমার উদ্যানে তোমার সন্তান, ফুটিয়া উঠিছে কুসুম-রতন ;

(আজি) দুঃখ অবসান, পুলকিত প্রাণ, সে শোভা নেহারি !

দুখের নিশীথে নিরঞ্জন তোমার দেখেছি মুখের শোভা ;

ভুলিতে কি পারি ! জাগিছে ও-মুখ হৃদয়ে রজনীদিবা !

মরণ-মাঝারে অমৃত তুমি, শ্মশানে সুন্দর হরি।

[টোড়ি, একতালা]

১২০৮ তবু তোমারে ডাকি বারে বারে ;

কত যে পেতেছি ব্যথা না বুঝে তোমারে।

জানি না কেন যে দাও, কাঁদায়ে ফিরায়ে নাও,

তুমি ত ভোলনা, বিধি, নয়ন-আসারে !

বল হে কবে জানিব শ্মশানেতে তুমি শিব ;

তোমারে সুখে বরিব দুঃখের মাঝারে।

বুঝেছি সুখ যে মায়া, বুঝাও, দুখও যে ছায়া,

তুমি যে রয়েছ সুখ-দুঃখের ওপারে।

মনে হয় তব কাছে সব হারাধন আছে,

তাই ত এসেছি হে নাথ তোমার দুয়ারে।

[সিন্ধু-কাফি]

অনন্ত জীবন, অমৃতধাম, অমর প্রেম।

১২৩৯ জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর কিনারে, হে প্রভু!
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আসি তব অমৃত-দুয়ারে, হে প্রভু!
জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে;
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হ'তে আলোকে,
জীবন হ'তে নিয়েছ নবজীবনে, হে প্রভু!
জানি হে নাথ পুণ্য পাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ন-সমুখে, হে প্রভু!
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিনরজনী,
সকল পথে বিপথে সুখে অসুখে, হে প্রভু!
জানি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশ-ভয়-পাথারে;
এমন দিন আসিবে, যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মত তুলিয়া লবে তাহারে, হে প্রভু!
[ভৈরবী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১।১৭৩]

১২১০ আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ-দহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে !
তবু প্রাণ-নিত্য-ধারা, হাসে সূর্য্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।
তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে, কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে ;
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।

[ললিত বিভাস, একতালা]

১২১১ কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয় ?
জয় অজানার জয়!
এই দিকে তোর ভরসা যত, ঐ দিকে তোর ভয় !
জয় অজানার জয় !
জানা-শোনার বাসা বেঁধে কাট্‌ল তো দিন হেসে কেঁদে,
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয় ! জয় অজানার জয়!
মরণকে তুই পর করেছিস্, ভাই,
জীবন যে তোর ক্ষুদ্র হ'ল তাই।
দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতই ধরে,
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময় ? জয় অজানার জয় !

[গীত-পঞ্চাশিকা ১০৪]

১২১২ শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বল্‌বে?
আঘাত হ'য়ে দেখা দিল, আগুন হ'য়ে জ্বল্‌বে।
সাঙ্গ হ'লে মেঘের পালা, সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হ'লে নদী হ'য়ে গল্‌বে।
ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার, যায় চ'লে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টু'টে আপনি নূতন উঠ্‌বে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে, মরণে ফল ফল্‌বে।

[গীতলেখা ২।১২]—২৮ ভাদ্র ১৩২১ বাং (১৯১৪)

১২১৩ দীর্ঘ জীবন-পথ, কত দুঃখ তাপ, কত শোক-দহন!
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান।
খুলে রেখেছেন তাঁর অমৃতভবন-দ্বার;
শ্রান্তি ঘুচিবে, অশ্রু মুছিবে. এ পথের হবে অবসান।
অনন্তের পানে চাহি, আনন্দের গান গাহি,
ক্ষুদ্র শোক-তাপ নাহি নাহি রে;
অনন্ত আলয় যার, কিসের ভাবনা তার,
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হব না রে ম্রিয়মাণ।

[আসোয়ারী, ঝাঁপতাল]

১২১৪ অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায়, তাহা যায় ;
কণাটুকু যদি হারায়, তা ল'য়ে প্রাণ করে হায় হায় !
নদীতট সম কেবলি বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায় !
যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে, সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে,
তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয় তব মহা মহিমায়।
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, হারায় না কভু অণু পরমাণু,
আমারি ক্ষুদ্র হারাধন গুলি রবে না কি তব পায় ?
[মিশ্র ছায়ানট. একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৩২]

১২১৫ তোমার অসীমে প্রাণ মন ল'য়ে যত দূরে আমি ধাই,
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই !
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ, আপনার পানে চাই !
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
'নাই নাই' ভয়, সে শুধু আমারি, নিশি দিন কাঁদি তাই !
অন্তর-গ্লানি, সংসার-ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই।
[বেহাগ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৫১]

১২১৬ অনন্ত ভুবনে, সত্য-নিকেতনে,
হের বিরাজিত প্রেম-পরিবার ;
ইহ পরলোকে দ্যুলোকে ভূলোকে নাহি ব্যবধান, সব একাকার।

যাহাকে বলি 'নাই নাই নাই,' তাহার দেখা সেথানে পাই,
নিত্যলোক-মাঝে সবায় বিরাজে,
কে যাবে? সেথা অবারিত দ্বার!
আশার পুলকে পুলকিত প্রাণ,
সে দেশের মোরা পেয়েছি সন্ধান,
তাঁহারই কৃপায় যাইব সেথায়, খুলেছেন পিতা অমৃতের দ্বার।

[ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

১২১৭ কেন দেব, মোহ-মুগ্ধ অন্ধ দুনয়ন,
মরণে বিচ্ছেদ ভাবি কাঁদ অকারণ!
মরণ নহে ত পর, জীবনের রূপান্তর,
সলিলের রূপান্তর জলদ যেমন।
অবস্থার ভেদাভেদে, জন্মমৃত্যু অবিচ্ছেদে,
মানব-শিশুরে ল'য়ে খেলিছে নিয়ত;
আঁধার হইতে এসে, তাই সে যেতেছে ভেসে
আলোকে লভিতে চির আনন্দ-ভবন।
সিন্ধু-ক্রোড়ে ফুটি ধীরে, ডুবে যায় সিন্ধুনীরে,
নীহার-কণিকা যথা, তেমনি সবাই,
তোমাতে উদ্ভূত হয়, তোমাতেই পায় লয়,
মৃত্যু যে গো চির-শান্তি, নূতন জীবন।

[ললিত, আড়া]

১২১৮ কেন তোমায় ভুলি দয়াময় !

তুমি বট হে পাপী তাপী সাধু সবার অনন্ত জীবনাশ্রয়।
গর্ভ হ'তে যেমন ধরায়, ধরা হ'তে পুনরায়,
ল'য়ে স্নেহে রাখ সবায়, এতে কি আছে সংশয় !
এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও তেমন,
পরকালে স্নেহ-কোলে রহে তব সমুদয়।

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, একতালা]

১২১৯ জননীর ক্রোড়ে আছে দিব্য দুই স্থান,

ইহলোক পরলোকে নাহি কোন ব্যবধান।
ইহলোকে কান্না হাসি, পরলোকে শান্তিরাশি,
না বুঝে জীব দিবানিশি মরণে গায় শোকের গান।
ভবলীলা সাঙ্গ হ'লে, সবে কোথা যাবে চ'লে,
ঘুচে যাবে শোক তাপ, জুড়াবে তাপিত প্রাণ।
অমরগণ-কাছে সেথা শুনিব অমৃত কথা,
ভাসিব আনন্দ নীরে, করব মায়ের নাম গান।

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল]

১২২০ কত যে করুণা দীন মানবে, প্রভু,

ভুলিতে পারি না, নাথ ; ভুলিতে কি পারি কভু !
সৃজিয়ে যবে আত্মারে পাঠাও এ মহী-মাঝারে,
কত যত্নে রাখ তারে, শৈশবে বাঁচায়ে হে !

দিয়ে বুদ্ধি জ্ঞান বল, স্বাধীনতা সম্বল,
খেলাও ভবের খেলা, ও হে দয়াল বিভু!
ভব লীলা হ'লে শেষ, ও হে ভক্ত-হৃদয়েশ,
প্রসারি স্নেহের কর লও হে অমৃত-কোলে।
যাচি আজি ভিক্ষা এই, ও উদার সদাব্রতে,
স্থান দাও দীন আত্মাকে ও শীতল চরণে, প্রভু।

[পাহাড়ী, জলদ তেতালা]

১২২৬ কে বুঝিবে কত করুণা তোমার।
বরষিছ কত দয়া জীবনে মরণে,
মরণেও অন্ত নাহি তার!
সৃজিয়ে শিশু-আত্মারে, পাঠালে ভব-মাঝারে,
বিকাশ করিলে ক্রমে তার;
ধর্ম্ম জ্ঞান বল দিলে, কত সুখ বিতরিলে,
প্রভু, তব করুণা অপার!
দয়া ক'রে দেখা দিলে, কত আশা বাড়াইলে,
তব দয়া বর্ণিতে না পারি;
মরিলেও নাহি মরি, এ কি করুণা তোমারি,
অন্তে লও ক্রোড় প্রসারি।

[রামকেলি, কাওয়ালি]

১২২২ চল সেই অমৃত ধামে, চল ভাই যাই সকলে,
নাহি যথা ব্যবধান ইহকাল পরকালে !
ঘুচিবে ভয় ভাবনা, না রবে ভব-যাতনা,
নিরাপদে সুখে বাস করিব পিতার কোলে।
সেখানে নাহি ক্রন্দন, শোক তাপ প্রলোভন,
প্রেমানন্দে ভাসে সবে শান্তি-সলিলে ;
অনন্ত জীবন স্রোত, নিরন্তর প্রবাহিত,
প্রেমের লহরী তাহে খেলে আশার হিল্লোলে।
যথায় সাধকগণে, প্রাণযোগ সাধনে,
আছেন মগন হ'য়ে জীবন-জলধি-জলে ;
প্রাণাধার পরমেশ্বরে, আত্ম-সমর্পণ ক'রে,
অমর হয়েছেন তাঁরা ব্রহ্মকৃপা-বলে।

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]—১ বৈশাখ ১৭৯৫ শক (১২ এপ্রিল ১৮৭৩)

১২২৩ চল সে অমৃত-ধামে শান্তি-হারা নরনারী,
শীতল হবে যদি, চল সবে ত্বরা করি।
যেখানে নাহিক শোক, নাহি পাপ নাহি দুখ,
আনন্দ-সমীরণ বহে যথা স্নিগ্ধকারী।
খোল হৃদয় দুয়ার, ঘুচিবে সব আঁধার,
তাঁর পুণ্য-আলোকে-ভাসিবে দিবাশর্ব্বরী।

প্রেমসিন্ধু-সলিলে, মগন না হইলে,
পাবে না শান্তি-সুধা সুমিষ্ট চিত্তহারী।
প্রাণসখারে ভুলে কার প্রেমে মজিলে ?
হায়, পান না করিলে সে প্রেম-বারি !

[পিলু, পোস্ত]

১২২৪ অক্ষয় আনন্দধামে চল্ রে পথিক মন,
পাইবে শাশ্বত সুখ, জুড়াবে দগ্ধ জীবন !
সে বড় পবিত্র দেশ, নাহি পাপ তাপ লেশ,
প্রেমানন্দ সমাবেশ, সকল শোক ভঞ্জন !
(তথা) শান্তি নামে পুণ্যনদী বহিতেছে নিরবধি,
রবে না মনের ব্যাধি করিলে অবগাহন !
অজস্র অমিয়-সুধা বাঞ্ছা পূরে পাবে সদা,
ঘুচিবে আত্মার ক্ষুধা সে সুধা করি সেবন।
(তথা) নিত্যানন্দ নিত্যোৎসব, অনন্ত পূর্ণ বৈভব,
অপ্রাপ্য অভাব সব তখনি হবে পূরণ।
সদাব্রত তৃপ্তি-অন্ন, লালসা থাকে না অন্য,
সেবনে কামনা পূর্ণ, চিদানন্দ উদ্দীপন।

[ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

১২২৫ ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম অপূর্ব্ব শোভন,
ভব-জলধির পারে, জ্যোতির্ম্ময় !
শোক-তাপিত জন সবে চল, সকল দুখ হবে মোচন ,
শান্তি পাইবে হৃদয়-মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত-লোচন কি অমৃত-রস-পানে ভুলিল চরাচর !
কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ বিমল বিভু-গুণ-বন্দনা ..
কোটি চন্দ্র তারা উলসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম !

[সিন্ধু বিজয়, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২১০ (পরিবর্ত্তিত আকারে)]

১২২৬ জীবন মরণে তুমি নিকটে আছ, শঙ্করী,
ও মা শান্তিপ্রদায়িনী দয়াময়ী ক্ষেমঙ্করী !
বসি মোহ-অন্তরালে, ইহকালে পরকালে
অমর সাধু সকলে রয়েছ মা কোলে করি।
যোগেতে জীবিত হ'য়ে, সাধু বন্ধুগণে ল'য়ে,
থাকিব অনন্তকাল তব পদ হৃদে ধরি ;
পাসরিব ভবতাপ বিরহ শোক বিলাপ,
হেরিব অমৃতধামে প্রিয় জনে প্রাণ ভরি।

খাম্বাজ, ঝাঁপতাল]

১২২৭ শুদ্ধমনে জয় জয় ব্রহ্ম বল।

জয় জয় ব্রহ্ম বল, দয়াল বল, তাপিত প্রাণ কর শীতল।

ব্রহ্মনাম মহামন্ত্রে আঁধার ঘুচিল,

ব্রহ্মযোগে জীবন মরণ একাকার হ'ল। (জয় জয় ব্রহ্ম বল)

জীবনের ব্রত সাধিয়ে যারা আগে গেল,

(তারা) ব্রহ্মনামে, দিব্যধামে, নবজীবন পেল। (জয় জয় ব্রহ্ম বল)

(সেই) ব্রহ্ম বলে বলী হ'য়ে, ব্রহ্মধামে চল;

(ওরে) "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" সবে মিলে বল। (জয় জয় ব্রহ্ম বল)

[কাওয়ালি. কোলন। সুর. "হরি ব'লে দেবগণে নাচে"]

১২২৮ চল চল ভাই, যার কাছে যাই, নাচি গাই প্রেম ভরে। (গিয়ে)

অমর ভবনে দেব দেবী সনে হেরি তাঁরে প্রাণ ভ'রে।

থাকিব না আর মোরা ইন্দ্রিয়-গ্রামে,

যোগবলে প্রবেশিব চিদানন্দ ধামে;

(আর র'ব না, র'ব না, দেহপুরবাসে)

(মোদের) সেই জন্মস্থান, হেথা অবস্থান কেবল দুদিনের তরে।

২ { মহা মিলন-সঙ্গীত গাইব সকলে,
বসি মা আনন্দময়ীর শ্রীচরণ-তলে;

(সুরে সুর মিলাইয়ে, এক হৃদয় হ'য়ে)

অনন্ত জীবনে, অনন্ত মিলনে, বিহরিব লোকান্তরে।

[কীর্তন. খয়রা]

১২২৯ কবে যাব নিজ নিকেতনে ! (হায়)

দেবলোকে প্রেমালোকে নিরখি মায়ের মুখ, পাসরিব সব দুঃখ,

লুটাইব মায়ের চরণে। (কবে)

বিদেশে প্রবাসে আর কতদিন

বেড়াইব পথে পথে যেন পিতা মাতা হীন,

নিরাশ্রয় নিঃসম্বল পরাধীন, রোগে শোকে বিষাদে হ'য়ে মলিন,

(আহা) বাড়ী গিয়ে মা'র হাতে, ভাই ভগিনীর সাথে,

করিব অমৃত পান পরম আনন্দ মনে।

[আলাইয়া. কাওয়ালি]

[প্রেম অমর]

১২৩০ প্রেম কি কভু বিফলে যায় ? প্রেমের মরণ নাই রে ধরায়।

যেখানে যে প্রেম দিয়েছ, লেখা আছে মায়ের খাতায় ;

বিন্দু প্রেমের মূল্য কত ! ল'য়ে যাবে তাঁর দরজায়।

যেখানে যে প্রেম পেয়েছ, খাঁটি ব'লে জেনো রে তায় ;

প্রেমে সব বেঁচে আছে, প্রেমের স্মৃতি হৃদয় জুড়ায় !

প্রেমিকের প্রেম কখনো কি পরলোকে গেলেই ফুরায় ?

নিত্য নূতন হ'য়ে সে যে আলিঙ্গন করিবে তোমায়।

চোখের দেখা নাই ব'লে ভাই কেন বৃথা খেদ কর, হায়,

মায়ের প্রেমে আছে সে প্রেম, সন্দেহ কি আছে রে তায় !

[রামপ্রসাদী সুর]

শোকার্ত্তের নিবেদন।

১২৩১ দীননাথ, প্রেমসুধা দাও হৃদে ঢালিয়ে।
তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে, রাখে কে নিবারিয়ে!
তব প্রেম-নীরে, আহা, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে,
উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে।
অমৃত-ধার মুক্তি-জনন সেই প্রেম জানিয়ে,
যাচি নাথ বিন্দু তার শোক-দগ্ধ অন্তরে;
সংসার ঘোর ছাড়ি আর বিপদ-জাল কাটিয়ে,
জুড়াব প্রাণ পরম-সখা, তোমার প্রেম গাইয়ে।
[গৌড়ি, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১২৮]

১২৩২ যখন ভেবে চিন্তে দেখি,
(দেখি) আমার বল্‌তে আমার তোমা বিনা আর কেউ নাই।
যত মহামূল্য ধন, প্রাণ-প্রিয় জন, তোমারে হারালে সব হারাই।
তৃষিত হৃদয় কাতর হইয়ে, দাঁড়ায় কোথায় তোমারে ছাড়িয়ে?
আপনার ব'লে তুলে নিতে কোলে তোমা বিনে আর কারেও না পাই।
(প্রভু) ইহলোক তুমি, পরলোক তুমি, চির বাসস্থান, চির জন্মভূমি,
(যত) আত্মীয় স্বজন, হারান রতন, একাধারে প্রভু তোমাতে পাই।
তুমি সুখ শান্তি শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, তুমি চিন্তামণি, ভবের ভাবনা,
নিরাশের আশা, তুমি ভালবাসা, তোমাতেই মোরা প্রাণ জুড়াই!
[মুলতান, একতালা]

১২৩৩ সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই !
চৌদিকে বিষাদ-ঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে,
তোমার আনন্দ-মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই !
ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায় ;
তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃত-মূরতি রাজে,
মৃত্যু-শোক পরিহরি ওই মুখ পানে চাই !
তোমার আশ্বাসবাণী শুনিতে পেয়েছি, প্রভু,
মিছে ভয়, মিছে শোক, আর করিব না কভু ;
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব,
তোমার অভয়-কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই !

[আলাইয়া, আড়াঠেকা]

১২৩৪ জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে !
হোক্ তব ইচ্ছা পূর্ণ, সুখ দুঃখের ভিতরে ।
বিচ্ছেদে মিলনে, জীবনে মরণে, তোমার ইচ্ছার জয় হেরি নয়নে ;
কর নিত্য নব বেশে খেলা দাসের অন্তরে।
সম্পদে বিপদে, বিষাদে আনন্দে,
রোগে শোকে চিরদিন আছি ও-পদে,
হাসি কাঁদি তোমার রঙ্গ দেখে, যোগানন্দ ভরে ।

[কীর্ত্তন, খেমটা]

১২৩৫ দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে ;
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করি ধরিব হে !
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী, তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে প্রভু চরণ ধরি মরিব হে !
যেমন ক'রে দাও না দেখা, তোমারে নাহি ডরিব হে !
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে ;
বাজিছে বুকে, বাজুক্, তব কঠিন বাহু-বাঁধনে হে !
তুমি যে আছ বক্ষে ধ'রে, বেদনা তাহা জানাক্ মোরে ;
চাব না কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে ;
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে ।

[মিশ্র ইমনকল্যাণ, ঝম্পক । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৪০]

১২৩৬ শোক-সন্তাপ-নাশন, চির মঙ্গল-নিদান ;
আজি তাঁরি পদে কর মন প্রাণ সমর্পণ ।
ঘুচিবে শোক-যাতনা, পাইবে প্রাণে সান্ত্বনা,
হৃদয়-জ্বালা জুড়াইবে, পেলে তাঁর দরশন ।
ইহ পরলোকে যিনি করুণাময়ী জননী,
প্রেম-ক্রোড় প্রসারিয়ে করিছেন আবাহন,
শোকী তাপী যে যেখানে, পড় তাঁর শ্রীচরণে,
শান্তিজলে শোক তাপ হবে সব নিবারণ ।

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

১২৩৭ অপরূপ লীলা তব, ও হে লীলাময় !
জনম মরণ নাথ (হয়) তোমার ইচ্ছায়।
এই সুখদুঃখময়, সবে রাখিয়ে ধরায়,
হাসায়ে কাঁদায়ে কর লীলা, লীলাময় !
রোগ শোক দুখ সুখের মাঝে যেন দেখি হে তোমায়।
(যেন গাই হে তোমার জয়, ও হে দয়াময় হে)
নাথ, তোমার ইচ্ছায় কর যাহা ভাল হয়,
কি আর বলিব তোমায়, ও হে প্রেমময় !
(কেবল) শুনে তোমার অভয় বাণী, (আমি) গেয়ে যাব জয়।
ভবের খেলা হ'লে সায়, কত স্নেহে দয়াময়,
হাতটি ধ'রে নিয়ে রাখ অভয়পদ-ছায় ;
(তুমি) ইহ পরকালের সাথী, চির জীবন-আশ্রয়,
(আমার অনন্ত আশ্রয়)।

[কীর্ত্তন, খেমটা। সুর, "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে"]

১২৩৮ শোকে মগন কেন জর্জ্জর বিষাদে,
ভ্রমিছ অরণ্যমাঝে হ'য়ে শান্তিহারা !
যাঁর প্রীতি-সুধার্ণবে, আনন্দে রয়েছে সবে,
তাঁর প্রেম নিরখিয়ে মুছ অশ্রুধারা।

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৫৯]

১২৩৯ (তুমি) আপনি কোলে লবে ব'লে,
সকলের কোল কর ছাড়া !
সবাই যখন দেয় গো ফেলে, (তখন) তুমি এসে দাও মা ধরা !
সবার কথা ঠেলে ফে'লে, তোমার কথায় যে জন চলে,
(তুমি) আপনি এসে কোলে তুলে, মুছায়ে দাও অশ্রুধারা।
অনন্ত প্রেম-আলিঙ্গনে, অনন্ত-স্নেহ-চুম্বনে,
অনন্ত মধুর সান্ত্বনে, (তারে) ক'রে রাখ আত্মহারা।
[ভৈরবী, টিমেতেতালা]

১২৪০ ওগো মেরেছ মেরেছ করেছ ভাল,
(তোমার) প্রেমের তুলনা নাই।
মোরে শোকের আঘাতে ক'রে জরজর, রাখিবে আপন ঠাঁই।
আমি মোহ-ঘোরে তোমায় ছিনু ভুলে,
তুমি কশাঘাত ক'রে জাগালে তাই।
আমি ভেবেছিনু মনে, ঐহিকের সুখ হবে না ক অবসান .
তুমি প্রাণের পুতলি করিয়া হরণ, করিলে গো চক্ষুদান !
আমি মরণ ভুলিয়ে জীবন লইয়ে, ছিনু ব্যস্ত অনুক্ষণ ;
তাই, ইহ পরকালে নব পরিবার করিলে তুমি রচন।
করি এ মিনতি, যে যেখানে থাকি,
যেন তোমাতে সকলে জীবন পাই, (দেহী বিদেহী সবে)।
[কীর্ত্তন]

১২৪১ ভেঙ্গেছ ভেঙ্গেছ, ভালই ক'রেছ আমার সুখের ঘর !
পেয়েছি, নয় পাব, সয়েছি, নয় স'ব, আরো দুঃখ দুঃখের উপর !
সহজে যে জন হ'ল না তোমার, উচিত বিধান করিবে ত তার,
সে কেঁদে গ'লে যাক্, ধূলাতে লুটাক্, তুমি ত ছাড় না যারে ধর' !
পেতে দিলাম বুক চরণে তোমার, রাখিবে রাখ, মারিবে মার' ;
তোমার আঘাত হ'য়ে আশীর্ব্বাদ করিবে আমারে অমর !
আমার বলিতে কিছু না রাখিবে, পথের ভিখারী ক'রে ছেড়ে দিবে !
(তবু) কিছু কি বলিব ? আর কি কাঁদিব ?
(তুমি) ক'রে যেও, যা ইচ্ছা কর'।

[মূলতান, একতালা]

১২৪২ তোমা লাগি নাথ, জাগি জাগি হে,
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।
সকলে চ'লে যায় ফেলে, চির-শরণ হে,
তুমি কাছে থাক, সুখে দুখে নাথ, পাপে তাপে ; আর কেহ নাহি।

[পূরবী, চৌতাল]

১২৪৩ কি দিব তোমায় !
নয়নেতে অশ্রুধারা, শোকে হিয়া জর জর হে !
দিয়ে যাব হে তোমারি পদতলে আকুল এ হৃদয়ের ভার।

[আসোয়ারী, আড়াঠেকা]

১২৪৪ প্রভু দয়াময়, কোথা হে দেখা দাও,

বিপদ মাঝে বল কারে ডাকি আর! তুমিই এক মম ভরসা।

প্রিয়জন একে একে কে কোথা চ'লে যায়, একেলা ফেলি আঁধারে;

শূন্য হৃদয় মম পূর্ণ কর নাথ, পুরাও এই আশা।

[রামকেলি, কাওয়ালি। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৮৩৭ শক]

১২৪৫ দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই,

কেন গো একেলা ফেলে রাখ!

ডেকে নিলে ছিল যারা কাছে, তুমি তবে কাছে কাছে থাক।

প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়, রবি শশী দেখা নাহি যায়,

এ পথে চলে যে অসহায়, তারে তুমি ডাক, প্রভু, ডাক।

সংসারের আলো নিভাইলে, বিষাদের আঁধার ঘনায়,

দেখাও তোমার বাতায়নে চির-আলো জ্বলিছে কোথায়;

শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই, পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই,

অসীম প্রেমের উৎস কই, আমারে তৃষিত রেখো না ক।

কে আমার আত্মীয় স্বজন, আজ আসে কাল চ'লে যায়!

চরাচর ঘুরিছে কেবল, জগতের বিশ্রাম কোথায়?

সবাই আপনা নিয়ে রয়, কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়!

সংসারের নিরাশ্রয় জনে, তোমার স্নেহেতে, নাথ, ঢাক।

[টোড়ি, ঝাঁপতাল]

১২৪৬ (ক) জীবনের জীবন হরি আমার, সদা সঙ্গে আছ হে।
(বিপদে সম্পদে, সজনে বিজনে, জীবনে মরণে,
বিদেশে স্বদেশে, ইহ পরলোকে) সঙ্গে সঙ্গে আছ হে,
প্রাণের প্রাণ হ'য়ে।
আমি যথা থাকি যথা যাই, পিতা, সর্ব্বত্রে তোমারে পাই,
(তুমি সর্ব্বব্যাপী)।
বিপদ ভয়ে যবে ভীত হই, তুমি বল' আমায় "মাভৈ মাভৈঃ",
(অভয় দিয়ে)।
যখন ভুলে থাকি মায়ার ঘোরে, (সংসার কোলাহলে)
তখন জাগাইয়ে দাও মোরে ("আমি আছি আছি" ব'লে)।
যখন চিতানলে সবে দিবে ফেলে,
তখন লবে তুমি কোলে তু'লে (মায়ের মত)।
আমার ভবলীলা সাঙ্গ হ'লে, আমি তোমার সঙ্গে যাব চ'লে,
(লোক-লোকান্তরে, হরিবোল ব'লে হে)।
(খ) ও হে অনন্ত প্রেমবন্ধনে, বাঁধা আছি তোমা সনে,
তুমি চিরজীবন-আশ্রয় হে ; (সজ্ঞানে অজ্ঞানে)
ছাড়িলে আমি তোমারে, তুমি ছাড় না আমারে,
স্মরি দয়া উথলে হৃদয় হে !
(গ) হায়, কেন মন মজিল না !
(হরি-প্রেমরসে রে, দেবতার দুর্লভ ধনে রে)

[কীর্ত্তন। (ক) লোফা ; সুর, "একবার এস হে"। (খ) দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (গ) কাটা সওয়াল]

১২৪৭ বল হে বিধাতা, গুরু জ্ঞানদাতা,
ব'লে দাও কাণে কাণে, (দিব্যজ্ঞানে)
কেন মৃত্যুশোকে শেল হানে বুকে,
দেয় মর্ম্মব্যথা প্রাণে ? (এত সুখের সংসারে)
তোমার শাসন নিগূঢ় নিয়ম,
কেমনে বুঝিব, হরি ! (তুমি ভাঙ্গ গড় দিবানিশি)
নিত্য নব নব, লীলা খেলা তব,
দেখে দেখে কেঁদে মরি ! (বুঝিতে নারি)
কত গুণবান মানব সন্তান, দেখা দিয়া ধরাতলে,
(আহা ! রূপে গুণে মুগ্ধ ক'রে)
তোমার ইঙ্গিতে, দেখিতে দেখিতে কোথা গেল, হায়, চ'লে !
(জগৎ আঁধার ক'রে)।
এ জীবন যৌবন, বুঝিনু এখন, সিন্ধুনীরে বিম্ব প্রায় ;
(এই আছে আর এই নাই হে)
কাল-স্রোতে ভাসি, ধীরে ধীরে আসি,
অনন্তে মিশায়ে যায় ! (নয়নান্তরালে)
তুমি ধ্রুব সত্য সংসার অনিত্য,
এই সত্য শিখাইতে, (অন্ধ জীবগণে)
জীবনের মাঝে, মরণ বিরাজে,
অলক্ষিতে পৃথিবীতে। (প্রতি ঘরে ঘরে)

[কীর্ত্তন, খয়রা ; সুর, "ধন্য সেই জন"]

অষ্টম অধ্যায়।

দৈনিক জীবন, পরিবার, মানব-পরিবার, ধর্ম্ম-পরিবার, দেশ, জগতের দুঃখ, জগতের সঙ্গে মিলন।

—:*:—

দৈনিক জীবন ও কর্ত্তব্য।

১২৪৮ প্রতিদিন আমি হে জীবন-স্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
করি যোড় কর, হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
তোমার অপার আকাশের তলে বিজনে বিরলে হে,
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে কর্ম্ম-পারাবার-পারে হে,
নিখিল ভুবন লোকের মাঝারে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
তোমার এ ভবে মম কর্ম্ম যবে সমাপন হবে হে,
ও গো রাজ-রাজ, একাকী নীরবে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
[কাফি, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১১১]

১২৪৯ নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে, ও গো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি।
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে, তোমার চরণে নমিয়া পুলকে,
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম্ম তোমারে সঁপিব, স্বামী।

দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে, ভেবে রাখি মনে মনে,
কর্ম্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে ;
দিন-অবসানে ভাবি ব'সে ঘরে, তোমার নিশীথ বিরাম-সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নামি।

[বাগেশ্রী, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১০০]

১২৫২ হে সখা মম হৃদয়ে রহ।
সংসারে সব কাজে, ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহ।
নাথ, তুমি এস ধীরে, সুখ দুখ হাসি নয়ন-নীরে,
লহ আমার জীবন ঘিরে।

[ছায়ানট, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৬১ ; গীত পরিচয় ১।১১]

১২৫৩ আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার-কাজে।
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো, অন্তর-মাঝে।
হৃদয়-দেবতা রয়েছ প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে!
সব কলরবে সারা দিনমান শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে ;
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্ম্মে সকল মননে,
সকল হৃদয়-তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে।

[বিভাস, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২০০ ; বৈতালিক ২৩]

১২৫২ প্রথম প্রভাতে স্মরণ করি গো তোমারেই ভগবান্।
দিবসের মাঝে সাথী হ'য়ে থেকো, করিও পরিত্রাণ।
বাক্য মোদের মধুময় হোক্, চিন্তা মোদের পবিত্র হোক্,
কার্য্য মোদের মঙ্গল হোক্, হোক্ হোক্ কল্যাণ।
কারো মনে যেন ব্যথা নাহি দিই, কারো প্রাণ যেন হরিয়া না নিই,
সকলেরে যেন আপনার ভেবে ভালবাসি, ঢেলে প্রাণ।
দিও তুমি প্রভু এ দেহে শকতি, হৃদয়ে দিও গো অচলা ভকতি,
কল্যাণে যেন রহে সদা মতি, এ মিনতি দিন-যাম।
[ভৈরবী, একতালা। ভোরের পাখী, ৪৬]

১২৫৩ দেবতা, আসিলাম চরণে তোমার !
এই সুপ্রভাতে পিতা লও প্রীতি-উপহার।
এই সুপ্রভাতে পিতা দাও গো কর্ত্তব্য-ভার।
সারাদিন যেন সবে হ'য়ে নিষ্ঠাপূর্ণ-মন,
তোমার ইঙ্গিতে পিতা চলি মোরা অনুক্ষণ।
নিকটে নিকটে থেকো, বিপথে পড়িলে রেখো,
শুনায়ো সতত প্রাণে অভয় বাণী তোমার।
দেবতা, প্রণমি গো চরণে তোমার !
[সুর, "ব্রহ্মনাম বদনেতে বল অবিরাম"]—৭ নভেম্বর ১৯০৩

১২৫৪ সদা থাক আনন্দে সংসারে, নির্ভয়ে নির্ম্মল প্রাণে !
জাগ প্রাতে আনন্দে, কর কর্ম্ম আনন্দে,
সন্ধ্যায় গৃহে চল হে আনন্দ-গানে।

সঙ্কটে সম্পদে থাক কল্যাণে, থাক আনন্দে নিন্দা অবমানে,
সবারে ক্ষমা করি থাক আনন্দে,
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তিরস-পানে।

[খট্‌, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৭৭]

গৃহ, পরিবার।

[গৃহপ্রবেশ, গার্হস্থ অনুষ্ঠান, পারিবারিক উৎসব, প্রভৃতি নবম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

১২৫৫ অপরূপ তব রীতি !

অতুল যতনে অশেষ বিধানে পালিছ মানবে, ও হে গৃহপতি।
অপরূপ তুমি সৃজিলে সংসার, মোর লীলাভূমি, শিক্ষার আগার ;
সুখে দুঃখে রাখি, কাছে কাছে থাকি, কল্যাণের পথে করিছ নিয়তি।
প্রতি উষাকালে প্রিয়জনমুখ হেরিয়া হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত সুখ ;
প্রতি মুখ-ছবি প্রতি নব রবি ঢালিছে নয়নে তব প্রেমজ্যোতি।
পূজনীয় মোর গুরুজন যত, তাঁদের প্রভাবে হৃদয় উন্নত,
হইলে কঠিন জীবনের পথ, তাঁদের চাহিয়া বাড়িছে শকতি।
জাগাতে নিষ্কাম সেবা-অভিলাষ, টুটিতে আত্মার স্বার্থ-সীমা-পাশ,
প্রতি দেব-ভাব করিতে বিকাশ, শত বিধি তব সুকোমল অতি।
তুচ্ছ প্রীতি মোর যবে ছুটে ধায়, তোমার প্রেমের কূল নাহি পায়,
কর হে আকুল জানিতে তোমায়, হইতে তোমারি, ওহে চিরগতি।

[খট্‌ ভৈরবী, একতালা। সুর, "তুমি বিপদ ভঞ্জন দয়াল হরি"]—১৫ আগষ্ট ১৮৯৫

১২৫৬ তোমার মত' কে আছে আর এ সংসারে !
(এমন) করুণা কে আর ক'র্‌তে পারে !
হ'য়ে জগতের জননী, করুণা-রূপিণী, আছ এই বিশ্ব কোলে ক'রে;
কি বা ধনধান্য-ভরা এই বসুন্ধরা,
রেখেছ সাজায়ে জীবের তরে ; (কত যতন ক'রে)
তুমি গৃহের দেবতা, মঙ্গল-বিধাতা, আছ বিরাজিত ঘরে ঘরে ;
কি বা অপরূপ শোভা, বালক বৃদ্ধ যুবা,
বেঁধেছ সকলে প্রেম-ডোরে। (তুমি মায়ের মত)
আমরা এই ভিক্ষা করি, ওহে দয়াল হরি,
সুখে দুঃখে যেন পাই তোমারে ;
তোমায় হৃদয়েতে রাখি, প্রাণ ভ'রে দেখি,
ডুবে থাকি তোমার রূপসাগরে। (চিরদিনের মত)
[বাউলের সুর, একতালা]

১২৫৭ শিশুর সুন্দর পবিত্র আননে, বিকশিত প্রফুল্ল কুসুমে,
তোমার মধুর রূপের কিরণ পড়িয়াছে, তাই এতই সুন্দর !
দম্পতীর মধুর প্রেমে, জননীর অপত্য-স্নেহে,
তোমার মধুর প্রেমের প্রবাহ ভাসাইয়া বিশ্বে বহে নিরন্তর !
কতই ভাবেতে ও হে প্রেমময়, প্রকাশিত সদা আছ বিশ্বময় ;
অন্ধ মোরা, তাই দেখিতে না পাই এমন প্রেমের লীলা তোমার !
[পরজ, একতালা]

১২৩৮ সংসার-মন্দিরে প্রতি পরিবারে
৫৯ করিছ বিরাজ, ওগো মা জননী!
পরম যতনে পুত্র-কন্যাগণে পালিছ আদরে দিবস-রজনী!
মহাশক্তি-রূপে নারীর হৃদয়ে, সুকোমল মাতৃভাব প্রকাশিয়ে,
করিলে মোহিত মানবের চিত (জননী গো),
তুমি দেখালে মূরতি ভুবন-মোহিনী!
প্রকৃতি মাধুর্য্য রসের আধার, স্নেহের প্রতিমা, প্রেমের অবতার,
তুমি মাতঃ সকলের মূলাধার, (দয়াময়ী গো)
সাধুভক্ত সন্তানের হৃদি-বিলাসিনী।

[বিভাস, একতালা]

১২৩৯ তোমার মধুর প্রীতি বহে শতধারে,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতি গৃহে পরিবারে।
প্রণয় কুসুম গন্ধে, তব প্রেম মকরন্দে,
মত্ত নরনারীবৃন্দে আনন্দে বিহারে।
মাতার স্নেহ-চুম্বনে, পিতার আলিঙ্গনে,
নব দম্পতীর নবজীবন আধারে,
তুমি প্রেমময় হরি, মধুর মূরতি ধরি,
করিছ সঞ্চার প্রেম বিবিধ আকারে।

[বেহাগ, ঝাঁপতাল]

১২৬৩ তোমারি প্রেমে, ও গো মা জননী,
রয়েছি সুখে দিবস রজনী।
আপদে বিপদে আছ সাথে সাথে, অশন বসন দাও নিজ হাতে ;
শয়নে স্বপনে গৃহে বাহিরে, তোমার দয়া বিনা কিছু নাহি জানি।
স্নেহ মমতা, সৌহৃদ প্রীতি, অবিরল ধারে ছুটে নিতি নিতি ;
ঘরে ঘরে বিরাজ', ও গো লীলাময়ী, কেমনে তোমার মহিমা বাখানি !
জীবন-পথে তুমি ভরসা, তুমি সাধনা, তুমি আশা ;
জ্ঞান ধ্যান, শিক্ষা দীক্ষা, অন্তরে তুমি বিবেক-বাণী।
[বিভাস ভজন]

১২৬৮ মরি কি সুন্দর সুখের সংসার, মা তোমার !
ল'য়ে পুত্র কন্যাগণে করিছ লীলা বিহার।
স্বর্গের কুসুম সম অনুপম মনোহর,
সুবিমল সুকোমল সুকুমার শিশুগণ
নীরস হৃদয়ে করে সহজে প্রেম সঞ্চার।
দারা সুত ধন দিয়ে রেখেছ মা ভুলাইয়ে,
সাজাইয়ে বিশ্ব পরিবার।
দিতে তব পরিচয়, সকলের অভ্যুদয়,
নয় মিছে মায়ার বিকার ;
কিন্তু সব হ'তে প্রিয়, তুমি পরমাত্মীয়,
তোমার মতন প্রিয়তম কেহ নাহি আর।
[খাম্বাজ, কাওয়ালি]

১২৬২ ধন্য ধন্য ধন্য তুমি, ধন্য করুণা-নিলয় !
কৃতজ্ঞতাভরে আজি প্রণমি তোমার পায়।
ভেসেছিনু আঁখি-জলে, তুমি তাহা মুছাইলে,
প্রেমে পাষাণ গলাইলে, জয় জয় প্রেমময় !
নাহি যার ছিল কেহ, দিলে তারে তব স্নেহ,
গৃহহীনে দিলে গেহ, গতিহীনে পদাশ্রয়।
গৃহ যদি দিলে মোরে, কর তবে দয়া ক'রে
এই গৃহপরিবার. তোমারি ভজনালয়।
তোমার আসন পাতি রাখ, প্রভু, দিবারাতি,
মম হৃদি (আর) এই গৃহ স্বর্গীয় শান্তি-আলয়।

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল]

১২৬৩ এস হে গৃহ-দেবতা ! এ ভবন পুণ্য-প্রভাবে কর পবিত্র !
বিরাজ', জননী, সবার জীবন ভরি, দেখাও আদর্শ মহান্ চরিত্র।
শিখাও করিতে ক্ষমা, কর হে ক্ষমা, জাগায়ে রাখ মনে তব উপমা,
দেহ ধৈর্য্য হৃদয়ে, সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত।
দেখাও রজনী-দিবা বিমল বিভা, বিতর পুরজনে শুভ্র প্রতিভা ;
নব শোভা-কিরণে কর গৃহ সুন্দর রম্য বিচিত্র।
সবে কর প্রেম দান পূরিয়া প্রাণ, ভুলায়ে রাখ সদা আত্মাভিমান,
সব বৈরী হবে দূর, তোমারে বরণ করি জীবন-মিত্র।

[আনন্দভৈরবী, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৮৫ ; বৈতালিক ৩১]

১২৬৪ কবে তব নামে রব আমি জাগি !
তব ধ্যানে, তব জ্ঞানে, প্রেমে হ'য়ে অনুরাগী।
সংসার হবে ধাম, জীবনে ধ্বনিবে তব নাম ;
তুমি হবে জীবনের প্রভু, (আমি) দাস হ'য়ে রব পদে লাগি !
[ধুন, কাওয়ালি]

১২৬৫ তব মঙ্গল কিরণে উজ্জ্বল কর গৃহ, সুন্দর হে !
তব প্রেম-পিঞ্জরে, রাখ চিরদিন তরে,
দেখো যেন নাহি যাই দূর দূরান্তরে ;
অমৃত-ফলদানে পাল' দীন জনে, শিখাও তোমার নাম মধুর হে।
[খাম্বাজ, কাওয়ালি]

১২৬৬ আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহ-দীপখানি জ্বালো হে।
সব দুখ শোক সার্থক হোক্ লভিয়া তোমারি আলো হে।
কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার মিলাবে ধন্য হ'য়ে ;
তোমারি পুণ্য-আলোকে বসিয়া সবারে বাসিব ভালো হে।
পরশমণির প্রদীপ তোমার, অচপল তার জ্যোতি,
সোনা ক'রে লবে পলকে আমার সকল কলঙ্ক কালো ;
আমি যত দীপ জ্বালিয়াছি তাহে শুধু জ্বালা শুধু কালী,
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে তোমারি কিরণ ঢালো হে।
[দেশ মল্লার, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৮২]

[স্বামী স্ত্রীর প্রার্থনা]

১২৬৭ প্রভু, যেন কভু সংসারে মজিয়ে তোমায় ভুলি নে !
চিরদিন সঙ্গী হ'য়ে থেকো জীবনে।
তব দয়া কি বলিব, কিরূপ উপমা দিব,
দেখালে যে কত কৃপা বাঁধি দুজনে !
শুভ ইচ্ছা সাধিবারে, বাঁধিলে হে এ প্রকারে,
চিরদিন বেঁধে রাখ এই বন্ধনে।
প্রণয়ে প্রাণ জুড়াবে, সুখ-ইচ্ছা দূরে যাবে,
আপনা পাসরি সুখী হব সেবনে।
তব দাস দাসী হব, সাধু কাজে সদা রব,
উভয়েরি এই ভিক্ষা তব চরণে।
[দেশমল্লার, ঝাঁপতাল]

১২৬৮ তব কৃপা, কৃপাময়, সংসার-পথে আশ্রয়।
তব পদ সেবিবারে, মনে বড় আশা ক'রে,
দীনবন্ধু, ডাকি হে তোমায় ;
তুমি রাখ যদি, ও হে গুণনিধি, তবে ত সঙ্কট-মাঝে পাই হে অভয়।
আমরা দুর্ব্বল অতি, জান তুমি জগৎপতি,
অন্তর্যামী বলিব কি আর হে ;
তুমি প্রভু হ'য়ে রাখ পদাশ্রয়ে,
তোমাকে সেবিয়ে মোরা জুড়াই হৃদয়।
[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, ঠুংরি। সুর, "এত দয়া পিতা তোমার"]

১২৬৯ প্রাণ-ফুলে সাজাব হে, চরণ তোমার !
মোরা অতি দীনহীন ক্ষুদ্র পরিবার।
এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর, ও হে ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর,
অন্য ভিক্ষা নাহি চাহে পরাণ আমার ;
তোমার প্রেম-কিরণ পেয়ে ফুটুক জীবন,
এই আশীর্ব্বাদ কর, জীবন-আধার।
[বেহাগ, আড়া]

১২৭০ গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরমসাধন,
পবিত্র তীর্থ এ সংসার-তপোবন !
প্রেমের আধার গৃহ-পরিবার-বন্ধন, প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।
আসক্তি-মোহ-জঞ্জাল, বিষয়ের তমোজাল,
যোগবলে করিয়ে ছেদন,
ভজ ব্রহ্মপাদপদ্ম, হইবে জীবন্মুক্ত, সশরীরে স্বর্গধামে করিবে গমন।
বিবেক বৈরাগ্য নীতি, শম দম ক্ষমা শান্তি, সযতনে করিবে পালন ;
সুখে দুখে সমভাবে বিধাতার হস্ত দেখিবে,
দয়াময় নাম মহামন্ত্র করিবে স্মরণ।
[বেহাগ, গৎ]

১২৭১ নহে ধর্ম্ম শুধু ব্রহ্মে ডাকিলে ;
তাঁর আদেশ পালন নাহি করিলে !
গৃহস্থের গৃহধর্ম্ম, কৃষকের কৃষিকর্ম্ম,
সবই ধর্ম্ম, তাঁরি কাজ ভাবিলে।

কর্ত্তব্য বুঝিবে যাহা, যদি না করহ তাহা,
কি ফল কেবল তাঁরে ভাবিলে ?
করি সদা প্রাণপণ, কর কর্ত্তব্য পালন,
সরস রাখ হৃদয় প্রেম-সলিলে ;
বাহিরে অন্তর-মাঝে, হের সদা প্রাণ-রাজে,
চিরসুখ পাবে তাঁরে পাইলে।

[মোহিনীবাহার, খং]

মানব-পরিবার।

১২৭২ বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেই খানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারো !
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেই খানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে ;
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়, আনন্দ সেই আমারো !

[ভৈরবী, কাহারবা। গীতলিপি ৪।৭ ; বৈতালিক ৫২]

৭ আষাঢ় ১৩৩৭ বাং (১৯১০)

১২৭৩ সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে !
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে !
শুধু আপনার মনে নয়, আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে—
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,
সেই সবা-মাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে !
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে !
সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার করিব হে !
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিব হে !
কেবলি তোমার স্তবে নয়, শুধু সঙ্গীত-রবে নয়,
শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে—
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,
কর্ম্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে !
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে !
জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার করিব হে !
জানি ব'লে, নাথ, তোমারে হৃদয়ে বরিব হে !
শুধু জীবনের সুখে নয়, শুধু প্রফুল্ল মুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে—
দুখ শোক যেথা আঁধার করিয়া রহে,
নত হ'য়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে !
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে
[ইমন-মিশ্র, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।১৩]

১২৭৪ সবার সঙ্গে সবার মাঝে তোমারি সঙ্গ লভিব হে ;
সকল কর্ম্মে নয়নে বচনে তোমারি সঙ্গে রহিব হে।
আকাশে আলোকে শিশিরে পবনে, কুসুমে কাননে তারকা-তপনে,
প্রভাতে নিশীথে, নদী গিরিবনে, তোমারি মহিমা গাহিব হে !
দুঃখে দৈন্যে, বিপদে ব্যসনে, তোমারি নাম ডাকিব হে !
শান্তি যবে নামিবে প্রাণে, প্রেমানন্দে থাকিব হে !
কণ্টক-ঘেরা সংসার-পথে, তব ধ্বজা বহিব হে ;
বক্ষ পাতিয়া লব তব দান, আনন্দে সব সহিব হে।
[খট্, দাদ্‌রা। স্বরলিপি "স্বপন-খেয়া" পুস্তকে]

১২৭৫ যারা কাছে আছে, তারা কাছে থাক্, তারা ত পাবে না জানিতে,
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ আমার হৃদয়খানিতে !
যারা কথা বলে তাহারা বলুক, আমি করিব না কারেও বিমুখ,
তারা নাহি জানে, ভরা আছে প্রাণ তব অকথিত বাণীতে !
নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার নীরব হৃদয়খানিতে !
তোমার লাগিয়া কারেও হে প্রভু, পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে, সব প্রেম মোরে তোমাপানে রবে টানিতে !
সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম আমার হৃদয়খানিতে !
সবার সহিতে তোমার বাঁধন হেরি যেন সদা, এ মোর সাধন !
সবার সঙ্গ পারে যেন মনে তব আরাধনা আনিতে ;
সবার মিলনে তোমার মিলন জাগিবে হৃদয়খানিতে।
[মিশ্র সাহানা, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৪৬]

১২৭৬ যে কেহ মোরে দিয়েছে সুখ, দিয়েছে তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে কেহ মোরে দিয়েছে দুখ, দিয়েছে তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে কেহ মোরে বেসেছে ভালো, জ্বেলেছে ঘরে তাঁহারি আলো ;
তাঁহারি মাঝে সবারি আজি পেয়েছি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যা কিছু কাছে এসেছে, আছে, এনেছে তাঁরে প্রাণে,
সবারে আমি নমি ;
যা কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে, টেনেছে তাঁরি পানে,
সবারে আমি নমি।
জানি বা আমি নাহি বা জানি, মানি বা আমি নাহি বা মানি,
নয়ন মেলি নিখিলে আমি পেয়েছি তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।

[কাফি, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১০৬]

১২৭৭ আমায় রাখ্‌তে যদি আপন ঘরে,
বিশ্ব-ঘরে পেতাম না ঠাঁই।
দুজন যদি হ'ত আপন, হ'ত না মোর আপন সবাই।
নিত্য আমি অনিত্যেরে আঁকড়ে ছিলাম রুদ্ধ ঘরে,
কেড়ে নিলে দয়া ক'রে, তাই হে চির ! তোমারে চাই।
সবাই যেচে দিত যখন, গরব ক'রে নিইনি তখন ;
পরে আমায় কাঙাল পেয়ে বল্‌ত সবাই, "নাই, কিছু নাই !"

তোমার চরণ পেয়ে, হরি, আজকে আমি হেসে মরি,
কি ছাই নিয়ে ছিলাম আমি, হায় রে, কি ধন চাহি নাই !
[পিলু, দাদ্রা। কাকলি ১।২০]

১২৭৮ একা আমি ফির্‌ব না আর এমন ক'রে—
নিজের মনে কোণে কোণে মোহের ঘোরে।
তোমায় একলা বাহুর বাঁধন দিয়ে ছোট ক'রে ঘির্‌তে গিয়ে,
শুধু এ আপ্‌নারেই বাঁধি আপন ডোরে।
যখন আমি পাব তোমায় নিখিল মাঝে,
সেইখানে হৃদয়ে পাব হৃদয়-রাজে।
এই চিত্ত আমার বৃন্ত কেবল, তারি 'পরে বিশ্ব কমল,
তারি 'পরে পূর্ণ প্রকাশ দেখাও মোরে।

১২৭৯ প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখোনা ঢাকি ;
এসেছি তোমারে হে নাথ পরাতে রাখী।
যদি বাঁধি তোমার হাতে, পড়্‌ব বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে কেহই রবে না বাকি।
আজি যেন ভেদ নাহি রয় আপন পরে,
তোমায় যেন এক দেখি হে বাহিরে ঘরে।
তোমা সাথে যে-বিচ্ছেদে ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে,
ক্ষণেক তরে ঘুচাতে তাই তোমারে ডাকি।
[কীর্তনের সুর, ঠুংরি। গীতলিপি ২।৪৬]—২৭ আশ্বিন ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

১২৮০ তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।
এখনো পরাণ মাঝে গোপনে বেদনা বাজে,
এবার সেবার কাজে ডেকে লও সন্ধ্যাকালে।
বিশ্ব হ'তে থাকি দূরে, অন্তরের অন্তঃপুরে,
চেতনা জড়ায়ে থাকে ভাবনার স্বপ্নজালে।
দুঃখ সুখ আপনারি, সে বোঝা হয়েছে ভারি,
যেন সে সঁপিতে পারি চরম পূজার থালে।

মাঘ ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)

১২৮১ উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে!
আয় রে ছুটে, টান্‌তে হবে রসি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি?
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গিয়ে
ঠাঁই ক'রে তুই নে রে কোনো মতে।
কোথায় কি তোর আছে ঘরের কাজ,
সে সব কথা ভুল্‌তে হবে আজ।
টান্ রে দিয়ে সকল চিত্ত-কায়া,
টান্ রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্ রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্যে পর্ব্বতে।

ঐ যে চাকা ঘুরচে রে ঝন্‌ঝনি,
বুকের মাঝে শুন্‌চ কি সেই ধ্বনি ?
রক্তে তোমার দুল্‌চে না কি প্রাণ ?
গাইচে না মন মরণজয়ী গান ?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মত'
ছুট্‌চে না কি বিপুল ভবিষ্যতে ?

[টোড়ি-ভৈরবী, কাহারবা। গীতিলিপি ৬।১৫]—২৬ আষাঢ় ১৩১৭ বাং (১৯১০)

১২৮২ তোমার প্রেম জাগাও প্রাণে।
সুখে দুঃখে, শোকে আনন্দে, মাতাও প্রেমগানে।
বহুক্ সমীরণ প্রেমের বারতা,
গাহুক্ রবি শশী প্রেমগুন-গাথা,
বহুক্ সরিৎ সিন্ধু তব প্রেম-কথা আমার কাণে কাণে।
প্রেমে মধুময় এ বিশ্ব ভুবন,
জড় জীবে প্রেমে করি আলিঙ্গন,
স্বাদে গানে গন্ধে প্রেমের স্পন্দন বাজুক্ তানে তানে ;
ব্যথা যেই দেয়, তারে প্রাণে রাখি,
বিপথে যে যায়, তারে প্রেমে ডাকি,
দুঃখে নির্যাতনে করুণা নিরখি, (সবায়) তুষি প্রেমদানে।

[মূলতান, একতালা]

১২৮৩ নিরমল নাম প্রচার' দেশে বিদেশে,
সকল গৃহে সকল পরিবারে।
জগৎ-পুরবাসী যত নরনারী,
সবে মিলি গাবে তোমার অনুপম গুণ ;
বহিয়ে প্রেমের স্রোত সংসার হইতে,
প্রেম-সমুদ্র তুমি, মিলিবে তোমায় হে।

[টোড়ি. চৌতাল]

১২৮৪ কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই !
পুরাণো আবাস ছেড়ে চলি যবে,
মনে ভেবে মরি, কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন, সে-কথা ভুলি। যাই !
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে, যখনি যেখানে লবে,
চির জনমের পরিচিত, ও হে তুমিই চিনাবে সবে ;
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোন মানা, নাহি কিছু ডর,
সবারে মিলায়ে জাগিতেছ তুমি, দেখা যেন সদা পাই।

[হাম্বীর, রূপকড়া। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২০]

ভক্ত, প্রেমিক, ধর্ম্মপরিবার, ভক্তমাঝে ভগবান্।

১২৮৫ নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোল দ্বার, আজ লব তাঁর দেখা।
সারাদিন শুধু বাহিরে ঘুরে ঘুরে কারে চাহি রে,
সন্ধ্যাবেলার আরতি হয় নি আমার শেখা।
তব জীবনের আলোতে জীবন-প্রদীপ জ্বালি,
হে পূজারি, আজ নিভৃতে সাজাব আমার থালি।
যেথা নিখিলের সাধনা পূজালোক করে রচনা,
সেথায় আমিও ধরিব একটি জ্যোতির রেখা।
[পূরবী, একতালা। গীতলিপি ১। পৃষ্ঠা /০]—১৭ পৌষ ১৩১৬ বাং (১৯১০)

১২৮৬ কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস!
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আস!
এই অকূল সংসারে, দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে;
ঘোর বিপদ মাঝে কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস?
তুমি কাহার সন্ধানে, সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে!
এমন ব্যাকুল ক'রে কে তোমারে কাঁদায়, যারে ভালবাস?
তোমার ভাবনা কিছু নাই!
কে যে তোমার সাথের সাথী, ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে, কোন্ অনন্ত প্রাণ-সাগরে আনন্দে ভাস?
[বাউলের সুর, কাহারবা। গীতলিপি ২।১]—১৭ পৌষ ১৩১৬ বাং (১৯১০)

১২৮৭ কে যায় অমৃত-ধাম-যাত্রী ! আজি এ গহন তিমির রাত্রি,
কাঁপে নভ জয়গানে !
আনন্দরব শ্রবণে লাগে, সুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে,
চাহি দেখে পথ-পানে !
ও গো রহ রহ, মোরে ডাকি লহ, কহ আশ্বাসবাণী ;
যাব অহরহ সাথে সাথে, সুখে দুখে শোকে দিবসে রাতে,
অপরাজিত প্রাণে।

[বেহাগ, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৪২]

১২৮৮ তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার,
ফলভরে অবনত শাখার আকার।
প্রাপ্ত হয় আত্মবিস্মৃতি, ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি,
লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার ;
সুখ দুঃখে সমভাব, হৃদয় স্বর্গ তার !
কখনো হাস্যবদন, কখনো করে রোদন,
কখনো মগন মন, বাল্য-ব্যবহার ;
আনন্দে ভাব-সমুদ্রে দিতেছে সাঁতার !
শান্ত দান্ত বিবেক-যুক্ত, অনাসক্ত জীবন্মুক্ত,
ভজনেতে অনুরক্ত চিত্ত অনিবার ;
কি আনন্দে কর হে তার হৃদয়ে বিহার !
তার প্রেম লাগি তোমাতে, তোমার প্রেম লাগি তাহাতে,
আনন্দ-লহরী তাহে উঠে বারে বার ;
মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার !

এমন দিন কি আমার হবে, তোমার জন্যে সকল স'বে,
তবে সে সম্ভব, হ'লে করুণা তোমার,
"ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং" জানিয়াছি সার।

[মল্লার, একতালা]

১২৮৯ না বুঝে তোমারে ভালবাসে হে যে জন,
সেই তো প্রেমিক তোমার মনের মতন !
না দে'খে বিশ্বাস করে, আশায় জীবন ধরে,
কিছুতেই নাহিক ডরে, সদানন্দ মন !
গোপনে তোমারে ল'য়ে, প্রাণে প্রাণে এক হ'য়ে,
নীরবে সে সদা করে প্রেম-আলাপন।

[ভৈরবী, কাওয়ালি]

১২৯০ গভীর অতলস্পর্শ তোমার প্রেমসাগরে,
ডুবিলে একবার কেহ আর কি উঠিতে পারে !
প্রেমিক মহাজন যারা, না পেয়ে কূল-কিনারা,
হ'ল চির-মগন, ফিরিল না আর সংসারে।
কত সুখ প্রলোভন, প্রেম শান্তি মহাধন,
অনন্ত অগণন, রেখেছ সঞ্চিত ক'রে।
নিত্য সুখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে,
রেখেছ তাদের চিত্ত একেবারে মুগ্ধ ক'রে।

[ঝিঝিট, যৎ]

১২৯১ প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর!
ও তার থাকে না, ভাই, আত্মপর।
প্রেম এমনি রত্ন-ধন, কিছুই নাই ক তার মতন,
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে, প্রেমিক হয় যে জন ;
ও সে হাস্যমুখে সদাই থাকে, হৃদয় জুড়ে সুধাকর।
প্রেমিক চায় না ক জাতি, চায় না সুখ্যাতি,
ভাবে হৃদয় পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ, রটুলে অখ্যাতি ;
ও তার হস্তগত সুখের চাবি, থাক্‌বে কেন অন্য ভর ?
প্রেমিকের চাল্‌টে বে-আড়া, বেদ-বিধি-ছাড়া,
আঁধার-কোণে চাঁদ গেলে তার মুখে নাই সাড়া ;
ও সে চৌদ্দ-ভুবন ধ্বংস হ'লেও আস্‌মানেতে বানায় ঘর।

[বাউলের সুর, একতালা]—১ পৌষ ১৭৯৮ শক (১৮৭৬)

১২৯২ তুমি যারে কর হে সুখী, সেই সুখী হয় এ সংসারে ;
বিপদ প্রলোভনে তারে বল কি করিতে পারে ?
আপন আনন্দে সেই জন করে সন্তরণ সুখ-সাগরে ;
নাহি জানে কোন অভাব, প্রশান্ত মুক্ত স্বভাব,
চির সুখ-শান্তি তার মনেতে বিরাজ করে।
প্রেমের তরঙ্গ, ভাবের প্রসঙ্গ, কত উথলে তার অন্তরে ;
মত্ত হ'য়ে সুধা পানে, বিহরে তোমার সনে,
অক্ষয় রত্ন-ভাণ্ডার তার হৃদয়-কন্দরে।

ও হে প্রেমসিন্ধু, এক বিন্দু প্রেম দানে,
সুখী কর নাথ, যদি আমারে,
তবে ত সার্থক মম, হয় এ পাপজীবন,
গাই তব নাম-গুণ মনের আশা পূর্ণ ক'রে।

[সিন্ধু খাম্বাজ, ঝাঁপতাল]—১ ভাদ্র ১৭৯৬ শক (১৮৭৪)

১২৯৩ হরি-সুখে সুখী চিরদিন, যে হরির অধীন ;
রোগে শোকে অনাহারে হয় না তার মুখ মলিন।
অহৈতুকী হরিভক্তি জীবন্ত দৈব-শক্তি,
হরিনাম-মোহমন্ত্রে বৃদ্ধকে করে নবীন।
নাহি অন্ন গৃহবাস, ছিন্ন কন্থা অঙ্গবাস,
পথের কাঙ্গাল হরি-দাস অকিঞ্চন দীন ;
তবু সে হাস্যমুখে নাচে গায় মনের সুখে,
হরিপদ ধরি বুকে প্রেমেতে হয় বিলীন।
হরিলীলারসে হয় শুষ্ক প্রাণে রসোদয়,
মূকে কথা কয়, লঙ্ঘে গিরি পদহীন ;
প্রেম-দাস সকাতরে দয়ালের* চরণ ধ'রে
যাচে বর হরিপদে, যেন সে না হয় প্রাচীন।

[বাউলের সুর, আড়খেম্টা]

* মূলের পাঠ, "গৌরের"।

১২৯৪ যে বলেছে দাস হব, তার কি গুমর আছে !
তার লোক-লজ্জা মান-অভিমান ঐ চরণে বিকায়ে গেছে।
সদা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে, থাকে তোমা পানে চেয়ে,
আমার বলিতে তার এ সংসারে কি বা আছে !
তোমার ইচ্ছা পালনে থাকে সে আনন্দ-মনে,
"হোক্ তব ইচ্ছা পূর্ণ" এই সদা বলিতেছে।
দাসদাসী কে কোথায় চলে আপন ইচ্ছায় ?
প্রভুর ইচ্ছার সাথে তার ইচ্ছা মিলিয়াছে।
অনুগত দাস ক'রে, রাখ মোরে তব দ্বারে,
তোমার শাসনে থাকি, এই ইচ্ছা জাগিয়াছে।
[গাড়া-ভৈরবী, যৎ। সুর, "তুমি যদি কাছে থাক মা"]—২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮

১২৯৫ তার কি দুঃখ বল সংসারে, যে জন সত্যকে আশ্রয় করে ?
করে কালযাপন হ'য়ে হৃষ্ট মন দেখে ব্রহ্মরূপ অন্তর-বাহিরে।
নিত্য উপাসনা, ইন্দ্রিয়-দমন, পর-উপকার, বৈরাগ্য-সাধন,
হইয়াছে যার জীবনের সার, সে যায় অনায়াসে ভবপারে।
ব্রহ্মে সঞ্জীবিত থাকি সর্ব্বক্ষণ, প্রাণপণে করে কর্ত্তব্যপালন,
অটল প্রভুভক্তি, সরল শান্ত মতি, প্রেমার্দ্র হৃদয়ে দেখে সর্ব্ব নরে।
[খাম্বাজ, একতালা]

১২৯৬ যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে ?
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রসপান,
প্রীতি ব্রহ্মে যার সেই জাগে !

ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন-আসনে
রাখিতে তাঁরে পারে।
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, পাপত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া,
যাঁর, তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম।

[কেদারা. চৌতাল]

৮২৯৭ সহজ মানুষ সরল ভাবে সোজা পথে চলে।
সে সহজে বোঝে তত্ত্ব, সহজ কথায় বলে।
সহজে ধ্যান ধরে, হরিগুণ গান করে,
সহজে দেখে তাঁরে হৃদয়কমলে ;
সে সহজ ভক্তিরসে ম'জে ভাসে নয়নজলে।
সহজে মন প্রাণ, জাতি কুল, ধন মান,
করে সব বলিদান হরিপদতলে ;
সে সহজে প্রণয়ী হ'য়ে সহজ প্রেমে গলে।
সহজে পায়ে ধ'রে শত্রুকে ক্ষমা করে,
সহজে ভালবাসে মানবসকলে ;
সে সহজে অদ্ভুত কীর্ত্তি করে দৈববলে।
প্রেমদাস পাটোয়ারী, সহজ প্রেমের ভিখারী,
সহজে চায় মিশিতে হরিভক্তদলে ;
সে সহজে সর্ব্বদা যেন হরি হরি বলে !

[বাউলের সুর, খেম্‌টা]

১২৯৮ যে জন সরল অন্তরে তোমারে ভালবাসে,
সর্ব্বদা করে বাসনা থাকিতে সহবাসে।
নাম শুনে উদাস হয়, বিচ্ছেদে দহে হৃদয়,
প্রবোধ না মানে মন সংসার-ভোগ-বিলাসে।
দেখা হ'লে ভুলে যায়, ছেড়ে যেতে নাহি চায়,
মাতৃ কোলে শিশু প্রায় আহ্লাদ-সাগরে ভাসে।
তোমার ইচ্ছা-পালন হয় তার সুখ-সাধন,
তুমি যাহা ভালবাস, তাই সে ভালবাসে।
[ঝিঁঝিট, আড়াঠেকা]

[ধর্ম্মবন্ধু]

১২৯৯ যে ভাবের ভাবুক, পথের পথিক, সেই তো আপনার ;
দেহের সম্বন্ধ যত ক্ষণিক, অসার।
পরলোকের সঙ্গী যারা, আত্মার আত্মীয় তারা,
তা বিনে সকলি মিছে, কেহ নহে কার।
বিবিধ বিষয় কর্ম্মে, এক মতে, এক ধর্ম্মে,
মিশিনু যাদের সঙ্গে, হ'ল না আমার তারাও।
হায়, তবে কোথা যাব, মনের মানুষ কারে পাব,
কে হবে প্রাণের সখা, আমি হব যার ;
তার সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলে এক লয় তানে,
হরিগুণগানে ভিনে হব একাকার।
[ভৈরবী, পোস্ত]

[প্রেমপরিবার]

১৩১১ পিতা, এই কি হে সেই শান্তি-নিকেতন,
যার তরে আশা ক'রে আমরা করি এত আয়োজন ?
দে'খে যার পূর্ব্বাভাস, মনেতে বাড়ে উল্লাস,
বাক্যেতে না হয় প্রকাশ, বিচিত্র শোভন ;
নর নারী সবে মিলে, ভাসে প্রেম-অশ্রুজলে,
ডাকে তোমায় পিতা ব'লে, আনন্দে হ'য়ে মগন ।
তব পুত্র কন্যাগণে, পবিত্র ভাবে যেখানে,
প্রেমপরিবারের সুখ করে আস্বাদন ;
সেই ত স্বর্গের শোভা, ভক্ত-জন-মনোলোভা,
ভূমণ্ডল মাঝে যাহা দেখে নাই কেহ কখন :
[আলাইয়া, একতালা]

১৩১২ নাথ, তুমিই মম চিরবিশ্রাম,
তুমিই পরম সুখ শান্তির ধাম ।
এই প্রেমপরিবারে তুমি পিতা মাতা, সকল মধুর সম্বন্ধ-বিধাতা,
তোমাতে মিলিয়া মিলেছি আমরা,
তব পানে ধায় সব জীবনধারা ।
সেথা নিরমল উন্নত জীবন-শোভা পরকাশে তব রূপের আভা.
পুণ্যরূপ তব অতুল মনোহর,
জয় জয় মহিমাময়, চিরসুন্দর !
[ঝিঁঝিট, ঠুংরি । সুর, "গাও রে জগপতি জগবন্দন"]—সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

১০৩২ দূর দূর দেশ হ'তে আমাদের জীবনধার
বহিয়া হেথায় মিলিয়াছে, রচিয়াছে প্রেমপরিবার।
এমনি এ মিলন-প্রভাব,— উছলিয়া উঠে দেবভাব,
যত কিছু মানব-স্বভাব জ্যোতি লভয়ে দেবতার।
পরস্পর-চরিত্র-নীরে করি মোরা অবগাহন,
সে নদীর পবিত্র তীরে রচি জীবন-তপোবন ;
হৃদয়াভরণ বিমল ভক্তি ও প্রেম-পরিমল
পরস্পর-চরণ-তলে প্রতিদিন ধরি উপহার।
আমাদের এই নিকেতন মধুময় শান্তি-ভবন,
প্রাণের পিয়াসা যত, হেথায় সবার পূরণ ;
প্রভুর সেবকগণ মোদের প্রিয় পরিজন,
নাহি চাহি আত্মীয়তা ক্ষুদ্র বিষয়-কামনার।
একের জীবন-সমরে সহায় মোরা অপরে,
একের জয়েতে জয়গান গাই সবে সমস্বরে ;
মঙ্গল-কামনা অনল, সংযম, বিশ্বাস-বল,
এক হাতে, যেন দাবানল, পশিছে অপরে অনিবার।
একের থাকিলে দুখ ভার, অংশ ল'য়ে সুখী সবে তার,
একের যতেক প্রিয়জন আত্মীয় হয় সবাকার ;
কেমনে ঘুচিল দূরতা, জনমিল এ মধুরতা,
অপূর্ব্ব সে করুণা-কথা,— অনুদিন দিব সাক্ষ্য তার।

[ধুন, কাওয়ালি। সুর, 'দিবানিশি করিয়া যতন"]— ১৫ মার্চ্চ ১৮৯৫

[অমর পরিবার ; ভক্তমাঝে ভগবান্]

১৩১৩ বড় সাধ মনে, নিরখি নয়নে সে অমর পরিবার,
হৃদয়-বেদনা, মরম-যাতনা, পাসরিব হে এবার।
আহা, প্রিয় দরশন দেবদেবীগণ করে প্রেম-বিনিময়,
মধুর মিলন, মধুর বচন, সব যেন মধুময়।
কেহ কারো গলে ধরি কুতূহলে দেয় প্রেম-আলিঙ্গন ;
বুকে চাপি ধরে, পুলকে শিহরে, আনন্দে করে রোদন।
আহ্লাদে গলিয়া কোলে মাথা দিয়া কেহ মৃদু মৃদু হাসে ;
কেহ ভক্তিভরে প্রণিপাত করে, পরস্পরে ভালবাসে।
কেহ কারে ধরি তোলে কাঁধে করি, নাচে হরি হরি ব'লে ;
ভকতে ভকত করে সেবা কত, প্রেমানন্দে ঢ'লে ঢ'লে।
প্রণয়-প্রসঙ্গে ভাবের তরঙ্গে ভাসে বদনকমল ;
হরি লীলা-কথা কহিতে কহিতে আঁখি করে ছল ছল।
(হ'য়ে) প্রেমে গদগদ পূজে হরিপদ হরিভক্ত সাধুগণ ;
আহা কিবা ভ্রাতৃভাব, সরল স্বভাব, কি বা নির্ম্মল জীবন !
পলক বিচ্ছেদে সারা হয় কেঁদে, নাহি ছাড়ে কেহ কারে,
মিলে প্রাণে প্রাণে অনন্ত মিলনে, ভাসে প্রেম-পারাবারে।
হরি-প্রিয় জনে তুষিব কেমনে, এই ভাবে অনুদিন ;
হরি-প্রিয়কাজে মানব সমাজে একেবারে হয় লীন।

[কীর্ত্তন, একতালা। সুর, "ধন্য সেই জন"]

১৩৭৪ চিত্ত-রঞ্জন কৃপানিধান, দীনজনার বন্ধু, প্রেমামৃত-সিন্ধু !
দীনহীন জনে, তার' নিজ গুণে, নামতরী করি দান।
ভকত-প্রাণ-প্রাণ, ভকত-ধন-মান,
ঘিরি পদকমলে, ভকত দলে দলে, করে সদা গুণগান।
যোগীজনার বাঞ্ছিত, রূপে ধরা রঞ্জিত ;
ত্রিভুবনময় প্রেমমধুময় শোভে তোমার বয়ান।
[সিন্ধু ভৈরব, পোস্ত]

১৩৭৫ দে মা মিলাইয়া ভক্তসনে ; আর ভিন্নভাব রেখো না জীবনে।
ভক্তের নয়ন দিয়া তব মুখ নিরখিয়া,
প্রেমানন্দ ভুঞ্জিব গোপনে ; পূজ্‌ব অভয়পদ মিলে ভক্তসনে।
ভক্ত-কর্ণে তব গুণ শুনিব হ'য়ে নিপুণ,
(তেম্‌নি) ভাবে-ভোলা হব নাম-শ্রবণে ; কর চিরসুখী প্রেমের মিলনে।
ভক্তের পবিত্র রক্ত দিয়া আমায় কর ভক্ত,
ভক্তসঙ্গে মিশে এক সনে, আমি ধন্য হই ও-পদ সেবনে।
দে মা ভক্তের বাসনা, দে মা ভক্তের রসনা,
ভক্তসঙ্গে করি নাম ঘোষণা ; মিলে ভক্তসঙ্গে প্রণমি চরণে।
দে মা ভক্তের বিশ্বাস, দে মা ভক্তের প্রয়াস,
ভক্তের চেতনা দে মা মনে ; আমার সকল আশা অভয় চরণে।
ভক্ত-পদচিহ্ন ধরি, দিনে দিনে অগ্রসরি,
যাব মা গো তোমার সদনে ; থাক্‌ব দাস হ'য়ে তব নিকেতনে।
[ললিত, যৎ। সুর, "দে মা স্থান শান্তিনিকেতনে"]

১৩১৬ ডেকে লও দয়া ক'রে আমারে ভিতরে।
কত দিন আর পরের মত থাক্‌ব বাহিরে!
দীন হীন কাঙ্গালের বেশে, ব'সে থাকিব এক পাশে,
ভক্তবৃন্দের মাঝে তোমায় দেখ্‌ব প্রাণ ভ'রে।
তব প্রেম-নিকেতনে, দেখ্‌ব যত সাধুগণে,
কর্‌ব প্রেম ভিক্ষা তাঁদের চরণে ধ'রে। (ব্যাকুল হ'য়ে)
সাধুসঙ্গ-স্বর্গবাসে, পবিত্র প্রেম-বাতাসে,
বহুদিনের মনের ব্যথা যাইবে দূরে;
শুনে প্রেমতত্ত্ব-কথা, পান ক'রে প্রেমসুধা,
ডুবিব অতলস্পর্শ প্রেমসাগরে।
[খাম্বাজ, একতালা]

১৩১৭ এস মা আজি অন্তরে।
আজি যে খুলেছি হৃদয়-দুয়ার, হৃদি-মাঝে মা গো লইতে তোমারে।
প্রতিজ্ঞা যদি ছাড়িয়ে সন্তানে, আসিবে না, মাতা, এ পাপ পরাণে,
এস গো জননী তবে সসন্মানে, দিব স্থান প্রাণ পূরে।
অকৃতীর মাতা তুমি মা জননী,
আসিতে না পার একাকিনী, ছাড়িয়ে পরিবারে;
বুঝিয়া খুলেছি হৃদয়-দুয়ার, ধরিয়া লইতে তব পরিবার,
ভক্তদল মাঝে মাধুরী তোমার দেখিব প্রাণ ভ'রে।
[বেহাগ, একতালা]

সেবাব্রত ও ধর্ম্মপ্রচারব্রত গ্রহণ।

[পঞ্চম অধ্যায়, "প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর", এবং "সঙ্কল্প, আত্মোৎসর্গ, সেবকের প্রার্থনা" দ্রষ্টব্য]

১৩০৮ আজি এই শুভ দিনে এসেছি তোমারি ঠাঁই,
আজি হ'তে এ জীবন তোমারেই দিতে চাই।
তিল তিল ক'রে আমি সংসারে মরিয়া যাই,
তিল তিল ক'রে যেন তোমাতে জীবন পাই।
হয় হোক্ পথ মোর কঠিন সংগ্রামময়,
তব ইচ্ছা-পথ জেনে চলি যেন নিরভয় ;
মলিন কামনা শত দেখাইবে আশা কত,
সে সকলে পদতলে দলিয়া চলিতে চাই।
যাক্ টুটে হৃদয়ের সকল বাসনা-ডোর,
'তব ইচ্ছা' এক মন্ত্র হউক জীবনে মোর ;
তোমারি সেবার তরে অনুরাগী কর মোরে,
তোমার সেবক যত হউক ভগিনী ভাই।
খাটিতে খাটিতে যদি অবসন্ন হয় দেহ,
সহস্র ভাবনা-মাঝে সহায় না রয় কেহ,
তোমারি আশীষ ব'লে সহি যেন সে সকলে,
জীবনে মরণে আমি তোমারি রহিতে চাই।

[সাহানা, ঝাঁপতাল]—ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৩২৯ তোমারি সেবক কর হে, আজি হ'তে আমারে !

চিত্ত-মাঝে দিবারাত আদেশ তব দেহ নাথ,

তোমার কর্ম্মে রাখ বিশ্ব-দুয়ারে।

কর ছিন্ন মোহ-পাশ, সকল লুব্ধ আশা,

লোক-ভয় দূর করি দাও দাও ;

রত রাখ কল্যাণে, নীরবে নিরভিমানে, মগ্ন কর আনন্দ-রসধারে।

[ছায়ানট, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৬২]

১৩৩০ কর প্রভু তব শকতি সঞ্চার !

শক্তিহীন ধর্ম্ম, প্রাণহীন কর্ম্ম, পরিহরি যত সাধনা অসার !

'তোমার ইচ্ছা' হোক্ সাধনের মন্ত্র,

তোমার হাতে আমি হ'য়ে যাই যন্ত্র,

ব্রহ্ম-অগ্নিময় হউক হৃদয়, এ জীবন হোক্ সাক্ষ্য তোমার !

সংসারের সুখ কিছু নাহি মাগি, তোমার কাজে আমি হই অনুরাগী,

তব স্বর্গরাজ্য বিস্তারের লাগি, সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করি আপনার !

বাসনা-সংযমে হই আমি বীর, প্রেমে সমুন্নত, জ্ঞানে সুগভীর,

মহান্ প্রয়াস যত পৃথিবীর, জাগে যেন প্রাণ সঙ্গে সবার !

পবিত্র নয়নে দেখি হে তোমার ইচ্ছার সাগরে মগন সংসার ;

সে ইচ্ছা-মাঝারে ফেলি আপনারে, পূর্ণ হোক্ ধর্ম্মবিধান তোমার !

[সুরটমল্লার, একতালা]—২১ মে ১৮৯৪

১৩১১ তোমার বিশ্বের ভৃত্যপদে তুমি বরণ করেছ, স্বামী !
শত দৈন্য মোর, তবুও জগতে তোমার সেবক আমি !
মনে যত সাধ, সাধ্য তত নাই, ব্যর্থ হইয়াছে শত বার তাই
পূজার উদ্যোগ, সেবার প্রয়াস, হে মোর অন্তর্যামী ;
অপূর্ণ রয়েছে তব কাজ, তবু তোমার সেবক আমি !
চাহি আমি তাই সেবার শকতি, প্রাণে নব আশা, নির্ম্মল ভকতি,
মোর ইচ্ছা যেন তোমার ইচ্ছার হয় সদা অনুগামী ;
সর্ব্বকাজে কর কৃতার্থ আমায়, তোমার সেবক আমি !
[সুরটমল্লার, একতালা]

১৩১২ জীবন সঁপিনু তোমারি চরণে, দেহ মন তব কাজে !
আমি তোমারে হেরিব, তোমারে সেবিব, এই আশা হৃদে রাজে !
চলিব তোমার আদেশ শুনি, নীরব বিবেক-বংশীর ধ্বনি,
(আমার) চলিতে বসিতে,খেতে শুতে যেতে,সে বাঁশরী যেন বাজে
তব পুণ্য-নীরে করিব স্নান, তব প্রেম-সুধা করিব পান,
(চির) বৈরাগ্যের কন্থা করি পরিধান, সাজিব মোহন সাজে !
তোমার অরূপ রূপ-সাগরে, আপনি ডুবিব, ডুবাব অপরে,
বিলাইব প্রেম যত নারীনরে, না গণিয়ে লোক-লাজে !
[মিশ্র বেলাওলী, একতালা]

১৩১৩ ও হে দয়াময়,তোমার সেবায়
যেন যায় মম এ পাপ-জীবন !
সর্ব্বস্ব আমার, যেন প্রাণাধার, তোমারে করিতে পারি সমর্পণ !

মন যেন করে তব রূপ-ধ্যান, মুখ যেন গায় তব গুণগান,
হস্তদ্বয় মম করে হে সাধন তব প্রিয়কার্য্য যেন অনুক্ষণ !
যখন যে দিকে ফিরিবে নয়ন, করে যেন তব মহিমা দর্শন,
যেন সদা তব নামানুকীর্ত্তন শুনিতে উৎসুক রহে এ শ্রবণ !
তোমার আদেশ করিতে পালন, দিবানিশি যেন ছুটে দুচরণ,
যেন তব পায় সতত লুটায় মস্তক আমার করিতে বন্দন !
অঞ্জলি ঢালিতে যেন তব পায়, প্রেম-ফুল মম হৃদয় ফুটায়,
রিপুগণ সবে সেবকের প্রায়, করে যেন তব পূজার আয়োজন !
যত দিন আমি জীবিত রহিব, তোমার সেবায় সব নিয়োজিব,
মৃত্যুভয়ে কভু ভীত নাহি হব, মৃত্যু তব সাথে ঘটাবে মিলন।
[খাম্বাজ, একতালা]

১৩১৪ জীবন সঁপিনু আজ, তোমারি করিতে কাজ,
তোমারি আশীষ পেয়ে, প্রেমেরি মহিমা গেয়ে, ঘুচাব বিরহ-সাজ।
নয়নেরি জলে দেখিব যাহার পাপ তাপ ঝ'রে যায়,
ভাই ভাই ব'লে ডেকে লব তারে আকুল মরম-মাঝ।
ভ্রমিয়া অরণ্য সারা, আসিবে যে পথহারা,
তোমারি অমৃত নামে জুড়াব তাহারি প্রাণে ; বহিবে মিলন-ধারা।
গাহিবে তখন বিশ্বচরাচর প্রেমেতে আপন-হারা ;
অসীম সে প্রেম ধরিয়া জীবনে ভাঙ্গিব মোহেরি কারা।
[জয়জয়ন্তী, চৌতাল]

১৩১৫ প্রভু, এই তব পদে করি নিবেদন,

হৃদয় মন সঁপে যেন, আমি এই ব্রত করি পালন !

গিয়ে লোকের দ্বারে দ্বারে ডাকিব কাতর স্বরে,

বিনয়ে চরণে ধ'রে করিব ক্রন্দন ;

বল্‌ব, "ভুলে প্রাণেশ্বরে, থেকো না আর এ সংসারে,

জীবন-সর্ব্বস্ব ফেলে ক'রো না জীবন ধারণ।"

রসনা এ কাজে রবে, হস্ত এ কাজ করিবে,

চরণ চৌদিকে ধাবে, করিতে কীর্ত্তন ;

তব কার্য্যে প'ড়ে রব, খাটিয়ে কৃতার্থ হব,

সবে মিলে ত'রে যাব, ঘুচিবে ভব-বন্ধন।

[আলাইয়া, একতালা]

১৩১৬ সাজায়ে দাও হে আজি আমারে ভকতি-কুসুম-সবহারে

দাও হে কবচ, নাথ, ব্রহ্মনামাঙ্কিত,

রাখ অক্ষত মোরে রিপুর প্রহারে।

আলোকিত কর পথ, জ্ঞান-আলোক দানে,

দাও হে ব্যাকুল তৃষা অবসাদ-অবশ প্রাণে ;

এ ক্ষুদ্র হৃদয় ল'য়ে এসেছি তোমার ঠাঁই,

থাকিব তোমার ঘরে, প্রভু, এই ভিক্ষা চাই,

সেবক কর মোরে তোমার সংসারে।

[ভূপালী-মিশ্র, কাওয়ালি]

১৩১৭ বড় সাধ মনে কোটি হৃদয় সনে
সবে মিলে গ'লে জল হ'য়ে যাই!
কভু সিন্ধুরূপে কভু থাকি কূপে, নদী সরোবরে পিপাসা মিটাই!
প্রেম-সূর্য্য যবে উদিবে আকাশে, বাষ্প হ'য়ে সবে উড়িব আবেশে,
কূপ-সিন্ধু-বারি একই মেঘে মিশে, বিশ্বাস-বাতাসে দেশে দেশে যাই।
পাষাণ হ'য়ে আছে যে দেশের জমী, তথায় হৃদয়-রেণু বৃষ্টি হ'য়ে নামি,
গলাব সে দেশ হ'লেও মরুভূমি, ভাসিব ভাসাব বাসনা যে তাই।
চন্দ্রমা গগনে উদয় হবে যবে, শিশির হ'য়ে পড়ি পরাণ-পল্লবে,
ফুটাইয়ে ফুল ভরিয়ে সৌরভে, মায়ের গৌরব বাড়াইতে চাই।
হৃদয়ের মা গো তুমি পরশমণি, ছুঁয়ে দাও সবায়, গলুক এখনি,
ঘুচুক দেশের দুখের রজনী, নাচুক জগত বলি ভাই ভাই।
[বিভাস, একতালা]

১৩১৮ প্রভু হে আনিলে যে কাজ করিতে, প্রাণ তাতে দিলাম কই!
আমি ভুলেও নারিনু আপনা ভুলিতে, এ ক্ষোভের কথা কারে কই!
কোটি নরনারী ভারত-আঁধারে হারায়ে তোমারে কাঁদে ওই,
পেয়ে তব জ্যোতি এ কি হে করিনু, আপনি তাহারে আবরি রই!
নারিনু ভুলিতে মান অভিমান, আলস্য জড়তা গেল কই,
ঘোর স্বেচ্ছাচারে বাড়ানু আমারে, আমি হে আমারি, তোমার নই!
নব অগ্নিদীক্ষা দাও হে আমারে, সে আগুনে পুড়ে তোমারি হই,
জ্বালাই আগুন ভারত-কাননে, আপনা হারায়ে তোমারে লই!
[কাফি, একতালা। সুর, "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই"]

১৩১৯ অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা ল'য়ে হব সবে অগ্নিময়! (আজ)
ব্রহ্ম-বলে হব বলী, ব্রহ্ম-তেজে তেজোময় !
ব্রহ্ম-বিদ্যুৎ এস প্রাণে, বজ্র বাণী শুনাও কাণে,
(আজ) মৃতেরা সজীব হ'য়ে, বলুক্ "জয় ব্রহ্ম জয় !"
একটি প্রবাহ হ'তে ছুটে বিজলি জগতে,
একটি স্ফুলিঙ্গ হ'তে হয় মহা দাবানল ;
একের উৎসাহে তেমন, মাতুক সবার মন,
হোক্ মহা দাবানল, হোক্ মহা প্রলয় !
(সেই) ব্রহ্মতেজ-দাবানলে, পাপ তাপ যাক্ জ্ব'লে,
বিশুদ্ধ স্বর্ণের মত' হউক হৃদয় যত ;
যত বিঘ্ন হোক্ চূর্ণ, ব্রহ্ম-ইচ্ছা হোক্ পূর্ণ !
(আজ) "সত্যই ব্রহ্ম অবতীর্ণ" বলুক্ অবিশ্বাসী হৃদয় !
[পরজ, ঝাঁপতাল]

১৩২০ আমি যাই যাই, হে নাথ, তব মহিমা প্রচারে,
দেশ-দেশান্তরে ;
দেখো অগতির দীনহীন পরিবারে।
নাহি পিতা, নাহি ভ্রাতা, ও হে ত্রিজগত-পাতা,
বল বল, সঁপে যাই তুমি বিনা আর কারে !
সম্পদে সহায় থাকি, বিপদেতে ক্রোড়ে রাখি,
শোকতাপ দুঃখ হ'তে রক্ষা ক'রো হে সবারে।
[কেদারা, আড়াঠেকা]

১০২১ ব'সে আছি হে, কবে শুনিব তোমার বাণী,
কবে বাহির হইব জগতে, মম জীবন ধন্য মানি!
কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে ;
নরনারী-মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি।
কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ, বিফলে গীত অবসান ;
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি!
তুমি না কহিলে কেমনে কব, প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি ;
তব নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি।
[আলাইয়া, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১৫]

১০২২ কি গাব আমি, কি শুনাব, আজি আনন্দ-ধামে!
পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে তোমার অমৃত নামে।
কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা, কেমনে রটিব তোমার করুণা,
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ, তোমার মধুর প্রেমে!
তব নাম ল'য়ে চন্দ্র তারা অসীম শূন্যে ধাইছে ;
রবি হ'তে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হ'তে গ্রহে ছাইছে ;
অসীম আকাশ, নীল শতদল, তোমার কিরণে সদা ঢল ঢল,
তোমার অমৃত-সাগর-মাঝারে ভাসিছে অবিরামে।
[মিশ্র কানাড়া, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।২৩১]

১৩২৩ এস এস এস প্রভু, পাতকী-জন-পাবন,
দুর্ব্বলের বল তুমি, ও হে মৃত-সঞ্জীবন !
কৃপাবারি বরিষণে, উদ্ধার' এ পাপী জনে,
তোমার পরশে পাপী পাইবে নবজীবন।
কর শুষ্ক শাস্ত্রমতি ; না চাহি অজ্ঞান প্রীতি,
প্রেম-হীন জ্ঞান কিম্বা, এই মম নিবেদন ;
দেহ দিব্য জ্ঞান-বল, হৃদয় কর নির্ম্মল,
শুনাও বিবেক-কর্ণে সদা উৎসাহ-বচন।
কপটতা পরিহরি, অলস বৈরাগ্য ছাড়ি,
অনুগত দাস হ'য়ে রব তব অনুদিন ;
তোমায় করিব ধ্যান, তোমাতে সঁপিব প্রাণ,
সাধিতে তোমার কর্ম্ম, যায় যেন এ জীবন।
সত্য শাস্ত্র করে ধ'রে, বেড়াইব ঘরে ঘরে,
আনন্দে আসিবে ছাড়ি মোহ প্রলোভন ;
ভারত উদ্ধার পাবে, জগৎবাসী ত'রে যাবে,
'জয় জগদীশ' রবে পূরিবে বিশ্বভুবন।

[মল্লার. আড়াঠেকা]

১৩২৪ আমি দীন, অতি দীন !
কেমনে শুধিব নাথ হে তব করুণা-ঋণ !
তব স্নেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে,
তাপিত হৃদি-মাঝে ঝরিছে নিশিদিন !

হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কাছে, তোমারি এ প্রেম, দিব তোমারে;
চিরদিন তব কাজে, রহিব জগত-মাঝে;
জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন।

[রামকেলি, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩৬]

১৩২৫ প্রভো চির-সেবক ক'রে রাখ হে আমায়;
যায় যেন এ জীবন তোমার সেবায়!
রেখোনা তৃপ্ত মোরে বিষয়ের মাঝে,
আনন্দ দাও, হে হরি, তোমার কাজে;
সবাকার পায় ধরি, বলিব "বল হরি,"
উথলিবে প্রাণ-নদী তোমার কথায়।

[ভৈরবী. কাওয়ালি]

১৩২৬ এই ত সময়, কর আত্মসমর্পণ।
জীবনে দুর্লভ এ ত সেই শুভক্ষণ!
কত বার দিতে এলে. দিতে এসে ফিরে গেলে,
কতবার ভয় পেলে তাঁরে দিতে তাঁর ধন।
মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে, ওই স্বর্গবাসী সবে,
করিছেন আহ্বান, কর কর শ্রবণ।
যে যাবে সে সঙ্গে যাক্, যে থাকে সে প'ড়ে থাক্,
সম্মুখে আনন্দধাম, অনন্ত জীবন!

[কেদারা. আড়াঠেকা। সুর, "অহঙ্কারে মত্ত সদা"]

দেশ ; দেশের জন্য প্রার্থনা।

১০২৭ জনগণমন-অধিনায়ক, জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা, উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ ;
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশীষ মাগে, গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক, জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে!

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী,
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসীক মুসলমান খৃষ্টানী ;
পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন-পাশে, প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক, জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগযুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি!
দারুণ বিপ্লবমাঝে, তব শঙ্খ-ধ্বনি বাজে, সঙ্কট-দুঃখ-ত্রাতা।
জনগণ-পথ-পরিচায়ক, জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে!

ঘোর তিমির-ঘন নিবিড় নিশীথে, পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে, রক্ষা করিলে অঙ্কে, স্নেহময়ী তুমি মাতা!
জনগণ-দুঃখ-ত্রায়ক, জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্ব-উদয়-গিরি-ভালে !
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্যসমীরণ নবজীবন-রস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে, তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।

[মিশ্র, ঠুংরি। গীত-পঞ্চাশিকা ১৩৩]

১৩২৮ হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নত-শির,—নাহি ভয় !
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান্,—হবে জয় !
তেত্রিশ কোটি মোরা, নহি কভু ক্ষীণ,
হ'তে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন,
ভারতে জনম ; পুনঃ আসিবে সুদিন ! ঐ দেখ প্রভাত উদয় !
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্ ;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান জগজন মানিবে বিস্ময় !
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে, বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে,
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে, সত্যের নাহি পরাজয় !

[মিশ্র, কাহারবা। কাকলি, ২।৯৫]

১৩২৯ এ ভারতে রাখ নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্ব্বাদ !
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা !
অনির্ব্বাণ ধর্ম্ম-আলো, সবার ঊর্দ্ধে জ্বালো জ্বালো,
সঙ্কটে দুর্দ্দিনে হে রাখ তারে, অরণ্যে তোমারি পথে।
বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম্ম তব নির্ব্বিদার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক !
পাপের নিরখি জয়, নিষ্ঠা তবুও রয়,
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে !
[সুরট, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৩৫]

১৩৩০ দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে ?
লউক বিশ্ব-কর্ম্ম-ভার, মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে, জাগ্রত ভগবান হে !
বিঘ্ন বিপদ দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
নিশ্চল-নির্ব্বীর্য্য-বাহু কর্ম্ম-কীর্ত্তি-হীনে,
ব্যর্থ-শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে !

নূতন যুগ-সূর্য্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
গত-গৌরব, হৃত-আসন, নত মস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর; নর-সমাজ-মাঝে
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে, জাগ্রত ভগবান হে!
জনগণ-পথ তব জয়-রথ-চক্র-মুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌-দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
দৈন্য-জীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাস-রুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটি-মৌন-কণ্ঠ-পূর্ণ বাণী কর দান হে, জাগ্রত ভগবান হে!
যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জ্জিল ভয়, অর্জ্জিল জয়, সার্থক হ'ল কাজে।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদ-ভার হান' অশনি-পাতে।
ছায়া-ভয়-চকিত, মূঢ়;—করহ পরিত্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে!

[গীতপঞ্চাশিকা, ১২৭]

১৩৩১ জাগো, জাগো, জাগো এবে !
হের পূরব-প্রান্তে ভানু-রেখা, হে ভারতবাসী !
মঙ্গল-সঙ্গীত শোন বিহগ-কণ্ঠে ;
পুষ্পে নব সৌরভ, গগনে নব হাসি।
দূর অতীত শোন ডাকে, "বৎস, জাগো !
মোদের সম্মান গৌরব রাখো !"
ভবিষ্যতে শোন, ডাকে কর্ম্ম-ভেরী,
"সুপ্তি পরিহর, মুক্তি অভিলাষী !"
দক্ষিণে বামে দেখ, জাগে কত জাতি,
নবীন উৎসাহে নয়নে নব ভাতি ;
জাগো, জাগাও সবে নব দেশ-প্রেমে ;
শঙ্কা ক'রোনা হেরি বিপদদুঃখরাশি !
[ভয়রোঁ]

১৩৩২ আজি এ ভারত লজ্জিত হে! হীনতা-পঙ্কে মজ্জিত হে!
নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা, কঠিন তপস্যা, সত্য-সাধনা,
অন্তরে বাহিরে ধর্ম্মে কর্ম্মে সকলি ব্রহ্ম-বিবর্জ্জিত হে !
ধিক্কৃত লাঞ্ছিত পৃথ্বীপরে, ধূলি-বিলুণ্ঠিত সুপ্তিভরে,
রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্রে কর তারে সহসা তর্জ্জিত হে !
পর্ব্বতে প্রান্তরে, নগরে গ্রামে, জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে,
পুণ্যে বীর্য্যে অভয়ে অমৃতে, হইবে পলকে সজ্জিত হে !
[ভূপালী, কাওয়ালি]

১৩৩৩ এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি!
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি!
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে, কে তারে উদ্ধার করিবে!
চারি দিকে চাই, নাহি হেরি গতি, নাহি যে আশ্রয়, অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ-পাথারে কাহার চরণ ধরিবে!
তুমি চাও, পিতা, ঘুচাও এ দুখ, অভাগা দেশেরে হ'য়োনা বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ-পাথারে, কাহার চরণ ধরিবে!
দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান, লাজে নতশির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান, লাজ মান আর থাকে না!
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া, তোমারেও তাই গিয়েছে ভুলিয়া,
দয়াময় ব'লে আকুল হৃদয়ে, তোমারেও তারা ডাকে না!
তুমি চাও, পিতা, তুমি চাও চাও, এ হীনতা পাপ, এ দুখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও, নহিলে এদেশ থাকে না!
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য-ভবনে, কি সৌরভ সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ-গান উঠিত গগনে, কি প্রতিভা-জ্যোতি জ্বলিত!
ভারত-অরণ্যে ঋষিদের গান, অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্য-পথ দিয়া সকলে মিলিয়া চলিত।
আজ কি হয়েছে, চাও পিতা, চাও, এ তাপ এ পাপ এ দুখ ঘুচাও,
মোরা ত তোমারি রয়েছি সন্তান, যদিও আমরা পতিত।

[প্রভাতী, একতালা। শতগান, ১১৯]

১৩৩৪ জগত-জীবন তুমি, অনাথ-শরণ !
কবে নর নারী সবে পূজিবে তব চরণ ?
চারিদিকে হাহাকার, পাপ তাপ অনিবার,
ভারত-সন্তান কাঁদে হ'য়ে পরাধীন।
ধর্ম্ম বল দাও অন্তরে, জেগে উঠুক নারী নরে,
'জয় ব্রহ্ম' ব'লে সবে হইবে স্বাধীন।
[পাহাড়ী, আড়াঠেকা]

১৩৩৫ তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্য্যদের প্রিয় ভূমি, সাধের ভারতভূমি,
অবসন্ন আছে অচেতন হে ;
একবার দয়া করি, তোল করে ধরি,
দুর্দ্দশা-আঁধার তার কর মোচন।
কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়ন-বারি,
অন্তর্যামী জানিছ সে সব হে ;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে,
অসাড় শরীরে পুন দাও হে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন, অচেতন পরাধীন,
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে ;
সেই কৃপাগুণে, দেখি শুভক্ষণে,
সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন।
[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, ঠুংরি। সুর, "এত দয়া পিতা তোমার"]

১৩৩৬ সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হ'য়ে ভ্রমিছ দীন প্রাণে !

সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত,

শির নত কত অপমানে !

জান না রে অধো ঊর্দ্ধে বাহির অন্তরে,

ঘেরি তোরে নিত্য রাজে সেই অভয় আশ্রয়।

তোল আনত শির, ত্যজ রে ভয়-ভার,

সতত সরল চিতে চাহ তাঁরি প্রেমমুখ পানে।

[গৌড়মল্লার, কাওয়ালি]

১৩৩৭ চেয়ে দেখ দীনবন্ধু, ভারত রমণী পানে ;

কে দেখে তাদের দশা, দীননাথ, তোমা বিনে ?

অজ্ঞান-আঁধারে তারা হ'য়ে আছে পথহারা,

হইয়ে গো শান্তিহারা ভ্রমিছে ভব-কাননে।

কোমল কুসুম সম, প্রাণের ভগিনী মম,

অবরোধ-কারা-মাঝে, বিষাদে কাটে জীবন ;

সমাজ চরণ-তলে তাদের সতত দলে,

রাখ হে রাখ হে প্রভু দুঃখিনী রমণীগণে।

বিধবা-নয়নাসার ঝরিতেছে অনিবার,

ভাসায়ে ভারত-হৃদি, দেখিয়ে বাঁচি কেমনে ?

তোমা বিনে কে গো বল, মুছাইয়ে আঁখিজল,

উদ্ধারিবে দুঃখিনীরে, জুড়াবে তাপিত প্রাণে ?

[ভৈরবী, কাওয়ালি]

১৩৩৮ এত দিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ-রজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নববেশে দিনমণি।
দে'খে পাপেতে কাতর, সর্ব্বজনে জরজর,
পাঠালেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ পাশ বীর-পরাক্রমে।
ঊর্দ্ধদিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁরে সবে মিলি,
'জয় জগদীশ' বলি কর সদা জয়ধ্বনি।
[ললিত, আড়া]

১৩৩৯ কাল রাত্রি পোহাইল, উদিল সুখ-তপন,
আর কি ভারত-যুবা থাকে ঘুমে অচেতন!
এত শোক যার ঘরে, সে কি গো ঘুমাতে পারে,
তার কি উচিত হয়, থাকে হ'য়ে অচেতন?
অধীনতা-কারাগারে, অজ্ঞানতা-অন্ধকারে,
কোটি কোটি নারী নরে ; উঠে' কর দরশন।
কারার বন্দিনী প্রায়, বৃথা দিন চলি যায়,
রহিল পশ্চাতে পড়ি ভারত-ললনা ;
বিধবার হাহাকারে, প্রাণ ফাটে ঘরে ঘরে,
রমণীর নেত্রাসারে ভাসিছে বিধুবদন।
যুবক যুবতী যত, পাশ-বদ্ধ পাখী মত',
দারিদ্র্য দুর্দ্দশা ক্লেশ কত যে করে বহন।

বহু পরিবার ল'য়ে, অর্থাভাবে ম্লান হ'য়ে,
অশেষ যন্ত্রণা স'য়ে বিষাদে কাটে জীবন।
এই সব মহাপাপে, এই সব মনস্তাপে,
পড়েছ কি-অভিশাপে, আছ হ'য়ে অচেতন!
ক'রো না ক অবহেলা, নাহি ঘুমাবার বেলা,
বিধাতা ডাকিছে দ্বারে, উঠ হে মেলি নয়ন!

[ললিত, আড়া]

১৩৪০ কত আর নিদ্রা যাও, ভারত-সন্ততিগণ!
নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ-উষা আগমন।
অধীনতা-অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার,
মঙ্গল-জলধি-জলে হ'তেছে চিরমগন।
সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃসমীরণ-স্বরে,
ডাকেন ভারত-মাতা পরি উজ্জ্বল বসন :—
"উঠ বৎস প্রাণধন, যত পুত্রকন্যা মম!
কাল রাত্রি অবসানে উদিল সুখ-তপন।
বিশাল বিশ্ব-মন্দিরে, সত্য-শাস্ত্র শিরে ধ'রে,
বিশ্বাসেরে সার ক'রে, কর প্রীতির সাধন।
নর নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হ'য়ে,
গলবস্ত্রে পূজ তাঁরে, যাঁ হ'তে পেলে এ দিন।"

[ললিত, আড়া]

১৩৪১ আজি প্রাণ মন খুলে সেই প্রাণেশ্বরে
সব বন্ধু মিলে ডাকি রে !
দেখ রে দুর্গতি বারেক চাহিয়ে, কি আছে যাতনা বাকি রে !
পাপে তাপে জরজর, দেখ হে নারী নর, সংসার বন্ধনে থাকি রে !
ভারত দুর্দ্দিনে দেখিয়ে নয়নে, কেমনে ঘুমায়ে থাকি রে ?
এস হে এস হে তবে, মিলিয়া বান্ধব সবে, প্রাণপণে আজি ডাকি রে!
ব্যাকুল অন্তরে করিলে রোদনী প্রার্থনা পূরিবে না কি রে !
এস তবে সমস্বরে কাঁদি হে তাঁর দ্বারে, চরণে মস্তক রাখি রে !
[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, ঠুংরি । সুর, "এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে"]

১৩৪২ ভারতের মলিন মুখ মুছাও মুছাও !
ভারতের গভীর দুখ ঘুচাও ঘুচাও !
তৃষ্ণা-ক্ষুধায় হাহা করে লোক, নিবার' নিবার' এ যাতনা শোক,
অবমান স্মরি ভ'রে আসে চোখ, বাঁচাও বাঁচাও !
তোমা সম ও গো জননী, কে বুঝিবে ব্যথা অমনি !
তোমারে ডাকি গো এ ঘোর দুর্দ্দিনে, মুনি-ঋষি-সনে আন গো সুদিনে.
এ তিমির-রাত কর গো প্রভাত, নয়ন মুছাও।
[বাউলের সুর, দাদ্‌রা] *

১৩৪৩ একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক্, জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক্
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গ'লে যাক্, মুখ তুলে আজি চাহ রে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি, হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি, নির্ভয়ে আজি গাহ রে।

বিশ কোটি কণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে, দশ দিক্ সুখে হাসিবে।
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন, নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে!
আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে, আপনার ভা'য়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ-তাপ দূরে যায় চ'লে, পুণ্য-প্রেমের বাতাসে;
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্ব্বাদ, না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ, বিমল প্রতিভা বিকাশে।

[মিশ্র ঝিঁঝিট, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।১২১]

১৩৪৪ কবে হায় সে দিন হবে! তব প্রেম-পতাকা তুলে
কুতূহলে, (যত নরে) কুতূহলে মিল্‌বে সবে!
হিন্দু আর মুসলমান, ব্রাহ্ম আর খ্রীষ্টিয়ান, তব প্রেমের মহিমা
হৃদয় ভ'রে, (সবে মিলে) হৃদয় ভ'রে গান করিবে!
হরি নামে কেউ মাতিছে, খোদা ব'লে কেউ নাচিছে,
কেহ হোসানা গাইছে,
কিন্তু তোমায়, (প্রেমভরে) কিন্তু তোমায় ডাক্‌চে সবে।
কবে হেন দিন হবে, তোমার সন্তান সবে, পিতা পিতা পিতা ব'লে,
চরণ-তলে, (পিতা তোমার) চরণ-তলে লুটাইবে!

[পূরবী, আড়খেম্‌টা]

জগতের দুঃখ, ও জগতের জন্য প্রার্থনা।

১৩৪৫ (ক) কত কাল রবে নিজ যশ বিভব অন্বেষণে ?
দুদিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে !

ঘরেতে ধন কর পুঁজি, সঙ্গে নেবে ভাব বুঝি ?
দীনের দৈন্য করহে মোচন, (দীনের অভাব নাই এ দেশে)
(দীনের ধনেই তোমরা ধনী) (দীনবন্ধু হবেন সুখী)
দীনের দৈন্য করহে মোচন,— পুণ্য হবে ধন-অরজনে।
দুটি ঘরে জ্ঞানের আলো, কোটি ঘরে আঁধার কালো ;
এ আঁধার ঘুচাতে হবে,— (নইলে এদেশ অমনি রবে)
(দানেই জ্ঞান দ্বিগুণ হবে) (এরাও তোমার মায়ের ছেলে)
এ আঁধার ঘুচাতে হবে,— যতনে অতি যতনে।
পুরাণো সে ত্যাগের কথা, হৃদয়ে কি দেয় না ব্যথা ?
সেই দেশের মানুষ তোমরা, (যেথা রাজার ছেলে হ'ত ফকির)
(যেথা পরের তরে ঝরত আঁখি) (যেথা ধন হ'তে প্রেম ছিল বড়)
সেই দেশের মানুষ তোমরা,— সে কথা কি আছে মনে?

(খ) কেন এলে ভবে মানবের ভবে, রবে যদি নিজ কাজে ?
(তবে কেন বা এলে ?)
সবাকার মান হোক্ তব মান, অপমান পর-লাজে,
(সেদিন কবে বা হবে ?)

(গ) জাতিকুল-অভিমান, দ্বেষ-হিংসা ভেদজ্ঞান,
ভারতে আনিল মরণ, (ভাই হে) ;

কবে হবে সে সুমতি, সবার উন্নতি হইবে সবারি সাধন ?

(হেন সাধন আর নাই হে !)

(ঘ) এ হেন সাধনে, জীবনে মরণে, পূজিব হে প্রেম-সিন্ধু !

মোরা পূজিব তোমায়,— (সেবার কুসুম কুড়াইয়া)

(নিজের পূজা ঘুচাইয়া) (ভারতের আশা পূরাইয়া)

তব পদে ঠাঁই যেন সবে পাই, দয়া কর, দীনবন্ধু !

নমো দীনবন্ধু ! তুমি দীনজনের লও প্রণতি ; নমো দীনবন্ধু !

[কীর্ত্তন। (ক), (খ), (ঘ) দাদ্‌রা ; (গ) ঠুংরি। কাকলি ২।৩৩]

১৩৪৬ ঘুমাব কত গো আর ? মা আমায় জাগাও জাগাও।

কাঁদিছে দুঃখী জগত, মা আমায় কাঁদাও কাঁদাও।

(আমায় জীবের দুঃখে কাঁদাও কাঁদাও)

সুখ-শয্যায় ক'রে শয়ন ঝরে কেন শাক্যের নয়ন ?

কোথা রাজ-সিংহাসন, কোথায় তাঁরে লইয়া যাও ?

"হা জেরুসালেম" ব'লে ঈশা ভাসেন অশ্রুজলে,

কি সেবায় মাতাইয়ে, কি না দুঃখ তাঁরে সহাও !

জীবের দুঃখে আত্মহারা কাঁদেন দরদী গোরা

যারে তারে বুকে ধ'রে ; কি না নেশায় তাঁরে মাতাও !

জীবের দুঃখ ঘুচাইতে, চক্ষের জল মুছাইতে,

পরের ভার মাথায় নিতে, দরদে মা গলাও গলাও !

[বাউলের সুর, জলদ একতালা।—সুর, "সংহনা যাতনা আর"]

১৩৪৭ প্রাণ গেলে প্রাণ পাবে রে !

যায় যাবে প্রাণ, কি ভয় তায়, জগতের সেবা কর রে।

এ দেহ যখন মাটিতে মিশিবে, বিফলে মিশিবে কেন রে ?

কত নর নারী আছে অসহায়, রোগে শোকে পাপে তাপে ক্লেশ পায়,

চোখের জল তাদের মুছাইতে, হায়, মুখ তুলে কে বা চায় রে !

বুকে আশা ল'য়ে ব্রহ্মনাম গেয়ে মায়ের কাজে তোরা আয় রে !

[ইমনকল্যাণ, একতালা]

১৩৪৮ করুণায় জীবন ধরি করুণাহীন হয় কেমনে !

অশ্রু দেখি অশ্রু পড়ে, হৃদয়ে হৃদয় টানে।

বিশ্বের পালক যিনি, করুণা-সাগর তিনি,

তাঁহার করুণা পেয়ে, নিদয় হব কেমনে !

চিরদিন সৌভাগ্য-কোলে রয়না কেহ কোন কালে,

দুঃখেতে সান্ত্বনা-সুধা এ জগতে কে না জানে !

ভাবিলে নিজের ব্যথা, দুঃখী দরিদ্রের কথা

আপনি জাগে হৃদয়ে, দয়াময়ের দয়া-গুণে।

[পাহাড়ী, আড়া। সুর, "কি আর জানাব নাথ"]

১৩৪৯ চাহি না সুখে থাকিতে হে, হের কত দীন জন কাঁদিছে।

কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে, জীবন-বন্ধন নিমেষে টুটিছে,

কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন সরমে চাহে ঢাকিতে হে !

শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ, শুনিতে না পাই তোমার বচন,

হৃদয়-বেদন করিতে মোচন, কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে !

আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে, আশীর্ব্বাদ কর আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি গৃহ-পানে, চরণে হবে রাখিতে হে!
প্রেম দাও, শোকে করিতে সান্ত্বনা, ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা,
তোমার কিরণ কর হে প্রেরণ, অশ্রু-আকুল আঁখিতে হে!
[মিশ্র ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

১৩৬৩ ও হে দয়াময়, নিখিল-আশ্রয়, এ ধরা পানে চাও।
পতিত যে জন করিছে রোদন, পতিতপাবন, তাহারে উঠাও।
মরণে যে জন করেছে বরণ, তাহারে বাঁচাও।
কত দুখ শোক, কাঁদে কত লোক, নয়ন মুছাও।
ভাঙিয়া আলয় হেরে শূন্যময়, কোথায় আশ্রয়!
(তারে) ঘরে ডেকে নাও!
প্রেমের তৃষায় হৃদয় শুকায়, দাও, প্রেম-সুধা দাও।
হের' কোথা যায়, কার পানে চায়, নয়নে আঁধার;
নাহি হেরে দিক্, আকুল পথিক চাহে চারিধার।
সে ঘোর গহনে, অন্ধ সে নয়নে, তোমার কিরণে আঁধার ঘুচাও!
সঙ্গ-হারা জনে রাখিয়া চরণে, বাসনা পূরাও।
কলঙ্কের রেখা প্রাণে দেয় দেখা প্রতিদিন, হায়!
হৃদয় কঠিন হ'ল দিন দিন, লজ্জা দূরে যায়।
দেহ গো বেদনা, করাও চেতনা, রেখো না রেখো না, এ পাপ তাড়াও!
সংসারের রণে পরাজিত জনে, দাও, নব বল দাও।
[মিশ্র বেলাবতী, কাওয়ালি]

১৩৫১ জগতের মাঝে যেখানে যে আছে, সবার ভালো চাই।
সকলেই তারা মিত্র আমার, সবার ভালো চাই।
তৃণ ফুল ফল জল, এই সুন্দর ধরাতল,
পশু পাখী কীট সচল অচল, সবার ভালো চাই।
সকলের সুখে সুখ, সে আমার চিত্তে আমি জানি ;
একটিরও দুখে দুঃখ আমার অশ্রু আনে যে টানি।
সবারি মাঝারে তুমি, তাই এ ধরা স্বরগভূমি, তব পদধূলি চুমি ;
তাই, সবার ভালো চাই !

[মিশ্র বারোঁয়া, দাদ্‌রা। পথের বাঁশি, ১৪]

ভেদবুদ্ধি ত্যাগ ; মিলন ; সর্ব্বজনীন প্রার্থনা।

১৩৫২ পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান !
এস ভাই এস, প্রাণে প্রাণে আজি রেখো না রে ব্যবধান।
সংসারের ধূলা ধুয়ে ফেলে এস, মুখে ল'য়ে এস হাসি,
হৃদয়ের থালে ল'য়ে এস ভাই প্রেম-ফুল রাশি রাশি।
নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভুলে,
অনাথ জনের মুখপানে, আহা, চাহিলে না মুখ তুলে ;
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত, ব্যথিলে পরের প্রাণ,
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হ'ল অবসান !
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ভুলিবে না,
হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবে না ?

লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি,
পিতার অসীম ধন-রতনের সকলেই অধিকারী।
[বাহার, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৪০]

১৩৫৩ কর হে আনন্দে জয় গান, হ'য়ে একপ্রাণ।
আমরা সকলে সেই এক পিতার (মায়ের) সন্তান।
এক জ্ঞান, এক শক্তি, এক ধর্ম্ম, এক ভক্তি,
এক পথ, এক গতি, এক গম্য স্থান ;
তবে কেন ভেদবুদ্ধি, কেন বৃথা অভিমান !
গৃহবিবাদ-অনলে, রাগ দ্বেষ হলাহলে,
জলে প্রাণ, শান্তি-জলে কর হে নির্ব্বাণ ;
সহে না সহে না আর লোকনিন্দা অপমান !
যে দেশ হইতে সবে, এসেছি ভাই এই ভবে,
সেখানে যাইতে হবে, বিধির বিধান ;
তিনি বিনা কারো কাছে নাহি আর পরিত্রাণ !
হরি-প্রেম-রসে গ'লে, প্রেম-ধামে যাই চ'লে,
ভাই ব'লে করি সবে আলিঙ্গন দান ;
যেখানে ভকত-বৃন্দ, সেই খানে ভগবান !
জয় দেব প্রেমময়, হইল প্রেমের জয়,
তব নামে নাহি রয় ভেদ-ব্যবধান ;
প্রেমদাস ও-চরণে অন্তে যেন পায় স্থান !
[খাম্বাজ, কাওয়ালি]

১৩৩৪ আয় রে আয় প্রেমধামে, আয় রে তোরা আয় !
ভক্ত-সঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে ভাস্‌বি যদি আয় ত্বরায়।
পিতা জ্ঞানের আধার, জ্ঞান করিবেন বিস্তার,
আমরা থাকৃব না অন্ধকারে ভুলিয়ে মোহ-মায়ায়।
পিতা প্রেমের আলয়, দিবেন সকলে আশ্রয়,
আমরা অধম সন্তান, ত'রে যাব দয়াময়েরি দয়ায়।
পিতা পতিতপাবন, তিনি অধমতারণ,
পাপের কালী মেখে আমরা রব না পাপের সেবায়।
আমরা একেরি সন্তান, পিতা পূর্ণ ভগবান্,
আমরা এক প্রাণে, একের পানে, ছুটিব প্রেমের ধরায়
পিতার আনন্দ লোকে, আমরা থাকৃব পুলকে,
নবজীবন পাব, আয় রে সবে নব-আনন্দ-মেলায়।

১৩৩৫ এক পিতার প্রেমে গাঁথা, আমরা সকলে ভাই।
প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে আত্মপর ভেদ নাই।
বিশাল এ বিশ্বধামে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মনামে,
পরিণামে মিলে সবে রব সুখে এক ঠাঁই। (অভিন্ন হৃদয়ে
ভ্রাতৃপ্রেম একটানে, ধায় নর-নারী পানে,
একা একা ভব-বনে থাকিতে না পারি তাই ;
সেই প্রেম-আলিঙ্গনে, বাঁধিয়া জগত-জনে,
এস ভাই আনন্দে দয়াল প্রভুর মহিমা গাই।
[মূলতান, ঝাঁপতাল]

১৩৫৬ আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

ঘরের হ'য়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে!

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় ব'লে ওই ডেকেছে কে!

সেই গভীর স্বরে উদাস করে, আর কে কারে ধ'রে রাখে!

যেথায় থাকি যে যেখানে, বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে ;

সেই প্রাণের টানে টেনে আনে, সেই প্রাণের বেদন জানে না কে!

মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে ;

নবীন আশে হৃদয় ভাসে, ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে!

কত দিনের সাধন-ফলে, মিলেছি আজ দলে দলে ;

আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় গো মাকে!

[রামপ্রসাদী সুর, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১১৫]

১৩৫৭ বল শান্তি শান্তি শান্তি হরি!

(শান্তিপ্রদ হরিপদ হিয়ামাঝে ধরি)

(ভেদাভেদ-জ্ঞান অভিমান পরিহরি)

হরি যার বন্ধু, তার কেহ নাই অরি,

দেখে সর্ব্বঘটে চিদানন্দের লহরী। (সে)

ঘুচিল বন্ধু-বিচ্ছেদ, মিটিল মনের খেদ, পোহাইল দুঃখের শর্ব্বরী।

কেহ নাই পর, তবে কেন মনে করি?

হৃদয় ভিতরে স্বর্গ দেখ প্রাণ ভরি।

(যোগ-নয়নে রে) (বাহিরে নাই রে)

[(কীর্ত্তন) বেহাগ, খেমটা]

১৩৫৮ কর দেব যোগে লয়, তন্ময়, আমারে হে এবার !
সুরনর-সনে প্রেমে একাকার !
চিদাকাশে চিদাভাসে চিন্ময় ভকতাবাসে,
তব প্রেম-সহবাসে করিব সুখে বিহার।
তুমি আমি নরজাতি সবে এক প্রেমে মাতি ধরিব অখণ্ড চিদাকার ;
দাও সবে এক প্রাণ, এক ধর্ম্ম, এক জ্ঞান,
গাই তব এক নাম, হ'য়ে এক পরিবার।

[বিভাস জংলা, ঝাঁপতাল]

[রাখী-বন্ধন]

১৩৫৯ ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই !
ভা'য়ের সোনার হাতে বাঁধিয়াছি রাখী তাই।
এক মাকে মা ব'লে নির্ভয়ে যাই চ'লে,
ভা'য়ের হাতে হাত দিয়ে রিপু ছয়ে পায়ে দলে ;
ভাই ধন পরম ধন, মা বিনা কে চিনায় ভাই
ভা'য়ের সুমিষ্ট প্রাণ, মায়ের যে শ্রেষ্ঠ দান,
ভা'য়ের যে দুটি হাত, মার মহা আশীর্ব্বাদ ;
ভাই যদি সহায় রয়, মায়ের কৃপা নিশ্চয়,
ভাই যদি বিমুখ হয়, সংসার আঁধারময় ;
ভাই ধনে ধ'রে প্রাণে মার জয়গান গাই।

[বিভাস, কাওয়ালি]

[সর্ব্বজনীন প্রার্থনা]

১৩৬৩ ভুবনবাসী সবে গাও, সবে গাও,
জগত পিতার গুণ গাও, সবে গাও !
হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান,
জৈন পারসী শিখ্, গাও সবে গাও, মিলি মিলি গাও !
এক তিনি দেব-দেব নিখিল কারণ,
খুসী তাঁর এ ধরা, সৃজন পালন :
তাঁর ভয়ে বায়ু ধায়, জনম, মরণ :
তাঁরে চাও, তাঁরে চাও, তাঁরে চাও ! জীবনে মরণে তাঁরে চাও !
ঐ হের' ত্রিভুবনে সবে তাঁরে গায়,
রবি শশী তারা যত গেয়ে গেয়ে ধায়,
ফুল গায়, পাখী গায়, সিন্ধু সরিৎ গায়,
বন্দনা করে তাঁরে নরে দেবতায় ।
এস মোরা যত ভাই মিলি মিলি আজ
তাঁরে ডাকি, তাঁরে গাই, যিনি রাজ-রাজ ;
তনু মন ধন আর আশা তৃষা লাজ,
ডালি দাও, ডালি দাও, ডালি দাও ! তাঁর পায়ে সব ডালি দাও !

[ইমন-ভূপালী, ঠুংরি । পথের বাঁশী, ৬২]

নবম অধ্যায়।

উৎসব, অনুষ্ঠান।

[উৎসবের কীর্ত্তন, উষাকীর্ত্তন, ও নগরসঙ্কীর্ত্তন দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

উৎসবের আবাহন।

১৩৬১ জাগো পুরবাসি, ভগবত-প্রেমপিয়াসি!

আজি এ শুভ দিনে কি বা বহিছে করুণা-রস-মধু-ধারা,

শীতল বিমল ভগবত-করুণা-রস-মধু-ধারা!

শূন্য হৃদয় ল'য়ে নিরাশায় পথ চেয়ে, বরষ কাহার কাটিয়াছে?

এস গো কাঙ্গাল জন, আজি তব নিমন্ত্রণ, জগতের জননীর কাছে।

কার অতি দীন হীন বিরস বদন?

(ও গো) ধূলায় ধূসর মলিন বসন?

দুখী কে বা আছ, শুন গো বারতা,

ডেকেছেন তোমারে জগতের মাতা।

[মিশ্র, কাওয়ালি]

১৩৬২ অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান, নিরমল পবিত্র উষাকালে।
ভানু নব তাঁর সেই প্রেমমুখচ্ছায়া, দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্র ভালে।
মধু-সমীরণ বহিছে এই যে শুভ দিনে,
তাঁর গুণ গান করি অমৃত ঢালে;
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত-নিকেতনে,
প্রেম-উপহার ল'য়ে হৃদয়-থালে।
[ভৈরব, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১০৮]

১৩৬৩ নব আনন্দে জাগো আজি, নব রবি-কিরণে,
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে।
উৎসারিত নবজীবন-নির্ঝর, উচ্ছ্বাসিত আশাগীতি,
অমৃত পুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তি-পবনে!
[তোড়ি, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৭]

১৩৬৪ ঐ পোহাইল তিমির রাতি।
পূর্ব্ব গগনে দেখা দিল নব প্রভাত ছটা।
জীবনে যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে, প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি।
কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রামাঝে, মহামহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর,
সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ বরষিলে, করি প্রচার সুখবারতা!
তুমি চির সাথের সাথী!
[আলাইয়া, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৮ ; বৈতালিক ৩৪]

১৩৬৫ পোহাইল বিভাবরী, জাগো রে ভাই !
ভাই ভাই মিলি, প্রাণ মন খুলি, দয়ালের দয়ার গুণ গাই।
নিরাশার আঁধারে, মোহ-ঘুমের ঘোরে, কেন রে জীবন কাটাই ?
নব রবি-কিরণে, জাগো রে আনন্দ মনে, চল রে পিতার ঘরে যাই !
বিহঙ্গ মধুর স্বরে তাঁর নাম গান ক'রে, তাপিত পরাণ জুড়ায় ;
প্রভাত-সমীরণ করে সুধা বরিষণ, নিদ্রিত জগতে জাগায় !
করিয়া অমৃত পান পাইব নবীন প্রাণ, চল রে আমরা সবাই,
অমৃত ভবনে পিতার নিমন্ত্রণে দীন জন লভিবে রে ঠাঁই !
[টোড়ি, কাওয়ালি]

১৩৬৬ আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্ব্বাদ প্রভাত-কিরণে।
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে, ধরণী লুঠিছে তাঁহারি চরণে।
আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা, কুসুম ফুটাইছে শতবরণে !
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে ; কি ভয়, কি ভয় দুঃখ তাপ মরণে !
[টোড়ি, ঝাঁপতাল]

১৩৬৭ পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে !
কোন্ নিভৃতে, ও রে কোন্ গহনে !
মাতিল আকুল দক্ষিণ বায়ু সৌরভ-চঞ্চল-সঞ্চরণে।
বন্ধু-হারা মম অন্ধ ঘরে আছি ব'সে অবসন্ন মনে।
উৎসব-রাজ কোথায় বিরাজে ! কে লই যাবে সে ভবনে !
[পিলু বারোয়াঁ, ঝাঁপতাল। গীতলিপি ১।৩৪]

১৩৬৮ এ কি সুগন্ধ-হিল্লোল বহিল আজি প্রভাতে,
জগত মাতিল তায়!
হৃদয় মধুকর ধাইছে দিশি দিশি পাগল-প্রায়!
বরণ বরণ পুষ্পরাজি, হৃদয় খুলিয়াছে আজি,
সেই সুরভি-সুধা করিছে পান পূরিয়া প্রাণ, সে সুধা করিছে দান,
সে সুধা অনিলে উথলি যায়!
[মিশ্র, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১]

১৩৬৯ কে রে ওই ডাকিছে! স্নেহের রব উঠিছে জগতে জগতে,
তোরা আয়, আয়, আয়, আয়!
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে, প্রভাতে সে সুধাস্বর প্রচারে।
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে,
শোক-কাতর আকুল কেন আজি?
কেন নিরানন্দ? চল সবে যাই, পূর্ণ হবে আশা।
[আলাইয়া, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১২]

১৩৭০ পান্থ এখনো কেন অলসিত অঙ্গ?
হের' পুষ্পবনে জাগে বিহঙ্গ!
গগন মগন নন্দন-আলোক-উল্লাসে, লোকে লোকে উঠে প্রাণতরঙ্গ!
রুদ্ধ হৃদয়-কক্ষে তিমিরে কেন আত্ম-সুখদুঃখে শয়ান?
জাগ জাগ, চল মঙ্গল পথে, যাত্রীদলে মিলি লহ বিশ্বের সঙ্গ!
[ললিত, সুরফাঁক্তা। বৈতালিক, ৫০]

১০৭১ সবে কর আজি তাঁর গুণ গান।

যাবে সকল দুঃখ সব পাপ তাপ, ও রে সকল সন্তাপ হইবে নির্ব্বাণ!
অনাথ-নাথ যিনি প্রাণের প্রাণ, তাঁরে ছেড়ে ভবে নাহিক ত্রাণ,
মৃত্যুমাঝে তিনি অমৃত-সোপান, সকল মঙ্গল-নিদান রে!
ভজ ত্রিলোক-বন্দন, হৃদয়-নন্দন, প্রণম তাঁর পদে বার বার রে;
যায় প্রভুর কাজে যদি এ পরাণ, দাও তাঁর চরণে দাও বলিদান।
কর দীনে দয়া, সব জীবে মায়া,
প্রভু-প্রেমধনে সেব' কায়মনে, হবে জীবন মরণে কল্যাণ!

[ভৈরবী, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৯৩]

১০৭২ মিলে সব বন্ধুগণে, সরল প্রফুল্ল মনে,
গাও রে আনন্দে আনন্দময়ে।
আজি মহা মহোৎসবে, বল কে নীরব রবে!
নরনারী গাও সবে, প্রেম-পূর্ণ হৃদয়ে।
আজ শুভ সুপ্রভাতে, ডাক রে হৃদয়-নাথে, ডাক রে করুণা-নিলয়ে
যিনি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, বিশ্বপিতা বিশ্বমাতা,
জীবন কর সফল ডাকি জীবনাশ্রয়ে।
শুভদিনে শুভক্ষণে, আজি শুভ সম্মিলনে, শুভ উৎসব-আলয়ে,
নব নব বিকশিত, প্রেমচন্দন-চর্চ্চিত,
ছাও রে চরণ তাঁর ভক্তিপুষ্পচয়ে।

[পঞ্চম বাহার, ঝাঁপতাল]

১৩৭৩ হৃদয়-দুয়ারে আজি কে আইল ও!
কাহার মধুর বাণী শুনিলাম ও!
ও কি শুনিলাম, শুনিলাম, শুনিলাম ও! ও কি শুনিলাম ও!
মোহ-মদিরা পিয়ে (আমি) অচেতনে ছিনু শুয়ে;
কে মোরে ডাকিয়ে আজি জাগাল, জাগাল, আজি জাগাল ও!
শুনেছি যা সুখদিনে, কে আজি পশিয়ে প্রাণে,
(সেই) পুরাণ মধুর বাণী শুনাল, শুনাল, আজি শুনাল ও!
শুনিয়ে এ বাণী তাঁর (আমি) রহিতে পারি না আর,
প্রাণ আকুল আজি হইল, হইল, আজি হইল ও!

[...লাল মিত্র, কাওয়ালি]

১৩৭৪ কে মোর হৃদে আসি আমারে জাগাল গো,
মোহে আমি ছিনু অচেতন!
কাহার পরশে প্রাণ আকুল হইল গো, কার স্বর শুনি সুমোহন!
আমি যে মলিন হ'য়ে, আপনার স্বার্থ ল'য়ে,
সুখের সন্ধানে শুধু ভ্রমিতে ছিলাম গো, কে মোর ফিরাল আজি মন!
তাঁরে যে গো নিরখিতে, তাঁর প্রেমে জুড়াইতে,
জীবন-যৌবন-মন (তাঁরে) সঁপে দিতে চাই গো,
কোথা তাঁর পাব দরশন!

[...টিয়াল, কাহারবা। সুর, "ভাই রে কি মধুর নাম"]

১৩৭৫ ডাক আজ সবারে মধুর স্বরে,
প্রেমাঞ্জলি দাও তাঁরে ভক্তিভরে।
শোভিছে নবীন ভানু নীল গগনে,
বিতরি জীবন জীবে গাইছে তাঁরে।
তুলি সুললিত তান, পিককুল করে গান,
মধুর ঝঙ্কারে প্রাণ মোহিত করে।
মাতি মধুর উৎসবে, ভাই ভগ্নী মিলি সবে,
গাই রসাল দয়াল নাম আনন্দভরে ;
সাজাব চরণ তাঁর, দিয়ে দিব্য প্রীতি-হার,
ভক্তি-চন্দনে চর্চ্চিব যতন ক'রে।
[মিশ্র প্রভাতী, যৎ]

১৩৭৬ আহা, কি অপরূপ হেরি নয়নে ! মিলে বন্ধুগণে,
প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে, ভক্তি-কমল ল'য়ে,
করেন অঞ্জলি দান বিভু-চরণে !
তরুণ-ভানু-কিরণে, প্রভাত-সমীরণে,
মেদিনী অনুরঞ্জিত নব জীবনে ;
প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে,
আনন্দে মগন হ'য়ে পিতার প্রেমে।
উৎসব-মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ
করেন বিরাজ, রাজসিংহাসনে ;
মরি কি সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্যপ্রভা,
কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে !

স্নেহময়ী মাতা হ'য়ে, পুত্রকন্যাগণে ল'য়ে,

বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দ-ধামে ;

নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে,

বিতরিতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধিত জনে।

[মিশ্র প্রভাতী, যৎ]—১১ মাঘ ১৭৯২ শক (১৮৭১)

১৩৭৭ সুখের প্রভাতে আজি হ'য়ে সবে একতান,

এস গো ভগিনীগণ, করি বিভু-গুণগান।

অলক্ষ্য বিধানে তাঁর খুলিয়ে পূরব দ্বার

প্রকাশিল প্রভাকর, কিরণ করিতে দান ;

হাসিছে সমগ্র দেশ, নাহিক আঁধার লেশ,

নির্জ্জীব জগৎ এবে ফিরিয়া পাইল প্রাণ।

কাননে বিহগচয়, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গায়,

চরাচর এক হ'য়ে ধরিয়াছে সমতান ;

শুন গো ভগিনী যত, আমরাও সেই মত,

হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা সবে তাঁরে করি দান।

বঙ্গ-ভাগ্য-প্রভাকর, হ'য়েছে নিকটতর,

ব্রহ্মোৎসবে মগ্ন আজি বঙ্গবালাগণ ;

শোক তাপ সব ভুলি, আজি গো পরাণ খুলি,

সবে মিলি ডাকি তাঁরে, জুড়াই তৃষিত মন।

[[illegible], একতালা]

১৩৭৮ এ কি মধুর মোহন শোভা হেরি আজি ভুবনে।
জয় জয় রবে বিশ্বজগৎ বন্দিছে বিশ্বজীবনে!
ফুল্ল কুসুম অমিয়-গন্ধ, বিতরিছে আজ নব আনন্দ,
মহেশ-মহিমা-গীতছন্দ গায় বিহগ সুতানে।
নব সাজে আজি তরুণ তপন,হাসিয়া বিতরে নবীন কিরণ,
ভাবেতে মাতিয়া,মৃদুল বহিয়া,প্রেম-গীত তাঁর গাহে সমীরণ ;
আকুলিত যত ভকত-প্রাণ, মিলায়ে কণ্ঠ ধরিছে তান,
ভক্তি উপহার করিছে দান, পূজিছে প্রাণেশ-চরণে!
[প্রভাতী, একতালা]

১৩৭৯ হেন শুভদিনে কে কোথা আছ, ভাই,
এস সবে মিলে জননীর কাছে যাই।
ইহ পরকালে ভেদাভেদ কিছু নাই,
নরামর আত্মপর মিশে যাই এক ঠাঁই।
ঘেরি মায়ের অভয় চরণ, আনন্দে করি অর্চ্চন বন্দন,
জয় জয় জয় রবে যশোগীত গাই।
যেখানে তাঁর নামে মিলে দশ জনে, একমনে তাঁরে চাই,
তাহার ভিতরে আনন্দময়ীরে সহজে দেখিতে পাই।
উৎসব মন্দিরে নিরখি তাঁহারে তাপিত প্রাণ জুড়াই,
মা মা মা ব'লে ভক্তি-রসে গ'লে তাঁহার চরণে লুটাই।
[ললিত, কাওয়ালি]

১৩৮৭ আজি ভোরের আলোয় আকাশ হ'তে,

কে চায় আমার মুখের পানে!

সকল ব্যথা যাচ্ছে মুছে, হৃদয় ভ'রে উঠ্‌চে গানে।

হাওয়ার মুখে তাঁর বারতা, ফুল হেসে কয় তাঁরি কথা;

নিখিল আজি উঠ্‌চে মেতে, তাঁরি টানে, তাঁরি গানে।

মরা মন আজ উঠ্‌ল জেগে, পরশমণির পরশ লেগে,

টুট্‌ল বাঁধন, ছুট্‌ল বেগে, আর কি বাধা এখন মানে!

[ভৈরবী মিশ্র, তেওরা]

১৩৮৮ আজি সুন্দর-চরণ-কণক-রেণুকা

মোহন মাধুরী বিশ্বে বরষিল,

নব নির্মল-করুণা-কিরণ-কণিকা

সুশীত পুলকে চিত পরশিল।

হের মধুর-মেদুর-মৃদুল পবনে রসাল মুকুল রম্য বিকশিল;

ওগো বিহগ-কূজিত বিনোদ-বিপিনে শ্যামল মানসে ফুল হরষিল।

ওই বিশ্ব-বাতায়নে পূরব-তোরণে, তরুণ অরুণ ধরা উদ্ভাসিল;

ওগো অযুত-মুদিত-ললিত-নিস্বনে, উল্লাস-হরষ-রস উচ্ছ্বসিল।

যত সুষমা-শোভিত-বিপুল-বিভব,

সুরভি সিঞ্চিত সঙ্গীত সোহাগ,

শোন ভুবন ভরিয়া মধুরিমা সব

ডাকিছে সঘনে আজি 'জাগো জাগো'।

[ভৈরব, কাওয়ালি]

১৩৮২ রজনী পোহাইল, চলেছে যাত্রীদল, আকাশ পূরিল কলরবে ;
সবাই যেতেছে মহোৎসবে !
কুসুম ফুটেছে বনে, গাহিছে পাখীগণে,
এমন প্রভাত কি আর হবে !
নিদ্রা আর নাই চোখে, বিমল অরুণালোকে
জাগিয়া উঠেছে আজি সবে ;
চল গো পিতার ঘরে, সারা বৎসরের তরে
প্রসাদ-অমৃত ভিক্ষা লবে।
ওই হের তাঁর দ্বার, জগতের পরিবার
কোথায় মিলেছে আজি সবে ;
ভাই বন্ধু সবে মিলি, করিতেছে কোলাকুলি,
মাতিয়াছে প্রেমের উৎসবে।
যত চায় তত পায়, হৃদয় পূরিয়া যায়,
গৃহে ফিরে জয় জয় রবে ;
সবার মিটেছে সাধ, লভিয়াছে আশীর্বাদ,
সম্বৎসর আনন্দে কাটিবে।
[বিভাস, ঝাঁপতাল]

১৩৮৩ এসেছে ব্রহ্মনামের তরণী,
কে যাবি রে তোরা আয় রে আয় !
জীবন আঁধারে দাঁড়ায়ে কেন রে, বৃথা কাজে অই বেলা যে যায়।
ভুবন ভরিল মধুর রবে, আনন্দ-লহরী ছুটেছে ভবে,
আজি ডাকিছে সবে, "পাপী তাপী তোরা আয় রে আয় !

ধনী কি নির্ধন, জ্ঞানী কি অজ্ঞান, নাহি দেখে কারো জাতি কুল মান,
সেই যেতে পারে ভব-নদী-পারে, ব্যাকুল হৃদয়ে যেতে যে চায়!"
[জয়জয়ন্তী, একতালা]

১৩৮৪ ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে?
ডাকিতে এসেছি তাই, চল ত্বরা ক'রে!
তাপিত-হৃদয় যারা, মুছিবি নয়ন-ধারা,
ঘুচিবে বিরহ-তাপ কত দিন পরে!
আজি এ আকাশ-মাঝে, কি অমৃত বীণা বাজে,
পুলকে জগত আজি কি মধু-শোভায় সাজে!
আজি এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে,
তাঁহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে!
[সাহানা, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯২]

১৩৮৫ আজি আমাদের মহোৎসব, আজ আনন্দের সীমা কি!
সব সুহৃদে মিলে ডাকি সবারে, আজ আনন্দের সীমা কি!
[শঙ্করা, আড়াঠেকা]

১৩৮৬ আজ বুঝি আইল প্রিয়তম, চরণে সকলে আকুল ধাইল।
কতদিন পরে মন মাতিল গানে, পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
ভাই ব'লে ডাকি সবারে, ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল।
[সাহানা, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯৫]

১৩৮৭ কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে অপরূপ রূপ-ইন্দু !
চিত্ত-কুসুমে ভরিয়া উঠিবে মধুময় রস-বিন্দু।
নব নন্দন তানে চির বন্দন গানে,
উৎসব-বীণা মন্দ-মধুর ঝঙ্কৃত হবে প্রাণে,
নিখিলের পানে উথলি উঠিবে, উতলা চেতনা-সিন্ধু।
জাগিয়া রহিবে রাত্রি নিবিড়-মিলন-দাত্রী,
মুখরিয়া দিক্ চলিবে পথিক অমৃত-সভা-যাত্রী,
গগনে ধ্বনিবে "নাথ, নাথ, বন্ধু বন্ধু বন্ধু !"
[বেহাগ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২৬]

১৩৮৮ ও কে গায়, কে গায়, কে গায়, কে গায় !
পরাণ আকুল করি কোথায় লইয়ে যায় ;
নয়নে দেখি না যাহা, শ্রবণে শুনি না যাহা,
অজানা দেশের কথা হৃদয়ে কহিয়া যায় ;
জীবন-কানন-মাঝ, এ কি রে হেরিছি আজ,
দারুণ শিশির-অন্তে, বহিছে বসন্ত-বায় !
আশার কুসুম যত, ফুটে উঠে শত শত,
বিটপী পল্লব লতা, নূতন জীবন পায়।
নীরস প্রেমের নদী, শোকে তাপে নিরবধি,
সংসার-মরুর মাঝে নিয়ত লুকায় কায় !
আজি উথলিয়া পার, ছুটিছে প্রেমের ধার,
বিষাদ-জঞ্জালরাশি ভাসায়ে লইয়ে যায়।

যাই, যাই, যাই, যাই, যাই রে ছুটিয়া যাই,
আকুল পরাণ মোর, আর না থাকিতে চায়!
জানি না কোথায় যাই, জানি না কোথায় পাই,
যাই সেই দেশে চলি, যেথা হ'তে ঐ গায়!

[বেহাগ, কাওয়ালি]

১০৮৯ শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে ব'সে এ কি খেলা!
আজি বহে অমৃত-সমীরণ, চল চল এই বেলা।
তাঁর দ্বারে হের ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে, সেথা অনন্ত উৎসব জাগে;
সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা!

[...রী, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৫৫]

১০৯০ উঠিছে আনন্দ-ধ্বনি পিতার ঘরে।
প্রেম-উৎসবে, ভকত সবে, মিলিয়াছে বরষ পরে।
ভাই, থেকো না দূরে আর, ভগিনী, দাও প্রীতি উপহার,
পিতার চরণ সাজাইব আজি হৃদয়-ফুল-হারে!
...পে মলিন, শোকে কাতর, রোগে অনশনে ক্ষীণ কলেবর,
এস রে ভাই, পিতার ঠাঁই, দুখ তাপ আজি বল তাঁরে;
পুণ্যময় পিতা, প্রেমরাজা তাঁর, আমাদেরি তরে অনন্ত ভাণ্ডার;
তবে কেন আর বহ দুখ-ভার? নব আনন্দে মাত রে!

[ভূপালী, একতালা]

১৩৯১ আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে, অমৃত-সদনে চল যাই,
চল চল চল ভাই !
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে, আনন্দের নিকেতনে,
চল চল চল ভাই !
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল, কি আনন্দ উথলিল,
চল চল চল ভাই !
দেবলোকে উঠিয়াছে জয় গান, গাহ সবে একতান,
বল সবে জয় জয় !

[কর্ণাটী খাম্বাজ, কেরতা]

১৩৯২ আজি শুভদিনে আনন্দ-মনে পিতার সদনে চল রে যাই।
সাজি, ভকতি-ভূষণে সাজি, এস গো ভগিনী, এস রে ভাই।
ভুবন-উদ্যান সুন্দর শোভন, জলধি তটিনী ভূধর কানন,
বৃক্ষ পত্র ফল, কুসুমদল, অতুল মাধুরী রূপ নিরমল।
চন্দ্র সূর্য্য তারার আলোক জ্বলিছে, আনন্দে প্রফুল্ল ও মধুর হাসিছে,
মৃদুল অনিল সুগন্ধ বহিছে, অপরূপ শোভা তুলনা নাই !
এ বিশ্ব-উদ্যানে, মহা সিংহাসনে, হের বিশ্বপতি, তৃষিত নয়নে,
চারিদিকে তাঁর ভক্ত-পরিবার করিছে মহেশ-মহিমা প্রচার ;
গাও গাও আজি বসি এ সভায়, গাও এক গীতি অমৃত-ভাষায়,
ভাসিছে ভুবন আনন্দ-ধারায়, বিচ্ছেদ দুঃখ শোক হেথা নাই।

[ইমন-ভূপালী, একতালা]

১৩৯৩ শোন শোন অই গাইছে জগত, 'ব্রহ্ম জয় ব্রহ্ম জয়!'
প্রতিধ্বনি তার ছুটিল চৌদিকে, 'ব্রহ্ম জয় ব্রহ্ম জয়!'
গায় তরুলতা ব্রহ্মজয় গান, পশুপাখী সবে হ'য়ে একতান,
নরনারী সবে জাগায়ে মেদিনী গাইছে 'জয় ব্রহ্ম জয়!'
উৎসব-বারতা ল'য়ে সমীরণ, ঘরে ঘরে আজি করিছে ভ্রমণ,
সরিৎ সিন্ধু গ্রহ চন্দ্রমা তপন গাইছে 'জয় ব্রহ্ম জয়!'
ব্রহ্ম-তূরী-রব বাজিল শুনিয়া কোটি মৃত প্রাণ উঠিল জাগিয়া,
হরষ নয়নে, পুলক পরাণে, হ'ল ত্রিভুবন মধুময়!

[মিশ্র কেদারা, একতালা]

১৩৯৪ আজি নিমন্ত্রিত সবে সবার প্রেম-ভবনে।
তাই আনন্দ ধরে না আজি এ মলিন মনে!
মধুমাখা ডাকে হরি, (এনে) সবে নিমন্ত্রণ করি,
বিলাইবেন প্রেমামৃত এ পাপী জনে।
ক্ষুধিত তৃষিত সবে (সবার) মহাযজ্ঞ মহোৎসবে,
লভিব প্রেমান্ন আজি যত সাধ মনে।
সবার সনে সবার নাম, (আজি) আনন্দে করিব গান,
পাইব জীবন আজি মৃত জীবনে!
(আজি আনন্দ যে ধরে না মনে)

[বাউলের সুর, খং]

১৩৯৫ মহা উৎসব, নিত্য নব নব, অনন্ত বৈভব-মাঝারে ;
মুকতি-পিয়াসী দিব্যধামবাসী নিমগন প্রেম-পাথারে।
গভীর সিন্ধু গাহিছে গান, ধরিছে তটিনী অমিয় তান,
অনিল করিছে সুগন্ধ দান, শোভিছে ধরণী কুসুম-হারে।
ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণ-মধুপ ধায় অমিয় গন্ধে,
অমৃত-সন্তান করিছে সুধাপান, ব্রহ্মপদ-মকরন্দে ;
পাতিয়া হৃদয়-হিরণ্ময়-আসন, বিরাজেন শিব সত্য সনাতন,
সে রূপমাধুরী কর দরশন শোভন ভুবন-মন্দিরে !

[কানাড়া. তেওরা]

১৩৯৬ সখা ওই ডাকিছেন আমায় ! (আনন্দ-উৎসবে)
বাজিল অনন্তের বীণা, রহিতে পারি না হেথায়।
নব আনন্দে ভরিল ভুবন, সুধা-রসে প্রাণ ভেসে যায়,
প্রেম-বাহু প্রসারিয়ে, বার বার ডাকিছেন আমায়।
দীনহীন কাঙ্গালের বেশে, প'ড়ে আছি সংসার-ধূলায়,
করুণার স্বরে প্রাণসখা বলিছেন, "আয় আয় আয়" ;
একবার আকুল পরাণে, বিশ্বময় দেখ রে তাঁয়,
পূর্ণ কর জীবনের সাধ, প্রাণ মন সঁপ তার পায়।

[কানাড়া, কাওয়ালি]

১৩৯৭ শুভ দিন ক্ষণে, শুভ এই মাসে,
পূজে ভারত আজি অনাদি মহেশে!
'একমেবাদ্বিতীয়ং' ঋষি-বাক্য পুরাতন,
পুন কর কীর্ত্তন এই আর্য্য দেশে!
সকল ছলনা ছাড়ো, বিমল কর অন্তর,
কর স্বার্থ বলিদান, সত্যের উদ্দেশে।
মৃত ধর্ম্মে আনো প্রাণ, ঘোষ সবে ব্রহ্ম নাম,
অবনতি অপমান ঘুচিবে নিমেষে।

[সুঘরাই কানাড়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৬১]

১৩৯৮ মধুর মধুর উঠিছে ধ্বনি বিশ্ব ভুবনে।
অমৃত-উৎসবে, কে রবে নীরবে, গাও একতানে, আনন্দমনে।
গাও, "জয় ব্রহ্ম জয়, সর্ব্বলোক-আশ্রয়,
পিতা মাতা, জ্ঞান-দাতা, মঙ্গল-আলয়!"
পিপাসিত চিত মজ প্রেম-সুধা-পানে।
উজ্জ্বল প্রেম-কিরণে, পুণ্য-সুগন্ধ-পবনে,
নব ভক্তি নব আশা, বিকশিত প্রাণে;
পূজ রে হৃদয়-নাথে, হৃদয়-আসনে।

[ঝিঁঝিট মিশ্র, একতালা]

১৩৯৯ ভকত-সমাজে আজি মহোৎসব, গাও সবে সুমধুর তানে

হৃদি হৃদি বিকশিত কুসুমমঞ্জরী, উপহর' প্রেমনিধানে।

লাভ কর রে চির-জীবন-সম্বল, ব্রহ্মরসামৃত-পানে।

সন্তাপ-হরণ আনন্দ-মুখছবি মধু বরষে মম প্রাণে।

[পঞ্চম বাহার, ধামার]

১৪০০ ধীরে ধীরে বহিছে আজিরে মলয়, হাসি বিরাজে গগনে।

থরে থরে মনোরঞ্জন, দীপ্ত, উজ্জল তারা।

প্রেম-অলস অঙ্গে ধাইছে তটিনী রঙ্গে,

ঢালিছে মৃদু কুল কুল গানে অমিয়-ধারা।

মণ্ডিত এ ভূমণ্ডল সুধাকর-কর-জালে,

রঞ্জিত, অতি সুরভিত, কানন ফুল-মালে ;

নিভৃত হৃদয়-কন্দরে হের পরম সুন্দরে,

হও রে মধুর প্রেমময় উৎসব-মাতোয়ারা।

[কাফি সিন্ধু, সুরফাক্তা]

উৎসবে নিবেদন ও প্রার্থনা।

১৪০১ নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে।

বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে,

প্রাচীন রজনী নাশো, নূতন উষালোকে !

[নাচারী টোড়ি, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৬৯]

১৪০২ তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য-প্রভাতে আজি ;
তোমারি নামে খুলিল হৃদয়-শতদল-দলরাজি।
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনক-লেখা ;
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ-বীণা বাজি।
তোমারি নামে পূর্ব্ব তোরণে খুলিল সিংহদ্বার ;
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে, দীপ্ত মুকুট মাজি।
তোমারি নামে জীবন-সাগরে জাগিল লহরী-লীলা ;
তোমারি নামে নিখিল ভুবন বাহিরে আসিল সাজি।

[আশা-ভয়রোঁ, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২।৪ ; বৈতালিক ৪৩]

১৪০৩ এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে, কি উৎসবের লগনে !
সব আলোটি কেমন ক'রে ফেল আমার মুখের পরে,
আপনি থাক আলোর পিছনে !
প্রেমটি যে দিন জ্বালি হৃদয় গগনে, কি-উৎসবের লগনে,
সব আলো তার কেমন ক'রে পড়ে তোমার মুখের পরে,
আপনি পড়ি আলোর পিছনে !

[মিশ্র ভৈরবী, ঠুংরি। গীতলেখা ১।৪৫ ; বৈতালিক ৩০]—২০ ফাল্গুন ১৩২০ বাং

১৪০৪ কে বসিলে আজি হৃদাসনে, ভুবনেশ্বর প্রভু,
জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা, হে হৃদয়েশ্বর !
সহসা ফুটিল ফুল-মঞ্জরী শুকানো তরুতে, পাষাণে বহে সুধা-ধারা !

[সিন্ধু, আড়াঠেকা। স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩৭ শক]

১৪০৫ হৃদাসনে এস হে, এ শুভ দিনে,

মিলিয়ে সবে পূজিব তোমারে, প্রভু !

প্রেম-ফুল-মালা হৃদয় ভরিয়ে, সাজায়ে ডালি ঢালিব চরণে, প্রভু !

বন্দন-গাথা শুনাব আনন্দে, সকল কামনা জানাব তোমারে, প্রভু !

[দেশকার সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৮১]

১৪০৬ এসেছে সকলে কত আশে, দেখ চেয়ে হে প্রাণেশ,

ডাকে সবে ঐ তোমারে !

এস হে মাঝে এস, কাছে এস, তোমায় ঘিরিব চারিধারে,

উৎসবে মাতিব হে তোমায় ল'য়ে, ডুবিব আনন্দ-পারাবারে।

[হাম্বীর, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৭১]

১৪০৭ আজি তোমারি নামে তোমারি গানে ভরিব সকল প্রাণ;

তুমি দাও সুর, ও হে সুমধুর, কণ্ঠে দাও সে তান।

জীবন-ভরা আছে যত দুখ, নিমেষে ঘুচিবে হে'রে প্রেমমুখ,

সফল করিবে ব্যর্থ এ জীবন, লাঞ্ছিত মন প্রাণ।

আজি শুনিতে, শোনাতে, সবার সহিতে, তব সুধামাখা নাম,

মিলেছি হেথায়, ও হে কৃপাময়, মলিন যত সন্তান।

রিক্ত চিত্ত যাচিছে ভক্তি, দাও প্রভু প্রেম, দাও তারে মুক্তি;

সঞ্চিত যত মলিন কামনা, হোক্ তার অবসান।

[ভীমপলশ্রী, একতালা]

১৪৩৮ তোমারি প্রেমের বন্যা বহিছে ভুবনে,
ছুটেছে তোমারি বাণী শান্তি-পবনে।
রজনী হয়েছে ভোর, ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
চাহিনু নবীনালোকে মুগ্ধ নয়নে।
প্রাণি-কুল-কলয়িত, প্রীতি-সুধা-সুরভিত
উথলে বসুধা-বক্ষ গীত-বন্দনে।
রতন-বেদিকা তব, বিচিত্র বিভূতি সব,
নেহারি, রাজিছে, দেব, হৃদি-আসনে।
আজি এ মহোৎসবে, তৃষিত মানব সবে ;
কাতরে করুণা-তরে, নমি চরণে।
ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে রব, প্রসাদ মাগিয়ে লব,
পূজিয়ে, হে রাজ-রাজ, ভক্তি-চন্দনে।

[ললিত, আড়া]

১৪৩৯ অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভ'রতে হবে,
মৌন বীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে।
বসন্ত সমীরে তোমার ফুল-ফুটানো বাণী দিক্ পরাণে আনি,
ডাকো তোমার নিখিল উৎসবে!
মিলন-শতদলে তোমার প্রেমের অরূপ মূর্ত্তি দেখাও ভুবনতলে।
সবার সাথে মিলাও আমায়, ভুলাও অহঙ্কার, খুলাও রুদ্ধ দ্বার,
পূর্ণ করো প্রণতি-গৌরবে।

মাঘ ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)

১৪১০ যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিভে যায় বারে বারে ;
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।
যে লতাটি আছে, শুকায়েছে মূল,
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল ;
আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে।
পূজা-গৌরব পুণ্যবিভব কিছু নাহি, নাহি লেশ,
এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে লজ্জার দীন বেশ।
উৎসবে তার আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশী, সাজে নাই গেহ,
কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া ভাঙা মন্দির দ্বারে।
[কামোদ, একতালা। গীতলিপি ৪।২৬]—২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

১৪১১ কোথা করুণা-নিধান !
পিতা গো তোমারে ডাকিছে কাতরে,
তোমারি দুয়ারে, তোমারি সন্তান।
মোহে অন্ধ হ'য়ে, বিবাদে মাতিয়ে, বিঁধেছি ভাইয়ের প্রাণ ;
(কত) যাতনা দিয়েছি, যাতনা পেয়েছি,
নিজ হৃদে নিজে হেনেছি বাণ !
তুমি দিলে যাহা, দূরে ফেলে তাহা, করিনু বিষয়-গরল পান ;
তোমারে ছাড়িয়া, সংসারে ঘুরিয়া, নাশিনু আপন কল্যাণ।
মোর সেই সব অপরাধ ভুলে, নেবে না কি পিতা, আজি কোলে তুলে,
দিবে না কি দীনে, আজি শুভ দিনে, করিতে তোমার মহিমা গান ?

সাধু ভক্ত যাঁরা, এসেছেন তাঁরা করিতে তোমায় প্রেমাঞ্জলি দান,
(আমি) কোন্ উপহারে, পূজিব তোমারে,
লাজে দুঃখে মোর কাঁদিছে প্রাণ !
আছে শুধু মোর নয়নের জল, আর আছে তব করুণা সম্বল ;
সেই আশা ল'য়ে, আছি দাঁড়াইয়ে, কর দেব মোরে অভয় দান !
[ভৈরবী, কাওয়ালি]

১৪১২ প্রভু, নব-জীবনের কথা, নব-আনন্দ-বারতা,
এ উৎসবে কহ কাণে কাণে। (মোরা বেঁচে উঠি হে)
মিলে সবে দলে দলে, লুটায়ে চরণ-তলে,
বাঁধা পড়িব প্রাণে প্রাণে। (মহাপ্রাণ, তোমাতে হে)
জাগিবে কর্ম্মের শক্তি, আসিবে নবীন ভক্তি,
উজ্জ্বল হইয়া তব জ্ঞানে। (আমরা ধন্য হব হে)
হইবে সত্যের জয়, ঘোষিবে সত্যের জয়,
"সত্যমেব জয়তে" নিশানে। (সত্যের জয় হবে হে)
উঠিবে "জয় ব্রহ্মধ্বনি", কাঁপায়ে ব্যোম-মেদিনী,
কৃপাবৃষ্টি হবে প্রাণে প্রাণে। (নবজীবন পাব হে)
মিলিবে প্রেমের মেলা, হইবে প্রেমের খেলা,
ব্রহ্মনাম সবারি বদনে। (তোমার প্রেমের জয় হে)
[কীর্ত্তন, কাওয়ালি। সুর, "প্রভো আশীষ কর মোরে"]

১৪১৩ সফল কর হে প্রভু আজি সভা !
এ রজনী হোক মহোৎসবা !
বাহির অন্তর ভুবন চরাচর মঙ্গল ডোরে বাঁধি এক কর,
শুষ্ক হৃদয় কর প্রেমে সরসতর, শূন্য নয়নে আন পুণ্যপ্রভা।
অভয় দ্বার তব কর হে অবারিত, অমৃত-উৎস তব কর উৎসারিত,
গগনে গগনে কর প্রসারিত অতি বিচিত্র তব নিত্যশোভা।
সব ভকতে তব আন এ পরিষদে, বিমুখ চিত্ত যত কর নত তব পদে,
রাজ-অধীশ্বর, তব চির সম্পদে সব সম্পদ কর হত-গরবা।
[মিশ্র সাহানা, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৬৭]

১৪১৪ তব মধুর নাম-গানে হৃদয়ে ভকতি উঠিবে জাগি,
শকতি জাগিবে প্রাণে !
বিশ্ব জগত পূরিবে কি বা শুভ্র বিমল আলোকে,
উথলিবে নব সঙ্গীত-ধারা, ধ্বনিবে ভূলোক দ্যুলোকে,
ধাইবে যত আকুল চিত উৎসব-অমৃত-পানে।
তব মধুর নাম-গানে, শীতল হইবে তপ্ত হৃদয়,
মোহন মূরতি ধ্যানে !
উৎসারিত শত অমৃত-স্রোত বিতরিবে প্রেম-সুধা,
মোহ-বিকার টুটিবে সবার, মিটিবে প্রাণের ক্ষুধা !
তৃষিত চিত হবে না বঞ্চিত তব অযাচিত দানে;
তব মধুর নাম-গানে !
[মিশ্র, একতালা]

১৪১৫ শুভদিনে আজি পিতা, সুখে কেঁপে উঠে হিয়া,
নিখিল ধরণী তব মধুময় নিরখিয়া।
বাজে উৎসবের বাঁশী, সবাকার মুখে হাসি,
কাননে কুসুমরাশি উঠিতেছে বিকশিয়া।
পাখীরা গাহিছে গান, হরষে আকুল প্রাণ,
মধুর পরশে বায়ু সুধা যায় বরষিয়া।
এ সুখের উৎসবে, এস পিতা, তুমি তবে,
সকলি সার্থক কর, তোমার আশীষ দিয়া।

[সাহানা. ঝাঁপতাল]

১৪১৬ নবীন জীবন দাও হে নাথ,
রাখ হে তোমার দ্বারে!
বিষয়-তৃষা কর নিবারণ, বিমল অমৃত-ধারে।
ভুলায়ে রাখ হে তব প্রলোভনে, নিমগন কর রূপ-দরশনে,
মহা আনন্দে, মহা মিলনে, রাখ নব নব উৎসব-মাঝারে।
আমি হে দীন, পাপে মলিন, জীবন-সম্বল কি আছে আমার!
কেবল তোমার দয়ায়, দয়াময়, অধম জনের আছে অধিকার।
প্রভু হে, তোমার দয়ার জয় হবে, অন্ধ জনে নব আলোক লভিবে,
আশার পুলকে জগত পূরিবে, আশীষ-বারি বরিষ সংসারে।

[ইমনকল্যাণ, তেওরা]

১৪১৭ বাজে সুতানে সুন্দর এই বিশ্ব-যন্ত্র অনন্ত গগনে ;

শ্রবণে শুনি সে ধ্বনি ভুলি আপনে।

কত রবি শশী তারক, কত গ্রহ উপগ্রহ, অহরহ চলে তালে তালে,

আহা কি বা সবে বাঁধা প্রেম-বন্ধনে !

ছয় ঋতু কত ছন্দে ছয় রাগ গাহে আনন্দে,

সুর-তরঙ্গে বহে সমীরণ, পুলকিত তরুগণ,

হরষিত বিহঙ্গম, বিকশিত কুসুম রাজি বন-উপবনে।

কে গো তুমি অন্তরালে থাকি

খুলিলে অনন্ত সঙ্গীত-লহরী এ বিশ্বমাঝে !

উৎসব-আনন্দ উথলিল, প্রেম-সিন্ধু প্লাবিল নিখিল ভুবনে।

[সুরট, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।২৩]

১৪১৮ আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ, তোমারি সুগন্ধ হে !

কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান,

চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে।

জ্বলে তোমার আলোক দ্যুলোক ভূলোকে, গগন-উৎসব-প্রাঙ্গণে,

চির জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা, আঁখি পাইছে অন্ধ হে !

তব মধুর-মুখ-ভাতি-বিহসিত প্রেম-বিকশিত অন্তরে,

কত ভকত ডাকিছে, “নাথ, যাচি দিবস রজনী তব সঙ্গ হে !”

উঠে সজনে প্রান্তরে লোক-লোকান্তরে, যশোগাথা কত ছন্দে হে,

ঐ ভবশরণ প্রভু, অভয় পদ তব সুর মানব মুনি বন্দে হে !

[বাহার, তেওরা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।১৭]

১৪১৯ আজি কি হরষ-সমীর বহে প্রাণে! (এ কি);
প্রেম-কুসুম ফুটে হৃদি-কাননে।
ভগবত-মঙ্গল-কিরণে, উজল জগত শত বরণে;
নাথ নাথ বলি, প্রাণ মন খুলি, গায় সবে একতানে,
পূরে দিশি দিশি আনন্দ-গানে!

[মিশ্র পরজ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৪৮]

১৪২০ কাহার বাতাস লাগ্‌ল রে গায়, নামের ফুল ফুট্‌ল প্রাণে।
কাহার ডাক শুনিয়ে হৃদয় বাহির হ'ল নিখিল পানে।
রূপ-সাগরে বান ডাকিল, আলোর জোয়ার ছুটে এল,
জীবন ভাসায়ে নিল মহাসিন্ধুর মহা টানে।
নূতন ভুবন নূতন ছবি, নূতন চন্দ্র তারা রবি,
নূতন গহন অটবী, জাগ্‌ল ধরা নূতন প্রাণে:
অসীমের কি মহিমা, বিলয় হ'ল আঁধার সীমা,
ভকত-চিত্ত-মধুপ জাগ্‌ল আনন্দ-গানে।

[তাল যৎ]

১৪২১ আহা আজি পুলকে পূরিল দিক্ চারি।
ঝরিছে নয়নে আনন্দ-ধারা, এ কি অনুপম করুণা তোমারি!
বরিষে সুধা আজি চন্দ্র তারা, অনিল হিল্লোলে অমৃত-লহরী।
ত্রিজগতপাতা অখিল-বিধাতা, পূজিব চরণ আজি তোমারি।

[গৌরী, কাওয়ালি]

১৪২২ আজি ও কে ছুঁলে রে আমার এ পাপ-পরাণে!
(আজ) মধুর পরশে সুধার সরসে হৃদয় ডুবালে।
(আমার) হৃদয়-কাননে, সুখের পবনে, কে আজ বহালে,
(হায় রে) প্রেমের সলিলে ডুবায়ে গলালে, কে আজ পাষাণে!
সে পরশ পেয়ে, উঠিনু জাগিয়ে, মেলিনু নয়নে ;
(আমার) কে যেন হৃদয়ে আজিকে পশিয়ে, জাগায় সঘনে!
তুমি কি জননী ছুঁইলে গো মোরে, এই উৎসব-দিনে ?
(ও গো) নতুবা হৃদয়ে, আশার কুসুম ফুটিল কেমনে!
লুকোচুরি করি এ কি তব খেলা (ও গো) সন্তানের সনে ,
(মা গো) দাও খুলে দাও আঁখির বন্ধন, হেরি গো নয়নে।
ছুঁয়েছ সবারে বুঝেছি আমরা, (ও গো) লুকাবে কেমনে ?
(হাঁ গো) মায়ে কোন মতে পারে কি লুকাতে, ছলিয়ে সন্তানে !
[দেশ, একতালা। সুর, "দিবানিশি জাগে রে"]

১৪২৩ গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর !
ইচ্ছা হয় ঐ চরণতলে প'ড়ে থাকি অনিবার !
কোথায় শুনিব আর এমন মধুর নাম,
কোথায় পাইব আর এমন আনন্দ-ধাম !
সংসারের প্রলোভন স্মরণ হইলে প্রাণ
ভয়েতে আকুল, নাথ, হয় যে আবার ;
রাখ ক্রীতদাস ক'রে, একেবারে এ পাপীরে,
নিয়ত ব্রহ্ম-উৎসব কর হৃদয়ে আমার।

এনেছিলে সমাদরে, সবে নিমন্ত্রণ ক'রে,
অপার আনন্দ শান্তি করিলে বিস্তার ;
বরষিলে অবিশ্রান্ত, পবিত্র চরণামৃত,
পাইল জীবন কত সন্তান তোমার।

[বেহাগ, আড়া]—১১ মাঘ ১৭৯২ শক (২৩ জানুয়ারী ১৮৭১)

১৪২৪ কেমন ক'রে তোমায় ছেড়ে থাকি আমি বল।
তোমা হেন সখা কে আর, কে আর আছে বল বল।
বহুদিন ভগ্ন ঘরে বাস করেছি অনাহারে,
কৃপা ক'রে যদি দেখা দিলে দয়াময়,
চরণ ধ'রে সকাতরে বলি হে তোমায়,
এবার যেন জন্মের মত নিবারি হে চক্ষের জল !
কত দিন কত ক্ষণে, ভাবিয়াছি সংগোপনে,
শুভ ক্ষণে দরশনে জুড়াব জীবন ;
অকিঞ্চনে কত দয়া, দেখিব কেমন।
পূরাইলে সকল আশা, প্রদানিলে কত ফল।
উৎসবেতে পাপী সনে, বসিলে হে একাসনে,
দেখাইলে কত ব্যাপার নয়নে নয়নে ;
প্রাণান্তে সে সব যেন কভু ভুলি নে।
এবার যেন নববর্ষে সকল আশা হয় সফল।

[বসন্তবাহার, ঢিমেতেতালা]—১৪ মাঘ ১৭৯৪ শক (২৬ জানুয়ারী ১৮৭৩)

১৪২৫ ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী !
সবে মিলি তব সত্য ধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পুণ্য নাম,
ভক্তজন-সমাজ আজ স্তুতি করে তোমারি।
নাহি চাহি ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নর-নারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ, কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন, জয় জয় তোমারি !

[ঝিঁঝিট, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।৪৩]

১৪২৬ এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায় !
জগত-পুরবাসী সবে কোথায় ধায় !
কোন অমৃত ধনের পেয়েছে সন্ধান !
কোন সুধা করে পান !
কোন আলোকে আঁধার দূরে যায় !

[বাহার, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৯৭]

১৪২৭ আনন্দের বান এসেছে, স্রোতে ধরা ভেসে যায়।
বদ্ধ ঘরে থাকিস্‌নে আর, ডুব্‌বি যদি আয় ত্বরায়।
আনন্দ বারতা ব'য়ে, আনন্দের গান গেয়ে
কোন্ আনন্দলোক হ'তে নাম্‌ল ধারা এ ধরায়।
দুঃখ দৈন্য ঘুচে যাবে, নিরাশ প্রাণে আশা পাবে,
আনন্দ-হিল্লোলে ভেসে তাপিত প্রাণ জুড়ায়।

আয় রে ভাই, দলে দলে ডুবি সে আনন্দ-জলে,
মরণে অনন্ত জীবন, ভয় ভাবনা দূরে যায়।
ফুল ফল তরু লতা কহে আনন্দের কথা,
অনিল অনল জল আনন্দের গান গায়।
আনন্দময়ের নাম গাও সবে অবিরাম,
প্রেমানন্দে নেচে গেয়ে প্রেমধামে যাবি আয়।

[পাহাড়ী, একতালা]

[ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসব]

১৪২৮ জয় যুগ আলোকময়!

হ'ল অজ্ঞান চ্যুত-শাসন, নিষ্ঠুরাচার নাশন,
সংস্কার দৃঢ়-আসন হ'ল ক্ষয়; দিলে বরাভয়, যুগ আলোকময়!
আজি তেজঃপুঞ্জ-ভরিত-বক্ষ নির্মল-বোধ-পুষ্ট-পক্ষ
মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ গাহে জয়।
জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ আলোকময়!
হ'ল বুদ্ধির মোহ মোচন, যুক্তির অতি রোচন
উন্মেলি শুভ লোচন, হে সদয়, দিলে বরাভয়, যুগ আলোকময়!
হ'ল অন্ধ তমিস্র-ছেদন, অযুত ভ্রান্তি ভেদন,
আত্মার শত ক্লেদন অপনয়; দিলে বরাভয়, যুগ আলোকময়!

[খাম্বাজ, কেয়তা]

উৎসবে সম্মিলন।

১৪২৯ সকল মিলন সফল তখন, আসন যখন তুমি লও।
সকল জীবন মিষ্ট তখন, তুমি যখন কথা কও।
কর্ম্ম তখন হয় হে ভালো, (তাতে) প্রীতি যখন তুমি ঢালো,
জীবন-পথে পাই হে আলো, তুমি যখন আগে রও।
বোঝা তখন হয় না ভারী, ঐ হাতে যখন রাখ্‌তে পারি,
কি আনন্দ, বলিহারি! আমার বোঝা তুমি বও!
হারায় না যে কিছুই তখন, তোমায় সঁপি আমায় যখন,
(তখন) আঁধার আলোক, জীবন মরণ, কিছুই ছেড়ে তুমি নও!
[ভৈরবী, একতালা]—২৩ আশ্বিন ১৩২৩ বাং (১৯১৬)

১৪৩০ ধ্বনিল রে, ধ্বনিল রে!
ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে ;
দিক-দিগন্তরে ভুবন-মন্দিরে শান্তি সঙ্গীত বাজে।
হের গো অন্তরে অরূপ সুন্দরে, নিখিল সংসারে পরম বন্ধুরে,
কর আনন্দিত মিলন-অঙ্গন শোভন মঙ্গল সাজে!
কলুষ কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ হউক নির্ম্মল, হউক নিঃশেষ,
চিত্তে হোক্ যত বিঘ্ন অপগত নিত্য কল্যাণ-কাজে।
স্বর তরঙ্গিয়া গায় বিহঙ্গম, পূরব-পশ্চিম-বন্ধু-সঙ্গম,
মৈত্রী-বন্ধন পুণ্য-মন্ত্র পবিত্র বিশ্বসমাজে।

১৪৩১ কি আলোকজ্যোতি আঁধার-মাঝারে, কি পুলকে প্রাণ ছায়!
ফুটিল এ নাকি অন্ধ নয়ন ?—সমুখে নেহারি কায়!
আপনার মায়ে পেয়েছি দেখিতে, চিনিয়াছি ভাইবোন্,
কেন তবে দূরে দাঁড়াইয়ে ?—আজি মহোৎসব সম্মিলন!
আজিকার দিনে ভোল আত্মপর, থেকো না আপনা ল'য়ে,
অনাথ জনের জুড়াও যাতনা প্রেমের অমৃত দিয়ে!
শত হৃদয়ের দলরাশি মিলে একটি পরাণ হোক্,
এক হ'য়ে যাক্ শত হৃদয়ের হরষ বিষাদ শোক।
শত কণ্ঠ তুলে অনন্তের সুরে গাহ রে মিলন গান,
অসীম আকাশে উথলি উঠুক বিমল মধুর তান!
স্বরগের শান্তি আনিবে বহিয়ে আকুল সে প্রেমগান,
পবিত্র হইবে মলিন পৃথিবী, তৃষিত পাইবে প্রাণ!
[প্রভাতী, একতালা। শতগান ১২৬]

উৎসবে শান্তিবাচন।

১৪৩২ শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে, নাথ, চিত্ত-মাঝে ;
সুখে দুখে সব কাজে, নির্জ্জনে জনসমাজে।
উদিত রাখ নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্র,
অনিমেষ মম লোচনে, গভীর তিমির-মাঝে।
[তিলক কামোদ, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।৩৪]

১৪৩৩ বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াইয়ে ঊর্দ্ধমুখে নরনারী !
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ,
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্, বিঘ্ন দাও অপসারি।
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান অভিমান ?
বিতর' বিতর' প্রেম, পাষাণ-হৃদয়ে, জয় জয় হোক্ তোমারি !
[আশা-ভৈরবী, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।৫৮]

১৪৩৪ মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেম-সুধা চল রে ঘরে ল'য়ে যাই !
সেথা যে কত লোক পেয়েছে কত শোক, তৃষিত আছে কত ভাই !
ডাক রে তাঁর নামে সবারে নিজ ধামে, সকলে তাঁর গুণ গাই ;
দুখী কাতর জনে রেখো রে রেখো মনে, হৃদয়ে সবে দেহ ঠাঁই ;
সতত চাহি তাঁরে ভোল রে আপনারে, সবারে কর রে আপন ;
শান্তি আহরণে শান্তি বিতরণে জীবন কর রে যাপন।
এত যে সুখ আছে, কে তাহা শুনিয়াছে ? চল রে সবারে শুনাই,
বল রে ডেকে বল, "পিতার ঘরে চল, হেথায় শোক তাপ নাই !"
[আশা-ভৈরবী, ঠুংরি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১৫]

১৪৩৫ কামনা করি একান্তে, হউক বরষিত নিখিল বিশ্বে সুখ শান্তি !
পাপ তাপ হিংসা শোক, পাসরে সকল লোক,
সকল প্রাণী পায় কূল সেই ভব-তাপিত-শরণ অভয়-চরণ-প্রান্তে !
[দেশকার, চৌতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৭৫]

নববর্ষ ও বর্ষশেষ।

১৪৩৬ চির নবীন শোভা দেখ অবিরাম!
গাহিয়ে নবীন গীত, চল সে আনন্দধাম।
নব প্রেম-বসন পরিয়ে, নবীন রসে মাতিয়ে,
নবীন বেশে, নবীন দেশে, নবীন বরষে গাও তাঁর নাম।
ধরিল প্রকৃতি নূতন বেশ, নূতন কিরণে উজলিত দেশ,
নূতন তানে, নূতন প্রাণে, করিছে বিহঙ্গ নূতন গান।
নবীন বসুধা, নব মধুরিমা, নবীন আনন্দ করিছে দান।
আজি এ নবীন সুধার পরশে, জাগ রে অলস অবশ প্রাণ।

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল]

১৪৩৭ সবে নবীন প্রেম-বসন পরিয়ে,
প্রণমি দেব-দেব মহারাজ-রাজ আজি,
পরম ভক্তিযোগে তাঁর গুণ গাইয়ে।
নব সূর্য্য নব চন্দ্র তারা আজি, নব তরু-পল্লব নব ভাবে সাজি,
গাইছে নব প্রেমাকরে রে।
গাও গাও সবে, গাও আজি নব হৃদয়ে,
প্রাণ-মোহন-চরিত প্রাণ ভরিয়ে।

[ভূপালী, কাওয়ালি]

১৪৩৮ নব-বরষের আজি প্রথম প্রভাত,
গত বর্ষ মিশে গেছে অতীতের সাথ।
গেছে চ'লে অন্ধকার, খুলে গেল শুভ্র দ্বার ;
দেখ ওই জ্যোতির্ম্ময়, যিনি বিশ্বনাথ।
তরুলতা বনে বনে মলয় সমীর সনে,
ছড়ায়েছে ফুলগন্ধ জেগে সারারাত।
বিহগেরা বসি শাখে মধুর সঙ্গীত তাঁকে
শুনাইছে সারাক্ষণ না হ'তে প্রভাত।
মোরা কেন বসি রব, রচি গান নব নব,
গাহি এস সারি সারি ধরি হাতে হাত।
ভক্তি-পুষ্প-মালা গেঁথে দিব তাঁর চরণেতে,
চল গিয়া তাঁর পদে করি প্রণিপাত ;
শুভদিনে লব তাঁর শুভ আশীর্ব্বাদ।

[আলাইয়া. একতালা]

১৪৩৯ জাগো গো জাগো জগৎ-বাসী, নব উষায় নব রঙ্গে আজি ;
নবীন আশা নব আনন্দে সাজাও অন্তর-সাজি।
অতি মনোহর নূতন তানে, জাগো রে সঙ্গীত প্রাণে প্রাণে,
মনোবীণা মম মধুর মন্দ্রে উঠ রে বাজি বাজি !

[যোগিয়া, তেওরা]

১৪৪২ চির নবীন সরস সুন্দর মধুর তোমার প্রকৃতি!
তাই নব নব ঋতু-সমাগমে ধরে নব শোভা প্রকৃতি।
তাই চিরদিন গগন উপরে, রবি শশী নব রূপে মন হরে,
ভূতলে কুসুম ফুটে থরে থরে, বিতরে পরিমল প্রীতি।
গায় সুললিত গীত পিকগণে নিত্য নব ভাবে বন-উপবনে,
হাসে শিশুগণ প্রিয় দরশন আহা কি মোহন মূরতি!
কেন তবে শুধু আমার জীবন, দেখিতে দেখিতে হয় পুরাতন,
নিত্য নব প্রেমে নবোদ্যমে বিনাশ' কুমতি বিকৃতি।
[মিশ্র ঝিট, একতালা]

১৪৪৩ নবীন বরষে কর হরষে তাঁর নাম গান।
বরষ চলিয়া গেল, নিশি হ'ল অবসান।
সম্বৎসর যাঁর কোলে, নিরাপদে কাটাইলে,
কেমনে ভুলিবে তাঁরে, তিনি জীবের প্রাণারাম!
তিনি জ্ঞান, তিনি প্রাণ, তিনি জীবের কল্যাণ,
জীবনে মরণে তিনি, তিনি চির সুখধাম।
যাঁর নাম-মকরন্দ-পানে মত্ত ভক্তবৃন্দ,
সে নাম ভুলিয়ে বল কিসে জুড়াইবে প্রাণ!
(আজি) শুভদিনে নর-নারী, প্রাণেশ্বরে লও রে বরি,
ঘরে ঘরে পূজ তাঁরে প্রেমফুলে অবিরাম।
[মিশ্র ভয়রোঁ, কাওয়ালি]

১৪৪২ নিত্য নিখিল বিশ্ব-মাঝে, কালের মোহন বীণা বাজে,
ধাইছে জীবন আপন কাজে, বিষাদ বেদনা পাসরি।
মিলন-মধুর বিচ্ছেদ-পথে, জোছনা হাসে আঁধার-সাথে,
হাসিরাশি ভাসে বিষাদ-স্রোতে কালের মহিমা প্রচারি।
লীলার তরঙ্গ জীবন-বেলায় উঠিছে পড়িছে হরষ-খেলায়,
পুণ্য-কিরণে প্রেমের বায় ধ্বনিছে মহিমা তাঁহারি।

[ইমন, চৌতাল]

১৪৪৩ দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ ভুলেছি ও কর-পরশে,
যা কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ সুখে আছি, আছি হরষে।
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব, হেথা আমি আছি, এ কি স্নেহ তব,
তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন মধুর কিরণ বরষে।
কত নব হাসি ফুটে ফুলবনে প্রতিদিন নব প্রভাতে,
প্রতি নিশি কত গ্রহ কত তারা তোমার নীরব সভাতে,
জননীর স্নেহ সুহৃদের প্রীতি, শতধারে সুধা ঢালে নিতি নিতি,
জগতের প্রেম মধুর মাধুরী, ডুবায় অমৃত-সরসে।
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ, দিয়েছ তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ তোমার চরণ দরশে;
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালবাসা, প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা, নব নব নব-বরষে।

গৌড় সারঙ্গ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৯৪ ।

১৪৪৪ দুখের কথা বল্‌ব যবে, তোমায় কর্‌ব অপমান!
সুন্দর, চির সুন্দর হে, সুন্দর ভবে দে'ছ স্থান।
প্রভাতে কি আলোর ধারা! দিকে দিকে প্রাণের সাড়া!
কুসুম ফোটে, সুবাস ছোটে, কানন-পাখী তোলে সে তান!
জন্ম যে দিন দিয়েছিলে, কোন্ বারতা ক'য়েছিলে,
"আনন্দের এই ধরা ও রে, পুণ্য মধুর শান্তির ধাম!
হেথা নিশীথ-রাতে ফুট্‌বে তারা, ঝর্‌বে প্রাতে আলোর ধারা,
গাইবে পাখী, দুল্‌বে শাখী, ফুট্‌বে কুসুম, উঠ্‌বে রে গান!
হেথা আছে প্রেম স্নেহ, আছে রে সুখ,
আছে বেদন-কাঁটা আছে রে দুখ;
কুসুম হ'য়ে ফুট্‌বে যে সব; এ যে আঁধার-আলোর বিচিত্র তান!"
ওরে মন, করিস্ নে তুই মিথ্যা সব, এত প্রেম স্নেহ,এত কলরব,
এত হাসি গান, এত উৎসব, এত আনন্দ, এত যে প্রাণ!
[তোড়ি-ভৈরবী]

১৪৪৫ এস হে নবজীবন-দাতা!
এ পুণ্য-পরশে, এ নব বরষে, সরস সুন্দর কর হৃদয়-লতা!
নিরাশা মাঝারে যে বেড়ায় ঘুরে, শুনাও তাহারে আশার বারতা।
শোকার্তের মনে শান্তি দাও এনে, ঘুচাও তাহার পরাণের ব্যথা।
প্রেমহীন জনে নব প্রেম দানে, মোচন কর তাহার দীনতা।
[বেহাগ মিশ্র, একতালা]

১৪৪৬ নবীন দিনে আজি নূতন হও সবে,
নব আশায় ভরি প্রাণ !
নবীন বরষের নবীন প্রভাতে নবোৎসাহে গাহ গান !
জগত-ঈশ যিনি, নবীন চির তিনি, নবীন তাঁর ধরাধাম,
নবীন শোভা গীতি উথলে হেথা নিতি, স্থলে জলে উঠে তান !
জগত-উৎসবে মানব মোরা সবে র'ব কি শুধু ম্রিয়মাণ ?
অমৃত-সিন্ধু-তীরে পিব না বিন্দু নীরে, তৃষিত র'ব দিনযাম ?
এস গো এস সবে এ মহা-উৎসবে অমৃতরস কর পান,
অমৃতময় যিনি, তাঁহারে লও চিনি, হৃদয়-প্রীতি কর দান।

[ভৈরবী, তেওরা। স্বরলিপি "স্বপন পেয়া" পুস্তকে]

১৪৪৭ এস দয়া, গ'লে যাক পাষাণ হৃদয়।
এস পুণ্য, হোক্ প্রাণ পবিত্রতাময়।
এস মৈত্রী, খুলে দাও মনের দুয়ার,
নরনারী সকলেরে করি আপনার।
এস ভক্তি, উর্দ্ধপানে টেনে লও মন,
এস প্রীতি, ছিন্ন হোক্ স্বার্থের বন্ধন।
এস শুভবুদ্ধি, তব উদার আলোকে,
চলি সংসারের পথে, সুখে দুঃখে শোকে।
বিরাজ' অচলা শান্তি হৃদয়ের মাঝে,
ছয় রিপু তোমা হেরি দূরে থাক্ লাজে।

সর্ব্বোপরি তুমি, দেব, আসি দেখা দাও,
নববর্ষে নবশক্তি জীবনে জাগাও।

[ভৈরবী, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১৪]

১৪৪৮ অনন্ত কাল-সাগরে সংবৎসর হ'ল লীন।
নববর্ষ সমাগত করিতে জীবে শাসন।
থাক হে প্রস্তুত হ'য়ে, পথের সম্বল ল'য়ে,
কখন ত্যজিতে হবে, এ ভব-পান্থ-ভবন।
মাস ঋতু সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার,
নাহিক যথায়, চল তথায় করি গমন ;
মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগে,
কাল-ভয়-নিবারণে হৃদি-মাঝে অনুক্ষণ।

[বাগেশ্রী, আড়াঠেকা]—৩০ চৈত্র ১৭৯২ শক (১২ এপ্রিল ১৮৭১)

১৪৪৯ স্নেহ ভালবাসা আশা ও পিয়াসা অপূর্ণ রাখিয়া শত,
না হ'তে সাধন, ব্রত উদ্‌যাপন, বরষ হইল গত।
অতীতের পানে সজল নয়নে আকুল নিঃশ্বাস ছাড়ি ;
প্রাণে ব্যথা ল'য়ে তবু আছে চেয়ে সংসারের নরনারী !
ও হে জগদীশ, কর হে আশীষ দুর্ব্বল সন্তানগণে,
এ জড় ছাড়িয়া তোমারে চাহিয়া ডুবিতে তব সাধনে।

[বিভাস, একতালা]

১৪৫০ বর্ষ ওই গেল চ'লে !
কত দোষ করেছি যে, ক্ষমা কর, লহ কোলে !
শুধু আপনারে ল'য়ে, সময় গিয়েছে ব'য়ে,
চাহিনি তোমার পানে, ডাকি নাই পিতা ব'লে।
অসীম তোমার দয়া, তুমি সদা আছ কাছে,
অনিমেষ আঁখি তব, মুখপানে চেয়ে আছে ;
স্মরিয়ে তোমার স্নেহ, পুলকে পূরিছে দেহ,
প্রভু গো, তোমারে কভু আর না রহিব ভুলে।
[পূরবী, আড়াঠেকা]

১৪৫১ জীবনে বর্ষ কত এল গেল, জীবন ফুটিল না !
অন্ধ কামনা ভ্রান্ত বাসনা আজিও টুটিল না !
বেদনা আঘাতে জরজর প্রাণ, গাহিল না তবু তব জয়গান,
তনু মন ধন করি নিবেদন চরণে লুটিল না।
কবে যে ফুটিবে তুমিই জান তা, হে আমার প্রিয় জীবন-দেবতা,
আরো ব্যথা দাও, স'ব আমি তাও, কিছুতে টলিব না।
একদিন তবু ওই তব পায় ফুটে থাকি যেন অতুল শোভায়,
এ মোর কামনা ব্যর্থ ক'রো না ; আঁধার ছুটিল না !
[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, একতালা। পথের বাঁশী ৩৭]

১৪৫২ কালের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে, চল যাই অনন্তধামে ;
ভুলি মাস বর্ষ যুগ ব্যবধান, মত্ত হ'য়ে হরিনামে।

মিলে প্রাণে প্রাণে, অনন্তের টানে, ছুটে যাই সবে অনন্তের পানে;
এক জ্ঞানে এক তানে এক গানে ডাকি প্রাণারামে।
কিসের ভাবনা কিসের ভয়, পাই যদি মৃত্যুঞ্জয়-পদাশ্রয়!
তাঁর নামে জয়ী হইব নিশ্চয়, মৃত্যুর সংগ্রামে:
অনন্ত সঙ্গীত গাইতে গাইতে, যাইব অনন্ত জীবনের পথে,
দেবলোকে হরিধ্বনি প্রতিধ্বনি উঠিবে গ্রামে গ্রামে!

[ভৈরবী. একতালা]

১৪৫৩ বহিছে জীবন-স্রোত কাল-স্রোতে নিরন্তর:
কিন্তু কোথা যাইতেছ, ভেবে দেখ এক বার।
দেখ হে গণনা ক'রে. আসিয়াছ কত দূরে,
এক স্থানে আছ, কিংবা হইতেছ অগ্রসর।
ক্রমে দেহ হ'ল জীর্ণ, বল বুদ্ধি অবসন্ন.
নিকটে শেষের দিন অতি ভয়ঙ্কর।
এই ত বৎসর গেল, করিলে কি সম্বল,
এরূপে বিদায় বল' দিবে কত সংবৎসর!
নববর্ষ সমাগমে, উঠ হে নব উদ্যমে.
প্রমত্ত হৃদয়ে সদা কর বৈরাগ্য সাধন:
হইবে পুণ্য সঞ্চয়, থাকিবে না কাল-ভয়.
ব্রহ্ম-বরে চিরকাল হ'য়ে রহিবে অমর।

[মল্লার. আড়াঠেকা]—৩০ চৈত্র ১৭৯৬ শক (১৮৭৫)

[নববর্ষে বন্ধুসম্মিলন]

১৪৫৪ মন সাধে আজি নাথ পূজিব তব চরণে।
শুভ নব বর্ষারম্ভে মিলে সব বন্ধুগণে।
সম্বৎসর কাছে ছিলে, কত সুখ শান্তি দিলে,
দুঃখ-অশ্রু মুছাইলে নিরুপম কৃপাগুণে !
"জীবন-প্রবাহ, হায়, কাল-সিন্ধু পানে ধায়",
তব পদ-তরী বিনা অকূলে বাঁচি কেমনে !
দূর হবে চিন্তা ভয়, দূর হবে পাপচয়,
এস নাথ শুভদিনে দুঃখীর হৃদয়াসনে।

[ভৈরবী, মধ্যমান]

১৪৫৫ মরি মধুর মিলন মনোমোহনকারী !
নব-বরষে হরষে আবাহন করি।
গত বর্ষ ধীরে অতীতেরি নীরে পরবেশ করে ; অবসান তারি।
নমি তাঁরি পদে সম্পদে বিপদে, যিনি পদে পদে সদা রক্ষাকারী।
ওহে যোগ-ধন ! সদা যোগী জন, পূজে শ্রীচরণ পাপতাপহারী।
নরনারীগণে জ্ঞান নীতি দানে, সুখ শান্তি ধনে কর অধিকারী।
আজি এ সুদিনে প্রীতিপূর্ণ প্রাণে, মিলি বন্ধুগণে গাও বলিহারি !

[খাম্বাজ, ঠুংরি। গীতপরিচয় ১।১২]

ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা।

১৪৫৬ এস এস এস আজি শুভদিনে শুভক্ষণে,
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি, মিলে ভ্রাতা ভগ্নীগণে।
আর কি বিলম্ব সয়, হেরিতে সে পুণ্যালয়,
পূজিব যেখানে সবে নিত্য সত্য সনাতনে!
হইবে সত্যের জয়, ইথে কি আছে সংশয়,
তবে আর কেন ভয়, চাহি আপনার পানে!
পঙ্গুতে লঙ্ঘয় গিরি, এই মহাবাক্য স্মরি,
সাহসে নির্ভর করি এস সবে প্রাণপণে।
শীঘ্র কর আয়োজন, সঁপি দেহ প্রাণ মন,
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধন, শুভ সঙ্কল্প সাধনে;
পরব্রহ্ম নাম স্মরি, বিশ্বাস পত্তন করি,
পবিত্র ব্রহ্মমন্দির উঠাও হে, উঠাও গগনে।
ঐ পুণ্য-নিকেতনে দেখিব প্রেম-নয়নে,
সংসারে স্বর্গের শোভা, বড় আশা আছে মনে;
এস তবে এস ভাই, বিলম্বেতে কাজ নাই,
শুভ আশীর্ব্বাদ চাই দীননাথের শ্রীচরণে।

[মল্লার, আড়াঠেকা]

১৪৫৭ আজি এই মহোৎসবে, ডাকিয়ে এনেছেন সবে,
প্রাণসখা প্রিয়তম বিতরিতে প্রেমধন।
হৃদয় পবিত্র ক'রে, চল যাই ব্রহ্মমন্দিরে,
ব্রহ্মময় রূপ হেরে সফল করি জীবন।
প্রীতি ভক্তি উপহারে, পূজিব সে মহেশ্বরে,
কৃতজ্ঞ অঞ্জলি দিয়ে করিব অভিবাদন।
জীবন কৃতার্থ ক'রে, প্রেমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে,
গাইব ব্রহ্মের গুণ, শুনিবে জগত-জন।

১৪৫৮ ভ্রাতা ভগ্নী সবে মিলি চল যাই পিতার ভবনে।
সুপ্রভাত হ'ল আজ শুভদিনে শুভক্ষণে!
ঐ দেখ দয়াময়, যিনি সবার আশ্রয়,
করিছেন আশীর্ব্বাদ সব পুত্রকন্যাগণে।
প্রবেশিয়ে নব গৃহে, নব অনুরাগোৎসাহে,
নবভাবে কর্‌ব আজি মহিমা-কীর্ত্তন ;
ক'রে ব্রহ্ম-জয়ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদিনী,
এস ভাই ভগিনী, পড়ি গে তাঁর শ্রীচরণে।
প্রিয়তম পিতা আজি, এসেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেমামৃত ক্ষুধিত মানব সবে ;
ক্ষুধিত আছ যে যেখানে, এস আজ আনন্দ-মনে,
পূর্ণ হবে মনের আশা প্রেমময়ের দরশনে।
[ললিত, আড়াঠেকা]

১৪৫৯ তব আকর্ষণে, মধুর আহ্বানে,
মিলিয়াছি সবে আজি তব ঠাঁই !
আশা যে দিয়েছ, প্রাণে বল দে'ছ,
তুমি সঙ্গে আছ, থাকিবে সদাই।
তোমার করুণা সম্বল যাহার,
কি ভয় ভাবনা আছে গো তাহার,
শত বাধা বিঘ্ন পর্ব্বত-আকার,
স'রে যাবে, তাতে সংশয় যে নাই !
কণ্ঠে গাহি ব্রহ্মনাম সুধাধার,
হস্ত তব কার্য্যে রাখি অনিবার,
আনন্দ-অন্তরে গৃহ-পরিবারে
পূজিব তোমারে,বাসনা যে তাই।
এ মন্দির তব কৃপা-নিদর্শন,
তব কৃপা-বলে হইল স্থাপন,
নিজে পাত' প্রভু প্রেম-সিংহাসন,
বিরাজ সতত, এই ভিক্ষা চাই।
প্রেমে বেঁধে সবে কর এক-প্রাণ,
তব ইচ্ছা-পথে হই আগুয়ান,
তব পদে ঢালি দেহ মন প্রাণ,
"ব্রহ্ম জয়" গেয়ে ধন্য হ'য়ে যাই !

[যোগিয়া, একতালা]

১৪৬০ ও হে দয়াময়, মঙ্গল-আলয়,
সদয় হও দুর্ব্বলে, করি নিবেদন !
করেছি মনন, মিলে ভ্রাতৃগণ, পূজিব তোমার ঐ অভয় চরণ।
বিষয়-চিন্তা ছেড়ে পবিত্র অন্তরে, পূজিব আমরা একত্রে তোমারে,
পরস্পরে শ্রদ্ধা ভক্তি শিখিবারে, নির্ম্মাণ করেছি পবিত্র সদন।
ভ্রাতৃ-ভাবের অভাব যাবে আশা ক'রে, মিলিব আমরা এ গৃহ ভিতরে ;
চাই বর, তাই দাও দয়া ক'রে, (যেন) হয় এই গৃহ শান্তি-নিকেতন।
শ্রদ্ধা ভক্তি যেন স্তম্ভ হয় ইহার, ভ্রাতৃভাব হয় অবারিত দ্বার,
ধর্ম্ম স্বয়ং যেন প্রহরী ইহার, (তোমার) অসীম করুণা হয় আচ্ছাদন !
[খাম্বাজ, একতালা]

গৃহের ভিত্তিস্থাপন ; গৃহপ্রবেশ।

১৪৬১ শুভক্ষণে করি তব করুণা স্মরণ,
গৃহের এ ভিত্তি আজি করিনু স্থাপন।
নির্ভর তোমার পরে, তুমিই কল্যাণ-করে,
সর্ব্বকাজে আশীর্ব্বাদ করিও বর্ষণ।
করেছ অনেক কৃপা তুমি এ সন্তানে,
তুমিই কৃতার্থ কর, নব-গৃহ-দানে ;
গৃহেতে প্রবেশ করি, ভক্তিতে হৃদয় ভরি,
প্রভু-রূপে করি যেন তোমারে বরণ।
[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

১৪৬২ এই গৃহ-মাঝে প্রভু হ'য়ে থেকো, ও হে নাথ !
প্রতিদিন যাচি যেন তব আশীর্ব্বাদ !
প্রতিদিন সকলে মিলে প্রীতিভক্তি-ফুল-দলে,
পূজিয়ে তোমারে যেন করি প্রণিপাত !
প্রতি কার্য্য-মূলে থেকো, প্রতি পদে আঁখি রেখো,
চালক হইয়া সবার, সদা সাথ সাথ।
ফুটে যেন তব প্রীতি, দয়া ধর্ম্ম, সার নীতি,
(তবে) ক্ষুদ্র গৃহে দেখা দিবে প্রেমের জগত।

[আলাইয়া, যৎ। সুর, "সাধে তোমায় দয়াময় জগতে বলে"]

১৪৬৩ তাঁর নামে তাঁর গানে মিলেছি আনন্দ-মনে,
পূজিতে গৃহ-দেবতারে আজি এ নব ভবনে।
তাঁহারি সৃজন মাঝে সুন্দর এ গৃহ রাজে,
তিনি গৃহ-উপাদানে, তিনি গৃহের বন্ধনে।
দেখ রে তাঁর রচনা, তুলনা যার মিলে না,
মানবের জ্ঞান বুদ্ধি যাতে হার মানে ;
গৃহে কি তাঁর মহিমা প্রেম-নেত্রে হেরিবে না ?
(তাঁর) যশোগান করিবে না এ আনন্দ-দিনে ?

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

১৪৬৪ এ কি আজ করুণা, করুণা-নিলয়,
তোমারি মঙ্গল রূপে গৃহ মধুময় !
তুমি করিয়াছ এই নব গৃহ দান,
গৃহের দেবতা হ'য়ে আছ বর্ত্তমান ;
তুমি কৃপা বিতরিয়ে, এলে এই গৃহে নিয়ে,
তোমার পূজায় গৃহ ধন্য যেন হয় !
এ গৃহের প্রতি জনে, তোমারে স্মরিয়া মনে,
অন্যায় অধর্ম্ম হ'তে দূরে যেন রয় ;
প্রতি দিবসের কর্ম্মে, থাকে যেন জ্ঞান ধর্ম্মে,
পুলকে অন্তর পূর্ণ, আনন্দে হৃদয় ।

[মিশ্র প্রভাতী, যৎ । সুর, "ডাক আগে সবারে"]

১৪৬৫ তুমি হে গৃহ-দেবতা, মঙ্গলনিধান হে !
আজি এ দাস দাসীরে কর কৃপা দান হে ।
বিরাজ' নব মন্দিরে চির পুণ্যময় হে ;
পবিত্র পরশে মোরা পাই পরিত্রাণ হে ।
তব প্রেম লাগি, নাথ, আকুল হৃদয়ে,
এসেছি তব ভবনে, দেখ দেখ চাহিয়ে ;
তোমার পুণ্যের গৃহে, তোমার অমৃত-স্নেহে,
চিরদিন রাখ, প্রভু, এই আকিঞ্চন হে ।

কাফি, একতালা]

পরিবারে ব্রহ্মোৎসব।

১৪৬৬ আজি পূজরে গৃহ-দেবতারে।
সরল প্রাণে সরল গানে ডাক রে তাঁরে।
যাঁর প্রেম-করুণা-বলে, বরষ ঐ গেল চ'লে,
সাজাও চরণ তাঁর আজি প্রীতির হারে।
মিলি যত নর নারী, দেবতারে লও বরি,
গাও সুমঙ্গল-গান, মঙ্গলাচারে!

[মিশ্র মূলতান, কাওয়ালি]

১৪৬৭ আজি সবে মিলে, মনের হরষে,
ডাক রে ডাক রে সেই দেব-দেবে।
প্রেমের যাঁর নাহি বিরাম, যাঁর করুণায় ধরি জীবন,
গৃহ-দেবতা মঙ্গলদাতা, কে আছে তাঁর সমান!
প্রেমের কুসুম ভকতি-চন্দনে, দাও রে সবে তাঁর চরণে,
তবে সফল হইবে জীবন, পূজিয়ে আজি শুভদিনে।

[ঝিঁঝিট, ঠুংরি। সুর, "গাও রে জগপতি জগবন্দন"]

১৪৬৮ হৃদি-মন্দির-দ্বারে বাজে সুমঙ্গল-শঙ্খ!
শত মঙ্গল-শিখা করে ভবন আলো, উঠে নির্ম্মল ফুলগন্ধ!

[কেদারা, ধামার। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।২২]

১৪৬৯ মঙ্গল মোহন তানে মিলিয়ে সকল প্রাণ,
শুভদিনে প্রেমভরে কর আনন্দের গান।
হউক উৎসবময়, তাঁর নামে এ আলয়,
ধ্বনিত হোক্ পবনে, সুধাময় তাঁর নাম।
জাগিছে তাঁর করুণা, ফুটিছে তাঁর মহিমা,
গৃহ-দেব বিরাজিত আজি এ ভবনে!
মিলে যত নরনারী, ল'য়ে এস প্রাণ ভরি
প্রেমাঞ্জলি,—তাঁর পদে হরষে করিতে দান।

[পরজ, ঝাঁপতাল]

জন্মোৎসব।

[শিশুদের জন্মোৎসবের উপযোগী সঙ্গীত দশম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

১৪৭০ তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননী-ক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়-ডোরে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন, ক'রেছ আমার নয়ন-লোভন,
নদী গিরি বন সরস শোভন, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
হৃদয়ে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে, যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে শোকে আনন্দে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।

[খাম্বাজ, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৬৭]

১৪৭১ পরাণ সঁপিনু তোমারি চরণে, কর হে আশীষ, হৃদয়-সখা!
জীবনে মরণে, সজনে বিজনে, নিশি দিন প্রাণে দিও হে দেখা।
জনম অবধি তোমার করুণা, কত যে লভিনু, না হয় তুলনা;
সুখে দুঃখে যেন কভু তা ভুলি না, থাকে যেন হৃদে নিয়ত আঁকা।
সকাতরে, নাথ, এ জনম-দিনে, করি হে মিনতি তোমার চরণে,
দাও হে ভকতি প্রীতি মোর প্রাণে, জীবন্ত বিশ্বাস, হে দীন-সখা!
[খাম্বাজ জংলা, একতালা]

১৪৭২ এ জীবনের তরে কৃতজ্ঞতাভরে
প্রণমি হে দেব, চরণে তোমার।
লও ধন্যবাদ, কর আশীর্ব্বাদ, হউক সফল জনম আমার!
জননী জনকে নমি ভক্তিভরে, স্মরি স্নেহ দয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে,
সাধু ভক্তজনে, ধর্ম্মগুরুগণে, করি হে প্রণতি আজি শতবার!
সন্তান সন্ততি দাস দাসী গণে, কত সুখী করে শত সেবা দানে,
আজিকে আদরে কৃতজ্ঞতা-ভরে করি হে প্রণাম চরণে সবার!
ইহ পরলোকে কত বন্ধুজন ক'রেছেন কত কল্যাণ সাধন,
কত ঋণে বাঁধা আছে এ জীবন, স্মরিয়া চরণে নমি সবাকার!
তুমি প্রেমময় সবার ভিতরে, রহিয়াছ মম এ জীবন ঘিরে,
তাই প্রেমভরে অবনত শিরে তোমারে প্রণাম করি বার বার!
শেষের প্রার্থনা জান অন্তর্যামী, তোমারেই শুধু চাহিতেছি আমি,
নিজ ইচ্ছা ভুলি, তব ইচ্ছা পালি, হউক সফল জনম আমার!
[বিভাস, একতালা। সুর, "এ জগতের মাঝে"]—১ অক্টোবর, ১৯০৭

১৪৭৩ সুন্দর ভুবনে, রেখেছ যতনে,

কত ভালবাস প্রভু হে আমায়; তবু প্রাণ আরো চায়!
দিলে পিতা মাতা, ভগিনী ভ্রাতা, কত ভাবে তুমি তুষিছ সদায়,
তবু প্রাণ আরো চায়!
(আবার) নবীন সংসার, নব পরিবার, নব আশা-জ্যোতি বিকাশে,
যথায়, প্রভু, এ হৃদয় করি বিনিময়, চিরদিন মোরে রাখিবে সেথায়;
দাও প্রেমধারা দাও হে ঢালিয়া, হৃদয় আমার লইব ভরিয়া,
সকলে মিলিয়া, তোমারে ঘিরিয়া, মাতিব নব আনন্দ-পূজায়;
প্রাণ আর কিছুই না চায়!

[বেহাগ, একতালা]

১৪৭৪ ডাক হৃদি খুলিয়ে ও সে হৃদয়-সখারে!

(এমন) চির সুহৃদ্, অনাথনাথ, কে আর আছে রে!
(সদাই) হৃদয়-কুটীরে, প্রাণের ভিতরে, বসতি করে রে,
(আজ) প্রীতি-প্রসূনে, ভক্তি-চন্দনে, তাঁরে পূজ রে।
যাঁর প্রেম তরে জননী-জঠরে, নির্ব্বিঘ্নে ছিলি রে;
(আবার) যাঁর স্নেহ-গুণে, জননীর স্তনে পীযূষ পিলি রে;
দুঃখ ভাবনা, রোগ যাতনা, যে জন নাশে রে;
(আবার) নিরাশ হৃদয়ে, আশা সঞ্চারিয়ে, পরাণ মোহে রে।
শোক পাপ তাপে, বিরহ সন্তাপে, শান্তি যে দাতা রে;
(এমন) চিরন্তন ধনে, এ জনমদিনে, ভুলে কি র'বি রে?

[দেশ, একতালা। সুর, "দিবানিশি জাগে রে"]

১৪৭৫ সংসার-কানন-মাঝে, রাখিয়াছ নানা সাজে,
জীবন প্রেমের ফুলহার ; (প্রভু)
যে দিকে ফিরাই আঁখি, স্বর্গের সুষমা দেখি,
মধুময় প্রেম-পরিবার।
তোমা হ'তে আসিয়াছি, তোমা পানে চলিয়াছি,
ধ্রুবতারা তুমি সবাকার ;
জীবন তোমার হাতে, চলেছি অনন্ত পথে,
নাশিতেছ মোহ-অন্ধকার।
(প্রভু) তব নাম-কীর্ত্তনে, প্রিয় কার্য্য সাধনে,
নিশিদিন করিব যাপন ;
লভিয়ে তোমার ধর্ম্ম, করিব তোমার কর্ম্ম, তারি তরে দিয়াছ জীবন ;
ও হে জীবনের পতি, দাও হে নব জীবন,
আজি এ হৃদয়ে কর প্রেম-বারি বরিষণ ;
তোমার সন্তান ব'লে, তোমার স্নেহের কোলে,
দাও স্থান, ও হে প্রেমাধার।
[মূলতান, কাওয়ালি]

১৪৭৬ মা, তুমি সদা সঙ্গে থাক !
মোহ-ঘুমে ঘুমাইলে, "সন্তান, উঠ" বলে ডেকো।
এখানে, কি সেখানে, সদা কাছে কাছে রেখো,
তোমার অভয়-চরণ বিনা জীবের আর কিছু সম্বল নাই কো।
[রামপ্রসাদী সুর, একতালা]

১৪৭৭ এ জীবন,নাথ, কুসুমের মত'
কর বিকশিত,করুণা-কিরণে!
তোমার উদ্যানে তোমার সন্তানে,
রাখ হে সতত প্রফুল্ল-আননে।
দিয়াছ হে পিতা অনন্ত জীবন, হেথা পাত' হে অনন্ত আসন,
হে শিব সুন্দর, রূপ মনোহর হেরি অনিমেষে, অন্তর-ভবনে।
ভব-নিকেতনে আশাহীন মনে,
আছি নিশিদিন বিষাদ-আঁধারে ;
কে আছে এমন, এ দুখ-বন্ধন
করিবে মোচন, ডাকিব কাহারে!
আছে এ ভরসা, দয়াময় তুমি,
ভাসাবে অমৃতে চিত-মরুভূমি,
তব সহবাসে অমৃত-পরশে, রাখ নিত্য নব নব সম্মিলনে।
[বেহাগ, তেওরা]

১৪৭৮ প্রভু, এলেম কোথায়!

কখন্ বরষ গেল, জীবন ব'হে গেল,
কখন কি যে হ'ল জানি নে হায়!
আসিলাম কোথা হ'তে, যেতেছি কোন্ পথে,
ভাসি যে কাল-স্রোতে তৃণের প্রায়!
মরণ-সাগর-পানে চলেছি প্রতিক্ষণ,
তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন!

এ জীবন অবহেলে আঁধারে দিনু ফেলে,
কত কি গেল চ'লে, কত কি যায়!
শোকে তাপে জর জর অসহ যাতনায়,
শুকায়ে গেছে প্রেম, হৃদয় মরু-প্রায় ;
কাঁদিয়া হ'লেম সারা, হয়েছি দিশাহারা,
কোথা গো ধ্রুব-তারা, কোথা গো হায়!

[আলাইয়া, আড়াঠেকা]

১৪৭৯ সখা, তুমি আছ কোথা ?

সারা বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা!
কত মোহ কত পাপ, কত শোক কত তাপ,
কত যে সহেছি আমি, তোমারে কব সে কথা।
যে শুভ্র জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে, সখা,
দেখ, আজি কত তাহে পড়েছে কলঙ্ক-রেখা!
এনেছি তোমারি কাছে, দাও তাহা দাও মুছে,
নয়নে ঝরিছে বারি, সভয়ে এসেছি, পিতা।
দেখ দেব চেয়ে দেখ, হৃদয়েতে নাহি বল,
সংসারের বায়ু-বেগে করিতেছে টলমল ;
লহ সে হৃদয় তুলে, রাখ তব পদ-মূলে,
সারাটি বরষ যেন নির্ভয়ে সে রহে সেথা।

[টোড়ি, একতালা]

১৪৮০ বর্ষ গেল, বৃথা গেল, কিছুই করিনি হায় !
আপন শূন্যতা ল'য়ে জীবন বহিয়া যায় !
তবু ত আমার কাছে, নব রবি উদিয়াছে,
তবু ত জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায় !
বহিছে বিমল উষা তোমার আশীষ-বাণী,
তোমার করুণা-সুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি ;
রেখেছ জগত-পুরে, মোরে ত ফেল নি দূরে,
অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায় ।

[ললিত, আড়াঠেকা]

জাতকর্ম্ম ।

১৪৮১ দীনদয়াল, ও করুণার সাগর, এমন কে বা আছে !
তুমি মনোবাঞ্ছা-কল্পতরু, এমন কে বা আছে !
রেতে ঘুমালে হে হৃদয়-বিহারী, তুমি আপনি কর চৌকীদারী !
(দিবা নিশি জেগে থেকে হে) (চৈতন্যরূপে)
প্রভু না হ'তে ভূমিষ্ঠ দেহ, তুমি দিয়েছ অপত্য-স্নেহ !
(পিতা মাতার মনে)
শিশুর কোমল দেহ পোষণের জন্যে, দুগ্ধ দিয়েছ জননীর স্তন্যে !
(কণ্ঠ শুকাবে ব'লে হে,—শিশুর কোমল কণ্ঠ)

[কীর্ত্তন]

১৪৮২ কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে, বল তাই !
পিতা হ'য়ে পালিতেছ, কখনো জননী রূপে দেখিবারে পাই।
অসহায় শিশু যবে জননীর কোলে,
আধ আধ মা মা ব'লে স্তন করে পান,
আমি তখনি তাহার মূলে নিরখি তোমায়,
অমনি মা ব'লে ডাকি, কেহ না শিখায় !
শুধু জীবের জীবন বাঁচাবার তরে,
ঢেকেছ বসুধা দেহ কত উপচারে ;
তোমার এমন পালনী-রীতি হেরি হে যখন,
ইচ্ছা হয় পিতা বলি সম্বোধি তোমায়।
[পরজ বাহার, কাওয়ালি]

১৪৮৩ মঙ্গল-নিলয় জীবন-আশ্রয়,তুমি সুখ-শান্তি-প্রেম-সুধাময় !
জননী-জঠরে করিয়ে সৃজন, পালিতে শিশুরে কতই যতন,
দিয়ে স্তন্যসুধা, নাশিতেছ ক্ষুধা, সকলি তোমার স্নেহের পরিচয় !
বিমল কুসুম-সম সুকোমল, শোভে দেবশিশু কি বা সুবিমল,
হাসির ছটায় প্রাণ কেড়ে লয়, জয় হে তোমার, জয় পুণ্যময় !
আধ আধ স্বরে শিশু 'মা মা' করে,
তুমি বিনে ডাক্ কে শিখাতে পারে,
সকলের মূলে তুমি আছ ব'লে, সকল সংসার কি বা সুধাময় !
[বিভাস, একতালা । সুর, "ও হে দীননাথ"]

১৪৮৪ আহা কি সুন্দর শোভা তরুণ জীবনে!
বাল-ইন্দু সম বৃদ্ধি পায় দিনে দিনে।
নবীন কোরক সম, যে বদন নিরুপম,
বিকাশিবে ক্রমে তাহা অতুল ভূষণে।
এ চারু রূপের ভরা, যে মহা শিল্পীর গড়া,
বাখানি নৈপুণ্য তাঁর, মিলে না তুলনে।
সাজায়েছ নাথ যারে, বাল্যরূপে কৃপা ক'রে,
সাজায়ো হৃদয় তার এমনি যতনে।
এ রূপের অনুরূপ সুন্দর প্রকৃতি হোক,
অক্ষত শরীরে রেখো, পবিত্র জীবনে।
[মিশ্র প্রভাতী, খং। সুর,"ডাক আজ সবারে"]

১৪৮৫ ও হে প্রভু দয়াময়, তোমার কৃপায়
রক্ষিত হইল শিশু জরায়ু-শয্যায়।
তব পদে বার বার, করি আজি নমস্কার,
অর্পণ করিনু বিভু, এ শিশু তোমায়।
প্রভাত-কুসুম সম, নিরমল নিরুপম,
স্নেহের কলিকা এই সরল হৃদয়;
এই ভিক্ষা আমি তাই, মাগি আজি তব ঠাঁই,
সুমতি করহ এরে, হইয়া সদয়।
[ললিত, আড়া]

১৪৮৬ ফুটিল আশার ফুল স্নেহের লতায় ;
প্রস্ফুটিত ফুলে লতা কি বা শোভা পায় !
মধুর মোহন হাসি, মুকুলিত রূপরাশি,
নিরখি নিরখি আজি নয়ন জুড়ায়।
আদরে আদরে ফুলি খেলে, যথা দুলি দুলি
সমীর-পরশে কলি ললিত লতায় ;
আধ আধ আধ বোলে, আদরে মায়ের কোলে,
তেমনি দুলিয়া শিশু আদরে খেলায়।
এ সৃষ্টি-উদ্যান যাঁর, সমীরে সঞ্চার তাঁর,
সুখের স্ফুরণে তিনি, সৌন্দর্য্য শোভায় ;
এ লতা, এ ফুলকলি, আশার সম্পদে ফলি,
চিরজীবী রহে যেন, তাঁহার কৃপায়।
[বসন্ত, আড়া]

১৪৮৭ এ গৃহ করিলে মধুময়! করুণা স্মরিয়া প্রাণে ভক্তির উদয়।
নব শিশুটিরে দিয়ে, কি আনন্দ এলে নিয়ে,
পুলকে জীবন মম ধন্য মনে হয় !
শিশুর সকল ভার, লহ করে আপনার ;
তুমিই থাকিও, পূর্ণ করিয়া হৃদয়।
তুমি রেখো এ জগতে, সদা কল্যাণের পথে ;
তব প্রিয় হ'য়ে, শিশু সুখে যেন রয়।
[বারোঁয়া, ঠুংরি]

১৪৮৮ হে দয়াময়, তব তুলনা কি মিলে !
সৃজিলে শিশুরে তুমি বসিয়া বিরলে !
গর্ভে শিশু ছিল যখন, করিলে তারে পালন,
সঙ্কীর্ণ জরায়ু-মাঝে নির্ব্বিঘ্নে রাখিলে ;
হে মাতঃ বিশ্বজননী, প্রসব কালে ধাত্রী তুমি,
পাতিয়ে কোমল কোল তাহারে লইলে।
করিতে তারে পালন, কত তব আকিঞ্চন,
পিতা মাতার মনে তুমি স্নেহ-রস দিলে ;
আজীবন তুমি পাতা, তুমি ধর্ম্ম-পথে নেতা,
এ সব করুণা তব রহিব কি ভুলে ?

[ললিত, আড়া]

১৪৮৯ প্রাণে তুমি অনুপম আনন্দ জাগায়ে,
এ গৃহ করিলে ধন্য শিশুরে পাঠায়ে।
তোমার করুণা স্মরি, হৃদয়ের থালা ভরি,
ভক্তির ফুটন্ত ফুল এনেছি সাজায়ে।
বিমল কিরণে তব, শিশুর নির্ম্মল নব
জীবন-কুসুম রেখো যতনে ফুটায়ে ;
স্নেহ-সুধা বিতরিয়া মধুময় ক'রো হিয়া,
আপন মাধুরী তার হৃদয়ে মিশায়ে।

[সাহানা, ঝাঁপতাল]

১৪৯০ বিমল কুসুম-মাঝে আছ কি হে লুকাইয়ে?
না হ'লে, ফুলের হাসিতে, লয় কেন প্রাণ কাড়িয়ে?
আহা! এ গৃহ-উদ্যানে, তব করুণা-কিরণে,
ফুটেছে শিশু-কুসুম, হাসিরাশি বিকাশিয়ে।
মরি কি বা নিরমল, শান্ত সুন্দর কোমল,
তোমার মঙ্গলরূপ উঠিছে মুখে ফুটিয়ে!
মিলেছি আজ সবান্ধবে, শিশুর মঙ্গলোৎসবে,
পূজিতে তোমারে, দেব, প্রেমভক্তি-ফুল দিয়ে।

[মিশ্র-ভৈরবী, খেম্‌টা]

১৪৯১ যে ফুল্ল কুসুম আজি পাঠায়েছ এ ভবনে,
আনিয়াছি উপহার দিতে তব শ্রীচরণে।
তোমার আলোকে থাকি, তোমার শ্রীমুখ দেখি,
পবিত্র হিল্লোলে শিশু বাড়ে যেন দিনে দিনে।
তুমি গো করুণাময়ী, কর মা করুণা দান,
তোমার সেবায় রত থাকে যেন এ সন্তান!
চলিতে তোমার পথে, যখনি বিপদ ঘটে,
দয়াময়ী মা ব'লে, যেন গো তোমায় ডাকে;
আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি, কাতরে আজ সবান্ধবে,
তব ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়, শিশুর এ জীবনে।

[মূলতান, আড়া]

১৪৯২ অতিথি এসেছে দুয়ারে আমার, আশীষে তাঁর।
যিনি পাঠালেন, তিনি নিন্ এর সব সেবা-ভার।
দিনে দিনে দেহ হউক সবল, দিনে দিনে মন হউক বিমল,
শতদল সম বিকশিত হ'য়ে পায়ে থাক্ তাঁর।
অসীম পথের যাত্রী নবীন, পথ অজানা,
সারথি যে জন, পন্থা তাঁহার সব যে জানা!
সাথী হ'য়ে তিনি দিবসে ও রাতে, পালন করুন আপনার হাতে,
অসহায় শিশু, কে আছে সহায় তিনি বিনে আর?

১৪৯৩ এ গৃহ-উদ্যানে, নাথ, পুন তোমারি নিদেশে
ফুটিল নব কুসুম, সু-নব রঞ্জিত বেশে;
আজ যে শয্যায় শোয়া, সম্বল ক্রন্দন "ওঁয়া"
চলিবে বলিবে ক্রমে, তোমারি শুভ আশীষে।
এ কোমল কলেবর, হবে পুষ্ট দৃঢ়তর,
কত আশা কত চিন্তা, কালে উদিবে মানসে।
পৌরুষ-প্রধান ধীর, ধর্ম্মযুদ্ধে ক'রো বীর,
দেশের কল্যাণে প্রাণ যেন উৎসর্গে হরষে।
অশান্তির অশ্রুজল, এ কোমল গণ্ডস্থল,
ভাসায় না যেন আর, পূর্ণ ক'রো অভিলাষে।

[বেহাগ. আড়া]

নামকরণ।

১৪৯৪ আজি এ শিশুর তুমি দিলে নাম, তোমারি করুণা ধন্য !
জীবন-কুসুম ফুটিয়া উঠুক, তোমার পূজার জন্য।
করুণা করিয়া করে আপনার, লহ লহ তুমি এ শিশুর ভার ;
তোমার মতন কে আছে আপন, এ ধরায় আর অন্য !
করুণা করিয়া করিও শিশুর মধুর হৃদয় সরল মধুর ;
যেন সর্ব্বকাজে হয় তব প্রিয় সন্তান বলিয়া গণ্য।
[নায়কী কানাড়া, একতালা। সুর, "দুইটি হৃদয়ে একটি আসন"]

১৪৯৫ ডাকি আজ তোমারে ভকতি ভরে,
এ গৃহ উজ্জ্বল কর মধুর করে।
এ গৃহে পুলকে পূর্ণ সবার হৃদয়,
তোমার প্রকাশে হোক্ সবি মধুময় !
দিয়ে এ শিশুর নাম, পূর্ণ কর মনস্কাম,
করুণার ধারা যেন হৃদয়ে ঝরে।
বিঘ্ন হ'তে রেখো দূরে ; ধরণীর ধূলা উড়ে,
পড়ে না শিশুর যেন প্রাণের পরে ;
নিষ্কলঙ্ক নিরমল, মরমের শতদল,
বিকশি উঠুক তব পূজার তরে।
[মিশ্র-প্রভাতী, খং। সুর, "ডাক আজ সবারে"]

১৪৯৬ তুমি, নাথ, শিশুটিরে আনিয়াছ এ সংসারে ;
তুমিই নূতন নামে চিহ্নিত করিলে তারে !
তুমি কর আশীর্ব্বাদ, যেন মোহ পরমাদ,
যেন ধরণীর ধূলা, মলিন করিতে নারে।
নির্ম্মল ফুলের মত, শিশু যেন অবিরত,
তোমার করুণালোকে ফুটিয়া উঠিতে পারে।

[সিন্ধু]

১৪৯৭ যাচি, নাথ, শুভাশীষ তোমার চরণে,
মিলি যত নর নারী, আজি এ ভবনে।
যে জন্যে, গৃহের স্বামী, পালিছ শিশুরে তুমি,
হউক সেই ইচ্ছা পূর্ণ, ক্ষুদ্র এ শিশু-জীবনে।
যখন বাড়িবে জ্ঞান, বিকশিত হবে প্রাণ,
সংসার সম্মুখে আসি, দাঁড়াইবে দিনে দিনে,
প্রহরী হইয়া থেকো, বিপথে চলিলে ডেকো,
পথপ্রদর্শক হ'য়ে চালাইও এ সন্তানে।

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

১৪৯৮ এল শিশু মোদের ঘরে তোমার কৃপায়, হে ভগবান্ !
করি প্রণাম, আজ করি প্রণাম, সবে ক'রি প্রণাম গো, হে ভগবান্ !
ভাষা তোমার দিলে মুখে, প্রেমটি তোমার দিলে বুকে ;
তাই কইল কথা, বাসল ভাল, তোমারি জয়, হে ভগবান্ !

তুমিই আবার জীবন-ঘরে, জাল্‌বে আলো আপন করে,
খুঁজ্‌বে তোমায়, ধ'র্‌বে তোমায়, সেই আলোতেই, হে ভগবান্‌ !
তুমিই প্রভু, তুমিই রাজা, সবাই মোরা তোমার প্রজা ;
তুমিই শেখাও যা শেখাবার, আমরা তোমায় করি প্রণাম।
[ভৈরবী, তেওরা]

১৪৯৯ তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিল কুসুম ফুটিয়া।
এ নব কলিকা হউক সুরভি তোমার সৌরভ লুটিয়া।
প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরষ সব বন্ধন টুটিয়া ;
আজি মন চায় অঞ্জলি ল'য়ে ধাই তব পানে ছুটিয়া।
যে প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে স্নেহের সাগর মথিয়া,
সে নামের সাথে তব পূত নাম থাকে যেন সদা গ্রথিয়া।
হাসি দিয়ে এরে কর গো পালিত তব স্নেহ-কোলে রাখিয়া,
নয়নেতে দিও, মাগো স্নেহময়ি, প্রেমের অঞ্জন আঁকিয়া।
যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে যায় না কুসুম ঝরিয়া ;
রক্ষিও, নাথ, তোমার বক্ষে সকল দুঃখ হরিয়া।
দেখো, প্রভু, দেখো, চালাইও এরে তুমি নিজ হাতে ধরিয়া ;
মঙ্গল-পানীয় দিও তুমি দিও পরাণ-পাত্র ভরিয়া।
দীর্ঘায়ু হোক এ কোমল শিশু, সকলের প্রেমে বাড়িয়া ;
সে জীবনে, প্রভু, যেন কোথা কভু না যায় তোমারে ছাড়িয়া।
[বেহাগ-খাম্বাজ, একতালা। কাকলি ২।৪০]

দীক্ষা।

[পঞ্চম অধ্যায়, এবং অষ্টম অধ্যায়ের "সেবাব্রত ও ধর্ম্ম প্রচার ব্রত গ্রহণ" দ্রষ্টব্য]

১৫০৩ তোমার সন্তান, পিতা, জীবন মন তোমায়,
চিরদিন তরে আজি সঁপিছে তোমারি পায়।
রেখো নাথ, রেখো দাসে সতত চরণ-পাশে,
সম্পদে বিপদে রেখো তব চরণ-ছায়ায়।
বিপদে পরীক্ষা-কালে, স্নেহভরে রেখো কোলে,
প্রেম-মুখ প্রকাশিয়ে, এ দাসে ক'রো নির্ভয়।
দেহ, নাথ, দেহ বল, তব কৃপাহি সম্বল,
তোমা বিনে এ সংসারে দুর্ব্বলের আর কে সহায়!
যদি নাথ দয়া ক'রে আনিলে তোমার ঘরে,
বাঁধ তবে প্রেম-ডোরে প্রাণ মন তব পায়।
[সাহানা মিশ্র, যৎ]

১৫০১ যুঝিতে সত্য সংগ্রামে, ডাকিছ নাথ আমারে।
নিশ্চিন্ত হইয়ে আর, থাকিতে কি পারি ঘরে?
এদিকে আত্মীয়গণ করিতেছে আকর্ষণ,
ওদিকে তব আহ্বান আসিছে হৃদয় দ্বারে।
আমি ভাবি, যাই যাই, মোহ বলে 'কাজ নাই,'
দুর্জ্জয় কর্ত্তব্য-জ্ঞান, সম্মুখে ঠেলিছে মোরে।
জয় রবে সত্য-ভেরী বাজে গগন বিদারি,
নাচিছে মন-মাতঙ্গ, রাখিতে না পারি ধ'রে।

নাহি সঙ্গী নাহি বল, চলেছি একা কেবল,
নিরস্ত্র পশিব রণে, তোমাতে নির্ভর ক'রে।
যদি পড়ি রণস্থলে, তবু স্থান পাব কোলে,
'জয় ব্রহ্ম জয়' ব'লে, চ'লে যাব ভবপারে।

[বাগেশ্রী বাহার, আড়াঠেকা]

১৫৩২ আশীর্ব্বাদ কর হরি! (আমায়)
(থাকি) সতত জাগ্রত, সতত প্রস্তুত,
(যেন) সম্মুখ-সমরে কভু না ডরি।
অগ্নিমন্ত্রে দাও শত বার দীক্ষা,
শত বার শিক্ষা, সহস্র পরীক্ষা,
(আমি) সাজি রণ-সাজে, ঘোর রণ-মাঝে,
যুঝিব বিজয় নিশান ধরি!
পাপরাজ্য এবার হোক্ ছারখার,
স্বর্গরাজ্য তব হউক বিস্তার;
এতে থাকে থাক্, এতে যায় যাক্,
তুচ্ছ জীবন আমার;
তুমি রাখ যারে কে মারে তাহারে?
শমনে কি রণে, ডরে সে কাহারে?
(আমি) পেয়ে তব বর, হইব অমর,
সকল পরীক্ষা জয় করি।

[সুরটমল্লার, একতালা]

বিবাহ।

[বিবাহের বাগ্‌দান]

১৫০৩ শুভ-পরিণয়ে তুমি মিলাবে দু জনে
এই ত সূচনা তার হ'ল শুভক্ষণে !
অন্তরে প্রকাশ তব, প্রাণে জাগে প্রেম নব,
করুণা আসিছে নামি দুইটি জীবনে।
এ শুভ-মুহূর্ত্তে আজি, শুভ-বিবাহের
আদর্শ জাগাও তুমি প্রাণে দু জনের ;
শুভ-মিলনের ক্ষণ এলে যেন দুই জন,
আনন্দে মিলিত হয়, মধুর মিলনে।

[সাহানা, ঝাঁপতাল। সুর "ডেকেছেন প্রিয়তম"]

[বিবাহের উদ্বোধন]

১৫০৪ আজি এ শুভদিনে, সব বান্ধবে,
ডাকি হে প্রাণ খুলে সে দেব-দেবে।
আশার কুসুম আজি দেখ হে ফুটিল ;
প্রণয়ে প্রণয়-ধারা আসিয়া মিশিল।
লই হে আজি বরি প্রণয়ী দুজনে,
শুভ পরিণয়-পাশে বাঁধি হে যতনে ;
যাচি সবে মিলি প্রসাদ তাঁহারি, বিরচে প্রেম-লীলা করুণা যাহারি।

[ঝিঁঝিট, ঠুংরি। সুর "গাওরে জগপতি জগবন্দন"]

১৫০৫ এস নাথ, সভার মাঝে, সবার হৃদয় ভ'রে আজ ;
তোমার আলো উঠুক্ জ্ব'লে নিভিয়ে আঁধার, রাজার রাজ !
তোমার বীণা নবীন সুরে, বাজুক্ দোঁহার হৃদয়-পুরে,
মধুর রসে ভরুক চিত্ত ; পরাও প্রেমের মোহন সাজ !
[ইমন-বেহাগ, ঝাঁপতাল]

১৫০৬ আজ মনে আনন্দ অপার !
আনন্দে আনন্দময়ে ডাক একবার।
আজি ভাই ভগ্নী মিলি, ডাকি সবে প্রাণ খুলি,
মনের হরষে পূজি চরণ তাঁহার।
পবিত্র প্রীতি-বন্ধনে, বাঁধিয়ে আজ দুজনে,
কর হে করুণানিধি করুণা বিস্তার।
[বারোঁয়া, ঠুংরি]

১৫০৭ প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে,
মিলন মধুর রাগে জীবন মাঝে।
নীরব গানে গানে, পুলক প্রাণে প্রাণে,
চলেছে তাঁরি পানে, অরূপ সাজে।
প্রেম-তৃষিত সুন্দর অরুণ-আলো
হৃদয় নিভৃত দীপে জ্বালোরে জ্বালো।
পুণ্য-মধুর-ভাতি পূর্ণ মধুর রাতি,
মধুর স্বপনে মাতি মধুর রাজে।

১৫০৮ নিখিলের আনন্দ-গান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায় ;
জীবনের আকুল স্রোতে অকূল প্রেমের কূল নাহি পায়।
যে বিপুল প্রেমের বাণী নিখিল প্রাণের পুলক মাঝে,
এ প্রাণের যুগল ধারায় সেই প্রেমেরই পরশ বাজে।
সে প্রেমের ঝরণা ঝরে এই প্রেমেরই রসের ধারায়,
নিখিলের আনন্দ-গান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়।
আকাশের দিকে দিকে প্রেমের আলোর প্রদীপ জ্বলে,
সে প্রেমের উৎস জাগে এই জীবনের স্বপন-তলে।
সে প্রেমের ছন্দ উঠে প্রাণে প্রাণে আঘাত লেগে,
সে প্রেমের তরঙ্গেতে যায় ভেসে যায় ব্যাকুল বেগে।
না জানি কোন্ প্রেমিকের প্রেম জাগেরে এমন লীলায়!
নিখিলের আনন্দ-গান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়।

[বিবাহের আরাধনা]

১৫০৯ ও হে জগত-কারণ, এ কি নিয়ম তব!
এ কি মহোৎসব! এ কি মিলন নব!
গ্রহ ডাকিয়া গ্রহে মিলন মাগে, অণু অণুরে ডাকে চির অনুরাগে ;
হৃদয় হৃদয়ে ডাকে প্রেম-সোহাগে, অখিল নিখিল-ভরা একি আহ্বানরব!
যে নিয়মে জীবগণ সুখদুখ-অন্ধ, প্রেম-পারিজাতে প্রভু এ কি মকরন্দ!
দুইটি অন্তর তাই দূরান্তর হ'তে, করিছে শপথ আজ মিলি এক সাথে,
প্রেম হইবে রথী জীবনের রথে, তুচ্ছ দৈন্য, অতি তুচ্ছ বিভব।
[বেহাগ খাম্বাজ, যৎ। কাকলি ১।৩৫]

১৫১০ এস এস প্রেমময়, প্রেমের উৎসবে আজ,
বিরাজো হে রাজ-রাজ, নব প্রাণ কর দান !
তোমার অসীম প্রেমে, জগত বিকাশি উঠে,
চাহিয়া তোমার পানে চির ভ্রাম্যমাণ !
প্রেমের নিয়মে বাঁধা বিশ্ব তব, বিশ্ব-প্রাণ,
সীমা-শূন্য দেশে কালে উঠে তব প্রেম-গান ;
প্রেমের জগতে, দেব, এ দুটি জীবন নব,
প্রেমেতে মিলিয়ে আজ তোমা পানে আগুয়ান।

[জয়জয়ন্তী চৌতাল। সুর, "নাথ, তুমি ব্রহ্ম, তুমি নিত্য"]

১৫১১ মগন সবে প্রেম-মধু-পানে হে,
আজি কি আনন্দ প্রাণে !
ছুটে হরষ-তরঙ্গ অন্তরেরি পানে।
মধুর গিরি নির্ঝর, মধু সাগর অম্বর,
মধুর শশী, মধুর নিশি, মাধুরী দুটি প্রাণে !
এক তুমি অমর কবি ঢালিছ মাধুরী ;
কি বা বাজে তব বিশ্ব-বেণু মধুর কল-তানে !
যাহে কোটি রবি শশী, এক হয় তোমাতে মিশি,
ঘটাও সেই মধু-মিলন মঙ্গল-বিধানে।

[বাহার, ঝাঁপতাল]

[বিবাহে প্রার্থনা]

১৫১২ দুইটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়া ব'স হে হৃদয়নাথ,
কল্যাণ-করে মঙ্গল-ডোরে বাঁধিয়া রাখ হে দোঁহার হাত !
প্রাণেশ, তোমার প্রেম অনন্ত জাগাক্ হৃদয়ে চির বসন্ত,
যুগল প্রাণের মধুর মিলনে কর হে করুণা-নয়ন-পাত !
সংসার-পথ দীর্ঘ দারুণ, বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,
আজিকে তোমার প্রসাদ-অরুণ, করুক প্রকাশ নব প্রভাত !
তব মঙ্গল, তব মহত্ত্ব, তোমারি মাধুরী, তোমারি সত্য,
দোঁহার চিত্তে রহুক নিত্য নব নব রূপে দিবস রাত !
[নায়কী কানাড়া, একতালা]

১৫১৩ দু জনে যেথায় মিলিছে, সেথায় তুমি থাক, প্রভু, তুমি থাক !
দু জনে যাহারা চলিছে, তাদের তুমি রাখ, প্রভু, সাথে রাখ !
যেথা দু জনের মিলিছে দৃষ্টি, সেথা হোক্ তব সুধার বৃষ্টি ;
দোঁহে যারা ডাকে দোঁহারে, তাদের তুমি ডাক, প্রভু, তুমি ডাক !
দু জনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে জ্বালাইছে যে আলোক,
তাহাতে, হে দেব, হে বিশ্বদেব, তোমারি আরতি হোক্ !
মধুর মিলনে মিলি দুটি হিয়া প্রেমের বৃন্তে উঠে বিকশিয়া,
সকল অশুভ হইতে তাহারে, তুমি ঢাক, প্রভু, তুমি ঢাক।
[সিন্ধু ভৈরবী, একতালা]

১৫১৪ দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি,
বল, দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়!
সম্মুখে রয়েছ তার, তুমি প্রেম-পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি দুই জনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুই জনে চলিয়াছে;
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হ'য়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে;
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায়!
[সাহানা, ঝাঁপতাল]

১৫১৫ প্রেমে বাঁধা জগৎ তোমার, প্রেমে বাঁধা হৃদয় দুটি;
প্রেমে ঘুচাও সব ব্যবধান, প্রেমে আঁধার যায় গো টুটি।
প্রেমের দেবতা তুমি, তোমার আসন হৃদয়-ভূমি,
যুগল-মিলন মধুর আজি, তোমার প্রেমে ফুটে উঠি।
নদী যেমন সাগর-পানে, পবন যেমন ধায় বিমানে,
এ দুটি প্রাণ তেমনি যেন, তোমার পানে যায় গো ছুটি।
[পূরবী, একতালা]—১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ বাং (১৯১৯)

১৫১৬ তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর,
যত কর বিতরণ, অক্ষয় তোমার কর।
দুজনের আঁখি পরে, তুমি থাক আলো ক'রে,
তা হ'লে আঁধারে আর বল হে কিসের ডর ?
তোমারে হারায় যদি, দুজনে হারাবে দোঁহে,
দুজনে কাঁদিবে বসি অন্ধ হ'য়ে ঘন মোহে।
এমনি আঁধার হবে, পাশাপাশি ব'সে রবে,
তবুও দোঁহার মুখ চিনিবে না পরস্পর।
দেখো প্রভু, চিরদিন আঁখি পরে থেকো জেগে,
তোমারে ঢাকে না যেন সংসারের ঘনমেঘে ;
তোমারি আলোকে বসি, উজল-আনন-শশী,
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর।

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

১৫১৭ নিরখি তোমার পানে, তোমার সন্তান দু জনে,
প্রবেশে সংসারে আজি, দেখ নাথ কৃপা-নয়নে।
যথা নীর-বিন্দুদ্বয়, পুষ্পদলে এক হয়,
তেমতি হে প্রেমময় মিলাও দুই হৃদয়-মনে ;
যে প্রেমে, নাথ নিরন্তর, বিমোহিত নারীনর,
বাঁধিয়াছ চরাচর যে প্রেম-বন্ধনে ;
আজ, প্রভু, ভাল ক'রে, চিরজীবনের তরে,
সে পবিত্র প্রেম-ডোরে, বেঁধে দাও প্রাণে প্রাণে।

ভীষণ ভব-কাননে, পূর্ণ বিঘ্ন প্রলোভনে,
বল নাথ, কেমনে পশিবে দু জনে ;
দেখো, প্রভু, দেখো দেখো, মাতা হ'য়ে কাছে থেকো,
নয়নে নয়নে রেখো, সদা সর্ব্বদা যতনে।
পাপের মোহিনী মায়ায়, পথ যদি ভুলে যায়,
কৃপা ক'রে করে ধরি, ফিরাইও সেই ক্ষণে ;
বিষম সন্তাপানল, অন্তরে হ'লে প্রবল,
মুছাইও আঁখি-জল, নিরুপম কৃপাগুণে।

[বেহাগ, আড়া]

১৫১৮ প্রেমময়, আজি তুমি বাঁধিলে যতনে
হৃদয়-কুসুম দুটি, বিবাহ বন্ধনে।
যেন চিরদিন তরে, এক সঙ্গে শোভা করে,
না বিচ্ছিন্নে যেন প্রতীপ-পবনে।
সংসার-সন্তাপে কভু, না শুকায় যেন, প্রভু,
তব পদে ফুটে থাকে, কৃপা-বারি সিঞ্চনে।
দে'খে সুখী হব সবে, সুসৌরভ ব্যাপ্ত রবে,
কভু নাহি ক্ষুণ্ন হবে, পাপ-কীট-দংশনে।
যেন চিরদিন তরে, প্রেম-মধু সঞ্চারে,
প্রেমময় কৃপাসিন্ধু, তোমারই কৃপা-গুণে।

[ঝিঁঝিট, আড়াঠেকা]

১৩১৯ দাও হে, ও হে প্রেমসিন্ধু, দাও এ নবীন যুগলে,
তোমার প্রেমের মধুর বিন্দু, সুর-নর-চিত-বাঞ্ছিত।
যে প্রেমের শুধু প্রেম পরিণাম, তোমাতে উদয়, তোমাতে বিরাম,
বিষয়-বাসনা ধন জন মান, যে প্রেম করে না লাঞ্ছিত।
দুইটি হৃদয় হ'য়ে একাকার, স্বার্থের বাঁধ করিয়া বিদার,
বিশ্বের বুকে চলুক উদার, কখনো না হ'য়ে কুঞ্চিত।
টেনে লও, ও হে প্রেম-পারাবার, তব শুভ-কোলে হৃদি দু জনার,
তোমার মধুর-কঠোর শাসনে, কখনো ক'রো না বঞ্চিত।
[খট্, একতালা। সুর, "আঁধার রজনী পোহাল"]

১৩২০ মিলিল আজি পথিক দুজন জীবন পথের মাঝে।
দেখাও সুপথ, হে পথের পতি, দেখাও দিবসে সাঁঝে।
যেথায় অজানা মিলে শত পথ, চারিদিকে যাত্রী করে যাতায়াত,
চালাও, যে পথে তোমার তীরথ, তোমার মন্দির রাজে।
পথ পাশে যবে মেলে সুখ-মেলা, সুখী হোক্ খেলি হরষের খেলা,
সে খেলায় যেন নাহি করে হেলা বিরস জীবন-কাজে।
যদি কভু রাতে নিভে যায় বাতি, দেখাইও নাথ, তব মুখ-ভাতি,
বন্ধুর পথে, হে জগবন্ধু, থেকো সদা কাছে কাছে।
[বেহাগ]

১৩২১ প্রণয়-শৃঙ্খলে, প্রভু, বাঁধিয়ে দুজনে,
তব দাস দাসী ক'রে রেখো হে চরণে !

যতনে প্রণয়ে, পুষিয়ে হৃদয়ে,
আজি যে ঢালিছে জীবনে জীবনে !
হে নাথ তোমারি রচনা কৃপারি,
বিরচিছ প্রেমলীলা তুমি ত ভুবনে ;
তোমারি বিধানে, পরাণে পরাণে,
বাঁধিল মিশিল আজি, মোহিয়ে নয়নে !
দাঁড়ায়ে দুয়ারে, ডাকিছে তোমারে,
এখনি ফেলিবে পদ সংসার-ভবনে।
প্রভু, কৃপা করি, আশীষ বিতরি,
দাও, হে অভয়দাতা, অভয় দুজনে।

[খাম্বাজ জংলা, ঠুংরি। সুর, "তুমি আত্মীয় হ'তে"]

১৫২২ পবিত্র প্রেম-বন্ধনে বাঁধ হে আজি দুজনে ;
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে জীবনে।
উভয়ের প্রেম-নদী বহে যেন নিরবধি,
সুখেতে অনন্তকাল তব প্রেমসিন্ধু পানে।
তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
শুভ কর্ম্ম সম্পাদন কর আশীর্ব্বাদ দানে।
এই নব দম্পতীরে রাখ দাস দাসী ক'রে,
চির জীবনের মত' তোমার চরণে।

[মল্লার, আড়া]

১৫২৩ শুভদিনে শুভক্ষণে, পৃথিবী আনন্দ মনে,
ছুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ !
ওই চরণের কাছে, দেখ গো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণ হস্তে তুলে লও, রাজ-রাজ !
এক স্বত্র দিয়ে, দেব, গেঁথে রাখ এক সাথে,
টুটে না ছিঁড়ে না যেন, থাকে যেন ওই হাতে ;
তোমার শিশির দিয়ে, রাখ তাকে বাঁচাইয়ে,
কি জানি শুকায় পাছে, সংসার-রৌদ্রের মাঝ !

[সাহানা. যৎ]

১৫২৪ সুখে দুখে আজি হ'তে দোঁহে দু জনার ;
চেয়ে আছে দোঁহা-পানে অসীম সংসার।
জীবনের পথ ঘেরি, কত হাসি অশ্রু হেরি,
বিপদ সম্পদ কত, আলোক আঁধার।
ধর দোঁহে হাতে হাতে, চল দোঁহে এক সাথে,
পিতার ভবনে পাবে বিরাম-আগার।
হ'য়ো না ক ভয়ে হারা, কুয়াশায় দিশেহারা,
আনন্দের গান গেয়ে পথ হবে পার।

[মিশ্র পূরবী, কাওয়ালি]

১৫২৫ দুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমি ত এনেছ ডাকি ;
শুভ কার্য্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি।

এ জগতে চরাচরে বেঁধেছ যে প্রেম-ডোরে,
সে প্রেমে বাঁধিয়া দোঁহে স্নেহ-ছায়ে রাখ ঢাকি।
তোমারি আদেশ ল'য়ে, সংসারে পশিবে দোঁহে,
তোমার আশীষ-বলে এড়াইবে মায়া-মোহে ;
সাধিতে তোমার কাজ, দুজনে চলিবে আজ,
হৃদয়ে মিলাবে হৃদি, তোমারে হৃদয়ে রাখি।

[মিশ্র ছায়ানট, ঝাঁপতাল]

১৫২৬ উজ্জ্বল কর হে আজি এ আনন্দ-রাতি,
বিকাশিয়া তোমার আনন্দ-মুখভাতি !
সভামাঝে, তুমি আজ, বিরাজ' হে রাজ-রাজ,
আনন্দে রেখেছি তব সিংহাসন পাতি।
সুন্দর কর হে প্রভু, জীবন যৌবন,
তোমারি মাধুরী-সুধা করি বরিষণ ;
লহ তুমি লহ তুলে, তোমারি চরণ-মূলে,
নবীন মিলন-মালা প্রেমসূত্রে গাঁথি।
মঙ্গল কর হে আজি মঙ্গল-বন্ধন,
তব শুভ আশীর্ব্বাদ করি বিতরণ ;
বরষি, হে ধ্রুবতারা, কল্যাণ-কিরণ-ধারা,
দুর্দ্দিনে সুদিনে তুমি থাক চিরসাথী।

[ইমন-ভূপালী, কাওয়ালি]

১৫২৭ বেঁধে দিলে প্রেম-ডোর হাতে হাতে দুজনার,
এ ডোর হয় না যেন ছিন্ন কোনো কালে আর !
এ প্রেম অক্ষয় রাখ, তুমিও হৃদয়ে থাক,
তোমাতে এ দুটি প্রাণ হোক্ মিলি একাকার।
দুজনেরে আজি তব দেখাও আদর্শ নব,
শিখাও নিষ্কাম ব্রত, মন্ত্র প্রেম-সাধনার।
কেহ যেন নাহি চায় স্বার্থ আর এ ধরায়,
সবে সুখী ক'রে সুখ পায় যেন অনিবার !
[সাহানা, ঝাঁপতাল]

১৫২৮ মিলনের রাতি মধুময় করি, তুমি এলে মনোমাঝে,
প্রাণের বীণায়, নামটি তোমার, মধুর মধুর বাজে।
মধুর তোমার প্রেমে পূর্ণ মন, প্রাণে প্রাণে হোক্ মধুর মিলন ;
দুইটি হৃদয় এক করি তুমি সাজাও মধুর সাজে।
অন্তরে তোমারে করিয়া বরণ, দু জনের হোক সুখের জীবন ;
দু জনেই যেন রাখে দেহমন সকল কল্যাণ-কাজে।
[নায়কী কানাড়া, একতালা। সুর, "দুইটি হৃদয়ে একটি আসন"]

১৫২৯ প্রিয়তম, দাও নব প্রীতি-ফুলহার।
বাঁধ প্রেম-মাল্যে হৃদয় দোঁহার।
নব মন্ত্রে জাগাও প্রাণ, নব ভকতি কর দান,
প্রীতি-কানন-মাঝে বিরচ নব সংসার !

চির সঙ্গী তুমি, প্রভু, থাক চিরদিন সাথে,
রাখ অনিমেষ আঁখি কঠিন জীবন-পথে ;
হইলে পরিশ্রান্ত-প্রাণ, করিও প্রেম-ছায়া দান,
হৃদয়ে কর, হে দেব, নব শকতি সঞ্চার।

[ধূন মিশ্র, কাওয়ালি]

১৫৩০ আজি এ সন্তান দুটি মিলিছে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, খোল হে দুয়ার।
যে প্রেম সুখেতে, প্রভু, পঙ্কিল না হয় কভু,
যে প্রেম দুখেতে ধরে মঙ্গল-আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন ;
যে প্রেমের শুভ্র হাসি, প্রভাত-কিরণরাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত-সদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দু জনে ;
যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিও, দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোলে, দেখায়ো আবার।

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

১৩৩১ শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার ;
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর !
যে প্রেম সুখেতে কভু, মলিন না হয়, প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন ;
যে প্রেমের শুভ্র হাসি, প্রভাত-কিরণরাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত-সদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দু জনে :
যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিও, দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোলে, দেখায়ো আবার।

[বেহাগ]

১৩৩২ করুণা-কিরণ-পরশে তোমার, জীবনকুসুম বিকাশে ধীরে ;
নন্দিত কর প্রেম-পরিমলে, সুবাস বিতরি পুণ্য-সমীরে।
বিকশিত ঐ যে দুটি প্রসূন, মিলনের ডোরে এক হ'ল আজ,
রেখো তাহাদের চির অমলিন, সুবাসিত রেখো, হে রাজ-রাজ !
নিবেদিত হোক্ চরণে তোমার, নির্ম্মল পূত নয়ন-নীরে।

[কানাড়া, একতালা]

[বিবাহে উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ]

১৫৩৩ যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে আজি হে নবীন সংসারী,
কাণ্ডারী কোরো তাঁহারে তাহার যিনি এ ভবের কাণ্ডারী!
কাল-পারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামবিহীন,
শুভ যাত্রায় আজি তিনি দিন্ প্রসাদ-পবন সঞ্চারি!
নিয়ো নিয়ো চির জীবন-পাথেয়, ভরি নিয়ো তরী কল্যাণে,
সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে যেয়ো অমৃতের সন্ধানে।
বাধা নাহি থেকো আলসে আবেশে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায় চ'লে যেয়ো হেসে,
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে, বিশ্বের মাঝে বিস্তারি!

[ভূপালী, কাওয়ালি]

১৫৩৪ সুখে থেকো আর সুখী কোরো সবে,
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক্ ভবে!
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর, মহত্ত্বের পরে রাখিও নির্ভর,
ধ্রুবজ্যোতি তাঁরে ধ্রুবতারা কোরো, সংশয়-তিমিরে, সংসার-অর্ণবে।
চির শোভাময় প্রেমের মিলন মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
দু জনার বলে সবল দুজন, জীবনের কাজ সাধিও নীরবে।
কত দুঃখ আছে, কত অশ্রুজল, প্রেম-বলে তবু রহিও অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল, সম্পদে বিপদে, শোকে উৎসবে।

[খাম্বাজ, একতালা]

১৫৩৫ জগতের পুরোহিত তুমি, তোমার এ জগত-মাঝারে
এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে।
ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি, গলাগলি অরুণে উষায়,
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে, তারাটি তারার পানে চায়।
পূর্ণ হ'ল তোমার নিয়ম, প্রভু হে, তোমারি হ'ল জয়,
তোমার কৃপায় এক হ'ল আজি এই যুগল হৃদয়।
যে হাতে তুমি দিয়াছ বেঁধে শশধরে ধরার প্রণয়ে,
সেই হাতে বাঁধিয়াছ তুমি এ দুটি হৃদয়ে হৃদয়ে।
জগত গাহিছে জয় জয়, উঠেছে হরষ-কোলাহল,
প্রেমের বাতাস বহিতেছে, ছুটিতেছে প্রেম-পরিমল।
পাখীরা গাও গো গান, কহ বায়ু চরাচরময়,
মহেশের প্রেমের জগতে, প্রেমের হইল আজি জয়।

[খাম্বাজ, একতালা]

১৫৩৬ আজি জীবন-তীরে আশা-সমীরে বহিছে ধীরে সুখ-গান!
কৌমুদী-ভূষিত মধুর নিশীথ, পূরিত পুলকে পরাণ!
সময়-নীরে ভাসিল গভীরে নূতন তরণী-যুগল,
বিবেক-হালে উরমি-মালে, দাপিয়া সাহসে সবল।
করুণা-বাতে তুলি দিল মাথে প্রেম-বাদাম শোভন!
"জয় ভব-কারণ!" জাগিল কেতন, পূরিল মঙ্গল-বিধান!

[মূলতান, কাওয়ালি। সুর, "জয় দীন-দয়াময়"]

১৫৩৭ দুজনে এক হ'য়ে যাও, মাথা রাখো একের পায়ে ;
দুজনের হৃদয় আজি মিলুক তাঁরি মিলন-ছায়ে।
তাঁহারি প্রেমের বেগে দুটি প্রাণ উঠুক্ জেগে,
যা কিছু শীর্ণ মলিন টুটুক্ তাঁরি চরণ-ঘায়ে।
সমুখে সংসার-পথ, বিঘ্ন বাধা কোরো না ভয় ;
দুজনে যাও চলে যাও, গান ক'রে যাও তাঁহারি জয়।
ভকতি লও পাথেয়, শকতি হোক্ অজেয় ;
অভয়ের আশীষ-বাণী আসুক তাঁর প্রসাদ-বায়ে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বাং (১৯১৪)

১৫৩৮ মঙ্গল আনন্দধ্বনি কর লো পুরনারী,
সুখ-আশা পূর্ণ হ'ল কৃপায় তাঁহারি।
জীবনে জীবনে মিলিল আজ, মিশিয়ে ধরিল মোহন সাজ,
মোহিল নয়ন, জুড়াল হৃদয়, সে শোভা নেহারি।
মিলায়ে কণ্ঠ ধর লো তান, প্রাণের হরষে কর লো গান,
জাগাও ধ্বনি যতেক রমণী, আজি হৃদয় ভরি।

[ঝিঁঝিট, একতালা]

১৫৩৯ প্রভু, মঙ্গল-শান্তি-সুধাময় হে, ভব-সেতু মহা-মহিমালয় হে !
জয় বিঘ্নবিনাশন পাবন হে, জয় পূর্ণ পবিত্র কৃপাঘন হে !
জয় পুণ্য-নিধে গুণসাগর হে, আজি এ দুজনে করুণা কর হে !

[খাম্বাজ জংলা, ঠুংরি। সুর "তুমি আত্মীয় হ'তে"]

১৫৪০ আজি মিলন-রাতে আনন্দেতে প্রণাম কর তাঁহার পায়,
অ-জানা আজ আপন হ'ল যাঁহার প্রেমের মহিমায়।
দূরকে টেনে আপন ক'রে প্রাণের সাথে মেলায় যোড় ;
সেই জীবন-দাতা হৃদয়নাথে হের রে আজ এ সভায়।
[বাহার, তেওরা]

১৫৪১ কি বা সুখ-রজনী ! সব সাধ পূরিল, সুখ-নীরে ভাসে মন!
সবে মিলি গাও মঙ্গল-সঙ্গীত, মিলে প্রণয়ী দুজন !
সুধাকর সনে হাসে যথা যামিনী বিকাশি কুসুম-দশন,
ফুল্ল ফুলসম প্রণয়ী-হৃদয় হাসে, হইলে মিলন।
এই প্রণয় যেন থাকে চিরদিন নবজাত কুসুম-মতন ;
প্রণয়-নিদর্শন কুসুমেরি দামে করযুগ কর' বন্ধন।
পিতা দয়াময়, হইয়ে সদয়, শুভাশীষ কর' দান ;
পবিত্র প্রণয়-বলে সদা যেন ধায় তব পদে দোঁহার মন !
[ধানী মুলতানী, কাওয়ালি]

[বধূ-সম্বর্দ্ধনা]

১৫৪২ এস গো ভগিনি, মঙ্গলরূপিণি, এস গৃহলক্ষ্মী ঘরে !
পিতার প্রসাদ, শুভ আশীর্ব্বাদ তুমি আমাদের তরে।
আমাদের ঘর হউক সুন্দর, এস ঘর আলো ক'রে ;
তব পদার্পণে যেন এ ভবনে মঙ্গল-নিঝর ঝরে।
চির-কুসুমিত, চির-সুবাসিত, হউক তোমার তরে,
জীবনের পথ, গৃহ-ধর্ম্ম-ব্রত, পিতার করুণা-বরে।

পরশে তোমার ফুটুক্ এবার প্রেম-ফুল থরে থরে,
এ গৃহ-আশ্রম হোক্ তীর্থ-সম তোমারি সেবা আদরে !
তোমার গৌরবে চরিত্র-সৌরভে কর সবে পুলকিত ;
তোমার আলোকে ইহ পরলোকে, কর সবে আলোকিত।
তোমার প্রভাবে মধুর স্বভাবে স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-ভরে,
কর কর জয় সবার হৃদয় এ গৃহ-রাজ্য ভিতরে !

[বাহার, একতালা]

১৫৪৩ এ গৃহ-মাঝারে ব'স আলো ক'রে, সাদরে করি আবাহন।
মিলি সব বন্ধুগণে, আজি এ শুভদিনে, বন্দি মোরা প্রভুর চরণ।
এ কুল-কাননে তুমি ফুটিলে নবীন ফুল,
দিব্য স্নিগ্ধ-জ্যোতি, সৌরভে প্রাণ আকুল :
আনন্দদায়িনি ! কর প্রীতি বিতরণ !
চলিয়াছি সবে মোরা মহা-মিলনের পথে,
হেথা নাহি কেহ একা, চলে সবে সাথে সাথে,
প্রেমের উদ্যানে মোরা মিলিব তাঁহার ঠাঁই,
সকলে সখা সাথী, কেহ হেথা পর নাই,
বিমল আনন্দ-রস করিব আস্বাদন।

[ভূপালী-মিশ্র, কাওয়ালি]

দশম অধ্যায়।

বালকবালিকার সঙ্গীত।

বালকবালিকার নিবেদন।

[একাকী]

১৫৪৪ জীবন আমার কর আলোকের মত সুন্দর নির্ম্মল,
যেখানে যখন রব, সে স্থান নিয়ত করিব উজ্জ্বল।
ও গো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে, আলো করি আমার জীবন;
সুদিনে দুর্দ্দিনে কি বা অন্ধকার রাতে, চিরজ্যোতি, থাক অনুক্ষণ!
জীবন আমার কর ফুলের মতন শোভার আধার,
পবিত্র সুগন্ধে যেন সবাকার মন তুষি অনিবার।
ও গো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে, শোভা করি আমার জীবন!
শরত, হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষাতে, হে সুন্দর, থাক অনুক্ষণ!
অন্ধের যষ্টির মত কর গো আমারে দুঃখীর নির্ভর;
প্রাণপণে আমি যেন দুঃখী অনাথেরে সেবি নিরন্তর।
ওগো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে, প্রাণে বল করহ বিধান,
আমার এ জীবনের সন্ধ্যায় প্রভাতে কাছে থাক সর্ব্বশক্তিমান!
[মিশ্র ভীমপলশ্রী, ঝাঁপতাল]

১৫৪৫ তোমারে বাসিতে ভাল তুমি দাও শিখাইয়ে,
হাতে ধ'রে পিতা মোরে শুভ পথে যাও নিয়ে।
আমি যে গো হীনমতি, হীনবল শিশু অতি,
তুমি না দেখালে পথ, কুপথে পড়িব গিয়ে।
তাই পিতা কাছে থাক, পাপ তাপ হ'তে রাখ,
নির্ভয়ে রহিব সদা তব হাতে প্রাণ দিয়ে।
চলিতে সত্যের পথে, দুঃখ যদি হয় পেতে,
দাও মনে হেন বল, তাও যেন থাকি স'য়ে।

[আলাইয়া, একতালা]

১৫৪৬ তুমি যে গো সাথে সাথে আছ অনুক্ষণ,
কেনই ভাবনা আর করি অকারণ!
বিপদে পড়িলে পরে, ডাকিব বিশ্বাস-ভরে,
অমনি সকল ভয় করিবে বারণ।
আলোকে আঁধারে কি বা, চেয়ে আছ নিশি দিবা,
তোমার চোখের দূরে নহে কোন জন;
হই ছোট শিশু হই, তোমারি ত কাছে রই,
কে আছে কে আছে বড় তোমার মতন!

[আলাইয়া, যৎ]

১৩৪৭ পরমেশ, তব পদ পূজিবারে চাই,
কেমনে পূজিব, তা ত ভেবে নাহি পাই।
তুমি নাকি সবি দেখ, মনের মাঝারে থাক,
যেথাই থাকি না কেন, যেথাই না যাই!
এ মনের কথা তব অজানিত নাই,
জান, কি চাহিতে আসিয়াছি তব ঠাঁই ;
তবে রাখ রাখ মোরে, তোমারি সেবক ক'রে,
করি যেন তব কাজ, তব নাম গাই!
[খট্, একতালা। সুর, "আঁধার রজনী পোহাল"]

[মিলিত ভাবে]

১৩৪৮ সকলেরি প্রভু তুমি, রাজা তুমি জগতের,
কে বুঝে মহিমা তব, হে মহান্ মহতের!
রাজা হ'য়ে প্রভু হ'য়ে অনিমেষ আছ চেয়ে,
স্নেহের নয়নে, দেব, মুখ-পানে সন্তানের।
কতই বাসিছ ভাল, রাখিয়াছ কত সুখে,
করুণার কথা তব কেমনে বলিব মুখে!
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদিনু পদে পিতা,
কি বা দিব, কি বা আছে, অতি ক্ষুদ্র আমাদের!
[সাহানা, ঝাঁপতাল। সুর, "ডেকেছেন প্রিয়তম"]

১৫৪৯ জগতের পিতা তুমি করুণা নিধান!
হীনমতি শিশু মোরা দুর্ব্বল অজ্ঞান।
ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা;
শিখাও এ ছোট কণ্ঠে তব নাম-গান।
সুখে দুখে চিরদিন যেন দয়াময়,
তোমাতে সুমতি থাকে, পাপ-পথে ভয়;
এই আশীর্ব্বাদ সবে কর প্রভু দান।
অসহায় সন্তানের সাথে সাথে থাকো,
তোমার কার্য্যেতে সদা নিয়োজিত রাখো,
ধন্য হোক্ এই ক্ষুদ্র দেহ মন প্রাণ!

[মিশ্র, ঝাঁপতাল]

১৫৫০ ছোট ছোট শিশুগুলি, অল্পমতি অল্পজ্ঞান,
সকলের বড় তুমি, অনন্ত ভূমা মহান্!
তব শ্রীচরণতলে, এসেছি সকলে মিলে,
দুরবল আমাদের কর গো অভয় দান।
যাঁহার চরণ-ছায়ে, এ বিশ্ব রহে নির্ভয়ে,
এই ধরা যাঁর কাছে ধূলি-রেণুর সমান,
সেই তুমি মাতা হ'য়ে, স্নেহ-হস্ত প্রসারিয়ে,
সতত রয়েছ কাছে, বিপদে করিছ ত্রাণ।

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

১৫৫১ কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন, শত শত আশার কিরণ।
নিরাশার অন্ধকারে, ল'য়ে যেন যেতে পারে,
নব শক্তি, নবোৎসাহ, উদ্যম নূতন, আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন!
কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন, স্নেহ ভরা আনন্দভবন!
দীন অসহায় যারা, স্থান যেন পায় তারা,
মুছাইতে পারে যেন সজল নয়ন, আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন!
কর পিতা আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন, স্বরগের নন্দন-কানন!
ন্যায়, সত্য, পবিত্রতা, বিকশিত হোক্ তথা,
সুধার সৌরভে মত্ত করুক ভুবন, আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবন!
[মিশ্র, ষৎ]

১৫৫২ মা গো জননী, স্নেহরূপিণী,
করি এ ভিক্ষা তোমার ঠাঁই,
কর শুভাশীষ যেন অহর্নিশ, সুপথে থাকিয়ে কাল কাটাই।
তোমার চরণে করি গো মিনতি, সুকাজে সতত থাকে যেন মতি,
ভাই ভগিনী সবারে প্রীতি, দিতে যেন মাগো পারি সদাই।
ন্যায়, সত্য, প্রীতি, ভক্তি, বিনয়, ধৈর্য্য, জ্ঞান, শক্তি,
পুণ্য আদি ভূষণে যেন ভূষিত হইয়া থাকি সবাই।
আমরা তোমার তনয় তনয়া, কর আশীর্ব্বাদ হইয়ে সদয়া,
বিপদ-কালে অভয় কোলে দেখো মাগো যেন শরণ পাই।
[ঝিঁঝিট, একতালা]

১৫৫৩ এসেছি আমরা মা গো, পূজিতে তব চরণ,
ক্ষুদ্র শিশুদের পূজা কর গো কর গ্রহণ।
না দেখি এমন ঠাঁই যেখানে মা তুমি নাই,
যে দিকে আঁখি ফিরাই, পাই তব নিদর্শন।
হ'য়ে মা গো অন্তর্যামী অন্তর দেখিছ তুমি,
কিছুই তোমার কাছে কভু না থাকে গোপন ;
প্রীতি শান্তি পবিত্রতা গুণে তুমি বিভূষিতা,
জগত-জননী, তব মহিমা যে অতুলন।
[ঝিঁঝিট, আড়াঠেকা]

১৫৫৪ ছোট শিশু মোরা, তোমার করুণা
হৃদয়ে মাগিয়া লব,
জগতের কাজে, জগতের মাঝে, আপনা ভুলিয়া রব।
ছোট তারা হাসে আকাশের গায়, ছোট ফুল ফুটে গাছে ;
ছোট বটে, তবু তোমার জগতে আমাদেরো কাজ আছে।
দাও তবে প্রভু হেন শুভমতি, প্রাণে দাও নব আশা ;
জগত-মাঝারে যেন সবাকারে দিতে পারি ভালবাসা।
সুখে দুখে শোকে অপরের লাগি যেন এ জীবন ধরি ;
অশ্রু মুছায়ে বেদনা ঘুচায়ে জীবন সফল করি।
[খাম্বাজ মিশ্র, একতালা]

১৫৫৫ শিশুজনে ডাকে তোমায়, পদছায়া যেন পায় ;
তুমি পিতা মাতা, প্রাণ মম তোমায় চায় !
চরণে সুমতি রেখো, সতত সঙ্গে থেকো,
কুপথে মন যদি যায়, টানিয়ে নিও গো পায় ।
দিনের আহার দানে, সত্য-জ্যোতি দিয়ে প্রাণে,
শুদ্ধ সন্তোষ বিধানে, স্থান দিও অভয় পায় ।
মধুর মধুর তব নাম, বদনে বলি অবিরাম,
অবশ আত্মায় দেহ প্রাণ, এ মম মিনতি পায় ।

[ধুন, ঠুংরি]

১৫৫৬ ও গো পিতা, তব করুণায় আজি
হইনু আমরা ধন্য,
মরমে ফুটিল আশার কুসুম, ঘুচিল সকল দৈন্য ।
আলোকে পুলকে উজল হৃদয়,
সুখের ধরণী হেরি মধুময়,
শুধু মনে হয় তোমা সম কেহ আপনার নাহি অন্য ।
কর গো আশীষ, ফুলের মতন
থাকে নিরমল নিয়ত এ মন,
যেন ধরা-মাঝে হই তব কাজে সন্তান বলিয়া গণ্য ।

[মূলতান, একতালা]

১৫৫৭ জয় জয় জগদীশ জগতের আদি কারণ।
তোমার কৃপার বলে, হে পিতা, সংসার চলে,
তোমার স্নেহের কোলে আছে বিশ্ব-ভুবন।
তোমারি কৃপা-বিধানে, অমৃত জননী-স্তনে,
মায়ের কোমল প্রাণে দিলে স্নেহ-রতন।
তব কৃপা অবতরি, পিতার হৃদয়োপরি,
যতন আকার ধরি করিতেছে পালন।
ভাই ভগিনী কর যুড়ি, বিনয়ে প্রার্থনা করি,
সতত সুমতি করি রেখো হে চিরদিন।
তব দাস দাসী হব, সাধু কাজে সদা রব,
তোমার পথে চলিব, এই মনে আকিঞ্চন।
[ঝিঁঝিট, একতালা]

১৫৫৮ জগতের মাতা তুমি সদাই রয়েছ কাছে,
নহিলে এ ক্ষুদ্র প্রাণ কেমনে বাঁচিয়ে আছে !
স্নেহময়ী জননীর স্নেহের ভিতরে শুধু
তোমারি অতুল স্নেহ আপনারে প্রকাশিছে !
পিতার হৃদয়ে থাকি যতনে পালিছ তুমি,
তব গুণে ঘর খানি ভাই বোনে সাজিয়াছে !
সকলি দিয়াছ তুমি, চাহিবার কি বা আছে ?
এ দানের উপযুক্ত কর, শিশু এই যাচে।
[আলাইয়া, ঝাঁপতাল]

১৫৫৯ ভাই বোনে মিলে তব পদতলে,
এসেছি গো পিতা, চাহ দয়া ক'রে !
গাহিতেছি সবে হরষের ভরে, তব প্রিয় নাম ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বরে !
এই কর প্রভু, সুখে দুঃখে কভু না ভুলি তোমারে ক্ষণেকের তরে ;
যদি তোমা ভুলে যাই কভু চ'লে কুপথের দিকে, রেখো হাতে ধ'রে।
[খাম্বাজ, লক্ষ্ণৌ ঠুংরি। সুর, "তুমি আত্মীয় হ'তে"]

১৫৬০ ভাই ভগ্নী মিলে আজি, তোমার চরণ পূজি,
কর, মা গো, কর আশীর্ব্বাদ !
তোমারি কোলেতে থাকি, মা ব'লে তোমারে ডাকি,
পূরাও পূরাও মন-সাধ।
সুশীল সুবোধ হব, সবারে ভালবাসিব,
ভাই ভগ্নী দাস দাসী আর ;
পিতা মাতা গুরুজনে, সেবিব সবে যতনে ;
হবে সদা ধীর ব্যবহার।
মিথ্যা পথে না চলিব, কটু কথা না বলিব,
না করিব কভু অহঙ্কার ;
তোমার চরণ ধরি, মা গো, এই ভিক্ষা করি,
প্রার্থনা পূরাও সবাকার।

[বিভাস, ঝাঁপতাল]

১৫৬১ সাজায়ে দাও হে মোদের এ জীবন।

জ্ঞানের আলোকে প্রেমের পুলকে কর হে প্রভু সুন্দর শোভন!
ধরার দেবতা জনক জননী, সুখ দুখে সাথী ভাই ভগিনী,
সকলের প্রতি হৃদয়ের প্রীতি উৎসারিত কর প্রভু, অনুক্ষণ।
ফুলের মতন কোমল সুন্দর, সুগন্ধ দানে যেন নিরন্তর
সবাকারে তুষি, সবে ভালবাসি : শান্ত বিনীত কর প্রাণমন।
মোদের জীবন তোমারে সঁপিয়া, লতার মতন থাকিব ঘিরিয়া,
কর হে পিতা জনম ধন্য, আশীষ-অমৃত করি বরিষণ।

[মূলতান, ঝাঁপতাল]

১৫৬২ চল যাই ভাই ভগিনী মিলে,
আনন্দময়ী জননীর প্রেমানন্দ-কোলে।
যবে পদ পিছালিয়ে, যাই হে ভূমে পড়িয়ে,
তখন জননী বিনে কে করে হে কোলে!
অবোধ সন্তান ব'লে, সব অপরাধ ভুলে,
ল'বেন করুণাময়ী, স্নেহ-কোলে তুলে।
ক্ষুদ্র হৃদি উপহার, চরণে ল'য়ে মাতার,
তাঁহারি আশীষ ভিক্ষা মাগি হে সকলে।

[বারোঁয়া, ঠুংরি]

১৫৬৩ ভাই বোনে মিলে, আয়রে সকলে, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে।

হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমেতে মিলায়ে, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে।
দুখের রজনী হবে অবসান, পাইবে ভুবন নবীন পরাণ,
গাইবে এবার আনন্দের গান, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে।
নব সাজে মোরা সাজিব আপনি, সাজাইব দেশ, সাজাব ধরণী,
স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, ভক্তি আনি, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে।
দাও এনে আজি যার যা শকতি, হৃদয় ভরিয়া আন নব প্রীতি,
পরাণে জ্বালাও নব আশা-বাতি, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে।
প্রতিজ্ঞার বলে কি কাজ না হয় ? করি প্রাণপণ লভিব বিজয় ;
অনন্ত শকতি মোদের সহায়, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে।
খাটিতে এসেছি খাটিয়া মরিব, ললাটের ঘাম চরণে ফেলিব,
মরণ-দিনেও আশা না ছাড়িব, গড়িব ভুবন নূতন ক'রে।

[খাম্বাজ, একতালা]

১৫৬৪ এস সবে গাই মোরা তাঁর নাম-গান,
করুণ সুন্দর যিনি অনন্ত মহান্ ;
যিনি সৃজিলেন ধরা, আকাশ অপার,
সীমাহীন ঘন নীল মহা পারাবার।
ছোট বড় যত জীব বাস করে জলে,
যে পাখী গাহিয়া গান শূন্যে উড়ে চলে,
যারা বাস করে শৈলে, প্রান্তরে, কাননে,
সবারি জীবন বাঁচে তাঁহার যতনে।

আমাদের পরে আরো বেশী দয়া ক'রে,
জ্ঞান, বুদ্ধি, স্নেহ, প্রেম দিলেন অন্তরে ;
মনে যেন সেই দয়া বুঝিয়া সদাই,
স্বর্গের সুন্দর পথে যেতে পারি, ভাই !
ভাল যেন হ'তে পারি ভাল কাজ ক'রে,
পরে সুখী ক'রে সুখ পাই প্রাণ ভ'রে ;
দিনে যেন তাঁরি কাজ করি প্রাণপণে,
রাত্রি এলে শ্রান্ত সবে ঘুমাব চরণে।

[পিলু, ঝাঁপতাল]

[প্রভাতে ও সন্ধ্যায়]

১৫৬৩ ঐই ত পোহাল নিশি, দেখা দিল উষা-হাসি,
জাগিছে জীবগণ ধীরে ধীরে ;
দিক্ দশ আলোকিত, তনু-মন পুলকিত,
ভাসিছে ধরা যেন প্রীতি-নীরে।
যাঁহার শোভায় হয় ত্রিভুবন শোভাময়,
বন্দি হে পদ তাঁর ভক্তিভরে।
সারাদিন শুভ পথে চালাইও নিজ হাতে,
আশীস যাচি এই যোড়-করে।

[ভৈরবী, ঠুংরি]

১৫৬৬ আয় আয় ভাই, সবে মিলে যাই,
পিতার চরণ-তলে, আমরা লুটাই।
বালকবালিকা ব'লে, থাকিব না তাঁরে ভুলে,
আমাদের ক্ষীণ স্বরে ডাকিব তাঁহায়।
প্রাতঃ-সূর্য্য প্রকাশিল, আনন্দে জগৎ মাতিল,
বিহঙ্গকুল উড়িল গাইতে বিভুর জয়।
আমরাও পিতা ব'লে, ডাকি আজ কুতূহলে,
সুমতি দাও সকলে কৃপা ক'রে, কৃপাময়।
[ললিত, পঞ্চম সোয়ারি]

১৫৬৭ কাটি গেছে নিশি তোমারি কোলে,
এসেছি হরষে আমরা সকলে।
তুমি পিতা মাতা, আত্মীয় সখা ; লভিলাম কত সুখ তব কৃপাবলে।
রাখ সবে সারাদিন তব সাথে সাথে,
সঁপি, প্রভো, এ জীবন তোমারি হাতে ;
সুখে দুঃখে যেন মোরা থাকি অনুগত, করি এই ভিক্ষা তব পদ-তলে।
[ঝিঁঝিট, ঠুংরি]

১৫৬৮ কাটিগেছে দিন শত সুখ মাঝে, ডাক সুখদাতা হৃদয়েরি রাজে।
তাঁহারি আদেশে অস্তমিত ভানু, আসিল নিশি সাজি সুন্দর সাজে।
দিবার আলোকে নিশার আঁধারে, আঁখি তাঁর মমোপরি সদা বিরাজে।
[ঝিঁঝিট, ঠুংরি]

১৫৬৯ জননি গো, দেখ চেয়ে, শিশু তব দিবাশেষে,
তোমারি চরণ-পাশে আবার দাঁড়াল এসে।
বলিবার যত আছে, বলিবে তোমারি কাছে,
শাসনের ভয়ে আর লুকাবে না কিছুই সে।
কত বার ভুলে ভুলে, কুপথে যে গেছি চ'লে,
কেমনে লুকাব তাহা, তুমি সদা ছিলে কাছে!
করিবার ছিল কাজ, কিছুই করিনি আজ,
তাড়াবার ছিল দোষ, তাহারে রেখেছি পুষে!
অবোধ সন্তান, তারে ক্ষমিবে করুণা ক'রে,
দিবে প্রাণে নব বল, আসিয়াছি এই আশে।

[পূরবী, আড়া। সুর, "দিবা অবসান হ'ল"]

[বিবিধ]

১৫৭০ কে শোনে সব কথা, তবু নাহি তাঁর কাণ? ভগবান্।
কে আঁখি-বিনা দিনে রাতে দেখিছে সমান? ভগবান্।
কে দিল মোরে প্রাণ? ভগবান্। কে দিল মোরে জ্ঞান? ভগবান্।
কে দিল মোরে শক্তি? ভক্তি, করিতে ত্রাণ? ভগবান্।
যাঁর কাছে কোন দোষ ঢাকা নাহি রয়,
যাঁহারে বাসিলে ভাল নাহি থাকে ভয়;
পিতা, মাতা, সব তিনি; আমরা সন্তান।
নমি মোরা তব পদে, হে ভগবান্!

[খাম্বাজ, একতালা]

১৫৭১ বল দেখি ভাই, এমন ক'রে ভুবন কেবা গড়িল রে !
গগন ভ'রে তারার মাণিক ছড়ায়ে কে রাখিল রে !
উজল উষায় আলোক-খেলা, তাহে মোহন মেঘের মেলা,
নবীন রবি শোভন শশী হে'রে নয়ন ভুলিল রে !
শীতল পবন বহে ধীরে, দোলা দিয়া নদী-নীরে,
তুলিয়ে কমল, বকুল ফুলে, সুবাস নিয়ে যায় গো হ'রে।
সুধায় সুখে শোভায় সুরে কে রাখিল ভুবন পূরে !
এমন দয়াল বল কে ভাই, দেহ জীবন যে দিল রে !
দয়াল আমায় দয়া ক'রে, ধরায় জনম দিলেন মোরে,
মায়ের পরাণ দিলেন দয়াল, গলায়ে ভাই আমার তরে।
দয়ার ত নাই তুলনা রে, দয়ালকে ভাই ভুলো না রে,
দয়াল মোদের বাসেন ভালো, দয়াল বল বদন ভ'রে !

[বিভাস, একতালা]

১৫৭২ হেথায় তিনি কোল পেতেছেন আমাদের এই ঘরে,
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই মনের মত' ক'রে।
গান গেয়ে আনন্দ-মনে ঝাটিয়ে দে সব ধূলা,
যত্ন ক'রে দূরে ক'রে দে, আবর্জ্জনাগুলা।
জল ছিটিয়ে ফুলগুলি রাখ্ সাজিখানি ভ'রে,
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই মনের মত' ক'রে।

দিনরজনী আছেন তিনি আমাদের এই ঘরে,
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি আলোক ঢেলে পড়ে।
যেম্‌নি ভোরে জেগে উঠে নয়ন মেলে চাই,
খুসি হ'য়ে আছেন চেয়ে দেখ্‌তে মোরা পাই।
তাঁরি মুখের প্রসন্নতায় সমস্ত ঘর ভরে,
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি আলোক ঢেলে পড়ে।

একলা তিনি ব'সে থাকেন আমাদের এই ঘরে,
আমরা যখন অন্য কোথাও চলি কাজের তরে।
দ্বারের কাছে তিনি মোদের এগিয়ে দিয়ে যান,
মনের সুখে ধাই রে পথে, আনন্দে গাই গান।
দিনের শেষে ফিরি যখন নানা কাজের পরে,
দেখি তিনি একলা ব'সে আমাদের এই ঘরে।

তিনি জেগে ব'সে থাকেন আমাদের এই ঘরে,
আমরা যখন অচেতনে ঘুমাই অকাতরে।
জগতে কেউ দেখ্‌তে না পায় লুকানো তাঁর বাতি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে জ্বালান্ সারারাতি।
ঘুমের মধ্যে স্বপন কতই আনাগোনা করে,
অন্ধকারে হাসেন তিনি, আমাদের এই ঘরে।

পৌষ ১৩১৬ বাং

১৫৭৩। কে আছে এমন, মায়ের মতন, করিতে যতন, এ সংসারে।
সে প্রেম আনন হইলে স্মরণ, ঝরে দুনয়ন প্রেমের ভারে।
কিবা সুকোমল মধুর বচন, মরি কি সুখের স্নেহ-আলিঙ্গন,
সকল সন্তাপ হয় নিবারণ, মা ব'লে একবার ডাকিলে যাঁরে।
স্নেহের প্রতিমা যেন ধরাতলে, সুকুমার শিশু ল'য়ে নিজ কোলে,
কত সাবধানে স্তনদুগ্ধ দানে পালন করেন তারে ;
এত ভালবাসা ক্ষমা সহিষ্ণুতা, ভূমণ্ডলে আর নাহি দেখি কোথা,
প্রাণ দিয়ে এত আদর মমতা চিরদিন বল কে করিতে পারে !
ধন্য রে তাঁহারে করি নমস্কার, জননীর জননী যিনি সবাকার,
মাতার হৃদয়ে স্নেহ-রস দিয়ে রেখেছেন সবে মোহিত ক'রে।
[সুরটমল্লার, একতালা]

[সাপ্তাহিক নীতি-বিদ্যালয়]

১৫৭৪ সপ্তাহের পরে পুনঃ আসিনু তোমারি ঘরে ;
বরিস আশীস দেব, ক্ষুদ্র শিশুদের পরে।
যে শিক্ষা লভিব ব'লে, আসি হেথা সবে মিলে,
ফলুক সুফল তার চির জীবনের তরে।
হে বিভু জগতপাতা, শুভদাতা সিদ্ধিদাতা,
তুমি না শিখালে বল, কে বা কি শিখিতে পারে ?
প্রার্থনা চরণে তব, যত দিন বেঁচে রব,
চলি যেন সাধুপথে তোমাতে নির্ভর ক'রে।
[খট্, খং]

বালকবালিকার উৎসব ও বালকবালিকা-সম্মিলন।

১৫৭৫ বরষের পরে পিতা এসেছি আবার,
ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রীতি ল'য়ে উপহার।
কত সুখে রাখিয়াছ, কত স্নেহে পালিয়াছ,
তুলনা হয় না, প্রভু, তব করুণার!
ক্ষুদ্র বটে অতিশয়, ক্ষুদ্র প্রাণ এ হৃদয়,
তথাপি বাসিতে ভাল শিখেছি এবার;
সেই ভালবাসা দিয়া, মন প্রাণ সমর্পিয়া,
পূজিব অভয়প্রদ চরণ তোমার।

[মূলতান, কাওয়ালি]

১৫৭৬ হৃদয়ে দাও প্রীতি, প্রাণে দাও সুমতি,
তোমার জয়-গীতি গাই হে।
কর হে সরল, সুন্দর কোমল,
চরিত নিরমল, এই ভিক্ষা চাই হে।
আমাদের হাতে ধ'রে, বাঁধ তব স্নেহ-ডোরে,
তোমার প্রেমের ঘরে কত সুখ পাই হে;
আজি এই শুভদিনে, শুভ এই সম্মিলনে,
আশীর্ব্বাদ ল'য়ে প্রাণে, গৃহে ফিরে যাই হে।

[লগ্নী, ঠুংরি]

১৩৭৭ ভাই ভগিনী মিলে, যাব সারি সারি চ'লে,
তব সিংহাসন-তলে হে। (আজি)
যাব সবে হাত ধ'রে, গাইব আনন্দ-ভরে,
দয়াময়, তব গুণ-গান হে।
জানি না হে কেমনে, পূজিব ও-চরণে,
কৃপা ক'রে সুমতি দাও হে।
পিতা মাতা গুরুজন, করেন কত যতন,
আমাদের মঙ্গল তরে হে।
তাঁদের প্রাণে যেন, ব্যথা না দি কখন,
কুপথ আশ্রয় ক'রে হে।
যত দিন বেঁচে রব, সাধু কাজে মিলিব,
তোমার চরণতলে হে।

[ভৈরব, ঠুংরি। সুর, "জয় ভবকারণ"]

১৩৭৮ মিলিয়াছি আমরা আজি আনন্দ-মেলায়,
ছোট ছোট ভাই বোন্ ফুলহার-গলায়!
আজি সবে হাতে হাতে ধরি, পিতার দুয়ারে চল সারি সারি,
ভক্তিভাবে নমি পিতার পায়।
বাগানেতে ফুটেচে কত ফুল, কাননেতে ডাকচে পাখি-কুল,
জলে তারা আকাশেরি গায়।
জনমি নদী পাহাড়-পাষাণে, ছুটিতেছে সাগরের পানে,
শোভে ধরা তরু-লতিকায়।

রবি শশী ভাসে আকাশে, আসে আলো নিমেষে নিমেষে,
গ্রহ শূন্যে ঘুরিয়া বেড়ায়।
যাঁর মহিমায় পূর্ণ সর্ব্বস্থান, আমরা শিশু তাঁহারি সন্তান,
তাঁর মহিমা সর্ব্ব লোকে গায়।

[বারোঁয়া. একতালা। সুর, "সবে মিলে গাও রে এখন"]

১৫৭৯ উৎসব আসিল, হৃদয় জাগিল, আনন্দে ভাসিল মন ;
দাদা দিদি সনে মিলিয়ে এখানে প্রেমেতে বাঁধিব মন।
যিনি সবাকার হন মূলাধার, তিনি পিতা স্নেহময় ;
ধূলা-খেলা ভুলে এস গো সকলে গাইব তাঁহারি জয়।
ধন্য দয়াময়, হইয়ে সদয়, অবোধ বালক ব'লে,
করিতে গ্রহণ এ ক্ষুদ্র জীবন, এসেছেন হেথা চ'লে।
থাকিব না ভাই এস ত্বরা যাই, পিতার চরণে সবে ;
পিতার বচন করিলে শ্রবণ অমর হইব ভবে ;
কোথা অন্তর্যামী, হৃদয়ের স্বামী, জানি নে ডাকিতে মোরা ;
জানি নে পূজিতে, জানি নে ভজিতে, জীবন চাঞ্চল্য-ভরা।
যদি কৃপা করি দেখা দাও হরি, সংসার-দুর্গম-পথে,
শিশু-প্রাণ ল'য়ে ভয়শূন্য হ'য়ে থাকিব তোমার সাথে।
ও হে স্নেহময় পিতা দয়াময়, সন্তানে গ্রহণ কর ;
প্রদানি সুমতি রাখ এ মিনতি, সৎকার্য্যে নিযুক্ত কর।

[কীর্ত্তনের সুর]

১৫৮০ এস ভাই, এস সবে মিলে করি জয়গান।
আনন্দে আনন্দময়ের করি জয়গান ; (সবে মিলে করি জয়গান) !
আকাশে বাতাসে জলে, উষার রক্তিম ভালে, সুরস ফলে,
নব পত্রপুষ্পদলে তাঁহারি বিধান, (ও ভাই তাঁহারি বিধান) !
ভালবাসা পূর্ণ গেহে, সমাজের শত স্নেহে, আনন্দ বহে,
তারি মাঝে ফুটে রহে দয়াল ভগবান্, (পরম দয়াল ভগবান্) !
আজি এ উৎসব মাঝে, সে আনন্দ কত সাজে, দেখ বিরাজে,
দেখে তাঁরে নত শিরে করি ভক্তি দান,(সবে মিলে করি ভক্তি দান) !

১৫৮১ ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ !
ধরায় উঠিছে ফুটি ক্ষুদ্র প্রাণগুলি, নন্দনের এনেছে সংবাদ !
এই হাসি মুখগুলি, হাসি পাছে যায় ভুলি,
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ,
ইহাদের কাছে ডেকে, বুকে রেখে, কোলে রেখে,
তোমরা কর গো আশীর্ব্বাদ !
বল, "সুখে যাও চ'লে, ভবের তরঙ্গ দ'লে,
স্বর্গ হ'তে আসুক্ বাতাস ;
সুখ দুঃখ কোরো হেলা, সে কেবল ঢেউ-খেলা,
নাচিবে তোদের চারি পাশ !"
[ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

১৩৮২ নবীন বরষে, নবীন হরষে
এসেছি গো পিতা তোমার দুয়ার !
আমরা তোমারি, কুমার কুমারী,
নমি তব পদে, প্রভু, বার বার।
জনক জননী, ভাই ভগিনী,
দিয়েছ কতই আপনার জন :
কত ভালবাসা, কত স্নেহ আশা,
প্রেমানন্দ-সুধা কর বরিষণ !
মোহন শোভায়, আকাশের গায়,
সাজায়েছ ফুল্ল কুসুমের হার ;
সুধাংশু তপন, তারা অগণন,
করিছে সতত আলোক বিস্তার।
সুনীল সাগর, হিম গিরিবর,
নদ নদী হ্রদ, কত প্রস্রবণ :
শ্যামল কান্তার, শোভার ভাণ্ডার,
রেখেছ সাজায়ে করিয়া যতন।
জগত উদ্যানে, প্রীতি-নিকেতনে,
ক'রেছ হে মোদের জনম দান ;
ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত,
জয় বিশ্বপতি জয় ভগবান্ !

[গাথার সুর, একতালা]

১৩৮৩ বরষ পরে মায়ের ঘরে মিলেছি ভাই বোন আজি শুভক্ষণে ;
কত সুখ-স্মৃতি, পুলক প্রীতি, জাগিছে আশা সবাকার মনে।
ভাই হই, বোন হই, ক্ষুদ্র নই কেহ,
ভাইদের আছে জ্ঞান, বোন্‌দের স্নেহ ;
ভা'য়েরা দিবে আলো বোন্‌দের প্রাণে,
বোনেরা সহায় সঙ্কল্প-সাধনে।
ভাই যবে দিবে প্রাণ মানবের তরে,
করুণা ল'য়ে বোন্ যাবে ঘরে ঘরে ;
ভাই করিবে কাজ, বোন্ প্রাণপণে
পালিবে সেবাব্রত, জীবনে মরণে।
মা'র কৃপা মোরা চাহি আজি তবে, সরল নির্ম্মল করুন্ সবে,
ভক্তি-কুসুমে চিত্ত শোভিত হোক্, পুণ্য আসুক নেমে এ ভুবনে।
[মিশ্র বিভাস, ঠুংরি]

১৩৮৪ এস এস সবে, আনন্দ-উৎসবে,
ভাই বোনে করি জয়গান ;
আজি হরষ-অন্তরে, মিলেছি পিতার ঘরে,
হাতে ল'য়ে কৃপার নিশান।
ফুল-হার গলে পরি, দাঁড়াইব সারি সারি,
পিতা সবে করিছেন আহ্বান ;
গাইব তাঁহার জয়, "জয় জয় দয়াময়,
জগতের পতি ভগবান্ !"

সুনীল আকাশ-মাঝে, অনন্ত তারকা রাজে ;
কুসুমিত ধরা বিদ্যমান,
এ জীবন-ফুল দিয়া, রাখিয়াছে সাজাইয়া,
তাঁর পুণ্য প্রেমের উদ্যান।
যিনি সকলের পিতা, যিনি এ জীবন-দাতা,
তাঁর পদে করি গো প্রণাম ;
মঙ্গল-আশীষ ল'য়ে, সকলের প্রিয় হ'য়ে,
প্রেমানন্দে থাকি অবিরাম।

[ইমন মিশ্র, কাওয়ালি]

১৩৮৫ জয় জয় জগদীশ, জয় হে তোমারি ;
করুণা তব অপার, তুমি বিঘ্নহারী !
বালক-বালিকা আমরা আজ, ডাকি হে তোমারে বিশ্বরাজ,
তোমার করুণা, তোমার মহিমা, কি বুঝিতে পারি !
তোমারি করুণা হ'য়ে সহায়, বিপদ আঁধারে দিল উপায়,
পাইয়া চেতন, জ্ঞানের নয়ন খুলিল ভারত-নারী।
নর নারী জাগে এ ভারতময়, তোমারি কৃপার হ'তেছে জয়,
সত্যের আলোকে, সুখে ভাসে লোকে, গায় হৃদয় ভরি।
জয়ধ্বনি মোরা করি হে তাই, ভাইবোনে মিলে তাই তো গাই,
জয় হে তোমার, কৃপার আধার, জয় হে তোমারি !

[ঝিঁঝিট, একতালা]

১৩৮৬ ওহে দয়াময়, পিতা সবাকার, সন্তানে গ্রহণ কর গো এবার,
সরল হৃদয় থাকিতে মোদের, তোমাতে জীবন দোলাইয়া দাও ;
শৈশবে তোমার অধীন হইলে, চিরকাল র'ব স্বভাবের কোলে ;
সকল যাতনা ঘুচিবে তা হ'লে, এ বাসনা পূরণ করিয়া দাও।

[বিভাস, একতালা]

[বালকবালিকাগণের দুই দলে সমস্বরে গান]

১৩৮৭ বালক। সকলে আনন্দভরে এ গৃহে উৎসব করে,
আমরা এসেছি আজি, ছোট ভাই বোনে মিলে।
বালিকা। সবে যাঁর নাম গায়, এস মোরা ডাকি তাঁয়,
এ কণ্ঠ বিফলে যায়, তাঁর গুণ না গাহিলে।
বালক। তিনি জগতের পতি, আমরা যে শিশু অতি,
হইবে তাঁহার প্রীতি, নাহি জানি কি বলিলে!
বালিকা। জানিছেন প্রেমময়, মোরা ক্ষুদ্র অতিশয়,
সদয় হবেন শুধু ভকতি-ভরে ডাকিলে।
সকলে। এস সবে সমস্বরে, ডাকি তাঁরে ভক্তিভরে,
সকলের বন্ধু তিনি, এক দেব এ নিখিলে ;
মোদের যা কিছু আছে, পেয়েছি তাঁহারি কাছে,
কাহারে বাসিব ভাল, তাঁরে না ভালবাসিলে ?

[মিশ্র বেলাওল, ঝাঁপতাল]

১৩৮৮ শুন ভগিনী, সুখের কাহিনী, ভারত-রজনী প্রভাত হ'ল;
চল ভাই সবে, আনন্দ-রবে সুখের সঙ্গীত গাই হে চল।
অজ্ঞান-আঁধার ঘুচিল এবার, শুন সমাচার শুন লো কাণে;
ভাই, কি শুনালে, নিদ্রা ভাঙ্গালে, আনন্দ দিলে বড় হে প্রাণে!
সাথে কি ডাকি, মোরা একাকী কেমনে কাজে যাইব বল!
হ'য়ে সঙ্গিনী যতেক ভগিনী যাইব মোরা; নির্ভয়ে চল!
ভাই বোনে মিলে সবে খাটিলে ঈশ্বর-কৃপায় সুদিন আসিবে;
করুন হে ঈশ্বর, আসুক সত্বর, দেখিয়া নয়ন জুড়াই হে সবে।
ভগিনী থাকিতে কেন জগতে একাকী ব'লে করিব ক্রন্দন?
ভাই কেঁদো না, দুঃখ ক'রো না, আর রব না ঘুমে অচেতন।
বাড়িল বেলা, ক'রো না হেলা, উঠ ভারতের যতেক নন্দিনী:
এই যে উঠেছি, চক্ষু খুলেছি, ভা'য়ের পাশে এল ভগিনী।
চল রে এখন হ'য়ে একমন ডাকিব গিয়ে লোকের দ্বারে;
বলব, "ঘুমায়ে অলস হ'য়ে, থেকো না সবে এই প্রকারে।
দেশের সুজন আছে যত জন, জাগো গো, জাগো" বলি ডাকিয়ে;
"ভারত-নারী নয়ন-বারি ফেলিছে ঘরে, দেখ চাহিয়ে!"
কোথা হে ঈশ্বর, কৃপার সাগর! ভাই ভগ্নীদের এই প্রার্থনা।
করুণা কর, দুর্গতি হর, ঘুচাও নারীর দুঃখ যাতনা।

[মল্লার, একতালা। সুর, "কাতরে তোমায়"। ১ম, ৩য় ইত্যাদি পংক্তি বালকগণ গাহিবে; ২য়, ৪র্থ ইত্যাদি পংক্তি বালিকাগণ গাহিবে]

১৫৮৯ বালক। বরষ পরে, পিতার ঘরে, মিলিনু সকলে ;
বালিকা। চল সবে ভাই, সবে মিলে গাই, জয় পিতা ব'লে।
বালক। সুখের দিনে, দেখ গো প্রাণে, কতই বাসনা ;
বালিকা। কত সাধ মনে, পিতার চরণে, করিব অর্চ্চনা।
বালক। শিশু যে অতি, অল্পমতি, কি জানি আমরা ;
বালিকা। তবু যাহা পারি, প্রাণপণ করি, চল করি ত্বরা।
বালক। দুঃখী লোকে, কব ডেকে, পিতার বারতা ;
বালিকা। কব, "আঁখি মেল, দেখ দ্বারে এল জগতের পিতা।"
বালক। ভাই বোনেতে, তাঁর কাছেতে, কত সুখে রব ;
বালিকা। কত সুখে রব, কত কিছু পাব, সকলে দেখাব !
বালক। শিশুর কথা, শুনেন পিতা, কি তাঁর করুণা !
বালিকা। মোরা তাঁরে ছেড়ে, পাপ-লোভে প'ড়ে কোথাও যাব না।
সকলে। শুন গো পিতা, তোমার হেথা, রাখ গো মোদেরে ;
কভু তোমা ছেড়ে, নাহি যাব দূরে, সেবিব তোমারে।
না বুঝে কভু দোষী প্রভু হ'লে ও চরণে ;
ক্ষ'মো দয়া ক'রে, বুঝা'য়ো স্নেহভরে, মধুর বচনে।
কি গুণ আছে, তোমার কাছে, পারি যাইবারে ;
তুমি দয়া ক'রে, নিলে যাব ত'রে : প্রণমি তোমারে !
[দক্ষিণী সুর, একতালা। সুর, "সন্তাপে ওই কাঁদিছে সকলে"]

১৫৯০ মধুর এ শুভদিন এসেছে বরষ পরে ;
মিলেছি সকলে ভাই, ভাই বোনে প্রীতি-ভরে।

তাঁর স্নেহ ভালবাসা দেখ ভাই মনে ক'রে ;
স্মরণে উথলে মন, চোখে অশ্রুবারি ঝরে।

বালক। তিনি প্রভু, তিনি মাতা, ন্যায়বান্ দণ্ডদাতা,
তাঁহারি শাসনে বোন্, রবি শশী সদা ঘোরে ;
তাঁহারি আদেশে বায়ু মলয় ব্যজন করে।

বালিকা। তাঁর স্নেহ-উপহার, কত আসে বার বার,
সুন্দর উষার ছবি, পাখীর কাকলি-স্বরে,
পূর্ণিমার চাঁদে, ফুলে, অসীম সুনীলাম্বরে।

বালক। তিনি পিতা, তিনিই মাতা, স্নেহ-উপহার-দাতা,
বল বোন্, এ বারতা, এমন মধুর ক'রে,
কে শিখাল তোমা সবে, বাঁধি তাঁর স্নেহ-ডোরে!

বালিকা। মাতা পিতা গুরু দিয়ে, তাঁরি প্রেম আসে ব'য়ে,
পালিতে শিখাতে জ্ঞান ভালবাসা প্রাণ ভ'রে ;
মিলেছি তাঁহার কোলে, আর থাকিব না দূরে।

বালক। তাঁহারি স্নেহের দান, এই মিলনের গান,
পিতা মাতা ভাই বোন্ সখা সুহৃদ্-ভিতরে ;
প্রণমি তাঁহারে আজি সবে মিলে ভক্তি-ভরে।

সকলে। ছোট শিশুদের কথা শোন গো মা দয়া ক'রে,
তব ভালবাসা দিয়া বাঁধ মা সবার হিয়া ;
পবিত্র মধুর হই, সংযত তোমার বরে,
প্রণমি তোমারে মা গো, সবে মিলে করযোড়ে।

[সাহানা, ঝাঁপতাল]

১৫৯৯ বালক। ভগিনী সকলে ! আজ প্রাণ খুলে,
ভাই বোন মিলে এস সবে গাই ;
বালিকা। হৃদয়ে হৃদয়ে এস রে মিলায়ে,
ভাই বোনে গেয়ে সবারে মাতাই।
বালক। অনেক আশা বোন্ করি মনে মনে,
পিতা মাতা মোদের পালেন যতনে ;
বালিকা। সেই ভালবাসা, সেই মনের আশা,
পূর্ণ যেন হয়, এই মাত্র চাই।
বালক। বড় ভাগ্য বোন্, অতি শুভক্ষণে
জন্মিয়াছি মোরা এই বঙ্গভূমে ;
বালিকা। সেই ভাগ্য মত' যেন রে নিয়ত,
জ্ঞান ধর্ম্ম পেয়ে সুখী হতে পাই।
বালক। দেখ সত্য-জ্যোতি দেখ রে নয়নে,
ভারত-আকাশ উজলে কিরণে ;
বালিকা। এল সত্যালোক, গেল দুঃখ শোক,
এ সুখের ভাই তুলনা যে নাই।
বালক। নারীর বন্ধন ঘুচে এত দিনে,
আর অশ্রুধারা রবে না নয়নে ;
বালিকা। যাঁহার কৃপায় পেয়েছি উপায়,
এস হে তাঁহারি জয়ধ্বনি গাই।

[বিভাস, একতালা]

বালকবালিকার কীর্ত্তন।

১৫৯২ জয় জগতের পিতা, তুমি গুরু, জ্ঞান-দাতা,
কি করিলে পাব তোমায়, বল তাই। (মোরা)
অল্পমতি অল্পজ্ঞান, না জানি সমাধি ধ্যান,
ধরিব, বুঝিব, হেন সাধ্য নাই ! (তোমায়)
অনন্ত মহিমা তব, কি বা জানি, কি বলিব,
কি ভাবে ডাকিব তোমায়, বল তাই। (প্রভো)
হৃদয় তোমারে চায়, না জেনে তোমাতে ধায়,
ভালবেসে তোমা ধনে পেতে চাই। (শুধু)
দিলে হৃদে প্রীতি-কণা, প্রীতি ভবে অতুলনা,
হারাব না, হারাব না, কভু তাই। (হেলায়) (এ ধন)
তোমারে ল'য়ে সাথে, আঁধার জীবন-পথে
আনন্দে নির্ভয়ে যেন চ'লে যাই। (মোরা)
প্রেমের পতাকা তুলে, ভাই বোনে সবে মিলে,
হাতে হাতে ধ'রে যেন যেতে পাই। (মোরা)
তোমারে ভালবাসিব, যা বলিবে তাই করিব,
জীবনে মরণে তোমার হ'তে চাই। (প্রভো)

[ভজন, একতালা। সুর, "যে জন ব্যাকুল প্রাণে"]

১৩৯৩ সেই দয়া রে দেখ্‌ব কি কখন !
যেই দয়ার কোলে এই জীবন !
দয়া দেখ্‌ব যবে আঁধার ভবে, আলোক পাবে দুই নয়ন ।
(অন্ধ নয়ন দুটি খুল্‌বে রে) (জীবন-পথের আঁধার ঘুচ্‌বে রে)
যে দিন পেলাম এ জীবন, দয়ায় কোমল সবার মন,
ধর্‌ল দয়া মায়ের কায়া, কতই আপন !
দয়া আপন গুণে, স্তন্য দানে কর্‌ল ক্ষুধা নিবারণ ।
(সুধার ধারা মুখে পড়্‌ল রে) (ধারা কি গুণ দে'খে পড়্‌ল রে)
(দয়া মায়ের বুকে নাম্‌ল এসে) (দয়া দীনের তরে নাম্‌ল এসে)
(কে বা ডেকে তারে এনেছিল) (কে বা আপন ব'লে চিনেছিল)
দয়া সাথে সাথে রয়,
ভাই বন্ধুর হৃদয় কোমল ক'রে আমার পরে স্নেহ বরিষয় ;
দয়া দীনের তরে কতই ক'রে বাঁচায় সদা এই জীবন ।
(অন্ন জলে আমায় বাঁচায় রে) (স্নেহ প্রেমে আমায় বাঁচায় রে)
(দিনে দিনে আমায় রাখ্‌চে দয়া) (পলে পলে আমায় রাখ্‌চে দয়া)
(দয়া আছে রে এই জীবন-ঘেরা) (দয়া আছে আছে ভুবন-ভরা)
দয়া সকল বোঝা বয়, কবে হবে পরিচয়,
দয়ার পরে ভরসা ক'রে ঘুচ্‌বে চিন্তা ভয় !
দয়ার আলোক পেয়ে, হাল্‌কা হ'য়ে, চল্‌ব ভবে হর্ষ-মন ।
(আমার আনন্দে দিন কাট্‌বে রে) (সদা আনন্দে মন ভাস্‌বে রে)
(বল সে দিন আমার কবে হবে) (কবে দয়ার আলো দেখ্‌ব ভবে)
(দেখ্‌ব দয়া আমার কতই আপন) (শুধু দয়ার পানে থাক্‌বে নয়ন) ।

বালকবালিকার জন্মোৎসব।

১৫৯৪ তোমার অপার কৃপা জীবের প্রতি।

অপার কৃপা-গুণে মানব সন্তানে, পালিছ যতনে ও হে জগৎপতি।
জননী-জঠরে না হ'তে সঞ্চার, তুমি হে ভাবনা ভাবিলে আমার,
মাতার হৃদয়ে সুধার ভাণ্ডার, মাতৃ-প্রাণে দিলে প্রেমের শকতি।
কোমল শৈশবে প্রহরী হইয়ে, অবোধ সন্তানে রাখিলে নির্ভয়ে,
বয়োবৃদ্ধি সনে খুলিলে নয়নে, দেখালে সন্তানে তব স্নেহ-জ্যোতি।
তুমি দিলে স্নেহ সকলের প্রাণে, যার গুণে মোরা বাড়ি দিনে দিনে,
করি হে প্রার্থনা আজ ও-চরণে, তব পদে প্রভু থাকে যেন মতি!
[পট্ ভৈরবী, একতালা। সুর, "তুমি বিপদ্‌ভঞ্জন দয়াল হরি"]

১৫৯৫ আজ মনের সাধে প্রাণ ভ'রে ডাকব দয়াময়!
যেন জনম-দিনের ফল জীবনেতে রয়।
যেন কুভাব না মনে আনি, কুকথা না কাণে শুনি,
মন্দ বালক যথা, (আমি) যাব না তথায়।
পিতা মাতা গুরু জন, করেন কত যতন,
তাঁহাদের চরণে যেন ভক্তি সদা রয়।
তুমি ভালবাস ব'লে ভাল বাসেন সকলে,
আমি যেন শিখি ভালবাসিতে তোমায়।
[আলাইয়া, খং]

১৩৯৬ আমার জীবন-পথে তুমি আছ সাথে সাথে,
রয়েছি তোমার হাতে, করি তোমারে স্মরণ।
জনম দিয়াছ তুমি, জীবন পালিছ তুমি,
হৃদয়ে র'য়েছ তুমি, করি তোমারে স্মরণ।
এই দেহ মন প্রাণ, সুখ-ভোগ ধন মান,
সকলি তোমার দান, করি তোমারে স্মরণ।
দিয়াছ পুণ্য-পিপাসা, তোমারে পাবার আশা,
যত প্রেম ভালবাসা ; করি তোমারে স্মরণ।
আজ কৃতজ্ঞ-অন্তরে, জন্মদিনে যোড়-করে,
আমার প্রাণ-সখারে ভক্তিভরে করি স্মরণ।

১৩৯৭ তোমার করুণা মম জীবন-সম্বল,
ভাবিলে করুণা তব, ঝরে অশ্রুজল।
গর্ভেতে সৃজিলে তুমি, আনিলে জগতে তুমি,
পালিছ যতনে তুমি, কি বা স্নেহ নিরমল !
সকলি দিলে যে মোরে, মধুর তব সংসারে,
চির দিনের তোমার আমি, তুমি বুদ্ধি বল ;
আজি এ জনম দিনে প্রার্থনা তব চরণে,
আজীবন থেকো মোর হৃদি করি আলো।
[কাফি, ঝাঁপতাল]

১৩৯৮ অতুল প্রেমের লীলা শিশুর জীবনে তব,
ফুটিছে গৃহ-উদ্যানে বরষে বরষে নব।
তোমার প্রেমের সাজে, দেব-শিশু গৃহে রাজে ;
সংসার স্বরগ যেন, উঠে সদা জয় রব।
তোমার করুণাস্রোতে, নূতন বরষ-পথে,
উপনীত আজি শিশু, বাধা বিঘ্ন ত্যজি সব।
তাই মোরা শুভ দিনে, মিলেছি তব চরণে ;
কৃতজ্ঞতা-উপহার ধর লও আজি, দেব !

[জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল]

১৩৯৯ চির নবীন শিব সুন্দর হে,
প্রাণেশ, থেকো প্রাণে !
জীবন-পথে থেকো সাথে সাথে,
ফুটাইয়ে জ্ঞান-আঁখি তব আলোকে !
সুন্দর নিরমল, শান্ত সুকোমল,
রেখো সতত প্রেম-সিঞ্চনে হে।
তোমার করুণা, তোমার মহিমা,
প্রকাশিত হয় যেন এই জীবনে !

[মিশ্র ইমন, ঠুংরি]

একাদশ অধ্যায়।

উপদেশ, লোকশিক্ষা, নাম-মহিমা।

[এই অধ্যায়ের কোন কোন গান "কীর্ত্তন" রূপে গীত হইয়া থাকে]

——:※:——

বিবেক, বৈরাগ্য, সাধন-তৎপরতা।

১৬৩৩ স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।
বিষয়ের দুখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা,
ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে।

[বাগেশ্রী, একতালা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।১০১]

১৬৩১ অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে।
হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে।
এই যে সংসার-ধাম নহে নিরাপদ স্থান,
যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে।
মুক্তি-পথে নিরন্তর, হও সবে অগ্রসর,
সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য, পশ্চাতে চেও না ফিরে।

[পূরবী, আড়া]

১৬৭২ এমন দিন না রবে তা জান। এসেছিলে একেলা, একা যাইবে।
চিরদিন রহিবে যে ধন, সেই ধনে রাখ যতনে।
[ভৈরবী, টিমেতেতালা]

১৬৭৩ মায়া-হ্রদে ডুবো না ; পাপ-রসে সুখাভাসে ভুলো না।
সার নহে সংসার, তিনি মাত্র সার, যাঁর এই রচনা।
[ইমনকল্যাণ, টিমেতেতালা]

১৬৭৪ কারণ সে যে, তাঁর ধ্যান কর, তিনি জগতের পিতা মাতা।
হইবে মঙ্গল তাঁহারে সাধিলে, জানিলে।
যদি জানিবে, কর সাধু-সঙ্গ একান্তে।
[পরজ, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫।৯৭]

১৬৭৫ পরিণাম হরি-নাম বিনে আর গতি নাই ;
যদি সম্পদে বুঝিতে নার', বিপদে বুঝিবে ভাই।
যৌবনে ধন-উপার্জ্জনে, ইন্দ্রিয়-সুখ-সেবনে,
দারাপুত্র-সনে ভুলে আছ হে সদাই ;
কিন্তু সাবধান, এ সংসার বড় কঠিন ঠাঁই।
ধর্ম্মকর্ম্ম, শাস্ত্র-জ্ঞানে, পাইবে না শান্তি প্রাণে,
হরি-ভক্তি, হরি-প্রেম চাই ;
এস, হরি-নামে, হরি-প্রেমে, একেবারে মেতে যাই।
[বাউলের সুর, একতালা]

১৬১৬ প্রবল সংসার-স্রোত কে রোধিতে পারে বল ;
মিলন-বিচ্ছেদ সদা চলিছে তাহে কেবল !
এই হাসি, এই কাঁদি, বুকে কত আশা বাঁধি ;
পুনঃ যে নিরাশ প্রাণ, সকলি অতি চঞ্চল।
জ্ঞানে মোরা বুঝি যত, প্রাণে ত মানে না তত,
মিলনে আনন্দ তাই, বিদায়েতে অশ্রুজল !
হ'য়ে শুদ্ধ শান্ত-চিত, ভজ সে ব্রহ্ম অচ্যুত,
বিচ্ছেদে হবে না তবে কভু যে প্রাণ বিকল।

[পূরবী, আড়া]

১৬১৭ অসার অনিত্য সব সার ধন ব্রহ্মপদ,
তবে কেন অসারের ধ্যানে জ্ঞানে মত্ত চিত !
এই আছে এই নাই, সদাই দেখিতে পাই,
চিরস্থির নহে কিছু, ধন জন সম্পদ।
বিয়োগ বিচ্ছেদ কত ঘটিছে প্রতিনিয়ত,
এই হাসি এই কাঁদি অবোধ শিশুর মত।
কেন দম্ভ অহঙ্কার, আত্ম পর এ বিচার,
এ নহে নিত্যনিবাস, পান্থশালা এ জগত।
শোকানল নিভাইতে, এ প্রাণে সান্ত্বনা দিতে,
কিছু কি পাইলে কেহ, বুকে ত ধরিলে কত !

ব্রহ্মপদ কর সার, যাবে তাপ, শোক-ভার,
নিত্য সুখ নিত্য শান্তি মিলিবে তবে নিয়ত।
[পূরবী, আড়া]

১৬৭৮ অহঙ্কারে মত্ত সদা, অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন, জেনে কি জান না ?
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না !
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না।
[কেদারা, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩।১৫]

১৬৭৯ পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না ?
বারংবার পাপাচারে পাইবে ঘোর যাতনা।
তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদ্বেষে হৃষ্ট অতি,
লক্ষ্য কর আত্ম-প্রতি, কুটিলতা ত্যজ না !
জ্ঞান কর উদ্দীপন, ধর্ম্ম কর আভরণ,
সফল হবে জীবন, ঘুচিবে মনোবেদনা ;
আত্মাকে পবিত্র করি, অহঙ্কার পরিহরি,
সত্যের সহায় ধরি, কর ব্রহ্ম-উপাসনা।
[বেহাগ, একতালা]

১৬১০ মায়াবশে রসোল্লাসে বৃথা দিন যায়।
চিন্তিলে না নিজ শিব, অন্তের উপায়।
পড়িলে অজ্ঞান-কূপে, ত্রাণ নাহি কোন রূপে,
এখন এই যুক্তি, কর বৈরাগ্য আশ্রয়।
দেহ দেহী যে স্বজিল, ইন্দ্রিয়ে চেতনা দিল,
বুদ্ধি জ্ঞান আদি তব সহায় জীবনে;
অন্তুচিত, মম চিত, না চিন্তিলে হিতাহিত,
তাঁরে ভোল, এ কি ভুল, হায় হায় হায়!

[বাগেশ্রী, আড়াঠেকা]

১৬১১ (ও ভাই) সার ধনে যদি ধনী হ'তে চাও,
প্রাণ দিয়ে কর সাধনা;
(ও ভাই) সাধনা হইলে ব্রহ্মকৃপা হবে, পূরিবে সকল কামনা।
(সাধন সফল হবে)
(ও ভাই) মহাযজ্ঞে দাও আত্মবলিদান, আহুতি দাও তায় এ ছার প্রাণ,
(ও ভাই) প্রেমযোগে বসি গভীর সাধনে, পাইবে সহজে এ ভবে ত্রাণ।
(বাঞ্ছা পূর্ণ হবে)
(ও ভাই) মরণের মাঝে জীবনের বীজ লুকানো যে, তা তো জান না;
(ও ভাই) দান দিলে মিলে শতগুণ তার, এ ব্রতের এই পারণা।
(প্রেমময়ের রাজ্যে)

(ও ভাই) একা ব'লে ভয় ক'রোনা রে ভাই, শত ভাই পাবে সাধনে,
(ও ভাই) প্রেমের বাঁধনে বাঁধিয়ে যতনে "জয় ব্রহ্ম" বল বদনে।
(প্রাণ পূর্ণ হবে)
স্বর্গের কৃপাবারি তখন বরষিবে, (ও ভাই) শান্তি আসিবে প্রাণে ;
(জ্বালা দূরে যাবে) (প্রাণ জুড়াইবে)
তোদের মৃত প্রাণে শক্তি সঞ্চরিবে, (ও ভাই. প্রাণ-মহাপ্রাণ মিলনে।
(প্রেম উথলিবে)

[কীর্ত্তন, খয়রা। সুর, "সত্যং শিব সুন্দর রূপ-ভাতি"]

১৬৭২ লও মন বৈরাগ্য ব্রত।

হ'য়ে বিষয়ের কীট, পাপের অধীন, থাকিবে আর বল কত।
সুখের লোভে ঘুরে ঘুরে এতদিন বেড়াইলে ত ;
এখন বাপের সুপুত্র হ'য়ে হও তাঁর শরণাগত।
বাসনা থাকিতে কভু ভাবনা ঘুচিবে না ত ;
ও মন ভাবনা চিন্তা না ঘুচিলে সুখ শান্তি পাবে না ত।
ভক্তি-জটা শিরে ধরি বিনয়ে হও অবনত ;
মাখি প্রেমের বিভূতি অঙ্গে ভজ নিত্য ব্রহ্মপদ।
সংসারে নিযুক্ত থাক পদ্মপাতের জলের মত ;
ও মন পরের সুখে হ'য়ে সুখী, কর জগতের হিত।

[রামপ্রসাদী সুর]—১৬ আষাঢ় ১৭৯৭ শক (১৮৭৫)

১৬৭৩ জাগিতে হবে রে ! মোহ-নিদ্রা কভু না রবে চিরদিন।
ত্যজিতে হইবে সুখ-শয়ন অশনি-ঘোষণে।
জাগে তাঁর ন্যায়-দণ্ড সর্ব্ব ভুবনে, ফিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে;
জ্বলে তাঁর রুদ্র নেত্র পাপ-তিমিরে।
[শঙ্করা, চৌতাল]

১৬৭৪ মন জাগ জাগ রে !
একবার জাগিয়ে তাঁহারে স্মর রে অন্তরে।
মায়া-নিদ্রাবশে হ'য়ে অচেতন, কত আর দেখিবে মোহের স্বপন ?
(তোর) এ সুখের স্বপন ভাঙ্গিবে যখন, পুণ্যময় ভুবন হবে রে।
সুধা ভ্রমে যদি পিয়ো হলাহল, হবে না রে কভু পরাণ শীতল,
হেম-হার ভ্রমে পরিলে ফণিনী, দংশিবে তোমারে ;
তাই বলি ত্যজি অনিত্য অসারে, ডুব সেই নিত্য অমৃত-সাগরে,
ঘুচিবে যাতনা, পুরিবে কামনা, নবজীবন পা'বে রে।
[মুলতান, একতালা]

প্রবাস।

১৬৭৫ এ পরবাসে রবে কে হায় ! কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে !
হেথা কে রাখিবে দুখ ভয় সঙ্কটে,
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে, হায় রে !
[সিন্ধু, মধ্যমান]

১৬১৬ পরবাসী, চ'লে এস ঘরে।

অনুকূল সমীরণ ভরে, চ'লে এস, চ'লে এস!

ঐ দেখ কতবার হ'ল খেয়া পারাপার, সারি-গান উঠিল অম্বরে।

আকাশে আকাশে আয়োজন, বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।

মন যে দিল না সাড়া, তাই তুমি গৃহ ছাড়া,

নির্ব্বাসিত বাহিরে অন্তরে।

১৬১৭ মন, চল নিজ নিকেতনে!

সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে?

বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর, কেহ নয় আপন,

পর-প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন ভুলিছ আপন জনে?

সত্য-পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,

সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে।

লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ,

পরম যতনে রাখ রে প্রহরী, শম দম দুই জনে।

সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থ-ধাম, শ্রান্ত হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম,

পথভ্রান্ত হ'লে সুধাইবে পথ সে পান্থনিবাসিগণে;

যদি দেখ পথে ভয়ের আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,

সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে।

[সুরটমল্লার, একতালা]

১৬১৮ পুরবাসীরে, তোরা যাবি যদি অমৃত-নিকেতনে, চ'লে আয়,
থাকুক্ যথা আছে ধন জন, আর সে ছার ধনে কাজ নাই।
তোদের মর্ম্মব্যথা আর না রহিবে,
রোগ শোক তাপ দূরে গিয়ে প্রাণ শীতল হবে,
একবার দেখ্‌লে প্রভুর প্রেম-মুখ, সব দুঃখ দূরে যায়।
আর কতদিন সে মায়েরে ভুলে,
থাকবি বিদেশেতে মিছে-কাজে, মায়ের কোল ছেড়ে ?
(তোদের) কোলে নেবার তরে সদাই সে যে, ডেকে ডেকে ফিরে যায়।
[বাউলের সুর, একতালা]

১৬১৯ কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু, মধুর ভাষে, যেতে স্বদেশে ?
আমার ধন মান, (বিদেশী হে,) পরিজন, কাজ নাই গৃহবাসে।
আমি অভাগা দীন পরাধীন,
মরি রোগে শোকে পাপে তাপে, পিতামাতা-হীন,
কবে যাবে জ্বালা, প্রাণ জুড়াবে হৃদে পেয়ে প্রাণেশে ?
আর কতদিন এই আঁধারে প'ড়ে,
থাকব বিদেশেতে একাকী, সেই মায়ের কোল ছেড়ে ?
আর ফিরাব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে।
এবার পাইলে সে হারানো রতন,
রাখ্‌ব মনের সাধে, হৃদে গেঁথে, করিয়ে যতন ;
যাবে জন্মদুঃখীর সকল দুঃখ প্রেম-বারি পরশে।
[বাউলের সুর, একতালা। "পুরবাসী রে" গানের উত্তর রূপে একই সুরে রচিত]

দুঃখ, বিপদ, অভয়।

১৬২০ বিনা দুঃখে হয় না সাধন, সেই যোগিজনার বাঞ্ছিত চরণ রে।
সহজে কি হয় কখনো পাষণ্ড-দলন রে ?
সুখশয্যায় শুয়ে কে বা পেয়েছে কখন,
সেই দেবের দুর্লভ অমূল্য রতন রে ?
অশ্রুপাত ক'রে বীজ কর রে বপন,
যদি মনের আনন্দে শস্য করিবে কর্ত্তন রে।
গুরু-দত্ত ভার কর সুখেতে বহন রে,
এ পাপজীবন ধ্বংস হ'লে পাবে নবজীবন রে।
প্রভুর কার্য্যে হয় যদি এ দেহ পতন রে,
(তবে) পরিণামে দিব্যধামে করিবে গমন রে।
[বাউলের সুর, একতালা]

১৬২১ একটি সহজ হাসি হেসে, গলিয়ে দাও সব দুখ! (রে ভাই)
তোমার সকল কাঁটা ফুটুক্ ফুলে, দুঃখ হউক্ সুখ! (রে ভাই)
আছে আঁধার, আছে কালো, তাই নেভাবে কি প্রাণের আলো ?
কালোর বুকে আলো নাচে, তায় হৃদয়-প্রদীপ জ্বালো! (ও ভাই)
আলোকেরই পুত্র মোরা, জনম মোদের আলোকে,
স্থির যে আলো বুকের তলে, জ্বালাব তায় কালোকে! (মোরা)
[ইমনকল্যাণ, ঠুংরী]

১৬২২ দুঃখ-রাতি আস্‌চে প্রাণে, সুখের কমল ফুট্‌বে ব'লে ;
আনন্দে তুই কাটা রে রাত, ফুলের মত' গানের ছলে।
ভয় কি রে তোর ? শঙ্কা কিসের ? দুখের রাতি প্রভাত হবে,
ফুট্‌বে আলো, ছুট্‌বে কালো, উঠ্‌বে রবি পাখীর রবে।
দুঃখ-রূপে কতই যে সুখ হানা দে' যায় প্রাণের দ্বারে,
হৃদয়-দুয়ার বন্ধ দে'খে ফিরিয়া যায় বারে বারে !
দুঃখ ও সুখ, পথিক এরা ; খেল্‌তে আসে ক্ষণেক তরে,
ফিরিয়ে দিবি দ্বার হ'তে তুই ? লাগ্‌বে ভালো একা ঘরে ?
দেবতারি আশীষ এরা ; বরণ ক'রে ডেকে নে, ভাই ;
মৃত্যুও যে বন্ধু মোদের, সেই কথাটি ভুলিস্ নে, ভাই।
[কালাংড়া, দাদরা]

১৬২৩ পিছন পানে চাইব না কো, চল্‌ব পথে, চল্‌ব পথে,
লাগুক্ ধূলা, ফুটুক্ কাঁটা, ফির্‌ব না তো কোন মতে !
চল্‌তে গেলেই লাগ্‌বে ধূলা, আস্‌বে বাধা,—নূতন নয় ;
তাই ব'লে কি নদীরা সব পথের পাশে ব'সেই রয় !
চল্‌তে হবে, চল্‌তে হবে, নামটি নিয়ে চল্‌তে হবে,
বুকের বলে ভর ক'রে ভাই চল্‌তে হবে কঠিন ভবে !
থাম্‌লে পরে চল্‌বে না, দাঁড়ালেই তো বিপদ নানা ;
এগিয়ে চল,—যা হবে হোক্ ! বাধা সে তো আছেই জানা !
রাখিস্ মনে মিলন-যাত্রী, অমৃত তোর হবেই কেনা ;
অতল সুধা পাবি যেথায়, সেথা শুধ্‌বি কিরে পাওনা-দেনা !

ও রে সুধার তলে ভুল্‌বি যে সব, লাগ্‌বে প্রাণে গীতোৎসব ;
হিসাব কি রে থাক্‌বে মনে, পেয়ে অসীমরতন-ধনে !
মৃত্যু সে তো কিছুই নয়, দেহ-অবসান মাত্র হয় ;
অসীম-পথে যাওয়ার মুখে, একটি সেতু পেরোতে হয় !
মন রে আমার করিস্‌ নে ভয়, এগিয়ে চল্‌, এগিয়ে চল্‌ ;
ফুটবে কাঁটা, টুটবে বাধা, কাছেই আছে শান্তি-জল।
তাঁরি উপর মুখ তুলে চা', কোনই বাধা লাগবে না পায়,
সমুখ পানে যাওয়ার মুখে,—হিসাব তখন কে-ই বা চায়।

১৬২৪ থাকিস্‌নে ব'সে তোরা সুদিন আস্‌বে ব'লে ;
কারো দিন যায় হরষে, যায় কারো বিফলে !
সুখের ছদ্মবেশে আসে দুখ হেসে হেসে,
জীবনের প্রমোদ-বনে ভাসায় আঁখিজলে !
যেথা আজ শুষ্ক মরু, যেথা নাই ছায়াতরু,
হয়তো তাদের নয়নজলে ভ'রবে ফুলে ফলে !
জীবনের সন্ধি-পথে খুঁজে পথ হবে নিতে,
কেউ জানে না কোথায় যাবি, কেউ দিবেনা ব'লে !
ভাঙিলে বালির আবাস বিষাদে হ'স্‌ নে হতাশ,
আছে ঠাঁই, আছে আলয়, অভয় চরণ-তলে।

[মিশ্র সিন্ধু খাম্বাজ, দাদ্‌রা। কাকলি, ২।১৫]

১৬২৫ বিপদ-ভয়-বারণ যে করে ওরে মন তাঁরে কেন ডাক না !
মিছা ভ্রমে ভুলে সদা রয়েছ ভব-ঘোরে মজি, এ কি বিড়ম্বনা !
এ ধন জন না রবে হেন, তাঁহে যেন ভুল না,
ছাড়ি অসার ভজহ সার, যাবে ভব-যাতনা !
এখন হিত-বচন শোন যতনে করি ধারণা,
বদন ভরি নাম হরি সতত কর ঘোষণা ;
যদি এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয়-কামনা ;
সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন তাঁর কর সাধনা ।
[ছায়ানট, ঝাঁপতাল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১।১৩৮]

১৬২৬ ভজ অকাল নির্ভয়ে, পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে ।
সর্ব্বকালে বিদ্যমান, সর্ব্বভূতে যে সমান,
সেই সত্য, তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে ।
[সুরট, কাওয়ালি]

১৬২৭ দেখিতে তরঙ্গময় ভব-পারাবার ।
তরঙ্গ সে কিছু নয়, আতঙ্কই সার !
অসীমের ভাব যত হৃদয়ে আনিবে, তত
ক্ষুদ্র তৃণটির মত' দেখিবে সংসার ।
কত ঝড় ব'য়ে যাবে, হৃদয় অটল রবে, কি ভয় কি ভয় তবে !
অতিক্রমি দুখ শোকে, অনন্ত অনন্ত লোকে,
নিরখিবে অনন্তের মহিমা অপার ।
[ললিত, আড়াঠেকা । শতগান ২০৩]

দীনতা, ব্যাকুলতা।

১৬২৮ এই মলিন বস্ত্র ছাড়্‌তে হবে, হবে গো এইবার,
আমার এই মলিন অহঙ্কার!
দিনের কাজে ধূলা লাগি, অনেক দাগে হ'ল দাগী,
এম্‌নি তপ্ত হ'য়ে আছে, সহ্য করা ভার, আমার এই মলিন অহঙ্কার!
এখন ত কাজ সাঙ্গ হ'ল দিনের অবসানে,
হ'ল রে তাঁর আসার সময়, আশা এল প্রাণে;
স্নান ক'রে আয় এখন তবে, প্রেমের বসন প'র্‌তে হবে,
সন্ধ্যা-বনে কুসুম তুলে গাঁথ্‌তে হবে হার, ওরে আয়, সময় নেই যে আর!
মিশ্র বারোঁয়া, একতালা। গীতলিপি ২।৪০]—১১ আশ্বিন ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

১৬২৯ নীচুর কাছে নীচু হ'তে শিখ্‌লি না রে মন!
(তুই) সুখী জনের করিস্‌ পূজা, দুখীর অযতন, (মূঢ় মন)!
লাগেনি যার পায়ে ধূলি, কি নিবি তার চরণ-ধূলি,
নয়রে সোনায়, বনের কাঠেই হয়রে চন্দন, (মূঢ় মন)!
প্রেম-ধন মায়ের মতন, দুঃখী সুতেই অধিক যতন,
এই ধনেতে ধনী যে জন, সেই ত মহাজন, (মূঢ় মন)!
বৃথা তোর কৃচ্ছ্র সাধন, সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন!
মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ, (মূঢ় মন)!
মতামতের তর্কে মত্ত, আছিস্‌ ভুলে পরম সত্য,
সকল ঘরে সকল নরে আছেন নিরঞ্জন, (মূঢ় মন)!
[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। কাকলি ২।১৩]

১৬৩১ একবার কাঁদ রে পাষাণ হিয়া, ব্যাকুল অন্তরে।
কোথা প্রাণনাথ ব'লে ডাক সকাতরে।
কাঁদিলে লবেন কোলে হরি প্রেমভরে।
শিশু যথা মা মা ব'লে কাঁদে মায়ের তরে ;
আকুল প্রাণে কাঁদ ভাই সবে তেমনি ক'রে।
কেঁদেছিল যেমন গোরা একা আর্ত্তস্বরে, (বিরহে উন্মাদ হ'য়ে রে)
হরি-দরশন-লাগি বসিয়া প্রান্তরে,
তেমনি ভাবে কেঁদে কেঁদে ডাক প্রাণেশ্বরে।
ভাসি প্রেম-অশ্রুজলে বসি হরি-পদতলে,
বল জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।

[কীর্ত্তনের সুর]

১৬৩২ আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে।
যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে।
দিবানিশি জেগে থাকি, আমায় কখন্ কে ডাকে তাই দেখি,
শুনিলে ক্রন্দন আর থাক্‌তে পারিনে।
কে কোন্ ভাবে চায় আমারে, আমি জানি সব থেকে অন্তরে,
কপট বিলাপে অনুতাপে ভুলিনে।
অহঙ্কারী পাপী যারা, ওরে আমায় দেখা পায় না তারা,
দীন জনের বন্ধু (ভগ্ন-হৃদয়-বাসী) আমি, সকলে জানে।

[আলাইয়া, যৎ]—৯ মাঘ ১৭৯৭ শক (১৮৭৬)

লোকশিক্ষা।

১৬৩২ ও রে আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখী, গাও না রে !
সদা "সত্যং শিব সুন্দরম্," ও-নাম প্রাণ ভ'রে গাও না রে !
পড় পড় আত্মারাম, ডাক ডাক প্রাণারাম,
আমার হৃদয়-মাঝে প্রাণবিহঙ্গ, ডাক অবিরাম ;
ডাক তৃষিত-চাতকের মত', পাখী, অলস থেকো না রে !
ব্রহ্ম-কল্পতরু-শাখে ব'সে রে পাখী, বিভুগুণ গাও দেখি, গাও গাও !
আবার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সুপক্ক ফল খাও না রে !
ও কি বল্ রে পাখী বল্, তোর নয়নে কেন জল ?
বুঝি হরি-নামামৃত-পানে হয়েছ বিহ্বল !
আহা, কি সুন্দর দেখাচ্চে তোমায়, পাখী নীরব হ'য়ো না রে !
অসার বিহঙ্গ-জনম কর রে সফল, করি নাম-কোলাহল, সুবিমল ;
গেয়ে অবিরাম, "আত্মারাম" মোক্ষধামে উড়ে যাও না রে !
[বাউলের সুর, একতালা]

১৬৩৩ কোথা যাস্ রে ভাই তাঁর অন্বেষণে, বল্ দেখি আমায় ?
যে জন ডাক্‌তে জানে কাতর প্রাণে, ঘরে ব'সে সে যে পায়।
গলায় আছে গলার হার, কোথা যাস্ তাঁর তরে আর,
ভাব বুঝে উঠা ভার ;
দেখ্ রে প্রেমনয়নে, হৃদয়-ধনে, হৃদয়-মাঝে পাবি তাঁয়।
[বাউলের সুর, একতালা]—১৬ শ্রাবণ ১৭৯১ শক (১৮৬৯)

১৬৩৪ তারে ধর্‌বি কেমন ক'রে ?

সে কোথা রইল, ও তুই রইলি কোথায় প'ড়ে !

মরিস্ তুই বিশ্ব খুঁজে, দেখিস্ নে নয়ন বুজে,

ব'সে তোর প্রাণের কোণে, বিবেক-মূর্ত্তি ধ'রে !

তুই ঘুরে বেড়াস্ পরিধিতে, সে যে ব'সে আছে কেন্দ্রটিতে ;

সাধনা-ব্যাসের রেখায় পা দিলিনে মোহের ঘোরে।

তুফান দেখে ডরালি, তীরে পাথর কুড়ালি,

প্রাণের থ'লে পূরালি পাথর-কুচি দিয়ে !

তুই ডুব্‌লি না রে সাগর-জলে, যার তলায় পরশ-মাণিক জ্বলে,

নিলি মণির বদলে উপল-খণ্ড, আঁধার ঘরে।

[বাউলের সুর, গড়খেমটা]

১৬৩৫ আজব দুনিয়ার এ কি দেখি আজব কারখানা !

(ও রে) ফল খেয়ে ফেরে যে, সে-ও গাছ দেখে না !

হচ্চে কত গাছের পাতা, পড়্‌চে আবার খসিয়ে,

(ও রে) আগুনেতে পুড়্‌চে ঘসি, গোবর উঠ্‌ছে হাসিয়ে ;

মর্‌চে লোক সর্ব্বদাই, শ্মশানেতে হচ্চে ছাই,

তবু লোকে কর্‌চে মনে, "আমার মরণ হবে না, হবে না" ।

ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় না সবাকার,

তখন ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে, সন্দেহ আর নাহি তার ;

লোকে এমন অবোধ ভাই, হাতের ফল বলে "নাই,"

অহঙ্কার করি তাই বলে "ঈশ্বর মানি না, মানি না !"

কেঁদে বলে অতি দীন বিদ্যাহীন কাঙ্গালে,
(ও রে) ঈশ্বরে কি জানা যায়, বিদ্যা বুদ্ধি কৌশলে ?
আমি আছি কি রে নাই, আগে ঠিক কর তাই,
পরে দেখ্‌বে আছেন তিনি, ভাব্‌তে কিছু হবে না, হবে না।

[বিভাস, কাওয়ালি]

১৬৩৬ আমি হব মা তোমার কোলের ছেলে।
আর যাব কোথায় তোমায় ফেলে !
কোলের ছেলে কোলে ব'সে বিনা ভাড়ায় যায় মা রেলে,
আমি তোমার কোলে ভবসিন্ধু পার হব মা বিনা মূলে।
(পার হব মা অবহেলে)
বড় ছেলে কতই বলে, কতই চলে আপন বলে,
মা গো কোলের ছেলে সদাই কেবল কেঁদে কেঁদে যায় মা কোলে !
(মা মা ব'লে যায় মা কোলে)
স্তন্যসুধা পান করিয়ে ভবের ক্ষুধা যাব ভুলে,
মা তোর মুখশশী দিবানিশি নিরখিব কুতূহলে !
জানি নে মা ভজন সাধন, শাস্ত্র বিধি কোথায় মেলে ?
আমার ধরম করম মুক্তি মোক্ষ সব মা তোমার চরণতলে !

[রামপ্রসাদী সুর]

১৬৩৭ পাপী দয়াল নামেই তরে রে, যদি বলার মতন বল্‌তে পারে।
(যদি মনে প্রাণে বল্‌তে পারে)
আমি ক্ষণে 'দয়াল' 'দয়াল' বলি, ক্ষণে বিচার বুদ্ধি খেলি,
বাঁচ্‌ব ভাবি আপনার জোরে ;
ও মন, দয়া চোখে যে দেখেছে, বুদ্ধি বিচার তার কি আছে ?
(মন রে, ও আমার মন) (ও তার আপন জ্যোতি নিভে গেছে)
সে যে সকল ভুলে, দয়ার কোলে, আপনারে দেয় রে ছেড়ে !
ও মন, নাম্‌ল যে জন দয়ার জলে, সে কি কভু বসন তোলে !
চলে দয়ায় ভরসা ক'রে।
ও তুই তর্‌বি যদি দয়ার জোরে, হাত বাড়ায়ে দে রে তাঁরে ;
(মন রে, ও আমার মন) (ও তুই আপন বলে বাঁচ্‌বি নে রে)
ও তোর জীবন মরণ ভাব্‌না কি আর, দয়াল হাতে ধর্‌লে পরে !
[সুর, "আমায় দে মা পাগল ক'রে"]

১৬৩৮ আছি বিষয়ে নিরত, মোহে অভিভূত,
প্রলোভিত বাসনায় রে !
সরোবরের তীরে করিয়া বসতি, প্রাণে মরি পিপাসায় রে।
করি সূর্য্যালোকে বাস, জানি না কেমন দিনমণির বরণ রে :
প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিবারে যাই, ভানুর নব কিরণ রে !
তাঁর অন্ন-জলে পালিত এ দেহ, তাঁর গৃহে করি বাস রে ;
তাঁর জ্ঞানে জ্ঞানী, তাঁর ধনে ধনী, থাকি সদা তাঁর পাশ রে।
তবু চিনিতে পারি না, জানিতে পারি না, তিনি কে পরমধন রে !

নানা স্থানে আমি খুঁজিয়া বেড়াই অন্ধজনের মতন রে !
তিনি আছেন আমার প্রাণের ভিতরে, আমি দেখি না বারেক ফিরে !

১৬৩৯ চিন্‌লি না মানব রে তুই, ভগবানের কেমন ধন !
কুবেরের ধন ঘরে রেখে করিস্ ভিক্ষা উপার্জ্জন !
সাগরে বাস নিরন্তর, পিপাসায় কেন মর' ?
দেখ না হৃদয়-মন্দিরে বিরাজে হৃদয়-রতন !
পোতা ধন অজ্ঞাত হ'লে, কি হয় তার-পর শুইলে বৈলে* ;
(বল) সে ধনে কি ধনী ব'লে গণ্য হয় রে কোন জন ?
চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু আদি ভূমণ্ডল,
যত-ইতি কল-কৌশল সকলি তোমার কারণ।
পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, তোমার কারণেই তা,
ফল শস্য ফুল দুগ্ধ করিতেছে আয়োজন।
জ্ঞান বুদ্ধি ধর্ম্ম রত্নে (তোমায়) সাজাইয়া কত যত্নে,
জগতের শ্রেষ্ঠ ক'রে তোরে করিল সৃজন।
ব্রহ্ম-জ্ঞানে হ'য়ে জ্ঞানী, লও রে আপনারে চিনি,
কাঙ্গাল বলে, আজ-কাল ব'লে ক'রো না কাল ক্ষেপণ।
[খাম্বাজ ঝাঁপতাল। সুর, "জীবনে মরণে তুমি নিকটে আছ শঙ্করী"]

*বৈলে = বসিলে।

১৬৪০ সদা মাটির মতন খাঁটি হ'য়ে রও রে মন।
না হ'লে খাঁটি, সকলি মাটি,
তোমার আঁটি-সাঁটি যত কিছু, সকলি নিশার স্বপন।
(মন) মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে, মাটির দিকে মন মিশায়ে,
মাটির মতন সকল স'য়ে, সার কর মাটির জীবন।
মাটি কারে রে বুকে না ধরে ?
(এমন) আপন বুকে সবে ধ'রে, মন, কর মনের মতন।
মোরা মাটিকে পায়ে দলিয়ে, দিবানিশি যাই চলিয়ে,
মাটি কি উঠে চটিয়ে, রাঙাইয়ে দু নয়ন ?
বরং মাটির তার উল্টা ব্যবহার,—
আমরা পায়ে ব্যথা পাব ব'লে তৃণ ধূলায় আবরণ !
[মল্লার, একতালা। সুর, "তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার"]

১৬৪১ মিছে তুই ভাবিস্ মন ! তুই গান গেয়ে যা আজীবন !
পাখীরা বনে বনে গাহে গান আপন মনে,
(ওরে) নাইবা যদি কেহ শোনে (তুই) গেয়ে যা গান অকারণ।
ফুলটি ফোটে যবে, ভাবে কি কাল্ কি হবে ?
(না হয়) তাদের মত' শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি বিতরণ।
মনোদুখ চাপি মনে, হেসে নে সবার সনে,
(যখন) ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা, জানাস্ প্রাণের বেদন।
আজি তোর যাঁর বিরহে নয়নে অশ্রু বহে,
(ওরে) হয়তো তাঁহার পাবি দেখা (তোর) গানটি হ'লে সমাপন !
[বাউলের সুর, দাদরা। কাকলি, ১।২৬]

১৬৪২ জগ দরশন-মেলা, এ জগ দরশন-মেলা।
যদি এসেছ হেথা, সব দেখে লও,
চল ফের, মেল মেশ, হাস খেল,
তবে, দেখো যেন আসল কাজে কোরো না হেলা।
তুমি যা কিছু জগতে দেখ, লক্ষ্য স্থির রেখো,
কত কুহক হেথা আছে, অবিচল থেকো তার মাঝে ;
কত পাপ মোহ মায়া ধরে মোহন কায়া,
এ মহাশিক্ষার স্থান, শুধু নহে বৃথা খেলা।
সেই মঙ্গলময়ে নির্ভর করি নির্ভয় হও রে,
ধন্য সেই ভব-কাণ্ডারী, ধর তাঁর চরণ-ভেলা।
[খাম্বাজ, কাওয়ালি। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪।৬৯]

১৬৪৩ প্রাণের একতন্ত্রীসনে হৃদয়তন্ত্রী মিলাইব ;
সে বাজিবে আমার সুরে, আমি তার সুরে গান করিব।
ব্রহ্ম-সুরে ব্রহ্ম-তালে, বাজাইব তালে তালে,
নাচ্‌ব গাব হরি ব'লে, আনন্দে মন মাতাইব।
হরিনাম-গুণগানে, নামরস-সুধা-পানে,
ভাসি চিদানন্দ-রসে, ভবের ভাবনা ভুলে যাব।
একতন্ত্রীর সাধনে, এক ব্রহ্ম-দরশনে,
প'ড়ে তাঁর শ্রীচরণে, অপরাধ ক্ষমা চা'ব।
উঠিবে প্রেমলহরী, মুখে বল্‌ব হরি হরি,
মোহ মায়া পরিহরি, হরিপদে মিশাইব।
[গাড়া-ভৈরবী, খৎ। সুর, "তুমি যদি কাছে থাক মা"]

১৬৪৪ এক মনে তোর একতারাতে, একটি যে তার সেইটি বাজা,
ফুলবনে তোর একটি কুসুম, তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা !
যেখানে তোর সীমা, সেথায় আনন্দে তুই থামিস্ এসে,
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া, সেই কড়ি তুই নিস্ রে হেসে।
লোকের কথা নিস্ নে কানে, ফিরিস্ নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে, হৃদয়ে তোর আছেন রাজা ;
একতারাতে একটি যে তার, আপন মনে সেইটি বাজা।

[মিশ্র বাহার, খং। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২৯]

১৬৪৫ মন, একবার হরি বল, হরি বল, হরি বল !
হরি হরি হরি ব'লে ভবসিন্ধু-পারে চল।
হরি হরি হরি বল, পাবিরে তুই মোক্ষ-ফল।
জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, বল রে মন হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল।
দুর্ব্বলের বল হরি, অধম-তারণ হরি,
পতিতপাবন হরি, হরি ভকত-বৎসল।
ভক্তিরস পান করি, যে বলে রে হরি হরি,
বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি দেন তারে মোক্ষ-ফল।
হরি বেদ, হরি বিধি, হরি মন্ত্র, হরি সিদ্ধি,
হরি বল, হরি বুদ্ধি, হরি ভরসা কেবল।

পাষণ্ডদলন হরি, নাস্তিকের দর্পহারী,
যাঁহার পুণ্য-প্রতাপে কাঁপে পাপাসুর দল।
অন্নে হরি, বস্ত্রে হরি, গৃহ-পরিবারে হরি,
দেহ মন প্রাণে হরি, হরি সঙ্গের সম্বল।
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি, শোণিত-প্রবাহে হরি,
নয়ন-অঞ্জন হরি, হরি শক্তি, হরি বল।
অরূপ চিন্ময় হরি, নহেন কভু দেহধারী,
চিদানন্দ-রূপ ধরি, করেন প্রাণ শীতল।
প্রবাসে কাননে হরি, পর্ব্বত-পাথারে হরি,
আকাশে ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্ব্ব স্থল।
গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে কর্ম্মক্ষেত্রে হরি,
আহারে বিহারে হরি, হরি প্রাণের সম্বল।
অখণ্ড অব্যয় হরি, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী,
দীনজনে দয়া করি, দেন চরণকমল।
সুখে হরি, দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি,
জনমে মরণে হরি, হরি পরম মঙ্গল।
হরি ভক্তি, হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ, হরি গতি,
হরি জগতের পতি, হরি ইহ-পরকাল।
হরি পিতা, হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞান-দাতা,
হরি সর্ব্বজন-ত্রাতা, শুদ্ধ-সত্ত্ব, নিরমল।
নয়নে দেখ হে হরি, রসনায় বল হরি,
হৃদয়-কমলে ভজ হরিচরণ-কমল।

[বিভাস, কাওয়ালি]

মৃত্যুর স্মরণ।

১৬৪৬ মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ;
অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র, কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন, নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর ;
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর', সত্যেতে নির্ভর।

[রামকেলি, আড়াঠেকা। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬।২০]

১৬৪৭ ক্ষণমিহ চিন্তা কর সৎস্বরূপ নিরঞ্জন।
ত্যজ মন দেহগর্ব্ব, খর্ব্ব হবে রিপুগণ।
সম্মুখে বিষয়-জাল, পশ্চাতে নিপাদ কাল,
গেল কাল, অন্তকাল ভাব রে এখন ;
যাঁ হ'তে উৎপত্তি স্থিতি, তাঁহাতে নাহিক প্রীতি,
এ তোর কেমন রীতি, ও রে দম্ভময় মন।

[বেহাগ, আড়াঠেকা]

১৬৪৮ শেষের সে দিন মন কর রে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে।
সুখস্বপন যত দেখিছ অবিরত, চিরদিনের মত ফুরাবে।
কাল-শয্যায় শুয়ে নিজপাপ স্মরিয়ে, যবে দুধারে নয়ন-ধারা বহিবে ;
ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত, শিশু সন্তান ধূলায় লুটাবে।
স্নেহময়ী জননী হারায়ে নয়নমণি, গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবে ;
প্রাণ-সম প্রেয়সী অধোবদনে বসি কেঁদে ধরা তল নয়ন-জলে ভাসাবে।
অতএব লও ব্রহ্মপদে আশ্রয়, যদি বিপদে নিরাপদ হইবে ;
তিনি হে মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার কৃপায় মরণে নবজীবন পাইবে।
[ভৈরবী, তেওট]—১ কার্ত্তিক ১৮৯৩ শক (১৮৭১)

১৬৪৯ একদিন হায় এমন হবে, এ মুখে আর ব'লবে না,
এ হাতে আর ধ'রবে না, এ চরণে আর চ'লবে না !
নাম ধ'রে ডাকবে সবে, শ্রবণে তা শুনবে না,
পুত্র মিত্রে জগৎ-চিত্রে, নেত্রে নিরখিবে না !
অসার হবে এ রসনা, আস্বাদন আর ক'রবে না ;
ভাল মন্দ কোন গন্ধ, নাসিকাতে লবে না।
রাজসিংহাসন ছাই মাটি বন, এ বিচার আর থাকবে না ;
বন্ধনে দহনে দেহে, যাতনা জানাবে না।
হবে সাঙ্গ, অবশাঙ্গ, সঙ্গে কিছুই যাবে না ;
(তাঁরে) এই বেলা ডাক ডেকে নে রে, ডাকতে সময় মিলবে না।
[পিলু, খং]

১৬৬০ অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব', হবে নিশ্চয় মরণ !
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ !
অতএব চিন্ত' শেষ, ভাব' সত্য নির্ব্বিশেষ,
মরণ সময়ে বন্ধু একমাত্র তিনি হন।

[রামকেলি, আড়াঠেকা]

১৬৬১ গ্রাস করে কাল পরমায় প্রতিক্ষণে :
তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হ'ল এত,
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।
এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধন-জন-বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে।
অতএব নিরন্তর, চিন্ত' সত্য-পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হ'লে কি ভয় মরণে।

[রামকেলি, আড়াঠেকা]

নাম-মহিমা।

১৬৫২ হরি নাম কি মধুর!

নাম কণ্ঠহার কণ্ঠেতে যার, সব দুঃখ তার হয়েছে দূর।
স্বর্গ হতে সুধা উথলি পড়িয়া, নাম রূপে ধরা দিল ভাসাইয়া;
(কত) উঠিল তরঙ্গ, লীলা-রস রঙ্গ,
উঠিল কতই প্রেমের অঙ্কুর।
ঝরিল এ সুধা নারদের বীণে, কত কণ্ঠে কত আশ্রমে পুলিনে,
গেল রে ভাসিয়া সাধের নদীয়া, হ'ল ডুবু ডুবু শান্তিপুর।
আজিও ভারত আকাশে বাতাসে, এই মহানাম অবিরাম ভাসে;
আজো হরি নাম স্বর্গের সোপান,
(নামে) আজো ঝরে আঁখি পাতকী সাধুর।

[ভৈরবী, একতালা]

১৬৫৩ কর বদন ভরি দয়াল হরি নামানুকীর্ত্তন রে।
কর সদানন্দে ভূমানন্দ-রসামৃত পান রে।
আছে উক্ত, জীবন্মুক্ত হয় ভক্ত জন রে;
গেয়ে দয়াল নাম অবিরাম যায় পুণ্যধাম রে।
গাই সবে ভক্তিভাবে রসাল দয়াল নাম রে।
নামে হৃদয়-কমল হবে অমল, হব পূর্ণকাম রে।

[রামকেলি, একতালা]

১৬৩৪ সুন্দর তোমার নাম, দীনশরণ হে ;
বরিষে অমৃত ধার, জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণ-রমণ হে !
এক তব নাম-ধন অমৃত ভবন হে,
অমর হয় সেই জন, যে করে কীর্ত্তন হে !
গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে,
যখনি তব নাম-সুধা শ্রবণে পরশে ;
হৃদয় মধুময় তব নামগানে, হয় যে হৃদয়-নাথ চিদানন্দ ঘন হে
[কাফি, ঝাঁপতাল। সুর, "তুমি হে ভরসা মম"]

১৬৩৫ কে জানে রে এত সুধা দয়াল নামে ছিল,
সুধাপানে মত্ত প্রাণ আকুল হ'য়ে গেল !
আমি আগেতে জানিতাম যদি, তা হ'লে রে নিরবধি,
করিতাম সুধা পান বসিয়ে বিরল,
সংসার-গরল ছাড়ি প্রেম নিরমল।
[সাহানা, বং]

১৬৩৬ দয়াল নাম পরশমণি, পরশে প্রাণ হয় সোণা।
প্রেমভরে যে নাম করে, পূরে তার সব কামনা।
কি যে মধুর দয়াল নাম, সুধা ঝরে অবিরাম,
খুলে যায় আনন্দ-ধাম, নিরানন্দ আর থাকে না !
কত মহাপাপী ছিল, ঐ নামেতে ত'রে গেল,
মধুর নবজীবন পেল, পাপের স্মৃতি আর রইল না !

আশাভরে ও-নাম ধর, বদন ভ'রে ও-নাম কর,
জীবন হবে মধুর, সফল হবে সাধনা।
[ঝিঁঝিট, পোস্ত। সুর, "কে তুমি কাছে ব'সে"]

১৬৫৭ হরি হরি বল, মন-রসনা ; হরি হরি কেন বল না !
বিষাদ-নীরে মগন হইয়ে কত কর ও মন ভাবনা !
(যাঁহারে ভাবিলে যায় ভাবনা, তাঁরে কেন ও মন ভাব' না)
নাহি নাহি ও মন ভাবনার কূল, ভাবিতে ভাবিতে হইলি আকুল,
যাঁহারে ভাবিলে ভাবনার সাধ মিটে না কভু মিটে না,
তাঁরে কেন ও মন ভাব' না !
এলে এ সংসারে ফকিরী লইয়ে, যাইবে আবার ফকির হইয়ে,
আপন বলিতে যার কিছু নাই, তার কেন এত ভাবনা ! (মন রে)
[কীর্ত্তন ভাঙ্গা, একতালা]

১৬৫৮ দয়াল নামামৃত-রসে ডুবে থাক্ রে আমার মন।
চিরবৈরাগ্যব্রত করিয়ে অবলম্বন।
নিষ্কাম নিঃসঙ্গ ভাবে কর সংসার পালন ;
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মযোগের একত্র কর সাধন !
প্রেমসুধাপানে* মত্ত হ'য়ে অনুক্ষণ,
সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে কর সুখে কাল হরণ।
[ভৈরবী, পোস্ত]

* মূলের পাঠ, "প্রেম মদিরা পানে"।

১৬৫৯ দয়াল নাম লইতে অলস ক'রো না রসনা, যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে,) নয় আরো পাবে ;
ঐহিকের সুখ হ'ল না ব'লে কি ঢেউ দেখে না' ডুবাবে !
রেখো রেখো এ নাম সদা হৃদে ধরি, অনায়াসে পার হবে ভব-বারি,
সচেতনে থেকো, দয়াল ব'লে ডেকো, এ দেহ ত্যজিবে যবে।
[মূলতান, একতালা]

১৬৬০ নামের ভিতরে যদি নামী নাহি রয়,
নাম কি হইত তবে এত মধুময় ?
অনল অনিল জল, আকাশ অবনী তল,
(আছেন) মধুরূপী মগ্ন করি মধুতেই সমুদয়।
রসে গন্ধে গানে সুরে, কি করুণে কি মধুরে,
যে-খেলা হৃদয়-পুরে নামীরই ত অভিনয়!
পুষ্প ছাড়ি গন্ধ কোথা ? নাম যেখানে নামী সেথা,
অভিন্ন যে নাম আর নামী, এই জানি তাঁর পরিচয়।
(আমি) ভয় পেয়ে নাম নিয়ে ডাকি, সুখ পেলে মূক হ'য়ে থাকি,
করমে স্মরণে রাখি, পাই শকতি, পাই অভয়।
অনামীরে দিয়ে নাম, ভক্ত প্রেমিক পূর্ণকাম,
(তারা) নামে নাচে হাসে কাঁদে, প্রেম-অশ্রু-ধারা বয়।
হে অরূপী, হে অনামী, নামে প'ড়ে আছি আমি,
কবে পাব দেখা তব, বল শুনি, প্রেমময় !
[খাম্বাজ, ঠুংরি]

১৬৬১ নামের মাঝে নামী রাজে, ভাবনা কি রে আর !
নামটি ধ'রে থাক্‌লে প'ড়ে, হবি রে তুই পার !
ব্রহ্মনাম পারের তরণী, কাণ্ডারী ব্রহ্ম আপনি ;
পারের কড়ি লয় না, সে যে বড় দয়ার আধার !
ঘাটের মানুষ ঘাটে এসে, মলিন মুখে কেন ব'সে !
সেই ত'রে যায় এক নিমেষে, হৃদয় ব্যাকুল যার ।
[ভৈরবী, একতালা]

ব্রহ্ম-নাম, ব্রহ্ম-প্রেম, ব্রহ্ম-বোল, ব্রহ্ম-রূপ

১৬৬২ বল্ ব্রহ্মনাম ভরিয়ে বদন ; নামে ঘুচ্‌বে রে সকল বেদন
বল বল থাকিতে চেতন, গেল গেল দিন ত গেল, চিন্তা নাই কি মন ?
বৃথা সময় গেলে অবহেলে, সার হবে কেবল রোদন ! (শেষে)
বাক্য সনে ঐক্য ক'রে মন, ব্রহ্মনাম মহামন্ত্র কর উচ্চারণ ;
এই মন্ত্র-বলে জীব সকলে মরিলেও পায় জীবন । (পুনঃ)
জীবের বাঞ্ছা করিতে পূরণ, নামরূপে করেছেন ব্রহ্ম ধরায় আগমন ;
নামে নৃত্য করে চিত্ত-মাঝে রে, রসনায় করে আসন । (নামে)
নামে শীতল হয় কি না পরাণ,
আর কারে মানিবে সাক্ষী, আপনি যার প্রমাণ ?
হৃদয় দুয়ার খুলে, ব্রহ্ম ব'লে রে, নাম-রসেতে হও মগন । (সদা)
[ছুটা কীর্ত্তনের সুর, খেম্‌টা]

১৬৬৩ ব্রহ্মনামের রসের ধারা, ধারা শিরায় শিরায় বয় রে !
মরি, ধারার কি বা ধীরের গতি রে, যেমন মূল-জোয়ারের জল,
আস্তে আস্তে, ডুব্‌তে ডুব্‌তে রে, সর্ব্ব অঙ্গ করে তল রে !
তল্-তলাতল্ রসাতলে রে, আছে রসের ভাণ্ড ভরা,
সেই রসেতে বশ করিয়ে রে, রাখে আজনম-ভরা রে !
বশ করে সে আপ্‌না গুণে রে, এমন গুণের গুণমণি,
কার গুণে তাঁর বশ হইলে রে, দেখ আপন মনে গণি রে
ভুলতে চাইলে ভুলতে নারি রে, নাম এমন সূতে গাঁথা,
হৃদয়-ভেদী ছিদ্র দিয়া রে, উঠে সেই-না রসের কথা রে !
বল্‌তে বল্‌তে রসের কথা রে, হয় উদয় ব্রহ্ম-জ্ঞান,
পাষণ্ড দলিত হ'য়ে রে, সঁপে ব্রহ্মেতে পরাণ রে !
এই নাম আমাদের লক্ষ্য পক্ষ রে, এই নাম আমাদের প্রাণ,
নাম-রূপেতে পরাণ-ব্রহ্ম রে, জীবে জীবে অধিষ্ঠান রে !
[খেমটা। সুর, "ব্রহ্ম প্রেমসাগরের জলে"]

১৬৬৪ অবিরাম ব্রহ্মনাম জপ রে আমার মন।
নামে পাবে সুধা, যাবে ক্ষুধা, লভিবে নবজীবন।
নামে হৃদয় শীতল হবে, পাপের জ্বালা দূরে যাবে,
ব্রহ্ম-নামানন্দরসে হও রে মগন।
দেখাইতে স্বর্গধাম, এল ধরায় ব্রহ্মনাম,
ব্রহ্মনামে সুধা প্রাণে হইবে রে বরিষণ।
[খাম্বাজ মিশ্র, একতালা]

১৬৬৫ পূরিবে কামনা, ঘুচিবে ভাবনা, ব্রহ্মনাম-কীর্ত্তনে,
সবে মিলে বল, "জয়! ব্রহ্ম জয়!" হরষে সঘনে বদনে।
অতীতে ভাবিয়ে রহিলে পড়িয়ে, শক্তি কি জাগিবে প্রাণে!
সমুখে চাহিয়ে ব্রহ্মনাম নিয়ে, ছুটে চল তাঁরি পানে।
নামেতে তাঁহাতে অভেদ সম্বন্ধ, পাপী জনেই তা ত জানে;
নাম-গুণ-গানে, শ্রবণে মননে, কত সুধা ঢালে প্রাণে!
(নামে) ফুটিবে সত্যের বিমল আলো, আঁধার পাপ-জীবনে;
কি ভয় কি ভয়, গেয়ে ব্রহ্মজয়, জীবন পাইবে মরণে।
[সাহানা, একতালা]

১৬৬৬ ব্রহ্মনাম-সাগরের জলে ডুব্ দে রে "জয় ব্রহ্ম" ব'লে;
ডুব্‌লে নব জীবন পাবে, প্রাণ খেলিবে প্রেম-হিল্লোলে।
নাম-সাগরে অমূল রতন, তুলিতে ভক্ত-মহাজন,
(তারা) ডুব্ দিতেছে অবিরত, এ জগতের সকল ভুলে।
[কীর্ত্তনভাঙ্গা, একতালা]

১৬৬৭ ব্রহ্মনামের মালা গলে পর,
আর প্রেমভরে নেচে নেচে নাম কর।
ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, শুনাও রে নাম নারীনরে,
(আর) সবারে ডাকিয়া নামের নিশান ধর।
কি আছে আর নামের মতন, নিত্য পানে নিত্য নূতন,
গাও রে নাম, দিনরজনী, যত পার।

১৬৬৮ বল রে বল রে বল রে বল "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং" ;
পাইলে ব্রহ্ম-কৃপার বিন্দু হইবে শীতলং।
হৃদয়-কাননে ফুটিবে ফুল, চারিদিক্ হবে সৌরভে আকুল ;
ব্রহ্মকৃপা-গুণে অবশ হৃদয় হইবে সবলং।
জীবনের যত পাপ তাপ ভার, ব্রহ্মকৃপা-গুণে হবে ছারখার ;
মরণ ঘুচিবে, জীবন পাইবে, হইবে নির্ম্মলং।
হইবে হৃদয়ে আনন্দ অপার, উথলিবে প্রেমসিন্ধু-পারাবার ;
দেখেছ না যাহা দেখিবে এবার, হইবে বিহ্বলং।
কি ভয় ভাবনা ব্রহ্মকৃপাগুণে, কি করিবে শোক-তাপের আগুনে ;
ব্রহ্ম-বলে বল কর, সেই গুণে হবে না বিকলং।
* [পূরবী, খয়রা]

১৬৬৯ ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই !
নামের বালাই নিয়ে ম'রে যাই !
নামে পাষাণ গলে, ভাসে জলে, মরলে নবীন জীবন পাই
নাম-স্মরণেতে হয়, প্রাণে মধুর প্রেমোদয় ;
(যাহা) প্রাণে উঠে, প্রাণে ফুটে, প্রাণেতেই লয়।
এ নাম স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ছেড়ে, হৃদয়-ঘরে করে ঠাঁই।
নাম স্মরণে সরল, যত মনের গরল,
আলোর কাছে আঁধার যেমন, তেম্নি অবিকল ;
এমন জাগ্রত জীবন্ত নাম আর জন্মে কভু শুনি নাই।

নাম নিতে নিতে বল, আবার অনন্ত সম্বল,
তাই বলি মন বিনয় ক'রে, ব্রহ্মনামটি বল্ ;
এই নাম নিয়ে বাঁচ কি মর, কিছুতেই ক্ষতি নাই।
এই নামেরি ছাটে, আঁধার কুয়াসা কেটে,
প্রেমের সূর্য্য উদয় হ'য়ে, শুভদিন ঘটে ;
নামে প্রেম উথলে, মন বদলে, আঁধারে আলোক পাই !
খেম্‌টা]

১৬৭০ ব্রহ্মনাম-সুধারসে ডুব দিয়ে মন থাক্ রে !
তোমার দুঃখেতে সুখ উপজিবে, ঘুচিবে বিপাক রে।
নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে, মরা ভ্রমর গুঞ্জরিবে,
প্রেমের খেলা দে'খে শুনে হইবে অবাক্ রে।
(নামে) প্রেম উথলে যখন মনে, বুড়' নাচে ছেলের সনে,
(তখন) সমান ভাবে গুণে আনে, এক পয়সা আর লাখ্ রে।
ব্রহ্মনাম-রসনে মাজ্‌লে বদন, ঘুচে যাবে সকল রোদন,
এই যে অপার ভব-নদী, তাতে পাবি সাঁক* রে।
(নাম-) পরশে রস, রসেতে বশ, বশ বিনা সকলি নীরস,
(ও ভাই) যাঁর বশে হয় সকল সরস, এমন মধুর চাক্ রে !
রসে পরশ নৈলে, হাজার কৈলে, (কেবল) ত্যক্ত হবে ব'লে ব'লে,
(ফলে) এই রসে না রসিক হ'লে, মানব জীবন ফাঁক্ রে !
[টোড়ি, খেম্‌টা]

* সাঁক=সেতু।

১৬৭১ ওঁ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ত্বংহি জীবগণ-জীবন-মর্ম্ম,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি তোমার।
স্মরণে হ'য়ে আনন্দ, ঘুচে দ্বন্দ্ব, ঘুচে ধন্ধ,
উপজে মকরন্দ, প্রেমানন্দ অনিবার।
কত সোহাগ অনুরাগ, নিয়ে সদা হৃদে জাগ,
বলিতে অপারগ, বিহগ যে প্রকার।
আহা কি মধুর কাণ্ড, নিয়ে প্রেমভাণ্ড দণ্ড,
যেই দণ্ডে কর দণ্ড, সেই দণ্ডে সুধাধার।

[দেশ. ঠুংরি]

১৬৭২ ব্রহ্মপ্রেম-সাগরের জলে জীবন-ভেলা ভাস্‌বি কবে রে ?
সাগর-জলে জাহাজ চলে রে, জাহাজ ঝড় তুফানে ডোবে,
সেই তরঙ্গে কে দেখেছে রে, কলার ভেলা ডোবে কবে রে ?
সাগরের তরঙ্গ পেলে রে, ভেলার আনন্দ উথলে,
সেই তরঙ্গের চূড়ায় ব'সে রে, ভেলা ব্রহ্ম-দোলায় দোলে রে।
দুল্‌তে দুল্‌তে যখন ভেলা রে, পাটে-পাটে খ'সে যায়,
কতই রঙ্গে তখন ভেলা রে, সাগর-সঙ্গ লাগায় গায় রে !
ভেলায় নাই রে ভুরা* লোহার বাঁধ, যে তারে চুম্বকে টানিবে,
নির্ভয়েতে কলার ভেলা রে, অভয় ব্রহ্ম-স্বরূপ ভাবে রে।

[খেম্‌টা। সুর, "মন ফকিরের মনের কথা"]

* ভুরা = অনেক।

১৬৭৩ একবার বল্ বল্ মন-বুল্‌বুল্-পাখী, বল্‌রে ব্রহ্ম-বোল্!
বল্ রে এই-বোল্ সেই-বোল্ ছাড়িয়ে সেই বোল্,
যেই-বোলে হবি বিভোল!
(ভবে) সেই বুলিই বোল্,
তাই বলি রে বোল্ বল্ রে, বোল্ বল্, মন মিশায়ে বল্!
বৃথা আবোল্-তাবোল্ বলিয়ে কি ফল্, ছেড়ে দে সব গণ্ডগোল!
(পাখী) সেই বুলিই বল্,
ব'লে ব'লে বাড়া রে বল রে, (নৈলে) কিসে পাবি বল?
তুই বল্ না, পাখী, বল হয় না কি, প্রাণ ভ'রে বলিলে বোল্!
(এই) সংসারের ঘুর-পাক্,
যারে দে'খে লাগে তাক্ রে, যারে দে'খে লাগে তাক্,
সেই তাকে-তাকে তাকিয়ে তাঁকে, ফাঁকে-ফাঁকে বল্ সে বোল্!
(সংসার-পাকের)
বোল্ বড়ই রসাল,
তাতে নাই কিছু মিশাল্ রে, তাতে নাই কিছু মিশাল্!
যত গর্‌শাল* চলে বোলের বলে, সার পেয়ে যায় বাঁশ, যে খোল্!
বোল্ এতই সরস,
রসে আপনি করে বশ রে, রসে আপনি করে বশ!
তাই অবশ প্রাণী বশ পাইয়ে কেবল বলে "বল্ সে বোল্!"

[তাল ছব্‌কি। সুর, "ধর্ ধর্ ধর্ পোষা পাখী"]

* গর্‌শাল=অসার কাঠ।

১৬৭৪ ডোব্ ডোব্ ডোব্ রূপ সাগরে, যদি শীতল হবি রূপ নেহারে,
ডোব্ রে অতল সুতল নিতল তলে, তল্-তলাতল্ রসের ধারে
ডুব্‌তে গেলে বুঝ্‌বে কেমন উঠতে নি রে ইচ্ছা করে !
(ভোলামন ডুবে দেখ)
কেবল ডুব্‌ডুবাডুব্ ডুব্‌ডুবাডুব্, ডুবে ডুবে ডুব্ বিচারে* ।
হবে এক ডুবেতে সাধন সিদ্ধি মানব জীবন সফল ক'রে,
(ভোলা মন ডুবে দেখ,)
দিলে সেই গভীরে জীবন ছেড়ে, রসাতলের রস পাবি রে ।
ঝাপ্‌টা-ঝড়ি বান কি তুফান্ উপ্‌রে বিনা নীচে না রে,
(ভোলা মন ডুবে দেখ,)
ডুব্‌লে রসাতলে, রসের জলে, আপ্‌নে-আপ্‌নে শীতল করে ।
সাঁতার শিখে ডুব্‌বে জলে, এটি মনে ভেবো না রে,
(মনরে তোর পায়ে ধরে কই,)
বরং সাতার শিখে থাক্‌বে ভেসে, না শিখিলে ডুব্‌তে পারে,
(হায় রে, সাঁতার)
এই কাঙ্গালের ভাণ্ড খালি, তবু কিন্তু প্রাণ হাসে রে,
(মন রে তুই জানিস না কি ?)
দেখি নিত্য নূতন ব্রহ্মস্বরূপ কূপের বেড়ে সাগর ধরে ! (হায়রে কেমন)

[বাউলের সুর, খেম্‌টা। সুর, "বল কি সন্ধানে যাই সেখানে, মনের মানুষ যেখানে"]

* বিচারে=অন্বেষণ করে।

প্রেমভক্তি।

১৬৭৫ প্রেমতত্ত্ব-রসে ডুবে দেখ্ রে আমার মন রে!
দে'খে অবাক্ হবি, ভুলে যাবি, কত পাবি অমূল্য রতন রে!
কি ছার সুখের লোভে রাত্রি দিন মর' ভেবে,
তবু ত মনের সুখে গেল না কো কোন দিন;
(ও তোর) সুখতৃষ্ণা মরীচিকা কভু হবে না বারণ রে।
প্রেমবারি পান করিলে, সব দুঃখ যাবে চ'লে,
প্রেম-হিল্লোলে সুখে করিবি রে সন্তরণ;
(ও তোর) হৃদয়-মাঝে প্রেমের খনি, কর তায় অবতরণ রে।
[বাউলের সুর, একতালা

১৬৭৬ না থাকিলে প্রেম ভক্তি প্রাণের ভিতরে,
কে পারে করিতে পূজা সেই প্রাণেশ্বরে?
জান যদি এই তথ্য, শুন রে বচন সত্য,
পূজিবারে ডাক তাঁরে সরল অন্তরে।
বিনীত তৃণের মত' হও রে শরণাগত,
বন্দ রে চরণ তাঁর প্রেম-ভক্তি-ভরে;
ছাড় রে কপট ভাব, কর তাঁর কৃপা লাভ,
প্রেমেতে পাগল হ'য়ে আজি তাঁর তরে।
[ললিত, আড়া]

১৬৭৭ প্রেম বিনা কি সে ধন মিলে ?
জগৎ সৃষ্ট পুষ্ট প্রেমের বলে।
জ্ঞানালোকে দেখ্‌বে যদি, প্রেমের তৈল দাও রে ঢেলে ;
আছে ঘরের মধ্যে পরম নিধি, কোল-আঁধারে ঘুরে ম'লে !
প্রেম বিনে তা মিল্‌বে ত না ! কি ধন মিলে প্রেম না হ'লে ?
তোমার ভাই বন্ধু কোথা থাকে, প্রেমের বাঁধন কেটে দিলে !
প্রেমে হাসায়, প্রেমে কাঁদায়, প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে ;
এ সব প্রেমের কার্য্য, প্রেমের রাজ্য, প্রেম আছে সকলের মূলে।
প্রেম আছে তাই জগৎ আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে ;
ও রে, প্রেম ল'য়ে যায় তাঁরি কাছে, এই প্রেম পবিত্র হ'লে !
প্রাণ ছাড় ত প্রেম ছেড়ো না, প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে ;
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন, ধরা পড়েন প্রেমের কলে।

[রামপ্রসাদী সুর, একতালা]

১৬৭৮ প্রেম-সাগরের তরঙ্গ দে'খে ভয় ক'রো না !
এই যে দেখিছ বিশাল বিক্রম, এতে ডুবিলেও মানুষ মরে না।
যে জন সাহসে ভর ক'রে অগাধ প্রেম-সিন্ধুনীরে,
একবার ডুবিতে পারে ;
সে আর চাহে না ফিরে আসিতে, মগ্ন হ'য়ে আনন্দেতে,
করে রত্ন আহরণ, মহামূল্য ধন, ভুলে জন্মের মত সংসার বাসনা।

বিষয়-বুদ্ধি বিলোপ হবে, ঐহিকের সুখ চ'লে যাবে,

এখন আর তা ভাব্‌লে কি হবে ?

যদি এ পাপ-জীবন দিলে, অনন্ত জীবন মিলে,

তাহে আছে কিবা ক্ষতি, ওরে ভ্রান্তমতি, সত্যকে কেন ভাব কল্পনা ?

যদি প্রেমে পাগল হ'য়ে একেবারে যাও রে ব'য়ে,

স্বর্গের সুখ পাবে হৃদয়ে ;

বিষয় মদে মাতোয়াল যারা তোমায় পাগল ব'ল্‌বে তারা,

কিন্তু দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে দেখ্‌বে তুমি, সবে

চক্ষু থাক্‌তে হ'য়ে আছে কাণা। (যেন)

[বাউলের সুর, একতালা]

১৬৭৯ সে প্রেম কি সহজে মিলে ?

ধন প্রাণ, দেহ মান, সব না দিলে !

যে প্রেমের লাগি সর্ব্বত্যাগী গৌতমের নির্ব্বাণ,

যে প্রেমের তরে ক্রুশোপরে যীশু দিলেন প্রাণ,

যে প্রেমে পাগল হ'য়ে নিমাই ভাসে নয়নের জলে,

পেতে যদি চাও রে মন সে প্রেম-রতন,

প'ড়ে থাক তাঁর নামে হ'য়ে অকিঞ্চন ;

(ও মন) তোর সাধনে হবে না রে, পাবি তাঁর কৃপা হ'লে।

[ভাটিয়াল, কাহারবা]

১৬৮০ যারে মন দিলে আর ফিরে আসে না,
এ মন তারে ভালবাসে না।
যাদের মন দিতে হয় সেধে সেধে, প্রেম দিতে হয় ধ'রে বেঁধে,
তাদের মন দিয়ে মন মরে কেঁদে, আর জন্মের মত' হাসে না!
ফেলে দে মন প্রেম-সাগরে, হারিয়ে যাক্ রে চির-তরে,
একবার পড়্‌লে সে আনন্দ-নীরে ডুবে যায় আর ভাসে না!
[সিন্ধু, ঝাঁপতাল]

১৬৮১ এল প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা!
ধারায় স্নান করিবি, পান করিবি, আয় রে ভাই তোরা।
যাবে কাদা মলা ধু'য়ে, জুড়াইবে তাপিত হিয়ে ;
প্রেম-গঙ্গার বিন্দু পিয়ে, হবি আত্মহারা।
যশোমান লয়ে ভুলে, দাঁড়াইয়ে কি থাক্‌বি কূলে!
"জয় দয়াল হরি" ব'লে ডুব্‌লে না যায় মারা!

১৬৮২ রূপ-সাগরে উঠ্‌চে প্রেম-তরঙ্গ!
ঝাঁপ দে রে মন সে তরঙ্গে, শীতল হবে তাপিত অঙ্গ।
যত সব রসিক নেয়ে, তরঙ্গে নাও যাচ্চে বেয়ে,
মনের সাধে সারি গেয়ে, কর্‌চে তারা কতই রঙ্গ!
প্রেমিক মহাজন যারা, তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে তারা,
ডুবে গেছে জনমের মতন, পেয়ে বুঝি সখা-সঙ্গ।

আমি যদি প্রেমিক হ'তেম্, প্রেমতরঙ্গে ডুবে যেতেম্,
সংগোপনে সখা সনে কর্‌তেম কত প্রেম-প্রসঙ্গ।

বাউলের সুর]

১৬৮৩ প্রেম প্রেম প্রেম প্রেমের কথা বল্‌লে কি আর হয় ?
জল্‌লে হয় রে প্রেমের আগুন, অমাবস্থায় চন্দ্রোদয়।
যথায় প্রেমোদয়, তথায় সকলি সদয়,
(রে, তথায় সকলি সদয়,)
তথায় দ্বিধা দাঁড়ায় সিধা হ'য়ে, দিতে প্রেমের পরিচয়।
(সেই) প্রেমের যুগপ্রলয়, যেই যোগীর যোগে হয়,
(রে, ও যেই যোগীর যোগে হয়,)
সেই যোগে-যোগে ভোগ হইয়ে, রস পেয়ে তাঁর বশী হয়।
প্রেমের মিজাটি পৃথক, তাতে দুই মিলে হয় এক,
(রে, তাতে দুই মিলে হয় এক,)
দুই মিলে এক না হইলে, পাবে না প্রেম-পরিচয়।
হিংসা অন্ধকার, তথায় থাক্‌তে নারে আর,
(রে, তথায় থাক্‌তে নারে আর,)
তথায় অহিংসা পরম ধর্ম্ম, হিংসাতে ঘটে প্রলয়।
শুদ্ধ প্রেমের এই নিশান, তাতে ফুটে কলি-প্রাণ,
(রে, তাতে ফুটে কলি-প্রাণ,)
তাই কীটে-কাটা প্রাণের কলি ফুটায় ব্রহ্ম দয়াময়।

[তাল ছয্‌কি। সুর. "ধর্ ধর্ ধর্ পোষা পাখী"]

১৬৮৪ কর ব্রহ্ম-প্রীতি, প্রিয়কার্য্য ; এই ত উপাসনা।
নইলে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাদি, কিছুতেই হবে না।
প্রাণের প্রীতি বিনে, পায় কি ব্রহ্ম-ধনে ?
যেমন অগ্নি বিনে, শত আয়োজন রান্ধিতে পারে না।
কর ব্রহ্ম প্রতি মনে শুদ্ধ প্রীতি,
যেমন সতী করে পতির প্রতি, সেই প্রীতি দেখ না !
ভালবাসি যারে, প্রীতি করি তারে,
এই প্রীতির নামই ভালবাসা, প্রীতি আর কিছু না।
এই জগতসংসার, এত ভালবাসা যার,
আগে সেই জগতে ভালবেসে, শিক্ষা কেন কর না !
আগে প্রীতি হ'লে, প্রিয় সঙ্গে চলে,
কেহ প্রিয়জনের প্রিয়-কার্য্য না ক'রে পারে না।
হ'লে জগত সাধন, জানে জগতের মন,
তাই আপনা মতন জগৎ দেখে, ভেদজ্ঞান থাকে না।

[বাউলের সুর, একতালা। সুর, "ওহে দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল"]

১৬৮৫ প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে !
কঠিনে মেশে না সে, মেশে রে সে তরল হ'লে।
অবিরাম হ'য়ে নত, চ'লে যাও নদীর মত,
কলকলে অবিরত "জয় জগদীশ" ব'লে।

বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, মোহ-পাড় ভাঙ্গ' সমূলে,
চেও না কোনও কূলে, শুধু নেচে গেয়ে যাও রে চ'লে।
সে জলে নাইবে যারা, থাক্‌বে না মৃত্যু জরা,
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধু'লে।
যারা সাঁতার ভুলে নাম্‌তে পারে,
(তাদের) টেনে নে' যাও একেবারে,
ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে' যাও, সেই পরিণাম-সিন্ধু-জলে।

[বাউলের সুর, গড়খেম্‌টা]

১৬৮৬ সবারে বাস্‌রে ভালো !
(নইলে) মনের কালো ঘুচ্‌বে না রে।
আছে তোর যাহা ভালো, ফুলের মত' দে সবারে।
করি তুই আপন-আপন, হারালি যা ছিল আপন ;
এবার তোর ভরা আপণ বিলিয়ে দে তুই যারে-তারে।
যারে তুই ভাবিস্‌ ফণী, তারো মাথায় আছে মণি ;
বাজা তোর প্রেমের বাঁশী ; ভবের বনে ভয় বা কারে !
সবাই যে তোর মায়ের ছেলে, রাখ্‌বি কারে, কারে ফেলে ?
একই না'য়ে সকল ভা'য়ে যেতে হবে রে ও-পারে !

[ভৈরবী, একতালা। কাকলি, ২।২৭]

প্রাণ ব্রহ্ম।

১৬৮৭ প্রাণ ব্রহ্ম, তোমার মর্ম্ম জানে যেই জীবনে,
সে জন চায়, দেখে তোমায় শয়নে ভোজনে গমনে।
দেখিয়ে তোমার অনন্ত কিরণ, চাঁদেরে দেখিয়ে চকোর যেমন,
ঘুরি ঘুরি চায়, চাওয়া না ফুরায়, যত চায়, আরো চায় মনে।
চাতক যেমন মেঘের আশে, 'মেঘ' 'মেঘ' বলি উড়ে আকাশে.
মেঘ পানে চায়, মেঘ পানে ধায়, মেঘ বিনা আশা নাই মনে।
ভ্রমর যেমন পাইলে ফুল, ফুলে মিলে দোলে আনন্দে আকুল,
সুন্দর ফুলেরে কি সুন্দর হেরে, উড়ে উড়ে ঘোরে সেইখানে!
আহা! অলি যবে মধুপানে রত, কোথা আছে সে কিছুই জানেনা ত,
ফুলে মধু খায়, ফুলেই গড়ায়, ফুলে ভুলে যায় আপনে।
[ললিত, খয়রা]

১৬৮৮ ভাল মানুষ পাগল্ কর, প্রাণ ব্রহ্ম গো!
তোমার গুণে পাগল্-পাগল্ কে না হয় গো!
এগো কে না হয়, কে না হয়, কে না হয়, কে না হয়,
এগো কে না হয় গো!
জ্ঞান-বুদ্ধো আগল্ যারা, আগেই পাগল্ হয় গো তারা,
তাদের দেখে আরো কত পাগল্ হয়, পাগল্ হয়,
এগো পাগল্ হয় গো!
জানে না যে ডাইনে কি বাঁয়, পূর্ব্ব পশ্চিম দিশা না পায়,
সেও পাগল্ হ'য়ে বলে "ব্রহ্ম জয়, ব্রহ্ম জয়", বলে "ব্রহ্ম জয় গো"

"জয় ব্রহ্মের জয়" ধ্বনি, শুনি ধনী কি নির্ধনী,
সকলেরই মহাপ্রাণী উদাস হয়, উদাস হয়, এগো উদাস হয় গো!
যদি রে হ'ল উদাসী, তবেই উঠিল হাসি,
সে হাসি হাসিয়ে করে জগৎ জয়, জগৎ জয়, করে জগৎ জয় গো!
এইরূপে দিগ্বিজয়, চারিদিকে তোমারি জয়,
যেদিকে চাই সে দিকেই পাগল্‌ময়, পাগল্‌ময়, দেখি পাগল্‌ময় গো।
[ভাটিয়াল মিশ্র, কাওয়ালি। সুর, "হৃদয় দুয়ারে আজি কে"]

১৬৮৯ কত রসে কাছে ব'সে, প্রাণ ব্রহ্ম গো,
আপনি মজিয়ে আমায় মজা'ল গো!
এগো মজা'ল মজা'ল, মজা'ল মজা'ল, আমায় মজা'ল গো!
মজাইল জাতি মান, ভুলাইল কুল-জ্ঞান,
কি দিয়ে যে কি আমারে করিল, করিল, এগো করিল গো!
মজান্ আবার কারে বা কয়? যা ইচ্ছা তা করা'য়ে লয়,
অসাধ্য-সাধন কত করা'ল, করা'ল, এগো করা'ল গো!
ভালবাসা বেসে বেসে, ভালবাসার হাসি হেসে,
হৃদে প'শে মনের মতন ভজা'ল, ভজা'ল, এগো ভজা'ল গো!
জানিতেম না সাধন-ভজন, মানিতেম না ভক্তি-ভাজন,
তথাচ সুজনের মতন সাজা'ল, সাজা'ল, এগো সাজা'ল গো!
এমন ক'রে কে আর কারে অ-ভজা ভজা'তে পারে?
যত অজা-গজা ধ'রে ধ'রে ধরা'ল, ধরা'ল, তারে ধরা'ল গো!
[ভাটিয়াল মিশ্র, কাওয়ালি। সুর, "হৃদয় দুয়ারে আজি কে"]

১৬৯০ হায় হায়, প্রাণ তুমি প্রাণী হ'য়ে জানি না !
জানি না জানিলেও তারে, কাজে যারে মানি না।
জানিলে জানার মত', তবে কি হইত এত,
করিতাম থতমত',—"মর, কি অমর ?"
তুমি ত আমার প্রাণ, আছ সদা বর্ত্তমান,
তবু করি অনুমান, প্রমাণ ছাড়া মানি না।
তুমি প্রাণ, আমি প্রাণী, এ কথা কি ঠিক জানি ?
জানিলে আর বিচার আচার ছাড়ি না ?
হাতের বস্তু কে বিচারে, দে'খে কে আর সন্দে' করে ?
সন্দে' নৈলে দ্বন্দ্ব করে, কোথাও ত শুনি না।
মরণ-স্মরণে মরি, ম'রে জানি কৈ গিয়ে পড়ি,
দিবানিশি করি এই ভাবনা ;
আমি দেহ তুমি প্রাণ, আছে নি সে কাণ্ডজ্ঞান ?
প্রাণ থাক্‌তে দেহ মরি, কেন এই ভাবনা ?
[ঠুংরি। সুর, "কও কথা, তবু কেন বুঝি না"]

১৬৯১ তুমি আমার কেমন যে কি, কেমনে জানাই ?
কি দিয়ে দেখায়ে দিব, তুমি আমার তাই ?
তোমার আমার ভাব বুঝা'তে সম্বন্ধ দেহ-দেহীতে,
আমাকে বুঝাও আমাতে, নৈলে কি বুঝ্‌ পাই ?
আমি দেহের, দেহ আমার, আমি ছাড়া দেহ কি ছার !
কার বা দেহ, কার পরিবার, আমি যদি নাই ?

আমি দেহের দেহী বা প্রাণ, আমি হ'লে সে জীবমান,
আমি বিনা তৃণ সমান, পুড়ে করে ছাই।
আমি হ'লে দেহ দেহ আমি ছাড়া সে কি কেহ?
আমি রৈলে কত স্নেহ, তা বিনা বালাই।
তুমি আমার কেমন "আমি", আর কিসে দেখাব আমি,
দেহের যেমন আমি "আমি", তুমি আমার তাই।
তাই ব'লেই তাই বুঝি, "প্রাণ" ব'লে কই সোজাসুজি,
আমার-বুঝে সেই-সে বুঝি আপ্‌নাতে যা পাই।

[কাফি সিন্ধু, ঝাঁপতাল]

১৬৯২ কি ক'রে করিব তব উপাসনা?

দুইয়ে তিনে মন ভরিল, একেতে ঐক্য হ'ল না!
একে সংসার, দুইয়ে ধর্ম্ম, জল্পনা কল্পনা কর্ম্ম
ক'রে ক'রে স'রে পড়ি, একে ঠেক্ ধর্‌তে পারি না।
তুমি থাক ঠাকুর ঘরে, আমি বসিয়ে দুয়ারে,
স্তুতি-নতির পূজা ক'রে, যোগ বিয়োগ কিছু বুঝি না।
তাই বলি নাথ,—কি উপাসি? প্রতিদিনই উপবাসী,
উপাসনায় বসি বসি উপবাস বিনা ঘটে না।
ও হে আমার অন্তর্যামী, উপাসনাই ত তুমি,
তুমি আমার কত তুমি, তুমি কি তাহা জান না?

[মিশ্র ভৈরবী, মধ্যমান]

১৬৯৩ তোমারি দয়া-গুণে জগজ্জনে
ভাবে তোমায় অবিরত।
তুমি হে জগৎগুরু, কল্পতরু, তাই জানি যে অধম জনে,
নাহি যার প্রেম ভক্তি, জ্ঞান শক্তি, তব নাম নেয় মনের মত'
পাহাড়ে প্রস্তরেতে, নদ নদীতে, মহিমার নিশানা কত,
যে দিকে নয়ন ফিরাই, প্রাণ গ'লে যায়, রসনা তা বল্‌বে কত
সজন কি একেশ্বরে, দেশান্তরে, তুমি জীবের চিরসঙ্গী ;
প্রাণেশ্বর, প্রাণ হইয়ে, মন জানিয়ে, উপদেশ দিতেছ কত !
উপদেশ শিরে ধরি, নর নারী, আনন্দেতে হ'য়ে মত্ত,
ব্রহ্মনাম-সুধারসে ভেসে ভেসে, পান করিছে শান্তি কত !
[খেম্‌টা। সুর, "বাঁশের দোলাতে উঠে"]

তরণী।

১৬৯৪ ভবপারের তরী তোদের লেগেছে তীরে,
ও রে সকাতরে ডাক্‌লে তারে নেবে রে পারে।
জায়গার কমি নাই নায়েতে, জাতের বিচার নাই বসিতে,
(তোরা কে যাবি রে, ভব পারের তরণীতে,এমন সুযোগ আর পাবিনে)
চলে নাও দ্রুতগতিতে এক হালের জোরে।
যদি নেয়ে মনে করে, ব্রহ্মাণ্ড না'য় নিতে পারে,
(সামান্য নয় রে, এ তরী তরীর মত')
কিন্তু প্রেমিক ভিন্ন নেবে না রে, আস্‌তে হয় ফিরে।

কাঙ্গাল এখন ফিকির ক'রে, না পেয়ে নাও কেঁদে মরে ;
(আমার কি হ'ল রে, পারে যাওয়া হ'ল না, আগে তারে প্রেম না ক'রে)
দয়াময় পার কর মোরে, ডাকি কাতরে।

[ঝিঁঝিট-কীর্ত্তন, কাওয়ালি]

১৬৯৫ হরি নামের তরী এসেছে আজ দুয়ারে,
চল্ রে যাই ভব-পারে।
আপনি কাণ্ডারী হরি হয়েছেন, ভাই, এবারে ;
(ও তা দেখেও কি দেখ না রে)
ভক্তিভরে ডাক্‌লে পরে, তুলে নেয় যারে তারে। (ব্রহ্মনামের তরণীতে)
(সে যে) ধনী জ্ঞানী, ছোট বড়, কিছু না বিচার করে ;
(এ নেয়ে বড় দয়াল রে)
সরল প্রাণে যে যেতে চায়, তারেই লয় রে আদরে !
(সে যে) বালক-বৃদ্ধ নর-নারী, ছাড়ে না রে কাহারে !
ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লে, ল'য়ে যায় রে পারে তারে।
(সে যে) জাতি বর্ণ কিছুরই, ভাই, কোন ধার নাহি ধারে ;
(ও তার সকল জীবে সমান দয়া)
ক'রে কোলে, নায়ে তোলে সকলে, প্রেমভরে।
(ও ভাই) বেলা গেল, পারে চল ; কেন রে র'বে পড়ে !
এমন দিন আর হবে না রে, আয় সবে ত্বরা ক'রে।
(একবার এস এস, ভাই রে,) (ব্রহ্মনামের তরণীতে)।

১৬৯৬ ভাব্না কি আর, চল এবার, নাম-তরীতে ভাই সকলে।
ডাকি সবে প্রেমভরে, মিলি সবে দলে দলে।
ঘাটে বাঁধা নামের তরী, দয়াল সেজেছে কাণ্ডারী,
দেখ্‌বি, কেমন ধর্‌লে পাড়ি, তীরে যাবে হেলে দুলে।
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য এই তরীর দাঁড় টেনে ধন্য,
(তাতে) রঙ্গে ভঙ্গে কি তরঙ্গ খেলে অকূল সাগর-জলে।
কেহ কাঁদে কেহ হাসে, কেহ নয়নজলে ভাসে,
প্রেমের নিশান ধ'রে কেহ নাচে আপন প্রেমে গ'লে!

[ঝুলন, আদ্ধা]—৫ মাঘ ১৩২৩ বাং (১৯১৭)

১৬৯৭ ভব-পারাবারে যেতে ভয় কি আছে রে!
ঐ দেখ্, সুধামাখা দয়াল নাম তরণী এসেছে রে!
(মহাপাপী উদ্ধারিতে রে)
ঐ দেখ্, পতিতপাবন দয়াল কাণ্ডারী সেজেছে রে!
(আর পারের ভয় নাই রে)
ঐ দেখ্, নাম তরী ল'য়ে হরি সবে ডাকিছে রে!
(কে যাবি আয় আয় রে) (ভব-সিন্ধু-পারে)।

[খেমটা। সুর, "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্ সবে বল ভাই"]

১৬৯৮ সংসারের উজান স্রোতে যাও বেয়ে!
ওরে ও ভাই, ও ভাই, প্রেম-রসিক নেয়ে।
চল' কিনারা ঘেঁষে, হাল ধর রে ক'ষে,
দেখো যেন উল্টো দিকে যায় না কো ভেসে;

চালাও নিবানিশি জীবন-তরী, আর থেকো না অলস হ'য়ে।
তুলে প্রেমের বাদাম, বদনে বল হরি-নাম,
আনন্দে ক্ষেপণী ফেলে চল অবিরাম ;
যখন ভক্তি-জোয়ার আস্‌বে বেগে, তখন সহজে যাবে ল'য়ে।
শুন শুন ওরে মন, কুসঙ্গে ক'রো না গমন,
ভরা-ডুবি ক'রে তারা কর্‌বে পলায়ন ;
থেকো সাধু মহাজনের সঙ্গে, সদা অকপট হৃদয়ে।
[বাউলের সুর, খেম্‌টা]

১৬৯৯ ও রে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে, ক'র্‌বে তরী পার।
তুফান যদি এসে থাকে, তোমার কিসের দায় ?
চেয়ে দেখ ঢেউয়ের খেলা, কাজ কি ভাবনায় ?
আসুক্‌ না কো গহন রাতি, হোক্‌ না অন্ধকার,
হালের কাছে মাঝি আছে, ক'র্‌বে তরী পার।
পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস্‌ মেঘে আকাশ ডোবা,
আনন্দে তুই পূবের দিকে দেখ্‌না তারার শোভা !
সাথী যারা আছে, তারা তোমার আপন ব'লে,
ভাব' কি তাই রক্ষা পাবে তোমারি ঐ কোলে ?
উঠ্‌বে রে ঝড়, দুল্‌বে রে বুক, জাগ্‌বে হাহাকার,
হালের কাছে মাঝি আছে, ক'র্‌বে তরী পার।
[গীতলেখা, ৩।১৭]—৯ আশ্বিন ১৩২১ বাং (১৯১৪)

১৭০০ মন রে আমার, তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড় !

হালে যখন আছেন হরি, (তোর) যেমন ফাগুন তেম্‌নি আষাঢ়।
যখন যুঝ্‌বে তরী স্রোতের সনে, (মন রে আমার, মন রে আমার)
তুই টানিস্ আরও পরাণ-পণে,
যখন পালে লাগ্‌বে হাওয়া, সময় পাবি রে জিরুবার।
মাঝির সেই গানের তানে, (মন রে আমার, মন রে আমার)
চল্ সাথীর সনে সমান টানে,
চাস্ নে রে তুই আকাশ-পানে, হোক্ না ফর্সা, হোক্ না আঁধার।
কাজ কি জেনে কোথায় যাবি, (মন রে আমার, মন রে আমার)
কখন ঘাটে নাও ভিড়াবি,
কখন গাঙে লাগ্‌বে ভাঁটা, কখন ছুটে আস্‌বে জোয়ার।
মনে রাখিস্ নিরবধি, (ভোলা মন রে আমার, মন রে আমার)
যাঁহারি নাও, তাঁরই নদী,
যে ফেল্‌বে তোরে বানের মুখে, সেই ত তরীর কর্ণধার।

[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। কাকলি ২।২২]

১৭০১ কোথা হে ভবের কাণ্ডারী !

একা আমি জীবন-তরী বাইতে নারি।
ভেবেছিনু নাই বা এলে, (ও হে ভবনদীর মাঝি)
যাব চ'লে আপন পালে, অবহেলে।
মাঝ-গাঙে যে টুট্‌ল দড়ি, ভাঙা নায়ে উঠ্‌ল বারি।
(হে কাণ্ডারী, ভাঙা নায়ে উঠ্‌ল বারি)
(আমি দেখি নাই হে) (আমার আপন দোষে)

আ এই বিপদ-কালে, (ও হে কাল-খেয়ার মাঝি)

এস তুমি আমার হালে, আমার পালে !

(তোমার) টানের তানে নূতন প্রাণে আমি শুধু গাইব সারি,

(হে কাণ্ডারী, আমি শুধু গাইব সারি)

(তুমি নাও চালাবে, আমি শুধু গাইব সারি)

(চেয়ে ঢেউয়ের পানে, অভয়-প্রাণে গাইব সারি)

[বাউলের সুর, দাদ্‌রা। কাকলি ২।৪]

১৭০২ হরি কাণ্ডারী যেমন, আর কি তেমন আছে নেয়ে !

ভবে পার করেন হরি, অভয়-চরণ-তরী দিয়ে।

তরণীর এম্‌নি গুণ, নাই কো হাল, নাই কো গুণ ;

পার করেন নিজ গুণে নির্গুণেরে সদয় হ'য়ে।

[ঝিঁঝিট, পোস্ত]

১৭০৩ ঐ রে তরী দিল খুলে ! তোর বোঝা কে নেবে তুলে ?

সাম্‌নে যখন যাবি, ওরে, থাক্‌না পিছন পিছে প'ড়ে,

পিঠে তারে বইতে গেলি, একলা প'ড়ে রইলি কূলে !

ঘরের বোঝা টেনে টেনে, পারের ঘাটে রাখ্‌লি এনে,

তাই যে তোরে বারে বারে, ফির্‌তে হ'ল, গেলি ভুলে !

ডাক্‌রে আবার মাঝিরে ডাক্‌, বোঝা তোমার যাক্‌ ভেসে যাক্‌,

জীবনখানি উজাড় ক'রে, সঁপে দে তার চরণমূলে।

[ভৈরবী, রূপকড়া। গীতলিপি ৪।১১]—১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং (১৯১০)

১৭০৪ আপন কাজে অচল হ'লে চল্‌বে না রে চল্‌বে না !
অলস স্তুতি-গানে আসন টল্‌বে না রে টল্‌বে না !
হৃদ যদি তোর না হয় সচল, বিফল হবে জলদ-জল,
উষর ভূমে সোণার ফসল ফল্‌বে না রে ফল্‌বে না !
সবাই আগে যায় যে চ'লে, ব'সে আছিস্ তুই কি ব'লে ?
(এখন) নোঙর বেঁধে স্রোতের জলে,
(তরী তোর) চল্‌বে না রে চল্‌বে না !
তীরের বাঁধন দে রে খুলি, ভেসে যা তুই পাল্‌টি তুলি,
দিক যদি তুই না যাস্ ভুলি (বিধি তোরে) ছল্‌বে না রে ছল্‌বে না !
[বেহাগ, একতালা। কাকলি, ২।১৯]

১৭০৫ আর নাই রে বেলা, নাম্‌ল ছায়া ধরণীতে,
এখন চল্ রে ঘাটে কলসখানি ভ'রে নিতে।
জলধারার কলস্বরে, সন্ধ্যা-গগন আকুল করে,
ও রে ডাকে আমায় পথের পরে সেই ধ্বনিতে।
এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা যাওয়া,
ও রে প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়া,
জানি না আর ফিরুব কি না, কার সাথে আর হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।
[মিশ্র পূরবী, দাদ্‌রা। গীতলিপি ৩।১১]—১৩ ভাদ্র ১৩১৬ বাং (১৯০৯)

দ্বাদশ অধ্যায়।

কীর্ত্তন, উষা-কীর্ত্তন, নগর-সঙ্কীর্ত্তন

——:*:——

অনুতাপ ও ব্যাকুলতা

১৭১৬ পাপে মলিন মোরা, চল চল ভাই ;
পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা, ভকত-বৎসল ;
উদ্ধারেন পাপী জনে, দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি সংসার-পাথারে,
পতিত দেখিয়ে দয়া তাই এত হয় রে !
বিলম্ব ক'রো না আর ভুলিয়ে মায়ায় ;
ত্বরিতে লই গে চল তাঁর পদাশ্রয় রে !

[লোফা]—২০ আশ্বিন ১৭৮৯ শক (৫ অক্টোবর ১৮৬৭)। এটি ও ইহার পরের সঙ্গীতটি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দুই কীর্ত্তন।

১৭৭৭ পতিতপাবন, ভকতজীবন, অখিলতারণ বল্ রে সবাই !
বল্ রে বল্ রে বল্ রে সবাই ।
যাঁরে ডাক্‌লে পাপী ত'রে যায় রে ;
ও রে, এমন নাম আর পাবি না রে ।

[বাউলের সুর, একতালা ।]—২০ আশ্বিন ১৭৮৯ শক (৫ অক্টোবর ১৮৬৭)
এটি ও ইহার পূর্ব্বের সঙ্গীতটি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দুই কীর্ত্তন ।

১৭৭৮ বাসনা করেছি মনে, দেখিব তোমায় ;
তোমার করুণা বিনা না দেখি উপায় হে ।
পাপে মলিন আমি দিবসযামিনী ;
দয়া করি ত্রাণ কর, দেখি দীনহীন হে ।
দয়াময় নাম তোমার শুনিয়া শ্রবণে,
লয়েছি শরণ, পিতা দাও দরশন হে ।

[লোফা । সুর, "পাপে মলিন মোরা"]—২৭ আশ্বিন ১৭৮৯ শক (১৮৬৭)

১৭৭৯ নাম তোমার দয়াল প্রভু, আমি শুনেছি হে ;
আমি তাই শুনে এসেছি হে, নিতে পদাশ্রয় !
একজন ভিক্ষুক দ্বারে তৃষ্ণায় মরে, দেখ দয়াময়,
এবার শান্তিবারি দিতে হবে, ছাড়্‌ব না তোমায় ।
আমি কত যে পাপ করিয়াছি, ঢাক্‌ব কি তোমায় !
সে সব, অন্তর্যামী পিতা তুমি, জান্‌চ সমুদয় ।

[লোফা । সুর, "পাপে মলিন মোরা"]

১৭১০ কেমনে যাইব, প্রভো, চরণে তোমার,
কবে ও পদ-পরশে হবে (শুদ্ধ) প্রেমের সঞ্চার !
অশব্দ অস্পর্শ তুমি, অরূপ অব্যয়,
সচ্চিদানন্দঘন, লীলা-রসময়।
শুদ্ধ অনুরাগে তোমায় লভে ভক্তজন,
বল, কেমনে করিব আমি সেই রস-আস্বাদন !
রূপ রস গন্ধে অন্ধ অবশ পরাণ,
বল কেমনে করিব, নাথ, তোমার সন্ধান !
(আমায় যেতে যে দেয় না, রূপ রস গন্ধ)
তোমার করুণা হ'তে সকলি সম্ভবে ;
আমার সেই এক আশা, তোমার কবে দয়া হবে !
[লোফা। সুর, "পাপে মলিন মোরা"]

১৭১১ এস দয়াল, দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু হে !
প্রভু, বলেছ বলেছ তুমি হে, (পাপীর দশা দে'খে হে)
"কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি।"
আমি এই মনে আশা করি হে, তোমার ঐ চরণ হৃদয়ে ধরি।
আমি তোমা ছাড়া রইতে নারি হে, (ও হে দয়াল প্রভু হে)
আমায় দেখা দাও হে কৃপা করি।
[তেওট]

১৭১২ পাপে তাপে জ্ব'লে আজ জুড়াতে জীবন,
নাথ এলাম তোমার দ্বারে।
তুমি অন্তর্যামী, জান অন্তরের দুঃখ, কি আর বলিব তোমারে :
নাথ, নিজ পাপ মনে হ'লে আশা নাহি রয়,
নিরুপায়ের উপায় তুমি ও হে দয়াময় !
(তাই তোমার দ্বারে এসে কাঁদি হে) (তুমি না কি মরম জান)
আমি দীনহীন অধম তনয়, নিলাম তোমার চরণে আশ্রয় !
নাথ, মম মন-মকরের তুমি সুধাসিন্ধু, মম মন-চকোরের তুমি পূর্ণ ইন্দু !
(তাই প্রাণ তোমায় ছেড়ে রইতে নারে হে)
তুমি যদি উপেক্ষিবে, তবে কেমনে জীবন রবে !
[লোফা]

১৭১৩ প'ড়ে অকূল ভব-সাগরে, তাই প্রভু ডাকি তোমারে।
আমি তরঙ্গে ডুবিয়ে মরি, আমায় উঠাও হে কেশে ধ'রে।
আশ্রয় বিষয় গাছের তলা, কিছু আমার নাই,
যা কর হে নিজ গুণে, তোমারি দোহাই ;
তুমি দীনবন্ধু নাম ধরেছ, একবার দীনের প্রতি চাও ফিরে।
[তেওট। সুর, "এস দয়াল, দীনবন্ধু"]

১৭১৪ প্রভু দয়াল, সাধুমুখে আমি শুনেছি,
অকূল পাথারে প'ড়ে ডাক্‌তেছি।
আমায় দিয়ে চরণ-তরী, উঠাও উঠাও হে কেশে ধরি,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।

অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি ;
তুমি করিয়ে অধম তারণ, নাম ধর পতিতপাবন,
তা এ অধম জনার হ'তে জেনেছি !
করিতে পাপীর উদ্ধার. হয়েছ প্রকাশ এবার,
মোর সমান পাপী, প্রভু, কোথা পাবে আর ;
প্রভু, যে তোমার শরণ লয়, তার দশা কি এমন হয় ?
আমি পাপার্ণবেতে ডুবে রয়েছি।
[তেওট। সুর, "এস দয়াল দীনবন্ধু"]

১৭১৫ দয়াল বল না, ও রে রসনা !
সে নাম বলবার এই ত সময় বটে, বল না !
সদা আনন্দে বদন ভ'রে, বল না !
ও মন এখন যদি (যদি) না বলিবে,
তবে শেষের সে দিন কি হইবে ? (কে বলাবে) (একবার দেখ ভেবে)
সেই দয়াল নামে (নামে) কতই সুধা,
এ নাম পিতে পিতে বাড়ে ক্ষুধা।
দয়াল বলিলে আনন্দ হবে, ও রে মনের আঁধার দূরে যাবে।
অনিত্য সংসারে, ভুলে থেকো না রে,
গাও দয়াময় নাম ভক্তিভরে। (দিবানিশি)
[খয়রা]

১৭১৬ প্রভু, করুণা কুরু কিঞ্চিত!

কৃপা-ভিখারী কাতর কিঙ্করে, নাথ! বড় আশা ক'রে এসেছি, নাথ!

(দেখা পাব ব'লে ; ত্রাণ পাব ব'লে ; চরণ পাব ব'লে)

আমি পাপেতে তাপিত হ'য়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়ে।

(ও হে পতিতপাবন)

প্রভু, স্থান দাও তব চরণতলে, আমায় ত্যজ না পাতকী ব'লে।

(ও হে অধমতারণ)

প্রভু, কৃপাসিন্ধু (-সিন্ধু) তব নাম,

আমায় কৃপা-বারি কর হে দান। (ও হে কৃপাময়)

[ময়রা : সুর, "দয়াল বল না"। স্বরলিপি,তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,অগ্রহায়ণ ১৮৫১ শক

১৭১৭ প্রভু, এস হে হৃদি-মন্দিরে।

তোমায় দীনহীন সন্তানে ডাকে, নাথ!

(পাপে কাতর হ'য়ে ; ও হে দয়াল পিতা)

এসে তাপিত হৃদয় শীতল কর। (ও হে শান্তিদাতা)

একবার দে'খে জীবন সফল করি। (অপরূপ রূপ)

এসে পাপীরে পবিত্র কর।

আমার বড় সাধ (সাধ) আছে মনে, তোমায় হেরিব প্রেমনয়নে।

একবার হৃদয়মাঝে (মাঝে) উদয় হও, হ'য়ে দীনহীনের পূজা লও ;

তোমায় পাবার আশে, আমরা ডাকি সবে,

দাসের বাসনা পূরাতে হবে। (বাঞ্ছাকল্পতরু)

[ময়রা। সুর, "দয়াল বল না"]

১৭১৮ চল ভাই সবে মিলে যাই সে পিতার ভবনে।
শুনেছি না কি তাঁর বড় দয়া, দুখী তাপী কাঙ্গাল জনে।
কাঙ্গাল ব'লে দয়া করে, কেউ নাই আমাদের ত্রিভুবনে ;
আর কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা, সেই দয়ার সাগর পিতা বিনে !
(আর কে বা জানে রে)
দ্বারে গিয়ে কাতর স্বরে, পিতা ব'লে ডাকি সঘনে ;
তিনি থাকিতে পার্‌বেন না কভু, পাপী জনের কান্না শুনে।
(তাঁর বড় দয়া রে)
নিরাশ্রয় নিরুপায় যত, নিতান্ত সম্বল-বিহীনে,
সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু উদ্ধারিবেন নিজ গুণে।
দুর্ব্বল অসহায় দে'খে কিছু ভয় ক'রো না মনে ;
ও রে, অনায়াসে ত'রে যাব সেই সুধামাখা দয়াল নামে।
চল সবে ত্বরা ক'রে, কিছু সুখ আর নাই এখানে ;
(একবার) জুড়াই গিয়ে তাপিত হৃদয় লুটায়ে তাঁর শ্রীচরণে।
(প্রাণ শীতল হবে রে)
অজ্ঞান দীন দরিদ্র, যত পতিত সন্তানে,
পিতা অধমতারণ বিলাচ্চেন ধন, আয় রে সবে যাই সেখানে।
(দুঃখ দূরে যাবে রে)

[একতালা]

১৭১৯ তোরা কে যাবি রে, আয় রে ভাই,
সবে মিলে প্রেমধামে যাই।
তথায় প্রেমময়ের প্রেমমুখ, এস, দে'খে সবে প্রাণ জুড়াই।
পাপের মোহিনী মায়ায়, বদ্ধ হইয়ে সবায়,
কতকাল আর থাকব বল, ভুলিয়ে হেথায় ?
এস প্রেমভরে কেঁদে কেঁদে, এস, সবে তাঁর পায় লুটাই।
পাপ তাপ সমুদয়, কিছু নাহিক তথায়,
নিত্য প্রেম, নিত্য শান্তি বিরাজে যথায় ;
ঐ শোন্, প্রেমময় ডাকিতেছেন, এস, ব্যাকুল হ'য়ে ধাই সবাই
[একতালা]

১৭২০ তোরা আয় রে পুরবাসিগণ, আনন্দেতে করি সঙ্কীর্ত্তন
তোদের ব্রহ্মধামে ল'য়ে যেতে, এসেছেন পতিতপাবন।
(ও ভাই) ভবের মেলায়, ধূলো খেলায়, কাটাস্ নে জীবন-রতন
তোদের পাপতাপ দূরে যাবে, সফল হবে জীবন !
তোদের কাঙ্গাল হেরি রইতে নারি, এসেছেন কাঙ্গাল-শরণ ;
চল ডঙ্কা মেরে ভবপারে সবে করি গে গমন।
ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
এস সবে মিলে ভক্তিভরে পূজি ঐ অভয় চরণ।
[বাউলের সুর. একতালা]

১৭২১ ও হে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে !
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাক্‌চি হে তোমারে !

আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম ব'সে,
(ও হে আমায় কি পার করবে না হে ; আমি অধম ব'লে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম প'ড়ে !
যাদের পথের সম্বল, আছে সাধনের বল,
(তারা পারে গেল, আপন আপন বলে হে)
(আমি সাধনহীন, তাই র'লেম, র'লেম প'ড়ে হে)
তারা সাধন-বলে গেল চ'লে অকূল পারাবারে !
শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারে পার,
(আমি সেই কথা শুনে, ঘাটে এলেম হে)
(দয়াময় নামে ভরসা বেঁধে হে)
আমি দীন ভিখারী, নাই ক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে !
আমার পথের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল,
(তাই দয়াময় ব'লে ডাকি তোমায় হে ; - অধমতারণ ব'লে—)
অধম কেঁদে আকুল, প'ড়ে অকূল পাথারে, সাঁতারে !
[বাউলের সুর একতালা]

১৭২২ অখিলতারণ ব'লে একবার ডাক' তাঁরে।
একবার ডাক' তাঁরে ভক্তসঙ্গে, ভাসি সবে প্রেমতরঙ্গে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় ব'লে। (একবার হৃদয় খুলে)
যদি ভবসিন্ধু-পারে যাবে, ডাক' তাঁরে ত্বরা করে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় ব'লে। (একবার মনের সাধে)
[একতালা]

১৭২৩ সদা দয়াল দয়াল দয়াল ব'লে ডাক্ রে রসনা !
যাঁরে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হবে রে, যাবে ভব-যন্ত্রণা।
তুমি আপন আপন কারে রে বল !
এসেছিলে ভবের হাটে, বৃথা দিন গেল ;
ও ভাই, মোহ-মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, মিছে খেলা আর খেলো না !
শমন এসে বাঁধ্‌বে রে যখন, কোথায় রবে ঘর দরজা, কোথায় রবে ধন!
তখন বন্ধু জনায় বিদায় দিবে রে, সাথের সাথী কেউ হবে না।
[বাউলের সুর, একতালা]

১৭২৪ ও দিন গেল, দয়াল বল না, মনোরসনা !
ও মন, দয়াল নাম সাধন হ'লে, শমন-ভয় আর রবে না।
ও রে শোন্ রসনা সমাচার, দয়াল নামটি কর সার,
যদি ভবে হবে পার ;
ও রে মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে কুপথগামী হ'য়ো না।
ও রে ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়,
ও মন, কেহ কারো নয় ;
মিছে আমার আমার আমার বল, আমার কে তা চিন্‌লে না !
[বাউলের সুর, একতালা]

১৭২৫ এস হে, এস ও হে প্রভু, কাঙ্গাল-শরণ !
একবার হৃদয়মাঝে দাও হে দরশন।
তোমার দীনহীন সন্তানে ডাকে, এস হে ;
ডাকে, পড়িয়ে ঘোর বিপাকে।

এদের নাই ক পিতা, নাই ক মাতা, এস হে ;
কেবল তুমি মাত্র সহায় হেথা।
পাপী যাবে না আর তোমায় ছেড়ে, এস হে ;
একবার এস, প্রভু, কৃপা ক'রে।
তুমি দুঃখী তাপীর পিতামাতা, এস হে ;
এরা তোমায় ছেড়ে যাবে কোথা !
তুমি নিরুপায়ের একই আশা, এস হে ;
ও নাথ, দে'খে যাও পাপীর দশা !
এরা পাপার্ণবে ডুবে মরে, এস হে ;
এবার উদ্ধার' হে দয়া ক'রে।
পাপী পড়্‌ল তোমার চরণ তলে, এস হে ;
নাথ, থেকো না থেকো না ভুলে।

[একতালা]

১৭২৬ প্রকাশ' যদি হৃদি-কন্দরে !

আমি তবে জানিলাম চিন্তামণি, কৃপাময় করুণানিধি।
এবার পাপীকে তরাতে হবে, তাই ডাকি হে নিরবধি।
তুমি পঙ্গুরে লঙ্ঘাও আকাশ, তুমি বামন জনায় চাঁদ ধরাও, নাথ ;
আবার গোস্পদের ন্যায় পার কর হে অকূল ভব-জলধি।

[খেম্‌টা। সুর, "হৃদে ভৈরব"]

১৭২৭ দীনহীন জনে দয়া কর, দীননাথ হরি !

আমার কেহ নাই সংসারে, প্রভো, চরণেতে ধরি।

(দীন দয়াল বট তুমি, প্রভো ; অধমতারণ বট, তুমি প্রভো ;

তোমার চরণেতে ধরি)

ঘোর পাপানলে, সদা চিত জ্বলে, কিসে সে অনল নিবারি !

(তব কৃপা-বারি বিনে ; কৃপাসিন্ধু-বারি বিনে)

পু'ড়ে দিবানিশি ভস্মরাশি অন্তর আমারি, প্রাণে মরি !

(বিষম পাপ-অনলে ; অনল-জ্বালা সহে না হে ;

পাপের জ্বালা সহে না হে ; দীনবন্ধু, চেয়ে দেখ)

তাই হে দীনবন্ধু, হরি দয়াসিন্ধু, আমি এই ভিক্ষা করি,

(চরণ-কল্পতরু-মূলে, তব অভয় চরণতলে)

তব প্রেমজলে, কুতূহলে, ডুবে রইতে পারি জন্মের মত।

(গভীর জলে মীন যেমন ; সাগরজলে পাষাণ যেমন ;

(চিরশান্তি-লাভের তরে ; হৃদয়-জ্বালা নিবারিতে)

(জন্মের মত ডুবে র'ব)

অনল নাহি রবে, প্রাণ শীতল হবে, প্রেম-নীরে স্নান করি।

(বারিধারায় অনল যেমন ; পাপী-হৃদয়-শীতলকারী)

ভবক্ষুধা নাহি রবে পান করি প্রেমবারি, প্রাণভরি।

(তব প্রেমামৃত পানে ; প্রেমসুধা পান করি)

[একতালা]

১৭২৮ দয়াময় ব'লে আমরা তাই ডাকি !

তুমি অধমতারণ পতিতপাবন, তাই ডাকি !

(নামে মহাপাপী ত'রে যায় হে ; তুমি কাঙ্গাল ব'লে দয়া কর ;

তুমি দুঃখী ব'লে ভালবাস ; তুমি পাপী-তাপীর মুক্তিদাতা) তাই ডাকি !

(তোমা বই আর কেহ নাই নাথ,—এ সংসারের মাঝে ;

তোমায় ছেড়ে রইতে নারি,—একাকী সংসারে ;

তোমায় ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হয় হে,—দয়াল পিতা ব'লে)

—তাই ডাকি !

পাপী ডাক্‌লে দয়াল (দয়াল) পিতা ব'লে,

(পাপে তাপে কাতর হ'য়ে হে)

তুমি স্থান দাও চরণতলে,—তাই ডাকি !

(তোমার সর্ব্বজীবে সমান দয়া ; তোমার দুঃখী ধনী সবাই সমান ; তোমার কাছে জাতের বিচার কিছু নাই হে,—তোমার কাছে যেতে ; তুমি দুর্ব্বলের বল, কাঙ্গালের ধন)—তাই ডাকি !

যে জন কাতর প্রাণে (প্রাণে) তোমায় ডাকে,

(ভবসিন্ধুর মাঝে প'ড়ে হে)

তুমি চরণতরী দাও তাকে, তাই ডাকি ! (ও হে ভবের নাবিক)

তুমি রাজার রাজা, তুমি গুরুর গুরু, (তোমার তুল্য কেহ নাই হে)

তুমি ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু,—তাই ডাকি !

(তোমায় ডাক্‌লে পাপী দেখা পায় হে ; তোমায় না দে'খে প্রাণ কেমন ক'রে ; তোমার তরে প্রাণ কাঁদে)—তাই ডাকি !

[খেম্‌টা]

১৭২৯ তুমি দয়াময় দয়াময় দয়াময় হে, তুমি দয়াময়!

আমি জেনেছি হে, (ও হে দয়াময় ঠাকুর) এই পাপজীবনে,

পাপী ডাক্‌লে তোমার দেখা পায়।

নিরাশ-কূপে পড়েছিলাম, সকল আঁধার দেখ্‌তেছিলাম,

তুমি এসে বল্‌লে, "নাই ভয়, তনয়!"

পাপী সন্তান ব'লে তোমার এত দয়া,

আমি দেখি নাই এমন পিতা কোথায়।

দীনে দয়া যদি করেছ, চরণতলে যদি এনেছ,

তবে ঐ চরণে বাঁধ আমায়!

আজ হ'তে আমি বল্‌ব সবায়, "পিতা বিপদে দিয়েছেন অভয়"

[লোফা। সুর, "একবার এস হে ও করুণাসিন্ধু"]

১৭৩০ পাপী-জনে কেন এত দয়া হয়, দয়াময় হে!

আমি ছেড়ে তোমায়, থাকি ঘোর মায়ায় ;

আন কেশে ধ'রে পূজিতে তোমায়!

আমি জেনেছি, দয়াময়, ঐ নামে ত'রে যায় পাপী তাপী হে,

তুমি কৃপা করিয়ে মোরে দাও অভয়।

কি সম্পদে কি বিপদে, রেখো অধমের ভক্তি ও-পদে ;

নিত্য ভৃত্য করিয়ে রেখো, চিরদিন কাছে থেকো, ছেড়ো না হে ;

যেন ডাকিলে পাপী তোমার দেখা পায়।

[আলাইয়া কীর্ত্তন, তেওট। সুর, "আর বল্‌ব কি যেমন"]

১৭৩১ দয়ার নিধি, দয়া কর কাঙ্গাল জনে।
আমি কেমন ক'রে দেখ্‌ব তোমায়, এই পাপ পাষাণ মনে!
আমি এই হে জানি, অধমতারণ, অধম তরে নামের গুণে;
তুমি পাপী তাপীর পিতা মাতা, ভরসা আছে হে মনে।
[বাউলের সুর, একতালা। সুর, "প্রভু অপরূপ তোমার করুণা"]

১৭৩২ নির্ম্মল হইবে যদি, মুখে দয়াল বল রে!
নির্ম্মল হইবে যদি, (রসনা রে) প্রভুর নাম-রসানে মাজ হৃদি রে
ঐ দয়াল-নাম সুধাসিন্ধু, এ নাম কর্ণে লও রে এক বিন্দু।
(ও রে রসনা)
ঐ দয়াল-নাম সিংহেরি শব্দ; শুনে অরিগণ সব হয় স্তব্ধ।
(ও রে রসনা)
[লোফা]

১৭৩৩ শান্তিধামে যাবে যদি, ভক্তিপথে চল রে।
সেই আনন্দধামে যাবে যদি, তবে হৃদয় কর সরল রে।
লও সাধুসঙ্গ, ক'রো না বিলম্ব, কর দয়াল নাম পথের সম্বল রে।
রে পাষাণ মন, ত্যজ অভিমান, তোর যে পাপের ভরা পূর্ণ হ'ল রে!
ব্যাকুল হৃদয়ে, ডাক দয়াময়ে, সে পথে তিনি মাত্র সহায় কেবল রে!
[লোফা। সুর, "নির্ম্মল হইবে যদি"]

১৭৩৪ দয়াল বল জুড়াক্ হিয়া রে ; দয়াল বল জুড়াক্।
যাতনা সহে না প্রাণে রে ; পাপে তাপে প্রাণ আকুল রে।
বিষয়-বিষে অঙ্গ জ্বলে রে ; কারও কথায় ভুলো না রে।
ভুলাতে অনেক আছে রে ; মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি রে।
কেউ সঙ্গে যাবে না রে ; (দয়াল-নাম বিনে)
নাম বিনে আর কি ধন আছে রে ! (সংসারের মাঝে)
জীবনের সম্বল সে নাম রে ; অন্তিম কালের ধন ঐ নাম রে।
নামে সকল দুঃখ দূরে যাবে রে।

[লোফা]

১৭৩৫ দয়াময় নাম সাধন কর ; নামে মুক্তির ঘাট নিকট হবে।
(নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে ; নাম সাধনের এই ত সময় বটে ;
সময় গেলে আর ত হবে না : নামে মহা পাপী ত'রে যায়,—
সেই দয়াল নামে ; এ নাম পরিত্রাণের মূলমন্ত্র)—নাম সাধন কর।
যদি ভবনদী (নদী) পার হবে,
তবে ভাই ভগ্নী মিলে সবে নাম সাধন কর। (একহৃদয় হ'য়ে)
যদি ধনী হ'তে চাও, সেই নিত্য ধনে,
তবে কপট ত্যজে সরল মনে নাম সাধন কর। (বিনম্র ভাবে)
যদি সুখী হ'তে চাও, এই পৃথিবীতে,
তবে অলস ত্যজে, সরল চিতে, নাম সাধন কর। (প্রেমে মত্ত হ'য়ে)

[খেমটা]—১৬ আশ্বিন ১৭৯৫ শক (১৮৭৩).

১৭৩৬ অন্ধ বিমূঢ় মন, কেন চিন্‌লি না রে ?
(এত হাতের কাছে পেয়েও তাঁরে, কেন চিন্‌লি না রে ?
(এত প্রাণের ভিতর ধ'রেও তাঁরে, কেন চিন্‌লি না রে ?
ছায়া-মায়া-মরীচিকায়, কত আর ঘুরিবি হায়,
জান না কি প্রাণ যাবে হাহাকারে পিপাসায় ?
(কেহ রবে না রবে না) (ব্যথার ব্যথী, দুঃখের দুঃখী কেহ)
তিনি বিনা আর, কে আছে তোমার, যাবে আর কার দ্বারে ?
প্রাণের প্রাণ হ'য়ে সদা তিনি কাছে,
তাঁহাতে জীবিত প্রাণ, তাই প্রাণ বাঁচে ;
(এমন কে আছে রে) (অনন্ত জীবন-সখা)
(এখন) তাঁরে প্রাণে হেরে, অনায়াসে ত'রে যাও ভবসিন্ধু-পারে।
[খয়রা। সুর, "পাষাণ হিয়া মম কেন কাঁদ না রে"]

১৭৩৭ অসারে মজিয়ে, অসারে ভজিয়ে, বঞ্চিত তোমা-ধনে !
প্রভু, তব নিত্য ধামে, নিত্য চরণে, রাখ রাখ দীনে। (অসত্য হ'তে)
ওহে, গভীর আঁধারে, আঁখি ঘুরে মরে, লাঞ্ছনা পায় পায় ;
এই মোহ পারাবার, কর তুমি পার,
(মোরা) আঁধারে আলোক পাই হে ! (এই সাধনা-পথে)
(আছি) তোমারে ছাড়িয়ে, জীবনে মরিয়ে, মরুভূমে তরু-প্রায় হে ;
ও হে তোমার অমৃত-পরশে নাথ, সঞ্চার' নবজীবন হে !
(এই মৃতদেহে)
[খয়রা। সুর, "দেখি এক শাখী"]

এমন দয়াল-নাম-সুধারসে, আমার মন কেন না মজিল রে

আমার মন, মন কেন না মজিল রে!

সেই দেবতার বাঞ্ছিত ধনে, না মজিল রে!

জানি কোন্ অপরাধে, না মজিল রে! (গতি কি হবে রে)

এমন জনম বিফলে গেল, না মজিল রে! (কখন্ কি হবে রে)

[পরজ বাহার, খেমটা]

১৭৩৯ (ক) একবার এস হে, ও করুণা-সিন্ধু,

ব্যাকুল হ'য়ে ডাকি তোমারে।

তোমা বিনে, পতিতপাবন, পাপীর গতি নাই আর এ সংসারে।

ও হে অগতির গতি তুমি, হৃদয়-বিহারী,

সুধার নিধি, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার বারি ;

কাতর প্রাণে যে ডেকেছে, পেয়েছে তোমায় ;

তবে কেন বঞ্চিত, নাথ, তবে কেন বঞ্চিত কর আমারে!

(খ) ও নাথ, তুমি ত কৃপা-কল্পতরু, দেখা দিতে যে হবে হে ;

(আমি অধম ব'লে)

ও হে, হৃদয়ে জেনেছি আমি, অধম জনার গতি তুমি,

(পাপীর গতি নাই আর)

তুমি আপনি লোকের গুরু হ'য়ে, পাপীর হৃদয় আপনি দাও ফিরাইয়ে

এমন কে বা জানে হে! (পাপী তরাইতে)

ও হে নাথ, তোমার প্রেম-সিন্ধু, জীব যদি পায় তার এক বিন্দু,

সেই বিন্দু হয় সিন্ধু-প্রায়, তরঙ্গেতে পাপপুঞ্জ ভেসে যায়।

(পাপ আর রয় না, রয় না) (তোমার কৃপা হ'লে)

(গ) ও হে কলুষ-বাড়বানলে তাপিত হৃদয় মম হে ;
(হৃদয় জ্ব'লে যায় হে) (পাপানলে) দাও হে পদ-পল্লব-আশ্রয় হে।
(হৃদয় শীতল করি, নাথ ; চরণ-পল্লবের ছায়ায়)
আমি দেখিলাম অনেক ক'রে, শান্তি নাই এ সংসারে,
তুমি মাত্র শান্তির আলয় হে।
(শান্তি কিছুতেই মিলে না ; ধন বল, সম্পদ বল)
(ঘ) অধম ব'লে কর্‌লে ঘৃণা, ছাড়্‌ব না তোমায়,
চরণ দিয়ে নিস্তার', নাথ, চরণ দিয়ে নিস্তার' ভব-দুস্তরে।
[(ক) লোফা। (খ) লোফা, (অন্য সুর)। (গ) দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (ঘ)=(ক)]

১৭৪৩ তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব, এমন আর কে বা আছে!
তুমি যেমন পাপীর বন্ধু, এমন সুহৃদ্‌ কে বা আছে!
যখন পাপ-সাগরে, প'ড়ে থাকি অন্ধকারে,
তখন আমায় করে ধ'রে উদ্ধারে আর কে বা আছে!
(বল, এমন সহায় কে বা আছে)
যখন শূন্য হৃদয়ে, কাঁদি ব'সে নিরাশ হ'য়ে,
তখন প্রেমভরে আশ্বাসিয়ে, চক্ষের জল দাও গো মুছে!
(এমন ব্যথার ব্যথী কে বা আছে)
এত ভাল বাস তুমি, (তবু) তোমাকে না চিন্‌লাম আমি,
ছেড়ো না ছেড়ো না তুমি, থেকো আমার কাছে কাছে!
[বাউলের সুর, খেম্‌টা]

১৭৪১ দিন চলিয়া গেল, ভজন সাধন মোর কিছু না হ'ল।
(হায়) বিষয়-গরল-পানে, অবোধ পামর মন ভুলিয়া রইল !
তার ব্রহ্ম নামামৃত-রসে মতি না হ'ল !
(ও মন), ভবের কাণ্ডারী হরি, তরণী লইয়া তোরে কত ডাকিল !
(তুমি) শুনেও শোন না দেখি ফেলিয়া গেল।
(দেখ) বেলা অবসান প্রায়, আঁধার রজনী ঐ নিকটে এল ;
(আর) গগন ছাইল মেঘে, ঝড় বহিল।
(শোন) হরি হরি হরি ব'লে আবার ভক্তির ঘাটে কারা চলিল ;
(এবার) ধরিব তরণী,—বুঝি ছাড়িয়া দিল !
[ভাটিয়াল-মিশ্র, একতালা]

১৭৪২ দিন ব'য়ে গেল, দয়াল বল,
আর হেলায় জীবন হারায়ো না।
(মহামোহে ভুলে) জীবন আজ আছে রে, কাল রবে না ;
তাঁরে এই বেলা কেন ডাক না ! (প্রাণমন খুলে, দয়াল পিতা ব'লে)
মিছে বদ্ধ হ'য়ে মোহ-জালে, ভুলে থেকো না সেই দীনদয়ালে।
(বিষয়-রসে ম'জে)
তোমার আপনার কেউ নাই ক হেথা, তিনিই চিরদিন পিতামাতা।
(ইহ পরকালে)
তিনি প্রাণের প্রাণ হৃদয় ধন, তাঁরে হৃদে রাখ ক'রে যতন।
(কভু ছেড়ো না ক)

১৭৪৩ কি মোহে মন ভুলিয়ে এমন সুধার আধারে রও রে!
রাখ রাখ মিনতি, ছাড় কুমতি, নিজ হিত যদি চাও রে,
তবে শ্রীপদে শরণ লও রে।
নাম-গানে যাঁর মোহ-আঁধার নিমেষে বিনাশ হয় রে;
পাষণ্ড দুভাই জগাই মাধাই, (একদিন নামের বিরোধী ছিল)
ভবসিন্ধু-পারে যায় রে!
(সেই) প্রেম-সদন ব্রহ্মরতন, যাঁর তুলনা নাই রে;
(হায়) কেমনে পাসরি, সে প্রাণের হরি,
মরি মরি কি বালাই রে! (আছ ভুলে)
[খয়রা। সুর, "হরিরস-মদিরা"]

১৭৪৪ জানি, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ কর, শ্রীহরি।
আমি অভাজন, অব্রতী অধম, আমারেও কি দিবে চরণতরী?
(কেমনে যাব, ঐ চরণতরী বিনা হরি, তোমার পারে কেমনে যাব)
তোমার ভক্ত ছিল যারা, চরণতরী পেয়ে তারা,
অবহেলে ত'রে গেল অকূল এ ভব-বারি।
শুনেছি গো সাধুমুখে, কাঙ্গালেরে ধর বুকে,
(তাই) কাঙ্গাল-শরণ বলে লোকে, তবে কেন ভয়ে মরি?
পতিতেরে দিয়ে শরণ, নাম ধরেছ পতিতপাবন,
তোমার দয়ার কথা ক'রে স্মরণ দীন দাস দয়ার ভিখারী।
[একতালা]

১৭৪৫ অবোধ মন আমার, কেন রে তুই বাহিরে কেবল !
হৃদয় মাঝে পরশমণি থাকিতে সম্বল !
ধূলির ধনে, ধূলির মানে, হইলি বিহ্বল ;
দেখ্‌লে সে ধন পরম রতন, হ'বি রে পাগল।
চল্ রে ঘরে বাহির ছেড়ে, নামে করি বল,
দেখ্‌বি রতন, ফুট্‌বে তখন হৃদয়-শতদল।

[সুর, "মন পাগ্‌লা রে"]

১৭৪৬ কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে, ছিলাম নিদ্রা-মগ
সংসার মোরে মহামোহ-ঘোরে ছিল সদা ঘিরে সঘন !
(ঘিরেছিল ঘিরেছিল হে আমায় ; মোহ-ঘোরে ; মহামোহে)
আপনার হাতে দিবে যে বেদনা, ভাসাবে নয়নজলে,
কে জানিত হবে আমার এমন শুভ দিন, শুভ লগন !
(জানি নে, জানি নে হে, আমি স্বপনে)
(আমার এমন ভাগ্য হবে, আমি জানি নে, জানি নে হে)
জানি না কখন্ করুণা-অরুণ উঠিল উদয়াচলে,
দেখিতে দেখিতে কিরণে পূরিল আমার হৃদয়-গগন !
(আমার হৃদয়-গগন পূরিল ; তোমার চরণ-কিরণে ;
তোমার করুণা-অরুণে)
তোমার অমৃতসাগর হইতে বন্যা আসিল কবে,
হৃদয়ে বাহিরে যত বাঁধ ছিল, কখন হইল ভগন !
(যত বাঁধ ছিল যেখানে, ভেঙ্গে গেল, ভেসে গেল হে)

সুবাতাস তুমি আপনি দিয়েছ, পরাণে দিয়েছ আশা,
আমার জীবন-তরণী হইবে তোমার চরণে লগন !
(তোমার চরণে গিয়ে লাগিবে, আমার জীবনতরণী ;
অভয় চরণে গিয়ে লাগিবে)

১৭৪৭ এস সবে ভাই হরি গুণ গাই, এমন বন্ধু যে আর কেহ নাই।
জনম হইতে আছেন সাথে সাথে, হরি বিনা মোদের গতি নাই।
অন্তর্যামী দয়াল হরির অজানা ত কিছু নাই,
অন্তরে থাকিয়ে তিনি দেখিছেন সদাই।
(অনিমেষ আঁখি দিয়ে, মোদের গতিবিধি দেখিছেন ।
এখন সহজ সরল মন লইয়ে তাঁহার চরণে লুটাই।
মঙ্গলের আধার পিতা, ভুলো না কখন,
বিপদ সম্পদ তাঁরি আশীষ, তাঁরি স্নেহের দান।
সম্পদের মূলে তিনি ; রোগে শোকে বিপদেতেও আছেন তিনি।
সবারি আদি অন্ত তিনি, তাঁহাতে ডুবিয়া প্রাণ জুড়াই।
তাঁহার করুণা মোদের ফিরে পাছে পাছে,
মোহে অন্ধ হইয়ে হায়, দেখি না চাহিয়ে,
(দেখি না দেখি না ; এমন আপন জনে চেয়ে দেখি না)
(আবার) পদে পদে করি কত অপমান,
তথাপি তাঁর দয়ার বিরাম নাই।
[ঝিঁঝিট মিশ্র, একতালা। সুর, "চল চল ভাই মার কাছে যাই, নাচি গাই"]

১৭৪৮ আমার প্রেমময় প্রভু হে, আমায় দয়া কর হে।
আমি অকূল জলে ভেসেই আছি, দয়া কর হে।
হয় পারের সন্ধান দাও ব'লে দাও, দয়া কর হে।
না হয় অতল জলে ডুবাও আমায়, দয়া কর হে।
আমি ডুবেই রব, ভাস্‌ব না হে, দয়া কর হে।
আমার আর কেহ নাই এ সংসারে, দয়া কর হে।
(সবাই) দেখে আমার সবই আছে, কিছু নাই হে।
বল, এ সব নিয়ে কি হবে মোর ? দয়া কর হে।
আমার কেবল তুমি, কেবল তুমি, তুমি হও হে।
তোমার অরূপ শোভা দেখাও মোরে, দয়া কর হে।
না হয় নয়ন জলে ভাসাও আমায়, ধৌত হই হে।
যদি স্বচ্ছ হৃদে পড়ে ছায়া, দয়া কর হে।
আমি দেখ্‌ব ছায়া প্রাণ ভ'রে, দয়া কর হে।
[ঝিঁঝিট মিশ্র, ঠুংরি। সুর, "তোমায় কেমনে ছাড়িব হে"]

১৭৪৯ প্রভু দীন হীন ব'লে দয়া কর,
চরণ তরী দিতে হবে আমায় !
আমি হই না কেন অধম তনয়,
তবু ছাড়্‌ব না গো ছাড়্‌ব না তোমায়।
আমি এ সংসারে ঘুরে ঘুরে, দেখ্‌লাম গতি নাহি তোমা বই।
(তুমি হে সুখ, তুমি শান্তি ; তুমি বুদ্ধি, তুমিই বল)
এ কি মোহ বন্ধন, কে করে মোচন, বাঁধা আছি বিষম ডোরে।

তাই ডাকি হে অনাথের নাথ,
(এখন) তোমায় ছেড়ে বল কোথায় যাই।
(আমার চারিদিকে আঁধার ঘেরা)
(আমার পথ যে নাহি আর কোন দিক্)
তুমি অকূলের কূল, কাঙ্গাল-শরণ, সাধুমুখে শুনিতে যে পাই ;
বল এমন কাঙ্গাল কোথায় পাবে, দাও হে দয়াল চরণেতে ঠাঁই।
(আমার নেই যে কোন পথের সম্বল, তুমি ধুয়ে মুছে নাও গো কোলে)
[একতালা। সুর, "দীনহীন জনে দয়া কর"]

আশা, আনন্দ, নামের গুণ।

১৭৫৩ "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্", সবে বল ভাই !
ও হে ব্রহ্ম-কৃপা বিনা জীবের আর গতি নাই।
(ইহ পরলোকে হে)
ও হে "সত্যমেব জয়তে" আর চিন্তা নাই।
(সত্যের জয় হবেই হবে হে)
এস, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়-ডঙ্কা সকলে বাজাই।
(পরব্রহ্মের কৃপাবলে হে) (নগরের দ্বারে দ্বারে হে)
ও হে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ মনঃপীড়া আর রবে নাই।
(দয়াময় পিতার রাজ্যে হে) (সব হৃদয় এক হবে হে)
এস আজিকার আনন্দ-ছবি গৃহে ল'য়ে যাই।
[খেমটা]

১৭৫১ আনন্দ-বদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম।
নামে উথলিবে সুধাসিন্ধু, পিয় অবিরাম।
(পান কর আর দান কর হে)
যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয়, ক'রো নাম গান।
(বিষয়-মরীচিকায় প'ড়ে হে) (প্রেমে হৃদয় সরস হবে হে)
(দেখো যেন ভুলো না রে, সেই মহামন্ত্র)
(বিপদকালে ডেকো তাঁরে, দয়াল পিতা ব'লে)
সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন। ("জয় ব্রহ্ম জয়" ব'লে হে)
এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সবে হই পূর্ণকাম। (প্রেমযোগে যোগী হ'য়ে হে)
[খেম্‌টা। সুর, "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্ সবে বল ভাই"]

১৭৫২ এস এস করি সবে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সঙ্কীর্ত্তন, প্রভুর গুণানুকীর্ত্তন।
ও হে যে নামেতে হয় পাপীর পাপ-বিমোচন।
ও হে যে নাম-কীর্ত্তনে মত্ত ছিলেন সাধুগণ ;
(যোগী ঋষি আদি সবে হে ; গৌর নিতাই আদি সবে হে ;
শিব শুক নারদ আদি হে ; ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি সবে হে ;
ঈশা মূসা মহম্মদ হে ; নানক কবীর আদি সবে হে)*
ও হে যাঁহার প্রসাদে পাই ধরম-রতন। (আমরা পাপী হ'য়েও হে)
[খেম্‌টা। সুর, "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্ সবে বল ভাই"]

* মূলে আর দুই পংক্তি আছে,—"ইহার প্রমাণ অনেক আছে হে। পুরাণ কোরান বাইবেল দেখ হে।"

১৭৫৩ (ক) বল রে আনন্দভরে মধুর ব্রহ্মনাম।
দেব-দুর্ল্লভ নামসুধা কর সবে পান।
(এমন দিন আর হবে না রে ; মানব-জীবন সফল কর রে)
যে নাম-কীর্ত্তনে হয় মোহ-অবসান ;
(প্রেমানন্দ উদয় হয় রে ; প্রেমসিন্ধু উথলয় রে ;
হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয় রে ; মানব দেবতা হয় রে)
ইহকালের সুখ দয়াল, অন্তের আরাম !
(দয়াল বিনা কি ধন আছে রে ; জীবের জীবনধন রে)
(খ) ঐ দেখ ভাসিছে আনন্দে ধরা,
শুনে আনন্দময়ের জয়ধ্বনি রে !
আবার বল রে ভাই ভক্তিভরে জয় ব্রহ্ম রে !
(জয় জয় দয়াময় রে ; বিশ্ববিজয়ী নাম রে ;
নব অনুরাগে মাতি রে ;—আবার বল রে ভাই)
দয়াল নামে সুধা, গানে সুধা, প্রেমে সুধা রে !
ঐ বরষিছে সুধা আজ সুধাকর রে ;
ঐ সুধা ক্ষরে গিরি নদী, সরিৎ সিন্ধু রে ;
ঐ বহিতেছে সুধা আজ সমীরণ রে ;
ঐ ঢালিতেছে সুধাধারা তারাদল রে ;
ঐ উৎসারিছে সুধা তরুলতা-রাজি রে ;
ঐ চারিদিকে হ'ল ধরা সুধাময় রে ! (সুধামাখা ব্রহ্মনামে রে)

[(ক), খেম্‌টা। সুর, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ সবে বল ভাই"। (খ), খেম্‌টা ; সুর, "এমন দয়াল নাম সুধারসে"]

১৭৫৪ মধুর ব্রহ্মনাম তোরা বল রে পুরবাসিগণ !
একবার হৃদয় ভ'রে বল রে ;
ব্রহ্মনামের গুণে থাক্‌বে না রে, ও ভাই, শমনের ভয় রে ।
একবার পাইলে সে ব্রহ্মানন্দ, ও ভাই, তুচ্ছ হবে বিষয়-কাম ;
তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে, শীতল হবে পরাণ ।
[বাউলের সুর, একতালা]

১৭৫৫ বল আনন্দ-বদনে ব্রহ্মনাম ! হ'ল নিকটে আনন্দ-ধাম !
হ'ল দুঃখ অবসান, পিতা আপনি কর্‌লেন বিধান, ক'রে ভক্তি দান
আর ভয় নাই, ভয় নাই, পরিণাম !
দুঃখী তাপী যে থাক, বদন ভ'রে সেই পিতায় ডাক,
একবার ডাকিয়ে দেখ ;
সিদ্ধ হবে হবে মনস্কাম !
পিতা পরমদয়াল, নামে আপনি কাটে মায়াজাল, ভবের জঞ্জাল ,
হবে সুখ শান্তি অবিরাম !
দয়ার নিধি পিতা আমার, পাপী সন্তানে অধিক তাঁর করুণা-বিস্তার,
তিনি কভু কারেও নহেন বাম !
[খেমটা]

১৭৫৬ মনের আনন্দে বিভুগুণ গাও ।
গাও রে আনন্দ-মনে বদন ভ'রে গাও ।
দিনান্তে নিশান্তে গাও রে, পরমানন্দে গাও ।
নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে, (আর কি বা ভয় আছে রে) দিবানিশি গাও
ভয় ভাবনা ত্যজি, (মিছে কি হইবে ভেবে রে) সদানন্দে গাও ।

বিপদে সম্পদে গাও রে, সুখে দুঃখে গাও।
শয়নে স্বপনে গাও রে, (আর কি বা কাজ আছে রে) যথা তথা গাও,
নাম-গুণ গান করি, প্রেমরসে মত্ত হও।
গাইতে গাইতে পথে (সংসার-দুর্গম পথে রে) নির্ভয়ে চ'লে যাও।
[খেম্‌টা]

১৭৩৭ নামে কত মধু, কত সুধা, কতই আরাম !
আছে যার নামে ভক্তি, সে জানে নামের শক্তি ;
ভক্তি ক'রে নিলে নাম, কবে কারে বাম ?
কার দুঃখ যায় নি ঘুচে ? কার অশ্রু যায় নি মুছে ?
কার মনে যায় নি থেমে পাপের সংগ্রাম ?
বড় যে জন শ্রান্ত ক্লান্ত, যার হৃদয় অশান্ত,
বলুক্ দেখি, পায় নি সে কি নামেতে বিশ্রাম ?
নামের গুণ সুধাও তারে, যে ভাস্‌চে নয়ন-ধারে,
(বলুক্) কেন তার অশ্রুধার বহে অবিরাম !
এত সাধ ছিল যার, সে সব কোথা গেল তার ?
(সে) কি অমৃত-সুধা পিয়ে পূর্ণ-মনস্কাম !
নামের সুধা যে খেয়েছে, সে কি ভুল্‌তে পেরেছে ?
হায়, এ সুধা-সাগরে যদি ডুব্‌তে পারিতাম
যদি জন্মের মত নীরব হ'য়ে ডুব্‌তে পারিতাম !
যদি নামের মালা গলায় প'রে ডুব্‌তে পারিতাম
[তেতালা]

১৭৫৮ দয়াল ব'লে ডাক' !

ব্রহ্মসনাতনে আনন্দ-অন্তরে ডাক' !
সবে মিলে খুলে দাও হৃদয় দুয়ার ;
মানব-জনম সফল কর স্মরণে পিতার ।
নৃত্য কর প্রেমানন্দে হইয়ে মগন ;
দয়াল বল দেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ ।
ছিন্ন হবে হৃদয়-গ্রন্থি স্মরণে তাঁহার ;
নবজীবন পাবে ভবে হইবে উদ্ধার ।
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হ'য়ে, কর তাঁর ধ্যান ;
নাম-গানে নামানন্দ-রস কর পান ।
ব্রহ্মযোগে যোগী হ'য়ে জাগ দিবারাতি ;
জেগে অনিমেষে দেখ প্রভুর মোহন মূরতি ।
প্রাণনাথের শ্রীচরণে পড় সবে ভাই ;
ঐ চরণ বিনা এ সংসারে গতি যে আর নাই ।
প্রণমিয়ে প্রাণেশ্বরে ধন্য হও রে মন ;
ভক্তিভরে অভয় পদ কর আলিঙ্গন ।
(দেখো যেন ভুলো না রে ।)

[খেম্‌টা]

১৭৫৯ দয়াল নামের যদি করেছ, ভাই, সুধাপান,
তবে থেকো না মোহে আর অচেতন ।
নামে পাতকী ত'রে যায়, অনন্ত জীবন পায়,
বল বল হে বদন ভ'রে সর্ব্বক্ষণ ।

পাপে-তাপে পুড়ে মরি, দেখ সব নরনারী,

হাহাকার করিতেছে, না দে'খে উপায় ;

তুমি পাইয়ে দয়াল নাম, রবে রবে কি হ'য়ে বাম !

পিতার করুণা বলিতে কি লজ্জা হয় !

এস সব ভাই মিলে, মহানন্দে প্রেমে গ'লে,

দ্বারে দ্বারে গিয়ে করি দয়াল নাম কীর্ত্তন ;

পাপ-যন্ত্রণা দূরে যাবে, তাপিত হৃদয় শীতল হবে,

এ নাম শ্রবণে কীর্ত্তনে হয় পরিত্রাণ।

[তেওট। সুর, "এস দয়াল দীনবন্ধু"]

১৭৬১ জপ রে আমার মন, 'ওঁ ব্রহ্ম' নাম।

শয়নে স্বপনে জপ, দিওনা বিরাম।

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে জপ, জপ অবিরাম।

কলুষ কালিমা যত, বাসনা কামনা শত,

এ নাম-দহনে পুড়ি হবে রে নির্ব্বাণ।

ভয় ভাবনা রয় না নামে, অভয় বাণী বাজে প্রাণে,

নামের মাঝে সুখ শান্তি, আনন্দ আরাম।

'ওঁ ব্রহ্ম' নামের মাঝে, অরূপ রূপের স্বরূপ রাজে,

নামেতে ডুবিলে পাবে চিদানন্দ ধাম।

[ঠুংরি]—১৩২৫ বাং

১৭৬১ মন রে তুই ডাক্ ! একবার ডাক্ রে দয়াল পিতা ব'লে
ও তোর হয় না কেন পাষাণ হৃদয়, নামের গুণে যাবে গ'লে।
(দয়াল নামের গুণে রে)
ও তোর ভবের জ্বালা দূরে যাবে, স্থান পাবি তাঁর চরণতলে।
(আর ভয় নাই নাই রে)
ও তোর আনন্দে ভাসিবে প্রাণ, নামামৃত পান করিলে।
ও রে অপার সেই ভবসিন্ধু, পার হবি রে অবহেলে।
[খেম্‌টা]

১৭৬২ দয়াময় কি মধুর নাম !
আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে,—কি মধুর নাম !
(নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে ; এ নাম কোথা ছিল কে আনিল ; এ নাম জীব তরাতে এসেছিল ; এ নাম তোমরা বল, আমরা শুনি ; নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল ; নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল ; আমার নামে অঙ্গ শীতল হ'ল ; আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল,—কি মধুর নাম !)
[খেমটা। সুর, "দয়াময় নাম সাধন কর"]

১৭৬৩ (ক) ওহে দয়াময়, নামে মুক্তি হয়, তাই ডাকি তোমায়
আমি করি এই প্রার্থনা, পূরাও হে মনের বাসনা,
নামের ভিখারী কর হে, হ'য়ে সদয়।
তোমার নামের গুণ, নাথ, কে বর্ণিতে পারে,
রসনা অবাক্ হয়, মন বুদ্ধি হারে !

(খ) তোমার দয়াল নামের এমনি গুণ হে !
অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবায় গীত গায়, বধির শুনে হে !
শুষ্ক তরুচয় মুঞ্জরিত হয়, ফলফুলে কি বা শোভা পায় হে !
হৃদয়-কানন হয় তপোবন, অমানিশায় হয় চন্দ্রোদয় হে ;
মরুভূমিচয় হয় জলাশয়, প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে হে !
কলঙ্কে আচ্ছন্ন হৃদয়-দর্পণ, স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন হইয়ে যায় হে ।
ষড়রিপু আদি হৃদয়-মনের ব্যাধি, ভজনের বাদী, পরাস্ত হয় হে !
অসুর-সমান মানুষ-সন্তান তৃণ হ'তে দীন হইয়ে রয় হে !
পাষাণ মন গলে, নয়ন ভাসে জলে, হৃদি-সরোবরে কমল ফুটে হে !
পাপ-তাপানল হ'য়ে যায় শীতল, প্রেম-সমীরণ হৃদে বহে হে ;
অসম্ভব সম্ভবে, স্বর্গ হয় ভবে, মনুষ্য দেবতা হইয়ে যায় হে !
নাম-রস-পানে, কত ভক্ত জনে, ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলিয়ে যায় হে !*
(গ) দিয়ে দয়াল নাম উদ্ধার কর হে আমায় ।

[(ক). তেওট ; সুর, "এস দয়াল দীনবন্ধু" । (খ). একতালা । (গ)=(ক)]

* ইহার পরে নানা পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন পাঠযুক্ত আরও কয়েকটি পংক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের 'ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন' পুস্তকে এই ৫ পংক্তি আছে :—দাউদ নরপতি প্রাচীন য়িহুদী বীণাযন্ত্রে নাম গাইয়েছিলেন হে। প্রেমিক দুভাই গৌর নিতাই নাম সঙ্কীর্ত্তনে মাতায়েছিল হে। রূপ সনাতন ক'রে নাম শ্রবণ উজিরী ত্যজে ফকীরি নিলে হে। দুরন্ত দুভাই জগাই মাধাই নামেতে মুক্ত হ'য়েছিল হে। ভারত-সন্তানে আত্মীয় স্বজনে নাম শুনায় কাণে অন্তিম কালে হে।

১৭৬৪ ধন্য হবে মানব-জনম, গাও রে ব্রহ্মনাম!
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে, পিও রে ভাই অবিরাম।
জীব তরাতে এসেছে রে নাম, পাপীতাপীর প্রাণারাম,
দেবতাবাঞ্ছিত ঐ নাম, নামে বাসনা-বিরাম।
নাম কর ধ্যান, নাম কর জ্ঞান, নামে হবে পরিত্রাণ,
নাম-প্রভাবে দেখ্‌তে পাবে, হৃদয়মাঝে ব্রহ্মধাম।
[ঠুংরি]

১৭৬৫ ব্রহ্মনাম ভাই কি মধুর নাম, বল রে ভাই প্রাণ ভ'রে।
ধন্য হবে মানব-জনম, পরব্রহ্মের নাম ক'রে। (দয়াল)
(এস) আমরা যত পাপী তাপী, সবে মিলে তাঁরে ডাকি,
ঐ ব্রহ্মনামে প'ড়ে থাকি, ব্রহ্ম-পদ সার ক'রে। (থাকি)
(মধুর) ব্রহ্মনামটি গান করিব, ব্রহ্মরসে ডুবে রব,
আপনারে পাসরিব, নামের মধু পান ক'রে। (ব্রহ্ম)
[জয়জয়ন্তী মিশ্র, লক্ষ্ণৌ ঠুংরি]

১৭৬৬ গাও সদা প্রাণ ভরি পরব্রহ্ম-নাম রে।
যে নাম-কীর্ত্তনে হয় প্রেমোদয় পাষাণে রে!
ভকত-হৃদয়-ধন, গায় যাঁরে ঋষিগণ,
এই চরাচর জগতে যাঁরে করিছে প্রণাম রে!
ভকতি-অঞ্জন মাখি, সার্থক করহ আঁখি;
ব্রহ্মনামামৃত পান করি, হও পূর্ণকাম রে। (যাও মোক্ষধাম রে)
[ঝুলন। সুর, "আনন্দে গাইয়ে চল"]

১৭৬৭ হরিরস-মদিরা পিয়ে মম মানস, মাত রে!
(একবার) লুটহ অবনীতল, হরি হরি ব'লে কাঁদ রে! (গতি কর ব'লে)
গভীর নিনাদে হরি-নামে গগন ছাও রে;
নাচ হরি ব'লে, দুবাহু তুলে, হরি-নাম বিলাও রে!
(লোকের দ্বারে দ্বারে)
হরি-প্রেমানন্দরসে অনুদিন ভাস রে;
গাও হরি-নাম, হও পূর্ণকাম, নীচ-বাসনা নাশ' রে।
[খয়রা]

১৭৬৮ ব্রহ্মনাম বল রে বল!
(এ নাম বল রে,—মধুর ব্রহ্মনাম বল রে!)
(রসনা থাকতে বশে; এমন মধুর নাম আর পাবে না রে; এ নাম পাপীর ভাগ্যে এসেছে রে; নামে আমরা সবাই যাব ত'রে;—বল রে বল!)
(এ নাম বল রে,—দিন যায় যায় রে!)
(দিন থাকিতে, বদন ভ'রে; ও ভাই, আজ কাল ব'লে দিন ফুরাল;—বল রে বল!)
(এ নাম বল রে,—যোগী ঋষির সাধনের ধন; সাধু-ভক্তের হৃদয়ের ধন; পাপী তাপীর চিরসম্বল; নামে নিরাশ মনে আশা হয়)
(সবে "জয় ব্রহ্ম, জয় ব্রহ্ম" বল; দেখ, ব্রহ্ম-কৃপার জয় হ'ল; সবে "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্"—বল রে বল!)
[খেম্‌টা। সুর, "দয়াময় নাম সাধন কর"]

১৭৬৯ একবার প্রেমানন্দে ব্রহ্ম বল রে ভাই !
(ঐ নাম বল বল রে,) ভবে নাম বিনে আর গতি নাই !
পাপী তাপী তরাইতে, (ভবে) প্রেমের হাট মিলাইতে,
এমন সুধামাখা ব্রহ্মনাম এসেছে রে ভাই !
যদি নাম শুনে ভাই এসেছ রে, তবে ফিরে কেউ আর যেও না রে,
পরব্রহ্ম মোদের আছেন সাথে, আর ভয় নাই।
[খয়রা]

১৭৭০ ব্রহ্মনামের নাই তুলনা, নামে মজ মন-রসনা !
(মজ রে মজ রে, আমার মন-রসনা)
নাম-সাগরে ডুব্‌লে পরে, ত্রিতাপ-জ্বালা আর থাকে না।
(এই ভবের জ্বালা আর থাকে না)
নামের মাঝে নামী আছে, নামে যায় তাই পাপ-বাসনা !
(দেখ রে দেখ রে, নামের কি মহিমা)
নামে শক্তি, নামে ভক্তি, নামে সফল সাধনা !
(নামে ডোব, ডোব, ও রে মন-রসনা)
নামে ভরা আছে সুধা, মিটে রে তাই প্রাণের ক্ষুধা !
প্রাণের সাধ মিটাতে, এ জগতে, নামের মত' আর মিলে না।
নাম-সাগরে দিবানিশি, ডুবে আছে ভক্ত ঋষি,
তারা সংসার-সুখের পানে মুখ ফিরায়ে চাহিল না !
[ঝিঁঝিট কীর্ত্তন, একতালা। সুর, "বাসনা ক'রেছি মনে প্রেমমুখ নিরখিব"]

১৭৭১ সদা আনন্দে সদানন্দে, হৃদয়-প্রাণ ভ'রে ডাক, ও আমার মন!
ও মন, থেকো না বিষণ্ণ ভাবে বিষয়ে মগন!
ডাক দীননাথ দীনবন্ধু, ও দীনশরণ ;
(আর আমাদের কেউ নাই হে!)
ডাক জগন্নাথ জগবন্ধু, জগত-তারণ।
(আজ আমাদের দয়া কর হে!)
ডাক প্রাণনাথ প্রাণনাথ, ও প্রাণরমণ ;
(তোমা বই আর গতি নাই হে!)
সফল কর দয়াল ব্রহ্ম নামে মানব-জীবন।
(এমন নাম আর পাবে না রে!)
[খেম্‌টা। সুর "এমন দয়াল নাম সুধা রসে"]

১৭৭২ হরি বল্‌, বল্‌ রে হরি, হরি হরি বল্‌!
এই হরি-নাম কণ্ঠহার (ও জীব) কর রে সম্বল।
মধুর হরি-নাম অনন্ত-সুখ-ধাম,
(এ নাম) জীবন্মুক্ত ভক্তগণে গায় অবিরাম ;
হরি নাম বিনা আর এ সংসারে (ও ভাই) কি ধন আছে বল্‌!
ভক্তিভাবে যেই জন, করে হরি-নাম-কীর্তন,
(ও সে) অতুল আনন্দ পায়, দেবদুর্লভ ধন ;
হয় প্রেমানন্দে বিকশিত (ও) তার হৃদয়-কমল।
[খেম্‌টা। সুর, "হৃদে হেরব"]

১৭৭৩ তোমারি নাম গাহিলে কি আনন্দ পাই !
এমন আনন্দ, বিভু, কিছুতে আর নাই !
(তোমার নামের মত' হে ; এ সংসার মাঝে হে)
জগত ঘুরিলে পরে, এ আনন্দ নাহি মিলে,
দয়াময় নাম সংকীর্ত্তনে তাপিত প্রাণ জুড়াই ; (মধুর)
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় নাম গাই ।
মধুর অমৃত নাম, সিক্ত হয় মন প্রাণ,
সিদ্ধিলাভ যথা তব নাম ক'রে যাই ;
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় নাম গাই ।
তোমার দয়াল নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে,
তরে কত ওমর পল, জগাই মাধাই ।
বাসনা আমার, বিভু, পূরণ করিও, প্রভু,
নিয়ত থাকিতে পারি যেন তব ঠাঁই ;
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় নাম গাই ।
[পেনট্রা]

১৭৭৪ (ক) তোরা আয় আয় আয় রে, গাই ব্রহ্মনাম !
সবে মিলে হৃদয় খুলে গাই রে !
নামে তাপিত হৃদয় জুড়াইবে, (মোদের) মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে ।
(খ) আজি নাম-গুণগানে, মিলে প্রাণে প্রাণে, ডুবিব প্রেমসাগরে ।
আজি হেরে প্রেমমুখ, পাসরিব দুখ, ভাসিব আনন্দ-নীরে ।
যাইবে যাতনা, পূরিবে কামনা, নিভিবে পাপানল রে ;
মোহের বন্ধন হইবে ছেদন, জীবন হবে সফল রে ।

নাম-সুধা ল'য়ে, ঐ দাঁড়ায়ে, ডাকিছেন প্রেমময় রে ;
হ'য়ে আগুয়ান, কর সুধা পান, বৃথা কেন দিন যায় রে !
যে সুধা সেবনে, যোগী ঋষিগণে, মত্ত সবে চিরদিন রে ;
সে সুধার আধার পাইনু এবার, মোরা সবে দীনহীন রে ।
(তবে) খুলিয়ে হৃদয়, জয় ব্রহ্ম জয়, মনের আনন্দে গাই রে,
(বল) মেদিনী কাঁপায়ে, "ব্রহ্মনাম গেয়ে, পাপী ভবপারে যায় রে !"
[(ক), তেওট ; সুর, 'তোরা আয় রে ভাই থাকিস্ নে" । (খ). খয়রা ; সুর, "দেখি এক শাখী"]

১৭৭৬ নামের মহিমা কত, বুঝে সাধ্য কার !
নামে শক্তি, নামে ভক্তি, নাম জীবনের সার ।
ব্রহ্মনামের কি বা গুণ, নিভায় রে পাপের আগুন,
বহে মরুসম শুষ্ক প্রাণে সুধা-রস-ধার !
(সবে গাও ব্রহ্মনাম, খুলি মন প্রাণ, হৃদয়-দুয়ার)
নামেতে হ'লে মতি, ফিরে জীবনের গতি,
ঘুচে দুঃখ দৈন্য, শোকচিহ্ন, মুছে অশ্রুধার ।
(বল জয় দয়াময়, জয় প্রেমময়, বল অনিবার)
নামের মাঝে কি যে আছে, কে বলিবে কার কাছে,
নাম যে নিয়েছে সেই মজেছে, ভাষা নাই রে তার !
(গাও জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, দয়াময় নাম সার)
[খেমটা । সুর, 'তোমারি নাম গাহিলে কি আনন্দ পাই"]

১৭৭৬ একবার ডাক্ দেখি, মন, ডাকের মতন, "দয়াময়" ব'লে!
এখনি পাবি দরশন, ডাকের মত' ডাকা হ'লে।
বল, আর কত দিন ভবে, পাপের বোঝা মাথায় ব'বে,
অনুতাপে দগ্ধ হবে, জীবন যাবে বিফলে !
তিনি অন্তরের ধন, অন্তরে কর সাধন ;
সঁপিয়ে জীবন মন, তাঁর শ্রীচরণতলে।

[একতালা]

১৭৭৭ দয়াময় নাম ভুলো না রে মন,
এ নাম চিরদিনের শান্তিধন।
নামের কত মহিমা, আর কেহ জানে না,
মহাপাপীর পরিত্রাণে কিছু যায় জানা ;
পাপীর নয়ন ভাসে আশার জলে, করিলে নাম উচ্চারণ !
পাপীর হৃদয়ের ভার, কিছু থাকে না ক আর,
ভক্তিভাবে গলায় দিলে দয়াল নামের হার ;
পাপী আনন্দেতে হৃদয় ভ'রে করে এ নাম আস্বাদন !
নামের কত করুণা, কারেও করে না ঘৃণা,
পাপী সাধুর ভেদাভেদ এ নাম জানে না !
সদা স্নেহভরে সমভাবে করে সবে আলিঙ্গন।

[একতালা। সুর, "তোরা কে যাবি রে আয় রে ভাই"]

১৭৭৮ বদনে বল্ রে সদাই ব্রহ্মনাম !

এমন ধন আর নাই রে কিছু, জগতে জুড়াতে প্রাণ !
হৃদয় খুলে এ নাম নিলে, পাষাণ হৃদয় যায় রে গ'লে,
সুধার ধারা বহে প্রাণে, দুখ অবসান।
নামে নিত্য প্রেমোদয়, ধরা হয় রে সুধাময়,
নামের গুণে এ ভুবনে মিলিবে রে স্বর্গধাম।

[খেমটা। সুর, "নিতাইরে আর মেরো না মাধা ভাই"]

১৭৭৯ পতিতপাবন দয়াল নামে জুড়ায় জীবন !

যেন অন্তরে সহস্রধারে করে সুধা বরষণ।
সেই নামামৃত লোভে, যোগীজন ভক্তিযোগে,
মনের অনুরাগে করে কঠোর সাধন ;
তারা ত্যজিয়ে বিষয়-বাসনা, সার করে সেই নিত্যধন। (সকল ছেড়ে)
যে নামসাধনের বলে, অপার আনন্দ মিলে,
স্মরণেতে পাপতাপ করে হে হরণ ;
কর আনন্দে সকলে মিলে, দয়াময় নাম সংকীর্ত্তন।
ডাক তাঁরে প্রেমানন্দে, প্রাণ ভ'রে মনের সাধে,
পিতা দয়ালের চরণারবিন্দে, কর প্রাণ মন সমর্পণ।
(এ জনমের মত')

[লোফা। সুর, "নির্ম্মল হইবে যদি"]

১৭৮০ কে আসি জাগাইল মোরে গো!

মোহ-ঘুমেতে ছিনু আপনা পাসরি গো, ডাকিল কে মধুর স্বরে!
শুনি সে মধুর বাণী, আকুল পরাণ গো, কেমনে পাইব বল তাঁরে?
পাপে অবশ হৃদয়, কেমনে যাইব গো, পুণ্যময়ের চির পুণ্য-দ্বারে?
কে আসি হৃদয়-দ্বারে ব্রহ্মনাম দিল গো, দীনহীনের গতি তরে;
সুধামাখা ব্রহ্মনাম হৃদয়ে পশিল গো, রসনা ছাড়িতে নাহি পারে।
ঋষি-হৃদয়-ধন এই ব্রহ্মনাম গো, নাহি তুলনা সংসারে;
নামে শক্তি, নামে ভক্তি, নামে মুক্তি হয় গো,
নামে পাপী যায় ভব-পারে।
মৃতপ্রাণ জাগি উঠে এই ব্রহ্মনামে গো, মরুভূমে বারি সঞ্চারে;
জপিতে জপিতে নাম প্রেমফুল ফোটে গো, পাষাণ হৃদয়-মাঝারে।

[ভাটিয়াল, কাহারবা। সুর, "ভাই রে কি মধুর নাম"]

১৭৮১ ব্রহ্মনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে!
বল রে ভাই মধুর স্বরে।
পরম ব্রহ্ম নামটি সাধন ক'রে, কত পাপী গেল ত'রে!
(আমার মত' কত পাপী রে)
তাই প্রাণ ভরিয়ে নামটি কর, বলি রে ভাই পায়ে ধ'রে।
ধন প্রাণ মান বল, কিছু নাহি থাকবে রে। (যাদের ভালবাস রে)
পরম ব্রহ্ম অক্ষয় ধন, হৃদয় দাও রে তাঁহারে।

[বাউলের সুর, খেমটা। সুর, "বল্ মাধাই মধুর স্বরে"]

১৭৮২ দয়াল নামের কতই গুণ, (সদা) গাও রে মন-রসনা!
এ নাম ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, রোগে শোকে সান্ত্বনা!
(এ নাম) নির্ধনকে করে ধনী, মূর্খকে যে করে জ্ঞানী,
নাম অন্ধজনে দেয় আঁখি, মৃতজনে চেতনা। (দেয়)
(যারা) পাপ-আঁধারে আছে ডুবে, তারাও নামে ত'রে যাবে,
(এ নাম) পাপী সাধু সবার গতি, নামের নাই ক তুলনা। (দয়াল)
যথায় যখন যে ভাবে থাক, দয়াল-নামটি হৃদে রেখো,
শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, ভুলো না, কভু ভুলো না। (এ নাম)
[খাম্বাজ মিশ্র (কীর্ত্তন), একতালা]

১৭৮৩ এমন কে আছে আর প্রেমের আধার পাপী তরাইতে?
তাঁর অপূর্ব্ব প্রেম কাহিনী কে পারে কহিতে?
ভাষা নাই রে তার, নাই তুলনা যার,
হয় বিদ্যাবুদ্ধি পরাজিত সে প্রেম বুঝিতে।
পরশ পেলে কেবল, হৃদয় হয় রে শীতল,
ফোটে নানা রঙ্গে কত যে ফুল কি সুধা-গন্ধেতে!
ভক্ত বাক্যহারা, প্রেমিক মাতোয়ারা,
ভাবুক হাবুডুবু খায় রে সদা সে প্রেমের নদীতে।
সে প্রেম পরশরতন, দেয় রে নব জীবন,
এই প্রেমে মানুষ হয় দেবতা, স্বর্গ ধরণীতে।
[বাউলের সুর, একতালা। সুর, "ও হে দিন ত গেল"]—১৩২৪ বাং (১৯১৭)

১৭৮৪(ক) তোরা আয় রে ভাই, ব্রহ্মসাগরসঙ্গম-মহাতীর্থে যাই।

ব্রহ্মকৃপার হিল্লোলে, বিজয় নিশান তুলে, প্রেমানন্দে ধাই,

বিশ্ব বিজয়ী ব্রহ্মনাম গুণ গাই।

যে তীর্থে গৌর ঈশা, মহম্মদ শাক্য মূসা,

শঙ্কর নারদ যোগী ঋষিগণ, আনন্দে করেন অবগাহন,

সেথা জয় জয় ব্রহ্মনাম, উঠিছে অবিরাম, কাঁপে বিশ্বধাম ;

ব্রহ্মানন্দে মিশেছে সবে এক ঠাঁই।

(খ) সেই পুণ্য তীর্থ জলে, চল রে সকলে, স্নানাবগাহন করি,

(জ্বালা দূরে যাবে রে) (অনন্ত শান্তির জলে)

ধুয়ে পাপরাশি, যোগানন্দে হাসি, বলি শান্তি শান্তি হরি।

(জীবন্মুক্ত হ'য়ে)

হরি পদতলে মিশে ভক্তদলে, হব এক পরিবার,

(ভেদাভেদ ভুলে রে, ; হরি প্রেমানলে গ'লে)

নিরখিব সুখে, সবাকার মুখে এক ব্রহ্ম প্রাণাধার

(প্রতি ঘটে ঘটে)

[(ক), তেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্ নে"। (খ), খয়রা ; সুর "দেখি এক শাখী"]

১৭৮৫(ক) ও ভাই গুণের সাগর আমার হরি প্রেমময় !

যাঁর কৃপাবলে হ'ল ধর্ম্ম-সমন্বয়। (জগৎ উদ্ধারিতে রে)

দেশ দেশান্তরে ছিল যত, কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী ভক্ত,

ও রে আমাদের লাগি সবাকার অভ্যুদয় ! (যুগ যুগান্তরে রে)

ও রে কোথা ছিল গৌর ঈশা, জনক নানক শাক্য মূসা,

মাভৈঃ রবে এসে সবে দিলেন অভয়।

(ভাই ব'লে কোলে নিয়ে রে; সবই হরির লীলা রে)

যত শাস্ত্র, যত ধর্ম্ম, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম,

সকলের সার মর্ম্ম একে হ'ল লয়! (জয় ব্রহ্ম জয় বল রে!)

(খ) আমরা তাঁহারি সব নরনারী, কেহ নহে কারো পর;

এক ব্রহ্মরূপ হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বলিতেছে নিরন্তর।

(তবে আর কেন ভাই; ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই)

(এস প্রেমে গ'লে এক হ'য়ে যাই)

ছোট কথা ল'য়ে হীনমতি হ'য়ে, মিছে কেন কাল হরি?

এস, উদার হৃদয়ে অনন্তে ডুবিয়ে, স্বর্গরাজ্য ভোগ করি!

(তাঁহারি জয় হবে; তুমি আমি কোথা রব)

(মনে মনে দেখ ভেবে)

(গ) আবার তারাই তারাই সবাই এসেছে রে!

যারা যুগে যুগে জগৎ মাতায়!

(দেশ কাল ভেদ ক'রে; শিব শুক নারদাদি; যাজ্ঞবল্ক্য জনক নানক; কবীর শঙ্কর শাক্য; ঈশা মূসা মহম্মদ; ধ্রুব প্রহ্লাদ গৌর নিতাই; যোহন পিটার পল্; রূপ রঘু রামানন্দ; সবে মিলে এক সাথে; সর্ব্ব ধর্ম্ম মিলাইতে)—এসেছে রে!

[(ক). একতালা; (খ). খয়রা; (গ). খেম্‌টা। প্রায় অনুরূপ সুর:—(ক) "ও হে দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল"; (খ) "দেখি এক শাখী"; (গ) "এমন দয়াল নাম সুধারসে"]

১৭৮৬ (ক) এস ভাই, চল যাই সবে মিলে শান্তিনিকেতনে,

মাতি দয়াময় হরিনাম সংকীর্ত্তনে।

মরণের পরপারে সে অমরধাম রে ;

যেখানে অমরবৃন্দ গায় ব্রহ্মনাম রে। (প্রেমানন্দ ভরে, সুমধুর স্বরে)

নাহি যথা হিংসা দ্বেষ ভেদাভেদ জ্ঞান রে ;

পরস্পরে করে প্রেম-আলিঙ্গন দান রে। (প্রাণে প্রাণে মিলে)

(খ) ব্রহ্মানন্দ-সুধারস কর পান।

(ও ভাই) হেরি চিদানন্দঘন রূপ প্রাণারাম। (হিয়ার মাঝারে)

সব দুঃখ দূরে যাবে, জুড়াইবে প্রাণ। (নামামৃত পানে)

(গ) দুদিনের তরে এসে সংসার বিদেশে

মিছা বাদ বিবাদে আর কাজ নাই।

এক মায়ের ছেলে, আমরা সকলে. তাঁর প্রেমে গ'লে এক হ'য়ে যাই।

(দয়াময় দয়াময় বল অবিরাম), ব্রহ্মানন্দ সুধারস কর পান।

(ঘ) "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" পথের সম্বল রে, বল বল বল রে।

(বিচারে কি ফল, বল রে !) জীবন হবে সফল রে, বল বল !

[(ক), খয়রা। (খ), পোস্তা। (গ), ঝুলন। (ঘ), কাটা সন্তাল]

১৭৮৭ প্রেমভরে একবার দয়াল বল।

প্রেমভরে দয়াল বল, ভক্তিভরে দয়াল বল।

বিষয়-বাসনানলে, দিবানিশি চিত জ্বলে,

ডোব রে ঐ প্রেম-সলিলে, তাপিত প্রাণ হবে শীতল।

ভ্রমিনু সংসারে, কত সুখের লাগিয়ে,
ফিরিনু নিরাশে, হায়, অবসন্ন হ'য়ে ;
আমার বিষয়-বাসনা, দারুণ মরম-যাতনা,
কিছুই আমার ঘুচিল না, আরো জ্বালা দ্বিগুণ হ'ল !
বহে নামের সুধা-ধারা, প্রাণের আরাম,
পিয় রে পিয়াসু প্রাণ, পিয় অবিরাম ;
বাসনা সব দূরে যাবে, হৃদয় নির্ম্মল হবে,
নব প্রেম সঞ্চারিবে, জীবন হবে সফল।
কাতর প্রাণে যে ডেকেছে, পেয়েছে তাঁরে ;
তাই আশায় ডাক সবে, ব্যাকুল অন্তরে।
অধম দীন সন্তানে দেখা দেন নিজ গুণে,
গতিহীন জনের দয়াল, পাপী-তাপীর সম্বল।

১৭৮৮ ব্রহ্মনামটি ধ'রে, থাক প'ড়ে, দেখ্‌বি রে মন যাবি ত'রে।
তোমার ঘরের মাঝে গুরু আছে, জেনেও কি মন জান্‌লি না রে !
ব্রহ্ম পাবে ব'লে, শাস্ত্র খুলে, কি দেখিছ তার ভিতরে !
ব্রহ্ম শাস্ত্রে নাই রে, বিচার ক'রে দেখ, আছেন হৃদ্‌-কুটীরে।
ব্রহ্মনাম সাধন ক'রে, এ সংসারে, কত পাপী গেল ত'রে !
তাই ধৈর্য্য ধ'রে, সাধন ক'রে, চ'লে যাও রে ভবের পারে।
[ফিকির চাঁদের সুর, আড়খেম্‌টা। সুর, "এসে সংসার প্রবাসে"]

১৭৮৯ মধুর ব্রহ্মনাম অবিরাম কর সংকীর্ত্তন।
ছাড় ধূলাখেলা, গেল বেলা, ডুবিল তপন।
(ও রে, ও ভাই পুরবাসী রে)
এ নাম মুখে যে করে, তার সকল পাপ হরে
অনায়াসে যায় সে ত'রে, ভবসাগরে ;
নামে হ'লে ভক্তি, মিলে মুক্তি, সাধনে হয় দরশন।
তোদের চরণে ধ'রে, আজ বলি কাতরে,
দিনান্তে নিশান্তে এ নাম লও প্রেমভরে ;
পাপীর প্রাণারাম এ ব্রহ্মনাম, ভাই, হ'য়ো না রে বিস্মরণ।
(এমন নাম আর পাবে না রে, পাপী তরাইতে)
তৃণ হ'তে নীচ হ'য়ে, তরুর মত' সব স'য়ে,
অমানীরে মান দিয়ে, ভাই, যাও রে নাম গেয়ে ;
মিছে মোহমায়ায় দিন চ'লে যায়, হও রে ভাই, আজ সচেতন।
(মানব-জনম বৃথা গেল রে)

১৭৯০ দয়াল নামে জেগে রব রে !
দয়াল নামটি ভুল্‌ব না গো আর, ভুলে যে বিপদ হয়,
এ সংসার যে নিরাপদ নয়, নামে যায় পাপ ভয় রে !
নাম ভুলে কত দিন গেল, ভেবেছিলাম যাবেই ভাল,
এবার সে মোহ ভাঙ্গিল, নাম-গানে জীবন পাব রে !
[খেম্‌টা। সুর, "ব্রহ্ম প্রেম সাগরের জলে"]

স্বরূপ, আকাঙ্ক্ষা, নিবেদন।

১৭৯১ (ক) সত্যং শিব সুন্দর রূপ-ভাতি হৃদি-মন্দিরে,
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ-সাগরে !
(সে দিন কবে বা হবে ; দীনজনের ভাগ্যে, নাথ)
জ্ঞান-অনন্ত-রূপে পশিবে, নাথ, মম হৃদে ;
অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে ।
আনন্দ-অমৃত রূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে ;
আমরাও নাথ তেমনি ক'রে, মাতিব তব প্রকাশে ।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ-চরণে,
বিকাইব, ও হে প্রাণসখা, সফল করিব জীবনে ;
এমন অধিকার, কোথা পাব আর, স্বর্গ-ভোগ জীবনে ! (সশরীরে)
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে, পলাইবে পাপ-আঁধার ।
(খ) ও হে ধ্রুবতারা মম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ ;
নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যাব, তোমারে পাইয়ে হে। (সে দিন কবে হবে হে)
[(ক), খয়রা। (খ), লোফা ; সুর, "একবার এস হে ও করুণাসিন্ধু" গানের "ওহে অগতির গতি তুমি" ইত্যাদি অংশের মত']

১৭৯২ অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় !

দেখা না দিলে কে দেখ্‌তে পায়, নাথ ! (তুমি দয়া ক'রে ; মনের অগোচর)

কেবল অনুরাগে তুমি কেনা !

প্রভু, বিনা অনুরাগ, ক'রে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা ।

তোমায় ধন দিয়ে কে কিন্‌তে পারে !

(ও হে অমূল্যধন ! হৃদয় না দিলে হে ; জীবন না দিলে হে)

তোমায় ভক্তি-পুষ্পে (পুষ্পে) যে জন পূজে,

(ও হে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু হে)

তুমি আপনি এসে দেখা দাও তার হৃদয়মাঝে । (ডাক্‌তে না ডাকিতে)

[খয়রা । সুর, "দয়াল বল না"]

১৭৯৩ পতিতপাবন অধমতারণ !

তোমার মহিমা কে বুঝ্‌তে পারে ! (পাপী তাপী বিনে)

প্রভু, দ্বারে দ্বারে না কি ফের ?

কত পাষণ্ড সন্তান, করে অপমান, তথাপি ছাড়িতে নার !

প্রভু, তাড়ালেও না কি এস ?

এ কি ব্যবহার, বড় চমৎকার, পালালে ধরিয়ে বস !

তুমি দীনজনে না কি তার' ?

আমি ঘোর অহঙ্কৃত, মোহে অভিভূত, আমার উপায় কর ।

প্রভু, এসেছিনু যাব ব'লে ;

এখন সে পথ ঘুচিল, পাষাণ গলিল, ভাসালে নয়ন-জলে ।

[খয়রা । সুর, "দয়াল বল না"]

৭৯৪ হে সত্যম্ হে শিবম্, হে অসীম সুন্দরম্,
হে আনন্দ, হে অমৃতময়,
"তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ",
অন্তরে যে এই ধ্বনি হয়।
এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি,
এই তুমি, হে প্রাণস্থ প্রাণ ;
এই ত জীবনসিন্ধু, তুমি পূর্ণ, আমি বিন্দু,
আমাতে তুমিই বর্ত্তমান।
অস্তিত্ব চৈতন্য মম ; কেবা আর তোমা সম !
করি শক্তি জ্ঞানের সঞ্চার,
শুনায়ে বিবেকবাণী, ক্ষুদ্র অসমর্থ জানি,
রক্ষা করে, আমিত্ব আমার।
কি যে মহা প্রেমে মন কর তুমি আকর্ষণ,
আপনার করিবে আমায় ;
সজ্ঞানে অজ্ঞানে তাই, আমিও তোমারে চাই,
সঁপে দিতে চাহি আপনায়।
তব রূপ অনুপম, মধুরম্ মধুরম্,
মধুময় যেন সমুদয় ;
পুলকে হৃদয় মম যেন মধুকর সম
মধুর স্বরূপে ডুবে রয়।
[একতালা। সুর, "ধন্য সেই জন"]

১৭৯৫ প্রভু হৃদিরঞ্জন মনোমোহনকারী !
ভগবজ্জন-প্রাণ-প্রাণ, হৃদয়-বিহারী ।
(তুমি) প্রাণ-রমণ, হৃদি-ভূষণ, পাপ-হরণ হরি ।
(আমার) সাধ সতত হয় যে মনে, ও-রূপ নেহারি
দরশন করি মোহ-আঁধার নিবারি ।
(সেদিন কবে বা হবে)
[খয়রা । সুর, "হরিরস মদিরা"]

১৭৯৬ (ক) এই তো হৃদয়ে, হৃদয়ে রে !
আমার প্রাণ-সখা সদা বিরাজিত রে !
আমি যখন ডাকি, (ডাকি) প্রেমভরে,
দেখি, আছেন হৃদয় (হৃদয়) আলো ক'রে রে !
(প্রাণের মাঝে প্রাণ-সখা, ভুবন-মোহন রূপে)
(খ) দেখি এক শাখী পরে, দু বিহগ-বরে সুখে বসবাস করে রে !
উভে উভয়ের সখা, প্রেমে মাখা-মাখা, দোঁহে দোঁহায় নিরখে রে !
(তৃষিত ভাবে ; অনিমেষে সদা)
এক জন সুরস রসাল, লইয়ে যতনে, দিতেছে আর সখারে ;
আর জন, লভিয়ে সে ফল, প্রেমেতে বিহ্বল,
সুখেতে ভোজন করে !
(সখা দেখেন কেবল ; ফলদাতা ফল দিয়ে সুখী ; নিরশন থেকে)
(গ) নরাধম আমি, তাই দেখি না রে, (শোকে মোহে মুহ্যমান)
কত শোভা হৃদয়কুটীরে ! (সখার আগমনে)

(ঘ) তুমি আছ, নাথ, মম হৃদয়ে, আমি দেখি না বারেক চেয়ে,
মোহে মগন নিশিদিন ;
(চেয়ে দেখি না, দেখি না ; সখা, তোমার অতুল শোভা)
আমি চাহি দারা সুত পানে, চাহি ধন উপার্জ্জনে,
তাহে নহে তিরপিত মন।
(শান্তি তাহে যে নাই হে ; শান্তি-নিলয় ছাড়ি)
যদি মধুর পিয়াসা নাথ, জলে নিবারণ হ'ত,
(তবে) ধাইত না অলি মধু পানে।
(এত ব্যাকুলিত হ'য়ে হে ; প্রাণপণ ক'রে)
আমার প্রাণের পিয়াসা নাথ, কিছুতেই ঘুচিবে না ত,
তব প্রেম-মকরন্দ বিনে।
(পিয়াস কিছুতেই যাবে না ; তোমায় না দেখিলে)
(ঙ) তাই বলি, হে প্রভো, হৃদয়-কানন-মাঝে বিহর, নাথ, নিশিদিন হে!
(আমার হিয়াবন আলো করি)
প্রেম-তটিনী তটে, ও-পদ-পল্লব নিকটে,
(আমি) বৈঠিব আনন্দে, নাথ, হবে কি হেন সুদিন হে !
তুলি সুললিত তান, ডাকিব তোমারে হে,
(অমনি) প্রাণ-সখা দিবে দেখা হৃদয়-মাঝারে হে।
(আমার হিয়া-বন আলো করি)
(চ) আমি যখন ডাকি (ডাকি) প্রেম-ভরে,
দেখি আছেন হৃদয় (হৃদয়) আলো ক'রে। (ভুবনমোহন রূপে)
[(ক). লোফা। (খ). খয়রা। (ঘ). দশকুশী। (ঙ). একতালা। (গ). (চ) = (ক)]

১৭৯৭ এই ভবের মাঝে, মা, তোর করুণা বিনা কি বা আছে
পাপীর দুঃখ তাপে ও যে আশার বাণী,
এই ভবের মাঝে নৌকাখানি ! (তা কেমনে ভুলি !)
যখন অন্ধকারে পাপের ভারে কাঁপি,
তুমি তুলে ধর আমায় বুকে চাপি ! (তা কেমনে ভুলি !)
যখন পাপী ব'লে বিশ্বজনে ত্যজে,
তুমি তুলে নাও আমায় বুকের মাঝে ! (তা কেমনে ভুলি !)
পাপীর চক্ষের জল, তাও তোমার দয়া,
মনস্তাপের মাঝে ও যে শান্তির ছায়া ! (তা কেমনে ভুলি !)
[লোফা। সুর, "এই ত হৃদয়"]

১৭৯৮ (ক) এত দয়া কে করে, দয়াময়ী মা বিনে !
আমি না চাহিতে, আপন হাতে, আমার সাধনের সাধ পূরান্ তিনি !
ভুলে থাকি মাকে ঘুমের ঘোরে, তিনি জাগান্ এসে আমায় বারে বারে !
(এমন কে আর আছে রে)
(খ) ও রে কি আছে মায়ের দয়ার তুলনা, তুলনা মিলে না ভবে ;
আমি ছেড়ে যেতে চাই, ছাড়ে না আমায়, কি যেন সন্ধানে টানে !
(আমার প্রাণে প্রাণে)
(গ) যখন শোকে তাপে প্রাণ ভেঙ্গে পড়ে,
তাঁর কৃপা এসে আমায় কোলে করে ! (এমন কে আছে রে)
[(ক), লোফা ; সুর, "এই ত হৃদয়ে" । (খ), খয়রা ; সুর, "দেখি এক শাখী" ।
(গ) = (ক)]

১৭৯৯ তুমি ত অন্তরে বাহিরে (আছ মা, মা গো !)

তবু দেখি না দেখি না তোমারে !

বুকে ক'রে আছই মা, পালিছ কতই আদরে,

মোহে অচেতন, হায় আমার মন, না দেখিয়ে ভাসে নয়ন-নীরে !

প্রাণের প্রাণ প্রাণারাম হ'য়েই মা আছ অবিরাম,

আমার ঘুমানো মন, দে'খে স্বপন, শান্তি শান্তি ক'রে ছুটে যায় দূরে !

ভেঙ্গে দাও দাও গো, বিকৃত এ মোহের স্বপন ;

জেগে উঠুক্ প্রাণ গেয়ে তব নাম, প্রকাশ দেখি, মা অন্তরে বাহিরে।

[মনোহর সাহী, লোফা]

১৮০০ (ক) মা বই কিছু জানি না, বুঝি না আর

আমি মায়ের ছেলে, হেসে খেলে, মনের আনন্দে করি বিহার।

জননীর হাতে সুধা খাই, আর তাঁর নাম-গুণ গাই ;

আমার সাধন-সিদ্ধি মায়ের নাম, তাঁর শ্রীচরণ কৈবল্য-ধাম।

আমায় যদি কেহ মন্দ বলে, সব মায়ের কাছে দিব ব'লে।

(খ) আহা, মা আমায় বড় ভালবাসে, (প্রেমে যেন পাগলিনী)

দেখা হ'লে মুখপানে চেয়ে হাসে, আনন্দ-হিল্লোলে সদাকাল ভাসে;

কত কথা কয় সুমধুর ভাষে !

(গ) মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে, মুখপানে চেয়ে চেয়ে,

ডাক্‌ব মা মা মা মা মা আমার ;

সাধুভক্ত সঙ্গে প্রেম-রসরঙ্গে প্রেম-সাগরে দিব সাঁতার।

[(ক), লোফা ; সুর, "এই ত হৃদয়ে"। (খ), খয়রা। (গ) = (ক)]

১৮৩১ কবে সহজে মা ব'লে জুড়াব প্রাণ ! (দয়াময়ী গো)
এমন কি আছে, যেমন মিষ্ট মায়ের নাম !
আমি পারি কি তোমায় ছেড়ে, থাকিতে এ সংসারে, (দয়াময়ী গো)
আছে তোমার সঙ্গে যে আমার প্রাণের টান !
শিশু ছেলের মত', ডাকিব নিয়ত, কর্‌ব কোলে ব'সে স্তন্য-সুধাপান ;
এবার পূজিব মায়ের চরণ, হেরিব মায়ের আনন,
(বড় সাধ গো) এবার গাইব বদন ভ'রে মায়ের নাম !
[আলাইয়া কীর্ত্তন, তেওট । সুর, "আর বলব কি যেমন"]

১৮৩২ মা নামটি কি মধুর নাম !
আমার মন-রসনা, মা ব'লে ডাক অবিরাম ।
জনম লইয়ে ভবে, আগে 'মা' 'মা' বলে সবে,
পায় রোগে শোকে, চরম কালে, মা নামে কত আরাম !
মা আছে যার, ভয় কি তার ! মা নামে যায় হৃদয়-ভার :
বালকের মত' ডাক নিয়ত, পূর্ণ হবে মনস্কাম ।
[লোফা]

১৮৩৩ তুমি এত মধুময়, এত প্রেমময়, কে জানিত, বল হরি
(আমি না জেনে তোমায় ভুলে ছিলাম ;
আমি না বুঝে তোমায় ভজি নাই হে)
এখন শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, আর কি ভুলিতে পারি !
(প্রাণ-সখা, তোমায় ; জীবন থাকিতে হে)

(সখা) জননী-জঠরে, নিজে কোলে ক'রে, রেখেছিলে তুমি মোরে ;
(যখন আমি আমায় জানিতাম না ; যখন চেতনা ছিল না আমার)
(তোমার) এত প্রেম, হরি, ভুলিতে কি পারি,
(প্রেমের তুলনা মিলে না হে)
বাঁধা আছি প্রেম-ডোরে। (চির দিনের মত' ; এ জীবনের মত')
(আমার) জনম হইতে, আছ সাথে সাথে,
ছাড় না নিমেষের তরে !
(আমি ছাড়িলেও তুমি ছাড় না হে)
(এত প্রেম কোথা পেলে হে হরি)
আমি যে পথেতে যাই, যে দিকেতে চাই,
(দেখি) আছ সব আলো ক'রে। (ভুবনমোহন রূপে)
(আমার) রোগ-শয্যায়, ও হে দয়াময়, ব'সে থাক দিবানিশি ,
(আমার জননীর জননী হ'য়ে ; এক তিলেকের তরে নড় না হে)
(আবার) বিপদের কালে, মাভৈঃ মাভৈঃ ব'লে,
(ও হে বিপদ-ভঞ্জন দয়াল হরি)
কোলে লও ছুটে এসে ! (কত স্নেহভরে ; ধন্য ধন্য তুমি)
আমি বুঝেছি এবার, ও হে প্রাণাধার, বিপদ বিপদ নয় ;
(আমি বিপদে তোমায় নিকটে পাই হে)
তুমি বিপদের ছলে, নিকটে যে এলে, দিলে প্রেমের পরিচয় !
(ও হে দয়াল প্রভু)

[একতালা। সুর, "ধন্য সেই জন"]

১৮৩৪ ও হে, তোমার গুণের কথা বল্‌ব কত আর !
লক্ষ রসনায় বলা যদি যায়, তবু নাহি হয় শেষ কথার !
রসনার মূলে করিলে নৃত্য, বাহিরয় কত গূঢ় তত্ত্ব ;
চলে কীর্ত্তন-আলাপ নিত্য, রসনায় বহে সুধা-ধার।
(যখন) করাও এ করে পদ-পরশন,
শত করী বল পাই হে তখন ;
কত অসাধ্য করি সাধন, উপজে বিস্ময় আমাতে আমার !
(যখন) ঢাল বচন শ্রবণে, সঙ্গীত উঠে ভুবনে,
শুধু তব বাক্‌ বহে পবনে, বাজে কাহিনী তব মহিমার !
নয়ন-সমুখে হও হে প্রকাশ, বিশ্বে নিরখি ও রূপ-রাশ ,
বদনে বদনে তোমারি হাস, মেশামিশি রূপে একাকার !
[একতালা]

১৮৩৫ (ক) অনাথের নাথ হে, দীনদয়াল প্রভু তুমি !
(যার কেহ নাই, তার তুমি আছ)
সকল মঙ্গলের মূলে তুমি, তুমি শিবং প্রেমপূর্ণং।
(এমন কে আর আছে হে)
(খ) ও হে সকলের মূলে তুমি আছ ব'লে মধুময় এ সংসার !
তোমার প্রেমের তুলনা মিলে না, মিলে না,
তুমিই তুলনা তার !
[(ক), লোফা ; সুর, "এই ত হৃদয়ে" । (খ), খয়রা ; সুর, "দেখি এক পাপী"]

১৮৩৬ (ক) বিশ্বরাজ হে, আমায় কেন ডাক সখা ব'লে আর!

(আর ডেকো না, ডেকো না; অমন ক'রে সখা ব'লে)

তোমার মধুমাখা ডাকে, হরি, আমি নিদারুণ লাজে মরি!

(আর ডেকো না, ডেকো না)

(খ) কলুষ-সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয় হে,

তার কি গুণে ভুলিয়ে, পুণ্যময় হরি, সখা ব'লে ডাক তায় হে!

(এ কি ভালবাসা)

যে জন মোহমদে মত্ত, সদাই উন্মত্ত, গরবে গর্ব্বিত রয় হে,

তার কি গুণ স্মরি, দেব-দুর্ল্লভ হরি, সেধে ভালবাস তায় হে!

(অবাক্ হই হে হরি)

আমি বুঝিনু এখন, পতিতপাবন, তোমার প্রেমের রীত;

যে জন চাহে না তোমারে, চাও তুমি তারে, সাধিয়ে বল সুহৃদ্!

(তোমার প্রেমের সীমা কোথায়, প্রভু)

(গ) আমি থাকি সদা ঘুমের ঘোরে, কেন ডেকে পাগল কর মোরে!

(আর ডেকো না, ডেকো না; এমন নরাধমে)

যদি ছাড়িবে না, দীনবন্ধু, দেখাতে ঐ প্রেমসিন্ধু,

তবে প্রেমে বন্দী কর মোরে।

(আর ছেড়ো না, ছেড়ো না; দীনহীন পাপী ব'লে;

নৈলে আর ডেকো না ডেকো না; অমন ক'রে বারে বারে)

[(ক), লোফা; সুর, "এই ত হৃদয়ে"। (খ), খয়রা: সুর, "দেখি এক শাখী"।
(গ)=(ক)]

১৮০৭ হৃদয়-পরশমণি আমার !
নয়নের ভূষণ আমার বিভু-দরশন,
বদনের ভূষণ আমার নাম-সঙ্কীর্ত্তন ;
(ভূষণ বাকি কি আছে রে, জগচ্চন্দ্র হার পরেছি)
হস্তের ভূষণ আমার সে চরণ-সেবন,
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম-শ্রবণ।
(ভূষণ বাকি কি আছে রে, প্রেমমণি হার পরেছি)
[লোফা। সুর, "ও নাথ, তুমি ত কৃপাকল্পতরু"]

১৮০৮ তোমার তরে তৃষিত প্রাণ, কর হে প্রেমবারি দান।
দয়াঘন তুমি, তৃষিত চাতক আমি ;
করি বারি দান, বাঁচাও প্রাণ, ও হে প্রাণের প্রাণ।
(বারি পিয়াও দেখি ; মন-চাতকে)
তুমি হে প্রেম-শশী, আমি চকোর সুধাপিয়াসী,
মিটাইয়ে সাধ, ও হে প্রেমচাঁদ, করিব সুধা পান।
(সুধা পিয়াও দেখি , মন-চকোরে)
তুমি হে প্রেমসিন্ধু, দাও প্রেম এক বিন্দু,
করিব পান, জুড়াব প্রাণ, গলিবে মন-পাষাণ। (তোমার বিন্দু প্রেমে
মাতি ভক্তি-রস-রঙ্গে, ভাসি প্রেম-তরঙ্গে,
তোমার নাম, খুলিয়ে প্রাণ, আজি করিব গান।
(দুঃখ দূরে যাবে ; তোমার নাম-গানে)
[পয়রা। সুর, "দয়াল বল না"]

১৮৩৯ চিনি চিনি করি মনে, কিন্তু তোমায় চিনি নে।
জানি জানি মনে জানি, কিন্তু তোমায় জানি নে।
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল-হাসি, থাক' তার সনে মিশি ;
(সে যে অঙ্গ-আভা, অঙ্গ-গন্ধ, তোমারি, তোমারি, তোমারি)
ফুলটি হাতে নিয়ে বসি, ধরি ধরি তবু ধরি নে।
(হাতে পেয়েও তোমায়)
শত-রঞ্জিত পাখী, তার মাঝেতে থাকি,
(সেথাও তোমার অঙ্গ-আভা, বচন-সুধা)
ভুলাও কত ডাক ডাকি, শুনি শুনি তবু শুনি নে !
(শ্রবণ থাক্‌তে বধির হ'য়ে)
বেদ বিধি, ইতিহাস, তোমারি ত গূঢ় ভাষ,
(তুমি শাস্ত্ররূপে কও হে কথা)
ছিন্ন করে মোহ-পাশ, পশিয়ে জ্ঞান-শ্রবণে।
(তোমারি কথা আমি, শুনি শুনি তবু শুনি নে)
মানুষের মুখে বুকে, হাস নাচ কত সুখে ! (প্রেমানন্দ রূপে)
যে দেখে সেই তো দেখে,—(আমি) দেখি দেখি, তবু দেখি নে।
(আমি আঁখি থাক্‌তে অন্ধ হ'য়ে)
সচ্চিৎ-আনন্দ-মাখা, মায়া-আবরণে ঢাকা, (জয় জয় সচ্চিদানন্দ)
একবার যদি পাই হে একা, ধরি আর কভু ছাড়ি নে।
(আজ দাও হে দেখা ; লুকোচুরি আর চল্‌বে না হে)
(তোমার মায়ার কায়া দেখ্‌তে শিখি)
[একতালা]

১৮১১ (ক) এত কাছে কাছে, হৃদয়ের মাঝে,রয়েছ হে তুমি হরি!

(কিন্তু) মনে ভাবি আমি, কত দূরে তুমি, রয়েছ আমায় পাসরি !

(আমি পাপী ব'লে)

(যেমন) ছায়াবাজীকরে, কত খেলা করে, আড়ালে লুকায়ে থেকে ;

(পাছে কেহ দেখ্‌তে পায়)

(তেম্নি)আমাদের ল'য়ে লীলামত্ত হ'য়ে,তুমি রেখেছ তোমারে ঢেকে।

(পাছে ধ'রে ফেলি)

(যেমন) কি ফুল ফুটেছে, কোন্ বনমাঝে, না জেনেও অলি ধায় ;

(ফুল-গন্ধে মত্ত হ'য়ে)

(তেমনি) না বুঝে না জেনে, তোমারি সন্ধানে,

(আমার) প্রাণ কোথা যেতে চায় ! (ঘরে রইতে নারে)

নিজ) নাভিগন্ধে মত্ত, মৃগ ইতস্ততঃ ছুটে গন্ধ-অন্বেষণে,

(কোথা গন্ধ না জেনে)

(তেমনি) তোমায় বুকে ধ'রে, আকুল তোমা-তরে,

(আমি) ছুটে বেড়াই ভব-বনে। (কোথায় আছ ব'লে)

(যেমন) আলোক-সাগরে অন্ধ স্নান ক'রে, আলো কেমন বুঝ্‌তে নারে,

(কত অনুমান করে, তবু)

(তেমনি) তোমাতে বাঁচিয়া, তোমাতে ডুবিয়া,

(তবু) বুঝ্‌তে নারি হে তোমারে ! (ও হে কেমন তুমি)

(খ) দেখা যদি নাহি দিলে, তবে আঁখি কেন দিলে !

কেন দিলে এই প্রাণ মন ! (হরি হে)

ধরা যদি নাহি দিলে, কেন মন মাতাইলে,

কেন প্রাণে এই আকর্ষণ ! (হরি তোমার তরে হে)

খুলে দাও আঁখির ডোর, ঘুচাও এ মোহ-ঘোর,
দূর কর যত ব্যবধান। (হরি হে)
এই তুমি, এই আমি, এই ত হৃদয়-স্বামী,
দেখা দিয়ে জুড়াও পরাণ ! (জীবন সার্থক কর হে)
[(ক). একতালা ; সুর,"ধন্য সেই জন"। (খ), কাওয়ালি ; সুর,"প্রভো আশীষ কর"]

১৮১১ কাছে এস, আরো কাছে, প্রভু, এস হৃদয়-মাঝে।
কেন ব্যবধান, পর্ব্বত সমান, তোমার আমার মাঝে !
কেন এই অন্ধকার রয়েছে সম্মুখে আমার !
কেমনে এ হাত বাড়ায়ে, ধরি চরণ জড়ায়ে !
(কোথা তুমি ! কোথা আমি ! দেখ দেখ অন্তর্যামী)
তাই সকাতরে, ডাকি হে তোমারে, তুমি বিনা আমার কে বা আছে !
কাঙ্গালের চির-সাধ, ও চরণ-প্রসাদ,
দাও দাও রাখি ধ'রে, প্রাণপণ ক'রে ;
(আর ছাড়্‌ব না, ছাড়্‌ব না ; চরণ বুকে ধ'রে প'ড়ে রব)
দেখ্‌ব প্রাণ ভ'রে, থাক্‌ব চরণ ধ'রে, দিবানিশি কাছে কাছে।
তুমি যে সর্ব্বস্ব আমার, মুখে কি জানাব আর !
এক পল তোমা বিনা চলে না যে, চলে না !
(কেন দূরে দূরে থাক তবে ? আমায় এত অসহায় ক'রে)
(এস আঁধার হৃদয় আলো ক'রে ; এস হৃদয়-কুটীর আলো ক'রে)
(তোমায়) সর্ব্বস্ব আমার দিয়ে উপহার, ফিরি তোমার পাছে পাছে !
[একতালা। সুর, "ঐ শুন শুন বন্ধুগণ,—মহাসঙ্কীর্ত্তন"]

১৮১২ আমার দয়াল হরি, আমি তোমারি তোমারি !

সারাদিন ডাকে আমায় যারা সবায়, তাদের নই যে আমি,

তাদের নই যে,—তোমারি হে !

ও হে, তুমি যখন প্রাণের ঘরে, দেখা দাও আমারে,

(দয়াল হরি, হরি আমার)

তোমার অরূপ সেই রূপ হেরি, বলি "আমি তোমারি হে !"

অনিমেষ আঁখি তোমার, মোর পানে চায় অনিবার,

আঁখিতে হাসি খেলে,—প্রেমের হাসি; মরি কি বাহার !

তুমি প্রেমের বাহু পসারিয়ে, ধর হে আমায়,

(দয়াল হরি, হরি হে)

আমি তোমার বুকে মাথা রেখে বলি "আমি তোমারি হে !"

রূপ রস ধন জন, ডাকে আমায় অনুক্ষণ,

যে-ডাকে তোমায় ভুলে, ডেকে আনি আপন মরণ !

ও হে তুমি দেখা দিলে, সবে লুকায় তোমার মাঝে,

(দয়াল হরি, হরি আমার)

দেখি, কেউ নাই মাঝে তোমার আমার ; আমি কেবল তোমারি হে।

বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল, দিন তো ফুরিয়ে এল ;

যারা সব বেঁধেছিল প্রেমের ডোরে, সবাই দূরে গেল !

এই উদাস প্রাণের কাছে এসে, বল বারে বারে,—

(দয়াল হরি, হরি হে)

"আমি তোমায় কভু ছাড়তে নারি !"—আমি সদা তোমারি হে !

[সুর, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি"]

১৮৭৩ ও হে আমার প্রাণরমণ প্রাণহরি হে!
(প্রাণারাম প্রাণহরি হে!)
আমার প্রাণমাঝে, প্রাণসখা, দেখা দাও না দয়া করি হে!
তুমি হৃদয়ের ধন, তুমি অমূল্য রতন,
তুমি পরাণের পরাণ আমার, জীবনের জীবন;
(ও হে) কেমন ক'রে থাক্‌ব বল, আমি তোমা-ধনে ছাড়ি হে!
আমায় যথা তথা ল'য়ে যাও, তাহে ক্ষতি নাই;
আমার তাহে নিষেধ নাই, ও হে নাথ!
কিন্তু যথা ল'য়ে যাও, প্রভু, রেখো রেখো সঙ্গে করি হে!
আমি তোমার সঙ্গে, প্রেম-রঙ্গে, নাচিয়ে নাচিয়ে,
সুখে বেড়াব, খেলিয়ে হাসিয়ে;
তোমার প্রেম-ধামের প্রেমের লীলা, সদা দেখ্‌ব প্রাণ ভরি হে!
(ও হে প্রেমময় হে)
আমি ডুবিতে গেলাম তোমার প্রেম-সাগরে,
উঠি ভাসি বারে বারে, হায় রে!
এবার জন্মের তরে, প্রেম-সাগরে, ডুবাও, ডুবাও দয়া করি হে!
(ও হে প্রেমসিন্ধু হে)
কত খেলা-ধূলা, মাটীর পুতুল, এনে দাও আমারে,
ছেলে ভুলাবার তরে, হরি হে!
(ও হে) আর কি আমার সে দিন আছে,
ভুলে থাক্‌ব তোমায় ছাড়ি হে! (সে দিন চ'লে গেছে হে)
[বাউলের সুর, খেম্‌টা। সুর, "ওরে আমার প্রাণপিঞ্জরের পাখী"]

১৮১৪ প্রাণরমণ, হৃদি-ভূষণ, হৃদয়-রতন স্বামী !
(আমি) পাপে কলঙ্কিত, মোহে অভিভূত, তথাপি তোমারি আমি।
(আমার আর কেহ নাই)
(ও হে) তুমি হে আমার জীবন-আধার, চিরদিন তব আমি !
(আমার) আঁখির জ্যোতি, শ্রবণের শ্রুতি, কণ্ঠমাঝে তুমি বাণী,
শরীরে শকতি, হৃদয়ে ভকতি, মনোমাঝে চিন্তামণি।
(আমার) দর্শন শ্রবণ, পরশ মনন, সকলেরই মূলে তুমি,
(তবু) তোমায় না দেখিয়ে, মোহে অন্ধ হ'য়ে, করি শুধু 'আমি' 'আমি';
(ও হে) দাও খুলে আঁখি, প্রাণ ভ'রে দেখি, তুমি প্রাণ, আমি প্রাণী.
অন্তরে বাহিরে নিরখি তোমারে, শুনে চলি তব বাণী।
[মনোহর সাহী, খয়রা। সুর, "প্রভো কি নিবেদিব আমি"]

১৮১৫ সে যে বুকভরা ধন। (আমার)
তারে বুকে রেখে জুড়ায় বুক, জুড়ায় প্রাণ মন।
মৃত প্রাণে সে যে জীবন, তার বিচ্ছেদ মরণ,
আমার হৃদয়-ভূষণ সে যে, অন্ধের নয়ন।
তারে নয়নে নয়নে রাখি, তার কাছে কাছে থাকি,
তারে দে'খে দে'খে দেখার সাধ মিটে কি কখন্ ?
তার কত সুমধুর বচন করি যে শ্রবণ,
আমি যত শুনি, শুনিতে চাই ; সে ত হয় না পুরাতন।
সে যেমন রাখে তেমনি আছি, তারি কথায় মরি বাঁচি,
সে যেমন নাচায় তেম্নি নাচি, কলের পুতুলের মতন।

তারি প্রেমসুধা খেয়ে, তারি গুণ গেয়ে,
এবার জন্মের মত' যাব ব'য়ে, তোমরা যা বল' এখন।
সে আমায় ভালবাসে যেমন, তারে ভালবেসে তেমন,
আমি হব তারি মনের মতন, এবার করিয়াছি পণ।
[ভৈরবী, আড়খেম্‌টা। সুর, "একবার পাই যদি দেখিতে"]

১৮১৬ দাও খুলে জ্ঞান-আঁখি !

একবার অনিমেষে তোমায় দেখি। (বড় সাধ মনে ; ও হে জ্ঞানময়)
অজ্ঞান-আঁধারে, পাপ-নিকরে, বিপথে নিয়ে যায় ডাকি,
পথ পাই না দেখিতে, তাই তাদের হাতে চলিতেছি থাকি থাকি :
(অন্ধের দশা দেখ ; আমার দশা দেখ)
দিলে অশন বসন, প্রিয় পরিজন, কিছু না রাখিলে বাকি,
আমার রোগে কি বিপদে, ঘোর বিষাদে মাভৈঃ বল প্রাণে থাকি।
(এত দয়া তোমার ! ও হে দয়াল প্রভু)
(আবার) কাছে কাছে থাকি, 'আয়' ব'লে ডাকি,
প্রাণ কাঁদাও কেন তব লাগি ?
প্রভু, এ যে ব্যবহার বুঝি না তোমার, অন্ধজনে সাজে এ কি !
(বিলম্ব যে সয় না প্রভু)
(ডাক শুনি, তবু দেখ্‌তে পাইনে, এ যে সয় না প্রভু)
(বল) আর কতদিন, হ'য়ে দৃষ্টিহীন, ঘুরিব আঁধারে থাকি ?
(প্রভু) আজ এ অন্ধের কর চক্ষুদান, কাতরে তোমায় ডাকি।
* [মনোহর সাহী, পয়রা। সুর, "প্রভো কি নিবেদিব আমি"]

১৮১৭ কত দূরে, কত দূরে (আর)? তুমি আছ কোন্ পুরে!
তোমার বিশ্ব-বীণার উঠে ঝঙ্কার কোথা হ'তে বার বার হে!
আমি সুর-মদিরা-পানে মাতোয়ারা, (বল) কি আছে সে সুরে!
তুমি আছ কোন্ পুরে!
আমি মৃদু মন্দ সুধাগন্ধ পেয়েছি প্রাণ-রন্ধ্রে হে,
আমার প্রাণ চমকে, হরষে পুলকে, (তুমি) রয়েছ বুঝি অদূরে!
বল, কোথায় কোন্ পুরে!
আমি আকাশ-তলে সাগর-জলে তুঙ্গ-শৃঙ্গ অচলে হে,
তব দর্শন-আশে, প্রেম-পিয়াসে, (কত) দেশে দেশে মরি ঘুরে!
(বল, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি হে!)
একবার মিটাও সাধ, প্রাণের বাঁধ (দেখ) যায় যে ভেঙ্গে চূরে!
কোথায় আছ, কোন্ পুরে!

একতালা। সুর, "ওহে জীবনবল্লভ"]

১৮১৮ চঞ্চল অতি, পাগল মতি, নাথ-তরে ভব-ভুবনে!
শশী ভাস্কর, তারা-নিকর, পুছত সলিল পবনে।
(ও কেউ দেখেছ না কি ? আমার হৃদয়-নাথে)
হে সুরধুনি, সাগর-গামিনি, গতি তব বহু দূরে ;
(সাগর সম্ভাষিতে)
হেরিলে কি তুমি ভরমিয়া ভূমি, যাঁর তরে আঁখি ঝরে ?
(তোমার ধারার মত')

মিহির ইন্দু, কোথা সে বন্ধু ? দিঠি তব বহু দূরে।
(গগন-মাঝে যে থাক ; বল্‌লে বল্‌তেও পার)
হেরিছ নগর, সরসী সাগর, নাথ মম কোন্ পুরে ?
মনোহর সাহী, খয়রা। সুর, "প্রভো কি নিবেদিব আমি"]

১৮১৯ বড় আশা ক'রে, প্রভু, তব ঘরে, এসেছে অধম জন ;
মুখ নিরখিবে, নয়ন জুড়াবে, গলিবে পাষাণ মন।
(তোমার রূপ হে'রে)
যাইবে যাতনা, পূরিবে বাসনা, নিভিবে পাপ-দহন ;
(তোমার পুণ্য-নীরে)
প্রেমেতে ডুবিবে, আনন্দে মাতিবে, পাইবে পরম ধন।
(আজি হৃদয় ভ'রে)
তুমি প্রেমমণি, তুমি রত্নখনি, তুমি হে হৃদি-ভূষণ ;
(হৃদয়-রতন তুমি)
নেত্রের কজ্জল, আত্মার সম্বল, তুমি হে প্রাণ-রমণ।
(ও হে হৃদয়-সখা)
হৃদয়ের স্বামী, তোমারি হে আমি, তুমি হে জীবন-ধন ;
(আমি তোমারি, নাথ)
দাসে কিনিয়ে, নিজের করিয়ে, রাখ হে দীন-শরণ। (ঐ চরণতলে)
একতালা। সুর, "ধন্য সেই জন"]

১৮২০ (ক) কেমনে দেখিব সেই হৃদয়-রতনে ;
পরাণ ব্যাকুল সদা যার অদর্শনে !
(প্রাণ সদাই ঝুরে রে ; দেখা না পেয়ে)
কে আছে হেন ত্রিভুবনে, আমায় দেখাবে সেই হৃদয়-ধনে রে !
(হেন সখা আমার কে আছে)

(খ) যে জন সদা হৃদে রয়, তারে দেখাতে কি হয়,
ডাক্‌লে দেখা যায়, এই ত জানি !
বলে এই বাণী। (অন্তর হ'তে কে)
(যথা) নীরদ-কোলে দামিনী দোলে, চমকি লয় হয় অমনি !
(তা কি দেখেছ কভু ; ও মূঢ় মন)
(জ্যোতি দেখাইয়ে আর দেখা দেয় না, দেয় না ; সে সুন্দর ছবি)
দেখ, সব ভূত-মাঝে বিজলি বিরাজে, কার বল আছে ধরে অমনি !
(বিজ্ঞান-বল বিনে)
কিন্তু বিজ্ঞান-বলী, ধরিয়ে বিজলি, আপন কাজ সাধে আপনি।
(বিজ্ঞান-বলে ; মনের মত' ক'রে)
(তখন) অধীরা চপলা, ধরি আলো-মালা, হ'য়ে রয় স্থির-সৌদামিনী ;
(বিজ্ঞান-বলে)

(গ) তেমনি জানিরে, মন, অরূপ হৃদি-রঞ্জন,
বারেক চমকি হৃদাকাশে, (প্রাণ পাগল ক'রে রে ; মনোহর রূপে)
দেখিতে দেখিতে যেন, কোথা হয় অন্তর্দ্ধান, আর রূপ নাহি পরকাশে ;
(কোথা চ'লে যায় রে ; হৃদয় আঁধার ক'রে)

সব পরমাণু-মাঝে ব্রহ্ম-জ্যোতি বিরাজে, কে বা হেন রসায়ন জানে ;

(কেউ ত জানে না, জানে না ; সে পরম তত্ত্ব)

পরমাণু ভেদ করি, বিজ্ঞান-বল-প্রচারি, ব্রহ্ম-বিজলি ধরে আনে !

(কেউ তো পারে না, পারে না ; হার মানে সবে)

এ হেন দুর্ল্লভ ধনে, প্রেমিক ভকত জনে,

লভে প্রেম-বিজ্ঞানের বলে : (ব্রহ্মকৃপা-বলে রে)

ভকত-হৃদি-আকাশে, সে সুন্দর স্ব-প্রকাশে,

স্থির-সৌদামিনী হেন জ্বলে ! (হিয়া আলো ক'রে রে : জ্যোতির্ম্ময় হরি)

(ঘ) ও রে প্রেম বিনা সেই প্রেমছবি প্রকাশ কি পায় মনে রে ?

(প্রকাশ হয় না, হয় না ; প্রেমযোগ বিনা)

[(ক). লোফা ; সুর, "এই ত হৃদয়ে" । (খ). খয়রা : সুর. "দেখি এক শাখী" । (গ). দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ" । (ঘ) = (ক) ।

১৮২১ বড় আশা ক'রে তোমার দ্বারে এসেছি, ও হে দয়াময় !

প্রভু, তুমি পতিতপাবন, নিলাম চরণে শরণ,

যেন এ দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় !

এই সংসার-প্রলোভনে, কাঁদে প্রাণ নিশিদিনে,

তাইতে এসেছি এখানে ; (হে)

অভয়-চরণ-দানে এ দীনে কর অভয় ।

আমি চাই না হে ধন মান, চাই না যশ অভিমান,

কর-যোড়ে করি নিবেদন, (হে)

যেন এই দীনে শ্রীচরণে পায় আশ্রয় ।

তেওট]

১৮২২ একটি ভিক্ষা আজ দিতে হবে হে আমায়, দীনবন্ধু হে!
ঐ অভয় চরণ, পেতে আকিঞ্চন, নিয়ে কর্‌ব হে হৃদয়ের ভূষণ।
নিত্য ভক্তি-জলেতে ধোব, নয়ন ভ'রে দেখিব, বাসনা হে;
বল্‌ব, "কৃতার্থ করেছেন আমায় দয়াময়।"
কি স্বদেশে কি বিদেশে, নিয়ে রাখ্‌ব হে হৃদয়ে গেঁথে;
পাপ-যন্ত্রণা দূরে যাবে, বিপদ সম্পদ হবে, দীননাথ হে,
তুমি কৃপা করিয়ে একবার হও সদয়।
[তেওট। সুর, "আর বল্‌ব কি যেমন"]

১৮২৩ হৃদে হের্‌ব আর অভয়-চরণ পূজ্‌ব হে!
তোমার দরশনে, দীনবন্ধু, জীবন্মুক্ত হব।
তোমার প্রেমামৃত-পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিব। (ক্ষুধা দূরে যাবে হে)
তোমায় ভ্রাতা ভগ্নী মিলে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিব।
(তোমার অভয় পদে হে)
তোমার প্রেম-সিন্ধু-নীরে ভাসিয়ে হৃদয় জুড়াইব।
(জ্বালা দূরে যাবে হে)
তোমার দয়াময় নাম সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দে মাতিব।
(মাতিব আর মাতাইব হে)
তোমার আনন্দময় রূপ হেরি আনন্দে মাতিব।
তোমায় দেখে শুনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিব।
তোমার পুত্র-কন্যাগণে প্রেম-নয়নে হেরিব।
[খেম্‌টা]

১৮২৪ কি সুখ জীবনে মম, ও হে নাথ দয়াময় হে ;
যদি চরণ-সরোজে, পরাণ-মধুপ চির মগন না রয় হে !
অগণন ধনরাশি, তায় কি বা ফলোদয় হে,
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে !
সুকুমার কুমার-মুখ দেখিতে না চাই হে,
যদি সে চাঁদ-বয়ানে, তব প্রেম-মুখ দেখিতে না পাই হে !
কি ছার শশাঙ্ক-জ্যোতিঃ, দেখি আঁধারময় হে,
যদি সে চাঁদ-প্রকাশে, তব প্রেমচাঁদ নাহি হয় উদয় হে !
সতীর পবিত্র প্রেম, তাও মলিনতাময় হে,
যদি সে প্রেম-কনকে তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে !
তীক্ষ্ন-বিষা ব্যালী-সম সতত দংশয় হে,
যদি মোহ পরমাদে, নাথ, তোমাতে ঘটায় সংশয় হে !
কি আর বলিব, নাথ, বলিব তোমায় হে,
তুমি আমার হৃদয়-রতন-মণি, আনন্দ-নিলয় হে !
[আলাইয়া কীর্ত্তন, খয়রা]

১৮২৫ ও হে প্রেমের জলধি, এ হৃদয়ের নদী, তোমাতে মিলিতে চায়।
পথে মোহের পাষাণে, সদা সংঘর্ষণে, তরঙ্গ তুলিয়ে ধায়।
(এ হৃদয়ের নদী ; প্রেম-সিন্ধু-পানে ; চেয়ে দেখ, প্রভু)
সেই তরঙ্গ-গর্জ্জনে, জীবন-পুলিনে, আতঙ্কে প্রাণ যে যায় !
(ও হে বিপদ-ভঞ্জন ; ও হে ভয়বারণ)
[খয়রা। সুর, "দেখি এক শাখী".]

১৮২৬ লভিয়ে কৃপা তাঁহার, চঞ্চল মতি আমার,
ত্যজিবে পাপের প্রলোভন।
প্রেমামৃত-পানে রুচি, হইবে পাপে অরুচি, রুচি ব্রহ্মনামে অনুক্ষণ!
পবিত্র তপস্যা-বলে, কুপ্রবৃত্তি যাবে চ'লে, ব্রতী হব সত্যের সাধনে ;
ধৃতি ক্ষমা দম আদি, সাধনেতে নিরবধি, নিয়োজিব এ পাপ-জীবনে।
তপ জপ নাম-গানে জীবিত রাখিব প্রাণে, না গণিব ভব দুঃখ আর;
আনন্দে ভাসিবে প্রাণ, নীরসতা অন্তর্দ্ধান, জন্মের মত হইবে আমার।
হ'য়ে প্রেমিক বৈরাগী, ব্রহ্মধনে অনুরাগী, ত্যজিব বিষয়-প্রলোভন ;
কুবাসনা দূরে যাবে, ব্রহ্মে রতি মতি হবে, ব্রহ্মগত হবে প্রাণ মন।
কর্ম্মশীল যোগী হ'য়ে, অলস ভাব ত্যজিয়ে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধিব জীবনে ;
ইষ্ট-সেবা ইষ্ট-ভক্তি, ইষ্ট-জ্ঞান ইষ্টাসক্তি, ইষ্টে মন মগ্ন সর্ব্ব ক্ষণে।
মোহাঁধার দূরে যাবে, জ্ঞান-চন্দ্রোদয় হবে, হৃদাকাশ হইবে বিমল ;
(তায়) প্রেমাসন পাতিয়ে, প্রাণনাথে বসাইয়ে, করিব এ জীবন সফল :
কত কথা তাঁর সনে, কহিয়ে বসি গোপনে, মিটাইব সব মন-সাধ ;
অনিমেষ নয়নে দেখিব সে শোভনে, বিরহে গণিব পরমাদ।
প্রীতি-কুসুম-হারে সাজাব যতন ক'রে, প্রাণেশ-চরণ-কমল ;
তাহে ভক্তি-চন্দন-চূয়া অনুরাগে মাখাইয়া, দেখিব সে রূপ নিরমল।
নাথে দরশন করি, প্রেমে অঙ্গ হবে ভারি, নয়ন ঝরিবে অবিরল ;
হাসিব কাঁদিব কত, ক্ষেপা পাগলের মত, লোকে মোরে বলিবে পাগল।
হৃদয়েশ-শ্রীচরণ, করি এবে আলিঙ্গন, সার্থক করিব এ জীবন ;
স্পন্দহীন হ'য়ে র'ব, ভব-দুঃখ পাসরিব, পরশিয়ে নাথ-শ্রীচরণ!
আবার শুনিব তাঁর সুবচন সুধাধার, জুড়াইবে এ পাপ-শ্রবণ ;
তায় ফলিবে সুফল, আঁখি শ্রবণ যুগল, করয়িবে বিবাদ-ভঞ্জন।

শুনেছি যোগি-বচন, হ'লে ব্রহ্ম দরশন, পরম সুখেতে ভাসে প্রাণ ;
কেমন সে সুখরাশি, ভুঞ্জিব বিরলে বসি, ছাড়িয়ে নীচ সুখ আন।
(ঐ) ব্রহ্ম-স্পর্শ-পুণ্যফলে, পাপ-রিপু সকলে, জন্মের মত হইবে বিদায় ;
যাইব মঙ্গল-ধাম, গাইব মঙ্গল-নাম, লভিব মুক্তি আনন্দে তায়।
[ঠুংরি]

১৮২৭ কার তরে উদাসী, রে প্রাণ !
ভিখারী বৈরাগী বেশে ফির দেশে দেশে রে,
কার তরে ঝরে দুনয়ান !
সুখ-শয্যা পেতে তোরে রাখিনু কত আদরে ;
(তবু) "যাই" ব'লে কেঁদে উঠে, কোথা যেতে চাও রে,
কার তুমি শুনিলে আহ্বান !
ধন মান পরিজনে, তুষিনু কত যতনে,
(তবু) "নাই" ব'লে সকল ফেলে, খুঁজিছ কাহারে রে,
কার টানে প'ড়েছে রে টান !
ভোগে সুখে পূর্ণ ধরা, কি ধনে হইলি হারা !
(বল) কার তরে বাজে সদা মরমে মরমে রে,
"নাই" "নাই" করুণ রোদন !
(তবে) যাও রে, আকুল প্রাণ ! নীরবে কর প্রয়াণ,
যাঁর পানে ছুটে যায় মর্মের বেদনা রে,
তাঁরি পায়ে লভ রে বিরাম !
[ভাটিয়াল, কাহারবা। সুর, "ভাই রে কি মধুর নাম"]

১৮২৮ রাখ চিরদিনের তরে আমায় চরণ-ছায়ায়।

এই চঞ্চল অধীর মন ছুটে যে পলায় !

সুখের আশা পায় যেথানে, চিত আমার ধায় সেখানে ;

পিয়ে পাপের গরল, পায় প্রতিফল, তবু কেন ধায় !

তোমায় ছেড়ে দূরে গিয়ে, মনের সাধে গরল পিয়ে,

এখন অমৃত রোচে না মুখে, এ কি হ'ল দায় !

নিজ হাতে ধ'রে এনে, বসাইলে সাধু সনে,

ব সে সুধার সাগর-তীরে, মরি পিপাসায় !

অতীত পাপের তরে, দিবে দণ্ড, দাও হে মোরে,

তবু বাঁধিয়ে রাখ হে প্রভো, ছেড়ো না আমায়।

আপন স্নেহের টানে, আপনার আকর্ষণে,

রাখ তব প্রেম-প্রলোভনে, ভুলায়ে আমায়।

[তেতালা ; সুর, "নামে কত মধু কত সুধা"]

১৮২৯ দয়াল ব'লে ডাক্‌ব।

এই দয়াল নাম যে হৃদয়-মণি, হৃদয়-মাঝে রাখ্‌ব,

এ নাম হৃদয়-মাঝে রাখ্‌ব।

ও ভাই, দয়াল মোদের ভাবনা ভাবে ;

(কোন্ পরাণে ভুলে রব ! ওরে ও ভাই)

নিয়ত ডাক্‌ব তারে, হৃদয়ের গোপন পুরে ;

আছে সে যে মনের ঘরে, তারে ভালবাস্‌ব।

(আমরা) শুনে চল্‌ব দয়ালের কথা,

(দয়াল) যেথায় রাখে থাক্‌ব তথা ;

দয়াল মোদের মাতা পিতা, তারে ছেড়ে কোথায় যাব !

(হায় রে, ও ভাই)

দয়ালের দয়ার বলে, চরণে মতি হ'লে,

মনের কপট যাবে চ'লে, সরল পথে চল্‌ব।

(মোদের) সরল মনের সরল কামনা, চাই না মোরা সোণা দানা ;

পাই যদি সেই ভক্তি-কণা, সকল ধনে ধনী হব। (ও রে ও ভাই)

১৮৩০ কি আর বলিব আমি হে !

(তুমি সকলই জান ; অন্তরের কথা ; প্রাণের অন্তরালে ব'সে)

আমার শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, এ হৃদয়ে থেকো তুমি !

(আমার আর কেহ নাই ; এ সংসারের মাঝে ;

ও হে প্রাণসখা, তুমি বিনে)

প্রভু, তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিব হে প্রেম-ফাঁস ;

(অতি কঠিন ক'রে ; অতি যতন ক'রে)

(আমার পালানো-রোগ আছে ভারি)

তোমায় সব সমর্পিয়ে, এক মন হ'য়ে, হইব হে তব দাস।

(সেদিন কবে বা হবে ; দীনজন-ভাগ্যে ; আমি শ্রীচরণে বিকাইব)

[মনোহর সাহী, খয়রা। সুর, "প্রভো কি নিবেদিব আমি"]

১৮৩১ তব শুভ সম্মিলনে প্রাণ জুড়াব, হৃদয়-স্বামী।
কবে বসিব একান্তে, প্রাণকান্ত, তোমায় নিয়ে আমি!
মধুর নাম-গানে, ভক্তজনগণ সনে, (নবজীবন পাইব হে)
নিত্যপদ পেয়ে, প্রভু, কৃতার্থ হইব আমি।
হৃদয়ে ধরি শ্রীপদ, বিপদ ঘুচাব হে,
(প্রাণ শীতল হবে হে ; তোমায় হৃদয়ে ধ'রে)
(আমার) পাপ পরিতাপ যাবে, জুড়াবে তাপিত প্রাণী।
(তোমার) অখিল-লীলা রসে ডুবাব মানসে হে, (নীচ-বাসনা রবে না)
আমি সকলি ভুলিব, কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি।
*[ঝাঁপতাল]

১৮৩২ (ক) শুন শুন, প্রেমময়, কি কহিব আর,
পরশমণি-সমান প্রীতি তোমার হে!
তুলনা আছে কি, প্রভো, ধরণী-মাঝারে,
অতুলন প্রেম তব, এ ভব-সংসারে!
ক্ষিতিতলে যদি কভু হয় চন্দ্রোদয়,
শূন্যে শোভে তরুরাজি, লতা কিশলয়,
অনলে শৈত্য সম্ভবে, উষ্ণ তুষারে,
(তবু) তুলনা নহে সম্ভব (তব প্রেমের) এ মহী-মাঝারে!
যে প্রেমে মোহিত কর ভকত-সন্তানে,
নাহি যায় শোধ তার ছার প্রাণ-দানে।
প্রচণ্ড দৈত্যের সম মানব-তনয়,
তব প্রেম-ফাঁদে প'ড়ে তৃণ হ'য়ে রয়।

সুচতুর সেই সাধু, প্রাণ-বিনিময়ে,
লভেন তোমার প্রেম, দীনদাস হ'য়ে।
বাখানিব কত আমি ও প্রেম-কাহিনী;
প্রেমসিন্ধু, তুমি নাথ, ও হে গুণমণি!
(খ) প্রভো, কি নিবেদিব আমি হে!
গভীর তোমার প্রেম-সাগরে, নিমগন কর তুমি।
বিষয়ের কীট, অতীব বিকট, মম হৃদি প্রাণ মন,
কিরূপে নিকট হইব তোমার, ভেবে হই অচেতন!
মোহ-আঁধারে, পাপ-বিকারে, অশুচি রয়েছি আমি;
তব পুণ্য-নীরে ধুইয়ে আমারে, কোলে লও, পিতা, তুমি।
পিতা, তব কোলে বসিয়ে বিরলে, দেখিব শ্রীমুখ-শশী;
হ'য়ে পূর্ণকাম, গাব তব নাম, শুনিবে জগত-বাসী।
তব যোগ-ধ্যানে, নাম-গুণগানে, নিয়োজিব পাপ মন;
হাসিব কাঁদিব, নাচিব গাইব, ক্ষেপা পাগল-মতন।
(সে দিন কবে বা হবে।)
লভিয়ে তোমায়, ও হে দয়াময়, পূর্ণ হবে মনস্কাম;
সফল হইবে মানব-জীবন, যাইব তোমার ধাম।
(গ) প্রভো, আশীষ কর মোরে, যাইতে তোমার পারে,
প্রেম-সম্বল যেন পাই!
(আমায়) দাও নবজীবন, দাও নব চেতন, মাগই বর তব ঠাঁই।

[(ক). লোফা; সুর, "পাপে মলিন মোরা"। (খ) খয়রা। (গ) কাওয়ালি]

১৮৩৩ হিয়ার মাঝারে বসায়ে তোমারে, হেরিব হে প্রেম-মুখ !

(বড় সাধ আছে, নাথ ; অনেক দিনাবধি, মনে বড় সাধ আছে হে ; ঐ রূপ নিরখি হে ; অতি সঙ্গোপনে হৃদয় মাঝে নিরখি হে ; বড় সাধ আছে নাথ ; সাধ পূরাও পূরাও, প্রভু)

হেরে অপরূপ রূপ, আনন্দে মাতিব, পাসরিব সব দুখ,—

(তোমার রূপ হেরে)।

যে রূপ-সাগরে, আনন্দ-অন্তরে, ভকত-মকরগণ,

(তাঁরা ডুবে আছেন হে ; এ জনমের মত, রূপ-সাগরে ডুবেছেন হে ; সংসার-বাঁধন কেটে, জন্মের মত ডুবেছেন হে ; আমায় সেই সাগরে ডুবাও, প্রভু ; এ জনমের মত)

তাঁরা বাসনা-বন্ধন করিয়ে ছেদন, হয়েছেন চির মগন,—

(তোমার রূপ-সাগরে)।

বড় আশা মনে, প্রেম-নয়নে, নিরখিব ঐ রূপ ;

(ঐ রূপ নিরখিব হে ; অতি সংগোপনে, হৃদয়-মাঝে নিরখিব হে ; সেথা তুমি রবে, আর আমি রব হে ; নিৰ্জ্জনে পেয়ে আমার মনের কথা খুলে ক'ব হে)

আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে, ও পদ-কমলে হ'য়ে রব হে মধুপ,—

(তোমার পাদপদ্মে)।

নয়নাশ্রুজলে ও পদ পাখালি, বসাইব হৃদাসনে ;

(সে দিন কবে হবে হে ; চক্ষের জল দিয়ে ঐ অভয় পদ ধোয়াইব ; আর কি ধন আছে হে ; চক্ষের জল বিনা কাঙ্গালের)

আবার প্রেম-চন্দনে করিয়ে চর্চ্চিত, পূজিব আনন্দ মনে,—

(ভক্তি-কুসুম দিয়ে)।

নিয়ে নামাবলী গায়, নামমালা জপ করিব হে দিবানিশি ;

(তোমার নামাবলী, হৃদয়ের ভূষণ হবে হে ; আর পাপ ঘেঁস্‌তে পার্‌বে না, নামাবলী দে'খে ; পাপ দূর হ'তে পলাইবে ; তোমার নামমালা আমার কণ্ঠের ভূষণ হবে হে)

ঐ প্রেম-মুখপানে রহিব চাহিয়ে, ধ্যানের ঘরেতে বসি,—

(অনিমেষ-নয়নে)।

নাম-গুণ-গান, নাম-রস-পান, করিব আনন্দ মনে,

(সেদিন কবে হবে হে ; নাম-রস-পানে, আমি প্রমত্ত হইয়ে রব ; ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাবে হে)

তোমার নাম-রত্নহার পরিয়ে গলায়, রাখিব হে সযতনে,—

(তোমার নাম মালা)।

[খয়রা। সুর, "দেখি এক শাখী"]

১৮৩৪ বাসনা করেছি মনে প্রেম-মুখ নিরখিব।

(দয়াময়, হও উদয়, আজি পাপীর হৃদয়মাঝে)

আমার তাপিত হৃদয় জুড়াইব।

সংসার-মরুতে ঘুরে, এসেছি আজ তোমার দ্বারে,

ডুবিয়ে প্রেম-সাগরে শ্রান্ত প্রাণ শীতল করিব।

কল্পনা-সুখ সেবনে, চিত্ত নাহি তৃপ্তি মানে,

(তাই) চিদানন্দ রূপ-ধ্যানে, মোহ-আঁধার ঘুচাইব।

[ঝিঁঝিট মিশ্র কীর্ত্তন, একতালা। সুর, (দ্বিতীয় পংক্তি ভিন্ন) "সাধ মনে হরি ধনে"]

১৮৩৫ ডুবিব অতল সলিলে, প্রেমসিন্ধুনীরে আজ !

(চিরদিনের মত ডুবিব হে ; ঐ সুখ-তরঙ্গে ডুবিয়ে রব ; আমি সাঁতার ভুলে ডুবে রব ; আমার ঢেউ লেগে প্রাণ কেমন করে ; আমি আর যাতনা সইতে নারি ; গভীর জলের মীনের মত ; এই মরুমাঝে থাক্‌ব না হে)

[ঝিঁঝিট কীর্ত্তন, একতালা। সুর, "সাধ মনে হরি ধনে"]

১৮৩৬ বিষয়-বাসনা ভুলি, প্রেমের নিশান তুলি,

গাই সবে জয় ব্রহ্মনাম !

ও সেই দেশে যাব, কি সুখে আর হেথা র'ব,

যথায় নাহি জাতি কুল মান ! (যথায় নাহি মান অপমান)

প্রেমে পুলক হবে, সকল জ্বালা দূরে যাবে।

(তাপিত প্রাণ শীতল হবে)

. ...

১৮৩৭ (ক) কেমনে করিব প্রেম সাধন (প্রেমময় হে) !

আমি পাপী নর, শঠ স্বার্থপর, তুমি দেব প্রেমিক সুজন।

(খ) অমৃতে গরলে, কপটে সরলে, কেমনে প্রণয় হবে ?

আঁধারে আলোকে, স্বরগে নরকে, মিলন কি সম্ভবে ?

(ও হে) আমি হীনমতি, নীচাশয় অতি, জানিনা প্রেম কি ধন ,

আপনার প্রেমে আপনি মোহিত, তুমি প্রেম-প্রস্রবণ।

তাই ভাবি মনে, হইব কেমনে, (নাথ), তোমার মনের মতন।

(গ) অমরপুর-ভূষণ রসিক সাধুজন,
প্রীতি-মরম কিছু জানে। (হে নাথ)
(তারা জেনেই তো মজেছে)
তাই তারা তোমা-তরে, দেয় প্রাণ অকাতরে,
ভাবে ভোর প্রেম মধু পানে। (হে নাথ)
হাসে কাঁদে নাচে গায়, যেন পাগলের প্রায়,
নাহি চায় অন্য কারো পানে ; (হে নাথ)
যেন মদমত্ত করী, সিংহনাদে বলে হরি,
গ্রাম্য কথা নাহি শোনে কাণে। (হে নাথ)
(প্রেমে মজে যে গিয়েছে)। *
দেখে সে প্রেমনয়নে, সব নর নারীগণে,
যারে তারে দেয় আলিঙ্গন ; (হে নাথ)
(আত্ম-পর মানে না)
মিষ্ট কথা হাস্য মুখে, সদা সুখী পর সুখে,
পর দুঃখে করয়ে রোদন। (হে নাথ)
(প্রেমে গ'লে যে গিয়েছে ; প্রেমসিন্ধু জলে)

[(ক), লোফা। (খ), খয়রা ; সুর, "দেখি এক শাখী" ; (গ), ঝাঁপতাল]

*এখানে এই সংস্কৃত শ্লোকটি গীত হয় :—

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥

১৮৩৮ তোমার প্রেম-পাথারে, যে সাঁতারে,
তার মরণের ভয় কি আছে !
ঘৃণা লজ্জা মান অভিমান, সকলি তার দূর হয়েছে !
পাগল নয় সে পাগল-পারা, দুনয়নে বহে ধারা,
যেন স্বরধুনীর ধারা, ধারায় ধারায় মিশে গেছে !
মানে না সে কোন ধর্ম্ম, বেদ বিধি কোন কর্ম্ম,
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তোমার চরণ তার সার হয়েছে

[একতালা]

১৮৩৯ ভক্ত ব'লে চেনা যায় তারে, ভবের মাঝারে।
যারে দেখ্‌লে সহজে প্রাণে হরিভক্তি সঞ্চারে।
তার হরিগত প্রাণ, হরি ধ্যান জ্ঞান,
সে ভক্তিভরে সদা করে হরিগুণ গান ;
হরি-নাম শ্রবণে দুনয়নে প্রেম বহে শত ধারে। (তার
তার মুখের কথায়, দৃষ্টির প্রভায়,
পাষাণ হৃদয় গলে, পাপী নব-জীবন পায়।
যেমন এক দীপে সহস্র দীপ জ্বলে সহস্রাধারে।

১৮৪০ আমরা সবাই, প্রেমরসে মগ্ন হ'য়ে থাক্‌ব সদাই।
হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী, প্রেমিক বৈরাগী, হব তোমার প্রেমে অনুরাগী।
(স্বার্থ সুখ ত্যাজ্য ক'রে হে)।

ভক্তি-যোগ-বলে তোমারে দেখিব, প্রেম-যোগেতে উন্মত্ত হব।
(মহাযোগে যোগী হ'য়ে হে)
আমরা ঘুরে এলাম অনেক ঠাঁই, দেখ্‌লাম তোমা বই আর গতি নাই।
(দেখ্‌লাম নানা মতে হে)
চিরভক্ত হ'য়ে তোমার সঙ্গে রব, তুমি যা বলিবে তাই করিব।
(আর কারো কথা শুন্‌ব না হে)
প্রেমানন্দ-সুধা ক'রে পান, আমরা ভুলিব আত্ম-অভিমান।
(দিব্য-জ্ঞানালোক পেয়ে হে)
ভাব-রসে মন উন্মত্ত হ'লে, সুধা পান করিব সবে মিলে।
(ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ব'সে হে)
প্রেম-সুধাপানে মত্ত হব,* হ'য়ে আবার সুধা পান করিব।
(তার উপরে আরও চাব হে)
ক'রে প্রাণ ভ'রে সুধাপান, সুখে গাইব তোমার নাম।
(মধুর দয়াল নাম হে)
হ'য়ে এক-হৃদয় এক প্রাণ, গাইব দয়াল হরি নাম।
(শুনে পাপী ত'রে যাবে হে)
তোমার অনন্ত প্রেম-সাগরে, এবার জীবন-তরী দিব ছেড়ে।
(জয় জয় দয়াময় ব'লে হে)

[বাউলের সুর, একতালা]—১ ভাদ্র ১৭৯৭ শক (১৮৭৫)

---

* মূলের পাঠ, "প্রেম সুরার ঘোরে অজ্ঞান হব"।

১৮৪১ প্রেমভরে নাম সাধন কর, জীবে কর প্রেম দান রে !
জীবনের এই মহাব্রত করহ সমাধান রে।
(এ ছাড়া আর কাজ কি আছে ?)
প্রভুর নামমালা, ও ভাই, গলে পর,
(নাম) সাধন কর, ভজন কর, হৃদে কর নাম ধ্যান রে।
(মুক্তিধামে যাবে যদি ; দিবানিশি)
দুঃখী পাপী জনে, ডেকে ঘরে আন,
(মোরা এক মায়ের সব পুত্র কন্যা)
সবাই মিলিয়ে, একপ্রাণ হ'য়ে, কর হরিনাম-গান রে।
অপরাধী জনে, ও ভাই, ক্ষমা কর ; (দয়াল প্রভুর অনুকরণ কর)
যে তোমারে মারে, তারে বুকে ধ'রে, প্রেমে কর আলিঙ্গন রে !
(আপন ভাইয়ের মত)
সারধর্ম্ম এই জেনে সাধন কর, (জীবে প্রেম, নামসাধন)
তবে প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হবে, সফল হইবে কাম রে !
(পাপ তাপ দূরে যাবে)
[একতালা। সুর, "প্রাণ ভ'রে আজি গান কর"]

১৮৪২ আয় ভাই, প্রেমে ডুবে যাই !
তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি, ভুলিয়ে সাঁতার রে,
ঢেউ খেয়ে জীবন জুড়াই।
কত দুঃখ, কত জ্বালা, সংসারের ধূলা-খেলা,
বাসনা-অনলে জ্ব'লে, প্রাণ পুড়ে যায় রে,
এ যাতনা কে বুঝিবে, হায় !

ঐ শোন প্রেম-জলধি, ডাকিতেছে নিরবধি,
তরঙ্গ তুলিয়ে ডাকে, "কে জুড়াবি আয় রে!
দুঃখী ধনী ভেদাভেদ নাই।"
প্রেম-সাগরের তীরে, বিশাল বিশ্বমন্দিরে,
জগবন্ধু ভক্তি-অন্ন জগতে বিলায় রে,
প্রেমের হাট লেগেছে ধরায়!
প্রভুর প্রসাদ পেলে, আপনারে যাই ভুলে,
আনন্দ-বাজারে, ভাই, জাতিকুল নাই রে,
সবে মিলে হরিগুণ গাই।
[ভাটিয়াল, কাহার্‌বা। সুর, "ভাই রে কি মধুর নাম"]

১৮৪৩ শোন্‌, ভাই, শুভ সমাচার!
নামিবে প্রেমের ধারা তাপিত ধরায় রে,
পাপীতাপী পাইবে উদ্ধার!
কি দারুণ হিংসানল ঘিরিয়াছে ভূমণ্ডলে!
কে আনিবে সে "নির্ব্বাণ", কে আর জাগাবে রে
"ওঁ ব্রহ্ম" নামের হুঙ্কার!
এস, নরনারী সবে মিলে, ভাসিয়ে নয়ন-জলে,
"কোথা শান্তিদাতা" ব'লে চরণে লুটাই রে;
আমাদের কি বা আছে আর!
[ভাটিয়াল, কাহার্‌বা। সুর, "ভাই রে কি মধুর নাম"]

১৮৪৪ এস হৃদয়-মন্দিরে, হৃদয় দেবতা, জগতবন্দন,
ও গো সর্ব্বময় ভক্তসখা ভগবান !
(আমরা) তোমায় পূজিব বলি এনেছি প্রেমাঞ্জলি, প্রাণ ভরিয়ে ;
কর্‌ব তোমাময় চারিদিকে দরশন।
আজি দাঁড়াও, হে প্রাণেশ্বর, জীবন ব্যাপিয়া,
তোমার রূপ-মাধুরী হেরি নয়ন ভরিয়া ;
তোমায় রাখিয়ে প্রাণের মাঝে, ঘুরিব তোমার কাজে, হৃদয়রাজ হে,
কর্‌ব তোমাতেই সকল আশা সমর্পণ।
[তেওট। বরাহনগর শ্রমজীবী সমাজের নগর সঙ্কীর্ত্তন]

১৮৪৫ এস হে বিশ্বপতি, ব্রহ্ম সনাতন,
তোমারি মহিমা-গুণে ধন্য হোক্ জীবন।
বড় আশা ক'রে, এসেছি তোমার দ্বারে,
করিব প্রাণ ভ'রে তোমার নাম গান ;
কণ্ঠে দাও শকতি, প্রাণে দাও ভকতি,
জয় জয় দীনের গতি, পতিতপাবন।
(জয় দয়াময়, জয় প্রেমময়, জয় নিত্য নিরঞ্জন)
প্রভু তোমারি তরে, কত যতন ক'রে,
হৃদয় মাঝারে তোমার রচেছি আসন ;
তুমি আসিবে ব'লে, রেখেছি হৃদয় খুলে,
আলোময় আনন্দময় কর এ জীবন।
(জয় সুন্দরম্, জয় মঙ্গলম্, জয় শান্তি-নিকেতন)

সবারি গতি তুমি, মহামিলন-ভূমি,
তোমারি মাঝে প্রভু অনন্ত জীবন ;
এসেছি তোমা হ'তে, চলেছি তোমার পথে,
জয় জয় হউক্ তোমার, করুণানিধান।
(জয় দয়াময়, জয় প্রেমময়, জয় নিত্য নিরঞ্জন)

[ঝুলন ; সুর, "এ কি রে সুখের কথা"]

১৮৪৬ ধন্য প্রভু হে, প্রণমি তোমারে।
দেখা দিলে কৃপা ক'রে হে ! (পাপীর হৃদয়-মাঝে)
প্রেমচন্দ্র, কত সুধা বরষিলে প্রাণে,
চিত্ত-চকোর বিভোর হ'ল সুধাপানে !
(তোমার কত দয়া হে ; তোমার প্রেমের সীমা কি আছে হে)
হেরিয়ে তোমার মুখ, ভুলিলাম সব দুখ,
উঠিল তরঙ্গ সুখ-পারাবারে।
(পাপ-পুঞ্জ ভেসে গেল হে, সে তরঙ্গে)
রজনী আসিছে, প্রভু, কেমনে যাইব, বিভু,
তোমা ছাড়ি সংসার-কাননে !
দাও জ্ঞান, দাও বল, দাও হে পুণ্য-সম্বল, চ'লে যাই নির্ভয় মনে।
ভব-কানন-মাঝারে তব নাম গান ক'রে, যেন প্রভু সতত বেড়াই ;
তব দ্বারে আসি পুনঃ, পূজি এই ভাবে যেন,
এই ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই ! (প্রভু হে ; মোরা করযোড়ে হে)

১৮৪৭ যেমন ক'রে পারি, পিতা, ডাক্‌তে তোমায় ছাড়্‌ব না !
ও গো তোমার কথা ছাড়া, আমি আর কোন কথা কইব না।
শিশুর আধ আধ বাণী, বুঝে না কি তার জননী ?
(তার মা বিনে আর কেউ বুঝে না)
(ও গো) তেমনি আমার অফুট ভাষা, তুমি কি গো বুঝ্‌বে না ?
তোমার কাজে, তোমার মাঝে, ডুবে রব এ সংসারে ;
(শত কোলাহল ভু'লে শান্ত মনে)
(ও গো) যে যা ব'লে বলুক আমায়, তোমার চরণ ভুল্‌ব না।
"স্ব-প্রকাশ" বলে তোমায় ; ডেকে ফিরে কেহ না যায় ;
(তোমায় ডাক্‌লে এসে দাও হে দেখা)
(আমি) সাধন-ভজন-বিহীন হ'লেও,
(তোমার) আশা কর্‌তে ছাড়্‌ব না।
সবার ভার নিয়েছ নিজে, আর আমার কি ভাবনা আছে ?
(তাই বিশ্বম্ভর তোমায় বলে)
(ও গো) আপন শিরে আপন বোঝা আর তো আমি বইব না।
আকাশে ভূতলে জ'লে, অযুত গগনতলে,
(তোমার অনন্ত রূপ বিশ্বব্যাপী)
তোমার সত্যং শিব সুন্দর রূপ দেখ্‌তে কারো নাই মানা।
অপরূপ মোহন সাজে, দাঁড়াও গো হৃদয়ের মাঝে ;
(একবার দে'খে লই তোমায় নয়ন ভ'রে)
আমি আনন্দময় হ'য়ে রব, আর দুঃখের কথা বল্‌ব না।

এ জীবনের ধ্রুবতারা, কে আছে আর তোমা ছাড়া!
(এই সংসার-জলধি মাঝে)
(আমি) তোমা-পানে রাখ্‌ব নয়ন, আর কোন দিকে চাইব না।
[একতালা। সুর, "একবার দয়াময় দয়াময় দয়াময়"]

১৮৪৮ তুমি কাছে নাই ব'লে, হের সখা, তাই,
"আমি বড়", "আমি বড়," বলিছে সবাই। (সবাই বড় হ'ল হে)
(সবার বড় কাছে নেই ব'লে, সবাই বড় হ'ল হে)
(তোমায় দেখিনে ব'লে; তোমায় পাইনে ব'লে; সবাই বড় হ'ল হে)
নাথ, তুমি একবার এস হাসিমুখে,
এরা ম্লান হ'য়ে যাক্ তোমার সম্মুখে। (লাজে ম্লান হোক্ হে)
(আমারে যারা ভুলা'য়েছিল, লাজে ম্লান হোক্ হে)
(তোমারে যারা ঢেকেছিল, লাজে ম্লান হোক্ হে)
কোথা তব প্রেমমুখ, বিশ্ব-ঘেরা হাসি,
আমারে তোমার মাঝে কর গো উদাসী! (উদাস কর হে)
(তোমার প্রেমে, তোমার মধুর রূপে, উদাস কর হে)
ক্ষুদ্র "আমি" করিতেছে বড় অহঙ্কার,
ভাঙ্গ ভাঙ্গ ভাঙ্গ, নাথ, অভিমান তার! (অভিমান চূর্ণ কর হে)
(তোমার পদতলে মান চূর্ণ কর হে)
(পদানত ক'রে, মান চূর্ণ কর হে)

উষা-কীর্ত্তন।

১৮৪৯ ব্রহ্মনামামৃত পান কর !
এ নাম ঘরে ঘরে নারী-নরে দান কর।
প্রেম-সুধা খেয়ে খেয়ে, ব্রহ্মনাম গেয়ে গেয়ে,
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে নৃত্য কর ;
পরাণ জুড়াইবে, দুঃখতাপ ফুরাইবে, হৃদাকাশে প্রকাশিবে দিবাকর।
(নাম) শুনিতে বলিতে সুখ, স্মরণে জুড়ায় বুক,
পাষাণ-হৃদয় ভেদি গঙ্গা ঝরে ;
শিহরে শরীর মন, প্রেমে ঝরে দুনয়ন, ছুটে করে পলায়ন পাপ-ভার।
[মিশ্র ভৈরবী, ঠুংরি]

১৮৫০ আজি জগতে উঠিছে জয় ব্রহ্মধ্বনি ;
(ও ভাই) জাগিয়ে জয় ব্রহ্ম বল, গেল রজনী।
স্বর্গের বিভব নাম, তরাইতে ধরাধাম,
আনিলেন দয়াময় ধরায় আপনি ;
সে নাম বল রে বল, সবারে জাগায়ে বল,
ব্রহ্ম-নামে কেঁপে উঠুক ব্যোম মেদিনী।
যে নামের মহিমায়, মানব দেবতা হয়,
নিভায় ত্রিতাপ-জ্বালা, জুড়ায় প্রাণী ;
যে নাম-সরসী-নীরে, নিমগন যুগ ভরে,
যোগী ঋষি তপোধন দিবা-যামিনী।

যে নামের গন্ধ পেয়ে, ছুটে আসে অন্ধ হ'য়ে,
আত্মহারা ভক্তবৃন্দ দিবা-রজনী ;
(সেই) নাম-সুধা পান কর, নারী নরে দান কর,
আনন্দে মাতিয়ে কর জয়ধ্বনি।

[মিশ্র ভৈরবী, ঠুংরি। সুর, "ব্রহ্মনামামৃত পান কর"]

১৮৫১ প্রাতঃসময়ে সবে ব্রহ্ম বল।
চেতন হইয়ে এবে হৃদয় খোল।
প্রভাত সময়ে শোভা, চারিদিকে মনোলোভা,
ফুলকুল সৌরভেতে মোহ্ করে ;
বসিয়ে ইহার মূলে, কে গড়িল বিরলে,
দেখ রে নয়ন খুলে কি কৌশল !
অন্ধকার দূরে গেল, পূবেতে ভানু উঠিল,
জগত আলোক করে কিরণ-জালে ;
জাগ রে মানবগণ, হ'য়ে হরষিত মন,
প্রেমেতে হ'য়ে মগন ব্রহ্ম বল।
সুললিত কণ্ঠস্বরে, বিহঙ্গম গান করে,
শুনাইয়ে মানবের মন হরে ;
কি সুন্দর বনের পাখী, নানাবর্ণ চিত্র দেখি,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, কে গড়িল !

[মিশ্র ভৈরবী, ঠুংরি। সুর, "ব্রহ্মনামামৃত পান কর"]

১৮৩২ মধুর দয়াল-নাম গান কর; গান কর, প্রেমসুধা পান কর

বিমল প্রভাতকালে, বিহঙ্গম দলে দলে,
নামের লহরী তোলে, (কিবা) সুমধুর !
অলসতা পরিহরি, এস সব নরনারী,
আনন্দেতে গান করি নৃত্য কর।
দয়ালের নাম গেয়ে, নবজীবন লইয়ে,
নব রাগে নব ভানু হইল বাহির।
নামে ভক্তি, নামে মুক্তি, নামে পাবে নব শক্তি,
নাম-গানে এ জীবন ধন্য কর।
স্বর্গের বিভব নাম, জীবে দিতে পরিত্রাণ,
এল এই ধরাধামে বড়ই মধুর :
এ নাম বল রে বল, সবারে জাগায়ে বল ;
নাম-মালা ভক্তিভরে গলে পর।

[মিশ্র ভৈরবী, ঠুংরি। সুর, "ব্রহ্মনামামৃত পান কর"]

১৮৩৩ ব্রহ্মনাম গাও রে আনন্দে !

শোন রে শোন রে নাম, ধ্বনিছে কি অবিরাম,
প্রভাত-গগনে ঐ মধুর ছন্দে !
দেখ রে নামিল নামে করুণার ধারা,
খুঁজিছে তাপিত প্রাণ যেই পথ-হারা।
কি ভয় ভাবনা আর, মুছিবে নয়ন-ধার,
থেকো না থেকো আর বিষয়-দ্বন্দ্বে।

সমীর বিমল আজ কি মধুর শান্ত ;
বহিছে দুয়ারে আজ মৃদুল মন্দ !
দেখ রে ধরণী আজ, ধরেছে মোহন সাজ,
দিক্ দশ আমোদিত নাম-সুধাগন্ধে।
যোগিজন জাগে আজি নাম-রূপ ধ্যানে,
জ্ঞানী গুণী নিমগন নাম-গুণ-গানে ;
তুলিয়া গুঞ্জন তান, আকুল পিয়াসু প্রাণ,
মত্ত ভকত-অলি নাম-মকরন্দে।

[ভৈরবী, কাওয়ালি]—১০ মাঘ ১৩২৫ বাং (১৯১৯)

১৮৬৪ গাও রে প্রভাতে ব্রহ্মনাম !

গাও রে আনন্দে ব্রহ্মনাম ; কর ব্রহ্মপদে সবে প্রণাম।
করিছে উষা সতী মঙ্গল-আরতি, গায় বিহগ প্রেম-গান ;
ভূতল গগন, প্রেমে নিমগন, করে ব্রহ্মরূপ ধ্যান।
হেন শুভ যোগে মোহ-ঘুমে ম'জে কত আর রহিবে শয়ান ?
খোল রে নয়ন, হও সচেতন, ভজ রে করুণা-নিধান।
ব্রহ্মনামামৃত পুণ্য-সরসী-নীরে কর রে কর ভাই স্নান ;
প্রাণ-থাল ভরি প্রেম-কুসুম ল'য়ে পূজ রে পূজ প্রাণারাম।
সাধু-সন্ত-সাথে ব্রহ্ম-চরিত-সুধা পিও রে পিও অবিরাম ;
ভব-ভয়-বন্ধন হইবে খণ্ডন, পাইবে হৃদয়ে স্বর্গধাম।

[রামকেলি, কাওয়ালি]—পৌষ ১৩০২ বাং (১৮৯৬)

১৮৩৫ ব্রহ্মনাম-সুধারস কর পান।
(এ নাম) তাপিত-হৃদয়ে শান্তি, আনন্দ আরাম।
ত্রিতাপ-জ্বালা ঘুচাইতে, এল রে নাম ধরণীতে ;
নামের মাঝে স্বয়ং ব্রহ্ম, জীবের প্রাণারাম।
(আর ভয় নাই নাই রে ; নামটি ধ'রে থাক থাক রে)
নামে শক্তি, নামে ভক্তি, নামে বরাভয়, মুক্তি ;
নামে এসেছে রে তাই স্বর্গের আহ্বান।
বিষাদ বেদনা ভুলে, জাগ রে "জয় ব্রহ্ম" ব'লে,
(আজি) প্রভাত-গগনে শোন তাঁর জয়-গান।
(জেগে শোন শোন রে ; জয় ব্রহ্ম জয় রবে)
প্রেমিক ভকত যাঁরা, নাম-রসে মাতোয়ারা,
জীবনে উড়িছে কি বা প্রেমের নিশান !
সুখী হ'তে চাও রে যদি, এ নাম জপ নিরবধি ;
নাম বিনে আর মোহাঁধারে নাই রে পরিত্রাণ !
(ব্রহ্মনাম গাও রে ; ভক্তিভরে নাম গাও রে)
তুমি ভুলে আছ যাঁরে, সে ত ভোলে না তোমারে ;
দেহ মন প্রাণ ধন, সবি তাঁরি দান।
মজি তাঁর নাম-রসে, চল মনের হরষে,
সবে মিলে পূজি তাঁরে, হব পূর্ণকাম।
(নামগানে, নামরস-পানে)

[বিভাস মিশ্র, কাওয়ালি]—১ মাঘ ১৩২২ বাং (১৯১৬)

১৮৫৬ জাগ আনন্দে আনন্দ-ভুবনে !

থেকো না আর মোহ-ঘোরে মিছে স্বপনে।

কাননে জাগিল পাখী, আনন্দ আলোকে ডাকি,

শোন সে আনন্দধ্বনি উঠে গগনে।

(জেগে শোন শোন রে ; কি বা মধুর মধুর, বড়ই মধুর)

এ আনন্দরূপে যিনি, বিশ্ব-প্রাণাধার তিনি,

আনন্দ-বারতা তাঁরি বহে পবনে ;

দেখ রে দেখ তাঁহারে উদয় অচল-দ্বারে ;

(দেখ) কি মহাপ্রাণ-তরঙ্গ প্রাণে প্রাণে !

(জেগে দেখ দেখ রে ; অন্তরে বাহিরে দেখ)

নাহি মৃত্যু, নাই শোচনা, গেছে দূরে ভয় ভাবনা,

প্রভাতে মুক্তি-ঘোষণা এসেছে নামে,—

"অমৃতের অধিকারী, জাগ জাগ নরনারী,

ব্রহ্মরূপ প্রাণে হেরি ডোব' সাধনে।

(অমর হইবে যদি : আনন্দ অমৃত তিনি)

ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রস-পান,

সকলি মঙ্গল ব্রহ্মনাম-কীর্ত্তনে।"

সুখে দুঃখে জপ রে নাম, এ নামে হবে পূর্ণকাম,

মৃতসঞ্জীবন নাম মরত-ধামে।

(ব্রহ্মনাম বিনে আর কি ধন আছে ; এ নাম বলরে বলরে বল)

[বিভাস মিশ্র, কাওয়ালি। সুর, "ব্রহ্মনাম-সুধা-রস কর পান"]

ভাদ্র ১৩৩৭ বাং (১৯৩০)

১৮৫৭ আবার করুণা তাঁর নামিল ধরায়।

ত্রিতাপ-তাপিত-চিত, তৃষিত আকুলিত,
জুড়াবে এ নবীন উষায়।
শীতল সমীর বহে, করুণা-বারতা কহে,
কাননে বিহগ করুণার গান গাহে ; সে গানে জগত জাগায়।
যিনি এ করুণাসিন্ধু দীননাথ দীনবন্ধু,
তাঁরই করুণা-বিন্দু অশ্রু মুছায় ;
যুগে যুগে দেশে দেশে, করুণা বিচিত্র বেশে,
কত রূপে অধমে তরায়।
আর কে আছে এমন, ত্রিভুবন-তারণ,
পাপীরে দিতে বরাভয় ?
তিনি শক্তি, তিনি ভক্তি, তিনি যে বন্ধন-মুক্তি,
জীবন সুন্দর শুধু তাঁর সুষমায় ;
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, সখা, বন্ধু, জ্ঞান-গুরু,
ঘরে ঘরে প্রকাশিত প্রেমের লীলায় ;
বল তাঁর প্রেমের জয়, গাও করুণার জয়,
জাগ রে তাঁর নাম-মহিমায়। (তাঁর নাম বিনে আর কি ধন আছে।
[মিশ্র রামকেলি, ঠুংরি]—মাঘোৎসব, ১৩২৬ বাং (১৯২০)

১৮৫৮ ব্রহ্মনাম সার কর রে।

এ নাম সার কর, সার কর, নামের হার পর রে।
ব্রহ্মনাম দয়াল নাম, এ নাম বড়ই মধুর,
যে জন ব্রহ্ম ভজে, সেই সে চতুর।

বন্ধু বান্ধব দারা সুত, সকলি অসার,
অনিত্য সংসার মাঝে ব্রহ্ম নামটি সার। (পরব্রহ্মে ভজ রে)
ব্রহ্মনাম মধুর নাম, নামে হৃদয় শীতল হয়,
এই বিপদময় সংসারের মাঝে ব্রহ্মনাম সহায়।
পতিতপাবন ব্রহ্মনাম, এ নাম গাও রে সবে ভাই,
মহাপাপী তরাইতে এমন (আর) কিছু নাই।
[গুর্জ্জরী টোড়ি, খয়রা]

১৮৩৯ জাগ রে জাগ রে, ও ভাই, আর ঘুমে থেকো না।
বিষয়-ঘুমের ঘোরে হারালে কি চেতনা!
অমৃতের পুত্র হ'য়ে, অমিয় ফেলিয়ে,
বিষয়-গরল-পানে আপনা ভুলিয়ে,
(কেন র'লে, ও ভাই, র'লে রে, বিষয়-ঘুমের ঘোরে)
আপনা ভুলিয়ে র'লে, নাহি রে সে চেতনা!
(ভাই রে) পোহাল দুঃখ-রজনী, সমুদিত দিনমণি,
ব্রহ্ম-নাম-ধ্বনি আজি উঠিছে গগনে রে;
হাতে নিয়ে নাম-সুধা, দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জগতের পিতা আজি ডাকিছেন সবারে,
(একবার জাগ, ও ভাই, জাগ রে; জেগে ব্রহ্মনাম-ধ্বনি শোন)
সুধা-মাখা ব্রহ্মনাম জেগে কেন বল না।
[বিভাস মিশ্র, কাওয়ালি। সুর, "ব্রহ্মনাম-সুধারস কর পান"]

১৮৬০ বল রে বল রে মধুর ব্রহ্মনাম ;

এই নাম-গানে নামরস-পানে হব পূর্ণকাম।

ব্রহ্মনাম-জয়ধ্বনি ছাইল ব্যোম-মেদিনী,

(আজি) নাম-সমীরে বহে সুধা, ধরা স্বর্গধাম !

(এ নাম) ক্ষুধার অন্ন, তৃষার বারি, ভুলো না রে নর নারী,

প্রাণ জুড়াতে, এ জগতে নাই কিছু এমন ;

এ নাম রসে মজিলে মন, ভেঙ্গে যায় রে মোহের স্বপন,

অজ্ঞানে হয় দিব্য চেতন, বাসনা বিরাম।

(দেখ) নামানন্দ-রসে ভরা, সুন্দর মধুর ধরা,

নামের গুণে মানব-জীবন সুখের নিকেতন ;

(এ নাম) আর্ত্তের ভয়-ভঞ্জন, ভক্ত-নয়ন-অঞ্জন,

প্রেমিকের প্রাণধন, যোগীর বিশ্রাম।

[বিভাস মিশ্র, কাওয়ালি। সুর "ব্রহ্মনাম-সুধারস কর পান"]

৫ মাঘ ১৩২২ বাং (১৯১৬)

১৮৬১ ব্রহ্মনাম বদনেতে বল অবিরাম !

ব্রহ্মানন্দে মেতে সবে কর নাম গান। ("জয় ব্রহ্ম জয়" বল রে !)

জেগে দেখ, বিশ্বজন ব্রহ্মানন্দে মাতিল,

পশু পক্ষী তরু লতা ব্রহ্মনাম গাইল।

নরনারী সবে তবে, কোন্ প্রাণে ঘুমে রবে! ("জয় ব্রহ্ম জয়" ব'লে জাগ)

হৃদয় ভরিয়ে বল "জয় প্রাণারাম !"

বল, "জয় প্রাণারাম, জয় প্রাণারাম" ; বল, "জয় জয় প্রাণারাম !"

সারানিশি যাঁর কোলে নিরাপদে ছিলে,
যাঁহার কৃপায় পুনঃ নয়ন মেলিলে,
আগে তাঁরে প্রণমিয়ে, ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে,
আনন্দে জাগিয়ে বল, "জয় প্রাণারাম!"
বল, "জয় প্রাণারাম, জয় প্রাণারাম"; বল "জয় জয় প্রাণারাম!"

[বিভাস, ঢিমেতেতালা]

১৮৬২ ও রে মন, জাগিয়ে ব্রহ্মগুণ গাও!
নগরের ঘরে ঘরে, হুঙ্কারি গভীর স্বরে,
ব্রহ্ম ব'লে সকলে জাগাও! (রে মন)
যুড়িয়া নামের পাতি, নাম-গুণে মালা গাথি,
নরনারী সকলে পরাও! (রে মন)
রচিয়া ললিত তান, গাও ব্রহ্মগুণ-গান,
নামগুণে ভুবন ভুলাও! (রে মন)
রজনী প্রভাত হ'ল, আলস্য ত্যজিয়া চল,
ঘরে ঘরে অমৃত বিলাও! (রে মন)
নরনারী জনে জনে (একপ্রাণে) বাঁধি ব্রহ্মনাম-গুণে,
প্রেমামৃত-সাগরে ডুবাও! (রে মন)

[বিভাস, ঠুংরি]

১৮৬৩ একবার জাগ জাগ ; জেগে জয় সচ্চিদানন্দ বল।

(সচেতনে ; প্রেমভরে)

জয় সচ্চিদানন্দ বল।

তরুণ অরুণ উদয় হ'ল,

পশু পক্ষী সব জাগিয়া উঠিল ;

এখন কি তোমার ঘুমের সময় ?

(মোহশয্যা ছাড়ি) ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া ফেল।

অচেতন সবে চেতনা পাইয়া,

বিভুগুণ-গানে উঠিল মাতিয়া,

সচেতন হ'য়ে জেগে ঘুমাইলে, কি করিতে কি করিলে !

অনিত্য সুখেতে হইয়ে মত্ত, হারাইলে নিত্য সুখ, পরমার্থ ;

(মোহেতে ডুবিলে ; পাপেতে ডুবিলে ; সংসারে মজিলে)

একবার না ভাবিলে, (দুর্লভ) মানব-জনম বিফলে গেল।

যা হবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখনও যে সময় রয়েছে,

লও রে শরণ পতিত-পাবন, নব জীবন পাইবে ;

ঐ শোন শোন ডাকিছেন সবে,

("জাগ জাগ জাগ" ব'লে , "উঠ উঠ উঠ" ব'লে)

বধির হ'য়ে আর কতকাল রবে ?

ডাক শুনে চল সে মঙ্গল ধামে, দিন যে ফুরাল !

প্রাণ মন সঁপে (এখন) দীননাথের শরণ লইগে চল।

[বিভাস, একতালা]

১৮৬৪ জাগ রে পুরবাসিগণ, জাগ রে!

জীবের ভাগ্যে এসেছে আজ মহা নিমন্ত্রণ।

কি মধুর আহ্বান, মাতায়ে তুলিছে প্রাণ;

(একবার শোন শোন রে) জেগে সবে কর রে শ্রবণ।

(মধুর আবাহন; পুরবাসী রে)

ঘুম-ঘোরে কেন তবে অচেতন রবে সবে!

ভেঙ্গে ফেল, ভেঙ্গে ফেল মোহের স্বপন;

জাগ "জয় ব্রহ্ম" ব'লে, নর নারী সকলে,

(একবার জাগ জাগ রে) ধন্য কর মানব-জীবন।

("জয় জয় ব্রহ্ম" ব'লে)

নব-অনুরাগে ভরা, আনন্দে ভাসিছে ধরা,

মাতোয়ারা আজি দেখ নিখিল ভুবন;

পিয়ে প্রেম-মকরন্দে, মত্ত হ'য়ে প্রেমানন্দে,

(সবে এস এস হে)

ও পদারবিন্দে হও মগন। (প্রেমভরে রে)

যে নামে ভকতগণ মহাভাবে নিমগন,

যে নামেতে আত্মহারা যোগীঋষিগণ;

সে নাম-সুধারসে গ'লে এস ভাই দলে দলে,

(চ'লে এস, এস রে)

মান অভিমান দিয়ে বিসর্জ্জন। (এস মহোৎসবে)

১৮৬৫ নমি ব্রহ্ম সনাতনে, শান্ত শুদ্ধ মনে, আয় সবে ভাই,

সবে মিলে প্রাণ খুলে ব্রহ্মনাম গাই। (হরিগুণ গাই)

(ঐ দেখ্) উষার আলোকে আকাশ মধুময়, ব্রহ্মময় অতুল শোভায়,

(ঐ) ত্রিজগত-বাহিনী প্রেম-মন্দাকিনী

হৃদে হৃদে বহিয়ে যায়। (আজি শতধারে)

(ঐ দেখ্) ব্রহ্মনাম-সুধাধারা-পানে মাতোয়ারা

ভক্তবৃন্দ আনন্দে ধায় ;

ত্রিতাপে জ্বলিয়া সবে, পাপী জন নীরবে,

আঁখিজলে চরণে লুটায়। (ভাসি)

(ঐ দেখ্) পাতকীর বন্ধু হরি, পরম যতন করি,

পাপীদের অশ্রু মুছায় ;

(আহা) এ শোভা নেহারি মরি, বলি সবে হরি হরি,

পাপী তাপী আয় আয় আয় !

[প্রভাতী, ঠুংরি। সুর "ওহে দীন দয়াময়"]—মাঘ, ১৮৩১ শক (১৯১০)

[ব্রাহ্মসমাজের শতাব্দিক উৎসব]

১৮৬৬ জাগ নরনারী, অমৃতের ভিখারী,

ধন্য হও প্রাণে নেহারি ব্রহ্ম-প্রাণারাম।

(দেখ) যুগযুগান্তর ধরি আঁধার আছিল ঘিরি,

ভারতের যত মন প্রাণ,

কাটিল আঁধার রাত, আসিল যে সুপ্রভাত, প্রকাশিত দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান ;

(সবে জাগ জাগ রে ; মোহ-ঘোরে থেকো না রে)
(শোন) জগতের ভক্ত যোগী, স্তিমিত লোচনে জাগি,
যেই সুধারস করি পান,
(তারা) ভুলে গেল আত্মপর, মরতে হল অমর,
বদনে ধ্বনিল ব্রহ্মনাম। (কিবা মধুর মধুর, বড়ই মধুর)
(লহ) শত বরষের দান, ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্ম-ধ্যান,
ব্রহ্মানন্দ-রস কর পান,
জুড়াবে তাপিত চিত, প্রাণ মন পুলকিত,
শান্তি মিলিবে অবিরাম !
(ব্রহ্ম-জ্ঞানে ব্রহ্ম-ধ্যানে ; ব্রহ্মানন্দ-রস-পানে)
এস) শত বরষ উৎসবে, ভেদাভেদ ভুলি সবে,
ব্রহ্ম-পদ করি ধ্যান জ্ঞান,
ও পদে হইলে মতি, ফিরে জীবনের গতি,
ক্ষুদ্র হয় মুক্ত মহীয়ান্।
(ব্রহ্ম-পদে মতি হ'লে ; ব্রহ্ম-পদে প্রাণ সঁপিলে)
(ঐই) রাজ-ঋষি ল'য়ে জ্ঞান, মহর্ষি ধরিয়া ধ্যান,
ব্রহ্মানন্দ নামের নিশান,
প্রেমে হ'য়ে মাতোয়ারা, আগে চলেছেন তাঁরা,
সেই পথে চল ব্রহ্মধাম।
(ব্রহ্ম-নাম গেয়ে সবে ; নামের নিশান নিয়ে সবে)

[প্রভাতী, ঠুংরি। সুর, "ও হে দীন দয়াময়"]

১৮৬৭ পোহাইল বিভাবরী, জাগ, ও ভাই, জাগ না।
মধুর পরশে উষা বিতরিছে চেতনা।
মধুর গগনতলে, বিহঙ্গের স্বরে,
মধু মারুত হিল্লোলে, কত সুধা ক্ষরে;
মধুর কিরণে ধরা, আজ কত মনোহরা,
ব্রহ্মকৃপার তরঙ্গ উথলিছে, হের না!
চল চল ত্বরা ক'রে, পথ আছে বহু দূর,
তরঙ্গ তুফান তাহে বিঘ্ন আছে সুপ্রচুর;
এ সময়ে কেন তবে, মোহ-ঘুমে মগ্ন রবে,
জাগিয়ে, বদন ভ'রে "জয় ব্রহ্ম" বল না!
অনন্তের শ্রীমন্দিরে বাজিছে বাজনা,
ডাকিছে মধুর ডাকে, চল চল চল না!
অনন্তের উপাসনা, অনন্তের সাধনা,
যোগমগ্ন যোগিজনে, হারায়ে আপনা!
আমরাও তাঁদের সনে, বসি তাঁদের শ্রীচরণে,
যোগানন্দে ব্রহ্মনামে ভুলিব সব যাতনা।
"জয় ব্রহ্ম জয়" ব'লে ঘুচাব সব কামনা।

[বিভাস, কাওয়ালি]

নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

[১১ মাঘ, ১৭৮৯ শক ; ১২৭৪ বঙ্গাব্দ ; (২৪ জানুয়ারী, ১৮৬৮) শুক্রবার। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নগর-সঙ্কীর্ত্তন]

১৮৬৮ তোরা আয় রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হ'ল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন,
পাপ তাপ দূরে যাবে, জুড়াবে জীবন।
দিতে পরিত্রাণ, করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ,
খুলে মুক্তির দ্বার, সকলেরে করেন আবাহন ;
সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত,
তথায় দুঃখী ধনী, মূর্খ জ্ঞানী, সকলে সমান।
নর নারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, সে পাবে মুক্তি, নাহি জাত-বিচার।
ভ্রম কুসংস্কার, পাপ অন্ধকার, বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্ত্যে আইল ;
কে যাবি আয়, বিনা মূলে ভব-সিন্ধু পার।
তোরা আয় রে ত্বরায়, এবার নাই কোন ভয়,
পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।
একান্ত মনেতে কর ব্রহ্ম-পদ সার,
সংসারের মিছে মায়ায় ভুলো না রে আর।

চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ নাই, দীননাথের লই গে শরণ,
হৃদয়-মাঝে হৃদয়-নাথে কর দরশন;
ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা,
প্রভুর কৃপাগুণে অনায়াসে যাইবে ব্রহ্মধাম।
[তেওট; সুর, "তোরা আয় রে ভাই থাকিস্‌নে"]

[১১ মাঘ, ১৭৯০ শক; ১২৭৫ বঙ্গাব্দ; (২৩ জানুয়ারী, ১৮৬৯) শনিবার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা]

১৮৬৯ দয়াময় নাম, বল রসনায় অবিশ্রাম,
জুড়াবে প্রাণ, নামের গুণে।
জীবের ত্রাণ, সুখশান্তিধাম, তাঁর চরণে;
বল কে আছে আর, করিতে পার, সেই দীনকাণ্ডারী বিনে?
সেই দীননাথ পাপীর গতি, কাঙ্গালের জীবন,
নিরুপায়ের উপায় তিনি, অধমতারণ;
দিনান্তে নিশান্তে কর তাঁর নাম সংকীর্ত্তন,
নামে মুক্তি হবে, শান্তি পাবে, যাবে আনন্দধামে।
সুধামাখা দয়াল নাম কর রে গ্রহণ,
পাপীর দুঃখ দেখে, এ নাম পিতা করেছেন প্রেরণ;
থাক চিরদিন ভক্ত হ'য়ে, এ নাম রাখ গেঁথে হৃদয়ে, (ছেড়ো না)
স্বর্গের সম্পত্তি এ ধন রেখো অতি যতনে!
দেখ দেখ চেয়ে দেখ, পিতা দাঁড়ায়ে দ্বারে,
ডাক্‌চেন মধুর স্বরে স্নেহভরে, প্রেমামৃত লইয়ে করে;
পিতার শান্তি-নিকেতনে যেতে, এসেছেন আমাদের নিতে,
চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি করি বদনে।

মুখে দয়াল বল, দীন দুঃখী ভাই সবে মিলে,
সেই মধুর নামে পাষাণ গলে, প্রেম-সিন্ধু উথলে ;
এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন,
এ নাম, নগরবাসীর ঘরে ঘরে গাও আনন্দমনে।
[তেওট ; সুর, "আর বল্‌ব কি যেমন"]

[১০ মাঘ, ১৭৯১ শক ; ১২৭৬ বঙ্গাব্দ ; (২২ জানুয়ারী, ১৮৭০) শনিবার]
১৮৭০ ডাক দীনবন্ধু ব'লে, হৃদয় খুলে, ভাই সকলে মিলে।
বৃথা দিন যায় চ'লে (রে), আর থেকো না সেই সুহৃদে ভুলে,
বেঁচে আছ যাঁর কৃপাবলে।
মোহ-নিদ্রা পরিহরি কর দরশন,
পিতার দয়াগুণে কত পাপী পাইল জীবন,
আর বিলম্ব ক'রো না, এমন দিন আর হবে না,
চল ধরি গিয়ে পুণ্যময়ের চরণ-কমলে।
উঠে দেখ, ও হে ভারতবাসিগণ,
ক'রে জগৎ আলো, প্রকাশিল ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র কিরণ ;
প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য নিকট হ'ল, ত্বরায় চল চল,
সময় ব'য়ে গেল, তথায় প্রেমময়ে হেরি প্রাণ জুড়াই সকলে।
যদি চাহ রে পরিত্রাণ এ পাপ জীবনে,
তবে ব্যাকুল হ'য়ে ডাক সেই দীন-শরণে ;
অগতির গতি তিনি পতিতপাবন, ভক্তের প্রাণধন,
বিপদ-ভঞ্জন, দেন দরশন কাতর প্রাণে পাপী ডাকিলে।

দয়াময় নাম করিয়ে কীর্ত্তন, চল যাই আনন্দধামে রে !
এ সংসারের মাঝে, দয়াল নাম বিনে আর কি ধন আছে !
যে নামের গুণে, হয় প্রেমোদয় পাষাণ মনে,
তা কি জান না রে, সে নামের যে কত মহিমা।
কর সাধন ব্রহ্মের চরণ, যাতে পাবে নিত্যশান্তি, নিত্যধন।
হৃদয় হবে রে নির্ম্মল, জনম সফল, পাবে ধর্ম্মবল !
পিতার করুণায় পাইবে নবজীবন।
করি মিনতি পায়ে ধরি, শুন ও রে ভাই, থাকিতে সময়, লও রে আশ্রয়,
পিতা দয়াময় মুক্তিদাতার চরণতলে।
[তেওট ; স্বর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্‌নে"]

[১১ মাঘ, ১৭৯২ শক ; ১২৭৭ বঙ্গাব্দ ; (২৩ জানুয়ারী, ১৮৭১) সোমবার]

১৮৭১(ক) ভাই, চিরদিন হ'য়ে পাপে মলিন, রহিবে কেমনে !
জনম সফল কর, কর রে এখন, প্রভুর চরণ-সেবনে।
আর নিরুদ্দেশে ক'রো না ভ্রমণ, দয়াময় নাম মহামন্ত্র কর হে গ্রহণ,
এই অনিত্য সংসারে, ভুলে থেকো না প্রাণেশ্বরে,
হইও না বঞ্চিত, নামামৃত সুধা-রসপানে,
জীবনের মহাযোগ কর হে সাধন, বিশ্বাস-নয়নে ব্রহ্ম কর দরশন।
জীবে দয়া, নামে ভক্তি, কর এই সার, (ও রে মন আমার)
সে শ্রীপদে ভক্ত হ'য়ে থাক অনিবার, (ও রে মন আমার)
পিতার মধুর বাণী শুনে শ্রবণে, সেব আনন্দে তাঁহারে সবে,
সেব আনন্দে তাঁহারে কায়মন প্রাণে !

উঠ হে, হের নয়নে, জগৎ মাতিল প্রেমে, ঐ শোন বাজে জয়-ভেরী ;
(দয়াময় নামের হে ; দেশ-দেশান্তরে হে ; মহাসাগর-পারে)
উড়িছে নিশান ব্রহ্ম-কৃপা-হিল্লোলে,
চল যাই পিতার শ্রীমন্দিরে, নিরখি সেই প্রেম-আননে !
প্রেম-ভক্তিযোগে বিভুর কর অর্চ্চনা,
পাবে পরিত্রাণ, পাসরিবে ভবের যন্ত্রণা ।
(খ) আছে কি সুখ জীবনে, প্রাণ-সখা বিনে !
কর হৃদয় মন (আর কি দেখ, দেখ রে) সমর্পণ,
দীননাথের শ্রীচরণে !
থাক দাস হ'য়ে (এ জনমের মত') চিরকাল,
দীননাথের শ্রীচরণে !
(গ) এস আজি আনন্দে মাতি নাম-কীর্ত্তনে ।

[(ক), ভেওট ; সুর, "আর বল্‌ব কি যেমন" । (খ), একতালা ; সুর, "নামরসে না মাতিলে" । (গ)=(ক)]

[৯ মাঘ, ১৭৯৩ শক ; ১২৭৮ বঙ্গাব্দ ; (২২ জানুয়ারী, ১৮৭২) সোমবার]

১৮৭২ (ক) আজি গাও গভীর স্বরে, প্রেমভরে,
নগরে মধুর ব্রহ্মনাম ;
যে নাম গানে মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চারে !
ভাব যোগানন্দে, প্রভুর পদারবিন্দে, একান্তে হৃদয়-মন্দিরে,
যাঁর কটাক্ষে মহাপাতকী তরে ।
ও সেই মহামন্ত্র দয়াময় নাম কর সাধনা,—ভবে সাধন বিনা
সে ধন মিলে না ; কর সাধন, পূর্ণ হবে মনস্কামনা ।

(খ) ও রে রসনা, কেমন বাসনা, এমন দয়াল নামে মজ্‌লে না রে !
ও রে দেবতার দুর্ল্লভ সে নাম, হয় অনন্ত যাঁর মহিমা !
এস নর-নারী সকলে, পবিত্র ভাবে মিলে,
পূজি নিরন্তর আনন্দে জগদীশ্বরে।
ত্যজে স্বার্থ অহঙ্কার, কর হে প্রেম বিস্তার,
বদ্ধ হ'য়ে এক পরিবারে হে।

(গ) ও ভাই, শান্তি-নিকেতনে যদি কর্‌বে গমন,
কর সব বিবাদ-ভঞ্জন।
ভাই ভগ্নী সনে, সরল মনে, কর আগে সম্মিলন !
ও ভাই, ত্বরায় চল, দিন ফুরাল, (কোন্ দিন কি হবে রে)
গিয়ে দয়াময়ের পুণ্যালয়ে জুড়াই গে জনমের মতন।
হায়, কত আছি যে অপরাধী, পিতার চরণে জন্মাবধি,
পাপ অশান্তি এনে তাঁর সংসারে !
সাধ মনে, গিয়ে প্রেমধামে, হেরিব নয়নে,
পরম সুন্দর প্রেমময় নিরঞ্জনে ;
ও সেই অরূপ রূপ-মাধুরী, নিরখিব প্রাণ ভরি রে,
ভকত-মণ্ডলীর মাঝারে; (পিতার পরিবারে হে ; কি বা শোভা মরি হে

(ঘ) এবার দেখাও, নাথ, সে আনন্দধাম,
রাখ শ্রীপদে বেঁধে সবে প্রেম-ডোরে।

[(ক), তেওট ; সুর, "ব্যাকুল অন্তরে ব্রহ্মনাম"। (খ), খয়রা ; সুর, "দয়াল বল না"। (গ), একতালা ; সুর, "নামরসে না মাতিলে"। (ঘ)=(ক)]

[১০ মাঘ, ১৭৯৪ শক ; ১২৭৯ বঙ্গাব্দ ; (২২ জানুয়ারী, ১৮৭৩) বুধবার]

১৮৭৩ (ক) কর আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা, ও রে রসনা,
ছাড়িয়ে সব অসার কল্পনা।
যাঁর গুণগানে শ্রবণে পুণ্য শান্তি হয় মনে, দূরে যায় পাপ-যন্ত্রণা ;
ভবে তিনি বিহনে ত্রাণ আর পাবে না।
এক প্রভু যিনি এই বিশ্ব-মাঝারে,
ভক্তিভাবে, ও হে জীব, ডাক তাঁহারে ;
জগৎগুরু জ্ঞানদাতা, তিনি হে পরম দেবতা, পরিত্রাতা ভব-সাগরে।
সরল প্রার্থনাই মুক্তির সাধনা।
নাই আর অন্যপথ মোক্ষধামে যেতে হে,
ভক্তবৃন্দের পদচিহ্ন চেয়ে দেখ হে !
ভ্রান্ত মত পরিহরি, এস সব নরনারী, কৃতাঞ্জলি হ'য়ে
একবার ডাকি হে; (ও ভাই) দয়াময় ব'লে, প্রাণ শীতল হবে।
(খ) মায়ার ছলনে, সুখ-সেবনে,
ভুলে কতদিন আর থাক্‌বে বল ! (সে হৃদয়-ধনে)
হ'য়ে ষড় রিপুর, (রিপুর) বশীভূত,
হ'ল দিনে দিনে দিন গত ; (রে অবোধ মন)
ভজন সাধন কিছুই হ'ল না রে ! আর শুনো না পাপের কুমন্ত্রণা।
(গ) হায়, এমন দিন কি হবে, জগদ্‌বাসী সবে, প্রেম-উপহারে,
(দয়াল পিতা ব'লে হে) ঘরে ঘরে জগদীশ্বরে পূজিবে।
ব্যাকুল অন্তরে, ডাকিবে তাঁহারে,
সকলে মিলে বন্ধুভাবে। (এক হৃদয় হ'য়ে)

(ঘ) করি কাতরে করযোড়ে ভিক্ষা, নাথ, তোমার দ্বারে,
শীঘ্র পূরাও আমাদের এই বাসনা।

[(ক), তেওট ; সুর, "আর বল্‌ব কি যেমন"। (খ), খয়রা ; সুর, "দয়াল বল না"। (গ), একতালা ; সুর, "নামরসে না মাতিলে"। (ঘ)=(ক)]

[১০ মাঘ, ১৭৯৫ শক ; ১২৮০ বঙ্গাব্দ ; (২২ জানুয়ারী, ১৮৭৪) বৃহস্পতিবার

১৮৭৪ (ক) বল্ রে, তোরা বল্ রে, ভক্তিভরে,
দয়াময় নাম দিনান্তে একবার রে।
ত্যজি দুরাচার অহঙ্কার, কর প্রভুর নামমাত্র সার,
জীবের পরম গতি, চরম সাধন, নাম শ্রবণ কীর্ত্তন,
যাতে ব্রহ্মপদ লভি, পাপী জীবন্মুক্ত হয় রে।
(খ) মোদের দীন দেখিয়ে, অমিয় মাখিয়ে,
দয়াল নাম পিতা ধরাতলে ক'র্‌লেন প্রচার।
নামের মহিমাতে জগৎ মাতে, বহে প্রেম অনিবার।
দে'খে অজ্ঞান সন্তান, প্রকাশিলেন জ্ঞান,
বিনাশিতে সব মোহ-অন্ধকার।
এ পাপ জীবনে, দয়াল পিতা বিনে,
বল কিসে হই নিস্তার ?
(গ) এ তো নয় রে সামান্য সাধন,
যিনি স্বয়ং ব্রহ্ম অধমতারণ, তিনি নামেতে বিরাজমান রে।
(ডেকে দেখ দেখ ; একবার দয়াল ব'লে ; যদি দেখ্‌বি তাঁরে)
ও রে তাই নামের এত মহিমা রে !

(ঘ) এস হৃদয়ে হৃদয়ে সবে বাঁধি, পিতার প্রেমডোরে হে।
হ'য়ে সবে একপ্রাণ, করি তাঁর নাম গান,
প্রেম-পরিবারের মাঝারে।
পিতা মোদের দয়ার নিধি, চরণ ধ'রে কাঁদি যদি রে,
মনোবাঞ্ছা করিবেন পূরণ রে। (দুঃখ রবে না, রবে না)
(ঙ) একবার "দয়াময় দয়াময় দয়াময়" ব'লে ডাকি একতানে।
গাই সবে আনন্দে ভাই, আনন্দময় নাম রে,
আনন্দে দু বাহু তুলে যাই আনন্দধাম রে!
এ ভব-গহন-বন রিপুময় স্থান রে,
একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে!
(চ) থেকো না আর অন্ধ হ'য়ে, দিব্যচক্ষে দেখ চেয়ে,
সেই নামের গুণে, পাপী জনে, আনন্দে মাতিল রে।

[(ক), তেওট; সুর, "আর বল্‌ব কি যেমন"। (খ), খয়রা। (গ), দশকুশী; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (ঙ), একতালা। (গ), (চ) = (ক)]

[১০ মাঘ, ১৭৯৬ শক; ১২৮১ বঙ্গাব্দ; (২২ জানুয়ারী, ১৮৭৫) শুক্রবার]

=৮৭৩ (ক) জয় ব্রহ্ম জয়, বল্ সবে ভাই আনন্দ মনে;
তোরা বল্ রে, ও নগরবাসী,
দয়াময়ের জয় সম্পদ বিপদে রে।
বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম, এ নামে দূরে যায় ভয় ভাবনা রে;
অদ্বিতীয় ব্রহ্মনাম, যাতে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হবে রে।

(খ) ক'রে জয়ধ্বনি, কাঁপায়ে মেদিনী,
চল যাই সেই অমৃত-নিকেতনে।
সংসার-সংগ্রামে, কি আর ভয় জীবনে,
ত্রাণ পাব দীননাথের শ্রীচরণে।
উঠ উঠ ত্বরা করি, পরব্রহ্মে স্মরি,
প্রেমালোক দেখ প্রেম-নয়নে।
প্রেমের জয় হবেই হবে, বল, ভাবনা কি তবে,
বিধাতার মঙ্গল বিধানে।
তুলে সত্যের নিশান, গাও তাঁর নাম,
মত্ত হ'য়ে ব্রহ্মানন্দ-রসপানে !

(গ) আশায় বাঁধি হৃদয়, জয় ব্রহ্ম ব'লে,
ব্রহ্মকৃপা-স্রোতে অঙ্গ দাও সবে ঢেলে রে।
প্রেমরাজ্য অবতীর্ণ হইবে ধরায়,
অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী কভু মিথ্যা নয় রে !
(এক দিন হবেই হবে, প্রেমময়ের প্রেমের জয়)

(ঘ) রে অধীর মূঢ় মন, তোর ভাবনা কি রে ?
পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।
নাম সাধন কর ; (ধৈর্য্যাবলম্বন ক'রে, সাধিলে নিশ্চয় পাবে ;
সাধনে সিদ্ধ হইবে)
শান্তি-সুধা-পানে বঞ্চিত হবে না রে,
যা করিতে হয় কর, মিছে আর কেঁদো না রে,
(কপট ক্রন্দনে কি হবে বল)
নাম সাধন কর, দেহ মন প্রাণ দিয়ে।

(ঙ) নামরসে না মাতিলে, প্রেমে পাগল না হইলে,
ও ভাই, কিছুতেই কিছু হবে না রে ;
ও ভাই, কথায় কিছু হবে না রে, (প্রাণ দিতে হবে)
সামান্য সাধনে হবে না রে।
আমি দেখিলাম অনেক ক'রে,
কিছুতেই পাপ যায় না রে। (প্রেমে মত্ত না হইলে)
আমি দেখিলাম প্রেমে মাতিলে,
পাপের জ্বালা যায় চ'লে। (বহু দিনের)
(চ) সুধামাখা ব্রহ্মনাম, নামে দুঃখে হয় সুখ উদয় রে।

[(ক), তেওট ; সুর, "আর বলব কি যেমন"। (খ), খয়রা ; সুর, "মোদের দীন দেখিয়ে"। (ঘ), খয়রা। (ঙ), একতালা। (গ), (চ)=(ক)]

[১০ মাঘ, ১৭৯৭ শক ; ১২৮২ বঙ্গাব্দ ; (২৩ জানুয়ারী, ১৮৭৬) রবিবার]

১৮৭৬ (ক) কর সার ব্রহ্মপদ রে মন আমার,
এই অসার ভবে, সে ধন বিনা সকলি যে অন্ধকার।
কি লোভে রয়েছ ভুলি হ'য়ে নিঃসম্বল,
ভজ প্রাণারাম সচ্চিদানন্দ হবে জীবন সফল ;
ও পুণ্য সঞ্চয় ক'রে, যে কয়দিন থাক সংসারে ; ডাক তাঁহারে।
সেই শেষের দিনে কি করিবে, ভেবে দেখ একবার।
(খ) দীন হীন কাঙ্গালের বেশে, চল যাই তাঁর উদ্দেশে,
কাঁদি গিয়ে চরণে লুটায়ে ; (ক্রন্দন বিনা আর যে গতি নাই রে)
বহিতে পারিনে আর, এ পাপ জীবন ভার ;
সে শ্রীপদে সঁপি প্রাণ মন রে।

(গ) ব্যাকুল হৃদয়ে করিলে ক্রন্দন, দূরে যাইবে পাপ যন্ত্রণা।

(ঘ) তবে ছাড় রে বিষয়-বাসনা।

ও মন আর বিলম্ব ক'রো না রে। (দিন ত ফুরাইল)

হ'য়ে অনুরাগী, প্রেম বৈরাগী, কর প্রেম সাধনা।

প্রেমভক্তি উপহারে, আশাপূর্ণ অন্তরে, করিব তাঁর সাধনা।

প্রেম পুণ্য শান্তি সুধা, দিবেন তিনি প্রাণ ভ'রে।

সংসার-বন্ধন হবে তাহে মোচন,

মিলে সাধু-সঙ্গে দয়াময়ের করিব জয় ঘোষণা। (প্রেমে মত্ত হ'য়ে)

যোগে যোগী হব, আনন্দে মাতিব, (ভুলে থাকিব না রে, অসার সংসারে)

দে'খে হৃদয় মাঝে স্বর্গধাম পূরাইব বাসনা।

[(ক), তেওট ; সুর, 'আর বল্‌ব কি যেমন"। (খ) দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (ঘ), একতালা ; সুর, "শোন শোন বাণী"। (গ) = (ক)]

[৯ মাঘ, ১৭৯৮ শক ; ১২৮৩ বঙ্গাব্দ ; (২১ জানুয়ারী, ১৮৭৭) রবিবার। এই বৎসরের প্রথম সঙ্কীর্ত্তন]

১৮৭৭ (ক) ওহে দয়াময় হরি, দুঃখহারী, দীনবন্ধু পতিতপাবন।

কাঙ্গাল পানে প্রেম-নয়নে, চাও হে একবার ;

এক বিন্দু ভক্তি-সুধা কর হে বিতরণ।

আমি আপন করম-দোষে, বন্দী হ'য়ে মায়াপাশে,

পাইলাম কতই যাতনা ; (তোমায় না ভজিয়ে হে)

এখন কাতরে করি মিনতি, দাও আমারে সুমতি,

যেন ও চরণে প'ড়ে থাকি ; (আশায় বুক বেঁধে হে)

ত্যজিয়ে সংসার বাসনা, হ'য়ে বৈরাগী, করি সদা তোমার গুণ কীর্ত্তন।

(খ) পিপাসিত মম হৃদয়, কর হে সুধা বরিষণ।
নাথ, নবজলধর তুমি, তৃষিত চাতক আমি,
বিষয়-বারি-পানে, বাঁচিব কেমনে, ও হে হৃদয়ের স্বামী।
তুমি প্রেম-শশধর, আমি ক্ষুধিত চকোর,
তব সহবাসে পরম উল্লাসে করিব সুখে বিহার।
অপরূপ রস-মাধুরী, ভকত চিত্তহারী,
পান করিব, প্রাণ জুড়াব, হেরিব নয়ন ভরি।
মিলে ভক্তগণ সঙ্গে, ম'জে সৎপ্রসঙ্গে,
হাসিব কাঁদিব, নাচিব গাহিব, ভক্তি-রস-রঙ্গে।
(সে দিন কবে বা হবে, আমার)
হায় কবে যাব প্রেমধামে, মাতিব প্রেমে হে। (সাধু সঙ্গে মিলে হে)
ভরসা তোমারই কৃপা প্রাণের সম্বল,
আমি ত নাথ জানিনে ভজন সাধন।

[(ক), তেওট ; সুর, "আর বল্‌ব কি যেমন"। (খ), একতালা ; সুর, "প্রাণ ভ'রে আজি গান কর"]

[১৭৯৮ শক ; ১২৮৩ বঙ্গাব্দ ; (১৮৭৭)। এই বৎসরের দ্বিতীয় নগর-সঙ্কীর্ত্তন]

১৮৭৮ (ক) দয়াময় নাম বল রে একবার।
(ও ভাই নগরবাসী ; ও জীব বল বল রে ; বদন ভরে বল বল রে ;
আজ মনের আনন্দে রে ; সবে মিলে ভক্তিভরে রে)
মুখে দিবানিশি দয়াল বল ; এ নাম বল্‌তে বল্‌তে প্রাণ
গেলেও ভাল, থাক্‌লেও ভাল। (বল রে)

ও ভাই মনে ভেবে দেখ, সব মায়ার বিকার,
ধন মান পরিজন, কেহ নহে কার। (সঙ্গে যাবে না যাবে না)
(তবে কেনই বা ভোল রে, সব জেনে শুনে)
ভক্তি যোগে কর দয়াময় নাম সাধন,
নামে মুক্তি, নামে হইবে ভবপার।
(খ) দয়াময় নাম সঙ্কীর্ত্তনে, মাত আজ বন্ধুগণে।
নামামৃত-রস কর পান। (প্রাণ ভরিয়ে হে)
দয়াময় নাম সুধাসিন্ধু, পান কর তার এক বিন্দু,
হবে সব দুঃখ অবসান।
অসার সংসার মাঝে, নাম বিনে আর কি ধন আছে,
নাম জপ, নাম কর ধ্যান ; (শয়নে স্বপনে)
ভকত মণ্ডলী মাঝে, দেখিয়ে হৃদয়-রাজে,
সদানন্দে কর সুধা পান।
নাম ধ্যান, নাম জ্ঞান, নামামৃত-রস পান,
নাম মালা কর কণ্ঠহার।
চল যাই আনন্দ ধামে, নাম রসে মত্ত হ'য়ে হে, (সাধু সঙ্গে মিলে হে)
প্রেমময়ের চরণতলে লইগে আশ্রয়,
ভক্তসঙ্গে দেখি তাঁর লীলা বিহার।

[(ক), তেওট ; সুর, "আর বল্‌ব কি যেমন"। (খ), কাওয়ালি ; সুর, "প্রভু আশীষ কর মোরে"]

[১১ মাঘ, ১৭৯৯ শক ; ১২৮৪ বঙ্গাব্দ ; (২৩ জানুয়ারী, ১৮৭৮) বুধবার]

১৮৭৯ (ক) ভকতবৎসল হরিপদাম্বুজে, মজ মজ ও রে মন।
ত্য'জে অভিমান, হও তৃণ সমান, কর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।
ও মন বিষয় বাসনা ছাড়ি কর গৃহ ধর্ম্ম,
পরিবার মাঝে নিত্য ভজ পরব্রহ্ম,
ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে থাক প্রজা হ'য়ে,
পাপভয় নাহি রবে, পাইবে নবজীবন।
পরম যতনে, হৃদি সিংহাসনে, বসায়ে হৃদয়নাথে,
হ'য়ে কৃতাঞ্জলি, দাও প্রেমাঞ্জলি, তাঁহার মঙ্গল পদে। (সকলে মিলে)
প্রতি পরিবারে, ভক্তি উপহারে, সাজায়ে তাঁর চরণ,
হ'য়ে দণ্ডবৎ, কর প্রণিপাত, সফল হবে জনম। (চরণসেবায়)
(খ) ও ভাই এই ত স্বর্গের ছবি, হেরিলে জুড়ায় আঁখি,
প্রেমানন্দে উথলে হৃদয় ; (শোভা নিরখিয়ে)
(কি বা) যুবা বৃদ্ধ নর নারী, ব্রহ্ম পাদ-পীঠ ঘেরি,
করে স্তব মধুর বচনে ; (শুনে প্রাণ শীতল হয় রে)
প্রেম গদগদ ভরে, হরিগুণ গান করে,
প্রেমধারা বহে দুনয়নে। (আহা কিবা শোভা রে)
(গ) এস ভাই চল যাই ত্বরা ক'রে ঐ পুণ্যধামে।
প্রেমেতে রঞ্জিত সব মানব সন্তান রে,
বিরাজিত ব্রহ্ম-জ্যোতি তাদের প্রেমাননে।
দে'খে চিদানন্দময় সকল সংসার রে,
মাতিব আনন্দে সবে প্রেমময়ের প্রেমে।

(ঘ) দীনবন্ধু দয়া ক'রে পূরাও বাসনা,
ঘুচাও নাথ দয়া ক'রে অসার সংসার বন্ধন।

[(ক), একতালা ; সুর, "প্রাণ ভ'রে আজি গান কর"। (খ), দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (গ), একতালা ; সুর, "একবার দয়াময় দয়াময় দয়াময়'। (ঘ), তেওট ; সুর, "আর বল্‌ব কি যেমন"]

[১০ মাঘ, ১৮০২ শক ; ১২৮৭ বঙ্গাব্দ ; (২২ জানুয়ারী, ১৮৮১) শনিবার। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা]

প্রথমার্দ্ধ

১৮৮০ (ক) চল চল হে সবে পিতার ভবনে ;
শোন শ্রবণে, ডাকিছেন পিতা আজ মধুর বচনে।
(খ) ভুলিয়ে সে ধনে, এখানে এমনে,
নগরবাসী, তোরা কত দিন আর র'বি রে ভাই ?
হ'ল রে জীবন অবসান, পরিত্রাণ কেমনে পাবি রে ?
তাই বিনয় ক'রে, বলি চরণ ধ'রে,
এস রে ভাই, সেই পুণ্যময়ের ভবনে যাই।
(গ) এ সংসারের মাঝে, সে ধন বিহনে, জেনো জেনো গতি নাই ;
আর বিফলে কাটায়ো না জীবনে।
(ঘ) ও ভাই, ভেবো না, দুঃখ রবে না,
পিতার চরণে স্থান পাবি রে ভাই। (অপার কৃপাগুণে)
ও ভাই, মন প্রাণে, (প্রাণে) কাঁদ যদি,
তবে দেখা দিবেন কৃপানিধি। (দীনহীন ব'লে)

ও ভাই, বড় যে তাঁর, (তাঁর) করুণা রে !
ও ভাই, চাহিলে পাপী যে পায় সে ধনে !
(ঙ) ও ভাই মনের দুঃখ সব আজি পাসরিব ;
পূজি প্রাণ ভ'রে, প্রাণেশ্বরে, আনন্দ-নীরে ভাসিব ;
(এমন দিন আর হবে না রে)
হৃদয়-আসনে বসায়ে যতনে
আজি প্রাণ মন সমর্পিব। (ভাই ভগ্নী মিলে)

[(ক), তেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্ নে"। (খ), খয়রা ; সুর, "মোদের দীন দেখিয়ে"। (ঘ), খয়রা ; সুর, "দয়াল বল না"। (ঙ), একতালা ; সুর, "নাম রসে না মাতিলে"। (গ)=(ক)]

ঐ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ।

১৮৮১ (চ) তাই বলি হে ভাই, সকলে গাও ব্রহ্মনাম হৃদয় খুলে,
"জয় ব্রহ্ম" বল সবে বদনে।
(ছ) বড় সাধ মনে, হৃদয় রতনে, হৃদয়-মাঝারে পাই।
(আমি) সে পদে বিকাব, দাস হ'য়ে রব, পরাণ সঁপিব, ভাই।
(প্রভুর অভয় পদে)
(আমার) বল বুদ্ধি মন, জীবন যৌবন, নিজের কিছু যে নাই !
(আমি হৃদয়নাথের)
(আমি) সে প্রেম-সাগরে, জনমের তরে, মগন হইতে চাই !
(আমি সাঁতার ভুলে)
(জ) পাব কেমনে সে ধন বিনা সাধনে !

(ঝ) চল চল ত্বরা ক'রে, সে আনন্দধামে হে।
গগন কাঁপায়ে চল, মধুর ব্রহ্ম নামে হে।
নরনারী সবে আজি, মাতিব সে নামে হে।
হে'রে সে আনন্দ-ছবি, জুড়াইব প্রাণে হে।
(ঞ) এস, দেখিয়ে সবে জুড়াই নয়নে।

[(ছ), খয়রা ; স্থর, "দেখি এক শাখী"। (ঝ), একতালা ও ঝুলন ; স্থর, "আনন্দে গাইয়ে চল"। (চ), (জ), (ঞ) = (ক)]

[৯ মাঘ, ১৮০৪ শক ; ১২৮৯ বঙ্গাব্দ ; (২১ জানুয়ারী, ১৮৮৩) রবিবার]

১৮৮২(ক) তোরা আয় রে ভাই, ডাকি বিনয়ে,নগরবাসী জন ;
আর কত দিন সংসারে ভুলে করিবে যাপন !
(পুরবাসী রে, কত দিন আর ভুলে র'বি রে)
(খ) ও ভাই, যাবে না, পাপ-যাতনা, সেই পুণ্যময়ের চরণ বিনা
(যাগ যজ্ঞে কিছুই হবে না রে · প্রেম ভক্তি বিনা)
ও ভাই, মুক্তি ধামে (ধামে) যাবে যদি, তবে ডাক তাঁরে নিরবধি
(মন প্রাণ খুলে ; দয়াল প্রভু ব'লে)
ও ভাই, দয়াল নামে যদি না মজিবে,
তবে পাপের জ্বালা কে ঘুচাবে ?
(দয়াল প্রভু বিনা ; তাঁহার কৃপা বিনা)
(গ) সরল প্রার্থনাই মুক্তির জেনো পরম সাধন।
(পুরবাসী রে, মুক্তি-ধামের পথ আর নাই রে)

(ঘ) দেখ, গেল রে দুঃখ-রজনী, সমুদিত দিনমণি,
সত্য ধর্ম্ম হইল প্রকাশ রে !
(চেয়ে দেখ, দেখ রে ; জেগে যেন ঘুমায়ো না)
পাপ-নিদ্রা পরিহরি, এস সব নরনারী, ছিন্ন করি এস মোহপাশ রে !
(আর বদ্ধ থেকো না রে ; বিষয়-মোহে মুগ্ধ হ'য়ে)
অশেষ যাতনা স'য়ে, আছ রে বল কি ল'য়ে ?
বল কিসে পাইবে উদ্ধার রে !
(শেষের গতি কি ভেবেছ ? সার ধন ভুলে আছ)
এ ভব-সঙ্কট হ'তে, কে তারিবে এ জগতে,
বিনা সেই করুণার আধার রে !
(আর কে বা আছে রে ; পাপী জনে উদ্ধারিতে)
(ঙ) ভবে পাতকীর গতি সেই প্রভু অধম-তারণ।
(পুরবাসী রে, তিনি বিনা গতি আর নাই রে)
(চ) হিয়ার মাঝারে, সেই প্রাণেশ্বরে, পূজ রে যতনে ভক্তিভরে।
হৃদয়-সখা তিনি, তাঁরে রেখো না রেখো না দূরে।
পরম রতন ফেলে, ও ভাই, থেকো না রে এ সংসারে।
নয়ন-মণি ছেড়ে, আর বেড়ায়ো না অন্ধকারে।
(ছ) খুলে মুক্তির দ্বার, কাঙ্গালে আজ, প্রভু করেন নিমন্ত্রণ।
(পুরবাসী রে, ব্যাকুল হ'য়ে ধেয়ে আয় রে)
(জ) আজ মাতিব আনন্দে সবে, সেই দয়াল নামের মধুর হিল্লোলে !
আজ মাত রে ভাই, ব্রহ্মনামে, হৃদয় খুলে রে।
(নামে পাষাণ গ'লে যাবে রে ; নবজীবন পাব সবে রে)
(পাপের জ্বালা নিভাইব রে)

ও ভাই, গগন কাঁপায়ে বল ব্রহ্মজয় রে ! (জয় জয় দয়াময় রে)
ও ভাই,আনন্দে নাচিয়ে বল ব্রহ্মজয় রে ! (বাহু তুলে নেচে বল রে)
ও ভাই,সবারে জাগায়ে বল ব্রহ্ম জয় রে ! (মোহনিদ্রা ভেঙ্গে দাওরে)
ও ভাই, নগর মাতায়ে বল ব্রহ্মজয় রে ! (মাতিয়ে মাতাও ভাই রে)

(ঝ) কর করুণা, কাতরে ডাকে আজ অধম জন।
(দীনবন্ধু হে, দীনহীন আজ দ্বারে ডাকে হে)

[(ক), তেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্ নে"। (খ), খয়রা ; সুর, "দয়াল বল না"। (ঘ), দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (চ), একতালা ; সুর, "তোমার দয়াল নামের এমনি গুণ হে"। (জ) পেস্‌টা ; সুর, "এমন দয়াল নাম সুধা রসে"। (গ), (ঙ), (ছ), (ঝ) = (ক)]

[১০ মাঘ, ১৮০৫ শক ; ১২৯০ বঙ্গাব্দ ; (২৩ জানুয়ারী, ১৮৮৪) বুধবার]

প্রথমার্দ্ধ।

১৮৮৩ (ক) উঠে দেখ্ রে মন, প্রেমময়েরি প্রেমের মাধুরী !
জেগে উঠে দেখ্ সেই শোভা, ভুবন আলো করি !
(আমার মন রে ; মোহ-নিদ্রা ভেঙ্গে দেখ্ রে)

(খ) এ কি রে কুমতি দেখি তোর ! (কিসে ভুলে র'লি রে)
অনিত্য সুখের লাগি, পাপে হলি অনুরাগী,
ডুবাইলি ধরম করম ! (কি কাজ করিলি রে)
অমিয় সাগর ত্যজি, বিষয়-গরলে মজি,
খোয়াইলি এ হেন জনম ! (এ কি ভ্রান্ত মতি রে)

ভুলে সে পরম ধনে, ভ্রমিলি ভব-গহনে,
পেয়ে আঁখি অন্ধের মতন! (এ কি দশা দেখি রে)
অমূল্য মাণিক ফেলি, কুড়ায়ে বাঁধিলি ধূলি,
প্রাণে রাখি করিলি যতন! (মহামূল্য জ্ঞানে রে)
(গ) বৃথা দিন যায়, থেকো না মন, সে ধন পাসরি।
(অবোধ মন রে, অসার সুখে মত্ত হ'য়ে রে)
(ঘ) দেখ রে প্রেম-নয়নে, সৎস্বরূপ নিরঞ্জনে,
প্রাণরূপে প্রাণের মাঝারে। (প্রাণের প্রাণ তিনি রে)
(জ্ঞান-চক্ষে চেয়ে দেখ ; প্রেম-আঁখি মেলে দেখ)
হে'রে সে সত্যের জ্যোতি, সে বিমল রূপ-ভাতি,
দূর কর মনের আঁধার রে।
(প্রেমের আলো পেয়ে রে ; হৃদয়কন্দর-মাঝে)
বারেক হৃদয়াকাশে, যদি সে শশী প্রকাশে,
উথলিবে প্রেমের সাগর রে।
(সুখে ভেসে যাবি রে ; অপরূপ রূপ সাগরে)
পূরিবে সব কামনা, ঘুচিবে ভব-যাতনা,
প্রেম-রসে জুড়াবে অন্তর রে।
(পাপের জ্বালা রবে না ; প্রেমরসে মগ্ন হ'লে)
(ঙ) সেই দীননাথ, অধমে তারিবেন কৃপা করি।
(আমার মন রে, কাতর প্রাণে ডেকে দেখ রে)

[(ক). তেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্‌নে"। (খ), লোফা।
(গ). দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (ঘ), (ঙ)=(ক)]

ঐ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ।

১৮৮৪ (চ) ও মন, প্রেমধনে যদি পাবে,
পাপের বাসনা ছাড় রে তবে,
নইলে দেখা তো পাইবে না রে।
(পাপ ছাড়িতে হবে)
বিনা সাধনে সে ধনে কি রে, পায় কেহ এ সংসারে ?
(দুর্লভ রতন সে যে)
পবিত্র প্রাণে যে জন ডাকে, প্রভু দেখা দেন তাঁকে।
(হৃদয়-সখা রূপে)
(ছ) ছাড় ছাড় পাপ, কাতরে বলি রে, বিনয় করি।
(অবোধ মন রে, পাপের খেলা দেখা হ'ল রে)
(জ) প্রেম-সুধা, এ সংসারে, ও কি সহজে মিলে !
যে জন তৃণের সমান হবে, প্রেম-তত্ত্ব সে জন জানিবে।
(সাধু জনের উক্তি হে)
আমি মত্ত সদা অহঙ্কারে, আমি কেমনে পাব তাঁহারে !
(গতি কি হবে রে)
আমি না চিনিনু তত্ত্বধনে, আমি না সেবিনু ভ্রাতৃগণে !
(আমার দু'কূল গেল রে)
(ঝ) দেখ দেখ, নাথ, পাপে ডুবিয়ে বুঝি মরি !
(প্রেমসিন্ধু হে, দু'কূল আমার ব'য়ে যায় হে)

(ঞ) প্রেমের জয় কর ঘোষণা, আজ হৃদয় ভ'রে, ও পাপী মন !
আর পাবে না অনেক দিনে সুদিন এমন।
(হৃদয় খুলে গাও গাও রে)
আজ পরাণে পরাণে বাঁধি কর রে কীর্ত্তন।
(সুধামাখা দয়াল নাম রে)
আজ প্রেমেতে লুটায়ে ধর সবারি চরণ।
(একাকার হ'য়ে যাক্ রে)
আজ ব্রহ্মনামে, দয়াল নামে, ছাও রে গগন।
(দিক্ দশ পূরে যাক্ রে)
আজ থর থর হোক্ ধরা করিয়ে শ্রবণ।
(ব্রহ্ম নামের ধ্বনি রে)
আজ পাপী তাপী সবাই দেখ, খুলিয়ে নয়ন।
(দে'খে নয়ন সফল কর রে)
আজ ব্রহ্মনামে মুক্তিধামে যায় পাপিগণ।
(জয় জয় প্রেমের জয় রে)
(ট) আজ অধমে, করুণা করি, দাও চরণ-তরী ;
প্রেম-দাতা হে, প্রেম দিয়ে বাঁচাও প্রাণে হে।

[(চ), (জ), একতালা ; সুর, "নাম রসে না মাতিলে"। (ঞ) খেম্‌টা ; সুর, "এমন দয়াল নাম সুধা রসে"। (ছ), (ঝ), (ট)=(ক)]

[৯ মাঘ, ১৮০৬ শক ; ১২৯১ বঙ্গাব্দ ; (২১ জানুয়ারী, ১৮৮৫) বুধবার]

১৮৮৩ (ক) দেখ্‌ রে যায় দিন, ও ভাই নগরবাসী,
বৃথা কাজে আর করিস্‌ নে কাল হরণ। (নগরবাসী)
অসার সুখেতে ভুলে (মোহে প'ড়ে কি করিলে)
ব্রহ্মপদ না সেবিলে, জীবন গেল বিফলে, (এমন মানব-জীবন)
নিকটে এল শমন ! (দেখ রে চেয়ে)
(খ) প্রভু-পদসেবা সম আর কি সুখ আছে রে !
কি ছার সংসার-সুখ, সেই সুখরাশি কাছে রে !
(একবার ভেবে দেখ রে)
রসনা সে রস যদি বারেক চাখয় রে,
(তবে) অন্য রস-আশ, না থাকে পিয়াস, পরাণ মগন হয় রে ;
(সেই সুধা-হ্রদে)
সে প্রেমরসেতে মজি, আপনা পাসরি রে ;
দেখ, যত সাধুজনে, সে পদ-সেবনে রত প্রাণপণ করি রে।
(এ জনমের মত')
সে প্রেম অনল সম, প্রাণে যদি লাগে রে,
তবে কু-বাসনাচয় হয় ভস্মময়, পাপ-আঁধার ভাগে রে।
(হৃদয়-গুহা ছাড়ি)
(গ) বিষয়-সুখ তুচ্ছ করি, এস এস নর নারী, দেখ সে প্রেম মাধুরী,
(হিয়া-আঁখি ভরি) পাইবে নব জীবন। (নগরবাসী)
(ঘ) এতই কি সংসার-মায়া তোর ! (জেগে কি ঘুমালি রে ?)
অনিত্য সুখেরি তরে, ডুবিছ পাপ-সাগরে রে,
জ্ঞানহারা মোহ-মদে ভোর ! (ও রে নগরবাসী রে)

স্বহস্তে অনল জ্বালি, দেহ মন তাহে ঢালি রে,
কি যাতনা পাইতেছ ঘোর! (দে'খে হৃদয় ফাটে রে)
প্রেমমণি দূরে ফেলি, কাচখণ্ড হাতে নিলি রে,
এ কি ভ্রান্ত মতি দেখি তোর! (কি ভ্রমে ভুলিলি রে)
(ঙ) ও ভাই, কি কাজ দেহ ধারণে, প্রভুর সেবা বিনে!
কেবল পশুর মত', ভোগে রত হ'য়ে কি রবে জীবনে!
(এমন মানব-জনম পেয়ে ; কি বা ফল আছে রে)
আজি দেহ মন বিকাইব প্রেমময়ের শ্রীচরণে।
(চির দিনের মত' রে ; বড় সাধ আছে রে)
(চ) আয় রে ভাই, প্রাণ খুলে ডাকি, প্রেমসিন্ধু ব'লে ;
প্রেম-দাতার কৃপা হ'লে, (ও তাঁর বড় দয়া)
পাইব প্রেম-রতন। (নগরবাসী)
ছ) আজ পরাণে পরাণে মিলে, হৃদয় মন প্রাণ খুলে, গাও সবে ভাই!
আজ দাও রে সেই প্রেমময়ের নামেরি দোহাই!
(মনের সাধে সবে মিলে)
বল, ডাকিলে, হে দীনসখা, যেন দেখা পাই!
(সবাই মিলে বল, বল রে)
বল, দীনবন্ধু, ভবসিন্ধু যেন ত'রে যাই! (চরণতরী দিও, দিও হে)
বল, তোমা বিনা পাপী তাপীর আর গতি নাই!
(সবাই মিলে বল বল রে)
এস, প্রাণ খুলে, সবাই মিলে, জয়ধ্বনি গাই!
(জয় জয় প্রেমের জয় রে! এমন দিন আর হবে না রে!)

(জ) আজি তব শ্রীচরণে, কাঁদি, হে নাথ, পাপিগণে।
অপার করুণা-গুণে (ও হে দীনবন্ধু) দাও প্রভু দরশন। (পাপী জনে)

[(ক), তেওট ; সুর, "আর বল্‌ব কি যেমন"। (খ), খয়রা ; সুর, "হরি রস মদিরা"। (ঘ), লোফা ; সুর, "এ কি রে কুমতি"। (ঙ) একতালা ; সুর, "নামরসে না মাতিলে"। (ছ), খেম্‌টা ; সুর, "এমন দয়াল নাম সুধারসে"। (গ), (চ), (জ)=(ক)]

[১০ মাঘ, ১৮০৭ শক ; ১২৯২ বঙ্গাব্দ ; (২২ জানুয়ারী, ১৮৮৬) শুক্রবার]

১৮৮৬(ক) তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্ নে আর মোহেতে ভুলে
পুণ্যময়ের পুণ্যরাজ্য এল রে দেখ্ ভূমণ্ডলে ! (ও রে নগরবাসী)
প্রচারি আশার বাণী ডাকেন সকলে,
পাপিগণে কৃপাগুণে তারিবেন ব'লে ;
শোন সে মধুর ধ্বনি স্বর্গে মর্ত্ত্যে ঐ উথলে। (ও রে শোন রে ভাই)
(খ) শোন শোন বাণী।
(আজ শ্রবণ পেতে ; আজ বধির আর থেকো না রে)
দাঁড়ায়ে হৃদয়দ্বারে, ডাকিছেন বারেবারে, (ব'লে, "আয় পাপী ত্বরা ক'রে"
যদি ত্রাণ পেতে চাও, প্রাণ তাঁরে দাও, সে পদে লুটায়ে পড় অমনি।
(গতি কর ব'লে)
বিষয়-গরল পিয়ে, জুড়াবে না কভু হিয়ে ; সেই সুধারসে যে জন মজে
তার যে ত্রিতাপ যায় তখনি। (চির দিনের মত')
এ ছার হৃদয় দিলে, যদি রে সে ধন মিলে,
তবে সঁপি মন প্রাণে, লভ না সে ধনে, লভিলে জীবন পাবে এখনি।
(সে জীবনধনে)

(গ) ভাই রে! গভীর পাপের কালি ঘুচিবার নয়,
বিনা তাঁরি কৃপাবারি জানিও নিশ্চয়।
(পাপের কালি ঘোচে না, ঘোচে না, ও তাঁর কৃপা বিনে)
ভাই রে! দুস্তর ভব-জলধি কে করিবে পার,
বিনা সেই কৃপাসিন্ধু ভব-কর্ণধার!
(সহায় কে আর আছে রে, ভব-পারে নিতে)
ভাই রে! মহামোহে প'ড়ে কেন ভজিলে অসার?
প্রাণ দিলে, প্রাণ মিলে, বুঝিলে না সার!
(পাপের জ্বালা থাকে না, থাকে না, প্রাণ শীতল হয় রে)
(কেন বুঝিলে না রে, মহামোহে প'ড়ে)
(ঘ) আজ সকলে অতি যতনে, বাঁধিয়ে প্রেম-বন্ধনে,
(অতি কঠিন ক'রে রে)
এক প্রাণে গাইব সে নাম রে। (সবে হৃদয় খুলে রে)
প্রভুর কৃপা-প্রভাবে, পাপের বিকার যাবে,
পাপী পাবে তাঁর পুণ্যধাম রে।
(অপার কৃপাগুণে রে; জীবন সফল হবে রে)
আর দেখ কি! তাঁর চরণে, সঁপিয়ে হৃদয় মনে,
এ জীবনে লভ রে বিশ্রাম রে।
(দেখ সময় গেল রে; দুঃখ পাসরিয়ে রে)
সবে কর ব্রহ্ম-জয়ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদিনী,
জয়রবে পূর বিশ্বধাম রে।
(সবাই হৃদয় খুলে রে; দিক্ দশ ছেয়ে রে)

(ঙ) আনন্দে গাইয়ে চল, আর কি বা ভয় রে !
প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য এসেছে ধরায় রে !
কে যেন হৃদয়ের মাঝে বলে, "পাপী আয় রে !"
(বলে, "আয় পাপী, আয় রে !" বলে, "ত্বরা ক'রে আয় রে !")
আজি সে সুরব শুনে ব্যাকুল পরাণ রে,
এত দিনে পাপী জনে পায় পরিত্রাণ রে !
(বুঝি যায় স্বর্গধাম রে ! বুঝি হয় পূর্ণকাম রে !)
আজি সে মধুর ধ্বনি জাগে বিশ্বময় রে,
সবে মিলে হৃদয় খুলে বল "ব্রহ্ম জয়" রে !
(বল "জয় ব্রহ্মজয়"রে ! বল "হোক্ ব্রহ্মজয়" রে ! বল "জয় দয়াময়"রে !)
(চ) ফেলিয়ে অসার সুখ, আয় তোরা চ'লে ;
গেল বেলা, মিছে খেলা ছাড় সকলে ;
জীবন সফল হবে, প্রাণ মন বিকাইলে। (ও রে নগরবাসী)

[(ক). তেওট। (খ). একতালা। (গ). লোফা। (ঘ). দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (ঙ), একতালা. এবং ঝুলন। (চ) = (ক)]

[১০ মাঘ, ১৮০৮ শক ; ১২৯৩ বঙ্গাব্দ ; (২২ জানুয়ারী, ১৮৮৭) শনিবার]

১৮৮৭ (ক) দিন যায় রে ভাই ! ভ্রমিস্ নে আর সংসার-কাননে।
সৎস্বরূপের সত্য-জ্যোতি দেখ রে, দেখ নয়নে ! (ও রে নগরবাসী)
বিষয়-কুয়াসা-জালে ঘেরে সে বনে,
প্রবৃত্তি-জঙ্গলে পথ পাবি কেমনে !
দেখ, সে পুণ্যের জ্যোতি উজলিল ঐ ভুবনে ! (ও রে নগরবাসী)

(খ) মোহের আঁধারে, পাপের বিকারে, দিবানিশি ডুবে,
কত দিন আর যাবে রে ভাই!
করিয়ে বিষয়-গরল পান, তোদের প্রাণ, কভু না জুড়াবে;
ফেলে দাও দূরে, অনিত্য অসারে, চল চল রে ভাই,
সেই সত্যধামে সকলে যাই।
এ অরণ্য-মাঝে, সে হৃদয়-রাজে, ছেড়ো না রে, বলি তাই!
(গ) ভাই রে! সে সত্য পুরুষে ছাড়ি দাঁড়াবে কোথায়?
ধন মান সবই জেনো মরীচিকা প্রায়।
(কিছু রবে না, রবে না; সেই শেষের দিনে)
ভাই রে! প্রাণের পিয়াসা তোদের বল কে মিটায়,
বিনা সেই প্রেমসিন্ধু প্রভু দয়াময়!
(আর কে বা আছে রে; দয়াল প্রভু বিনা; পিয়াস মিটাইতে)
(ঘ) জীবনের জীবনে ভুলিয়া কি ধনে লইয়া রহিবে এ সংসারে!
আঁখির আলো যিনি, কভু ভুলো না, ভুলো না তাঁরে।
সেই জীবন পেলে, আর ভবের বন্ধন রবে না রে।
(ঙ) ঐ দেখ সে সত্যের জ্যোতি,
আজ নয়ন ভ'রে, হৃদয়-মাঝারে!
যে জ্যোতি-পরশে প্রাণে জীবন সঞ্চারে। (মোহনিদ্রা ভেঙ্গে যায় রে)
আজ দেখ রে সেই প্রেমময় হৃদয়-দুয়ারে। (নয়ন খুলে দেখ দেখ রে)
ও ভাই, তাঁহার শরণ নিলে ভয় নিবারে। (সকল বিপদ কেটে যায় রে)
আজ জয়ধ্বনি ক'রে চল যাই ভব-পারে।
(এমন দিন আর হবে না রে)

(চ) দেখ রে, জীবন গেল ল'য়ে কি ধনে ;
দিন গেল সন্ধ্যা হ'ল ভব-কাননে ;
এখনো শোন হে বাণী, পড় প্রভুর শ্রীচরণে । (ও রে নগরবাসী)

[(ক), তেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্ নে" । (খ), খয়রা ; সুর, "মোদের দীন দেখিয়ে" । (গ), লোফা ; সুর, "ভাই রে গভীর পাপের কালি" । (ঘ), একতালা ; সুর, "তোমার দয়াল নামের এম্‌নি গুণ হে" । (ঙ), পেম্‌টা ; সুর, "এমন দয়াল নামসুধারসে" । (চ)=(ক)]

[১০ মাঘ ১৮০৯ শক ; ১২৯৪ বঙ্গাব্দ ; (২৩ জানুয়ারী, ১৮৮৮) সোমবার]

৩৮৮৮ (ক) সে তো দূরে নয়, তোরা দেখ্ গো,
হৃদয়-ধামে, প্রেমময়ে পাবি গো নিশ্চয় ।
সে প্রেম ভিন্ন জীবন বাঁচে না, হয় মহা প্রলয়, এই বিশ্ব ক্ষণেক থাকে না ।
জীব জন্তুগণ, সবে রয়েছে যে প্রেমনীরে হইয়ে মগন,
কেন দেখ না সেই প্রেমের লীলা, ভাই,
হ'লে এমন পাষাণ-হৃদয় ! (মোহে মুগ্ধ হ'য়ে)
(খ) সে মা জননী, প্রেমরূপিণী, একাকিনী,
পরম-আদরে বিশ্ব পালিছেন যিনি ।
দেখ, বাঁধি প্রেমপাশে, দশদিশে, কি বা কোলেতে ধরেছেন তিনি !
শোন রে ভাই বিনয়-বাণী, মায়ের সে প্রেম শ্রেষ্ঠ মানি,
লইলে শরণ এখনি, তোদের জুড়াবে জুড়াবে প্রাণী ।
(হৃদয় শীতল হবে রে)

(গ) প্রাণ ভ'রে আজি গান কর, ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি ভয়!
ও ভাই, শোন সমাচার, পাপীদের ভার,
লয়েছেন আপনি দয়াময়। (আর ভয় নাই)
প্রভুর প্রেমরাজ্য, দেখ, প্রকাশিল,
তাঁর করুণা নামিল ধরায়। (পাপী উদ্ধারিতে)
এমন কৃপা ফেলে, তোমরা দূরে গেলে,
বল, কোথা আর জুড়াবে হৃদয়! (এমন কে বা আছে)
আজ নয়ন ভ'রে কৃপার লীলা দেখ,
আর, গাও রে খুলিয়ে হৃদয়! (জয় দয়াল ব'লে)
নামের সারি গেয়ে, শান্তিধামে চল, বল বল ব্রহ্মকৃপারি জয়!

(ঘ) আমরা দয়াল নামে ত'রে যাব; আজ আমরা বেঁচে যাব।
পোড়ায়ে পাপ-বাসনা, নবজীবন পাব,
সে চরণে হৃদয় মন সবাই ঢেলে দিব।
মজিয়া সে প্রেম-রসে, নিজে পাসরিব,
প্রেমময়ের প্রেমজলে হাবুডুবু খাব।
প্রেমময়ের প্রেমের লীলা নয়নে হেরিব,
আর "জয় জয় দয়াময়", সবাই মিলে গাব।
নিভাব সংসার-তাপ, হৃদয় জুড়াইব,
আর বাহু তুলে কুতুহলে আনন্দে নাচিব।

(ঙ) সে প্রেম ফেলিয়ে তোরা যাস্ কোথা রে ভাই, শান্তির লাগিয়ে,
শান্তিদাতার প্রসাদ ভিন্ন, ভাই, সব মরীচিকাময়।

[(ক), তেওট; সুর, "আর বল্‌ব কি যেমন"। (খ) যৎ। (গ), একতালা
ঘ), খেমটা; সুর, "হরি ব'লে আমার গৌর নাচে"। (ঙ)=(ক)]

[১০ মাঘ, ১৮১০ শক ; ১২৯৫ বঙ্গাব্দ ; (২২ জানুয়ারী, ১৮৮৯) মঙ্গলবার]

১৮৮৯ (ক) দেখ দিন যায়, তোরা আয়, ভাই ;
নিরাশ হ'য়ে বিষয়-কূপে থেকো না ডুবে। (দিশাহারা হ'য়ে)
সে প্রেম ভিন্ন শান্তি পাবে না, ঘোর পাপানলে মর্‌বে জ্ব'লে,
মনের আগুন নিভ্‌বে না।
সাধু ভক্তগণ, তাঁরা আনন্দে যে প্রেমনীরে করেন সন্তরণ,
একবার পিয় রে সেই প্রেমের সুধা, ভাই, (জ্বালা দূরে যাবে)
তোদের তাপিত প্রাণ শীতল হবে।
(খ) মোরা ক্ষুদ্র প্রাণী, অনন্ত যে তিনি, কি বা জানি!
অপার প্রেমের লীলা কিরূপে বাখানি !
(তিনি যারে জানান সেই জানে ; তিনি দয়া ক'রে)
(মোদের) এ মলিন মনে, প্রেম-গানে, ভয়ে সরমে লুকায় বাণী!
তিনি নিজ কৃপাগুণে, পাপী জনে, ভবে তরাবেন এই শুধু জানি।
(আমরা আর কিছু জানি না হে)
অপার প্রেমের সিন্ধু তিনি, পাপীর কাতর ধ্বনি শুনি, ল'বেন নিজ
কোলে টানি, ল'য়ে জুড়াবেন তারে আপনি। (নিজ কৃপাগুণে হে)
(গ) সংসার-আলসে, মোহ-নিদ্রাবশে, থেকো না ভাই,
দেখ দেখ রে, মেলি নয়নে। (দিন যায় যায়, ভাই)
দেখ রে শোভা অপরূপ, অনুরূপ নাহি রে ভুবনে ;
ঐ, নর নারী, সবে যায় তরি, দেখ রে ভাই,
বিধির মঙ্গল বিধানে। ("জয় ব্রহ্ম জয়" ব'লে হে)
পাপ যাবেই যাবে, ও তাঁর প্রভাবে, স্থান পাবে চরণে।
(নিরাশ হ'য়ো না, হ'য়ো না)

(ঘ) বল জগতে আনন্দ-সমাচার! হবে হবে রে পাপীর উদ্ধার।
(আর ভয় নাই নাই রে)
পাপীর পাতকের ভার, পিতা লয়েছেন এবার, ভয় নাই ক আর!
পাপী যাবে ভবসিন্ধু-পার। (অপার কৃপা-গুণে রে)
একবার নিজে পাসরে, ডোব সে প্রেম-সাগরে, ও ভাই বাঁচিবে ম'রে!
হবে হবে প্রেমে একাকার। (সব হৃদয় এক হবে রে)
বাঁধ আশাতে হৃদয়, বল "জয় ব্রহ্ম জয়"; আর কি ভয় কি ভয়!
জেনো জেনো ব্রহ্মকৃপাই সার। (আর সকল অসার জেনো রে)
(ব্রহ্মকৃপায় ত'রে যাবে রে)
(ঙ) করি নিবেদন, তোরা থাকিস্ নে আর বিষয়-বিষে হইয়ে মগন।
সবে এস রে আজ ব্যাকুল হ'য়ে,ভাই, প্রভুর মধুময় নাম গাই রে সবে।

[(ক) তেওট; সুর, "আর বলব কি যেমন"। (খ), যৎ; সুর, "সে মা জননী"। (গ), লোফা; সুর, "মোদের দীন দেখিয়ে"। (ঘ), খেম্‌টা; সুর, "বল আনন্দে বদনে ব্রহ্মনাম"। (ঙ)=(ক)]

[১০ মাঘ, ১৮১১ শক; ১২৯৬ বঙ্গাব্দ; (২২ জানুয়ারী, ১৮৯০) বুধবার]

১৮৯০ (ক) ভুলে কতদিন ভবে রবে বল না! (নগরবাসী রে)
আর কতকাল পাবে এ ঘোর যাতনা!
বিষয়-বিষের নেশায়, জনম ব'য়ে যায়,
ঘোর মোহে প'ড়ে দে'খেও দেখ না!
আগুন জ্বালিয়ে নিজের হাতে, রাত্রিদিন পোড় তাতে, (মরি হায় রে)
কর হাহাকার, (বিষয়-মরীচিকায় পড়িয়ে রে) কেন না হয় চেতনা!

(খ) ও ভাই, জেনো মনে, প্রেম বিহনে, এ জীবনে,
পাবে না পাবে না শান্তি পাপের দহনে। (আর গতি নাই রে)
ডুবে বিষয়-বিষে, (একবার ভেবে দেখ রে) বল কিসে,
তোদের জুড়াবে তাপিত প্রাণে!
সেই প্রেমদাতার শ্রীচরণে (অকিঞ্চন হ'য়ে রে)
সঁপ রে ভাই দেহ মনে, (চিরদিনের মত' রে)
তাঁর অপার করুণাগুণে, পাবে পাবে রে সেই প্রেমধনে।
(আর ভয় নাই রে)

(গ) ত্রাণ যদি পাবে, প্রাণ দিতে হবে, নতুবা এ জ্বালা যাবে না!
(শুধু কথায় কিছু হবে না রে)
ও ভাই,প্রেমের অনলে,নিজে না দহিলে,সে দ্বারে পশিতে পাবে না!
(আহুতি না দিলে রে)
সেই শান্তিধামে, একা যায় না যাওয়া ; (সবে মিলে চল রে)
একা ডাকিলে দেখা হবে না। (জেনো জেনো মনে)
তাই প্রেম-ডোরে, বাঁধ পরস্পরে, (এক হৃদয় হ'য়ে রে)
বেঁধে কর রে সত্য-সাধনা। (যদি ত্রাণ পাইবে)
তোদের প্রাণে প্রাণে শক্তি জেগে উঠুক্, (ব্রহ্মনামের গুণে রে)
দূরে যাক্ সব পাপ-বাসনা। (পতিতপাবন নামে)

(ঘ) ব্রহ্ম-প্রেম-সুধারস কর সবে পান!
মধুর সে সুধারস অমিয় সমান। (নবজীবন পাবে সবে রে)
যে প্রেমপরশে জীব পায় দিব্যজ্ঞান। (মানব দেবতা হয় রে)
যে প্রেমে পাপের অগ্নি হয় রে নির্ব্বাণ। (জ্বালা দূরে যায় রে)
যে প্রেমে জগত মিষ্ট, তুষ্ট মনপ্রাণ। (প্রেমানন্দের উদয় হয় রে)

যে প্রেমে সকল দুঃখ হয় অবসান। (ত্রিতাপ-জ্বালা দূরে যায় রে)
যে প্রেমে ভকতবৃন্দ পিপাসিত-প্রাণ। (সুধাপানে মত্ত সদা রে)
সুর নরে সদাই করে যাঁর গুণ গান। ("জয় জয় ব্রহ্ম" ব'লে রে)
"প্রেমের জয়" বল সবে হ'য়ে একতান! (প্রেমের জয় হবেই হবে রে)
(গগন কাঁপায়ে বল রে ; ভেদাভেদ চ'লে যাবে রে)
(ঙ) দেখ দেখ নাথ, দীন জনে, (মোরা) যাচি হে শ্রীচরণে,
(কাতর হ'য়ে হে), দাও প্রেমধন, প্রেমময়, করি প্রার্থনা।

[(ক), তেওট ; সুর, "আর বলব কি যেমন"। (খ), যৎ ; সুর, "সে মা জননী"। (গ), একতালা ; সুর, "প্রাণ ভ'রে আজি গান কর"। (ঘ), খেম্‌টা ; সুর, "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্ সবে বল ভাই"। (ঙ)=(ক)]

[৮ মাঘ, ১৮১৩ শক ; ১২৯৮ বঙ্গাব্দ ; (২১ জানুয়ারী ১৮৯২) বৃহস্পতিবার]

১৮৯১ (ক) শোন্ ভাই সমাচার, পাপীদের উদ্ধার,
সাধিতে প্রেমের ধারা নামিল।
(ঐ দেখ্) ব'হে যায় পুণ্যনদী, আয় তোরা তরবি যদি,
কত দুরন্ত জগাই মাধাই তরিল!
(খ) আমরা চল যাই, চল যাই,
সবে মিলে প্রেমধামে আমরা চল যাই, চল যাই ;
জগত মাতিল, দেখ, মধুর ব্রহ্মনামে।
স্বর্গের বিভব এই মধুর ব্রহ্মনাম, জুড়াইতে জীবের জ্বালা এল ধরাধাম ;
(এ প্রাণ জুড়াইতে আর কি ধন আছে ; ব্রহ্মনামামৃত বিনে)
কেন আর ভুলিয়ে থাক,মোহের মায়ায়,ব্রহ্মনাম-সুধারসে ডুবিব সবায়।
(আমরা জন্মের মত', সবে ডুবে রব ; ব্রহ্মনামামৃত-রসে)

(গ) উঠ নরনারী, বলি পায়ে ধরি, পরিহরি
বিষাদ নিরাশা দুঃখ, এস ত্বরা করি। (তোরা আয় আয় রে)
তরী সাজাইয়ে, দেখ কৃপা দিয়ে, প্রভু আপনি হলেন কাণ্ডারী।
পূর্ব্ব পাপের কথা স্মরি, ফেলো না আর অশ্রুবারি,
পেয়ে সেই চরণ-তরী, (এস) ভবের জ্বালা যাই পাসরি।
[(ক), রূপক। (খ), লোফা। (গ), যৎ ; সুর, "সে মা জননী"]

[৯ মাঘ, ১৮১৪ শক ; ১২৯৯ বঙ্গাব্দ ; (২১ জানুয়ারী, ১৮৯৩) শনিবার]

প্রথমার্দ্ধ।

১৮৯২ (ক) আয় তোরা, ভাই, নগরবাসী জন,
ব্রহ্মকল্পতরুমূলে সকলে।
তোদের ভবের পাপ দূরে যাবে, হৃদয় মন শীতল হবে,
(তোরা আয় রে, ব্রহ্মকল্পতরুর ছায়ায়)
ও ভাই অক্ষয় আনন্দ পাবে, তরুমূলে বসিলে। (ব্রহ্ম-কল্পতরুর মূলে)
(খ) ও ভাই, কোথা শান্তিবারি !
(সংসার-মরুর মাঝে ; বৃথা সুখের লোভে দুঃখ পেও না রে)
সত্য-সারাৎসারে ত্যজি, অনিত্য অসারে মজি,
(বৃথা) সুখের কারণে, ভবের কাননে, বল, কত আর বেড়াবে ঘুরি
(মিছে আশায় ভুলে)
সুখ-সরোবর জ্ঞানে, ছুটিছ যাহার পানে,
ও নহে শীতল জীবনের জল, ও যে মৃগতৃষ্ণা আছে প্রসারি !
(কেন বুঝ্‌লে না রে ; মায়ার ধোঁকায় প'ড়ে)

আশা-মরীচিকা-পিছে কি হবে ছুটিয়া মিছে,
সে সত্য চরণে স'প না জীবনে, স'পিলে যাতনা যাবে পাসরি।
(চিরদিনের মত' ; জীবন সফল কর ; দুঃখ রবে না রে)
(গ) আজ শোন রে শোন রে তাঁর বাণী ! (মধুর আবাহন রে)
এমনি মধুর আহ্বান, মৃত দেহে জাগে রে প্রাণ,
ছিন্ন হয় সংসার-বন্ধন রে।
(মধুর ডাক শুনে রে ; পরাণ আকুল করে)
সে বাণীর বর্ণে বর্ণে, সুধারস পশে কর্ণে, (কি বা মধুর মধুর রে)
কাটে মোহ-নিদ্রার স্বপন রে।
(ভবের ঘুম আর থাকে না ; মৃত প্রাণ জেগে উঠে)
সে বাণী-পরশ পেয়ে, নরনারী আসে ধেয়ে,
স'পিবারে জীবন যৌবন রে।
(বিভু-প্রেমানলে রে ; অনলে পতঙ্গ যেমন)
বিষয়-বাসনা ফেলি, সুখ-স্বার্থ পায়ে ঠেলি, ধায় তারা মত্তের মতন রে।
(প্রেমে পাগল হ'য়ে রে ; সুধা-মাখা ডাক শুনে)
শুনি সে মধুর বাণী, ভব-সুখে তুচ্ছ মানি, এস তবে এস ভক্তজন রে।
(জীবন দিতে যে হবে রে ; প্রেমময়ের প্রেমানলে)
বিশ্বাস-অনল জ্বালি, বৈরাগ্য-আহুতি ঢালি,
সেবা-যজ্ঞের কর আয়োজন রে।
(জনম সফল কর রে ; আপনা আহুতি দিয়ে)

[(ক), তেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্‌নে"। (খ), একতালা ; সুর, "শোন শোন বাণী"। (গ), দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"]

ঐ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ।

১৮৯৩(ঘ) গান কর আজি প্রাণ মন খুলে, পান কর প্রেমরস রে!
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমেতে মিলায়ে,
গাও সবে বিভু-যশ রে! (প্রাণে প্রাণে মিলে)
প্রেম-সম্মিলনে, শক্তি জাগুক্ প্রাণে ;
নামামৃত-রসে আজিকে হরষে, পূরে যাক্ দিক্ দশ রে!
দেখ ব্রহ্মধামে প্রেমের মহামেলা ;
সে মহামিলনে, সঁপ রে জীবনে, থেকো না অলস রে! (এমন শুভদিনে)
প্রেমে প্রেমে মিলে, মহাসিন্ধু হবে,
আপনা পাস'রে ডোব সে সাগরে,
উথলিবে সুধারস রে। (পিয়ে অমর হবে)
(ঙ) বল জগতে আনন্দ-সমাচার! বল, পাপীদের হবে উদ্ধার।
(আর ভয় নাই নাই রে)
দেখ জ্ঞানের চক্ষেতে, ব্রহ্মশক্তি নামে ভারতে, বিধির বিধানমতে ;
হবে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার। (ব্রহ্মনামের গুণে রে)
গেল নিরাশার আঁধার, আশার জ্যোতি চমৎকার, এল ধরাতে আবার!
(ও) পাপী যাবে ভবসিন্ধু-পার।
সকল বিবাদ ঘুচিল, (ব্রহ্ম) নামের ধ্বনি উঠিল, ঐ দেখ জগৎ মাতিল,
(ও হ'ল) প্রাণে প্রাণে একাকার!
(সকল হৃদয় এক হ'ল রে ; ভেদাভেদ ঘুচে গেল রে)
(আজ) খুলিয়ে হৃদয়, বল "জয় ব্রহ্ম জয়", আর কি ভয় কি ভয়!
(ও) কর কর ব্রহ্মকৃপাই সার!
(ব্রহ্মকৃপার জয় বল রে ; "জয় ব্রহ্ম জয়" বল রে)

(চ) তাই বলি রে বিনয় করি, তুচ্ছ সুখ পরিহরি,
(সেই) অনন্ত শান্তির ধামে চল সকলে মিলে।

[(ঘ), একতালা; সুর, "প্রাণ ভ'রে আজি গান কর"। (ঙ), খেম্‌টা; সুর, "বল আনন্দ বদনে ব্রহ্মনাম"। (চ)=(ক)]

[২ মাঘ, ১৮১৫ শক; ১৩০০ বঙ্গাব্দ; (১৪ জানুয়ারী, ১৮৯৪) রবিবার। এই বৎসরের প্রথম নগর-সঙ্কীর্ত্তন]

১৮৯৪ (ক) ব্যাকুল অন্তরে, ব্রহ্মনাম গাও প্রাণ ভ'রে।
ব্রহ্মনাম-গানে মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চারে।
এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন,
এ নাম শ্রবণে মহাপাতকী তরে।
(খ) ভাই রে, কাহার মধুর রব উঠেছে গগনে!
(কি বা মধুর মধুর রে)
কাহার মধুর বাণী শুনি রে পরাণে।
(তোরা বল্, বল্ রে; হৃদয়-বীণা কে রে বাজায়)
ভাই রে, কে রে এমন করি ভাঙ্গি ঘুমের ঘোর,
(তোরা জানিস্ কি রে ভাই; এমন ক'রে কে রে মাতায়)
মৃদুল-মোহন তানে হৃদয় করে ভোর! (প্রাণ আকুল করে)
ভাই রে, কোমল পরশে কার শিহরিছে প্রাণ!
(তোরা জানিস্ কি রে ভাই)
(মরা মানুষ কে রে বাঁচায়; এমন ক'রে কে রে নাচায়)
নীরস মলিন কণ্ঠে (আজ) উঠে কার নাম!

(গ) এস, পশিয়ে পরাণে, মরমের কাণে, শুনি সে মধুর নাম।
(কি বা মধুর মধুর রে ; পরাণ আকুল করে)
ঘুচিবে যাতনা, ভয় ভাবনা, ঘুচিবে সকল কাম।
(ব্রহ্মনামের গুণে)
কাম ক্রোধ আদি যত রিপুগণ, নাম-গন্ধ যদি পায়,
কাঁপি থর থর, ভয়ে জড় সড়, আপনি দূরে পলায়।
(ব্রহ্মনামের তেজে)
মায়া-মোহ-জাল, ভবের জঞ্জাল, ছুঁইলে নামের আগুন,
আঁখির পলকে হয় ভস্মময়, এমনি নামের গুণ !
জ্ঞানের গরবে, স্ফীত যার প্রাণ, সেও যদি নাম পায়,
ত্যজি অভিমান, তৃণের সমান, সকলের পায়ে লুটায়।
(মান আর থাকে না)
আপনার প্রেমে, আপনার নামে, বাঁধা পড়ে দয়াময় ;
নরাধম জন, লইলে শরণ, আপনি এসে কোলে লয়।

[(ক), তেওট। (খ), লোফা ; সুর, "ভাই রে গভীর পাপের কালি"। (গ), খয়রা ; সুর, "দেখি এক পাপী"]

[১০ মাঘ, ১৮১৫ শক ; ১৩০০ বঙ্গাব্দ ; (২২ জানুয়ারী, ১৮৯৪) সোমবার। এই বৎসরের দ্বিতীয় নগর-সঙ্কীর্ত্তন]

১৮৯৩ (ক) তোরা আয় আয় আয় রে, গাই ব্রহ্ম নাম।
সবে মিলে হৃদয় খুলে গাই রে।
নামে সুধাসিন্ধু উথলিবে, মোদের তাপিত হৃদয় জুড়াইবে !

(খ) অমৃত-সাগরে, পাইনু অন্তরে, কেন বা হেলিনু তায় ;
(মোহে অন্ধ হ'য়ে রে)
বিন্দু বারি তরে, কেন মরু পরে ছুটিনু মৃগের প্রায় !
(আশা মরীচিকায়)
প্রাণের পিয়াসে, সুখের লালসে, যা কিছু ছুটিয়া ধরি,
(দিশাহারা হ'য়ে রে)
না ধরিতে তাই, এ কি রে বালাই, অমনি পলায় সরি !
(আশায় নিরাশ ক'রে)
বুঝিনু এখন, ব্রহ্মসনাতন, অমূল্য পরশমণি ;
(তাঁর তুলনা নাই রে ; অতুলন প্রেমমণি)
অনিত্য সংসারে, মরণ-মাঝারে, সেই ত অমৃত-খনি ! (মৃত-সঞ্জীবন)
(গ) দেখ দেখ রে প্রেম-নয়নে, হৃদয়ে হৃদয়-ধনে,
প্রাণসখা বিরাজিত রে। (প্রাণের প্রাণ হ'য়ে রে)
সে প্রেমের উৎস হ'তে, প্রেমধারা এ জগতে,
দশদিশে হয় প্রবাহিত রে।
(হৃদয় সরস ক'রে রে ; সুবিমল প্রেম-ধারে)
সে প্রেমে নিজে পাসরি, সুখ স্বার্থ পরিহরি,
কর কর সত্যের সাধন রে !
(হৃদয় মন সঁপে রে ; প্রেমময়ের শ্রীচরণে)
প্রেমে দিব্য জ্ঞান পাবে, বাসনা বিলয় হবে,
নিভে যাবে পাপের দহন রে !
(প্রাণ শীতল হবে রে ; প্রেমময়ের প্রেম-নীরে)

(ঘ) মন ভুলো না, কভু ভুলো না, সেই সৎস্বরূপে ভুলো না রে

বিষয়-মোহে ভুলে ভবে ম'জো না রে।

সেই সারাৎসারে ত্যজো না রে। (ও রে অবোধ মন)

ছাড় আপনারে, প্রেমে পাবে তাঁরে,

তিনি প্রেমে বাঁধা এ সংসারে। (ও সেই প্রেমময়)

(ঙ) মনের সাধে, আজ সবাই মিলে দয়াল বল !

আজ গাহ রে ভাই দয়াল নাম, উড়ায়ে নিশান,

গগন কাঁপায়ে কর তাঁরি গুণ-গান।

আজ গাহ রে ভাই দয়াল নাম, অমৃতের সার,

শ্রবণে কীর্ত্তনে প্রাণে অমৃত-সঞ্চার।

আজ গাহ রে ভাই দয়াল নাম, এ ভবে তরণী,

সংসার-জলধি যাহে অতি তুচ্ছ গণি।

আজ গাহ রে ভাই দয়াল নাম, পাপী জনের আশা,

ভগ্ন-হৃদয়বাসী দয়াল, এম্‌নি ভালবাসা।

আজ গাহ রে ভাই দয়াল নাম, সুখের বারতা,

ঘুচুক্ রে বিচ্ছেদ, প্রাণে জাগুক্ রে একতা।

আজ গাহ রে ভাই দয়াল নাম, মিলায়ে হৃদয়,

আজ পাপী তাপী সবাই বল, "জয় দয়াময় !"

(চ) ওরে কিবা মধুর এই দয়াল নাম, সংসার-মরুমাঝে শান্তিধাম রে

[(ক), তেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই পাকিস্‌নে"। (খ), খয়রা সুর, "দেখি এক পাখী"। (গ), দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (খয়রা ; সুর, "দয়াল বল না"। (ঙ), খেম্‌টা ; সুর, "আমরা দয়াল নামে ত'রে যাব। (চ)=(ক)]

[১০ মাঘ, ১৮১৬ শক ; ১৩০১ বঙ্গাব্দ ; (২৩ জানুয়ারী, ১৮৯৫) বুধবার]

১৮৯৬ (ক) যদি চাহ এ ভবে রে ভাই পরিত্রাণ, (নগরবাসী রে)
সঁপ সঁপ রে ব্রহ্মপদে মন প্রাণ।
(হ'য়ে) দীনের দীন, তৃণেরো হীন, হও রে তাঁর কৃপার অধীন,
(নগরবাসী রে) ; পাবে পাবে রে হৃদয়-মাঝে স্বর্গধাম।
(খ) এস ত্বরা করি ! (অলস থেকো না রে, দূরে থেকো না রে)
পিয় পিয় রে সুধা প্রাণ ভরি। (জনম সফল হবে)
আপনা দিলে সেই ধন মিলে, হৃদয়ে বহে প্রেম-লহরী।
(তাঁর পরশ পেলে)
সেই প্রেমের সরসে ডোব ডোব রে হরষে,
পিয় পিয় সুধা নিজে পাসরি। (জ্বালা দূরে যাবে)
(গ) অপূর্ব্ব প্রেমের রীতি, কে বাখানে তায় !
(তার তুলনা নাই রে ; অতুলন প্রেম সে যে)
বলিতে রসনা হারে বলা নাহি যায়।
হৃদয়ে পশিলে সে প্রেম, মৃত প্রাণ জাগে ; (প্রেমের এমি গুণ রে)
পরশে হরষ কত, সুধা-সম লাগে !
মরমে রাখিলে সে প্রেম, কুবাসনা হীন ; (আর বাসনা থাকে না ;
প্রেমের পরশ পেলে) নয়নে রাখিলে সে প্রেম, দৃষ্টি হয় নবীন !
শ্রুতিযুগে রাখ সে প্রেম, নামগুণ-গানে,
মধুর আনন্দ-রস উথলিবে প্রাণে।
রসনাতে রাখ সে প্রেম, নাম-সঙ্কীর্ত্তনে,
ডুবিবে সে প্রেমামৃত-রস-আস্বাদনে !
সে প্রেম জানিও, রে ভাই, সর্ব্বরত্নসার ;
তার কাছে ধন মান সকলি অসার।

(ঘ) মন কেন রে সে প্রেম ফেলি, বিষয়-কুহকে ভুলি, নিজ হিত
কর না বিচার রে ! (ও দিন যায় যায় রে ; এ কি ভ্রান্ত মতি রে)
অসার সুখের আশে, ছুটিতেছ দশদিশে,
(আশা মিটে না মিটে না) আনিতেছ বহি দুঃখভার রে !
(কি বা লাভ তায় রে ; সুখ তাহে মিলে না রে)
ভোগের বিষয় কত, ঢালিতেছ অবিরত,
(আশা পূরে না পূরে না, যত ঢাল বেড়ে যায়)
নিভে না ত বাসনা-আগুন রে ! (কেবল জ্ব'লে উঠে রে)
নিজ হাতে নিজ আঁখি, ভাবিছ ঢাকিয়া রাখি,
তাহে জ্বালা বাড়িছে দ্বিগুণ রে ! (জ্বালা নিভে না নিভে না)
এখনো সুমতি ধরি, আপনারে পরিহরি,
সে শ্রীপদে লহ রে শরণ রে ! (নইলে গতি যে নাই রে)
তাহার প্রেম-পরশে, ডুবি সে অমৃত-রসে, পাবে পাবে মরণে জীবন রে !
(পাপী ত'রে যাবে রে ; পুণ্যময়ের পরশ পেয়ে)

(ঙ) আনন্দ হৃদয়ে আজি গাও ব্রহ্মনাম রে !
গাও রে সকলে মিলে, দিও না বিরাম রে !
নগর মাতায়ে গাও, সে মধুর নাম রে ;
নাম-রসে প্রেমাবেশে দেখ স্বর্গধাম রে !
কৃপাময়ের কৃপা রে ভাই, কারু নহে বাম রে ;
নিভাব পাপের জ্বালা, হব পূর্ণকাম রে !
ঐ দেখ ব্রহ্মকৃপার উড়িছে নিশান রে ;
কি ভয়, কি ভয়, সবে পাব পরিত্রাণ রে !
(সবে যাব স্বর্গধাম রে ! আমরা হব পূর্ণকাম রে)

(চ) পাপী ডাকে, নাথ, সকাতরে, প্রেমবিন্দু দাও হে তারে,
(প্রেমময় হে), সেই বিন্দু হয় সিন্ধুপ্রায়, (যাহে) বাঁচে প্রাণ।

[(ক), রূপক; সুর, "শোন্ ভাই সমাচার"। (খ), একতালা; সুর, "শোন শোন বাণী"। (গ), লোফা; সুর, "পাপে মলিন মোরা"। (ঘ), দশকুশী; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (ঙ), একতালা; সুর, "আনন্দে গাইয়ে চল"। (চ) = (ক)]

[১০ মাঘ, ১৮১৭ শক; ১৩০২ বঙ্গাব্দ; (২৩ জানুয়ারী, ১৮৯৬) বৃহস্পতিবার]

১৮৯৭ (ক) দয়াল নাম গাও সবে নগরবাসী জন।
ঐ ভবের কাণ্ডারী দয়াল প্রভু নিরঞ্জন।
(দয়াল বিনে আর গতি নাই রে)
জীবের দুর্দ্দশা হেরি, দয়াল প্রভু কৃপা করি,
পাপী জনে প্রেমধামে করেন আবাহন।
(তোরা আয় আয় ব'লে রে; ঐ শোন্ শোন্ রে)
(খ) যদি সে ভবনে, পশিতে বাসনা, দীনতা-বসন পর রে;
(নইলে হবে না; তৃণের মত' দীন না হ'লে হবে না)
গর্ব্ব পরিহর, আপনা পাসর, সে কৃপা হৃদয়ে ধর রে।
(আর গতি নাই; প্রভুর কৃপা বিনা)
সবে দীন হীন, পাপেতে মলিন, কিসের গরব কর রে;
(গরবের কি বা আছে, পাপে মলিন সবে)
অশ্রু-সলিলে পাখালিয়ে আঁখি, ভকতি-অঞ্জন পর রে।
(জীবন সফল হবে; ভক্তি অঞ্জন প'রে)

(গ) বৃথা কেন সুখ-আশে, ধাইতেছ দশ দিশে,
মরুমাঝে মৃগের সমান রে ;
(আর ধেয়ো না, ধেয়ো না ; মৃগতৃষ্ণা পিছে)
যতই কর "ধরি ধরি", ততই সে সুখ যায় সরি,
শ্রমভরে পিপাসিত প্রাণ রে।
(ধরা যায় না, যায় না ; যত ছোট', তত সরে)
অসারে সুখ-পিপাসা, গভীর প্রাণের তৃষা, পূরিবে না জানিও নিশ্চয় রে !
(পিয়াস যায় না যায় না ; বিষয়-বিষ পানে)
থেকো না মোহের ঘোরে, ভজ সত্য সারাৎসারে,
সঁপ তাঁর চরণে হৃদয় রে!
(চিরদিনের তরে রে ; তাপিত প্রাণ শীতল হবে)

(ঘ) প্রেমরস আজি পান করি, সবে মিলায়ে হৃদয়ে হৃদয়-মন !
ও ভাই, মেলিয়ে নয়ন, কর দরশন, সে প্রেম-আলোকে পূরে ভুবন।
(একবার দেখ দেখ ; প্রভুর প্রেমের লীলা ; আহা কি বা শোভা)
আশার জ্যোতি হ'য়ে, প্রভু প্রকাশিছে, (একবার দেখ, দেখ রে)
সে জ্যোতি পশিছে, আঁধার খসিছে, হৃদয়ে জাগিছে নবজীবন !
(আর ভয় নাই)
প্রভুর বাণী শুনে, সবাই ধেয়ে চল, (অলস থেকো না রে)
সে প্রেম-সলিলে, বারেক ডুবিলে, নিভিবে নিভিবে পাপ-দহন।
(প্রাণ শীতল হবে ; প্রেম-নীরে ডুবে)
প্রাণে প্রাণে মিলে, একবার দয়াল বল, (দূরে থেকো না রে)
ও ভাই, প্রেমের প্রভাবে, বিষাদ পালাবে, হইবে এ ভবে শুভমিলন।
(হৃদয় গ'লে যাবে ; প্রভুর প্রেমের বলে ; প্রেমের জয় হবে)

(ঙ) কর দয়ালের দয়ারি গুণ-গান !
এল ধরাতে কৃপা-বিধান। (আর ভয় নাই নাই রে)
যে জন ছিল আঁধারে, বন্দী হ'য়ে পাপের আগারে,
দয়াল তারিলেন তাঁরে ;
প্রভু মৃত জনে দিলেন প্রাণ। ("জয় জয় দয়াল" বল রে)
দেখ, নিরাশ টুটিল, আশার কুসুম ফুটিল, পাপী উঠে ছুটিল ;
পাবে পাবে সে শ্রীপদে স্থান। (আর ভয় নাই নাই রে)
কেন বিষয়-বন্ধনে, থাক ভবের ভবনে, ও ভাই ভুলে সে ধনে ;
সঁপ সে পদে হৃদয় প্রাণ। (জীবন সফল হবে রে ; গতি কর ব'লে রে)
সকল হৃদয় মিলায়ে, চল সে নাম গাইয়ে, ও ভাই গগন কাঁপায়ে ;
পূর্ণ হ'ল রে মঙ্গলবিধান। ("জয় জয় দয়াল" বল রে)
(চ) প্রেমধামেতে স্থান দেহ, দয়াল, ডাকে পাপী জন।

[(ক), তেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্ নে"। (খ), খয়রা ; সুর, "প্রভো কি নিবেদিব আমি"। (গ), দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (ঘ), একতালা ; সুর, "প্রাণ ভ'রে আজি গান কর"। (ঙ), খেম্‌টা ; সুর, "বল আনন্দ বদনে ব্রহ্মনাম"। (চ)=(ক)]

[১০ মাঘ, ১৮১৮ শক ; ১৩০৩ বঙ্গাব্দ ; (২২ জানুয়ারী, ১৮৯৭) শুক্রবার]

১৮৯৮ (ক) ব্রহ্মনাম-প্রেম-সুধা-সাগরে,
সদা মীনের মত ডুবে রব।
যদি ডুব্‌তে পারি, সেই প্রেম-সাগরে, (সে দিন মোদের কবে হবে রে)
মোদের সকল জ্বালা যাবে দূরে। (প্রেম-সাগরে ডুবে)

(খ) সে প্রেম বিহনে, এ ভব গহনে, কি যাতনা প্রাণে পাই রে !

(সদা বিষয়-জ্বালায় জ্ব'লে মরি)

(তাই) আপনার ঘরে, পরেরি মতন, ভয়ে ভয়ে সদা রই রে !

(এ কি দশা হ'ল)

সে জ্ঞানের জ্যোতি, হৃদি-মাঝে জ্বলে, দেখেও না দেখি তাই রে ;

(মোহে অন্ধ হ'য়ে প'ড়ে আছি)

(তাই) ছাড়ি সারাৎসারে, ভজিয়া অসারে, মণি ফেলে তুলি ছাই রে

(এ কি বিড়ম্বনা)

(ও সেই) দয়াল পিতার, দয়ার ভাণ্ডার,

দিবানিশি খোলা পাই রে ;

(তবু) সে রতন ছেড়ে, কাণা কড়ি তরে, দ্বারে দ্বারে সদা যাই রে !

(এ কি ভ্রান্ত মতি)

সে অমৃত-সিন্ধু বহে নিরবধি, জাগাইতে মৃত প্রাণ রে ;

(তবু) না পিয়ে সে বারি, পিপাসায় মরি, যাতনার অবধি নাই রে

(প্রাণ জ্ব'লে যে গেল)

(গ) বিষয়-বিষের বনে ছুটে প্রাণ নিশিদিনে,

দাবানলে মৃগের সমান রে ! (দিশেহারা হ'য়ে রে)

যে দিকে ছুটিয়া যাই, দারুণ সন্তাপ পাই,

নাহি স্থান করিতে বিশ্রাম রে ! (প্রাণ কোথায় বা জুড়াই রে)

পিপাসায় জরজর, স্বেদসিক্ত কলেবর,

(প্রাণ ফেটে যে যায় রে)

হীনবল যেন মৃতপ্রায় রে ! (এখন উপায় কি করি রে)

তবুও বিষয়-আশে, ছুটে মন চারিপাশে,
মৃগ যেন মৃগতৃষ্ণিকায় রে !
(বাধা মানে না, মানে না ; পাগল হ'য়ে ছুটে যায় রে)
গেল রে গেল রে দিন, পরমায়ু হ'ল ক্ষীণ, বাসনা নবীন তবু রয় রে !
(আশা মেটে না, মেটে না ; যত পায়, বেড়ে যায়)
ইন্দ্রিয়-কুল বিকল, মানস হ'ল দুর্ব্বল, প্রবৃত্তি প্রবল তবু রয় রে !
(চেতন হ'ল না, হ'ল না ; ঘোর ঘুমে প'ড়ে র'ল)
(ঐ যে) নিকটে এল রে শমন, ধরম করম সাধন,
এখন হ'ল না, হবে কবে ?
(চেয়ে দেখ, দেখ রে ; দিন বৃথা যে গেল রে)
কি কাজ করিতে এলে, এসে হেথা কি করিলে,
বিফলে জনম গেল ভবে !
(সাধন হ'ল না, হ'ল না ; অসার ভ'জে জীবন গেল)
(ঘ) ও রে নগরবাসী, তোরা চেয়ে দেখ্ রে, ঐ ব্রহ্মনামে পাপী তরে।

[(ক), লোফা। (খ), খয়রা ; সুর, "দেখি এক শাখী"। (গ), দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (ঘ) = (ক)]

[১০ মাঘ, ১৮২০ শক ; ১৩০৫ বঙ্গাব্দ ; (২৩ জানুয়ারী, ১৮৯৯) সোমবার]

১৮৯৯ (ক) তোরা আয় রে ভাই, সবে মিলে যাই,
ঐ শোন্ ডাকিছেন পাপী জনে দয়াময়।
শোক-তাপেতে মলিন যারা, আয় রে ক'রে ত্বরা,
প্রেমামৃত-দানে পিতা জুড়াবেন তাপিত হৃদয়।

(খ) ভাই রে, কি মধুর আহ্বান!
আঁধার হৃদয়ে আশার আলো প্রকাশিল রে, শীতল করিল মোর প্রাণ!
মোহ-কোলাহলে, আপনারে ছিনু ভুলে,
নীরবে আসিয়ে আজি, কে বা টানিল রে, ভেঙ্গে দিল মোহের স্বপন!
শুনিলাম পাপী জনে, স্বর্গের অমৃত-দানে,
তারিবেন নিজগুণে প্রভু দয়াময় রে, পাপী যাবে তাঁর পুণ্যধাম!
বিষয়-বাসনা ফেলে, তাই পাপী ছুটে চলে,
প্রেমময়ের প্রেমধামে, লভিবারে প্রেম রে, গেয়ে জয় জয় ব্রহ্মনাম!
ডাক্ শুনে আর রইতে নারি, চল সবে ত্বরা করি,
অমৃত-পরশে মৃত জনে জাগাইল রে, আকুল করিল মোর প্রাণ!

(গ) অসার বিষয় ত্যজিয়ে, দীনহীন কাঙ্গাল হ'য়ে,
সবে মিলে প্রেমধামে যাই রে,
(প্রাণ শীতল হবে রে ; প্রেমময়ের প্রেমধামে)
কত দিন আর মোহ-ঘুমে, ঘুমাইবে অচেতনে,
"জাগো জাগো," ডাকে প্রেমময় রে!
(দিন বৃথা যায় রে ; মোহ-ঘুমে ঘুমাইয়ে)
না শুনিলে তাঁরি কথা, যাবে না মরম-ব্যথা, পাপানলে জ্বলিবে জীবন রে।
(জ্বালা যাবে না, যাবে না ; বিষয়-বিষ দ্বিগুণ হবে)
হৃদয়-দুয়ারে ঐ, দাঁড়াইয়ে প্রেমময়ী, দিতে সুধা দুখী সন্তানে রে!
("আয় আয়" বলে রে ; "প্রেম-সুধা পান করিবি")
(তাই) বলি রে বিনয় করি, এস এস নরনারী,
ছাড়িও না হেন শুভ দিন রে!
(এমন দিন আর পাবে না ; একবার গেলে আর পাবে না)

(ঘ) যদি সে অমৃত লভিতে বাসনা, নব সাজে তবে সাজ রে,
স্বার্থ-আবরণ কর রে বর্জ্জন, বৈরাগ্য-বসন পর রে।
রাগ দ্বেষ আর, ছাড় অহঙ্কার, বিনয়-বিভূতি দাও ভালে,
প্রেমের অঞ্জনে সাজাও নয়ন, নামমালা পর গলে।
আপনারে ছাড়ি, তাঁর কৃপা ধরি, চ'লে যাও সেই দ্বারে,
সেথায় জননী আছেন দাঁড়ায়ে, প্রেম-সুধা ল'য়ে করে।
ব্যাকুল অন্তরে, থাক দ্বারে প'ড়ে, ডাক তাঁরে মা মা ব'লে,
প্রেমেতে গলিয়া, বাহু প্রসারিয়া, তুলে নিবেন তোমায় কোলে।
সাধু ভক্তের ধন, সে প্রেম-রতন, পাপী হ'য়েও মোরা পাব রে,
ব'সে মায়ের কোলে, দুঃখ যাব ভুলে, জীবন হবে সফল রে।

(ঙ) সবে মিলে আজি দয়াল বল। (জয় জয় দয়াল বল)
(দয়াল) নামের সারি গেয়ে ভবসিন্ধু-পারে চল,
দীনজনের গতি দয়াল, পাপীর সম্বল। (জয় জয় দয়াল বল)
দয়াময়ের ডাক শুনিয়ে মোহ-ঘুম ভাঙ্গিল,
ঘর ছেড়ে, প্রেম লভিতে, পাপীরা ছুটিল। (জয় জয় দয়াল ব'লে রে)
মৃত-প্রাণে আজি নব শক্তি সঞ্চারিল,
নবজীবন পেয়ে পাপী উঠে দাঁড়াইল। (দয়াল নামের গুণে রে)
দুখী তাপীর হৃদয়-জ্বালা সব দূরে গেল,
প্রেম-সুধা পান ক'রে হৃদয় শীতল হ'ল। (জ্বালা দূরে গেল রে)
প্রেমজ্যোতি এসে প্রাণের আঁধার বিনাশিল,
চিদানন্দে পাপীর প্রাণ আজি উথলিল। (জীবন সফল হ'ল রে)
দুখী তাপীর দুখের দিন অবসান হ'ল,
বাহু তুলে আনন্দেতে নৃত্য ক'রে চল। (বিধান পূর্ণ হ'ল রে)

(চ) আজি গগন কাঁপায়ে বল, নামে পাপী তরিল,
হ'ল মৃত দেশে নব ধর্ম্মে নব প্রাণের অভ্যুদয়।

[(ক), তেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্ নে"। (খ), ভাটিয়াল, কাহারবা ; সুর, "ভাই রে কি মধুর নাম"। (গ), দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (ঘ), খয়রা ; সুর, "প্রভো, কি নিবেদিব আমি"। (ঙ) খেম্‌টা ; সুর, "আমরা দয়াল নামে ত'রে যাব"। (চ)=(ক)]

[১০ মাঘ, ১৮২১ শক ; ১৩০৬ বঙ্গাব্দ ; (২৩ জানুয়ারী, ১৯০০) মঙ্গলবার]

১৯০০ (ক) বল্ রে দয়াল নাম !

পাপতাপ নামের গুণে হইবে নির্ব্বাণ ;
পাবি পাবি পাবি রে, সে পদে স্থান।
যাবে ভব-ভয়, হবে প্রেমের উদয়,
নামে শক্তি, নামে ভক্তি, নামেই মোক্ষধাম।
দয়াময়ের প্রেমের ধারা, দেখ্ ব'হে যায়,
আয় তোরা, প্রেমধামে যাবি যদি আয় ;
বেলা যায়, ত্বরা ক'রে আয়।
দয়াল নামে কতই আশা, কি আরাম !

(খ) ভাই রে, কি মধুর নাম !

বলিতে বচন হারে, কে বাখানে তায় রে, সুধা-ধারা বহে অবিরাম।
পিয়ে দেখ নাম-সুধা, হরিবে আত্মার ক্ষুধা,
সে সুধা পরশে, ভাই, হৃদয় জুড়ায় রে, পাপ তাপ হয় অবসান
দেখ রে ভাই নামে ডুবে, সে সুধা উথলে ভবে,
এ ভবে না ধরে প্রেম, উছলিয়া যায় রে, দিক্ দশ পূরে অবিশ্রাম।

সে প্রেম লাগুক জ্ঞানে, সে প্রেম পশুক প্রাণে,
লাগুক তাপিত হৃদে সে প্রেমের বায় রে,
পাপ তাপ হোক্ রে নির্ব্বাণ!
দে'খে সেই প্রেমালোক, ভুলে যাও দুঃখ শোক,
হৃদয়ে জাগুক আশা, প্রভুর কৃপায় রে,
জয় জয় গাও অবিশ্রাম!

(গ) আজি কি শুনিনু কাণে, কি আশা জাগিল প্রাণে,
দয়াল নামে পাব পরিত্রাণ রে!
(আর ভয় নাই নাই রে, মহাপাপী ত'রে যাবে)
না রবে ভয় ভাবনা, না রবে পাপ যাতনা,
দুঃখ-নিশা হবে অবসান রে!
(আঁধার রবে না রবে না; সে জ্যোতি প্রকাশিলে)
আনন্দে হৃদয় ভরি, নাম-সুধা পান করি,
জুড়াইব তাপিত পরাণ রে!
(জ্বালা দূরে যাবে রে; নাম-সুধা পান ক'রে)
সব দুঃখ যাও ভুলি, গাও রে হৃদয় খুলি,
জয় জয় করুণানিধান রে!
(সবে গাও গাও রে; পাপী তাপী সবে মিলে)

(ঘ) আজি ডাকে হে অধম জনে, এস প্রভু হৃদাসনে,
বস বস বস, প্রেমময়;
ভকতি পুষ্প-চন্দনে, পূজি হে তব চরণে,
দেখি শোভা ভরিয়ে হৃদয়।

শোন হে হৃদয় স্বামী, তুমি ত অন্তরযামী,
হৃদয়ের জান ত বেদনা,
অসার সুখের আশে, না রহিয়ে তব পাশে,
দূরে গিয়ে পেয়েছি যাতনা।
প্রাণের যাতনা ল'য়ে, এসেছি চরণাশ্রয়ে,
ও-চরণে দিতে অশ্রুবারি ;
প্রভু হে, প্রসন্ন হও, দীনে মুখ তুলে চাও,
আমি, প্রভু, আমি হে তোমারি।
হেরিয়ে তোমার মুখ, ভুলি হে সকল দুখ,
যাহা কিছু পেয়েছি জীবনে ;
লুকান প্রাণের কথা, দারুণ মরম-ব্যথা,
ভুলে যাই প্রেম-আস্বাদনে।
পুণ্যালোকে প্রাণ ধরি, পুণ্যের বসন পরি,
পুণ্যপ্রভা দেখি দু নয়নে,
দে'খে এ পাপীর দশা, জগতে বাড়ুক আশা,
জয় রব উঠুক ভুবনে।
শত হৃদে নব প্রাণ, শত কণ্ঠে নব গান,
নব প্রেম শত শত প্রাণে ;
গাহুক তোমার যশ, পূরে যাক্ দিক্ দশ,
ধন্য ধন্য তোমার বিধানে !
(পাপী ত'রে গেল হে)

(ঙ) দয়াল নামের মধুর ধ্বনি তোল গগনে ;

ভুবন ভরিয়া যাক্ নামের প্লাবনে।

(প্রাণ ভ'রে গাও গাও রে ; মধুর দয়াল নাম)

নাম-জলে কুতূহলে ডোব সঘনে ;

নামে ডুবে নিভাও সবে পাপদহনে। (প্রাণ শীতল হবে রে)

বদনে বল রে সে নাম, শোন শ্রবণে ; (জীবন সফল হবে রে)

মধুর কীর্ত্তনে মাত, মধুর কীর্ত্তনে।

এল রে ভাই নব রাজ্য, এল ভুবনে ;

দয়ালের দয়ারি জয় গাহ বদনে। (দুখী তাপী মিলে রে)

(চ) নব যুগে প্রেমধারা নামিল ধরায় ;

আনন্দে ভাসায়, পাপী জনে ব'হে ল'য়ে যায়।

করুণায় তারা নাচে গায়, প্রেমরাজ্য দে'খে তারা পূর্ণকাম !

[(ক), লোফা ; সুর, "এই ত হৃদয়ে"। (খ), ভাটিয়াল, কাহারবা। (গ), দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (ঘ), ঠুংরি ; সুর, "লভিয়ে কৃপা তাঁহার"। (ঙ), খেম্‌টা ; সুর, "আমরা দয়াল নামে ভ'রে যাব"। (চ) = (ক)]

[১০ মাঘ, ১৮২৩ শক ; ১৩০৮ বঙ্গাব্দ ; (২৩ জানুয়ারী, ১৯০২) বৃহস্পতিবার]

১৯০১(ক) বিশ্বমাঝে বিশ্বরাজের বীণা বাজিছে।

"তোরা আয় আয় রে" ব'লে কে ডাকিছে !

(ঐ শোন কে ডাকিছে, হৃদয়মাঝে কে ডাকিছে)

বিবেক-শ্রবণ পাতি শোন রে সবে, কে ঐ ডাকে মধুর রবে শোন রে !

(এই হৃদয়-মাঝে ; "তোরা আয় আয় আয়" ব'লে)

(খ) ডাকিছেন পিতা, শোন তাঁর কথা,
ছাড় বৃথা অহঙ্কার ; (ভোল আপনারে রে)
সবে হও এক প্রাণ, ঘুচাও অভিমান,
বিনাশ' ভেদ-বিচার। (আপন পর ভুলে রে)
(তাঁর) সিংহাসন-তলে, এস দলে দলে,
পাপী তাপী পুণ্যবান্ ; (সবে এস এস রে)
পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, কর তাঁর জয়গান।
(এক হৃদয় হ'য়ে রে ; "জয় জয় ব্রহ্ম" ব'লে রে)
(ল'য়ে) নানা শাস্ত্র বিধি, নানা মতবাদী, এস রে পিতার ঠাঁই ;
(এস, প্রাণের মাঝে এস রে)
(আমরা) একেরি সন্তান, এক ধ্যান জ্ঞান, বিসম্বাদ কিছুই নাই।
(আমরা ভাই ভাই)
(গ) চল রে ভাই পিতার ঘরে, থাকৃব না আঁধারে প'ড়ে,
উজ্জলিত হইল ভুবন রে !
(জ্যোতি প্রকাশ হ'ল রে ; প্রেমময়ের প্রেমজ্যোতি)
অভিমান পরিহরি, চল রে ভাই ত্বরা করি,
শুনি সেই মধুর বচন রে !
(জীবন সফল করি রে ; শুনি সেই ব্রহ্মবাণী)
ভুলি সবে আপনারে,দেখি বিশ্বচরাচরে,প্রকাশিত ব্রহ্ম সনাতন রে !
(জীবের জীবন হ'য়ে রে ; বিশ্বাধার বিশ্বপতি)
(আবার) দেখ রে হৃদয়মাঝে বিরাজিত বিশ্বরাজে,
এ হৃদয় তাঁরি সিংহাসন রে !
(হৃদয়সখা তিনি রে ; প্রাণের প্রাণ, প্রাণারাম)

(ঘ) ভাই রে, শোন সে আহ্বান!

পরাণে পশিয়া ধ্বনি আকুল করিল রে, দূরে গেল মান অভিমান!

প্রাণের ভিতর থেকে, বারে বারে কে ঐ ডাকে,

কাহার পরশে গলে হৃদয় পাষাণ রে, পাপের জ্বালা হয় রে নির্ব্বাণ!

সে মধুর ধ্বনি শুনে, ধাইছে ভকতগণে,

ব্রহ্মপ্রেম-সিন্ধুনীরে সঁপিবারে প্রাণ রে, "জয় ব্রহ্ম" নাম করি গান!

ঐ ধ্বনি পশিলে প্রাণে, নব আশা জাগে প্রাণে,

হয় নব শক্তি ভক্তি, নব মুক্তি জ্ঞান রে, মোহের আঁধার হয় অবসান!

ডাক শুনিয়ে এস রে ভাই, প্রেমধামে চল রে যাই,

নবীন প্রেম-বসন করি পরিধান রে, হাতে ল'য়ে কৃপার নিশান!

(ঙ) নামের তরী বাহি চল, আছে কি বা ভয় রে!

(আর আছে কি বা ভয় রে)

চল্ রে নামের সারি গেয়ে ভবপারে যাই রে,

(সেই) দয়াল কাণ্ডারী পিতা (দেখ) হ'য়েছেন উদয় রে!

জাগাও আনন্দ-ধ্বনি পূরি বিশ্বধাম রে,

(চল) ব্রহ্মনামে ব্রহ্মধামে, গাহি ব্রহ্মনাম রে!

(চ) পিতা প্রেম-সুধা ল'য়ে করে, (ঐ দেখ্) ফিরিতেছেন দ্বারে দ্বারে।

[(ক), ঝেওট; সুর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্ নে"। (খ), খয়রা; সুর, "দেখি এক শাখী"। (গ), দশকুশী; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (ঘ), ভাটিয়াল, কাহারবা; সুর, "ভাই রে কি মধুর নাম"। (ঙ), একতালা; সুর, "আনন্দে গাইয়ে চল"। (চ)=(ক)]

[১০ মাঘ, ১৮২৪ শক ; ১৩০৯ বঙ্গাব্দ ; (২৪ জানুয়ারী, ১৯০৩) শনিবার]

৯৯০২(ক) তোরা শোন্ রে শোন্, বিশ্ববীণায় বাজিছে ওঁ ব্রহ্মনাম।
উঠে ব্রহ্মনামের ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন-মেদিনী,
(তোরা শোন্, শোন্ রে)
বিনাশি মোহ-তিমির, বিতরি প্রাণে আরাম !
বিষয়-কোলাহলে, এমন নাম যাও ভুলে, (গতি কি হবে রে)
যে নামেতে পাবে মুক্তি, পূর্ণ হবে মনস্কাম !

(খ) ভাই রে, এ কি কুমতি হ'ল !
ত্যজিয়ে সেই সারাৎসারে, অসারে চিত মজিল রে !
দিলেন বিধি সত্য ধর্ম্ম, না বুঝিলে তারি মর্ম্ম রে,
ভাই রে, নিজ দোষে খোয়াইলে তারে !
হায় হায়, কি করিলে, পেয়ে রতন হারাইলে রে,
ভাই রে, হীরা ফেলি কাচ নিলে ঘরে !
নাশিতে আত্মার ক্ষুধা, অমূল্য স্বর্গের সুধা রে,
ভাই রে, দিয়াছিলেন প্রভু দয়াময় রে।
সেই সুধা পায় ঠেলিয়ে, বিষয়-গরল পিয়ে রে,
ভাই রে, দিবানিশি জ্বলিছে হৃদয় রে।
অসহায় একাকী হে'রে রিপুকুল চারি ধারে রে,
ভাই রে, বিনাশিতে ঘিরিছে তোমারে।
যথা তথা ছুটে যাও, কোথাও না শান্তি পাও রে,
ভাই রে, নিভিল না চিত্তের অনল রে।
(এই) মর্ম্মব্যথা কে বুঝিবে, কে বা দুখ নিবারিবে রে,
ভাই রে, তাপিত প্রাণ করিবে শীতল রে।

(গ) এখনও সময় আছে, চল রে পিতার কাছে,
সবে গিয়ে মনের দুঃখ কই রে! (অকপট হ'য়ে রে)
অসার বিষয় ত্যজিয়ে, দীনহীন কাঙ্গাল হ'য়ে,
কেঁদে তাঁর দ্বারে প'ড়ে রই রে! ("গতি কর" ব'লে রে)
হ'লেও মোরা অপরাধী, পিতা মোদের দয়ার নিধি,
এ দুর্দ্দিনে দিবেন অভয় রে! (পিতা দয়ার নিধি রে)
শত অপরাধ ভুলে, নেবেন মোদের কোলে তুলে,
অভয় পদে পাইব আশ্রয় রে! (নিরাশ হ'য়ো না, হ'য়ো না)
যাইবে মরম-যাতনা, পূরিবে সব কামনা,
তাপিত প্রাণ হইবে শীতল রে! (অভয় পদ পেয়ে)
আশাতে বাধিয়ে প্রাণ, হও তবে আগুয়ান,
বিলম্বেতে আছে কি বা ফল রে! (দিন বৃথা যে যায় রে)
(ঘ) যদি রে বাসনা, লভিতে সে ধনে, করিতে হইবে কঠোর সাধন,
ত্যজি অভিমান, ভেদাভেদ-জ্ঞান, আপনারে কর বিসর্জ্জন।
অহঙ্কার ছাড়ি, স্বার্থ পরিহরি,
বিনয়ে সাজিয়ে, পুণ্য প্রীতি ল'য়ে, হও দীনহীন অকিঞ্চন।
(হ'য়ে) বিশ্বাসে বলী, প্রেমরসে গলি, সেবায় অনুক্ষণ থাক রে মগন;
বৈরাগ্যের বাস কর রে গ্রহণ।
জপ অবিরাম, ওঁ ব্রহ্মনাম,
প্রেমে অনুরাগী, জ্ঞানযোগে যোগী, হ'য়ে কর সদা ইন্দ্রিয়-দমন।
ব্রহ্মনামের বলে, আঁধার যাবে চ'লে,
হৃদয়-মাঝারে দেখিবে তাঁহারে, সফল হইবে এ পাপ-জীবন।

(ঙ) আনন্দে গাইয়ে চল "ওঁ ব্রহ্ম" নাম রে !
ব্রহ্মনামের মহাধ্বনি উঠে বিশ্বময় রে ;
একতানে একপ্রাণে (গাও) "জয় ব্রহ্ম জয়" রে !
যোগী-হৃদে প্রণব-রূপে, এই ব্রহ্মনাম রে ;
ভক্ত-চিত্তে হয় এ নাম, লীলারসময় রে !
দুখী তাপীর চির সম্বল, এই ব্রহ্মনাম রে ;
পাপী জনে এ নাম ল'য়ে ভবপারে যায় রে ।
এ নাম প্রভাবে হয় পাষণ্ড দলন রে ;
(কত) জগাই মাধাই, এ নাম ল'য়ে পায় পরিত্রাণ রে !
অমৃত-আধার এ নাম, আনন্দ-নিলয় রে ;
শুষ্ক প্রাণে, এ নাম পেয়ে, হয় প্রেমোদয় রে !
বাখানিব কত আর এ নামের গুণ রে ;
এ নাম পরশ পেয়ে জাগে মৃত প্রাণ রে !
নামের গুণে আমরাও (সবে) পাব পরিত্রাণ রে,
(আজ) সবে মিলে হৃদয় খুলে, (বল) "জয় ব্রহ্ম জয়" রে !

(চ) আজি আশাতে জাগিল প্রাণ, হ'ল দুঃখ অবসান,
নামের বলে, দলে দলে, পাপী যাবে পুণ্যধাম ।

[(ক), তেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস নে" । (খ), লোফা ; সুর, "এ কি রে কুমতি দেখি তোর" । (গ), দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ" । (ঘ), একতালা ; সুর, "প্রাণ ভ'রে আজি গান কর" । (ঙ), একতালা ; সুর, "আনন্দে গাইয়ে চল" । (চ) = (ক)]

[১০ মাঘ, ১৮২৫ শক ; ১৩১০ বঙ্গাব্দ ; (২৪ জানুয়ারী, ১৯০৪) রবিবার]

১৯০৩ (ক) তোরা কর্ গো প্রণিধান, শোন্ গো আসিছে আহ্বান,
দয়াল ব্রহ্ম ডাকিছেন ঐ, চল্ ত্বরা ক'রে, হ'ল বেলা অবসান।
শুনি সেই আশার বাণী ব্যাকুল হ'য়ে গো,
পাপী দলে দলে, চলিয়াছে কোলাহলে,
জুড়াইতে তাপিত প্রাণ, পাবে পাবে পরিত্রাণ।

(খ) ও ভাই জানিও ভকতি সুদুর্লভ অতি, বহু ভাগে তাহা হয় রে;
দীনের দীন হ'য়ে আপনা বিকায়ে, পুণ্যবানে তবে লয় রে।
(এই ভক্তি-ধন ; এ ধন সহজে মিলে না ; দেবের বাঞ্ছিত এ ধন)
গরবে যে হিয়া, রয়েছে মাতিয়া, তার তরে ইহা নয় রে ;
(সে ত ভক্তিধন চায় না রে)
যে জন বিনীত, শুদ্ধ যার চিত, তারি প্রাণে উপজয় রে।
(এই ভক্তি সুধা ; যে জন তৃণের মত নত হয় রে)
নামে যার রতি, জীবে যার প্রীতি, প্রেমে প্রেমে পায় লয় রে ;
(যে জন জীবে প্রেম বিতরে)
তারে ভক্তি দানে, তোষেন পরাণে, ভক্তিদাতা প্রেমময় রে।
(সেই ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ; নবজীবন দিয়ে)

(গ) সবে মজিয়ে যে রসপানে, ভুলিলে পরম ধনে,
জুড়াল না তাহাতে পরাণ রে !
(এ কি হ'ল রে ; কি করিতে কি হইল)
বিষয় বিষের মত, হৃদয় দহিল কত, (একবার ভেবে দেখ রে)
অশ্রুজলে ভাসিল নয়ন রে ! (ভবদুঃখে প'ড়ে রে)

লুকায়ে সে নেত্র-ধারে, ভুলাইলে আপনারে,

বৃথা আশা করিয়ে প্রদান রে !

(এ কি খেলা খেল রে ; আপনারে ভুলাইয়ে)

জানিলে ত আশা কত, একে একে হ'ল হত, তবু কেন হ'লনা ক জ্ঞান রে

(কত ভুলে রবে রে ; দয়াময়ের এত দয়া)

অসার বিষয়-রসে, থাকিও না মোহবশে, উঠ জাগ, কর প্রণিধান রে!

(একবার জাগ জাগ রে, দয়াময় প্রভু ব'লে)

জানিও জানিও সবে, পাপী তাপীর এই ভবে,

দয়াল বিনা নাহি পরিত্রাণ রে ।

(আর সব বৃথা বৃথা রে ; এ ভবের সুখ যত)

(ঘ) এ কি রে সুখের কথা, শুনিয়ে গেল ব্যথা,

পাপীদের দুঃখের দিন অবসান !

তাইতে কি ধরাধামে, বিলায়ে দয়াল নামে,

আমাদের দয়াল প্রভু করিলেন আহ্বান !

যে তাঁরে ভুলে থাকে, দয়া কি তারেও ডাকে,

একমুখে এমন দয়ার হয় না যে বাখান ;

পাপে যে প'ড়ে আছে, তারেও কি চায় গো কাছে,

তারেও কি দিতে চায় চরণে স্থান !

এ দয়া দে'খেও কেন, পড়িয়া র'লেম হেন,

কেন গো গলিল না হৃদয় পাষাণ !

এম্‌নি কি পাপের নেশা, পাপীর হয় এম্‌নি দশা,

এ বিপদে দয়াল প্রভু কর ত্রাণ !

(ঙ) আর কেন ভাব', ও ভাই, শোন সমাচার রে,
পরিত্রাতা মুক্তিদাতা খুলিলেন দুয়ার রে!
এ ভবে যা কিছু দেখ, সকলি অসার রে;
(ও ভাই, ধন মান সহায় সম্পদ)
সেই সত্য, সেই নিত্য, সেই সারাৎসার রে।
ভকতি করিয়ে ভজ চরণ তাঁহার রে, (তিনি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু)
ঘুচিবে ঘুচিবে রে ভাই, পাপের বিকার রে!
বিনা ভক্তি নাহি মুক্তি, জেনো জেনো সার রে,
(সেই ব্রহ্মধামে যেতে রে ভাই)
প্রাণ দিলে প্রাণ পাবে, জীবন সঞ্চার রে!
দূরে গেল পাপ তাপ, হৃদয়ের ভার রে;
(ও ভাই, পতিতপাবন নামের গুণে)
আনন্দে ঘোষণা কর পাপীর উদ্ধার রে!
প্রেমেতে গাঁথিয়ে প্রাণ গাহ একবার রে; (আজ ভাই ভাই মিলে সবে)
(নব) ভকতি-প্লাবনে ধরা হোক্ একাকার রে!
(চ) পাপীদের ভাগ্যফলে ভক্তিধারা গো আইল ধরায়।
চল চল যাই রে সবাই, সে ধারাতে করিয়ে স্নান,
জুড়াই গে তাপিত প্রাণ।

[(ক). ভেওট; সুর, "তোরা আয় রে ভাই থাকিস্ নে"। (খ). খয়রা; সুর, "প্রভো কি নিবেদিব আমি"। (গ). দশকুশী; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (ঘ), ঝুলন; সুর, "তোমার ঐ নিত্যধামে প্রমত্ত ভক্তগণে"। (ঙ), ঝুলন; সুর, "আনন্দে গাইয়ে চল"। (চ)=(ক)]

[১০ মাঘ, ১৮২৮ শক ; ১৩১৩ বঙ্গাব্দ ; (২৪ জানুয়ারী, ১৯০৭) বৃহস্পতিবার]

১৯০৪(ক) ঐ শোন্ নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম, ঐ শোন্ রে !
(মোদের) পোহাল দুঃখের নিশা, জাগিল ঘুমান প্রাণ।
(এমন) মৃত-সঞ্জীবন নাম রে কে জানিত আগে।
(আগে ভাবি নাই, বুঝি নাই রে ! বুঝ্‌লে এতদিন কি কাঁদ্‌তে হ'ত)
পরশে বন্ধন টুটে, নামে মরা মানুষ জাগে রে ! (মৃত-সঞ্জীবন নামে)
যে নাম মৃত্যুর মাঝে, অমৃত-সোপান রে ;
(তারা মরে নাই, মরে নাই ; যারা নাম ধরেছিল ;
সেই ঈশা, গৌর, নিতাই)
(দয়াল) নামের তুলনা দিতে কিছু নাহি আর রে।
(একবার ল'য়ে দেখ্ দেখ্ রে)
কত ভক্ত পান করে, যুগ যুগ ধ'রে রে,
(তবু) অফুরন্ত নাম-সুধা অবিরল ঝরে রে।
(ধর ধর ধর রে, নাম-সুধাধারা)
(হৃদয় পাতি দাও রে ; ও রে পিপাসিত হৃদয়)
যে নাম-গুণ বর্ণিতে, ভাষা হে'রে যায় রে,
সুর নর, পাপী সাধু অবাক্ সবায় রে।
(তারা বল্‌বে কি আর ; ব্যাকুল বিহ্বল ; গুণের অন্ত কোথা পাবে)
যুগে যুগে নাম-স্রোত চলিছে ধরায় রে,
ভক্ত গোরা মাতোয়ারা,(কত)মাধাই লুটায় রে। (নামে পাগল হ'য়ে রে)
(খ) এত সুখ এত সুধা, ছিল নামে হায় রে হায় !
(বুঝি) নামের বানে সব ভেসে যায় রে ! (বাদী যত ছিল রে)

(ব্রহ্ম) নামের মহিমা হে'রে, আজ মরণ গিয়েছে ম'রে,
(বুঝি) বেঁচে গেলাম, নামে হেরে তাঁয় রে!
(বাঁধ ভেঙ্গে যে গিয়েছে; দারুণ সংসার বন্ধন আজ)
এমন সুধার সাগর ছিল ঢাকা নামের ভিতর,
পাপী তাপী আয় আয় আয় রে! (প্রাণ শীতল করি রে)
হতাশ একদিন কেঁদেছিল, অবিশ্বাসী ব'লেছিল,
"অনন্ত না কারো পানে চায় রে!"
(কত কেঁদেছিনু রে; একাকী নির্জ্জনে ব'সে)
(আজ) কার প্রেমে ভরা বুক, (আজ) এমন স্বর্গ, এত সুখ,
দেখুক এসে যে দেখিতে চায় রে! (বুক চিরে দেখুক এসে রে)
(গ) ঐ দেখ নামের ভিতরে তিনি, দূরে কোথা যাও রে?
এত কাছে হৃদয়-মাঝে, আর কি বা চাও রে! (তুমি)
যাঁর দেওয়া ধন মান, যিনি মোদের প্রাণের প্রাণ,
(ও ভাই) তাঁরি খেয়ে, তাঁরি প'রে, তাঁরি গুণ গাও রে!
(জীবন ধন্য হবে; পরিত্রাণ পাবে; মরা বেঁচে যাবে)
ভক্ত নাম হৃদয়ে ধ'রে কাঁদে গায় ভক্তিভরে; হৃদি-তীর্থে ছাড়ি তাঁরে,
(কোথা) ঘুরিয়া বেড়াও রে! (মরীচিকার পিছে)
স্বার্থ দ্বেষ হিংসা আদি, ভজনের প্রতিবাদী,
(আজি) ধরি তাদের, নামাগুনে পূর্ণাহুতি দাও রে।
(জয় ব্রহ্ম ব'লে; এই মহাযজ্ঞে)

[(ক), লোফা; সুর, "এই ত হৃদয়ে"। দশকুশী; সুর, "তুমি আছ নাথ"।
(গ), একতালা ও ঝুলন; সুর, "আনন্দে গাইয়ে চল"]

[১০ মাঘ, ১৮২৯ শক ; ১৩১৪ বঙ্গাব্দ ; (২৪ জানুয়ারী, ১৯০৮) শুক্রবার]

১৯০৫ (ক) এবার করি ভাই প্রেমময় নাম ঘোষণা।
সবে মিলে, ভাই, করি পবিত্র, ঐ নামেতে, রসনা।
(দেখ) আছে প্রেম জগৎ ঘিরে, অন্তরে কি বাহিরে, দেখ দেখ রে,
যাবে যাবে পাপ, পেলে প্রেমের প্রেরণা।
(খ) দেখ প্রেমের পাথারে, নিখিল সংসারে, ডুবায়ে রেখেছে, ভাই।
সর্ব্ব চরাচর,পশু পক্ষী নর, সকলে ভাসিয়া যাই। (সেই প্রেমের স্রোতে)
ভুলে থাকি তাঁরে, ভোলে না আমারে, পরাণ ঘিরিয়া রয় ;
যাই পাপ-পথে, ধরে আসি হাতে, ফিরায়ে সুপথে লয় !
(এ কি প্রেমের লীলা)
মোহের বিকারে, সংসার আঁধারে যখন পথ হারাই ;
ব্যাকুল অন্তরে, চাই যদি ফিরে, সে জ্যোতি পরাণে পাই।
(প্রেমময়ের জ্যোতি)
অপরাধ শত, সহে প্রেম কত, প্রেম পরাজিত নয় ;
পাপী যদি চায়,তখনি সে পায়, সে প্রেম-পথে আশ্রয়। (চিরদিনের মত)
(গ) আর থেকো না নিরাশ মনে, পড়িয়ে ভব-বন্ধনে,
জয় রবে কর রে উত্থান রে !
(প'ড়ে থেকো না থেকো না ; মহা মোহে মুগ্ধ হ'য়ে)
দেখি সে প্রেম-মাধুরী, আপনারে যাও পাসরি,
প্রেমানন্দে কর নাম গান রে !
(নব জীবন পাবে রে ; জীবনদাতার কৃপা-গুণে)

আশাতে হৃদয় ধরি, চল চল ত্বরা করি, দেখ দিবা হয় অবসান রে !

(দিন চ'লে যায় রে ; বৃথা কাজে দিন যায়)

পরাণে শকতি পাবে, পাপ তাপ দূরে যাবে,

জেনো জেনো পাবে পরিত্রাণ রে !

(নিরাশ হ'য়ো না হ'য়ো না ; প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে)

(ঘ) আনন্দে উড়ায়ে চল প্রেমের নিশান রে ;

পরাণ খুলিয়া গাও প্রেমময়ের নাম রে ।

স্বর্গ হ'তে এল ধরায় মধুর আহ্বান রে,

"আয় পাপী, আয় পাপী, পাবি পরিত্রাণ রে !"

শোন শোন শোন বাণী, পাতি আজি কাণ রে ;

ডাকিছেন মুক্তিদাতা প্রভু ভগবান্ রে ।

বিষয়-গরল পিয়ে কি কঠিন প্রাণ রে ;

বাণী শুনে, তবু ভোল আপন কল্যাণ রে !

চারিদিকে নরনারী করিছে উত্থান রে ;

নবযুগে নবানন্দে জাগাও মন প্রাণ রে ।

দূরে যাক্ পাপ ভয়, মান অভিমান রে ;

প্রেমময়ের প্রেম-ক্রোড়ে কর আত্মদান রে !

(ঙ) তাই আজি সকাতরে, ডাকি ভাই প্রেমভরে, নগরবাসী রে,

শোন শোন ভাই, বধির হ'য়ে থেকো না ।

[(ক). রূপক ; সুর. "শোন্ ভাই সমাচার" । (খ). খয়রা ; সুর, "দেখি এক পাখী" । (গ). দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ" । (ঘ) একতালা ও ঝুলন ; সুর, "আনন্দে গাইয়ে চল' । (ঙ)=(ক)]

[১০ মাঘ, ১৮৩০ শক ; ১৩১৫ বঙ্গাব্দ ; ২৩ জানুয়ারী, ১৯০৯) শনিবার]

১৯০৬ (ক) তোরা যদি তরবি রে ভাই,

ব্রহ্মপদে চল্ রে যাই, সে পদেতে পাবি পরিত্রাণ।

(চল যাই, যাই রে)

মোহ-ঘোরে, এ সংসারে, ভুলি সত্য সারাৎসারে,

দেখ জীবন হয় রে অবসান ! (ভুলে থেকো না, থেকো না)

(খ) সে পদে লহ শরণ, নিভিবে পাপদহন,

জুড়াবে হৃদয় প্রাণ মন ; (ভাই রে)

ঘুচিবে সব সংশয়, হবে দিব্য জ্ঞানোদয়,

লভিবে রে নবীন জীবন। (ভাই রে)

নিরাশা-আঁধার যাবে, প্রাণে নব আশা পাবে,

পাপ-তাপ হবে নিবারণ ; (ভাই রে)

হবে পূর্ণ নব-বলে, অবসাদ যাবে চ'লে,

নব-প্রেম হইবে সাধন। (ভাই রে)

সে প্রেমের গুণ, ভাই, বর্ণিতে শকতি নাই,

সেই প্রেম চক্ষেতে অঞ্জন ; (ভাই রে)

সেই প্রেম প্রাণে ভক্তি, সেই প্রেম মনে শক্তি;

তপ্ত-হৃদে সে প্রেম চন্দন। (ভাই রে)

সেই প্রেম হৃদে মাখি, সে প্রেমে জুড়ায় আঁখি,

প্রেম-বলে হও রে সবল ; (ভাই রে)

প্রেম-অসি করে ধরি, রিপুকুলে নাশ করি,

প্রেম কর পথের সম্বল। (ভাই রে)

(গ) প্রেমের নদী নামিল ধরায় !
তোরা কে যাবি রে, আয় রে আয় !
দেখ, দয়াল ব'লে, প্রেমের জলে, পাপী তাপী ভেসে যায়।
এমন সুযোগ ছেড়ো না, তোমরা দেরি ক'রো না,
গেল বেলা, ক'রে হেলা, সময় হ'রো না ;
এই নদীর জলে গা ভাসালে, অকূলে কূল পাপী পায়।
একবার পড় ঐ টানে, শক্তি পাবে রে প্রাণে,
অনায়াসে যাবে ভেসে ব্রহ্ম-সদনে ;
ঐ প্রেম-সলিলে স্নান করিলে, পাপের জ্বালা দূরে যায়।
ব'সে ভাব' কি কূলে, সময় গেল যে চ'লে,
জাতি কুলের বাঁধন-দড়ি দাও সবে খুলে ;
গেয়ে নামের সারি, নর নারী, ভেসে সবে যাই ত্বরায় !

(ঘ) এ কি রে বারতা, শুনি এ কি কথা, নিরাশ-আঁধার টুটিবে ;
নব সূর্য্যোদয়ে, নব জন্ম ল'য়ে, নর নারী জেগে উঠিবে !
(জয় জয় দয়াল ব'লে)
ক্ষুদ্র উপাসনা, সামান্য সাধনা, ছাড়িবে জগত-জন ;
অনন্তের জ্ঞানে, অনন্তের ধ্যানে, সঁপিবে হৃদয় মন !
(এক ব্রহ্ম-পদে)
সেই সত্যে ভজি, সেই সত্যে মজি, ঘুচিবে পাপ-বিকার ;
জাগি পুণ্যবলে, উঠিবে সকলে, রবে না পতিত আর।
(এ সংসারের ধূলায়)
শুনিয়ে আহ্বান, জাতি কুল মান তেয়াগি, ছুটিবে সবে,
(হবে) মহা সম্মিলন, পূরিবে ভুবন, "জয় জয় ব্রহ্ম" রবে।

(ঙ) প্রেমানন্দে জেগে উঠ, শুনি সে আহ্বান রে,
মুক্তিদাতা পরিত্রাতা ডাকেন ভগবান্ রে !
চল চল ত্বরা করি, বেলা অবসান রে ;
চল ভাই ব্রহ্মপদে সঁপি মন প্রাণ রে !
সে পদেতে পাপ তাপ হইবে নির্ব্বাণ রে ;
নব শক্তি, নব আশা, অনন্ত কল্যাণ রে !
বধির হ'য়ে থেকো না ভাই, কর প্রণিধান রে ;
প্রেম দিলে প্রেম মিলে, এ তাঁর বিধান রে !
সে প্রেমে আপনা দিয়ে, হও বলীয়ান্ রে ;
"জয় জয় ব্রহ্ম" ব'লে, কর ভাই উত্থান রে !

(চ) নব প্রেমে, নব ক্ষেমে, দয়াময়ের দয়াল নামে,
কর রে ভাই, কর আত্মদান। (ঘুমে থেকো না, থেকো না)

[(ক), লোফা ; সুর "এই ত হৃদয়ে"। (খ), ঠুংরি ; সুর, "লভিয়ে কৃপা তাঁহার"। (গ), খেমটা ; সুর, "ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই"। (ঘ), একতালা ; সুর "ধন্য সেই জন"। (ঙ.) একতালা ও ঝুলন ; সুর, "আনন্দে গাইয়ে চল"। (চ) = (ক)]

[৯ মাঘ, ১৮৩৬ শক ; ১৩২১ বঙ্গাব্দ ; (২৩ জানুয়ারী, ১৯১৫) শনিবার]

১৯৩৭ (ক) তোরা শোন্ রে ভাই, ব্রহ্মধামের মধুর সমাচার।
যে বাণী পশিলে প্রাণে, হয় গো পাপীর উদ্ধার।
থেকো না মোহের ঘুমে, বিষয়ে ম'জে,
বিফলে জীবন যাবে, অসারে ভ'জে ;
উঠ, জাগ, খোল খোল হৃদয়-দুয়ার।

(খ) ও গো, সে বাণী শুনিয়ে, যে উঠে জাগিয়ে,
ধন্য সে মানবকুলে;
(তার) মোহ-প্রলোভন, পাপের বন্ধন, সকলি যায় রে খুলে !
(ব্রহ্মনামের গুণে)
নব আঁখি পেয়ে নবীন জগত দেখে সে চৌদিকে তার ;
নব ভক্তি যোগে, নবশক্তি জাগে, নবাশা প্রাণে সঞ্চার !
(ব্রহ্মকৃপা-গুণে)
মধুর, মধুর, অতি সুমধুর, বলিতে বচন হারে ;
কি তার শকতি, কি বা তার স্থিতি,
কে তারে বর্ণিতে পারে !
(ও তা কে বা জানে)
ত্রাণ যদি চাও, প্রাণ তবে দাও, উঠ গো সে বাণী শুনে ;
ব্রহ্মপদাশ্রয়ে রবে গো নির্ভয়ে, তরিবে তাহারি গুণে ।
(জীবন সফল হবে)
(গ) শোন রে ভাই, মধুর আহ্বান !
শুনে জুড়াবে সবে তাপিত প্রাণ ।
ডাকেন মুক্তিদাতা, পরিত্রাতা, স্বয়ং ব্রহ্ম ভগবান্ ।
(ঐ শোন শোন রে)
তোমরা বধির হ'য়ো না, ঘুমে অবশ র'য়ো না,
সারাৎসারে পরিহরি, অসার ল'য়ো না ;
ওই প্রেমাহ্বানে ধর প্রাণে, পাবে পাবে পরিত্রাণ ।
(আর ভয় নাই, নাই রে)

(ঘ) এ কি নাম! এ কি শুনি নাম!
জীবন জুড়ায়ে গেল, পরাণ শীতল রে, পাপ তাপ হইল বিরাম!
নীরস হৃদয় ছিল, সরস হইয়া গেল,
হৃদয়ে জাগিল আশা, পরাণ সবল রে ; স্বর্গ বুঝি হয় ধরাধাম!
এ ধন অমূল্য নিধি, দয়া ক'রে দিলা বিধি,
এ ধন কি ধন,তাহা কে বলিতে পারে রে,যাহা পেলে ঘুচে সর্ব্ব কাম
চেয়ে দেখ, দেখ কাছে, অমূল্য সম্পদ আছে ;
হেন ধনে পেয়ে যদি, হেলায় হারাও রে, যাবে জন্ম, পাবে না বিশ্রাম
তাই বলি প্রাণমনে ভজ সে পরমধনে,
সে ধনে পাইলে হবে সফল জনম রে ; ধরাবাসে পাবে স্বর্গধাম :

(ঙ) প্রেমময়ের প্রেমের নদী নাগিল ধরায় রে ;
কে ডুবিবি, কে তরিবি, ত্বরা ক'রে আয় রে।
ও জলে আপনা দিলে, পাপ তাপ যায় রে ;
নবানন্দে পূরে প্রাণ, হৃদয় জুড়ায় রে।
ব্রহ্ম-পদে জন্ম তার, ব্রহ্মকৃপা তায় রে ;
পাপী তাপী তার স্রোতে, সিন্ধু পানে যায় রে।
আয় তবে, ভাই সবে, ত্বরা ক'রে আয় রে ;
পাপ তাপে তাপিত প্রাণ, জুড়াইবে তায় রে।
নিভিবে পাপের জ্বালা, প্রভুর কৃপায় রে ;
বহুক হৃদয় প্রাণে, ব্রহ্মকৃপার বায় রে।

[(ক), ভেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস নে"। (খ), খয়রা : সুর, "দেখি এক পাপী"। (গ), খেম্‌টা ; সুর, "বল আনন্দ বদনে ব্রহ্মনাম"। (ঘ), ভাটিয়াল, কাহারবা ; সুর, "ভাই রে কি মধুর নাম"। (ঙ), ঝুলন : সুর, "আনন্দে গাইয়ে চল"]

[৮ মাঘ, ১৮৩৮ শক; ১৩২৩ বঙ্গাব্দ; (২১ জানুয়ারী ১৯১৭) রবিবার]

১৯৩৮(ক) ও কে গায় গায় গায় রে মধুর ব্রহ্মনাম!
নাম শুনে প্রাণ জুড়াইল রে। (সুধামাখা ব্রহ্মনাম, ভাই)
ব্রহ্মনামের ধারা নাম্‌ল ধরায়, আজ বিশ্ব ভুবন ভেসে যায় রে!
(নামসুধা-তরঙ্গেতে)
দেখ ভক্তবৃন্দে, ব্রহ্ম-নামানন্দে, আজ মাতিল পাগলের প্রায় রে!
(ব্রহ্ম-নাম-সুধা-পানে)

(খ) ভাই রে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়ে আমরা করি নাম-সঙ্কীর্ত্তন;
(মধুর ব্রহ্মনাম রে)
নামের আগুনে পুড়িয়ে বাসনা, পবিত্র হবে জীবন।
(ব্রহ্মনাম জপিয়ে)
নীরস পরাণ হইবে সরস, নামরস-আস্বাদনে;
(নামের কি বা গুণ রে)
শোক দুঃখ আদি রহিবে না আর, মজ নামরস-পানে।
(মজ আপন ভুলে)
নামের হুঙ্কারে, যত রিপুগণ দূরে করে পলায়ন;
(ব্রহ্মনামের তেজে রে)
লুকায় আঁধার নামের আলোকে; নাম উজ্জ্বল রতন!
(নাম পরশমণি)
নবীন আনন্দে কর নাম-ধ্বনি, রসনা থাকিতে বশে।
(আত্মহারা হ'য়ে)

(গ) দেখ দেখ তাঁরে ! (হৃদয় মাঝারে)
(আজি প্রাণ ভরিয়ে দেখ রে তাঁরে ; দেখ হৃদয়নাথে প্রাণ ভরিয়ে)
দেখ শিব সুন্দর, চিদানন্দ মনোহর, মিলিয়ে সকলে,
জয় ব্রহ্ম ব'লে, ডোব রে রূপ-সাগরে। (জীবন সফল হবে)
সবার প্রাণের মাঝে, ভুবনরাজ বিরাজে ; দেখ অনিমেষে,
সে সত্য পুরুষে, কি ভয় আছে সংসারে ! (প্রভু সাথের সাথী)
তাঁর নাম শুনাইতে, স্বর্গধাম দেখাইতে, পরম বিধাতা,
আমাদের পিতা, ডাকিছেন মধুর স্বরে। (শোন রে শোন রে বাণী)
(প্রেমবাহু প্রসারিয়া ডাকিছেন ; তোরা আয় আয় ব'লে ডাকিছেন)
সঙ্গে ল'য়ে ভক্তগণ, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, তুষিতে সন্তানে,
আসিলেন প্রাণে, ভাসাতে সুধা-সাগরে। (তাঁর কত দয়া)

(ঘ) আজি কর ব্রহ্মনাম-ধ্বনি জাগায়ে ভুবন রে,
(এল) ব্রহ্মনামে, ধরাধামে, নবীন জীবন রে !
হৃদয়-মাঝারে আজি বহে প্রেমের ধার রে ;
ও ভাই, যায় শোক, যায় তাপ, যায় পাপভার রে !
বিশ্বভুবন মত্ত আজি শুনি ব্রহ্ম-গান রে ;
(কর) ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মরস-পান রে।
ধন্য হ'ল মানব-জীবন, পূর্ণ মনস্কাম রে ;
আনন্দে গাইয়ে চল, পরব্রহ্ম নাম রে।
(বল হোক্ ব্রহ্ম জয় রে ; বল জয় ব্রহ্ম জয় রে ; বল জয় দয়াময় রে)

[(ক), লোফা ; সুর, "এই ত হৃদয়ে"। (খ), খয়রা ; সুর, "দেখি এক শাখী" ; (গ), একতালা ; সুর, "শোন শোন বাণী"। (ঘ), একতালা ও ঝুলন ; সুর, "আনন্দে গাইয়ে চল"]

[১০ মাঘ, ১৮৪২ শক ; ১৩২৭ বঙ্গাব্দ ; (২৩ জানুয়ারী, ১৯২১) রবিবার]

১৯০৯(ক) তোরা আয় রে ভাই, সবে মিলে গাই, মধুর ব্রহ্মনাম।
এল এ নাম ধরাধামে, জীবে দিতে পরিত্রাণ।
উঠিল নামের ধ্বনি বিশ্বভুবনে, শোন শোন আজি সবে শোন শ্রবণে,
থেকো না থেকো ভুলে, জীবনের পরম কল্যাণ। (ও রে নগরবাসী)
(খ) এস সবে নরনারী, মোহনিদ্রা পরিহরি,
(দিন যে চ'লে গেল রে ; অসারের ধ্যানে জ্ঞানে)
নামসুধারস কর পান রে !
(প্রাণ শীতল হবে রে ; সকল জ্বালা দূরে যাবে)
এ নাম পরশমণি, দীনহীনে করে ধনী,
পাপী লভে নবীন জীবন রে !
(তারা ত'রে যে যায় রে ; অকূল ভবজলধি)
এমন রতন ফেলে, কাচখণ্ড হাতে নিলে,
চিনিলে না সে পরম ধনে !
(মোহে অন্ধ হ'য়ে রে ; জনম যে বিফল গেল)
(গ) এখন চল যাই, চল যাই, (দয়াল পিতার চরণ তলে)
ঐ শোন তাঁহার বাণী হৃদয়-মন্দিরে।
ক্ষমি সব অপরাধ, ঐ ডাকেন জগত-নাথ,
বিতরিতে অমর জীবন।
(তাঁর কত দয়া রে ; পাপী তাপী অধম জনে)
হ'য়ে দীন অকিঞ্চন, কর তাঁর নাম গান, লভ সেই বাঞ্ছিত চরণ।
(অভাব রবে না রবে না ; ঐ অভয় পদ কে ধ'রে বু)

(ঘ) প্রেমের ভিখারী, দেবদুর্লভ হরি, দাঁড়ায়ে আছেন হৃদয়-দ্বারে।
জনম হইতে শত অপরাধী, তথাপি কখন ছাড়েন না কারে !
(তাঁর প্রেমের তুলনা মিলে না রে ; এমন প্রেম চিন্‌লাম না)
ক্ষণেকের তরে, দেখ রে তাঁহারে, মানব-জীবন সফল হবে ;
সকল বন্ধন হইবে মোচন, অনায়াসে ভবপারে যাবে।
(বাধা রবে না, রবে না, রবে না রে ; তাঁর দরশন পেলে পরে)

(ঙ) চলেছে অধম যত, দয়াল নাম গেয়ে ;
কে কে যাবে ভবপারে, এস সবে ধেয়ে।
(জাতির বিচার যে নাই রে ; দয়াল পিতার কাছে)
গগন ভেদিয়া উঠে নামের জয়ধ্বনি ; রিপুগণ পলাইল পরমাদ গণি।
(তারা দূরে যে গেল ; নামের ধ্বনি শুনে)
নামের গুণে জাগে শক্তি পরাণে পরাণে ;
তাই ছুটে চলে পাপী যত, অমৃতের সন্ধানে।
(তারা ভুলে যে ছিল ; এতদিন ; অমৃতের অধিকারী হ'য়ে)
আজ গাও সবে, প্রাণ খুলে, দয়াল নামের জয় ;
ব্রহ্ম মোদের আছেন সাথে, কি ভয় কি ভয় !
(আর ভয় যে নাই রে ; তাঁর কৃপার শরণ লয়েছি)

(চ) আনন্দের সিন্ধু আজি উথলে প্রাণে, দুঃখতাপ দূরে গেল ব্রহ্মের নামে,
ভুবনবিজয়ী ঐ নাম, জপ জপ অবিরাম। (ও রে নগরবাসী)

[(ক), তেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্ নে"। (খ), দশকুশী : সুর, "তুমি আছ নাথ"। (গ), লোফা ; সুর, আমরা চল যাই চল যাই"। (ঘ), একতালা ; সুর, "তোমার দয়াল নামের এমনি গুণ হে"। (ঙ), ঝুলন। (চ)=(ক)]

[১০ মাঘ, ১৮৪৪ শক ; ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ; (২৪ জানুয়ারী, ১৯২৩) বুধবার]

১৯১৩ (ক) তোরা আয়রে ভাই, সবে মিলে যাই অমৃতধামে।
ডাকিছেন দয়াল ব্রহ্ম দুঃখী তাপী কাঙ্গাল জনে।
চেয়ে দেখ হ'ল দিবা অবসান প্রায়,
মিছে কাজে দিন গেল, কি হইল হায়!
এখনও সময় আছে, লইগে শরণ চরণে।

(খ) অলসতা পরিহরি এস সবে ত্বরা করি,
গাই সবে নাম-গুণ-গান রে!
(জনম সফল হবে রে ; দয়ালের নামের গুণে)
ঘুচে যাবে দুঃখ শোক, ঘুচিবে সব বিপাক,
খুলে যাবে সকল বন্ধন রে!
(তাঁর কৃপার গুণে রে ; যাঁর কৃপায় পাপী তরে)
যত সাধু মহাজন নাম রসে নিমগন
হ'য়ে আছেন জনমের তরে!
(এস আমরাও ডুবি রে ; জীবনের ভার তাঁরে দিয়ে)

(গ) হৃদয়-দুয়ারে কে আজি এল রে, কাহার পরশে জাগিল পরাণ ;
নিরাশা ঘুচিল, আলোক ভাতিল,
ধ্বনিয়া উঠিল সুধামাখা নাম। (ঐ পরশ পেয়ে)
ভক্ত-অলিকুল, সে সুধা পিওল, প্রেমে হওল মাতোয়ারা ;
রূপ নেহারল, সব বিসরল, হওল পাগলপারা। (ঐ রূপ নিরখিয়ে রে)
জাতি কুল মান, বিষয় বাঁধন, দূর ভেল, নাহি আর ;
টুটল ভরম, অসার করম, হ্রাস হওল দুঃখভার।
(ঐ নাম রস পিয়ে রে)

(ঘ) ছেড়ো না ছেড়ো না, এহেন সুযোগ সুদিনে।

(ঙ) চল চল সবে যাই তাঁহার মন্দিরে,
পূজিব অভয় চরণ প্রাণ মন ভ'রে।
(এমন কি বা আছে রে)
(তাঁর অভয় পদ পূজার মত)
অনায়াসে পার হবে সংসার সাগর ;
স্বয়ং ব্রহ্ম হ'য়ে আছেন ভবকর্ণধার।
(আর ভয় নাই রে ; ভব পারাবারে যেতে)
বাখানিতে কেবা পারে (তাঁর) কৃপার মহিমা ;
মহাপাপীর পরিত্রাণে কিছু যায় জানা।
(কৃপা দেখি দেখি রে)
(সকল জ্বালা দূরে যাবে)

(চ) আজ পরাণে পরাণে মিলে গাও তাঁর জয় ;
ব্রহ্ম মোদের আছেন সাথে, কি ভয় কি ভয় !
(আজ দেখ, দেখ রে ; প্রেমের নয়ন মেলি)
দুঃখনিশা দূরে গেল তাঁহার কৃপায় ;
উঠিল ব্রহ্মের নাম আজি এ ধরায়।
(ভেদ ঘুচে যে গেল ; জাতি কুলের)
মুক্তিধামে প্রবেশিতে (সবার) আছে অধিকার ;
দীন হীন হয়ে তাঁরে (যে) ডাকে অনিবার।
(সে যেতে ত পারে ; ব্রহ্ম সদনে)

কোটি কোটি যুগ ধরি মহিমা যাঁহার,
যোগী ঋষি সাধু ভক্ত করেছেন প্রচার।
(আজ আমরাও গাই রে ; তাঁহার মহিমা)
বাহু তুলে নেচে বল, "জয় ব্রহ্ম জয়" ;
ধরাধাম স্বর্গ হবে, নাহিক সংশয়।
(আজ ভেসে যে যাবে ; প্রেমের বন্যায়)
(ছ) দেখ দেখ, যাত্রী সবে অমৃত ধামের,
খুলিল স্বর্গের দ্বার, দয়াল ব্রহ্মের।
ভকত দলের সঙ্গে ব'স আজি যোগাসনে।

[(ক), তেওট ; সুর, "তোরা আয় রে ভাই, থাকিস্ নে"। (খ), দশকুশী ; সুর, "তুমি আছ নাথ"। (গ), জলদ খয়রা ; সুর, "দেখি এক শাখী"। (ঙ), লোফা : সুর, "পাপে মলিন মোরা"। (চ), ঝুলন ; সুর, "আনন্দে গাইরে চল"। (ঘ), (ছ) = (ক)]

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—:*:—

বেদগান; সংস্কৃত সঙ্গীত ও স্তোত্র; হিন্দী ও উর্দ্দূ সঙ্গীত।

বেদগান।

১৯১১ ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি,
নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।
বিশ্বানি দেব সবিত দুর্‌রিতানি পরাসুব; যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ, নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

[কল্যাণ, তেওরা। স্বরলিপি, 'হবিঃ' নামক পুস্তকে প্রাপ্তব্য]

১৯১২ য আত্মদা বলদা, যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ,
যস্য ছায়াঽমৃতং, যস্য মৃত্যুঃ, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্ রাজা জগতো বভূব,
য ঈশে ঽস্য দ্বিপদ শ্চতুষ্পদঃ, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা, যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ,
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহু, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?

যেন দ্যৌরুগ্রা, পৃথিৱী চ দৃড়্হা, যেন স্বঃ স্তভিতং, যেন নাকঃ,
যো অন্তরিক্ষে রজসো ৱিমানঃ কস্মৈ দেৱায় হৱিষা ৱিধেম ?
যং ক্রন্দসী অৱসা তস্তভানে, অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে,
যত্রাধি স্বর উদিতো ৱিভাতি, কস্মৈ দেৱায় হৱিষা ৱিধেম ?
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিৱ্যা, যো ৱা দিৱং সত্যধর্ম্মা জজান,
যশ্চাপশ্চন্দ্রা ৱৃহতী র্জজান, কস্মৈ দেৱায় হৱিষা ৱিধেম ?

[ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২১ সূক্ত ; ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৯ ঋক্। স্বরলিপি, শতগান, ২১৩]

(১) যিনি প্রাণ দিয়াছেন, যিনি বল দিয়াছেন, সকল দেবগণ যাঁহার শাসন অনুসরণ করেন, (২) অমৃত যাঁহার ছায়া, মৃত্যু যাঁহার ছায়া, (তিনি ভিন্ন অন্য) কোন্ দেবতাকে আমরা হবির দ্বারা অর্চ্চনা করিব ? (৩) যিনি নিজ মহিমাবলে প্রাণময় জগতের, ও (যাহারা চক্ষের পলক ফেলিতে পারে সেই) জীব-কুলের একমাত্র রাজা হইয়াছেন, (৪) যিনি দ্বিপদগণের ও চতুষ্পদগণের শাসনকর্ত্তা, তিনি ভিন্ন, ইত্যাদি। (৫) হিমবান্ পর্ব্বতসকল, ও সমুদ্র, ও 'রসা' (নাম্নী নদী), যাঁহার মহিমাবলে বর্ত্তমান, (৬) এই দিক্ সকল যাঁহার হাত, তিনি ভিন্ন, ইত্যাদি। (৭) যাঁহার দ্বারা আকাশ উজ্জ্বল হইয়াছে, পৃথিবী দৃঢ় হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা স্বর্গ ও ঊর্দ্ধতম ('নাক'-নামক) স্বর্গলোক উচ্চে ধৃত রহিয়াছে, (৮) অন্তরিক্ষের শূন্যদেশের পরিসর যিনি মাপিয়া রাখিয়াছেন, তিনি ভিন্ন, ইত্যাদি। (৯) ভূলোক ও দ্যুলোক যাঁহার শক্তিবলে স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া, কম্পিত মনে যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, (১০) ঊর্দ্ধলোকে সূর্য্য যাঁহার মধ্যে উদিত হইয়া আলোক দান করিতেছে, তিনি ভিন্ন, ইত্যাদি। (১১) যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা, যে সত্যধর্ম্মা দ্যুলোকের স্রষ্টা, তিনি যেন আমাদিগকে বিনাশ না করেন ; (১২) যিনি উজ্জ্বল ও বৃহৎ জলরাশির স্রষ্টা, তিনি ভিন্ন অন্য কোন্ দেবতাকে আমরা হবির দ্বারা অর্চ্চনা করিব ?

১৯১৩ যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতি র্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ,

মৃড়া, সুক্ষত্র, মৃড়য়।

ক্রত্বঃ, সমহ, দীনতা প্রতীপং জগমা, শুচে ; মৃড়া, সুক্ষত্র, মৃড়য়।

অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণা বিদ জরিতারম্ ; মৃড়া, সুক্ষত্র, মৃড়য়।

যৎ কিঞ্চেদং, বরুণ, দৈব্যে জনে হভিদ্রোহং মনুষ্যা শ্চরামসি,

অচিত্তী যৎ তব ধর্ম্মা যুযোপিম, মা ন স্তস্মা দেনসো, দেব, রীরিষঃ।

[ঋগ্বেদ, ৭ম মণ্ডল, ৮৯ সূক্ত ; ২, ৩, ৪, ৫, ঋক্]

(১,২) হে আয়ুধবান্ (দণ্ডদানক্ষম) বরুণ, আমি তোমার কাছে বায়ুপূরিত চর্ম্ম-পাত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে হইতে আসিতেছি। হে শক্তিমান্, আমার প্রতি সদয় হও, আমাকে ক্ষমা কর। (৩) হে ঐশ্বর্য্যশালী, হে পবিত্র, দুর্ব্বলতা বশতঃ আমি যাহা কর্ত্তব্য তাহার বিপরীত পথে গিয়াছি ; হে শক্তিমান্, ইত্যাদি ; (৪) তোমার উপাসক জলরাশির মধ্যে বাস করিয়াও তৃষ্ণায় আক্রান্ত : হে শক্তিমান্, ইত্যাদি। (৫) হে বরুণ, আমরা মনুষ্যমাত্র ; আমরা যে তোমার স্বর্গলোকের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করি, (৬) এবং অজ্ঞানতাবশতঃ যে তোমার ধর্ম্ম লঙ্ঘন করি, সেই অপরাধ হেতু, হে দেব, আমাদিগকে দণ্ডিত করিও না।

১৯১৪ সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।

সমানো মন্ত্রঃ, সমিতিঃ সমানী, সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।

সমানী ব আকূতিঃ, সমানা হৃদয়ানি বঃ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

[ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল ১৯১ সূক্ত ; ২, ৩, ৪, ঋক্]

(১) তোমরা মিলিত হও ; মিলিত হইয়া বাক্য বল ; মিলিত হইয়া একে অন্যের মন জান। (২) তোমাদের মন্ত্র এক হউক, সিদ্ধি এক হউক ; তোমাদের চিত্ত (বিচার, মীমাংসা) ও মন এক হউক। (৩) তোমাদের অধ্যবসায় এক হউক, হৃদয় এক হউক। (৪) তোমাদের মন এমন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের মিলন সুন্দর হয়।

১৯১৫ শৃণ্বন্তু বিশ্বে হ্যমৃতস্য পুত্রা, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ,
বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্ত মাদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বা তি মৃত্যু মেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হ্যয়নায়।

শোন শোন সুরলোকবাসী অমৃতের যে আছ সন্তান,
জানিয়াছি সেই অবিনাশী জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মহান্,
তপন-বরণ তিনি, আঁধারের পারে যিনি,
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়, নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায়।

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ,
সংপ্রাপ্যৈন মৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তমেব বিদিত্বা তি মৃত্যু মেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হ্যয়নায়।

নিত্য যিনি রয়েছেন, আপনাতে করি ভর,
জান তাঁরে, জানিবার কি আছে তাঁহার পর!
যাঁহারে পাইয়া জ্ঞান-পরিতৃপ্ত ঋষিগণ,
কৃতার্থ, বিগতরাগ, নির্লিপ্ত, প্রশান্ত-মন।
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়, নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায়।

যশ্চায়মস্মি ন্নাকাশে তেজোময়ো হ্যমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ,
যশ্চায়মস্মি ন্নাত্মনি তেজোময়ো হ্যমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ,
তমেব বিদিত্বা তি মৃত্যু মেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হ্যয়নায়।

তেজোময় পুরুষ অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ মহান্,
আকাশে আত্মায় যিনি সমভাবে সদা বিদ্যমান,
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়, নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায়।

['ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ, ১৬শ অধ্যায়; ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ শ্লোক। মিশ্র ভৈরবী, কেরবা]

১৯১৬ তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।
য এত দ্বিদু রমৃতা স্তে ভবন্তি।
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসম শ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।
ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে, ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং।
স কারণং করণাধিপাধিপো, ন চাস্য কশ্চি জ্জনিতা ন চাধিপঃ।
এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসা ভিক্লৃপ্তো, য এত দ্বিদু রমৃতা স্তে ভবন্তি।

['ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ, ৭ম অধ্যায় ; ১, ২, ৩, ৪ শ্লোক। সেখানে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত আছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।৭, ৬।৮, ৬।৯, ৪।১৭]

সংস্কৃত সঙ্গীত।

১৯১৭ শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং, পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং।
চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং, স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং।
ভবতি যতো জগতোঽস্য বিকাশঃ, স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ।
দিনকরশিশিরকরা বতিযাতঃ, যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।
যদনুভবা দপগচ্ছতি মোহঃ, ভবতি পুন র্ন শুচামধিরোহঃ।
যো ন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং, জগতি পরং শরণং শরণানাং।

[ইমনকল্যাণ, ধামার]

১৯৯৮ ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া ততং বিশ্ব মনন্তরূপ !

নমো নমস্তে হস্তু নমো নমস্তে !

তুমিই দেবাদিদেব পুরুষ পুরাণ,
নিখিল বিশ্বের তুমি পরম নিধান,
সরবজ্ঞ, জানিবার বস্তু ও হে তুমি,
অনন্ত স্বরূপে ব্যাপ্ত স্বর্গ মর্ত্ত্যভূমি।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরু র্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমো হস্ত্য ভ্যধিকঃ কুতো হন্যো, লোকত্রয়ে হপ্যপ্রতিমপ্রভাব।

লোকচরাচরে তুমি পিতার সমান,
তুমি হে জগত-বন্দ্য, গুরু গরীয়ান।
কেহ না সমান তব ; অধিক কোথায় ?
তোমার মহিমা-ভাতি ত্রিভুবনে ভায়।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং, প্রসাদয়ে ত্বা মহ মীশ মীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য, সখেব সখ্যুঃ, প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া র্হসি, দেব, সোঢ়ুম্।

নমো নমস্তে হস্তু নমো নমস্তে !

অতএব, নমি দেব, প্রণত শরীরে,
তোমার প্রসাদ প্রভু মাগি অশ্রুনীরে।
পিতা পুত্রে ক্ষমে যথা, প্রণয়ী প্রিয়ায়,
সখারে যেমতি সখা,—ক্ষম গো আমায়।

[গীতা, ১১শ অধ্যায় ; ৩৮, ৪৩, ৪৪ শ্লোক। মিশ্র কেদারা, ঝাঁপতাল]

১৯১৯ সকলত্রো বা বিকলত্রো বা,
সধনাঢ্যো বা বিধনাঢ্যো বা,
সংসারেঽস্মিন্ যোজিতচিত্তঃ,
শোচতি শোচতি শোচত্যেব।
যোগরতো বা ভোগরতো বা,
সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ,
পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ,
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।

১৯২০ পরিপূর্ণমানন্দং!
অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানং।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং,
বাগতীতং, প্রাণস্য প্রাণং, পরং বরেণ্যং।
[দেশ, তেওট]

১৯২১ পুণ্য-পুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ,
তস্য তুচ্ছং সকলং।
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে,
ভাতি তত্ত্বং বিমলং।
প্রেমসূর্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে,
সকলং চস্তুতলং।
[ঝিঁঝিট, যৎ]

১৯২২ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

পাশ-নাশ-হেতুরেষ, ন তু বিচার-বাগ্বলং।

দর্শনস্য দর্শনেন নো মনো হি নির্ম্মলং,

বিবিধ-শাস্ত্র-জল্পনেন ফলতি তাত কিং ফলং।

[বাহার, একতালা]

১৯২৩ মা মতিপামরদীনজনং,

দেহি পদাশ্রয় মবিদিতভজনং

ন মাতা নহীহ পিতা, ন বন্ধুর্মে ন চ ভ্রাতা,

ত্বংহি দীনজন-ত্রাতা, ইতি সাধুবচনং।

কৃপাকণা-বিতরণে, চরণ-শরণে দীনে,

দেহি, পিতঃ, ভক্তিহীনে ভক্তিরস-রসনং।

[খাম্বাজ, আড়া]

১৯২৪ প্রভো! কুরু কিঙ্করে করুণাবিধানং,

হে দয়াময়, তারয় ভব-পারাবারং।

দাসে বিতর তরিং, তব চরণ-সরোজং,

যাচে ভববারিধৌ কর্ণধারমত্তবারং।

পাপহর, পরিহর মোহ-মকর-মতিঘোরং

বিষয়-বাসনাং হর, অন্তর-বৈরী-বিকারং।

[ভৈরবী, আড়া]

১৯২৫ তং পরং পরমেশ্বরং,
অমৃতানন্দরূপং পরাৎপরং পরমজ্ঞানং,
বয়ং স্মরাম হে, বয়ং ভজাম হে কারণং,
জনগণ-মানস-পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং।
অস্য নিয়মে দিনকর আভাতি, সুধাংশুঃ সঞ্চরতি খে,
মহতো হস্য ভয়ে পবনশ্চলন্ সঞ্জীবয়তি ;
বয়ং স্মরাম হে, বয়ং ভজাম হে পরমং,
জনগণ-মানস-পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং।
[বাহার, তেওট]

সংস্কৃত স্তোত্র।

১৯২৬ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়,
নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায়।
নমো হদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়।
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং,
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎ-কর্তৃ-পাতৃ-প্রহর্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্।

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহাচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং,
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্।
বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাম্ভজামো,
বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।

[মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩।৫৯-৬৩। (পরিবর্ত্তিত, ১৮৪৫)। 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ, 'ব্রহ্মোপাসনা' অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ আছে]

১৯২৭ নমো নমস্তে ভগবন, দীনানাং শরণ প্রভো,
নমস্তে করুণাসিন্ধো, নমস্তে মোক্ষদায়ক।
পিতা, পাতা, পরিত্রাতা, ত্বমেকং শরণং সুহৃৎ,
গতির্মুক্তিঃ, পরা সম্পৎ, ত্বমেব জগতাং পতিঃ।
পাপগ্রাহ-সমাকীর্ণে মোহ-নীহার-সংবৃতে,
ভবাব্ধৌ দুস্তরে, নাথ, নৌরেকা ভবতঃ কৃপা।
ত্বৎকৃপা-তরণিং দেহি, দেহি নাথ বরাভয়ং,
মৃত্যু-মায়াময়ে ঘোরে সংসারে দেহি মে হমৃতং।
ক্ষিপ্রং ভবতু শান্তাত্মা, ভক্তস্তে ভক্তবৎসল,
নির্ব্বাণং যাতু পাপাগ্নি ত্বৎপ্রসাদাৎ, পরেশ্বর!

[জুলাই, ১৮৯২]

১৯২৮ একো হি বিশ্বস্য সমস্ত গোপ্তা, একো নরাণাং সুখমোক্ষদাতা।
একো ভবাব্ধৌ তরণিস্ত্বমেব, ত্বৎপাদপদ্মে প্রণতোঽস্মি, দেব।
ত্বমেব শান্তেঃ পরমং নিধানং, ত্বমেব সংসার-ভয়েষু বন্ধুঃ,
ত্বমেব জীবস্য গতিঃ শরণ্য ত্বৎপাদপদ্মে প্রণতোঽস্মি, দেব।
[এপ্রিল, ১৮৯৩]

১৯২৯ নমো ঽকিঞ্চননাথায় নমোঽমৃত নমোঽভয়।
অন্তর্যামি ন্নন্তরাত্মন্ নমো ঽনন্তাক্ষয়ায় তে॥
নমোঽগতিগতে তুভ্যং নমস্তে ঽখিলকারণ।
অরূপায় নমো ঽনাথবন্ধো অধমতারণ॥
নমস্তভ্যং কাতরাণাং শরণায় কৃপোদধে।
করুণানিধয়ে কল্পতরো কলুষনাশন॥
নমো গুণনিধানায় গতিনাথায় চিন্ময়।
চিন্তামণে চিদানন্দ নম শ্চিরসখে নমঃ॥
নমস্তে জগদাধার জীবানাং জীবনায় চ।
জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ জগৎপালন তে নমঃ॥
নমস্তভ্যং দয়েশায় দারিদ্র্যভঞ্জনায় তে।
দীনবন্ধো দর্পহারিন্ রত্নায় দুর্লভায় চ॥
নমো দেবায় দীনানাং পালকায় নমো নমঃ।
দয়াময়ায় তে ধর্ম্মরাজায় ধ্রুব নিত্য চ॥
নমস্তভ্যং নিরুপম নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন।
নিত্যানন্দায় নিখিলাশ্রয়ায় নয়নাঞ্জন॥

নমস্তে নির্বিকারায় শিবে পাত্রে নমোঽস্তু তে।
পরাৎপর পরব্রহ্মন্ পাষণ্ডদলনায় তে ॥
নমঃ প্রস্রবণ প্রীতে র্বক্ষঃ পতিতপাবন।
পুণ্যালয় পবিত্রাত্মঃ পূর্ণপ্রাণধনায় চ ॥
নমঃ প্রেমন্ পুরাণায় পবিত্রায় পরেশ্বর।
প্রভো প্রসন্নবদন পরমাত্মন্ প্রজাপতে ॥
নমো বিশ্বপতে ব্রহ্মন্ বিপদ্বারণ তে বিভো।
বিজয়ায় বিধাতস্তে নমো বিঘ্নবিনাশন ॥
নমো ভক্তবৎসলায় নমো ভুবনমোহন।
ভূমন্ ভবাব্ধি-কাণ্ডারিন্ ভবভীতিহরায় চ ॥
নমস্তে মঙ্গলনিধে নমস্তে মহিমার্ণব।
মুক্তিদাত র্মহন্ মোক্ষধাম্নে মৃত্যুঞ্জয়ায় তে ॥
নমো নমোঽস্তু যোগেশ শান্তেরাকর শুদ্ধ চ।
শ্রীনিবাস স্বর্গরাজ স্বয়ম্ভো স্বপ্রকাশ তে ॥
নমঃ সদ্‌গুরবে সারাৎসারায় সুন্দরায় চ।
সর্বব্যাপিন্ সর্বমূলাধারায়াস্তু নমো নমঃ ॥
নমোঽস্তু সর্বারাধ্যায় নমোঽস্তু সর্বসাক্ষিণে।
সুধাসিন্ধো সিদ্ধিদাতঃ সুখস্নেহময়ায় চ ॥
নমঃ স্রষ্ট্রে নমঃ সর্বশক্তিমৎস্তে নমো নমঃ।
সনাতনায় সত্যায় নমঃ সর্বোত্তমায় চ ॥
হৃদয়াভিরঞ্জনায় হৃদয়েশ নমো নমঃ।
নামান্যেতানি গৃহ্নন্তং পতিতং মাং সমুদ্ধর ॥

[এটি ৪০০ সংখ্যক সঙ্গীতের সংস্কৃতে অনুবাদ]

বিত্থালয়ে ছাত্রগণের সমস্বরে পাঠ ও গান করিবার জন্য সংস্কৃত স্তোত্র ও গান।

(স্তোত্র)

১৯৩০ নবং দিনং প্রাপ্য পদে তবাদৌ
কৃতজ্ঞ-সানন্দ-হৃদা নমামি।

নবে নবে দেব দিনে ভবে মে ত্বৎপাদপদ্মে নবভক্তিরাস্তাম্।
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ গুরুস্ত্বমেব,
ত্বমেব পাতা শরণাগতানাং, ত্বৎপাদপদ্মে শরণাগতোঽস্মি।
শক্তিং শরীরে, হৃদয়ে চ নিষ্ঠাং তব প্রিয়ং সাধয়িতুং প্রযচ্ছ ;
বিবেক-দীপং কুরু দেব দীপ্রং, কৃত্যে যথা মে ন ভবেৎ প্রমাদঃ।
সত্যং বদেয়ং, মধুরং বদেয়ং, শ্রমী তিতিক্ষু র্বিনয়ী ভবেয়ং,
প্রিয়ৈঃ সতীর্থৈ র্গুরুভক্তিনম্রঃ, বিদ্যালয়ে জ্ঞানসুধাং পিবেয়ম্।

(গান)

ওঁ পিতা নো ঽসি, পিতা নো বোধি,
নমস্তে ঽস্তু, মা নঃ পরা দাঃ।
বিশ্বানি দেব সবিত দুরিতানি পরাসুব,
যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শম্ভবায় চ, ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ, ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

(স্তোত্র) :— দীপ্র=উজ্জ্বল। কৃত্যে—কর্ত্তব্যে। (গান) :— মা নঃ পরা দাঃ—আমাদিগকে দূরে রাখিও না। গানের সুর ১৯১১ সংখ্যক গানের অনুরূপ।

হিন্দী সঙ্গীত।

১৯৩১ ভোর ভয়ো, পক্ষীগণ বোলে, উঠ জন বিভু-গুণ গাও রে!
লখ প্রভাত-প্রকৃতিকী শোভা, বার বার হর্ষাও রে।
প্রভুকী দয়া স্মর নিজ মন্‌মেঁ সরস ভাব উপজাও রে।
হোয় কৃতজ্ঞ প্রেমমেঁ উন্‌কে, নয়নন্‌ নীর বহাও রে।
ব্রহ্ম-রূপ-সাগরমেঁ মনকো, বারম্বার ডুবাও রে।
নির্ম্মল শীতল লহরেঁ লে লে আতম-তাপ বুঝাও রে।

[ভৈরব, ঠুংরি; স্থর, "জয় ভবকারণ"] (১) বোলে=ডাকিতেছে। (২, ৩) লখ্‌, স্মর=লক্ষ্য করিয়া, স্মরণ করিয়া। (৬) লহর=তরঙ্গ। বুঝাও= নির্ব্বাণ কর।

১৯৩২ চলো মন জহাঁ ব্রহ্মবিশ্বাসী গাবেঁ সদা মিল জয় জয় ব্রহ্মকী।
জহাঁ অপনত্ব খোকর্‌ ব্রহ্মকে হোকর্‌ ব্রহ্মরাজ্যকে নিবাসী,
ব্রহ্মপ্রেমসে ভরকর্‌ হৃদয় সেবা-সাধন করেঁ নরনারী।
জহাঁ ব্রহ্মসেবক-দল অওরোঁকে মঙ্গলকে লিয়ে হোঁ কুরবানী,
ব্রহ্মরাজ্যকে লানেকে লিয়ে হোবেঁ ব্রহ্মকে দাস অওর দাসী।
জহাঁ ব্রহ্ম বিরাজে সব সম্বন্ধমেঁ, সৌন্দর্য্যকী রও জারী,
পী পী অমৃত, উন্নত হোঁ নিত, বোলেঁ "জয় জয় আনন্দকারী"।

[ভৈরবী, খেং; স্থর, "মজ মন বিভু চরণারবিন্দে"]
(৪) কুরবানী=বলিদান। (৬) রও=ধারা। জারী=প্রবাহিত।

১৯৩৩ ভজো মধুর হরিনাম, সন্তো।
সরল ভাবসে হরি ভজে জো, পাবে অমৃতধাম।
হরি হী সুখ হৈঁয়, হরি হী শান্তি, হরি হী প্রাণারাম।
হরি হী মুক্ত করেঁ পাপোঁসে, জো ভজে হরি অবিরাম।
[কাফি, ঝাঁপতাল]

১৯৩৪ প্রীতি প্রভু সঙ্গ জোড় রে মন।
হরি বিনা কোই মিত্র নহীঁ হ্যয়্, ন মুখ উন্‌সে মোড় রে মন।
সুফলত জীবন, পূর্ণ মনোরথ, হোত কহাঁসে ওর, রে মন।
অমৃতরূপ হৈঁয়্ জগত-বিহারী, সঙ্কট কাটে তোর, রে মন।
আয়ে বসে হরি ভীতর তেরে, পকড় উন্‌হীঁ কী গোদ্, রে মন।
[কাফি, ঝাঁপতাল]
(২) শেষাংশ = তাঁহা হইতে মুখ ফিরাইও না। (৫) শেষাংশ = তাঁহারই ক্রোড় আশ্রয় করিয়া থাক, রে মন।

১৯৩৫ আও ভাই আও শরণ অব হরিকী।
জো হরি সব্‌কা প্রাণ-অধারা, পল পলমেঁ সুধ লেত হৈঁয়্ সব্‌কী।
ভূলো ক্যোঁ তুম অায়্‌সে প্রভুকো, দেখো অনন্ত দয়া হ্যয়্ উন্‌কী।
অওর্ রহো নহীঁ ভূল জগৎমেঁ, নাহক তাপ বঢ়াও নহীঁ মন্‌কী।
ব্যাকুল হো তুম হরিকে কারণ, ত্যাগো সকল চিন্তা বিষয়ন্‌কী।
[ইমনকল্যাণ, ঝাঁপতাল]
(২) সুধ লেত হৈঁয়্ = সংবাদ লন। (৪) নাহক্ = অকারণ।

১৯৩৬ ক্যা সুধা হয়্ নামমেঁ তেরে, অ্যয়্ মেরে প্রীতম প্যারে।
মেরা চিত্তচকোর হোয় মতবারা, জব তেরা নাম সুধা-পান করে।

অমৃত-সরোবর নাম হয় তেরা, ভূখ পিয়াস দুঃখ হরে,
মেরে প্রাণ তন মন পুলকসে পূরে, সব কহ্ঁ হরে হরে।
নাম তেহারো পরশ-রতন, লোহেকো কাঞ্চন করে,
প্রভু, পর্শন হোতে শ্রবণমেঁ নাম, পলকমেঁ পাতকী তরে।
[ভজন, নৃত্যতাল]

১৯৩৭ তুমহীঁ কেবল এক গতি!
বিন তেরী করুণা নাহীঁ কাহুকো কোই ঠিকানা এক রতি।
করুণা কর হরি দুষ্টকো তারো, দেও তিসে নিজ চরণ-মতি।
তোহে বিসরায়ে অতি দুঃখ পাবেঁ, তুমহীঁ সুখ হো, প্রাণপতি!
প্রাণ-হৃদয় মোহে নিজ কর রাখো, চির-সেবক জস নারী সতী।
সত্য শিব সুন্দর, তেরো ভিখারী জাঁচে ন কছু বিন তব ভকতি।
[মিশ্র দেশকার, ঝাঁপতাল] (৫) জস=যেমন। (৬) কছু=কিছু।

১৯৩৮ তুঝ্-বিন প্রভু ন কোই মেরা, দিল কিস্‌সে ম্যঁয়্ লগাউঁ?
ছোড় তুঝে হরি দীনজন-ত্রাতা, ত্রাণ কহাঁ ম্যঁয়্ পাউঁ?
প্রেম-নাথ হরি, তুঝ-বিন কিস্‌কো দিল্‌কী প্রীত চঢ়াউঁ,
প্রাণ-হরি ম্যঁয়্ তেরা প্রেমিক, ছোড় তুঝে কহাঁ জাউঁ?
তুঝ-বিন্ অওর কিসীকা নহীঁ ম্যঁয়্, তেরা হী দাস কহাউঁ,
নিরখ নিরখ তেরী সুন্দর শোভা, বার বার বলি জাউঁ।
[পিলু, ঝাঁপতাল] (৩) শেষাংশ=প্রীতি উৎসর্গ করি। (৫) শেষাংশ=তোমারি দাস বলিয়া পরিচিত হই। (৬) বলি বলিহারি।

১৯৩৯ অন্তরযামী, মেরা স্বামী, মেরা স্বামী তূ হী হ্যয়্।
তুঝ-বিন কিস্‌সে মঁ্যয়্ দিল্‌কো লগাউঁ,
তেরে সিবা কিস্‌কে দর্ জাউঁ.
তুঝকো হী জীবন-লক্ষ্য বনাউঁ, মেরা স্বামী তূ হী হ্যয়্।
তুঝ্‌বিন অওর নহীঁ কোই মেরা, দূর করে জো দিলকা অন্ধেরা ;
মঁ্যয়্ তেরা অওর তূ প্রভু মেরা, মেরা স্বামী তূ হী হ্যয়্।
তূ দাতা, মঁ্যয়্ তেরা ভিখারী, তূ পূজনীয়, মঁ্যয়্ তেরা পূজারী ;
তুঝ্‌মেঁ হী মেরী আশা সারী, মেরা স্বামী তূ হী হ্যয়্।
তুঝ্‌সে জ্যুঁহী দিল্‌কো লগায়া, হরসূ তেরা জল্‌বা নজ়.র্ আয়া ;
তুঝ্‌কো হী মঁ্যয়্‌নে অপ্‌না পায়া, মেরা স্বামী তূ হী হ্যয়্।

[পিলু ভৈরবী, ঝাঁপতাল] (১) তোমার সহিত যখনই চিত্ত লগ্ন করিলাম, চারিদিকে তোমার প্রকাশ দেখিতে পাইলাম।

১৯৪০ প্রভু, তুমরী ইচ্ছা পূরণ হো।
তুম্ চাহো জিস্ হালমেঁ রাখো, নিজ ইচ্ছা মুঝ্‌পর্ পরকাশো,
অভিমান মেরী সবহী বিনাশো, অপনত্ব মেরা চূরণ হো।
মেরে দুঃখসে যদি তব সন্তান পাবে পাপজীবনসে ত্রাণ,
করো মোহে নিশ্চয় বলিদান, তব স্বর্গরাজ্য বিস্তীরণ হো।
(মঁ্যয়্) তুম্‌হেঁ মহান্ করনা চাহুঁ, পূরা তুম্‌রা হী বন্‌না চাহুঁ,
ইস্‌হীমেঁ ম্যাঁয়্ খু.শ্ রহ্‌না চাহুঁ, মৃত্যু হোবে যা জীবন হো।

[মিশ্র দেশকার, ঝাঁপতাল] (২) হাল—অবস্থা।

১৯৪১ তুম্‌পর অপ্‌না তন মন বারূঁ।
তুমরী মরজ়ী মেঁ মেরী মরজ়ী, নিজ ইচ্ছাকো মারূঁ।
দুনিয়া ইধর্‌কী উধর্ হো জাবে, তুম্‌কো ম্যঁয়্ ন বিসারূঁ।
ক্যয়্‌সা হী বড়া প্রলোভন আবে, ম্যঁয়্ বাজ়ী নহীঁ হারূঁ।
ভীতর বাহির রোক জো হোবে, ইক ইক কর্‌কে মারূঁ।
গর্ দুনিয়া হো চূরণ সারী, মুখ উজ্জ্বল ন বিগাড়ূঁ।
অওরোঁকী হো পঁহুচসে উপর, "জয় জয় ব্রহ্ম" পুকারূঁ।
ব্রাহ্মধর্ম্মকী মহিমা ফয়্‌লে, উস্‌হীকী জয় উচ্চারূঁ।
তব সেবামেঁ ক্যয়্‌সা আনন্দ, পল পল উসে বিচারূঁ।

[মিশ্র দেশকার, ঝাঁপতাল]

(১) বারূঁ=উৎসর্গ করি। (৪) বাজ়ী নহীঁ হারূঁ=হারিয়া না যাই। (৫) রোক=বাধা। ইক ইক=এক একটি। (৬) গর্=যদি। বিগাড়ূঁ=বিকৃত করি। (৮) ফয়্‌লে=বিস্তার হউক।

১৯৪২ প্রভু তুম্‌হারে চরণোঁমেঁ ম্যঁয়্ সব কুছ অর্পণ কর্‌তা হূঁ,
ক্যা তন্, ক্যা মন্, স্বজন প্রাণ ধন, সব কুছ আগে ধর্‌তা হূঁ।
পাপীকে উদ্ধারহেত ম্যঁয়্ আত্মসমর্পণ কর্‌তা হূঁ,
তুঝ্‌কো লেকর্ প্রাণ-পিয়ারে, অওর সভী কুছ দেতা হূঁ।
করো গ্রহণ সেবামেঁ মুঝ্‌কো, ভারতকা উদ্ধার করো,
প্রতিদিন কর্ মুঝ্‌কো কু়রবানী, নরনারীকা পাপ হরো।

[পিলু, ঝাঁপতাল]

(৩) উদ্ধারহেত=উদ্ধারহেতু। (৬) কুর্‌বানী=বলিদান।

১৯৪৩ প্রভু দিল্‌কে দ্বারে আয়ে হ্যঁায়, তুম্ ঘুস্‌নে দোগে ক্যা ?

যো মুক্তি লেকে আয়ে হ্যঁায়, তুম্ দিল্‌কো যোগে ক্যা ?

যো জীবন-শক্তি লায়ে হ্যঁায়, তুম্ বঢ়্‌কে লোগে ক্যা ?

যো মেরা মেরা কহ্‌তে হ্যঁায়, তুম্ উন্‌কে হোগে ক্যা ?

[ইমন বেহাগ, দাদ্‌রা; সুর, "বন্দি দেব দয়াময়"] (১) ঘুস্‌নে দোগে ক্যা = প্রবেশ করিতে দিবে কি? (৩) বঢ়্‌কে — অগ্রসর হইয়া।

১৯৪৪ ধন্য ধন্য ধর্ম্ম-বিধান-বিধাতা!

ধন্য ধন্য তুম, ধন্য শক্তি তুম্‌হারী, ধন্য কৃপা-সিন্ধু পিতামাতা।

তব শরণাগত গহে কৃপানিধে, পাপ-জীবন রহ্‌নে নহী পাতা।

তুম্‌কো পায়ে অমর হো জাবেঁ, দেবজীবনকে তুম্ প্রভু দাতা।

কিস্ মুখসে করেঁ দয়া তব বরণন, হম তুচ্ছ, তুম হো অনন্ত বিধাতা।

[ইমন ভূপালী, ঝাঁপতাল]

(২) তোমার শরণ গ্রহণ করিলে, হে কৃপানিধে, পাপজীবন রহিতে পায় না।

১৯৪৫ জয় দেব, জয় দেব, জয় ত্রিভুবন-করতা,

সবকে আশ্রয়দাতা, ভয়-সঙ্কট-হরতা।

জড় চেতন সব জে তে, মহিমা তব গাবেঁ, (হে প্রভু)

রাজা পরজা সবহী তুম্‌কো সির নাবেঁ।

অতুল তুম্‌হারী করুণা, বর্ণি নহীঁ জাই, (হে প্রভু)

মঙ্গল-কীর্ত্তি তুমহারী গগন মগন ছাই!

তুম চেতন পরমেশ্বর, পরিপূরণ স্বামী, (তুম)
পুণ্যপাপ মম দেখো, প্রভু অন্তরযামী।
অতুল জ্ঞানকী চহঁ দিশ জ্যোতি বিস্তারী, (তুম)
নিরখ নিরখ হোঁ বিস্মিত জগকে নরনারী!
(হে) অনন্ত, তব শক্তি বর্ণন কিম কীজে, (হে প্রভু)
করো গর্ব্ব প্রভু চূরণ, নিজ আশ্রয় দীজে।
ভিক্ষা য়েহী হমারী, হে মঙ্গল দেবা, (হে প্রভু)
নিশদিন হো উৎসাহিত, করেঁ তেরী সেবা।

[(ভজন) মিশ্র ঝিঁঝিট, কাওয়ালি]

১৯৪৬ জয় জগদীশ হরে, প্রভু, জয় জগদীশ হরে।
প্রেমদান হমেঁ দীজে, করুণা দৃষ্টি করে।
প্রেম-পদারথ পাকর্ মহিমা তব গাবেঁ,
জগত-বিষয় সব ভূলেঁ, তুম্‌সোঁ চিত লাবেঁ।
নিত নিত হো উৎসাহিত তেরো হী ধ্যান ধরেঁ,
নিশদিন তব গুণ গাবেঁ, তেরী হী শরণ পড়েঁ।
কৃপা য়েহী তুম্‌হারী, নিজ ভক্তি দীজে,
দীনহীনকী বিনতি ইৎনী সুন লীজে।
হম সব অতি দুর্ব্বল, শরণ পড়েঁ তেরী,
পাপতাপসে রক্‌ষা করো প্রভু হমরী।

[(ভজন) মিশ্র ঝিঁঝিট, কাওয়ালি ; সুর, "জয় দেব জয় দেব জয় ত্রিভুবন-করতা"]

১৯৪৭ ধন্য হয়্ প্রভু নাম তেরা ধন্য তব করুণা, হরি,
ধন্য পিতবৎ স্নেহ তেরা, জো ন ত্যাগো তুম্ কভী।
ধন্য হো তুম্ নিত্য সত্য অওর ধন্য হয়্ সত্তা তেরী,
জিস্‌কে বল্‌সে সৃষ্টি সারী জগৎমেঁ বিচরে ফিরি।
ধন্য জ্ঞান অপার তেরা জো সব জগ পরকাশ হয়্,
রাত-দিন কর্‌তা সভোঁকে অন্তঃকরণমেঁ বাস হয়্।
ধন্য হো হে অনন্ত স্বামী, হয়্ অনন্ত দয়া তেরী,
জো চহুঁদিশ নিত্য নর-পশু পালতী হয়্ সদা-পরি।
ধন্য পরম অনাদি পূরণ, অন্ত তব নহীঁ আওঁদা,
জগত তেরে দয়াকো হয়্ সহস্র মুখসে গাওঁদা।
ধন্য আনন্দসিন্ধু হো তুম্, ধন্য হো তুম্ শুভ-গুণী,
ব্রহ্মাণ্ড-সারেমেঁ, হে দয়াময়, বজ্ রহী তব জয়-ধ্বনি।
ধন্য অমৃত-রূপ প্রভুজী, পরম শিব সুন্দর্ হো তুম্,
নিরখ ভক্ত অবাক্ হোবে, মহিমা-অপম্পরার তুম্।
ধন্য জগ-কৌশল হয়্ তেরা, ধন্য তব মহিমা, হরে,
কথন ক্যোঁকর হো সকে প্রভু, মন-বচনসে জো হয়্ পরে।
ধন্য তব শান্তি হে ঈশ্বর, ধন্য তব গম্ভীরতা,
অপরাধ সও সও দেখকর্ ভী জো দয়াদৃষ্টি ন ফেরতা।
এক তুম্ ত্রিভুবনকে স্বামী, রাজরাজেশ্বর তুম্‌হী,
মুক্তিদাতা, প্রাণ-ত্রাতা, তেরে বিন দূজা নহীঁ।
(হে) সিদ্ধিদাতা জগতপাতা. সুন লো পতিতন্‌কী পুকার,
ভক্তি প্রীতিসে আয়ু হম্‌রী হো ব্যতীত তুম্‌হারে দ্বার!

বার বার নবাঁয়ে মস্তক চরণ তব বলিহারি হুঁয়্,
বাস তুমমেঁ হো হমারী, ইসী ধনকে ভিখারী হুঁয়্।

(১৮) সও সও—শত শত। (২০) দুজা—দ্বিতীয়। (২১) সুন লো—শুনিয়া লও। পুকার—ডাক।

১৯৪৮ এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর!
তেরো চরণপর সির নাবেঁ।
সেবক জনকে সেব সেব পর,
প্রেমী জনাঁকে প্রেম প্রেম পর,
দুঃখী জনাঁকে বেদন বেদন,
সুখী জনাঁকে আনন্দ এ।
বনা-বনামেঁ সাঁবল-সাঁবল,
গিরি-গিরিমেঁ উন্নিত-উন্নিত,
সলিতা-সলিতা চঞ্চল-চঞ্চল,
সাগর-সাগর গম্ভীর এ।
চন্দ্র সুরজ বরৈ নিরমল দীপা,
তেরো জগমন্দির উজার এ।

[সিন্ধুড়া, তেতালা]

(দ্বিতীয়ার্দ্ধ) বনে বনে তুমিই শ্যামল ; গিরিতে গিরিতে তুমিই উন্নত ; সরিতে সরিতে তুমিই চঞ্চল ; সাগরে সাগরে তুমিই গম্ভীর। চন্দ্র ও সূর্য্য, তোমার নির্ম্মল দীপ, জ্বলিতেছে ; তোমার জগৎ-মন্দির তাহাতে উজ্জ্বল।

৭৯৪৯ গগনময় থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকা-মণ্ডলা জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিলো, পবন চবঁরো করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।
ক্যয়্সী আরতি হোবে ভবখণ্ডনা তেরী আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।
সহস তব নয়ন, ননা নয়ন হয়্ তোহেকো,
সহস মূরতি, ননা এক তোহি ;
সহস পদ বিমল, ননা এক পদ ; গন্ধ বিন
সহস তব গন্ধ য়ূঁ চলত মোহি।
সবমেঁ জ্যোত জ্যোত হয়্ সোই,
তিস্‌কে চানন সবমেঁ চানন হোই ;
গুরু-সাখী জ্যোত নিত প্রগট হোই,
জো তিস্ ভাবৈ, সো আরতি হোই।
হরিচরণকমল-মকরন্দ-লোভিত মনো,
অনুদিনো মোহি আহী পিয়াসা ;
কৃপা-জল দেও নানক-সারঙ্গ্‌কো,
হোবে জাতে তেরে নাম বাসা।

[জয়জয়ন্তী, তেওরা]

বিশ্বরাজের আরতিতে (১) গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপ স্বরূপ হইয়াছে ; (২) তারকাগণ মোতি হইয়াছে। (৩) মলয়ানিল ধূপ হইয়াছে ; পবন চামরের কাজ করিতেছে। (৪, সকল বনরাজি ফুলময় ও জ্যোতির্ম্ময়। (৫) হে

ভবখণ্ডন, তোমার যে আরতি, সে কেমন আরতি! (৬) অনাহত শব্দ তাহার ভেরী বাজিতেছে। (৭) তোমার সহস্র নয়ন, কিন্তু তোমার নয়ন নাই; (৮) তোমার সহস্র মূর্তি, কিন্তু একটিও মূর্তি নাই। (৯,১০) তোমার সহস্র বিমল পদ, কিন্তু একটিও পদ নাই; গন্ধ বিনাই তোমার সহস্র গন্ধ অমনি সকলকে মোহিত করিয়া চলিয়াছে। (১১,১২) সকলের মধ্যে তিনিই জ্যোতির্ময়; তাঁহার আলোক হইতেই সকল বস্তুতে আলোক হয়। (১৩,১৪) সেই পরম গুরুর শিক্ষাতে নিত্য জ্যোতি প্রকাশিত হয়। যাহাতে তাঁহার প্রসন্নতা হয়, তাহাই তাঁহার আরতি। (১৫,১৬) আমার মন হরিচরণকমল-মকরন্দের জন্য লোভিত। অনুদিন সেই পিপাসা আমাতে জাগিয়া রহিয়াছে। (১৭,১৮) নানক-চাতককে কৃপাজল দান কর, যাহাতে তোমার নামেই তাহার বাস হয়।

১৯৫৩ প্রভুজী, তূ মেরে প্রাণ-আধারে।
নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দনা অনেকবার জাউঁ বারে।
উঠত বয়্ঠত, সোৱত জাগত, য়ে মন তুঝেহী চিতারে।
সুখ দুখ য়ে সব্ মন্‌কী বিরুথা, তুঝ্‌হী আগে সারে।
তূ মেরী ওট্ বল, বুদ্ধি ধন্ তুমহীঁ, তুম হম্‌রে পরিবারে।
জো তুম করো, সোই ভলা হম্‌রা, (পেখ্) নানক সুখ চরণারে।

[মিশ্র সিন্ধু, ঝাঁপতাল]

(৪) বিরুথা—ব্যথা; অনুভব। (৫) ওট্—ঢাল। (৬) শেষাংশ—নানক দেখিয়াছে যে তোমার চরণেই সুখ।

১৯৫১ ঠাকুর, অ্যয়্সো নাম তুম্হারো।

পতিত পবিত্র লিয়ে কর অপনে, সকল করত নমস্কারো !

জাত-বরণ কউ পূছে নাহী, পূছে চরণ নিবারো।

সাধ্-সঙ্গত নানক বুধ পাই, হরি-কীর্ত্তন উধারো।

(১) হে ঠাকুর, তোমার নাম এমন যে, (২) পতিত জন ও পবিত্র জন, সকলকেই তাহা আপনার করিয়া লয়। তাহারা সকলেই তোমাকে নমস্কার করে। (৩) তোমার নিকটে জাতিবর্ণ কেহ জিজ্ঞাসা করে না ; কেবল জিজ্ঞাসা করে যে সে তোমার চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছে কি না। (৪) নানক সাধুসঙ্গ হইতে বুদ্ধি (জ্ঞান) লাভ করিয়াছে, এবং হরিকীর্ত্তন হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে।

১৯৫২ ঠাকুর, তব শরণাই আয়ো।

উতর গয়া মেরে মনকা সন্শা, জব তেরা দরশন পায়ো।

অন-বোলত মেরী বির্থা জানী, অপনা নাম জপায়ো।

বাঁহ্ পকড়্ কঢ়্ লীনে, জন অপনে, গর্হ্ অন্ধকূপতে মায়ো।

দুখ নাঠে, সুখ সহজ সমায়ে, আনন্দ আনন্দ গুণ গায়ো।

কহো নানক, হরি বন্ধন কাটে, বিছড়ত আন মিলায়ো।

[মিশ্র সিন্ধু, ঝাঁপতাল]

(২) প্রথমাংশ—তখন মনের সংশয় দূর হইল। (৩) আমি না বলিতেই আমার ব্যথা জানিয়া তুমি আপনার নাম জপিতে শিখাইয়াছিলে। (৩) হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া লইলে তুমি, আপনার দাস আমাকে, গভীর অন্ধকূপ হইতে। (৪) এখন আমার দুঃখ নাই ; সহজেই আমাতে আনন্দ প্রবেশ করিয়াছে ; আনন্দে-আনন্দে আমি তোমার গুণ গাহিতেছি। (৫) হে নানক, সকলকে বল, হরি আসিয়া বন্ধন কাটিয়াছেন, এবং যে বিছিন্ন ছিল তাহাকে মিলিত করিয়া লইয়াছেন।

১৯৫৩জ্যঁ জানো তুঁ ত্যর স্বামী, কুটিল কঠোর মঁ্যয়্ কাপট কামী।
তু সমর্থ, শরণকে যোগ্য হয়, তু রখ অপনী, কলাধার স্বামী।
জপ তপ নিয়ম শৌচ অওর সংযম, নহীঁ ইন্-বিধ ছুটকার, স্বামী।
গাড়ত ঘোর অন্ধতে কাঢ়ো, নানক নজ়র নিহাল, স্বামী।

(১) হে স্বামী, তুমি যেমন করিয়া জান,তেমনি করিয়া আমার ত্রাণ কর। আমি কুটিল, কঠোর, কপট, কামনার দাস। (২) তুমি শক্তিমান্, তুমিই আশ্রয় গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। তুমি আপনার জনকে রক্ষা কর, হে সর্ব্বগুণাধার স্বামী। (৩) জপ তপ নিয়ম শৌচ সংযম, (সব করিয়া দেখিলাম) ; এ সকল প্রণালীতে মুক্তি হইল না, হে স্বামী। (৪) নানকের প্রতি সদয় দৃষ্টি করিয়া, হে স্বামী, সে যে ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে টানিয়া তোল।

১৯৫৪ অব্ মেরী বেড়ী পার লজ্যা, মুঝ্-বেকস্‌কা তূ মল্লাহ্।
জি-তরল্ দেখূঁ তূ হী নজ়র্ আৱে ; হারা, তেরী হী শরণ পড়া।
শরণ-পড়েকী অব্ প্রভু রাখো, দীনাবন্ধু নাম তেরা।
বহা জাত হূঁ ভৱসাগরমেঁ, জ্যয়্‌সে বনে অব্ আয় বচা।
পাপোঁকে ভঁৱরমেঁ ভরমত ডোলূঁ, প্রেমকা ঝোকা এক চলা।
বিশ্বাসী তব দরশকা ভূখা, তেরা দর্ ছোড়্ কহাঁ অব্ জা।

(১) এখন আমার তরণী পার কর ; এই অসহায়-আমার তুমিই কর্ণধার। (২) যে দিকে দেখি, তুমিই দৃষ্টিপথে পতিত হও। আমি হারিয়াছি ; আমি তোমারই শরণাপন্ন হইলাম। (৩) শরণাপন্নের ভিক্ষা রাখ প্রভু ; তোমার নাম যে দীনবন্ধু! (৪) আমি ভবসাগরে বহিয়া যাইতেছি ; যেমন করিয়া হয়, এখন আসিয়া আমাকে বাঁচাও। (৫) পাপের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘূর্ণিত ও আন্দোলিত হইতেছি ; প্রেম-বায়ুর একটি হিল্লোল আমার দিকে প্রবাহিত কর। (৬) বিশ্বাসী তোমার দর্শনের জন্য ক্ষুধিত ; তোমার দ্বার ছাড়িয়া এখন সে কোথায় যায় ?

১৯৩৫ তু দয়াল, দীন হোঁ, তু দানী, হোঁ ভিখারী।
হোঁ প্রসিদ্ধ পাতকী, তু পাপপুঞ্জহারী।
তু ব্রহ্ম, হোঁ জীব, তু ঠাকুর, হোঁ চেরো ;
তাত মাত গুরু সখা, তু সববিধ হিত মেরো।
নাথ তু অনাথকো, অনাথ কওন মো-সওঁ ;
মো-সমান আর্ত্ত নহীঁ, আর্ত্তিহর তু-সওঁ।
তোহে-মোহে নাত অনেক, মানিয়ে জো ভাবে,
জিসসে তুলসী, কৃপালু, চরণ-শরণ পাবে।

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, একতালা]

(৩) চেরো=শিষ্য, দাস। (৫) মো-সওঁ=আমার সম। (৭) নাত=সম্বন্ধ। শেষাংশ=তন্মধ্যে হে প্রভু, যে সম্বন্ধটি তোমার ভাল মনে হয়, তাহাই স্থাপন করিয়া লও।

১৯৩৬ দয়া করো প্রভু অন্তরযামী!
মহা মলিন ম্যয়্ কাপট কামী।
মানুষ জনম দিও তুম্ উত্তম, অওর কিও সুখসম্পদধামী ;
তদপি ত্যাগ তব নাম দয়াময়, রহ্যো সদা বিষয়ন্-অনুগামী।
পাপতাপসে ভয়ো অতি-পীড়িত, অব্ মেরী পীড় থমত নহীঁ থামী ;
হোয়্ হতাশ নিরাশ জগৎসে, আয়ো শরণ তুম্হারী, স্বামী।

[মল্লার, কাওয়ালি]

(৫) শেষাংশ=এখন আমার পীড়া থামিয়াও থামিতেছে না।

১৯৫৭ গ্রহ চন্দ্র তপন জ্যোত বরত হয়্,
স্থরত রাগ, নিরত তাল বাজৈ।
নওবতিয়া ঘুরত হয়্ রয়্‌ন-দিন শূন্যমেঁ,
কহৈ কবীর, পিব গগনৈ গাজৈ।
ক্ষণ অওর পলককী আরতি কওন্‌সী!
রয়্‌ন-দিন আরতি বিশ্ব গাবৈ।
ঘুরত নিশান, তহঁ গ.য়্‌বকী ঝালরা,
গ.য়্‌বকী ঘণ্টকা নাদ আবৈ।
কহৈ কবীর, তহঁ রয়্‌ন-দিন আরতি,
জগতকে তখ্‌.ত পর জগত-সাঁঈ।
কর্ম্ম অওর ভর্ম্ম সংসার সব্ করত হয়্,
পিবকী পরখ্ কোই প্রেমী জানৈ।
স্থরত অওর নিরত ধার মনমেঁ পকড়্‌কর্
গঙ্গ্ অওর জমন্‌কে ঘাট আনৈ।

(বিশ্বের আরতি)—(১) গ্রহ চন্দ্র তপন আলোকরূপে জলিতেছে। (২) প্রেমের রাগ ও বৈরাগ্যের তাল বাজিতেছে। (৩) রজনী-দিন শূন্যে (বিশ্বেশ্বরের) প্রহরীগণ ঘুরিতেছে। (৪) কবীর বলেন, প্রিয় (পরমেশ্বরের) ধ্বনি গগনে উঠিতেছে। (৫) মনুষ্য-কৃত ক্ষণিকের ও পলকের আরতি কি-তুচ্ছ! (৬) রজনী দিন বিশ্ব আরতি গান করিতেছে। (৭) সেথানে অদৃশ্য পতাকা ঘুরিতেছে, অদৃশ্য চন্দ্রাতপ বিস্তৃত আছে; (৮) ইন্দ্রিয়ের অগোচর ঘণ্টার নাদ আসিতেছে। (৯) কবীর বলেন, তথায় রজনী দিন আরতি চলিয়াছে; (১০) জগতের সিংহাসনে জগত-স্বামী আসীন। (১১) সব সংসার কর্ম্ম করিয়া ও ভ্রমণ করিয়া চলিয়াছে; (১২) তার মধ্যে বিরল সেই প্রেমিক, যিনি প্রিয় পরমেশ্বরের পরিচয় জানেন। (১৩) তিনি প্রেম ও বৈরাগ্যের দুই ধারা আপন অন্তরে ধারণ করিয়া, (১৪) গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-ঘাট আপনার মধ্যেই আনয়ন করেন।

১৯৫৮ তোহি মোহি লগন লগায়ে, রে ফকীরবা !
সোবত হী মঁ্যায়্ অপ্‌নে মন্দিরমেঁ,
শব্দ মার জগায়ে, রে ফকীরবা !
বূড়ত হী মঁ্যায়্ ভবকে সাগরমেঁ,
বঁহিয়া পকড় সুল্‌ঝায়ে, রে ফকীরবা !
এঁকৈ বচন, দূজে বচন নাহীঁ,
তুম্ মো-সে বন্ধ্ ছুড়ায়ে, রে ফকীরবা !
কহৈঁ কবীর, সুনো ভাই সাধো,
প্রাণন্ প্রাণ লগায়ে, রে ফকীরবা !

(১) হে আমার প্রেমভিখারী (পরমেশ্বর), তুমি তোমার ও আমার মধ্যে কি বাঁধন বাঁধিয়াছ ! (২) আমি আপন ঘরে মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলাম, (৩) তুমি তোমার গানের আঘাতে আমাকে জাগাইলে, হে আমার ভিখারী ! (৪) আমি ভবসাগরে মগ্ন হইতেছিলাম, (৫) তুমি হাত ধরিয়া আমাকে মুক্ত করিলে, হে আমার ভিখারী ! (৬) তোমার একটি মাত্র বাক্য, ("আমি তোমায় চাই"), দ্বিতীয় বাক্য নাই ; তাহাতেই (৭) তুমি আমার সকল বন্ধন ছাড়াইয়া লইলে, হে আমার ভিখারী ! (৮) কবীর বলেন, (আমার এই নিবেদন) শোন ভাই সাধু। (৯) তুমি তোমার প্রাণে আমার প্রাণ যুক্ত করিলে, হে আমার ভিখারী !

১৯৫৯ রাগকী চোট্ লগী হয়্ তন্‌মে,
ঘর নহীঁ চয়্‌ন্, চয়্‌ন্ নহীঁ বন্‌মেঁ।
ঢঁূড়ত ফিরূঁ, পিব নহীঁ পাউঁ, ঔষধ মূল খায়্ গুঞ্জ্‌রাউঁ।
তুম্‌সে বৈদ্য, ন হম্‌সে রোগী, বিন দীদার ক্যৌঁ জীয়ে বিয়োগী ?
কহৈঁ কবীর, কোই গুরু-মুখ পাৱে, বিন নয়নন্ দীদার দিখাবে।

(১) (তুমি বিশ্বভুবন পূর্ণ করিয়া যে প্রেম-গান গাও তাহার) সুরের আঘাত আমাতে লাগিয়াছে। (২) এখন আমার ঘরেও শান্তি নাই, বনে গিয়াও শান্তি নাই। (৩) আমি কত অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছি, কিন্তু প্রিয়কে পাইতেছি না। আমার বেদনার উপশমের জন্ম নানা ঔষধ ও ওষধি-মূল সেবন করিয়া দিন যাপন করিতেছি। (৪) তোমার অপেক্ষা বড় বৈদ্যও কেহ নাই, আমার অপেক্ষা বড় রোগীও কেহ নাই। (প্রিয়ের) দর্শন বিনা বিরহী কিরূপে বাঁচে? (৫, কবীর বলেন, যদি কেহ মুখ্য গুরুকে পায়, তবে তিনি বিনা নয়নেই (প্রিয়ের) দর্শন মিলাইয়া দেন।

১৯৬৩ আজ মেরে প্রীতম ঘর আয়ে।

রহস্ রহস্‌মেঁ অঙ্গ্‌না বহারুঁ, মোতিয়ন্ আঁখ ভরায়ে।
চরণ পখার প্রেমরস করিকৈ সব সাধন বর্‌তাউঁ,
পাঁচ সখী মিল মঙ্গল গাবৈঁ, রাগ সুরত লিব লাউঁ।
করুঁ আরতি প্রেম-নিছাবর, পল পল বলি বলি জাউঁ,
কহৈঁ কবীর, ধন্য ভাগ হমারা, পরম পুরুখ বর পাউঁ।

(১) আজ আমার প্রিয়তম আমার ঘরে আসিয়াছেন। (২) আনন্দে আমি আজ আমার (হৃদয়) অঙ্গন ঝাঁট দিতেছি; অশ্রুতে আমার চক্ষু ভরিয়া যাইতেছে। (৩) প্রেমজলে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া আমার সব সাধন উদ্‌যাপন করি। (৪) আমার পঞ্চেন্দ্রিয় সখীগণ মঙ্গল গীতি গাহিতেছে। সেই প্রেমের রাগিণীতে আমি আপনাকে মিলিত করি। (৫) প্রেমের অর্ঘ্য লইয়া আমি তাঁহার আরতি করি; পলে পলে আমি তাঁহার কাছে আপনাকে উৎসর্গ করি। (৬) কবীর বলেন, ধন্য আমার ভাগ্য; আজ আমি আমার পরমপুরুষ স্বামীকে পাইয়াছি।

১৯৬১ চরণামৃত পরসাদ চরণ-রজ অপ্‌নে সীস্ চঢ়াও,
লোক-লাজ কুল-কান ছাড়িকৈ অভয় নিশান উড়াও।
কথা, কীর্ত্তন, মঙ্গল, মহোৎসব, কর্ সাধনকী ভীড়্,
কভী ন কাজ বিগড়ী হয়্‌ তেরো, সত্ সত কহত কবীর।

(১) ঈশ্বরের চরণামৃত, প্রসাদ, চরণধূলি নিজ শিরে তুলিয়া লও। (২) লোক-লজ্জা ও কুলের বন্ধন ত্যাগ করিয়া অভয় পতাকা উড়াও। (৩) তাঁর কথা, তাঁর নাম, তাঁর মঙ্গল-অনুষ্ঠান, তাঁর মহোৎসব,—এইরূপে সাধনার ভিড় জমাইয়া তোল। (৪) কবীর সত্য সত্য বলিতেছেন, (এইরূপ সাধন হইলে) তোমাদের কাজ কখনও নষ্ট হইবে না।

১৯৬২ তন্-মন্‌সে জো ঈশ্বরকো জানে, মুঁহ্‌মেঁ প্রেমকী বাণী,
কহে কবীরা, সুনো ভাই সাধু, বহী সচ্চা জ্ঞানী।
মান্‌কা ফিরাকে জনম গঁবাই, ন গয়া মন্‌কা ফের,
হাথ্‌কে মান্‌কা ডারকে অব্ মন্‌কা মান্‌কা ফের!
মালা ফিরাকে হরিকো পাবে, তো ম্যঁয়্ ফিরাবাঁ ঝাড়,
জেড়া পথল্ পূজ্‌কে হর্ মিলে, তো ম্যঁয়্ পূজাঁ পহাড়।

(৩) মান্‌কা=মণিকা, অর্থাৎ জপমালার গুটিকা। মালার গুটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে জীবন গেল, কিন্তু মনের প্যাঁচ্ দূর হইল না। (৪) হাতের গুটি ফেলিয়া দিয়া এখন মনের গুটি ঘোরাও। (৫) যদি অক্ষ-গুটিকা ঘুরাইয়াই হরিকে পাওয়া যায়, তবে আমি (অক্ষ-গুটিকার গাছের) ঝাড় শুদ্ধ ঘুরাইতে প্রস্তুত আছি। (৬) যদি পাথরের পূজা করিয়া হর মিলে, তবে আমি (আস্ত) পাহাড়ের পূজা করিতে প্রস্তুত আছি।

১৯৬৩ অঘ মিটৌ অঘ-মোচন স্বামী, অন্তর ভেটৌ অন্তরযামী।
গত-লোচন অন্ধ অচল অনাথা, গতি দে স্বামী, পকড়ো হাথা।
সরণ তুম্‌হারা, তুম্‌-সির ভারা, জন রজ্জবকী সুনহঁ পুকারা।

[স্বরলিপি, "পঞ্চপুষ্প," কার্ত্তিক ১৩৩৬] (১) হে পাপ-মোচন স্বামী, পাপ বিনষ্ট কর; হে অন্তর্যামী, অন্তরে আসিয়া দেখা দাও। (৩) তোমার শরণ লইলাম; এখন তোমারি মস্তকে আমার ভার; দাস রজ্জবের ক্রন্দন শ্রবণ কর।

১৯৬৪ সাচী প্রীতি হম তুম সঙ্গ জোড়ী,
তুম সঙ্গ জোড়্‌ অওর সঙ্গ তোড়ী।
জো তুম বাদল, তো হম্‌ মোরা,
জো তুম চন্দ্র, হম ভয়ে জী চকোরা।
জো তুম দীবা, তো হম বাতী, জো তুম তীরথ, তো হম যাত্রী।
জহঁা জহঁা জাউ, তহঁা তেরী সেবা, তুম্‌সা ঠাকুর অওর ন দেবা
তুম্‌রে ভজন কটে ভয়-ফাঁসা, ভক্তি-হেতু গাবে রবিদাসা।

[দেশকার, ঝাঁপতাল] (৩) প্রথমাংশ=তুমি যদি মেঘ হও তবে আমি ময়ুর হই। (৪) দীবা=দীপ।

১৯৬৫ তুম্‌হারে কারণ সব সুখ ছোড়েয়া,
অব মোহি কেঁৗ তরসাও?
অব ছোড়েয়া নহীঁ বনে প্রভুজী, চরণকো পাস বুলাও।
বিরহ-বিথা লাগী উর-অন্দর, সো তুম আয়্‌ বুঝাও।
মীরাঁ দাসী জনম-জনমকী, চিত্তসু চিত্ত লগাও।

[স্বরলিপি, "বিচিত্রা," চৈত্র, ১৩৩৬] (১) তোমারি কারণে আমি সব সুখ ছাড়িয়াছি; এখনও কেন আমাকে (বিরহের) ক্লেশ দিতেছ? (২) এখন আর তো ছাড়িয়া থাকিলে চলিবে না, প্রভু; আমায় চরণের সন্নিধানে ডাকিয়া লও। (৩) বিরহ-ব্যথা হৃদয়ের ভিতর লাগিয়াছে, তাহা তুমি আসিয়া নির্ব্বাণ কর। (৪) মীরা তোমার জন্মজন্মের দাসী; তোমার চিত্তে তাহার চিত্ত লগ্ন কর।

১৯৬৬ ম্হারে জনম-মরণকে সাথী,

থানে নহী ঁ বিসরূঁ দিনরাতি।

তুম্ দেখ্যা-বিন কল ন পড়ত হ্যয়্, জানত মেরী ছাতী।

উঁচী চঢ়্ চঢ়্ পন্থ নিহারূঁ, রোয়্ রোয়্ আঁখিয়াঁ রাতী।

মীরাঁকে প্রভু পরম মনোহর, হরিচরণা চিত রাতী।

পল পল তেরা রূপ নিহারূঁ, নিরখ নিরখ সুখ পাতী।

[স্বরলিপি, "বিচিত্রা," জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭] (১,২) হে আমার জন্ম-মরণের সাথী, তোমাকে যেন দিবারাত্রিতে কখনও বিস্মৃত না হই। (৩) তোমার দর্শন বিনা শান্তিলাভ হয় না, আমার অন্তর ইহা জানে। (৪) উচ্চে উঠিয়া উঠিয়া আমি তোমার পথ নিরীক্ষণ করিতেছি ; ক্রন্দন করিয়া করিয়া আমার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। (৫) মীরার প্রভু তুমি পরম মনোহর ; তোমার চরণেই আমার চিত্ত অনুরক্ত। (৬) আমি পলে পলে তোমার রূপ দর্শন করি ; দেখিয়া দেখিয়া আনন্দ লাভ করি।

১৯৬৭ মেরে মন হরি কৃপাল, দূসরা ন কোই।

প্রেমকী মথনিয়া মাথী ভক্তিসে বিলোই,

দুধ মথ্ ঘৃত কাঢ় লিও, ছাছ পিবে কোই।

আঁসুবন জল সীঁচ সীঁচ প্রেম-বেল বোই ;

সন্তন ঢিগ্ বয়্ঠ বয়্ঠ লোক-লাজ খোই।

ম্যঁয়্ তো চলী ভগত জান্, জগত মোহে দেত তান্,

আয়ী প্রভু শরণ তেরী, হোনী হো সো হোই।

(মীরাবাইর উক্তি)—(১) আমার মনে হরি কৃপালু আছেন, দ্বিতীয় আর কেহ নাই। (২) প্রেমের মন্থন-পাত্র লইয়া মন্থন করিতেছি, তাহাতে ভক্তি ঢালিয়াছি। (৩) এইরূপে দুগ্ধ (ধর্ম্ম) মন্থন করিয়া তাহার ঘৃতটুকু (সারাংশ) আমি বাহির করিয়া লইয়াছি, এখন ঘোলটুকু (অসার অংশ) যাহার ইচ্ছা সে পান করুক।

(৪) আমি অশ্রুজল সেচন করিয়া করিয়া প্রেমলতা রোপন করিয়াছি। (৫) সাধুদের নিকটে বসিয়া বসিয়া লোক-লজ্জা নষ্ট করিয়াছি। (৬) ভক্ত জানিলেই আমি তথায় চলিয়া যাই; তাই জগৎ আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে। (৭) হে প্রভু, তোমার শরণাপন্ন হইলাম, যাহা হইবার তাহা তো হইয়া গিয়াছে।

উর্দ্দূ সঙ্গীত।

১৯৬৮ মেরে দিল্‌কা মালিক তূ হী হো, তূ হী হো,
তূ হী এক রাহৎ, তূ হী জিন্দগী হো।
মেরা জিস্‌ম দুনিয়ামে রহ্‌তা কহীঁ হো,
হো বীমার, য়া কে সলামৎ-সহী হো;
পর্ হর্‌জা মেরী আঁখ্ তুঝ্‌হী সে লগী হো,
তেরে বিন্ ন দিল্‌দার মেরা কোই হো।
হো ইজ্জৎ য়হাঁ, য়া কে বে-ইজ্জতী হো,
খু়শী হো, মুসীবৎ, য়া জাঁ-কন্দনী হো;
ন তুঝ্‌সে মেরী বে-ৱফাই কভী হো,
বহী হো খু়দা, জিস্‌মে তেরী খু়শী হো।

[ঝিঁঝিট, ঝাঁপতাল]

(২) রাহৎ = শান্তি। জিন্দগী = জীবন। (৩) জিস্‌ম্ = শরীর। (৪) সলামৎ-সহী = নীরোগ। (৫) হর্‌জা = সর্ব্বত্র। (৬) দিল্‌দার = প্রাণপ্রিয়। (৭) ইজ্জৎ, বেইজ্জতী = মান, অপমান। (৮) মুসীবৎ = বিপদ। জাঁ-কন্দনী = প্রাণের যাতনা। (৯) বে-বফাই = অবিশ্বস্ততা।

১৯৬৯ তূ কি.ব্.লা, ম্যঁয়্ হূঁ কি.ব্.লা-হুমা, আরজ্. মেরী,
তূ সূরজ হো, মঁ্যয়্ সূরজ-মুখী, আরজ্. মেরী।
দুনিয়া মুঝে ফিরায়ে, মগর্ তূ রহে মর্কজ্.,
ফির্ ফিরকে মঁ্যয়্ তুঝ্কো হী তকূঁ, আরজ্. মেরী।
মঁ্যয়্ খু.দ্ কহীঁ রহূঁ ব কিসী কামমেঁ রহূঁ,
চিত্তরন্ মেরী তুঝ্-পর্ হী রহে, আরজ্. মেরী।
মঁ্যয়্ খু.দ্ নহীঁ রহূঁ, ন রহেঁ খ.াহিশেঁ মেরী,
অপ্নেকো তুঝ্মেঁ ভুল সকূঁ, আরজ্. মেরী।

[ঝিঁঝিট, দাদ্রা] (১) তুমি ধ্রুবতারা হও, আমি দিগ্‌দর্শনের শলাকা হই, এই আমার প্রার্থনা। (২) তুমি সূর্য্য হও, আমি সূর্য্যমুখী হই, এই আমার প্রার্থনা। (৩) সংসার আমাকে ঘূর্ণিত করুক, কিন্তু তুমি কেন্দ্র হইয়া থাক; (৪) ঘুরিতে ঘুরিতে যেন আমি তোমাকেই দেখিতে থাকি, এই আমার প্রার্থনা। (৫) আমি নিজে যেখানেই থাকি, এবং যে কার্য্যেই নিযুক্ত থাকি, (৬) আমার চিত্ত যেন তোমাতেই লগ্ন থাকে, এই আমার প্রার্থনা। (৭) আমি আপনি যেন আর না থাকি, আমার বাসনা সকল যেন আর না থাকে; (৮) যেন আমি আমাকে তোমার মধ্যে ভুলিয়া যাইতে পারি, এই আমার প্রার্থনা।

১৯৭০ জিন্হ্ প্রেমরস চাখ্যা নহীঁ, অমৃত পিয়া তো ক্যা হুয়া?
জিস্ ই.শ্.ক.তে সির্ ন দিয়া, জুগ জুগ জিয়া তো ক্যা হুয়া?
মশহূর পর্থোমেঁ হুয়া, সাবিৎ ন কিয়া আপ্কো,
আলিম অওর ফাজিল হোয়্কে, দানা হুয়া তো ক্যা হুয়া?
অওরন্ নসীহৎ তূ করে, পর খু.দ্ অ.মল্ কর্তা নহীঁ,
দিল্কা কুফ.র্ টূটা নহীঁ, হাজী হুয়া তো ক্যা হুয়া?
দেখী গুলিস্তাঁ বোস্তাঁ, মৎলব ন পায়া শেখ্.কা,
সারী কিতাবাঁ য়াদ্ কর্, হাফিজ. হুয়া তো ক্যা হুয়া?
জব ই.শ্.ক্.কে দরিয়ামেঁ য়ে, গ.র্ক্-আব্-দিল্ হোতা নহীঁ,
গঙ্গা জমন্ অওর দ্বারকা, নহাতা ফিরা তো ক্যা হুয়া?

অব্-লগ্ প্যালা প্রেমকা, ভর্ কর্ ছলক্ জাতা নহীঁ,
রাগ তার মণ্ডল বাজ্‌তে, জ়াহির্ স্থনা তো ক্যা হুয়া ?
জোগী ও জংগম সর্-মুরে, লাল রঙ্গ্‌কে কপ্‌ড়ে পহন্‌তে,
বাকিফ্ নহীঁ উস্ হালকে, কপ্‌ড়ে রঙ্গে তো ক্যা হুয়া ?
রলী জো পুকারে হয়্ পিয়া পিয়া, পিয়াই পুকার্‌তে জিয়া দিয়া,
মৎলুব হাসিল ন হুয়া, রো রো মুয়া তো ক্যা হুয়া ?

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর ৩২ পরিচ্ছেদ, ও পত্রাবলীর ১০৫ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য] (১)যে প্রেমরস আস্বাদন করিল না,সে অমৃত পান করিলে কি ফল হইল ? (২) যে প্রেমের জন্য মস্তক দিতে (মরিতে) পারিল না, সে বহুযুগ বাঁচিয়া থাকিলে কি ফল হইল ? (৩) যে নানা ধর্ম্মমার্গে (ধর্ম্ম তত্বে) প্রসিদ্ধি লাভ করিল, কিন্তু আপনাকে কোন পথেই প্রতিষ্ঠিত করিল না, (৪) সে বিদ্বান্ ও পণ্ডিত হইয়া মহাজ্ঞানী হইলে কি ফল হইল ? (৫) তুমি অন্যদের উপদেশ দাও, কিন্তু নিজে তাহা কার্য্যে পরিণত কর না ; (৬) যদি তোমার অন্তরের অবিশ্বাস দূর না হইল, তবে তীর্থ করিয়া তোমার কি ফল হইল ? (৭) তুমি গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ (নামক উপদেশ-গ্রন্থদ্বয়) পাঠ করিয়াছ, কিন্তু গ্রন্থকারের (শেখ সাদীর) মর্ম্ম কিছুই ধরিতে পার নাই। (৮) এইরূপে সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া স্মৃতিধর হইলে কি ফল হইল ? (৯) যতক্ষণ কেহ প্রেমনদীতে মগ্ন-চিত্ত না হয়, (১০) ততক্ষণ সে গঙ্গাতে যমুনাতে ও দ্বারকাসমুদ্রে স্নান করিয়া ফিরিলে কি ফল হইল ? (১১) যতক্ষণ কাহারও প্রেম-পাত্র পূর্ণ হইয়া ও প্লাবিত হইয়া না যায়, (১২) ততক্ষণ সে বাহিরের (প্রেমসঙ্গীত) নানা সুরে ও নানা যন্ত্রে শ্রবণ করিলে কি ফল হইল ? (১৩) স্থাণু যোগী ও পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, ইহারা মস্তক মুণ্ডন করে, ও রক্তবর্ণ (গৈরিক) বস্ত্র পরিধান করে ; (১৪) কিন্তু যদি প্রেমভাবের মর্ম্ম কিছু না জানিল, তবে বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া কি ফল হইল ? (১৫) কোন কোন সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরকে "হে প্রিয়, হে প্রিয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকে ; যদি কেবল সেই চীৎকার করিতে করিতেই তাহাদের জীবন যায়, (১৬) কিন্তু যদি তাহারা বাঞ্ছিতকে লাভ করিতে না পারে, তবে তাহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া গেলেই বা কি ফল হইল ?

১৯৭১ "ফ.জর্‌মেঁ জব্‌ আয়া, য়ল্‌চী, পুষাক্‌ সুনহ্‌লী তেরী।
গমক্‌ ভর জব্‌ শ্বাস্‌ লগায়া, চিত জগায়া মেরী।
ধূপমেঁ হম্‌কো কিয়া উদাসা, ক্যা পীড় দূর সমায়া।
গায়া গেরুয়া সুর মগ্‌.রবী, মরণসা রয়্‌ন্‌ আয়া।
কাগ.জ্‌. কালা, হরফ্‌. উজালা, ক্যা ভারী খ.ত পায়া।
ইত্তী রওনক্‌ কেঁ্যা রে য়ল্‌চী, তু হী য়াদ্‌ ভুলায়া।"
"ভারী জল্‌সা, আজম্‌ দাৱৎ, তূ হী ইক মেহ্‌.মান্‌।
খ লক খ.ল্‌কমেঁ খ.ত হ্যয়্‌ ফ.য়লী, মগ্‌.রুর হম্‌ ফর.মান্‌।"

জীবাত্মা অনন্তের দূতকে (বিশ্বচরাচরকে) জিজ্ঞাসা করিতেছেন, (১) "হে দূত, প্রভাতে তুমি যখন আসিলে, তখন তোমার পোষাক স্বর্ণবর্ণ ছিল। (২) পুষ্পগন্ধে ভরিয়া তোমার নিঃশ্বাস যখন তুমি ফেলিলে, তখনই আমার চিত্তকে জাগাইয়া তুলিলে। (৩) মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আমাকে তুমি উদাস করিয়া তুলিলে ; কি এক ব্যথা যেন দূর (দিগন্ত পর্য্যন্ত) প্রবেশ করিল। (৪) সূর্য্যাস্তকালে তুমি গেন গৈরিকের (উদাস ভাবের) সুর গাহিলে ; ক্রমে মরণ-সমান অন্ধকার রজনী আসিল। (৫) তখন (তোমার হাত হইতে প্রিয় পরমেশ্বরের) একখানি বৃহৎ পত্র পাইলাম, তার কাগজ কৃষ্ণবর্ণ (আকাশ), অক্ষরগুলি উজ্জ্বল (নক্ষত্র)। (৬) হে দূত, তোমার কেন এত জাঁক জমক ? তোমাকে দেখিয়া আমি সখাকে ভুলিয়া যাই যে!" বিশ্বরূপী দূত জীবাত্মাকে উত্তর দিতেছেন, (৭) "অনন্তের এই বিরাট সভায় ও এই বিপুল নিমন্ত্রণে তুমিই যে একমাত্র নিমন্ত্রিত! (৮) (তিনি যে তোমাকে চাহেন, তাহারই) নিমন্ত্রণ পত্র এই জগতে জগতে বিস্তীর্ণ। এমন অপূর্ব্ব নিমন্ত্রণের বার্ত্তাবহ আমি,) তবে আমি কি গর্ব্ব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি ?"

১৯৭২ প্রভু-প্রেম ইক্‌ শর্‌বতে-দিল্‌কুশা হ্যয়্‌,
গুনহ্‌কে মরীজোঁকো নাদির্‌-দরা হ্যয়্‌।
জ.রা দিল্‌সে ইক্‌বার পী কর্‌ তো দেখো,
খু.দাকে লিয়ে মেরী য়ে ইল্‌তিজা হ্যয়্‌।

জো প্রেম একবারী ভী তুম্ দিল্‌সে পীও,
গুনহ্‌কে মরজ্‌সে তো হুক্‌মন্ শফ়া হ্যয়্।
জো নিক্‌লা নফ়্‌স্‌কী গু়লামী সে সাহিব,
উসে মর্‌হবা মর্‌হবা মর্‌হবা হ্যয়্।
ফঁসা জো গুনহ্‌মেঁ নিকল্‌তা হ্যয়্ মুস্কিল্,
য়ে জ়ালিম বুরী রূহ্‌কে হক্‌মেঁ ৰবা হ্যয়্।
ফি়দা হূঁ হর্ অন্দাজ্‌. পর্ উস্‌কে ম্যঁয়্ ভী,
প্রভুহীকো জিস্‌নে দিল্ অপনা দিয়া হ্যয়্।
গ নী হো গয়া জব্ মিলা জিস্ গদাকো,
প্রভু-প্রেম ক্যা নুস্‌খ়া-এ-কীমিয়া হ্যয়্।
ফি়দা তূ ভী বিশ্বাসী অব্ হো খু়দা পর্,
ন লা কাম গ়ফ়্‌লৎকো, অব্ দের্ ক্যা হ্যয়্?

[খাম্বাজ, ঝাঁপতাল]

(১) প্রভু-প্রেম এমন এক শরবৎ, যাহা প্রাণ খুলিয়া দেয়। (২) পাপ-রোগগ্রস্তদের পক্ষে ইহা চূড়ান্ত ঔষধ। (৩) একবার একটু হৃদয় দিয়া ইহা পান করিয়া দেখ, (৪) ঈশ্বরের নামে আমার এই অনুরোধ। (৫) একবার যদি হৃদয় দিয়া প্রেমরস পান কর, (৬) তবে পাপ-রোগ হইতে তো নিশ্চিত আরোগ্যলাভ হইবে। (৭) যে জন প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে নির্গত হইয়াছে, (৮) তাহাকে ধন্য ধন্য ধন্য বলি। (৯) যে একবার পাপে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার নির্গত হওয়া অতি কঠিন; (১০) এই ঘোর নিষ্ঠুর রিপু আত্মার পক্ষে মহামারী স্বরূপ। (১১) তাঁহার সকল আচরণে আমি বলিহারি যাই, (১২) যিনি প্রভুকেই আপন হৃদয় অর্পণ করিয়াছেন। (১৩) যে ভিখারী প্রভু-প্রেম লাভ করিয়াছে, সে-ই ধনী হইয়া গিয়াছে, (১৪) প্রভু-প্রেম যেন কীমিয়ার (স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার শাস্ত্রের) একটি অপূর্ব্ব ব্যবস্থাপত্র। (১৫) হে বিশ্বাসী, তুমিও এখন ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর; (১৬) আর অবহেলা করিও না; এখনও বিলম্ব করিতেছ কিসের জন্য?

১৯৭৩ প্রভু তূ মেরা প্যারা হয়, তূ মেরে দিল্‌কা নূর্‌ !
অব্‌ তূ হী এক সহারা হয়্‌, অ্যয়্‌ মেরে দিল্‌-মন্‌জ়ূর্‌ !
জব্‌ পাপ-পিশাচ্‌কে বস্‌মে থা, অওর্‌ খ়ুদীসে থা মামূর্‌,
ওহ্‌ হালৎ তূ ন দেখ্‌ সকা, অ্যয়্‌ মেরে দিল্‌-মন্‌জ়ূর্‌ !
ম্যঁয়্‌ বেকস্‌ দুখিয়া থা লাচার্‌, অওর্‌ হোতা থা ম্যঁয়্‌ খ়ার্‌,
তব্‌ তূ নে মুঝে বচা লিয়া, অ্যয়্‌ মেরে দিল্‌-মন্‌জ়ূর্‌ ।
পস্‌, অব্‌ প্রভু ম্যঁয়্‌ তেরা হূঁ, ম্যঁয়্‌ তেরা হূঁ জ়রূর্‌,
অওর্‌ রহূঙ্গা তেরী সেবামেঁ, অ্যয়্‌ মেরে দিল্‌ মন্‌জ়ূর্‌ ।

[ইমন-বেহাগ, দাদ্‌রা ; সুর, "বন্দি দেব দয়াময়"] (১) প্রভু, তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমার হৃদয়ের আলো। (২) এখন তুমিই আমার একমাত্র সহায়, হে আমার হৃদয়-বাঞ্ছিত ! (৩) আমি যখন পাপ-পিশাচের বশবর্ত্তী ছিলাম এবং আত্ম-ইচ্ছাতেই মত্ত ছিলাম, (৪) আমার সে অবস্থা দেখিয়া তুমি সহিতে পারিলে না, হে আমার হৃদয়-বাঞ্ছিত ! (৫) আমি মনুষ্যত্বহীন, দুঃখী ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলাম, এবং আমি সর্ব্বনাশের পথে যাইতেছিলাম ; (৬) তখন তুমি আমাকে বাঁচাইয়া লইলে, হে আমার হৃদয়-বাঞ্ছিত ! (৭) তাই এখন, হে প্রভু, আমি তোমারই, আমি নিশ্চয় তোমারই ; (৮) এবং তোমারই সেবাতে (আজীবন) থাকিব, হে আমার হৃদয়-বাঞ্ছিত !

১৯৭৪ তুঝ্‌-বিনা অপ্‌না মেরা পর্‌বর্দিগারা কওন্‌ হ্যয়্‌ ?
ম্যঁয়্‌ হূঁ তেরা, তূ হ্যয়্‌ মেরা, অওর্‌ কিস্‌কা কওন্‌ হ্যয়্‌ ?
তেরা হোকর্‌ ভী নহীঁ তেরা রহা ম্যঁয়্‌, য়া অ়লীম্‌,
পর্‌ তূ সদা য়কসাঁ রহা, রহ্‌মান্‌ তুঝ্‌সা কওন্‌ হ্যয়্‌ ?
তেরা দিল্‌ তুঝ্‌কো ন দেকর্‌ বে-ধড়ক গ়য়্‌রোঁকো দূঁ,
বেসরা বেলাজ্‌ অ্যয়্‌সা জগ্‌মেঁ বঢ়্‌কর্‌ কওন্‌ হ্যয়্‌ ?

বেবকা ম্যঁয়্ ক্যয়্সা হূঁ, তু গ.য়্ব-দাঁ, সব্ জানতা,
সখ্.ৎ নক.রৎকী জগ্.হ, বে-শর্ম মুঝ্সা কওন্ হ্যয়্ ?
ফের্ দিল্ মেরা অভী মাবূদ্ তূ অপ্নী তরফ.,
গর্ তূ নহীঁ রহ্.মৎ করে, তো অওর্ মেরা কওন্ হ্যয়্ ?
ম্যঁয়্ পশেমাঁ হূঁ বহুৎ, অওর্ অব্ নহীঁ ম্যঁয়্ ভাগতা,
কর্ লে তূ অপ্না মুঝে, গ.ফ্.ফ.ার তুঝ্সা কওন্ হ্যয়্ ?
জানো-দিল্ সব্ কুছ্ তুঝে ম্যঁয়্ সিদ্ক. দিল্সে দেতা হূঁ,
দিল্দার সচ্চা তুঝ্-বিনা মেরা খু.দায়া কওন্ হ্যয়্ ?

[পিলু বারোঁয়া, ঝাঁপতাল]

(১) তোমা বিনা আর আমার আপনার কে আছে? আর আমার প্রতিপালক কে আছে ? (২) আমি তোমার, তুমি আমার ; আর কে বা কার ? (৩) হে সর্ব্বজ্ঞ, আমি তো তোমার হইয়াও তোমার রহি নাই ; (৪) কিন্তু তুমি সদা আমার প্রতি এক ভাবেই রহিয়াছ ; তোমার সমান দয়ালু কে আছে ? (৫) আমার এ প্রাণ তোমারই ; কিন্তু তাহা আমি তোমাকে না দিয়া, বিবেচনা শূন্য হইয়া অন্যকে অর্পণ করি ; (৬) আমার মতন এত বড় কলঙ্কী ও লজ্জাহীন এ জগতে কে আছে ? (৭) হে অন্তর্দর্শী, আমি যে কত অবিশ্বস্ত, তাহা তুমি সবই জান ; (৮) আমার সমান এমন দারুণ ঘৃণার পাত্র ও নির্লজ্জ আর কে আছে ? (৯) হে দেবতা, আমার এই হৃদয়কে এখনই তোমার দিকে ফিরাইয়া লও ; (১০) তুমি যদি দয়া না কর, তবে আর আমার কে আছে ? (১১) আমি এখন অতিশয় অনুতপ্ত ; এবং আর আমি তোমা হইতে দূরে চলিয়া যাইব না। (১২) তুমি আমাকে তোমার আপনার করিয়া লও ; তোমার ন্যায় ক্ষমাশীল আর কে আছে ? (১৩) আমি সরল চিত্তে আমার প্রাণ হৃদয় ও সর্ব্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিতেছি ; (১৪) হে পরমেশ্বর, তুমি বিনা আমার সত্য প্রাণ-প্রিয় আর কে আছে ?

১৯৭১ অ্যয় দিল্-রুবায়া, দিল্‌কা দিল্, দিল্‌দার্ মেরা তূ হী হ্যয়্।
দওলৎ মেরী অওর্ জি.ন্দগী অওর্ জান মেরী তূ হী হ্যয়্।
বাই.স্ তূ হী, হস্‌তী তূ হী, আউব্বল্ তূ হী, আখি.র্ তূ হী,
লা-ইন্তিহা অওর্ মস্‌দরে-খু.বী খু দায়া তূ হী হ্যয়্।
কু.দ্‌রৎ তূ হী, অ.জ্.মৎ তূ হী, রহ্‌মৎ তূ হী, রাহৎ তূ হী,
পাকীজ্‌গী অওর্ ই.শ্‌কে.-কামিল্, বে-নিয়াজ.া তূ হী হ্যয়্।
লা-ইন্তিহা অ.ালম্‌মেঁ রওশন্ হ্যয়্ তেরা হুস্‌নো জমাল্,
অ.ক্‌.লে-কুল্ অওর্ ই.ল্‌মে-কুল্, মাবূদ সব্‌কা তূ হী হ্যয়্।
জ.াহির্ তূ হী, বাতিন্ তূ হী, হ্যয়্ হুকুম রাঁ সব্ পর্ তূ হী,
রহ্‌মে-কুল্ অওর্ অ.দ্‌লে-কুল্ অ্যয়্ বাদশাহা তূ হী হ্যয়্।
সব্ অওলিয়া জোগী ভগত্ পয়্‌গ.ম্বরাঁ অওর্ দেবতা,
হোতে রহে হ্যাঁয়্ ভুঝ্‌পয়্ ক.র্‌বা, জ.ীস্ত উন্‌কা তূ হী হ্যয়্।
গ্রন্থ অওর্ ইঞ্জীল্ কু.রান্, শাস্ত্র এওর্ কায়েনাৎ,
সব্ গা রহে তেরা হী গুণ, বে-মিস্‌ল অ্যয়্‌সা তূ হী হ্যয়্।

[কল্যাণ, ঝাঁপতাল]

(১) হে চিত্তহারী, আমার প্রাণের প্রাণ ও প্রাণাধার তুমিই ; (২) তুমিই আমার সম্পদ, জীবন, প্রাণ। (৩) তুমিই সকলের কারণ ও অস্তিত্ব ; তুমিই আদি, তুমিই অন্ত ; (৪) হে পরমেশ্বর, তুমিই অনন্ত, তুমিই সৌন্দর্য্যের উৎস। (৫) শক্তি তুমিই, মহিমা তুমিই, দয়া ও শান্তি তুমিই ; শুদ্ধতা তুমিই ; পূর্ণ প্রেম তুমিই ; তুমিই স্বতন্ত্র। (৭) অনন্ত ভুবনে তোমার রূপ ও শোভা প্রদীপ্ত। (৮) তুমি জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় ; সকলের স্রষ্টা তুমিই। (৯) তুমিই ব্যক্ত, তুমিই অব্যক্ত ; তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা ; (১০) হে সম্রাট, তুমি একাধারে করুণাময় ও ন্যায়-স্বরূপ। (১১) সকল ধর্ম্মগুরু, সকল যোগী, ভক্ত, পয়গম্বর, এবং সকল দেবগণ, (১২) তোমারই নিকটে আত্মাহুতি প্রদান করিতেছেন ; তুমিই তাঁহাদের সকলের জীবন। (১৩) (শিখ) গ্রন্থ, বাইবেল কোরান, ও (হিন্দু) শাস্ত্র, এবং এই নিখিল বিশ্ব, (১৪) সকলে তোমারি গুণ গান করিতেছে,—এমনি তুমি অতুলন !

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—:*:—

পরিশিষ্ট।

১৯৭৬ প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে,

অলস রে ওরে জাগ জাগ!

শোন রে চিত-ভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে, অলস রে ওরে জাগ জাগ!

[ললিত, আড়াঠেকা। গীতলিপি ৫।১]

১৯৭৭ চিদাকাশে নীলাকাশে জ্যোতি প্রকাশে।

জলে কমল, স্থলে কমল, হৃদয় অমল হাসে।

জেগেছে পাখী, জেগেছে প্রাণ, মধুর ললিতে তুলিয়ে তান,

দুলিছে হৃদয়, দুলিছে কমল, করুণা বাতাসে। (ব্রহ্ম)

করে অলি গুন্ গুন্, মন গুন্ গুন, প্রভাত-সঙ্গীতে সমান নিপুণ,

প্রেম-মদিরা পিয়ে মাতোয়ারা পরম উল্লাসে।

উঠেছে যোগী, উঠে নাই ভোগী, উঠেছে ভকত প্রেমানুরাগী,

বন্দে ছন্দে জগত্‌বন্দ্যো প্রাণেশ মহেশে।

ফুটেছে বন, মানসকানন, শুভ্র বসনে ঊষা-আগমন;

ভকতি করিছে পূজার আয়োজন নমি পরমেশে।

ভৈরোঁ, একতালা]

১৯৭৮ ভজরে সচ্চিদানন্দে, যোগানন্দে প্রেমভরে,
দেখি তাঁর প্রেমমুখ তরুণ অরুণ করে।
ঐ দেখ হেসে হেসে, প্রকৃতি নবীন বেশে,
করে মঙ্গল-আরতি, স্বর্ণ-থাল ল'য়ে করে।
গায় তপোবনে যোগী জনে বেদ-গীত সুগভীর স্বরে ;
সেই সঙ্গে সমতানে, মজ হরিগুণগানে,
হইয়ে মগন ব্রহ্মস্বরূপ-সাগরে।

[ভৈরবী, আড়াঠেকা]

১৯৭৯ তোমার পরশে মধুর প্রভাতে বিশ্ব ভুবন জাগে ;
পূরব গগন, বন উপবন, রঞ্জিত নবরাগে।
কুসুম-কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জে, তব প্রেম-সোহাগে ;
শাখী'পরে পাখী গায় তব গুণ মোহন ললিত রাগে।
ভকতবৃন্দে পিয়ে আনন্দে নাম-সুধা অনুরাগে,
সুপ্ত ভারত (জগৎ), ইঙ্গিতে তব, জাগিয়ে করুণা মাগে।
দাও নব প্রাণ, মাতাও সকলে, তব প্রেম-অনুরাগে,
উৎসব-গীত গাই আনন্দে,—তুমি চল আগে আগে।

[ভৈরবী, একতালা]—মাঘ ১৮২৭ শক, (১৯০৬)

১৯৮০ তুমি পিতা আমাদের রেখেছ যতনে,
তোমার অমৃত ক্রোড়ে প্রেম আলিঙ্গনে।
তুমি পিতা আছ তাই, কিছুরই অভাব নাই,
কত সুখ শান্তি পাই তব সন্নিধানে।

কত মিষ্ট স্নেহ প্রীতি মধুময় ধর্ম্ম নীতি,
জাগে প্রাণে নিতি নিতি তব আকর্ষণে ;
শিখাও প্রেমের ধর্ম্ম, সাধিতে তোমার কর্ম্ম,
লভি প্রাণে সত্য-মর্ম্ম তব দরশনে।
[ললিত. আড়াঠেকা]

১৯৮১ ডাকিছ ব'লে এসেছি দুয়ারে,
প্রীতি-কুসুমে পূজিতে তোমারে।
বাঁধিলে সকলে প্রেম-বন্ধনে, দিলে স্থান, প্রভো তোমার চরণে ;
গৃহে গৃহে যাব, তব নাম গাব, তোমার সেবায় দিব আপনারে।
দারিদ্র্য দুঃখ শোকের আঁধার, ঘিরিয়া আসিবে যবে চারিধার,
তব নাম ল'য়ে চলিব নির্ভয়ে, শান্ত হৃদয়ে হেরিব তোমারে ;
জীবনের মাঝে তব লীলা দেখি, সতত চিত্ত হইবে হে সুখী,
সত্য শিব সুন্দর, যোগিজন-মনোহর, রয়েছ হৃদয়-মাঝারে।
[বিভাস. একতালা]

১৯৮২ মন, জাগো বিশ্বনাথে, আজি এ মধুর উজল রাতে।
তাঁহারে বরি হৃদয়-মাঝে, অভয় হও সকল কাজে,
চল রে ভুবনে বীরের সাজে, দুঃখ-ঝঞ্ঝা-ঘাতে।
জীবনে তাঁহারে বাস রে ভাল, জ্বাল রে হৃদয়ে তাঁহারি আলো ;
বিশ্ব-ভুবনে তাঁহারে দেখি, ভকত-চিত্তে শান্তি এ কি!
চরম দুঃখে পরম সুখী, মিলি তাঁহার সাথে।
[বেহাগ, একতালা। ভোরের পাখী, ৩৪]

১৯৮৩ তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখ্‌চ মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মেল্‌ব যবে,
তোমার ওই চেয়ে দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুণিছে তারি তরে।
ফাগুনের কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সেদিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা,
আমার এই আঁধার টুকু ঘুচ্‌লে পরে।

১৯৮৪ নমো দেব ভুবনপতি, পতিত-পাবন, অগতির গতি !
মোরা তাপিত সন্তান, কর প্রেম-ছায়া দান,
পথভ্রান্ত জনে প্রভু দাও হে সুমতি।
তুমি কলুষ-নাশন, তুমি অধমতারণ,
ভব-মোহ-আঁধারে তুমি পরম জ্যোতি।
মোরা তোমাতেই রই, তোমা ছাড়া কিছু নই,
জীবন-স্বামী, তুমি অনন্ত সাথী।
কর মোহ-তম নাশ, হেরি তব পরকাশ,
কঠিন পাষাণ প্রাণে দাও হে ভকতি।
[ঝিঁঝিট খাম্বাজ, ঠুংরি]

১৭৮৫ কবে তুমি সহজ হবে এ জীবন-মাঝে,
কবে তুমি সহজ হবে মোর সব কাজে!
কবে তুমি সহজ হবে সংসারের পথে ;
কবে তুমি সহজ হবে, রবে সাথে সাথে!
কবে তুমি সহজ হবে আশায় নিরাশায় ;
কবে তুমি সহজ হবে দুঃখ বেদনায়!
কবে তুমি সহজ হবে শয়নে স্বপনে ;
কবে তুমি সহজ হবে অজ্ঞানে সজ্ঞানে!
কবে তুমি সহজ হবে শোকে আনন্দে ;
কবে তুমি রবে প্রাণে মোর সব ছন্দে!

১৭৮৬ প্রেমময়, তুমি আমার প্রিয় হবে কবে!
আমার বাসনা কামনা যত, সবি কেড়ে লবে!
অনেকের সেবা ক'রে, আছি জীবন্তে ম'রে,
(এক) তোমার সেবায় রত রেখে, এবার বাঁচাও মোরে
শুনেছি যা ঋষি হ'তে, প্রিয় তুমি পুত্র হ'তে,
বিত্ত হ'তে প্রিয় তুমি, আর সকল হ'তে।
জীবনে তা হউক সত্য, বেঁচে যাই আমি মর্ত্য ;
(কবে) তোমাকেই বেসে ভাল, জীবন সফল হবে!

[মিশ্র সাহানা, দাদ্‌রা। সুর, "হরি হে তুমি আমার সকল হবে কবে"]

১৯৮৭ চিত্ত-দুয়ার খুলিবি কবে মা, চিত্ত-কুটীর-বাসিনি!
অন্ধ ভিখারী রয়েছি দাঁড়ায়ে, ওগো নয়ন-বিকাশিনি!
রাজপথে পথে ঘুরিলাম কত, লভিনু যত না, হারাইনু শত,
মিটিল না ক্ষুধা, মিলিল না সুধা, ওগো সন্তাপনাশিনি!
আজি ফিরিলাম ঘরে দীন, শ্রীহীন, সংসার ধূলায় ম্লান, মলিন
বসিবি কি হেন জীবন-পঙ্কে, ভক্তহৃদয়-বাসিনি!
[সাহানা, একতালা]

১৯৮৮ তব চরণতলে সদা রাখিও মোরে।
দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু, শান্তিসুধা দিও চিত্ত-চকোরে।
কাঁদিছে চিত্ত নাথ নাথ বলি, সংসার-কান্তারে সুপথ ভুলি ;
তোমার অভয় শরণ আজি মাগি, দেখাও পথ অন্ধ তিমিরে।
মন্দ ভাল মম সব তুমি নিও, দুঃখী-জনে হিত সাধিতে দিও ;
হে নিরঞ্জন, দীন রূপে আসিও, বাঁধিও সবে মম প্রেম-ডোরে।
[ভজন (জৌনপুরী টোড়ি), তৃতাল। স্বরলিপি, "উত্তরা", কার্ত্তিক ১৩৩৮]

১৯৮৯ ওহে হরি সুন্দর, তুমি সুন্দরের নির্ঝর।
(তোমার) রূপে আলোময় মৃণ্ময় চিন্ময় বিশ্ব চরাচর।
(তোমার) স্বরূপ সুন্দর, লীলা সুন্দর, সৃষ্টি সুন্দর হে,
চরিত সুন্দর, ভাব সুন্দর, দৃষ্টি সুন্দর হে।
(ওহে) প্রেম-সুন্দর, তোমার পরশে সুন্দর এ জীবন,
(তুমি) জগতে সুন্দর, ভকতে সুন্দর, নয়ন মনোলোভন।
[মনোহর সাহী, খয়রা]

১৯৯০ ঐ যে আকাশ নীল, তা' সুন্দর ;
ঐ যে সাগর নীল, তা' সুন্দর।
তা' চেয়ে সুন্দর তুমি, বলে মোর অন্তর।
ঐ যে আকাশ, তার মেঘ-মেলা সুন্দর ;
ঐ যে সাগর, তার জল-খেলা সুন্দর ;
তা' চেয়ে সুন্দর তুমি, বলে মোর অন্তর।
ঐ যে পাহাড় ধূমল, তা' সুন্দর, ঐ যে কানন শ্যামল, তা' সুন্দর ;
তা' চেয়ে সুন্দর তুমি, বলে মোর অন্তর।
ঐ যে পাহাড়, তার শিলা-রাশি সুন্দর ;
ঐ যে কানন, তার ফুল-হাসি সুন্দর ;
তা' চেয়ে সুন্দর তুমি, বলে মোর অন্তর।
[ভৈরবী, একতালা]

১৯৯১ আনন্দ আজ ধরে না যে ক্ষুদ্র এ অন্তরে !
আকাশ বাতাস গান ধরেছে, অন্তরেরি সুরে ;
দিকে দিকে কার পরশে, কাননে ফুল উঠ্‌ল হেসে,
পরাণে পরাণ মিশে আঁধার গেল দূরে।
সকল বিশ্ব যুড়ি আজি এ কোন্ বীণা বাজে !
পুলকে পূরিছে হিয়া, এ মধুর সাঁঝে।
সকল দুঃখ, সকল দৈন্য, এক নিমেষে হ'ল ধন্য,
অরূপেরি রূপ হেরিয়ে হৃদয়েরি দ্বারে।
[বাগেশ্রী বাহার, ঝাঁপতাল]

১৯৯২ কবে প্রাণ মন সঁপিব হে, তোমার চরণে,
কবে ছিন্ন হবে হৃদয়-গ্রন্থি, প্রেমের মিলনে ;
সব বন্ধন হবে মুক্ত, হব আমি অনাসক্ত,
জীবন-মুক্ত হ'য়ে আমি পূজ্‌ব চরণে।
ভক্তি-নীরে হ'য়ে সিক্ত, হৃদয় হবে পুণ্যক্ষেত্র,
উদিবে সর্ব্বতঃ প্রীতি, মম পরাণে।
[আলাইয়া, যৎ। সুর, "জীবন্ত বিশ্বাস দাও হে"]

১৯৯৩ আজ ব্রহ্ম-নামের মহাকবচ দাও না সখা, পর্‌তে চাই।
সব উজান ঠেলে নামের বলে সদানন্দে ভাস্‌তে চাই।
আজ সাধন-পুরে ধ্যানালোকে নীরব হ'য়ে বস্‌তে চাই,
আজ যোগের ঘরে কুতূহলে সখার সাথে মজ্‌তে চাই।
আজ বিশ্বপুরে বিশ্বরূপে বিশ্বময়ে জাগ্‌তে চাই,
আজ ব্রহ্মময়ে জ্যোতির্ম্ময়ে অনন্ত পুর দেখ্‌তে চাই।
আজ প্রাণ-পুরে প্রাণময়ে সবার সাথে মিল্‌তে চাই,
প্রাণে প্রাণে মহাপ্রাণে মিলন-মালা গাঁথ্‌তে চাই।

১৯৯৪ নমি নমি নমি দেব, নমি শতবার।
ঘুচে গেল ভেদাভেদ, সব একাকার।
লোকে লোকে গাহে জয় বিশ্বচরাচরময়,
জয় দেব জয় দেব জয় হে তোমার!
সাধিলেন নাম-ধনে, ব'সে যোগী যোগাসনে,
মন-তারে বাজে তাই বিজয় ওঙ্কার।

মিটে গেল সব ক্ষুধা, পিয়ে তব নামসুধা,
প্রাণে প্রাণে ঢেলে দিলে প্রেম-পারাবার।
ধন্য দেব দয়া তব, কিবা দিব, কিবা কব,
আঁখি-জলে সাধ সখা শুধু পূজিবার।

৫৮

১৯৯৫ ভেঙেছ যদি এ জীবন-প্রভাতে সুখের ঘরটি, হায়,
জ্বালাও তবে মা হৃদয় নিভৃতে তপের অনল তায়।
আহুতি-গন্ধে হিয়ার ছন্দে নিয়ত ভরুক প্রাণ,
অনল-দহনে জননী-মহিমা করিবে আমারে ত্রাণ।
পোড়াক্ সতত দহন-দহনে মোহ জঞ্জাল রাশি,
বেদন বিরহ জাগুক সতত খুলিতে বাঁধন ফাঁসি।
হিয়ার তন্ত্রে কি মধু-মন্ত্রে বাজাও জননী মোর!
স্বরগের গানে জননীর নামে দুখনিশা হোক্ ভোর।

৫৯

১৯৯৬ আমায় নাও না তুলে হাত বাড়ায়ে,
মাগো তোমার অভয় পুরে;
দাও না ভেঙে দেহের দেয়াল, যাই মা ছুটে রূপের পারে।
শ্রান্ত আমি, ক্লান্ত আমি, দেখ না, মাগো, দিবস যামী,
শুদ্ধ তুমি, শান্ত তুমি, এস না, মাগো, তোমায় নমি।
বিদেহী-পুরে প্রেমের ঘরে কেমন তোমার সত্য-জ্যোতি,
দাও না খুলে নয়ন-ডোর, দেখি মা আমি দিবস-রাতি।

১৯৯৭ আমার হৃদয়ের কথা, প্রাণের বারতা,
শোন শোন প্রেমময় ;
(আমি) তোমার লাগিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবন করিব ক্ষয়।
(দীন হীন কাঙ্গালের বেশে)
(নাথ) তব প্রেম বারি, চাহিতে কি পারি, অধম পামর অতি,
(কর) এই আশীর্ব্বাদ, ওহে প্রাণনাথ, তোমাতেই থাকে মতি।
(আর আমি কিছুই চাই না হে)
(ওহে) নিজ গুণে নাথ, মোরে পিপাসিত করেছ করেছ তুমি ;
(যখন) সেই পিপাসায় প্রাণ ফেটে যায়, বড় সুখে সুখী আমি।
(জানি) প্রেমিক যে হয়, ওহে প্রেমময়, যোগানন্দ রস পিয়ে ;
(সে যে) পরম পুলকে, নাচে গায় সুখে, তোমারে হৃদয়ে ল'য়ে।
(সে যে আর কিছু ধন চায় না হে নাথ)
(আমি) অভক্ত দুর্জ্জন, প্রেম কিবা ধন জানিনে, পাষাণ-হিয়ে ;
(কেবল) শ্রীমুখ দেখেছি, অভয় পেয়েছি, আছি আশা-পথ চেয়ে ;
(আমি) তোমার লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া যদি প্রাণ দিতে পারি,
(আমি) সেই ভাগ্য মানি, ওহে প্রেমমণি, যাই গুণ বলিহারি !
(পাপীর আর কি সাধ আছে নাথ)
(আমি) হৃদয়-শোণিতে, নয়ন-বারিতে, ধোয়াব চরণতল ;
(আমার) বাসনা পূরিবে, দুখ দূরে যাবে, জনম হবে সফল।
(সেদিন আমার কবে হবে হে)

[কীর্ত্তন, তাল খয়রা। সুর, "দেখি এক পাখী"]

১৯৯৮ দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোণা।
তারে ধরি ধরি মনে করি, ধর্‌তে গেলাম, আর পেলাম না।
বহুদিন ভাব-তরঙ্গে, ভেসেছি কতই রঙ্গে,
সুজনের সঙ্গে হবে দেখা-শোনা;
তারে আমার-আমার মনে করি, আমার হ'য়ে আর হ'ল না।
সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফির্‌তেছি পাগল হ'য়ে,
মরমে জ্বল্‌চে আগুন, আর নিভে না;
(আমায়) বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না।
পথিক কয়, ভেবো না রে, ডুবে যাও রূপসাগরে,
বিরলে ব'সে কর যোগসাধনা;
একবার ধর্‌তে পেলে মনের মানুষ ছেড়ে যেতে আর দিও না।
[মনোহরসাহী, লোফা]

১৯৯৯ আমি অপরূপ রূপ দেখেছি রূপসাগরের পারে।
ঐ ভুবনমোহন রূপে পাগল ক'রেছে আমারে।
আমার মন মানে না, আমার প্রাণ মানে না,
আমি আর যাব না, আর যাব না, আর যাব না ঘরে।
আমি কাঙ্গাল বেশে, ঘুরে দেশে দেশে,
আমি প্রেম-নগরে এসে শেষে পেয়েছি তাহারে।
কেঁদে পথিক বলে, ভেসে নয়নজলে,
আমি প্রাণারামে রাখ্‌ব ভ'রে প্রাণের মাঝারে।
[বাউলের সুর, একতালা। সুর, "ওহে দিন ত গেল, সন্ধ্যা হ'ল"]

২০০০ মঙ্গলময় পিতা আমার, (মন) কেন কর বৃথা ভয় ?
আমার এমন দয়াল থাক্‌তে কাছে, কোথা খোঁজ রে সহায় ?
সুখে তাঁর করুণাধারা, দুঃখ মাঝে দেয় গো সাড়া,
রোগে শোকে অভয়বাণী বারে বারে কে শোনায় ?
কেউ যখন রহে না পাশে, কেউ যখন না ভালবাসে,
ওরে সাথের সাথী দিবারাতি সদাই তোরে সে যে চায়।
আঁধারে কার মুখ দেখে ভয় ভাবনা ফেল ঢেকে ?
কাহার পরশ লাগ্‌লে প্রাণে সকল জ্বালা জুড়ায় ?
মঙ্গল যাঁহার নাম, মঙ্গল তাঁহারি কাম,
সঁপরে তোর প্রাণমন মঙ্গলময়েরই পায়।
[ভৈরবী, একতালা। সুর, "সকল মিলন সফল তখন"]

২০০১ বড় সাধ হ'য়েছে আমার, না রাখিব কিছু আপনার,
ঘুচি যাবে সব অহঙ্কার, না রহিবে বাসনা-বিকার।
জীবনের নিয়ম বলিয়া প্রেমে শিরে লইব তুলিয়া,
আজ হ'তে আপনা ভুলিয়া খাটিব এ সংসার মাঝার।
হৃদয়েতে রহিবে বিশ্বাস, প্রেম প্রেম বহিবে নিঃশ্বাস,
রবে প্রাণে অমৃতের আশ, টুটিবে এ মোহ অন্ধকার।
[ধুন, কাওয়ালি। সুর, "দিবানিশি করিয়া যতন"]—২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১

২০০২ ধীরে বহিছে ভকতি-তটিনী, কে ডুবিবি তোরা আয় রে।
সে প্রেম-সলিলে একবার ডুবিলে, প্রাণের জ্বালা দূরে যায় রে !

পাপ মলিনতা হবে প্রক্ষালন, স্নিগ্ধ হবে ভাই দেহ প্রাণমন,
ভক্তি-নীরে স্নানে, ভকত-মিলনে, চল গাই ব্রহ্ম জয় রে।
কেন বৃথা আর কর পর্য্যটন, ভক্তি-স্রোত হৃদে বহে অনুক্ষণ ;
(সেই) পুণ্য-নীরে স্নান, পূত বারি পান করি যাই পুণ্য-ধাম রে।

২০০৩ নিরাশ হইওনা তাঁর আশায়।

ফিরে যেও না রে, চেয়ে থাক তাঁর পানে, অবশ্য পাইবে তাঁয়।
এমন কে আছে সংসারে, যে জন চাহিয়ে তাঁরে,
নিরাশ হইয়ে পড়ে, জিজ্ঞাস' সবায়।
তিনি নন কৃপণ ধনী, নহেন পদ-অভিমানী,
শুনিয়ে যাচক-বাণী ফেলিবেন হেলায়।
[সুরটমল্লার, একতালা। সুর, "কেন কর মন বৃথা ভয়"]

২০০৪ ভক্তি বিনা হয় না সাধন, শুধু নাম করিয়ে ফল কি আছে ?
প্রাণে ভক্তি হ'লে, পাষাণ গলে, মরা মানুষ উঠে বেঁচে।
প্রাণে পেলে ভক্তি-কণা, সার্থক হয় সব সাধনা,
সেই, ভক্তিবিন্দু হ'য়ে সিন্ধু, জীবন গড়ে নূতন ছাঁচে।
হয়, ভক্তিরসে মিষ্ট জীবন, পুলকিত হয় দেহ মন,
তাই, নাম বরষে এত সুধা সাধুভক্ত জনের কাছে।
ব্যাকুল হ'য়ে তাঁরে ডাক, দীন হ'য়ে প'ড়ে থাক,
ভক্তি-চক্ষু ফুটবে যখন, দেখবে তাঁরে প্রাণের মাঝে।
[কীর্ত্তন]

২০০৫ একেলা ফেলিয়ে রেখো না আমায়,
কাছে কাছে সদা থাকো।
সবাই যদি গো ছেড়ে যায় দূরে, তুমি মোরে ছেড়ো না কো।
বিষাদ আঁধারে ঘেরিলে জীবন, মরুসম শুষ্ক যদি হয় মন,
আশালোক দিয়ে, কৃপা বরষিয়ে, নয়নে নয়নে রেখো।
দৈন্যভারে প্রাণ হয় যদি ম্লান, শান্তি-আশে মাগে বিরামের স্থান
কোলে টেনে নিয়ে, জননী আমার, প্রেমের অঞ্চলে ঢেকো।
তুমি যে আমার জীবন-জীবন, চির-সাথী, চির আপনার জন,
এই কথা প্রাণে ব'লো অনুক্ষণ, ভুলিতে আর দিও না কো।
[জয়জয়ন্তী, একতালা। সুর, "জীবন যখন শুকায়ে যায়"]

২০০৬ প্রাণ যদি চায় কাতরে তোমায়, দূরে কি থাকিতে পার ?
কেবল সাধুজনের নও হে তুমি, (ঘোর) পাপীকেও যে তার'।
ডাক্‌লে পাপী চোখের জলে, অম্‌নি তোমার আসন টলে,
পাপের ধূলা ঝেড়ে মুছে, তারে কোলেতে তুলে ধর'।
যখন হয় না কিছু মুখের ডাকে, শূন্য প্রাণ শূন্যই থাকে,
কাঁদ্‌লে তখন চরণ ধ'রে, চোখের জলেতে হার'।
(একবার) কাঁদাও তবে ভাল ক'রে, সদা ডাকি তোমায় অশ্রু-ভরে,
আমায় দেখা দিয়ে হৃদয়-পুরে, দুঃখ তাপ সব হর'।
[কীর্ত্তন]

২০০৭ এ তোমার কেমন খেলা, বলিহারি যাই।
তোমায় যখন যে ভাবে খুঁজি, তখন তেমনি দেখ্‌তে পাই।
কখনো বা এস কাছে, সেজে মায়ের মত,'

দেখে, ভয় ভাবনা সব আমার হয় তিরোহিত,
আমি আনন্দেতে মা মা ব'লে অভয় চরণে লুটাই।
অপরাধ করি যখন, প'ড়ে মোহ-ঘোরে,
অমনি পিতা হ'য়ে রুদ্রবেশে দেখা দাও আমারে,
কত, ভর্ৎসনা তাড়না কর, (শুনে) মরমেতে ম'রে যাই।
বিপদে নিরাশায় প'ড়ে কাঁদিলে কাতরে,
অমনি হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হ'য়ে এস প্রেমভরে,
তোমার প্রেমমুখ দে'খে তখন সকল বিপদ ভুলে যাই।
যখন আমি যথা রব, কাছে কাছে থেকো,
দুর্দ্দিনে এ দীনহীনে সদা মনে রেখো,
নাথ, তুমি যদি আমার থাক, তবে কি কিছু ডরাই ?
[মুলতান, কাওয়ালি]

২৩৩৮ কে বাজায়, কে বাজায় হৃদয়-বীণা ?
প্রাণ শিহরে সে ঝঙ্কারে, আর যে থাক্‌তে পারি না।
সে মধুর স্বরে চাঁদ যে হাসে, নাচে তারা নীল আকাশে,
পবন পাগল ফুলের বাসে, পাখী গায় বন্দনা।
তার প্রতিধ্বনি জলে স্থলে, উঠে আকাশ পাতাল সিন্ধুতলে,
শুনি তরুলতায় ফুলে ফলে, সে স্বরের মূর্চ্ছনা।
বুঝেছি, মোর প্রাণাধার, ছুঁয়েছেন আজ প্রাণের তার,
তাই অন্তর বাহির একাকার, ঝরে প্রেমের ঝরণা।
[ভৈরবী, যৎ। সুর, "ভিতরে লুকায়ে কেন"]

২০০৯ তেম্‌নি ক'রে ডাক দেখি মন,
(যেমন) ডেকেছিলেন ন'দের গোরা।
হরি ব'লে, প্রেমে গ'লে, নেচে কেঁদে পাগল-পারা ॥
মহম্মদ কঠোর সাধনে, ঘষেছেন মাথা পাষাণে,
না পেয়ে সেই প্রাণের প্রাণে, নিশিদিন শান্তিহারা।
বোধিতলে শাক্যমুনি, ধ্যানে মগ্ন দিন-যামিনী,
সর্ব্বত্যাগী, পরম যোগী. জীব-প্রেমে আত্মহারা।
চরণ ধ'রে যে ডেকেছে, সেই প্রাণে সাড়া পেয়েছে,
তিনি দয়ার নিধি, প্রেম-জলধি, কাঁদ্‌লে পাপী দেন ধরা।
[কীর্ত্তন]

২০১০ প্রেমের নদী ঐ ব'য়ে যায়! ডুব দিবি কে, আয় ত্বরা :
ডুব্‌লে পাবি নূতন জীবন, কভু না যাবি মারা।
ডুব দিয়ে ঐ প্রেমের জলে, ন'দের গৌর দেশ মাতালে,
আপামরে প্রেম বিলালে, (বহে) দুনয়নে প্রেমধারা।
পান ক'রে ঐ প্রেম-বারি, (হ'ল) রাজার ছেলে পথ-ভিখারী,
তার, পাছে ছোটে নরনারী, (চেয়ে) নির্ব্বাণ-অমৃতধারা।
ঝাঁপ দিয়ে ঐ প্রেম-সলিলে, হ'ল রাজা সূত্রধরের ছেলে,
ক্রুশোপরি জীবন দিলে, মাথায় কাঁটার মুকুট পরা।
(পিতার প্রেমে আত্মহারা)
আপনাকে যে চায় হারাতে, ডুবুক্ সে ঐ প্রেম-নদীতে,
পাবে ব্রহ্মধামে উপনিতে, (পিবে) চির আনন্দ ধারা।
[কীর্ত্তন]

২০৭১ আমায় মাতিয়ে দাও আনন্দময়ী, একেবারে মেতে যাই।
তোমার প্রেম-সুধা পান করিয়ে সদানন্দে নাচি গাই।
যে সুধা পান করিলে, বিষয়বুদ্ধি যায় চ'লে,
হয় মহা ভাবের উদয়, সেই সুধা পান কর্‌তে চাই।
যুগে যুগে ভক্তজনে মাতাও যে সুধাদানে,
আমরা সেই সুধাপানে মাতিয়ে সবে মাতাই।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, তব নামসুধা-পানে,
মাতুক সব নর নারী, দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই। *

[খেম্‌টা]

২০৭২ নিঠুর গরজী, তুই কি মানুষ-মুকুল ভাজ্‌বি আগুনে ?
(তুই) ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, সবুর বিহুনে ? (রে গরজী)
দেখ্‌ না আমার পরম গুরু সাঁই,
(সে) যুগ-যুগান্তে ফুটায় মুকুল, (তার) তাড়াহুড়া নাই।
(তোর) লোভ প্রচণ্ড, (তাই) ভর্‌সা দণ্ড, এর আছে কোন্ উপায় ?
† শোন্ নিবেদন, দিস্ না বেদন (সেই) শ্রীগুরুর মনে,
(ধর্) সহজ ধারা আপ্‌না-হারা, তাঁর বাণী শুনে। (রে গরজী)

* মূলের পাঠ :—সর্ব্বত্র "সুধা" স্থানে "সুরা" ; এবং শেষ কলিটি এইরূপ, "তোমার নববিধানে নবপ্রেমসুধাপানে, মাতুক সব জগতবাসী, দেখে পরলোকে যাই।" † মূলে রচয়িতার ভণিতা আছে,—"কয় যে মদন"।

কীর্ত্তনে উপাসনা।

[উদ্বোধন]

২০১৩ (ক) অনলেতে যে দেবতা দাহিকা শকতি,
সলিলে শীতলরূপে যাঁহার বসতি,
জল স্থল নভতল বিশ্ব চরাচর
ব্যাপিয়া করেন যিনি স্থিতি নিরন্তর,
ওষধি ও বনস্পতি জীবিত যাঁহায়,
নমি সেই দেব-দেবে, প্রণমি তাঁহায়।

[বেলোয়ার ; মধ্যম একতালা]

(খ) "আনন্দ" স্বরূপ যাঁর, প্রাণ-উৎস প্রাণাধার,
যাঁহে সবে লভয়ে জনম,
জনমিয়া যাঁহে রহে, জীবন যাঁহাতে বহে,
স্থিতি যাঁহে করে জীবগণ,
জীবনের অবসানে, চ'লে যায় যাঁর পানে,
তিনি ব্রহ্ম, কর প্রণিধান।
আদি অন্ত মধ্য ধাম, পরিধি ও কেন্দ্রস্থান,
জ্ঞানাতীত অরূপ মহান্।
(নিরাধার নিরাকার, মূলাধার সবাকার)
মন সহ ভ্রমি, যাঁয় বাক্য না ধরিতে পায়,
তৃপ্তি-হেতু রসময় সেই ;
তাঁহাতে হইলে স্থিতি, মনাতীতে চিত্ত-রতি,
ভবার্ণবে ভয় নাহি, ভাই।
ভয় আর থাকে না ; অভয় পদে স্থিতি হ'লে ;
প্রাণাধারে প্রাণ সঁপিলে)

এই ত পরম লোক; হেথা জীব বীত শোক,
পরা গতি, লভয়ে সম্পৎ ;
লভি সে পরমানন্দ, ঘুচে যায় সব দ্বন্দ্ব,
পূর্ণানন্দে পূরয়ে জগৎ।

(নিরানন্দ রয়না রে; সে পরমানন্দে হেরে; আনন্দময় লোক হেরে)
[ভাটিয়ারী ; ধামালী]

[আরাধনা]

(গা) সারাৎসার পরাৎপর ব্রহ্মসনাতন,
সৃজন-পালন হেতু, জীবের জীবন,
প্রাণাধার সবাকার, নিত্য সত্য তুমি,
অনিত্য সংসার মাঝে তুমি স্থির ভূমি।

[করুণ সুহই ; মধ্যম একতালা]

(গা) দর্শন শ্রবণ আর পরশ মনন,
ইন্দ্রিয় সবার তুমি কারণ-কারণ।
ভেদ করি জল স্থল, গগন-মণ্ডল,
"আমি আছি" ধ্বনি তব উঠিছে কেবল।
পর্ব্বত শিখর আর জলধির তল,
গহন অরণ্য যত, মরুময় স্থল,
সকলেরি মাঝে, দেব, আবির্ভাব তব,
তোমার প্রকাশ বিনা হয় অসম্ভব।

(আছ হে তুমি ; সবার মাঝে আছ হে তুমি ; তোমার মাঝে বিশ্ব রাজে, বিশ্বমাঝে আছ হে তুমি ; প্রাণরূপে বিশ্বমাঝে—)
[ধানসি ; ঝপতাল]

(ঙ) ওহে জ্ঞানময়, ওহে প্রাণময়, বিশ্ব রচিলে জ্ঞানে ;
(করি) জ্ঞানেতে পালন, শাসন, চালন, পূর্ণ করিলে প্রাণে।
তরু লতা তৃণে, জীবের জীবনে, প্রাণের প্রবাহ তব ;
মানব-সমাজে যুগে যুগে রাজে কত বিধি নব নব।
বিবেক-বাণীতে আদেশ শুনিতে ডাকিছ তনয়ে তুমি ;
সে বাণী শুনিয়া, সে পথে চলিয়া, ধরা হয় স্বর্গভূমি।

[শ্রীরাগ, খয়রা]

(চ) নীলাকাশে ভায় তোমারি প্রভায় রবি শশী গ্রহ তারা ;
চিদাকাশে তুমি অন্তর্যামী স্বামী, হৃদয়ের ধ্রুবতারা।
হৃদি-অন্তস্তলে তব আঁখি জ্বলে, হেরে লাজে ম'রে যাই ;
সকলি দেখিছ, সকলি জানিছ, গোপন কিছুই নাই।
(সব দেখিছ তুমি ; অনিমেষ আঁখি দিয়ে)

[শ্রীরাগ মিশ্র, ঝপতাল]

(ছ) অনন্ত মহিমা তব, হে অনন্ত স্বামী,
(বর্ণিতে নারে ; বেদ পুরাণ কোরান বাইবেল—)
ধরিতে বুঝিতে নাথ, পরাভূত আমি।
অগম্য অপার তুমি, জ্ঞানের অতীত,
রাখিয়াছ এই বিশ্ব ক'রে আচ্ছাদিত।

[তুড়ী ; মধ্যম একতালা]

(জ) সবারে রাখিয়া তুমি নিজ অধিকারে,
ওত-প্রোত ভাবে আছ সবার মাঝারে।
দেশকালাতীত তুমি, সীমা অন্ত নাই,
সীমা-মাঝে পাতিয়াছ অসীমের ঠাঁই।

বাঁধা আছি তোমা-সনে অনন্তের টানে,
ছুটিয়া চ'লেছি মোরা অনন্তের পানে।
নদী যথা সিন্ধুপানে চলে ধীরে ধীরে,
ছুটেছে জীবন-নদী ধরিতে তোমারে।

[সিহাগড়া ; ঝপতাল]

(ঝ) (ঐ) মহাসিন্ধু মাঝে জননীর সাজে খুলিয়া **আনন্দ** ধাম,
ডাকিছ সবারে সুমধুর স্বরে, জুড়াইতে মন প্রাণ।
আয় আয় আয় ব'লে, ডাকিছ সবে ; জুড়াবে ব'লে,—
তাপিত হৃদয়। আর কে বা আছে ? তপ্ত চিত্তে শান্তি দিতে ;
তোমা বিনা কে বা আছে ?.)
শান্তি অনুপম জুড়ায় মরম, শীতল সুধা-নিলয় ;
আনন্দ-বরণ মূরতি মোহন, প্রাণারাম রসময়।

[শ্রীললিত, ঝপতাল]

(ঞ) **অমৃত** সদন ! আমার জীবন ভরিয়া র'য়েছ তুমি ;
মরণের পারে লোক-লোকান্তরে অমর হইনু আমি।
আনন্দে জনম লভিয়া ভুবন কেবলি আনন্দময় !
আকাশের তারা, হাস্যময়ী ধরা, আনন্দ-বারতা কয়।
কুসুমিত বনে বিহগ-কূজনে, আনন্দ বহিয়া যায় ;
পূর্ণানন্দ তুমি, হে জীবন-স্বামী, এই জীবন-ধারায়।

[সুহই ; ঝপতাল]

(ট) **প্রেম**-সুধা-ধারে তুষিতে সবারে, পাঠাইলে এ সংসারে ;
দিয়ে অন্নজল, জ্ঞান বুদ্ধি-বল, পালিছ কত আদরে।
(বিচার তুমি কর না হে ; সাধু পাপীর ভেদাভেদ)

আমি জনম অবধি কত অপরাধী, বিরোধী তোমার দ্বারে ;
(সেই) পাপাচার স্মরি, দয়াময় হরি, তুমি ত ছাড় না মোরে।
(কত ভালবাস ; অধম দীন সন্তানে)
জীবনে মরণে সুখে দুখে মম তব প্রেম-পরিচয় ;
সকলের মূলে সে প্রেম হেরিলে বিশ্ব হয় মধুময়।
(সকলি মধু ; তোমার পরশ পেয়ে ; অনল অনিল জল)
(এই) সৃজন প্রসঙ্গ লীলারসরঙ্গ প্রেমেরি তরঙ্গ তব ;
(শুধু) আপনার প্রেম করিতে পূরণ ফুটায়ে তুলিছ সব।
। নিজ প্রেম পূরাইতে, চাহ যে আমারে ; জনম দিলে তাই ।
[মিশ্র খাম্বাজ ; দোঠুকি]

(ওঁ) একমেবাদ্বিতীয়ম্ নিত্যসত্য নিরুপম,
একমাত্র তুমি বন্দনীয় ; (হে নাথ)
(তোমার) নাহি অংশী, নাহি অংশ, চিহ্নিত মানব-বংশ,
সম ভাবে সবে তব প্রিয়। (হে নাথ)
(তুমি) এক পিতা, এক মাতা, একমাত্র পরিত্রাতা,
সবারে রেখেছ এক কোলে ; (হে নাথ)
(দিয়ে) এক ধর্ম্ম, এক জ্ঞান, এক ভক্তি, এক প্রাণ,
(এক) পরিবারে বাঁধিছ সকলে। (হে নাথ)
(তোমার) এক কোলে পাশাপাশি ইহপরলোকবাসী,
যুগ-যুগ লোক-লোকান্তর ; (হে নাথ)
লুপ্ত সব ভেদ-চিহ্ন, তোমাতে সবে অভিন্ন,
এক তুমি সত্তার সাগর। (হে নাথ)
[ঝিঁঝিট মিশ্র, ঝাঁপতাল]

মুঙ্গেরে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীর প্রথম উৎসবে, ১৮৬৮ সালের ১৯শে এপ্রিল (৮ই বৈশাখ) "এসেছি আজ আশা ক'রে" (৪৮৫ পৃঃ) ও "এসেছি তোমারি দ্বারে" (৪৫৪ পৃঃ), দ্বিতীয় উৎসবে (৭ই জুন=২৬শে জ্যৈষ্ঠ) "একটি ভিক্ষা আজ দিতে" (৯১৮ পৃঃ), রচিত হয়; এবং তৃতীয় উৎসবে (১ নভেম্বর=১৭ কার্ত্তিক) "যদি তরাবে জগজ্জনে" (৫৪৪ পৃঃ) গীত হয়। ঐ সালের ২০শে জুলাই (৬ই শ্রাবণ) আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মুঙ্গের হইতে সিমলা যাত্রার দিন "কি ব'লে তার দিব পরিচয়" (৫০ পৃঃ) রচিত হয়। ১৮৬৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী (১১ই মাঘ) ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিনে "দয়াময় নাম বল রসনায় অবিশ্রাম" (৯৫৪ পৃঃ) এই নগরসঙ্কীর্ত্তন, ও "চল ভাই সবে মিলে যাই" (৮৫৩ পৃঃ) এই গান গীত হয়। ১৮৭৩ সালের ২৮শে আগষ্ট ভারতাশ্রমের ভাব লইয়া "পিতা এই কি হে সেই শান্তিনিকেতন" (৬২৯ পৃঃ) গানটি রচিত হয়। ১৮৭৫ সালের নগরসঙ্কীর্ত্তনের গানে, "নাম রসে না মাতিলে" এই কলিটিতে, "আমি দেখিলাম প্রেমে মাতিলে পাপের জ্বালা যায় চ'লে" এই অংশ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যোগ করিয়া দেন।

১৮৬৩ সালের শ্রাবণ মাসে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচারব্রত গ্রহণ দিনে, "জানিতেছ হৃদয় বাসনা" (৫৪৩ পৃঃ) গানটি, এবং ১৮৬৬ সালের ৩০শে নভেম্বর (১৬ই অগ্রহায়ণ) সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের প্রচারব্রত গ্রহণ দিনে "প্রাণ কাঁদে মোর বিভু ব'লে" (৫৩৬ পৃঃ) গানটি ব্যবহৃত হয়। ১৯০৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমন উপলক্ষে "তাঁরে রেখো রেখো তব পায়" (৫৭৯ পৃঃ) গানটি রচিত হয়।

১৮৮১ সালের ২২শে জানুয়ারী (১০ মাঘ) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে "চল চল হে সবে পিতার ভবনে" (৯৬৮—৯৭০ পৃঃ) এই নগরসঙ্কীর্ত্তন গীত হয়। সাধনাশ্রমের (স্থাপিত, ১ ফেব্রুয়ারী ১৮৯২) দৈনিক উপাসনায় ব্যবহারের জন্য আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক এই সকল সঙ্গীত ও স্তোত্র রচিত হয়: জুলাই ১৮৯২,— স্তোত্র, "নমো নমস্তে ভগবন্" (১০৪১ পৃঃ), গান "পাপিগণে আজ" (৫৫৩ পৃঃ); ১ আগষ্ট ১৮৯২,—"তুমি ব্রহ্মসনাতন বিশ্বপতি" (১৮৪ পৃঃ) ও "পাপী তাপী নরে" (৫৫১ পৃঃ)। ১৮৯৩ সালের নগরসঙ্কীর্ত্তনের গান (৯৮৮—৯৯১ পৃঃ) বিশেষ ভাবে সাধনাশ্রমের ভাব লইয়া রচিত হয়।

কীর্ত্তনাঙ্গের গানের সূচী

সুরের সাদৃশ্য আছে, ইহা বুঝাইবার জন্য পাশে [এইরূপ ব্র্যাকেট দেওয়া হইল। ঠিক এক সুরের গানগুলির প্রথমটিতে * তারকা-চিহ্ন দিয়া, অন্যগুলিকে তাহারই নীচে ও একটু ডাহিনে সরাইয়া মুদ্রিত করা হইল। গ্রন্থমধ্যে অধিকাংশ তারকা-চিহ্নযুক্ত গানের তালের নীচে একটি রেখা আছে ; যথা,—লোফা।

আদ্ধা

একতালা

[মধ্যম একতালা]

কাওয়ালি

[আড়কাওয়ালি]

কাহারবা

খয়রা

খেম্‌টা

ছব্‌কি

ঝুলন

ঝপতাল

ঝাঁপতাল

ঠুংরি

[ঠুংরি, গৈরান]

তেওট

ঢিমাতেতালী

তেতালা

[ঢিমেতেতালা]

দশকুশী

দাদ্‌রা

দোঠুকি

ধামালী

যৎ

রূপক

লোফা

সংযোজন ও সংশোধন

[সংযোজন]

পৃষ্ঠা	পংক্তি	যোগ করিতে হইবে
৭৭	শেষ	[মিশ্র কাফি, একতালা]
১১১	৫	আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা, আষাঢ় ১৩২১ বাং
১২৯	শেষ	[(ক), "যন্ত্র তুমি হে" পর্য্যন্ত, তাল খয়রা; সুর, "প্রভো কি নিবেদিব আমি"। (খ), "কি বা মধুর" হইতে "মধুময় হ'য়ে যায়" পর্য্যন্ত, তাল খয়রা; সুর, "দেখি এক শাখী"। (গ), অবশিষ্টাংশ, তাল ঠুংরি; সুর, "লভিয়ে কৃপা তাঁহার"।]
১৫০	শেষ	[ফুট্‌নোট্‌] * মূলের পাঠ, "রাঙ্গা পায়"
১৫২	শেষ	[ফুট্‌নোট্‌] * মূলের পাঠ, "দয়াতে মত্ত"
১৭২	১৫	আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা, ভাদ্র ১৩২০ বাং
১৮৪	১০	—১ আগষ্ট, ১৮৯২
২০৮	৮	—মাঘ, ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)
২১০	শেষ	—মাঘ, ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)
২৩০	৯	["২।২৪"এর পরে] গীতলেখা ২।৫৫
২৩৯	শেষ	—মাঘ, ১৩৩৪ বাং (১৯২৮)
২৫১	শেষ	—মাঘ, ১৩৩৪ বাং (১৯২৮,
৩০১	১১	আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২০ বাং
৩৩৬	৯	আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা, চৈত্র ১৩২০ বাং
৩৫০	৭	[আসোয়ারী, একতালা]
৩৫১	৪	[হাম্বীর, আদ্ধা কাওয়ালি]
৫৫১	শেষ	—১আগষ্ট, ১৮৯২
৫৫৩	শেষ	—জুলাই, ১৮৯২
৯২৮	শেষ	"তাই ভাবি মনে" এই পংক্তি খ-চিহ্নিত অংশ হইতে পৃথক্। ইহার সুর "ক" অংশের অনুরূপ।